পদ্ম পুরাণম্

ভূমিখণ্ডম্।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

[মূল ও বঙ্গানুবাদ]

ভট্টপল্লীনিবাসী

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা.

৮, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন"-যন্ত্রে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।
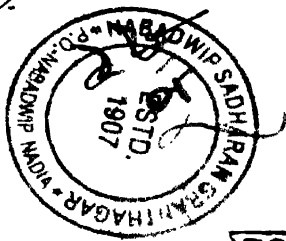
ভূমিকা।

পদ্মপুরাণ না হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রই বুঝি অসম্পূর্ণ থাকে, তাই জৈন সম্প্রদায়েরও পদ্মপুরাণ আছে।

পদ্মপুরাণ যেমন উপদেশপূর্ণ, তেমনই প্রাঞ্জল। বিষ্ণু-ভক্তি ও বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান—ইহাতে অতি বিস্তৃতভাবে আছে। পদ্মপুরাণ না হইলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যত প্রমাণ সংগৃহীত আছে, তাহার অনেকটাই পদ্মপুরাণের। সেই পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ড দুগ্ধের সার; জীবনপ্রদ বস্তুর মধ্যে যেমন জল শ্রেষ্ঠ, জলের মধ্যে যেমন গঙ্গাজল শ্রেষ্ঠ,—সেইরূপ সর্ব্বপুরাণের মধ্যে পদ্মপুরাণ, তাহার মধ্যে ভূমিখণ্ড।

অনেক পুরাণেই প্রহ্লাদ-চরিত্র আছে, ভূমিখণ্ডের প্রহ্লাদ-চরিত্র একবার পাঠ করুন,—আর নিমীলিত নয়নে ভক্ত-সেবা রস আস্বাদন করুন। দেখিবেন—কি অপূর্ব্ব মাধুরী।

পদ্মপুরাণ সুযোগ্য পণ্ডিত-কৃত অনুবাদে বিভূষিত, ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই, কেবল সম্পাদকের কর্ত্তব্যবোধে এই ভূমিকাটুকু লিখিয়া দিলাম। পাঠক, এই মহাগ্রন্থের রস-পরিচয়ে অগ্রসর হউন,—ইহাই আমার অন্তরের কামনা। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
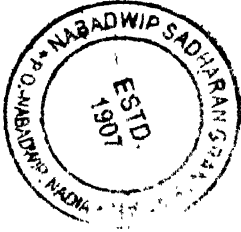
প্রকাশকের নিবেদন।

পদ্মপুরাণ মহাপুরাণসমূহের অন্যতম। ইহা সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ। সেই সাত খণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড,—এই ভূমিখণ্ড। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সাত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিখণ্ড সন ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিছুদিন ইহা মুদ্রিত ছিল না বলিয়া বহু ব্যক্তিই অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা এবার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ভক্ত পাঠকগণ মহর্ষি-প্রণীত এই মহাপুরাণের মনোরম আখ্যান-সমূহের অমৃততুল্য মধুর রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। ইতি—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা,
১০ই ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল।

প্রকাশক।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

২৪/৫

পদ্মপুরাণম্।

ভূমিখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ঋষয় উচুঃ।
শৃণু সূত মহাভাগ সর্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদ।
সন্দেহোগতং বিদ্বন্ দারুণং বুদ্ধিনাশনম্ ॥ ১
কেচিৎ পঠন্তি প্রহ্লাদং পুরাণেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
পঞ্চবর্ষান্বিতেনাপি কেশবঃ পরিতোষিতঃ ॥ ২
দেবাসুরে কথং প্রাপ্তে হরিণা সহ যুধ্যতি।
নিহতো বাসুদেবেন প্রবিষ্টো বৈষ্ণবীং তনুম্ ॥ ৩
সূত উবাচ।
কশ্যপেন পুরা জ্ঞাতং কৃতং ব্যাসেন ধীমতা।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং ব্যাসস্যাগ্রে স্বয়ং প্রভোঃ
তমেবং হি প্রবক্ষ্যামি ভবতামগ্রতো দ্বিজাঃ।
সন্দেহকারণং জাতং ছিন্নং দেবেন বেধসা ॥ ৫
ব্যাস উবাচ।
শৃণু সূত মহাভাগ ব্রহ্মণা পরিভাষিতম্।
প্রহ্লাদস্য যথা জন্ম পুরাণেঽপ্যন্যথা শ্রুতম্ ॥ ৬

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সর্ব্ব-তত্ত্বার্থকোবিদ মহাভাগ সূত! শ্রবণ কর, আমাদের বুদ্ধি-বিলোপী এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে বিদ্বন্! কোন কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরাণে প্রহ্লাদপ্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, প্রহ্লাদ পঞ্চবর্ষ বয়সেই কেশবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবাসুর-সমর উপস্থিত হইলে, তিনি কেন হরির সহিত যুদ্ধ করেন এবং বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বৈষ্ণব দেহে প্রবিষ্ট হন? সূত কহিলেন,—দ্বিজগণ! পূর্ব্বে কশ্যপ এ বিষয় বিদিত ছিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহা মহাত্মা ব্যাসের নিকট বর্ণন করেন। ধীমান্ ব্যাস পরে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই ব্যাস-বর্ণিত বিষয়ই আপনাদের নিকট বলিতেছি। বিধিদেব নিজেই এই সন্দেহ-নিদান ছেদন করিয়া দেন। ১—৫। ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন,—হে মহাভাগ সূত! ব্রহ্মা

জাতমাত্রঃ সর্ব্বসুখং বৈষ্ণবং মার্গমাশ্রিতঃ।
মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রহ্লাদো দেবপূজিতঃ ॥ ৭
বিষ্ণুনা সহ যুদ্ধায় সপুত্রঃ সঙ্গরং গতঃ।
নিহতো বাসুদেবেন প্রবিষ্টো বৈষ্ণবীং তনুম্‌ ॥৮
সৃষ্টিভাবং শৃণুষ্ব ত্বমস্যৈব চ মহাত্মনঃ।
সংসারং প্রাপ্য পুত্রাদ্যৈর্বিষ্ণুনা সহ বীর্য্যবান্‌ ॥৯
প্রবিষ্টো বৈষ্ণবং তেজঃ সংপ্রাপ্য যেন
তেজসা (১)।
পুরা কল্পে মহাভাগ যথা জাতঃ স বীর্য্যবান্‌ ॥
বৃত্তান্তং তস্য বীরস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
পশ্চিমে সাগরস্যান্তে দ্বারকা নাম বৈ পুরী।
সর্ব্বঋদ্ধিসমাযুক্তা সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতা ॥ ১১
তস্যামাস্তে সদা দেবো যোগজ্ঞো যোগসত্তমঃ
শিবশর্ম্মেতি বিখ্যাতো বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥১২
তস্যাপি পঞ্চপুত্রাস্তু বভূবুঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ ॥ ১৩

প্রহ্লাদজন্ম যেরূপ বলিয়াছেন এবং পুরাণেও যাহা অন্য প্রকার শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। দেব-পূজিত প্রহ্লাদ জন্মিবামাত্র সর্ব্বসুখাবহ বৈষ্ণবপথ অবলম্বন করিয়া মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধার্থ সপুত্র সমরে অবতীর্ণ হন। পরে বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বৈষ্ণবী তনু লাভ করেন। এই মহাত্মা প্রহ্লাদের উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। ইনি বীর্য্যশালী ছিলেন। স্বীয় পুত্রাদির সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন এবং স্বীয় প্রভাবে বৈষ্ণব তেজে প্রবিষ্ট হন। সেই বীর্য্যবান্‌ প্রহ্লাদ পুরাকল্পে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে সে বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিতেছি। পশ্চিম সাগরের প্রান্তে সকল ঋদ্ধি-সিদ্ধি-সমন্বিতা দ্বারকাপুরী বিরাজমানা। তথায় বেদার্থকোবিদ যোগজ্ঞ যোগী বিখ্যাত

(১) অতঃপরং "মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রহ্লাদো দেবপূজিতঃ।" ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

যজ্ঞশর্ম্মা বেদশর্ম্মা ধর্ম্মশর্ম্মা তথৈব চ।
বিষ্ণুশর্ম্মা মহাভাগো নূনং তৎকর্ম্মকোবিদঃ ॥১৪
পঞ্চমঃ সোমশর্ম্মেতি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
পিতৃভক্তিং বিনা চৈব ধর্ম্মমন্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
ন বিদন্তি মহাত্মানস্তদ্ভাবেন তু ভাবিতাঃ ॥১৫
তেষাং ভক্তিং তু সংপশ্যঞ্ছিবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥
চিন্তয়ামাস মেধাবী নিষ্কর্ষিষ্যে সুরোত্তমান্‌।
পিতৃভক্তেষু যো ভাবো নৈতেষাং মনসি স্থিতঃ
যথা জানাম্যহং চাথ করিষ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বকম্‌।
বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদাৎ স সর্ব্বসিদ্ধির্বভূব হ ॥
সদ্ভাবং চিন্তয়ামাস অঞ্জনার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
উপায়ং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্তপসস্তেজসঃ কিল ॥ ১৯
চকার সোঽপ্যুপায়জ্ঞো মায়য়া ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তেষামগ্রে ততো ব্যাজং শিবশর্ম্মা ব্যদর্শয়ৎ ॥
মহতা জ্বররোগেণ মৃতা মাতা বিদর্শিতা।
তৈস্তু দৃষ্টা মৃতা মাতা পিতরং বাক্যমব্রুবন্‌ ॥

শিবশর্ম্মা বাস করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; পাঁচ জনই শাস্ত্রজ্ঞ। পুত্রগণের নাম যজ্ঞশর্ম্মা, বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা এবং সোমশর্ম্মা। পঞ্চপুত্রই পিতৃভক্ত; পিতৃভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তাঁহারা জানিতেন না। সেই মহাত্মগণ সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হইয়াই থাকিতেন।৬-১৫। দ্বিজবর শিবশর্ম্মা পুত্রগণের পিতৃভক্তি দর্শনে চিন্তা করিলেন, আমি সুরবরদিগকে আকর্ষণ করিব; প্রকৃত পিতৃভক্তের ভাব আমার এই পুত্রগণের অন্তরে হয় তো নাই; যদি থাকে, তবে তাহা যেরূপে জানিতে পারি, সে চেষ্টা আমি বুদ্ধিবলে করিব। হে দ্বিজবরগণ! শিবশর্ম্মা বিষ্ণুর প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ বিষয় জানিবার জন্য সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ উপায়জ্ঞ শিবশর্ম্মা চিন্তা করিতে করিতে মায়াবিস্তারে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি পুত্রগণের সমক্ষে ছল প্রদর্শন করিয়া দেখাইলেন,—তাহাদের মাতা প্রবল জ্বর রোগে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন। পুত্রগণ দেখি-

যয়া বয়ং মহাভাগ গর্ভাগারে প্রবর্দ্ধিতাঃ।
কলেবরং পরিত্যজ্য স্বয়মেব গতা ক্ষয়ম্ ॥ ২২
অপহায় গতা সেয়ং স্বর্গে তাত কিমুচ্যতে।
শিবশর্ম্মোপরিভবং পুত্রং ভক্তিপরায়ণম্।
যজ্ঞশর্ম্মাণমাহূয় ইত্যুবাচ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৩

শিবশর্ম্মোবাচ।

অনেনাপি সুতীক্ষ্ণেন শস্ত্রেণ নিশিতেন বৈ।
বিচ্ছিদ্যাঙ্গানি সর্ব্বাণি যত্র তত্র ক্ষিপস্ব হ ॥ ২৪
তৎকৃতং তেন পুত্রেণ যথাদেশঃ শ্রুতঃ পিতুঃ।
সমায়াতঃ পুনঃ পশ্চাৎ পিতরং বাক্যমব্রবীৎ।
যথাদিষ্টং ত্বয়া তাত তৎসর্ব্বং কৃতবানহম্ ॥ ২৬
সমাদিশ মমাস্যচ্চ কার্য্যকারণমদ্য চ।
তচ্চ সর্ব্বং করিষ্যামি দুর্লভং দুর্জ্জয়ং পিতঃ ॥ ২৭
তমাজ্ঞায় মহাভাগং পিতৃভক্তং স চ দ্বিজঃ।
নিশ্চয়ং পরমং জ্ঞাত্বা দ্বিতীয়স্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৮
বেদশর্ম্মাণমাহূয় গচ্ছ ত্বং মম শাসনাৎ।
স্ত্রিয়া বিনা ন যুক্তোঽস্মি স্থাতুং কন্দর্পমোহিতঃ
মায়য়া দর্শিতা নারী সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পদা।
এতামানয় বৎস ত্বং মমার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০
এবমুক্তস্তথা প্রাহ করিষ্যে তব সুপ্রিয়ম্।
পিতরং তং নমস্কৃত্য তামুবাচ গতস্ততঃ ॥ ৩১
ত্বাং দেবি যাচতে তাতঃ কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ
অতস্ত্বং জরয়া যুক্তে প্রসাদসুমুখী ভব ॥ ৩২
ভজ ত্বং চারুসর্ব্বাঙ্গি পিতরং মম সুন্দরি।
এবমাকর্ণিতং তস্য মায়য়া বেদশর্ম্মণঃ ॥ ৩৩

স্ত্র্যুবাচ।

জরয়া পীড়িতস্যাপি নৈবেচ্ছামি কদাচন।
সশ্লেষ্মমুখরোগস্য ব্যাধিগ্রস্তস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪
শিথিলস্যাপি চার্ত্তস্য তস্য বৃদ্ধস্য সঙ্গমম্।
ভবন্তং রন্তুমিচ্ছামি করিষ্যে তব সুপ্রিয়ম্ ॥ ৩৫
ভবন্তং রূপসৌভাগ্যৈর্গুণরত্নৈরলঙ্কৃতম্।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নং দিব্যরূপং মহৌজসম্ ॥ ৩৬

লেন,—মাতা মরিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমরা যাঁহার গর্ভোদরে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, তিনি নিজ কলেবর পরিহার করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, আপনি এক্ষণে কি আদেশ করেন? শিবশর্ম্মা ভক্তিপরায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—পুত্র! তুমি নিশিত শস্ত্র দ্বারা তোমার মৃত মাতা সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিয়া যত্র তত্র নিক্ষেপ কর। পুত্র পিতার যেরূপ আদেশ পাইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিলেন এবং পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—পিতঃ। আপনি যে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি সম্পাদন করিয়াছি। এক্ষণে অন্য কার্য্যের জন্য আদেশ করুন, দুর্জ্জয় বা দুর্লভ হইলেও সে সকল আদেশ পালন করিব। দ্বিজবর শিবশর্ম্মা ইহাতে জ্যেষ্ঠপুত্র মহাভাগ যজ্ঞশর্ম্মাকে নিশ্চিত রূপে প্রশস্ত পিতৃভক্ত জানিয়া, দ্বিতীয় পুত্র বেদশর্ম্মার পিতৃভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—পুত্র। কামার্ত্ত আমি, স্ত্রী বিনা তিষ্ঠিতে পারিতেছি না! এই বলিয়া তিনি মায়াবলে এক সর্ব্ব-সৌভাগ্যশালিনী নারী মূর্ত্তি প্রদর্শন করত বলিলেন,—বৎস! কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি আমারই জন্য ঐ নারীকে আনয়ন কর। ১৬—৩০। পুত্র আদিষ্ট হইয়া পিতাকে কহিলেন,—আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। এই বলিয়া পিতৃপদে নমস্কারপূর্ব্বক বেদশর্ম্মা সেই নির্দ্দিষ্ট নারীর নিকট গিয়া কহিলেন,—দেবি! কামশরপীড়িত মদীয় পিতা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আপনি আমার জরাযুক্ত পিতার প্রতি প্রসাদসুমুখী হউন। হে চারুগাত্রি সুন্দরি! আমার পিতাকে ভজনা করুন। শিবশর্ম্মার মায়া-নারী বেদশর্ম্মার উক্তি শ্রবণ করিলেন, কহিলেন,—পিতা তোমার জরাজীর্ণ, শ্লেষ্মযুক্ত, মুখরোগী, ব্যাধিগ্রস্ত, শিথিলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত ও বৃদ্ধ। আমি তাহার সঙ্গ কখনই ইচ্ছা করি না, আমি রমণেচ্ছা করি তোমার সহিত; তোমারই আমি প্রিয়াচরণ করিব। তুমি রূপ-সৌভাগ্য-গুণ-রত্নালঙ্কৃত, দিব্য-

কিং করিষ্যসি তাতেন বৃদ্ধেন শৃণু মানদ।
মমাঙ্গভোগভাবেন সর্ব্বং প্রাপ্স্যসি দুর্লভম্॥
যদ্যত্ত্বমিচ্ছসে বিপ্র তদ্দদামি ন সংশয়ঃ।
এতদ্বাক্যং মহচ্ছ্রুত্বা অপ্রিয়ং পাপসঙ্কুলম্॥ ৩৮

বেদশর্ম্মোবাচ।

অধর্ম্মযুক্তং তে বাক্যমযুক্তং পাপমিশ্রিতম্।
নেদৃশং মাং বদেদ্দেবি পিতৃভক্তমনাগসম্॥ ৩৯
পিতুরর্থং সমায়াতস্ত্বামহং প্রার্থয়ে শুভে!
অন্যদেব ন বক্তব্যং ভজ ত্বং পিতরং মম॥ ৪০
যদ্যত্ত্বমিচ্ছসে দেবি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
তত্তদ্দদ্মি ন সন্দেহো দেবরাজ্যাদিকং শুভে॥৪১

স্ত্র্যুবাচ।

এবং সমর্থো দাতুং মে পিতুরর্থে যদা ভবান্।
তদা মে দর্শ[illegible]দ্যৈব সেন্দ্রাংস্ত্বং সমহেশ্বরান্॥৪২
দাতুমেবং সমর্থোঽসি দুর্লভং সাম্প্রতং কিল।
কিং তে বলং মহাভাগ দর্শয়স্ব ত্বমাত্মনঃ॥ ৪৩

বেদশর্ম্মোবাচ।

পশ্য পশ্য বলং দেবি প্রভাবং তপসো মম।
ময়াহূতাঃ সমায়াতা ইন্দ্রাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ॥ ৪৪
বেদশর্ম্মাণমূচুস্তে কিং কুর্ম্মোঽত্র দ্বিজোত্তম।
যমেবামচ্ছসে বিপ্র তং দদামো ন সংশয়ঃ॥ ৪৫

বেদশর্ম্মোবাচ।

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে প্রসাদস্যুমুখা যদি।
দদন্তু বিমলাং ভক্তিং পাদয়োঃ পিতুরেব মে॥
এবমস্তু সুরাঃ সর্ব্বে যথায়াতাস্তথা গতাঃ।
তমুবাচ তথা দৃষ্ট্বা দৃষ্টং তে তপসো বলম্॥ ৪৭
দেবৈস্তু নাস্তি মে কার্য্যং যদি দাতুমিহেচ্ছসি।
যন্মাং নয়সি গুর্ব্বর্থং তৎকুরুষ মম প্রিয়ম্॥ ৪৮
দেহি ত্বং স্বং শিরো বিপ্র স্বহস্তেন নিকৃত্য বৈ

বেদশর্ম্মোবাচ।

ধন্যোঽহমদ্য সঞ্জাতো মুক্তশ্চৈব ঋণত্রয়াৎ।

লক্ষণ-লক্ষিত, মহাতেজা সুপুরুষ; সুতরাং মানদ! শ্রবণ কর, বৃদ্ধ পিতার প্রয়োজন কি? আমার অঙ্গভোগ-বৈভবেই তুমি সর্ব্ব সুদুর্লভ সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্র! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা কর, আমি নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিব। বেদশর্ম্মা ঐ পাপযুক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—দেবি! তোমার বাক্য অধর্ম্মযুক্ত, পাপসম্মিশ্র এবং অন্যায়, আমি পিতৃভক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি, আমাকে এরূপ বাক্য তুমি বলিও না। হে শুভে! আমি পিতার জন্যই আসিয়াছি, এবং তাঁহারই জন্য তোমায় প্রার্থনা করিতেছি। তুমি অন্যথা বলিও না, আমার পিতাকেই আসিয়া ভজনা কর। হে সুন্দরি! এ ত্রৈলোক্যে তোমার যাহা যাহা প্রার্থনীয় আছে, তাহা দুর্লভ দেবরাজ্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, আমি প্রদান করিব, একথা নিঃসন্দেহ। মায়া-নারী কহিলেন,— পিতার নিমিত্ত তুমি যখন আমায় এতদূর পর্য্যন্ত [illegible]তে সমর্থ, তখন আমি ইচ্ছা করি, তুমি অদ্যই আমায় ইন্দ্র ও মহাদেবকে দর্শন করাও; এই দুর্লভ সামগ্রী নিশ্চয়ই সম্প্রতি তুমি প্রদান করিতে সমর্থ। হে মহাভাগ! তোমার কিরূপ আত্মপ্রভাব তাহা দেখাও। দেবশর্ম্মা কহিলেন,—দেবি! দেখ দেখ, আমার তপঃপ্রভাব! আমার আহ্বানে ইন্দ্রাদি সুরবরগণ সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া বেদশর্ম্মাকে বলিলেন,— হে দ্বিজোত্তম! আমরা কি করিব? তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই নিশ্চয় প্রদান করিব। ৩১—৪৫। বেদশর্ম্মা বলিলেন,—দেবগণ যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রসাদসুমুখ হইয়া থাকেন, তবে প্রার্থনা—তাঁহারা আমায় অমল পিতৃপদভক্তি প্রদান করুন। সুরগণ বলিলেন,—তথাস্তু। এই বলিয়া তাঁহারা যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে মায়া-নারী কহিল,—বিপ্র! তোমার তপোবল দেখিলাম, দেবগণে আমার প্রয়োজন নাই, আমায় যদি কিছু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, আমাকে যদি পিতার জন্য লইতে চাও, তবে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। হে বিপ্র! তুমি নিজ হস্তে স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া আমায় অর্পণ কর।

স্বশিরো দেবি দাস্যামি গৃহ্যতাং গৃহ্যতাং শুভে।
ছিত্ত্বেন তীক্ষ্ণধারেণ শস্ত্রেণ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৫০
নিকৃত্য স্বংশিরশ্চাথ দত্তং তস্যৈ প্রহস্য চ।
রুধিরেণ প্লুতং সা চ পরিগৃহ্য গতা মুনিম্ ॥ ৫১
স্ত্র্যুবাচ।
তবার্থে প্রেষিতং বিপ্র পুত্রেণ বেদশর্ম্মণা।
এতচ্ছিরঃ সংগৃহাণ নিকৃত্তং চাত্মনাত্মনঃ ॥ ৫২
উত্তমাঙ্গং প্রদত্তং মে পিতৃভক্তেন তেন তে।
তবার্থে দ্বিজশার্দ্দূল মামেবং পরিভুঙ্‌ক্ষ্ব বৈ ॥৫৩
তস্য তৈর্ভ্রাতৃভির্দৃষ্টং সাহসং বেদশর্ম্মণঃ।
বেপিতাঙ্গাস্তদালক্ষ্য তে বভূবুঃ পরস্পরম্ ॥৫৪
মৃতা নো ধর্ম্মসাধ্বী সা মাতা সত্যসমাধিনা।
অয়মেব মহাভাগঃ পিতুরর্থে মৃতঃ শুভঃ ॥ ৫৫
ধন্যোঽয়ং ধন্যতাং প্রাপ্তঃ পিতুরর্থে কৃতং শুভম্
এবং সম্ভাষিতং তৈস্তু ভ্রাতৃভিঃ পুণ্যচারিভিঃ(১)
সমাকর্ণ্য দ্বিজো বাক্যং জ্ঞাত্বা ভক্তিপরায়ণম্
নিকৃত্তঞ্চ শিরস্তেন পুত্রেণ বেদশর্ম্মণা।
ধর্ম্মশর্ম্মাণমাহাথ শির এতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্ম-
চরিতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
তদাদায় মহাত্মাসৌ নির্জ্জগাম ত্বরান্বিতঃ।
পিতৃভক্ত্যা তপোভিশ্চ সত্যার্জ্জববলেন সঃ ॥
ধর্ম্মমাকৃষ্টবাংশ্চৈব ধর্ম্মশর্ম্মা ততস্তদা।
সমাকৃষ্টস্তু বৈ ধর্ম্মস্তপসা তস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মশর্ম্মাণমাগত্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২
কস্মাত্ত্বয়া সমাহূতো ধর্ম্মশর্ম্মন্ সমাগতঃ।

বেদশর্ম্মা কহিলেন,—অদ্য আমি ধন্য হইলাম, ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম। শুভে! আমি নিজ মস্তক প্রদান করিতেছি, ধর, গ্রহণ কর। এই বলিয়া তীক্ষ্ণধার শিত শস্ত্র দ্বারা স্বীয় শিরঃ কর্ত্তন করিয়া বেদশর্ম্মা সহাস্যবদনে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তখন মায়ানারী সেই শোণিতপ্লুত মস্তক লইয়া শিবশর্ম্মা মুনির নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল,—বিপ্র! আপনার পুত্র বেদশর্ম্মা আপনার নিমিত্ত নিজেই নিজ মস্তক ছেদন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা গ্রহণ করুন। আপনার সেই পিতৃভক্ত পুত্র আপনারই জন্য আমায় এই উত্তমাঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব হে দ্বিজবর! আপনি আমায় উপভোগ করুন। বেদশর্ম্মার পুণ্যশীল ভ্রাতৃগণ বেদশর্ম্মার সেই সাহস দর্শনে কম্পিতগাত্র হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আমাদের ধর্ম্মসাধ্বী মাতা সত্যসমাধিবলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই মহাভাগ ভ্রাতা আমাদের পিতার জন্যই মরিলেন, অতএব পিতার নিমিত্ত এই শুভানুষ্ঠাতা ভ্রাতা আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ। দ্বিজ শিবশর্ম্মা পুত্রগণের সেই বাক্য শুনিয়া বুঝিলেন,—বেদশর্ম্মা প্রকৃতই পিতৃভক্ত, এবং সেই ভক্তিবশেই সে আপন মস্তক কর্ত্তন করিয়াছে। ইহা বুঝিয়া তিনি তৃতীয় পুত্র ধর্ম্মশর্ম্মাকে বলিলেন,—তুমি এই মস্তক গ্রহণ কর। ৪৬—৫৮।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাত্মা ধর্ম্মশর্ম্মা সেই ভ্রাতৃমস্তক লইয়া সত্বর নির্গত হইলেন এবং পিতৃভক্তি, তপস্যা, সত্য, ও সারল্যবলে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মকে আকর্ষণ করিলেন। ধর্ম্ম ধীমান্ ধর্ম্মশর্ম্মার তপোবলে সমাকৃষ্ট হইয়া, সমাগত হইলেন, আসিয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্ম-শর্ম্মন্! কেন তুমি

---

(১) অতঃপরম্ "এতচ্ছিরঃ প্রগৃহ্য ত্বং প্রহিতং তব সূনুনা।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

তন্মে কথয় কার্য্যং ত্বং তৎকরোমি ন সংশয়ঃ ॥
ধর্ম্মশর্ম্মোবাচ।
যদ্যস্তি গুরুশুশ্রূষা যদি নিষ্ঠাবলং তপঃ।
তেন সত্যেন মে ধর্ম্ম বেদশর্ম্মা স জীবতু ॥ ৪
ধর্ম্ম উবাচ।
দমশৌচেন সত্যেন তপসা তব সুব্রত।
পিতৃভক্ত্যা তব ভ্রাতা বেদশর্ম্মা মহাভুজঃ ॥ ৫
পুনরের মহাত্মাসৌ জীবনং চ লভিষ্যতি ॥ ৬
তপসা তেন তুষ্টোঽস্মি পিতৃভক্ত্যা মহামতে।
বরং বরয় ভদ্রং তে দুর্লভং ধর্ম্মবিত্তমৈঃ ॥ ৭
এবমাকর্ণিতং তেন সুবাক্যং ধর্ম্মশর্ম্মণা।
বৈবস্বতং মহাত্মানং তমুবাচ মহাযশাঃ ॥ ৮
দেহি মে ত্বচলাং ভক্তিং পিতুঃ পাদার্চ্চনে পুনঃ।
ধর্ম্মে রতিং যথা মোক্ষং সুপ্রসন্নো যদা মম ॥
তমুবাচ ততো ধর্ম্মো মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥ ১০
এবমুক্তে মহাবাক্যে বেদশর্ম্মা তদোত্থিতঃ।
প্রসুপ্তবন্মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মশর্ম্মাণমব্রবীৎ ॥ ১১
ক্ব সা দেবী গতা ভ্রাতঃ ক্ব স তাতো ভবেদিতি।
সমাসেন সমাখ্যাতং যথা পিত্রা নিযোজিতঃ।
সমাজ্ঞায় ততো হৃষ্টো ধর্ম্মশর্ম্মা তমব্রবীৎ ॥ ১২
মমাদ্যৈব মহাভাগ শিরসা জীবিতেন চ।
সম্মুখী ভব বৈ ভ্রাতঃ কোঽন্যো মে ত্বাদৃশো ভুবি ॥ ১৩
ভ্রাতরং চৈবমাভাষ্য উৎসুকঃ পিতরং প্রতি।
গমনায় মতিং চক্রে ভ্রাত্রা চ ধর্ম্মশর্ম্মণা ॥ ১৪
দ্বাবেতৌ তু গতৌ তত্র পিতরং হৃষ্টমানসৌ।
দ্বাভ্যাং তত্র সমাহূয় শিবশর্ম্মাণমুত্তমম্ ॥ ১৫
ধর্ম্মশর্ম্মা তদোবাচ পিতরং দীপ্তিসংযুতম্।
মমাদ্যৈব মহাভাগ তপসা জীবিতেন চ ॥ ১৬
বেদশর্ম্মা সমানীতস্তং পুত্রং প্রগৃহাণ ভোঃ।
শিবশর্ম্মা ততো হৃষ্টো ভক্তিং বিজ্ঞায় তস্য চ ॥
ন কিঞ্চিদব্রবীত্তং তু পুনশ্চিন্তামুপেয়িবান্।
পুরতো বিনয়েনাপি বর্ত্তমানং মহামতিম্ ॥ ১৮

আমায় আহ্বান করিয়াছ, তাহা বল। আমি নিশ্চয়ই তোমার কার্য্য সমাধা করিব, ধর্ম্মশর্ম্মা কহিলেন,—যদি আমার গুরু সেবা, নিষ্ঠা বা কঠোর তপঃসাধনা থাকে, তবে সেই সত্যবলে আমার ভ্রাতা বেদশর্ম্মা পুনরুজ্জীবিত হউন। ধর্ম্ম কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমার দম, শৌচ, সত্য, তপস্যা ও পিতৃভক্তিবলে তোমার ভ্রাতা মহাত্মা বেদশর্ম্মা পুনরায় জীবন লাভ করিবেন। হে মহামতে! তোমার তপস্যা ও পিতৃ-ভক্তি-গুণে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিদ্‌গণেরও দুর্লভ বর প্রার্থনা কর। মহাযশা ধর্ম্মশর্ম্মা মহাত্মা ধর্ম্মের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পিতার পাদপূজনে অচলা ভক্তি, ধর্ম্মে অনুরাগ এবং অন্তে মোক্ষপদ আপনি প্রদান করুন। অনন্তর ধর্ম্ম তাঁহাকে বলিলেন,—মৎপ্রসাদে তোমার সমস্তই হইবে। ধর্ম্ম এইরূপ মহাবাক্য উচ্চারণ করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বেদশর্ম্মা সুপ্তোত্থিতবৎ উত্থিত হইয়া ধর্ম্মশর্ম্মাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সেই দেবী কোথায় গেলেন; পিতাই বা কোথায় আছেন? এই বলিয়া যেরূপে তিনি পিতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্মশর্ম্মা তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে মহাভাগ ভ্রাতঃ। অদ্য আমারও মস্তক ও জীবন লইয়া প্রসন্ন হও, তোমায় ন্যায় এ ভূতলে অন্য আমার কে আছে। ১--১৩। বেদশর্ম্মা ভ্রাতার সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া পিতার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং ভ্রাতা ধর্ম্মশর্ম্মার সহিত পিতৃ-সন্নিধানে গমনেচ্ছু হইলেন। অনন্তর উভয় ভ্রাতা হৃষ্টচেতা পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মশর্ম্মা দীপ্তমূর্ত্তি পিতাকে বলিলেন—হে মহাভাগ! আমি তপস্যা ও জীবন দ্বারা বেদশর্ম্মাকে আনয়ন করিয়াছি। আপনি আপনার সেই পুত্রকে গ্রহণ করুন। অনন্তর শিবশর্ম্মা পুত্রের পিতৃভক্তি জানিতে

বিষ্ণুশর্ম্মাণমাভাষীদ্বৎস মে বচনং কুরু ।
ইন্দ্রলোকং ব্রজস্বাদ্য তস্মাদানয় চামৃতম্‌ ॥ ১৯
অনয়া কান্তয়া সার্দ্ধং স্থাতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্‌ ।
সাগরাদ্‌ যৎ সমুৎপন্নমমৃতং ব্যাধিনাশনম্‌ ॥২০
নাধুনেচ্ছতি মামেষা যথৈনাং তু লভাম্যহম্‌ ।
তথা কুরুষ শীঘ্রং ত্বমন্যথান্যং প্রয়াস্যতি ॥ ২১
বৃদ্ধং জ্ঞাত্বাবমন্যেত ইয়ং বালা স্বরূপিণী ।
অদ্য দেব্যানয়া সার্দ্ধং প্রিয়য়া ভুবনত্রয়ে ॥ ২২
নির্দ্দোষো ব্যাধিনির্ম্মুক্তো যথা তাত ভবাম্যহম্‌
তথা কুরুষ মে বৎস মদ্ভক্তোঽপি যদা ভুবি ॥
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং পিতুস্তস্য মহাত্মনঃ ।
বিষ্ণুশর্ম্মা তদোবাচ পিতরং দীপ্ততেজসম্‌ ॥২৪
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি ভবতঃ সুখমুত্তমম্‌ ।
এবমাভাষ্য ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মা মহামতিঃ ॥ ২৫
পিতরং তং নমস্কৃত্য পুনঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্‌ ।
বলেন মহতা তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ২৬
অন্তরিক্ষগতিশ্চাসীদ্গচ্ছমানস্য ধীমতঃ ।
মহতা বায়ুবেগেন ঐন্দ্রং স প্রতিগচ্ছতি ॥ ২৭

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্মচরিতে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রস্থিতস্তেন মার্গেণ প্রবিষ্টো গগনান্তরে ।
স দৃষ্টো দেবদেবেন সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ॥ ১
উদ্যমং তস্য বৈ জ্ঞাত্বা চক্রে বিঘ্নং সুরাধিরাট্‌
মেনকাং তামুবাচেদং গচ্ছ ত্বং মম শাসনাৎ ॥
সমাচরস্বাস্য শীঘ্রং গত্বা বিঘ্নং সুমধ্যমে ।
অস্যৈব বিপ্রবর্য্যস্য পুত্রস্য শিবশর্ম্মণঃ ॥ ৩
তথা কুরুষ ভদ্রং তে যথা নায়াতি মে গৃহম্‌ ।

পারিয়া কোন কথাই কহিলেন না, পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া সম্মুখস্থ অন্যতম বিনীত পুত্র মহামতি বিষ্ণু-শর্ম্মাকে বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার বাক্য পালন কর। অদ্যই ইন্দ্রলোকে যাও, সে স্থান হইতে আমার জন্য অমৃত আনয়ন কর, সম্প্রতি আমি এই কামিনীর সহবাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সমুদ্র হইতে যে ব্যাধি-হর সুধা সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই সুধাই আনয়ন করিবে! এ কামিনী আমায় সম্যক্‌ ইচ্ছা করিতেছে না, যাহাতে ইহাকে আমি লাভ করিতে পারি, তুমি তাহাই শীঘ্র কর; অন্যথা এ কামিনী অন্য পুরুষের নিকট গমন করিবে। এই সুন্দরী যুবতী আমায় বৃদ্ধ জানিয়া অবজ্ঞা করিতেছে। বৎস! তুমি আমার ভক্ত; সুতরাং অদ্যই যাহাতে এই দেবীর সহিত আমি এ ত্রিভুবনে নির্দ্দোষ ও নীরোগ হইতে পারি, তাহা তুমি কর। তখন মহাত্মা পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা দীপ্ততেজা পিতাকে বলিলেন,—আপনার সুখজনক সমস্ত উত্তম কার্য্যই আমি করিব। মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মা এই কথা কহিয়া পিতৃপদে নমস্কার ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তম বল, তপস্যা ও নিয়মপ্রভাবে অন্তরীক্ষপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানকালে মহান্‌ বায়ু-বেগ অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইল। তিনি সেই মহাবায়ুবেগে ইন্দ্রলোকাভিমুখে গমন করিলেন। ১৪—২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বিষ্ণুশর্ম্মা অন্তরীক্ষ-পথে প্রস্থান করিয়া ক্রমে গগনান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ধীমান্‌ সহস্রাক্ষ দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। সুরপতি বিষ্ণু-শর্ম্মার উদ্যম অবগত হইয়া তাঁহার বিঘ্নাচরণ করিলেন। তিনি মেনকাকে বলিলেন,—হে সুমধ্যমে! মঙ্গল হউক, তুমি আমার আদেশে গমন কর, শীঘ্র গিয়া উহার বিঘ্ন-বিধান কর। ঐ শিবশর্ম্মার পুত্র বিপ্রবর

এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং মেনকা প্রস্থিতা ত্বরা ॥
স্থত উবাচ।
রূপৌদার্য্যগুণোপেতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
নন্দনস্থ বনস্যান্তে দোলায়াং সমুপস্থিতা ॥ ৫
সুস্বরেণ প্রগায়ন্তী গীতং বীণাস্বরোপমম্‌।
তেন দৃষ্টা বিশালাক্ষী চতুরা চারুলোচনা ॥ ৬
ব্যবসায়ং ততো জ্ঞাত্বা তস্যানিষ্টমনুত্তমম্‌।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা চৈষা ন চ ভদ্রকরা ভবেৎ ॥৭
এবং জ্ঞাত্বা জগামাথ সত্বরং স দ্বিজোত্তমঃ।
তয়া দৃষ্টস্তথা পৃষ্টঃ ক যাতোঽসি মহামতে ॥ ৮
বিষ্ণুশর্ম্মা তদোবাচ মেনকাং কামচারিণীম্‌।
ইন্দ্রলোকং প্রয়াস্যামি পিতুরর্থে ত্বরান্বিতঃ ॥ ৯
মেনকা দেবশর্ম্মাণং প্রত্যুবাচ প্রিয়ং পুনঃ।
কামবাণৈঃ প্রভিন্নাহং ত্বামদ্য শরণং গতা ॥১০
রক্ষস্ব দ্বিজশার্দ্দূল যদি ধর্ম্মমিহেচ্ছসি।
যাবদ্ধি ত্বং ময়া দৃষ্টঃ কামাকুলিতচেতসা ॥ ১১
কামানলেন সন্দগ্ধা তাবদেব ন সংশয়ঃ।
সম্ভ্রান্তা কামসন্তপ্তা প্রসাদসুমুখো ভব ॥ ১২
বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।
চরিতং দেবদেবস্য বিদিতং মে বরাননে।
ভবত্যাশ্চ প্রজানামি নাহং চৈতাদৃশঃ শুভে ॥
ভবত্যাস্তেজসা রূপেরন্যে মুহ্যন্তি শোভনে।
বিশ্বামিত্রাদয়ো দেবি পুত্রোঽহং শিবশর্ম্মণঃ ॥ ১৫
যোগসিদ্ধিং গতেনাপি তপঃসিদ্ধেন চাবলে।
কামাদয়ো মহাদোষা আদাবেব বিনির্জ্জিতাঃ ॥
অন্যং ভজ বিশালাক্ষি ইন্দ্রলোকং ব্রজাম্যহম্‌
এবমুক্ত্বা জগামাথ ত্বরিতো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১৬
নিশ্চলা মেনকা জাতা পৃষ্টা দেবেন বজ্রিণা।
বিভীষাং দর্শয়ামাস নানারূপাং পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
যথানলেন সন্দগ্ধাস্তৃণানাং সঞ্চয়া দ্বিজাঃ।

বিষ্ণুশর্ম্মার সম্বন্ধে তুমি এমন কার্য্য কর, যাহাতে সে আমার আলয়ে না আসিতে পারে। মেনকা ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর বিষ্ণুশর্ম্মার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সূত কহিলেন,—সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্যগুণযুতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা মেনকা নন্দনবনপ্রান্তে গমন করিয়া দোলারোহণপূর্ব্বক সুন্দর স্বর সংযোগে বীণাধ্বনির ন্যায় গান করিতে লাগিল। বিশালনয়না চতুরা চারুলোচনা মেনকা বিষ্ণুশর্ম্মার নয়নগোচর হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা মেনকার অভিপ্রায় বুঝিলেন, সে যে ঘোর বিঘ্নাচরণের জন্যই ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে, তাহা হইতে যে মঙ্গল হইবে না, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে মেনকা সেই দ্বিজোত্তমকে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসিল,—হে মহামতে! আপনি কোথায় যাইতেছেন? তখন বিষ্ণুশর্ম্মা সেই কামচারিণী মেনকাকে বলিলেন, আমি পিতার জন্য ব্যগ্র হইয়া ইন্দ্রলোকে যাইতেছি। তৎশ্রবণে মেনকা বিষ্ণুশর্ম্মাকে মধুর ভাষায় বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যদি ধর্ম্ম ইচ্ছা কর, তবে আমায় রক্ষা কর। আমি কামাকুলচিত্তে যেই মাত্র তোমায় দেখিয়াছি, অমনি কামাগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছে। আমি সম্ভ্রান্ত, কামসন্তপ্ত, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। ১—১২। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—হে বরাননে! দেবদেবের চরিত্র আমার অবিদিত নাই এবং তোমার চরিত্রও আমি জানি। কিন্তু শুভে! আমি সেরূপ পুরুষ নই। সুন্দরি! তোমার প্রভাবে তোমার রূপে বিশ্বামিত্রাদি অন্য সকলে মুগ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আমি শিবশর্ম্মার পুত্র। যোগসিদ্ধ ও তপঃসিদ্ধ, কামাদি মহাদোষ সকল অগ্রেই আমি জয় করিয়াছি। সুতরাং হে বিশালনেত্রে! তুমি অন্য কাহাকেও ভজনা কর; আমি ইন্দ্রলোকে গমন করিতেছি। দ্বিজবর এই বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র মেনকাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন,—তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তখন ইন্দ্র পুনঃপুনঃ নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হে দ্বিজগণ! যেমন তৃণরাশি অগ্নিদগ্ধ হয়, সেইরূপ সেই

ভস্মীভূতা ভবন্ত্যেব তথা তাস্তা বিভীষিকাঃ॥
বিপ্রস্য তেজসা তস্য পিতৃভক্তস্য সত্তম।
প্রলয়ং গতাস্তু ঘোরাস্তা দারুণা ভীষিকা দ্বিজাঃ
স বিঘ্নান্ দর্শয়ামাস সহস্রাক্ষঃ পুনঃপুনঃ।
তেজসানাশয়দ্বিপ্রঃ স্বকীয়েন মহাযশাঃ॥ ২০
এবং বিঘ্নান্ বহূংস্তস্য ইন্দ্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
নাশয়ামাস মেধাবী তপসা তেজসাপি বা॥ ২১
নষ্টেষু তেষু বিঘ্নেষু দারুণেষু মহৎসু চ।
জ্ঞাত্বা তস্য কৃতান্ বিঘ্নান্ দারুণান্ ভীষণাকৃতীন্
অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা বিষ্ণুশর্ম্মা দ্বিজোত্তমাঃ।
ইন্দ্রং প্রতি মহাভাগো রাগরক্তান্তলোচনঃ॥ ২৩
ইন্দ্রলোকাদহং চেন্দ্রং পাতয়িষ্যামি নান্যথা।
নিজধর্ম্মে রতস্যাদ্য যো বিঘ্নন্তু সমাচরেৎ॥ ২৪
তস্য দণ্ডং প্রদাস্যামি যো বৈ হন্যাৎ স হন্যতে
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি দেবানাং পালকং পুনঃ॥
এবং সমুদ্যতো বিপ্র ইন্দ্রনাশায় সত্তমঃ।
তাবদেব সমায়াতো দেবেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ॥২৬

ভো ভো বিপ্র মহাপ্রাজ্ঞ তপসা নিয়মেন চ।
দমেন সত্যশৌচাভ্যাং ত্বৎসমো নাস্তি চাপরঃ
অনয়া পিতৃভক্ত্যা তে জিতোঽহং দৈবতৈঃ সহ
মমাপরাধান্ সর্ব্বাংস্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি সত্তম॥ ২৮
বরং বরয় ভদ্রন্তে দুর্ল্লভঞ্চ দদাম্যহম্॥ ২৯
বিষ্ণুশর্ম্মা তদোবাচ দেবরাজং তথাগতম্।
বিপ্রতেজো মহরৌদ্রং দুঃসহং দেবদৈবতৈঃ।
পিতৃভক্তস্য দেবেশ দুঃসহং সর্ব্বথা বিভো।
তেজোভঙ্গো ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্
পুত্রপৌত্রৈঃ সমস্তৈস্তু ব্রহ্মাবিষ্ণু-হরান্ পুনঃ॥৩১
নাশয়ন্তে ন সন্দেহো যদি রুষ্টা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাগচ্ছেদ্-যস্তুবানদ্য তদা তে রাজ্যমুত্তমম্॥৩২
আত্মতপঃপ্রভাবেণ অন্যস্মৈ তু মহাত্মনে।
দাতুকামস্তু সঞ্জাতো রোষপূর্ণেন চক্ষুষা॥ ৩৩

বিভীষিকা সকল পিতৃভক্ত ব্রাহ্মণের তেজে ভস্মীভূত হইয়া গেল। দ্বিজগণ! নিখিল সুদারুণ বিভীষিকার বিলয় হইল, কিন্তু দেবরাজ পুনঃপুনঃ বিঘ্ন দেখাইতে লাগিলেন। মহাযশা বিপ্র স্বীয় তেজে সমস্ত বিঘ্নই নিরস্ত করিলেন। এইরূপে মহাত্মা ইন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বহু বিঘ্নই তিনি তপস্তেজে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত সুদারুণ বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে মহাতেজা বিষ্ণুশর্ম্মা বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই সকল ভীষণ বিঘ্নের অনুষ্ঠাতা, ইহা বুঝিয়া তিনি ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার নেত্রপ্রান্ত রাগরঞ্জিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—আমি ইন্দ্রলোক হইতে ইন্দ্রকে পাতিত করিব; কিছুতেই অন্যথা হইবে না। আমি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিলেও যে আমার বিঘ্নাচরণে উদ্যত হইয়াছে, তাহার আমি দণ্ডবিধান করিব; যে হনন করে, সে নিজেই হত হইয়া থাকে, অতএব আমি অন্য দেবাধিপ উৎপাদন করিব। সাধুবর বিপ্র এই রূপে ইন্দ্রনাশার্থ উদ্যত হইবা মাত্র পাকশাসন ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়া বলিলেন,—ভো, ভো মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্র! তপস্যা, নিয়ম, সত্য, শৌচ ও দমগুণে তোমার তুল্য অপর কেহই নাই! আমি তোমার এই পিতৃভক্তিবলে সমস্ত দেবসহ তোমার বাধ্য হইয়াছি। হে সত্তম! তুমি আমার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হউক,বর গ্রহণ কর,দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। ১৩—২৯। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা তথাগত দেবরাজকে বলিলেন,—হে দেবেশ! ব্রাহ্মণের মহারৌদ্র তেজ দেবগণেরও দুঃসহ; বিশেষতঃ যিনি পিতৃভক্ত ব্রাহ্মণ, তাঁহার তেজ একান্ত পক্ষেই অসহনীয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের তেজোভঙ্গ করা উচিত নহে। যদি দ্বিজোত্তমেরা রুষ্ট হন, তা হ'লে পুত্র পৌত্রাদি সমস্ত স্বজনের সহিত ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও নাশ করিতে পারেন। এ কথা নিঃসন্দেহ। আপনি যদি এখন না আসিতেন, তাহা হইলে আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে রোষপূর্ণনেত্রে অন্য কোন মহাত্মাকে এই উত্তম রাজ্য দান করিতে সমুৎ-

ভবানদ্য সমায়াতো বরং দাতুমিহেচ্ছসি।
অমৃতং দেহি দেবেন্দ্র পিতৃভক্তিং তথাচলাম্ ॥
এবংবিধং বরং দেহি যদি তুষ্টোঽসি দেবরাট্।
এবং দদামি পুণ্যং তে বরং চামৃতসংযুতম্ ॥ ৩৫
এবমাভাষ্য তং বিপ্রমমৃতং দত্তবান্ স্বয়ম্।
স কুম্ভং দত্তবাংস্তস্মৈ প্রীয়মাণেন চাত্মনা ॥ ৩৬
অচলা তে ভবেদ্বিপ্র ভক্তিঃ পিতরি সর্ব্বদা।
এবমাভাষ্য তং বিপ্রং বিসসর্জ্জ সহস্রদৃক্ ॥ ৩৭
প্রসন্নোঽভূচ্চ তদ্দৃষ্ট্বা বিপ্রতেজঃ সুদুঃসহম্।
বিষ্ণুশর্ম্মা ততো গত্বা পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥
তাত ইন্দ্রাৎ সমানীতমমৃতং ব্যাধিনাশনম্।
অনেনাপি মহাভাগ নীরুজো ভব সর্ব্বদা ॥ ৩৯
অমৃতেন ত্বমদ্যৈব পরাং তৃপ্তিমবাপ্নুহি।
এতদ্বাক্যং মহচ্ছ্রুত্বা শিবশর্ম্মা সুতস্য হি ॥ ৪০
সুতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় প্রীয়মাণেন চেতসা।
পিতৃভক্তিযুতা যূয়ং মদ্বাক্যপরিপালকাঃ ॥ ৪১
বরং বৃণুধ্বং সুপ্রীতাঃ পুত্রকা দুর্লভং ভুবি।
এবমাভাষিতং তস্য শুশ্রুবুঃ সর্ব্বসম্মতাঃ ॥ ৪২
তে সর্ব্বে তু সমালোচ্য পিতরং প্রত্যথাব্রুবন্
অস্মাকং জীবতামাতা গতা যা যমমন্দিরম্ ॥৪৩
নীরুজা ভবতাদ্দেবী প্রসাদাত্তব সুব্রত।
ভবান্ পিতা ইয়ং মাতা জন্মজন্মান্তরে পিতঃ ॥
বয়ং সুতা ভবেমেতি সর্ব্বে পুণ্যকৃতস্তথা ॥ ৪৫

শিবশর্ম্মোবাচ।

অদ্যোবাপি মৃতা মাতা ভবতাং পুত্রবৎসলা।
জীবমানা সুহৃষ্টা সা এষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬
এবমুক্তে শুভে বাক্য ঋষিণা শিবশর্ম্মণা।
তেষাং মাতা সমায়াতা প্রহৃষ্টা বাক্যমব্রবীৎ ॥
এতদর্থং সমুৎপন্নং সুবীর্য্যং তনয়ং বরম্।
নরাঃ সৎপুত্রমিচ্ছন্তি কুলবংশপ্রভাবকম্ ॥ ৪৮
স্ত্রিয়ো লোকে মহাভাগাঃ সুপুণ্যাঃ

পুণ্যবৎসলাঃ।

সুতমিচ্ছন্তি সর্ব্বত্র পুণ্যগং পুণ্যসাধকম্ ॥ ৪৯

সুখ হইতাম। এক্ষণে আপনি আসিয়া আমায় বর দানে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আমি বর গ্রহণ করি,—হে দেবেন্দ্র! আপনি আমায় অমৃত এবং অচল পিতৃভক্তি প্রদান করুন। হে শক্রঘাতিন্! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় এইরূপ বরই দান করুন। আমি অমৃতসহ এই পবিত্র বরই প্রদান করিলাম, ইন্দ্র এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে অমৃত দান করিলেন। তিনি প্রীতচিত্তে অমৃতকুণ্ড দান করিয়া কহিলেন,—বিপ্র! সর্ব্বদা তোমার অচল পিতৃভক্তি হউক। এই বলিয়া সহস্রাক্ষ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন এবং সেই দুঃসহ বিপ্রতেজ দর্শনে প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর বিষ্ণুশর্ম্মা সে স্থান হইতে গিয়া পিতাকে বলিলেন,—তাত! ইন্দ্রের নিকট হইতে এই ব্যাধিহর অমৃত আনয়ন করিয়াছি, হে মহাভাগ! ইহা দ্বারা আপনি সর্ব্বদা নীরোগ হউন। এই অমৃত দ্বারা এক্ষণে আপনি পরম তৃপ্তি লাভ করুন। পুত্রের এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া শিবশর্ম্মা প্রীতচিত্তে সমস্ত পুত্রকে আহ্বান করত কহিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা সকলেই পিতৃবাক্যপরিপালক, পিতৃভক্ত; অতএব তোমরা প্রীতচিত্তে বর গ্রহণ কর। পুত্রগণ সকলেই তাহার এই উক্তি শ্রবণ করিলেন এবং সকলেই তাহার আলোচনা করিয়া পিতাকে বলিলেন,—পিতঃ! আমাদের সুব্রতা মাতা মৃত্যুগ্রস্তা হইয়াছিলেন, আপনার প্রসাদে তিনি নীরোগ হইয়া জীবিত হউন। আর জন্মজন্মান্তরে আপনিই আমাদের পিতা এবং ইনিই মাতা হউন এবং আমরা পুণ্যচারী হইয়া আপনার পুত্র হই। ৩০—৪৫। শিবশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাদের পুত্রবৎসলা মাতা অদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তিনি জীবিত ও হৃষ্ট হইয়া অদ্যই আগমন করিবেন; সন্দেহ নাই। ঋষি শিবশর্ম্মা এই শুভবাক্য উচ্চারণ করিলে, সোমশর্ম্মাদির মাতা আসিয়া হৃষ্টভাবে বলিলেন,—এই নিমিত্তই সৎপুত্র সমুৎপন্ন হয়। এই কারণেই নরগণ কুলপ্রদীপ সৎপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে। হে মহাভাগ পুত্রগণ! জগতের সর্ব্বত্র পুণ্যবতী পুণ্যবৎসলা স্ত্রী-

কুক্ষিং যস্যা গতো গর্ভঃ সুপুণ্যঃ পরিবর্ত্ততে।
পুণ্যান্ পুত্রান্ প্রসূতে যা সা নারী পুণ্য-
ভাগিনী ॥ ৫০
কুলাচারং কুলাধারং পিতৃমাতৃপ্রতারকম্।
বিনা পুণ্যৈঃ কথংনারী সম্প্রাপ্নোতি সুতোত্তমম্
ন জানে কীদৃশৈঃ পুণ্যৈরেষ ভর্ত্তা সুপুণ্যভাক্
সঞ্জাতো ধর্ম্মবীর্য্যোঽপি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবৎসলঃ ৫২
যস্য বীর্য্যান্ময়া প্রাপ্তা যূয়ং পুত্রাস্ততোঽধিকাঃ
এবং পুণ্যপ্রভাবোঽয়ং ভবন্তঃ পুণ্যবৎসলাঃ।
মম পুত্রাস্তু সঞ্জাতাঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৫৩
অহো লোকেষু পুণ্যৈশ্চ সুপুত্রঃ পরিলভ্যতে
একৈকশোঽধিকা পঞ্চ ময়া প্রাপ্তা মহাশয়াঃ।
যজ্ঞানঃ পুণ্যশীলাশ্চ তপস্তেজঃপরাক্রমাঃ ॥ ৫৫
এবং সংবর্দ্ধিতাস্তে তু তয়া মাত্রা পুনঃ পুনঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ প্রণেমুর্ম্মাতরং মুদা ॥ ৫৬

পুত্রা ঊচুঃ।

সুপুণ্যৈঃ প্রাপ্যতে মাতঃ সুমাতা সৎপিতা কিল
ভবতী পুত্রকর্ত্রী তু নো ভাগ্যোস্তু প্রবর্ত্তিতা॥৫৭
যস্যা গর্ভান্তরং প্রাপ্য সুপুণ্যৈশ্চ প্রবর্দ্ধিতাঃ।
জন্মজন্মনি ত্বং মাতা পিতা চৈষ ভবিষ্যতি ॥৫৮

পিতোবাচ।

শৃণুধ্বং মামকাঃ পুত্রাঃ সুবরং পুণ্যদায়কম্।
ময়ি তুষ্টে সুতা ভোগাননুভুঞ্জন্তু চাক্ষয়ান্ ॥৫৯

পুত্রা ঊচুঃ।

যদি তাত প্রসন্নোঽসি বরং দাতুমিহেচ্ছসি।
অস্মান্ প্রেষয় গোলোকং বৈষ্ণবং দাহ-
বর্জ্জিতম্ ॥ ৬০

পিতোবাচ।

গচ্ছধ্বং বৈষ্ণবং লোকং যূয়ং বিগতকল্মষাঃ।
মৎপ্রসাদাত্তপোভিশ্চ পিতৃভক্ত্যানয়া স্বয়া ॥৬১
এবমুক্তে তু তেনাপি সুবাক্য ঋষিণা ততঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গরুড়ারূঢ় আগতঃ।
সপুত্রং শিবশর্ম্মাণমিত্যুবাচ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬২
সপুত্রেণ ত্বয়াদ্যৈব জিতো ভক্ত্যাস্মি বৈ দ্বিজ।

জাতি পুণ্যাত্মা পুণ্যকারী পুত্রই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যাহার পুণ্যগর্ভ কুক্ষিগত হয়, সেই পুণ্যভাগিনী নারীই পুণ্য পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। কুলাচারপালক, কুল-রক্ষক,পিতৃমাতৃ-উদ্ধারকারক উত্তম পুত্র পুণ্য-পুঞ্জ ব্যতীত নারীগণ লাভ করিতে পারে না। যে ভর্ত্তার বীর্য্যে তোমাদের ন্যায় পুত্র আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, জানিনা কোন্ পুণ্যবলে এই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবৎসল পুণ্যপুঞ্জশালী ভর্ত্তা আমার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তোমাদের পিতা এইরূপ পুণ্যপ্রভাব; তোমারাও পুণ্য বৎসল। তোমরা পিতৃভক্তিযুক্ত হইয়া আমার উদরে উৎপন্ন হইয়াছ, অহো জগতে সুপুত্রলাভ বহু পুণ্যবলেই হইয়া থাকে। একটী নয়, একে একে আমি এইরূপ পাঁচটী মহাশয়, যজ্ঞা পুণ্যশীল, তপস্যা ও তেজঃ-প্রভাব সম্পন্ন পুত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্রগণ জননী কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃপুনঃ সম্বর্দ্ধিত হইয়া মহাহর্ষে বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রগণ বলিলেন,—লোকে উত্তম পুণ্যবলেই সন্মাতা ও সৎ-পিতা প্রাপ্ত হয়। আপনার ন্যায় পুণ্যবতী মাতা আমাদের ভাগ্যবলেই সংঘটিত হইয়াছে। আপনার গর্ভোদর প্রাপ্ত হইয়াই আমরা প্রকৃষ্ট পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমাদের জন্মজন্মে যেন আপনিই মাতা, আর ইনিই পিতা হন। পিতা কহিলেন,—মৎ-পুত্রগণ! তোমরা আমার পুণ্যদায়ক উত্তম বর শ্রবণ কর। আমার তুষ্টি বশতঃ তোমরা অক্ষয় ভোগ উপভোগ করিতে থাক। পুত্রগণ কহিলেন,—পিতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া বরদানে সমুৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সেই সন্তাপহীন বৈকুণ্ঠধাম গোলোকে প্রেরণ করুন। ৪৬—৬০। পিতা কহিলেন,—তোমরা তপস্যা ও পিতৃভক্তিগুণে এবং আমার প্রসাদে নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুধাম গোলোকে প্রস্থান কর। ঋষি শিবশর্ম্মা এইরূপ সুষ্ঠু বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়বাহন (বিষ্ণু) আসিয়া সপুত্র শিবশর্ম্মাকে বলিলেন—হে দ্বিজ!

পুত্রৈঃ সার্দ্ধং সমাগচ্ছ চতুর্ভিঃ পুণ্যকারিভিঃ ।
অনয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুণ্যয়া পতিকাময়া ॥ ৬৩

শিবশর্ম্মোবাচ ।

অমী গচ্ছন্তু পুত্রা মে বৈষ্ণবং লোকমুত্তমম্ ।
কিঞ্চিৎ কালস্তু নেষ্যামি ভূমৌ বৈ ভার্য্যয়া সহ
অনেনাপি সুপুত্রেণ অন্তোন সোমশর্ম্মণা ।
এবমুক্তে শুভে বাক্য ঋষিণা সত্যভাষিণা ।
তান্তুবাচাথ দেবেশঃ সুপুত্রান্ শিবশর্ম্মণঃ ॥৬৫
গচ্ছন্তু মোক্ষদং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥৬৬
এবমুক্তে ততো বিপ্রাশ্চত্বারঃ সত্যচেতসঃ ।
বিষ্ণুরূপধরাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৬৭
ইন্দ্রনীলসমা বর্ণৈঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ।
সর্ব্বাভরণসৌভাগ্যা বিষ্ণুরূপা মহৌজসঃ ॥ ৬৮
হারকঙ্কণশোভাঢ্যা রত্নমালাভিশোভিতাঃ ।
সূর্য্যতেজঃপ্রতীকাশা তেজোজ্বালাভিরাবৃতাঃ ॥
প্রবিষ্টা বৈষ্ণবং কায়ং পশ্যতঃ শিবশর্ম্মণঃ ।
দীপং দীপা যথা যান্তি তদ্বল্লীনা মহামতে ॥ ৭০

তুমি সৎপুত্রগণ সহ ভক্তিবলে আমায় জয় করিয়াছ। তোমার পুণ্যশালী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত এবং তোমার এই পুণ্যশীলা পতিপ্রাণা ভার্য্যার সহিত আমার ধামে আগমন কর। শিবশর্ম্মা কহিলেন,—আমার সোমশর্ম্মা ব্যতীত অন্য পুত্রগণ উত্তম বৈষ্ণবলোকে গমন করুন। আমি আরও কিছুকাল যাবৎ ভার্য্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র সোমশর্ম্মার সহিত ভূতলে বাস করিব। সত্যবাদী ঋষি এই কথা কহিলে, দেবাধিপ বিষ্ণু শিবশর্ম্মার সৎপুত্রদিগকে বলিলেন,—তোমরা দাহ-লয়-বর্জ্জিত মোক্ষপ্রদ লোকে গমন কর। বিষ্ণু এই কথা কহিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুর রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বর্ণ ইন্দ্রনীলবৎ প্রতিভাত হইল। সর্ব্বাভরণশোভিত, বিষ্ণুরূপ-ধর, মহাতেজা, হার কঙ্কণশোভী, রত্ন-মালামণ্ডিত, সূর্য্যসমান-তেজা, স্ব স্ব তেজো-জ্বালা-পরিবৃত পুত্রগণ শিবশর্ম্মার সমক্ষেই বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করিলেন। হে মহামতে!

গতাস্তে বৈষ্ণবং ধাম পিতৃভক্ত্যা দ্বিজোত্তমাঃ
প্রভাবস্তু প্রবক্ষ্যামি সুসত্যং সোমশর্ম্মণঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্মো-পাখ্যানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গতেষু তেষু গোলোকং বৈষ্ণবং তমসঃ পরম্
শিবশর্ম্মা মহাপ্রাজ্ঞঃ কনিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

শিবশর্ম্মোবাচ ।

সোমশর্ম্মন্ মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং পিতুর্ভক্তিতৎপরঃ ।
অমৃতস্য মহাকুম্ভং রক্ষ দত্তং ময়াধুনা ॥ ২
তীর্থযাত্রাং প্রযাস্যামি অনয়া ভার্য্যয়া সহ ।
এবমস্তু মহাভাগ করিষ্যে রক্ষণং শুভম্ ॥ ৩
কুম্ভং দত্ত্বা স মেধাবী তস্য হস্তে মহাত্মনঃ ।
দশবর্ষপ্রমাণন্তু তপস্তেপে নিরন্তরম্ ॥ ৪

দীপাবলি যেমন দীপে বিলীন হয়, তেমনি তাঁহারা বিষ্ণুদেহে লীন হইলেন। পিতৃভক্তিগুণে সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবধামে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে সোমশর্ম্মার পুণ্যপ্রভাব কীর্ত্তন করিতেছি। ৬১—৭১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—জ্যেষ্ঠপুত্রগণ তমো-হতীত বিষ্ণুধাম গোলোকে উপনীত হইলে, মহাপ্রাজ্ঞ শিবশর্ম্মা কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, সোমশর্ম্মন্। তুমি পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ; মৎপ্রদত্ত মহান্ অমৃতকুম্ভ তুমি অধুনা রক্ষা কর। এই ভার্য্যার সহিত অদ্য আমি তীর্থযাত্রা করিব। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—মহাভাগ! 'তথাস্তু' আমি ইহা রক্ষা করিব। এই কথার পর মেধাবী শিব-শর্ম্মা সেই মহাত্মা পুত্রের হস্তে কুম্ভ প্রদান-

কুম্ভং রক্ষতি ধর্ম্মাত্মা দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ।
পুনঃ স হি সমায়াতঃ শিবশর্ম্মা মহাযশা ॥ ৫
মায়াং কৃত্বা মহাপ্রাজ্ঞো ভার্যায়া স হি সংযুতঃ।
কুষ্ঠরোগাতুরো ভূত্বা তস্য ভার্য্যা চ তাদৃশী ॥ ৬
মাংসপিণ্ডোপমৌ জাতৌ ভাবেতৌ মায়য়া কৃতৌ
সকাশং তস্য ধীরস্য বিপ্রস্য সোমশর্ম্মণঃ ॥ ৭
সমাগতৌ হি তৌ দৃষ্ট্বা সর্ব্বতো হি সুদুঃখিতৌ
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ সোমশর্ম্মা মহাযশাঃ ॥ ৮
তয়োঃ পাদৌ নমস্কৃত্য ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
ভবাদৃশং ন পশ্যামি তপসাভিসমন্বিতম্ ॥ ৯
গুণব্রাতৈঃ সুপুণ্যৈশ্চ কিমিদং বর্ত্তিতং ত্বয়ি।
দাসবদ্দেবতাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তব ॥ ১০
আদেশং প্রাপ্য বিপ্রেন্দ্র চাকৃষ্টাস্তেজসা তব।
তবাঙ্গে কেন পাপেন গদোঽয়ং বেদনান্বিতঃ ॥
সঞ্জাতো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তন্মে কথয় কারণম্।
ইয়ং পুণ্যবতী মাতা মহাপুণ্যা পতিব্রতা ॥ ১২
যা হি ভর্ত্তৃপ্রসাদেন ত্রৈলোক্যং ধর্ত্তুমিচ্ছতি।
সা কথং দুঃখমাপ্নোতি কিং নাস্তি তপসঃ ফলম্
রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য বিবিধেনাপি কর্ম্মণা।
যা চ শুশ্রূষতে কান্তং দেববৎ গুরুবৎসলা ॥ ১৪
সা কথং দুঃখমাপ্নোতি কুষ্ঠরোগং সুদুঃখদম্ ॥ ১৫

শিবশর্ম্মোবাচ।

মা শুচস্ত্বং মহাভাগ ভুজ্যতে কর্ম্মজং ফলম্।
নরেণ কর্ম্মযুক্তেন পাপপুণ্যময়েন হি।
শোধনঞ্চ কুরুষ ত্বমুভয়ো রোগযুক্তয়োঃ ॥ ১৬
শুশ্রূষণং মহাভাগ যদি পুণ্যমিহেচ্ছসি।
এবমুক্তে শুভে বাক্যে সোমশর্ম্মা মহাযশাঃ ॥ ১৭
শুশ্রূষাং বা করিষ্যামি যুবয়োঃ পুণ্যযুক্তয়োঃ।
ময়া পাপেন দুষ্টেন কৃপণেন দ্বিজোত্তম ॥ ১৮
কিং কর্ত্তব্যমিহাস্ত্যেব যো গুরূন্ হি পূজয়েৎ।
এবমাভাষ্য দুঃখাদ্বা তয়োদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ১৯
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষং স উভয়োঃ পর্য্যশোধয়ৎ।

পূর্ব্বক দশবর্ষ যাবৎ নিরন্তর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা পুত্র অতন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্র কুম্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাযশা শিবশর্ম্মা ভার্য্যা সহ মায়াবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় পুত্রের নিকট আগমন করিলেন। তিনি মায়াবলে কুষ্ঠরোগী হইলেন, তাঁহার ভার্য্যাও সেইরূপ রোগগ্রস্তা হইলেন। মায়ার প্রভাবে তাঁহারা উভয়েই মাংস-পিণ্ডাকার ধারণপূর্ব্বক বিপ্র সোমশর্ম্মার নিকট আসিলেন। সুকীর্ত্তি সোমশর্ম্মা তাঁহা-দিগকে সর্ব্বতোভাবে সুদুঃখিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক নতকন্ধরে তাঁহাদের পদে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনার ন্যায় তপস্যান্বিত বা পবিত্র গুণগণান্বিত কাহাকেও দেখিতেছি না; তবে এ কি দশা উপস্থিত হইল! হে বিপ্রেন্দ্র! সমস্ত দেব সর্ব্বদা আপনার দাসবৎ বর্ত্তমান, আপনার আদেশ পাইয়া আপনার তেজে তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! কি কারণে বলুন, আপনার অঙ্গে এই বেদনান্বিত রোগ প্রাদুর্ভূত হইল? এই আমাদের পুণ্যবতী পতিব্রতা মাতা মহা পুণ্যশালিনী; যিনি পতি-প্রসাদে ত্রৈলোক্য-সৃষ্টি করিতে সমুৎসুক, তিনি কেন দুঃখ লাভ করিতেছেন। তপস্যার কি কোনই ফল নাই? যিনি রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা দেববৎ পতির শুশ্রূষা করেন, সেই গুরুবৎসলা সাধ্বী কেন সুদারুণ দুঃখপ্রদ কুষ্ঠ রোগ প্রাপ্ত হই-লেন? ১—১৫। শিবশর্ম্মা কহিলেন—মহা-ভাগ! তুমি শোক করিও না, পাপপুণ্যময় কর্ম্মী নর কর্ম্ম জন্য ফল ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যদি পুণ্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উভয় রোগীর শোধন-শুশ্রূষা কর। এইরূপ শুভ বাক্য উচ্চারণ করিলে মহাযশা সোমশর্ম্মা বলিলেন,—আপনাদের উভয় পুণ্যাত্মার শুশ্রূষা করিব, হে দ্বিজবর! আমি পাপী দুষ্ট, কৃপণ জন; গুরুপূজা ব্যতীত আমার আর কর্ত্তব্য কি? সোমশর্ম্মা এই কথা কহিয়া তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত

পাদপ্রক্ষালনং চক্রে অঙ্গসংবাহনং তথা ॥
স্নানস্থানাদিকং চাপি তয়োর্ভক্ত্যান্বিতঃ স্বয়ম্।
যাবেতৌ হি গুরূ বিপ্র সোমশর্ম্মা মহাযশাঃ ॥২১
তীর্থং নয়তি ধর্ম্মাত্মা স্কন্ধমারোপ্য সত্তমঃ।
যাবেতৌ হি স্বহস্তেন স্নাপয়িত্বা তু মঙ্গলৈঃ ॥২২
সুমন্ত্রৈর্বেদবিচ্চৈব স্নানস্য বিধিপূর্ব্বকম্।
তর্পণং হি পিতৃণাঞ্চ দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ॥ ২৩
তাভ্যামপি সধর্ম্মাত্মা স কারয়তি নিত্যশঃ।
স্বয়ং হোমং করোত্যগ্নৌ পচত্যন্নমনুত্তমম্ ॥ ২৪
ভুঞ্জাপয়তি সুপ্রীতৌ যাবেতৌ চ মহাগুরূ।
শয্যাসনে চ তৌ বিপ্রঃ প্রস্বাপয়তি নিত্যশঃ ॥
বস্ত্রপুষ্পাদিকং সর্ব্বং তাভ্যাং নিত্যং প্রযচ্ছতি
তাম্বুলং বহুগন্ধাঢ্যমুভয়োরর্পয়েৎ স তু ॥ ২৬
সোমশর্ম্মা মহাভাগস্তাভ্যামপি চ পূরয়েৎ।
মূলং পয়ঃ সুভক্ষ্যাদ্যং নিত্যমেব দদাত্যসৌ।
তয়োস্তু বাঞ্ছিতং নিত্যং সোমশর্ম্মা মহাযশাঃ ॥
অনেন ক্রমযোগেণ নিত্যমেব প্রসাদয়েৎ ॥২৮
সোমশর্ম্মা সুধর্ম্মাত্মা পিতরৌ পরিপূজয়েৎ।
সোমশর্ম্মাণমাহূয় পিতা কুৎসিতনিষ্ঠুরঃ ॥ ২৯
নিন্দিতৈর্নিষ্ঠুরৈর্বাক্যৈস্তাড়য়েন্মুনিসন্নিধৌ।
কৃতকার্য্যে কৃতে পুণ্যে নিত্যমেব সুতে পুনঃ।
ন কৃতং শোভনং মহ্যং ত্বয়ৈব কুলপাংসন ॥ ৩০
এবং নানাবিধৈর্ব্বাক্যৈর্নিষ্ঠুরৈর্দুঃখদায়কৈঃ।
অতাড়য়দ্দণ্ডঘাতৈঃ শিবশর্ম্মা সদাতুরঃ ॥ ৩১
এবং কৃতেঽপি ধর্ম্মাত্মা নৈব কুপ্যতি কর্হিচিৎ।
মনসা বচসা চৈব কর্ম্মণা ত্রিবিধেন চ ॥ ৩২
সন্তুষ্টঃ সর্ব্বদা সোঽপি পিতরং পরিপূজয়েৎ।
তদ্বৎ স সোমশর্ম্মা বৈ মাতরঞ্চ দিনে দিনে।
যজ্ঞাত্মা শিবশর্ম্মা চ চরিতং স্বীয়মীক্ষতে ॥ ৩৩
অমৃতং মৎকৃতে চাপি হ্যানীতং বিষ্ণুশর্ম্মণা।
পুণ্যযুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা পিতৃভক্তিপরঃ সদা ॥ ৩৪
এবং বহুতিথে কালে শতসংখ্যে গতে সতি।
শিবশর্ম্মাপি তস্যৈব ভক্তিং দৃষ্ট্বা বিচিন্ত্য বৈ।

হইয়া তাঁহাদের শ্লেষ্মা মূত্র ও পুরীষ পরিশোধন, পাদপ্রক্ষালন, অঙ্গসংবাহন ও স্নপনাদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পিতৃমাতৃভক্ত সোমশর্ম্মা পূজনীয় পিতামাকে স্কন্ধে লইয়া প্রত্যহ তীর্থে গমন করেন এবং স্বহস্তে মাঙ্গল্য মন্ত্রে তাঁহাদিগের উভয়ের যথাবিধি স্নান, পিতৃতর্পণ, ও দেবার্চ্চন প্রভৃতি সমাধা করাইয়া দেন। বেদবিৎ বিপ্র স্বয়ং হোম করেন এবং স্বহস্তে উত্তম অন্ন পাক করেন, পরে পিতামাতাকে ভোজন করাইয়া তাঁহারা প্রীত হইলে, তাঁহাদিগকে শয্যায় শোয়াইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করান। পুত্র নিত্য নিত্য তাঁহার পিতামাকে বস্ত্র পুষ্পাদি সমস্ত বস্তু এবং সুগন্ধ তাম্বূল প্রদান করেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় পূরণ করেন, মূল জল ও অন্যান্য সুভক্ষ্যাদি প্রদান করেন, সোমশর্ম্মা এইরূপে পিতামাতার অভীষ্ট পূরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমশর্ম্মা এইরূপে পিতামাতার পূজায় নিরত থাকিলে, পিতা শিবশর্ম্মা একদিন সোমশর্ম্মাকে ডাকিয়া নিষ্ঠুরভাবে ভৎসনা করিলেন। তিনি অনেক নিন্দিত নিষ্ঠুর বাক্যে মুনিজনসন্নিধানে পুত্রের তাড়না করিতে লাগিলেন। শিবশর্ম্মার পুত্র নিত্যনিত্য যথাযোগ্য কার্য্য নিষ্পাদন ও পুণ্যাচরণ করিলেও 'ওরে কুলপাংসন! তুই মৎপ্রতি যথাযোগ্য আচরণ করিতেছিস্ না' এইরূপ দুঃখদায়ক নিষ্ঠুর বাক্যে ও দণ্ডাঘাতে পুত্রকে তাড়না করিতে লাগিলেন। পিতা এইরূপ কার্য্য করিলেও পুত্র সোমশর্ম্মা কদাচ কুপিত হইতেন না, তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই পিতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পিতার ন্যায় মাতাকেও তিনি প্রতিদিন পরিতুষ্ট করিতেন। শিবশর্ম্মা ইহা জানিয়া স্বীয় কৃতিত্বই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতেন, বিষ্ণুশর্ম্মা আমারই জন্য অমৃত আনিয়াছিল। আমার সেই ধর্ম্মাত্মা পুত্র পুণ্যাত্মা ও পিতৃভক্ত। ১৬—৩৪। এইরূপে বহুশত বর্ষ অতীত হইলে, শিবশর্ম্মা পুত্রের ভক্তি দেখিয়া চিন্তা

ময়া বৈ পূর্ব্বমিত্যুক্তঃ সুপুত্রঃ যজ্ঞসংজ্ঞকম্।
মাতৃখণ্ডানিমান্ পুত্র যত্র তত্র ক্ষিপস্ব হি ॥৩৬
মদ্বাক্যং পালিতং তেন কৃতা ন মাতরি কৃপা।
এতৎ স্বল্পতরং দুঃখং নির্জ্জীবে ঘাতমিচ্ছতঃ ॥৩৭
সাহসং তু কৃতং তেন পুত্রেণ বেদশর্ম্মণা।
অস্মাধিকমহং মন্যে যতোঽয়ং চলতে ন চ ॥ ৩৮
নিমেষমাত্রমেবাপি সাহসং কারয়েৎ পুনঃ।
অপরং সত্যসম্পন্নঃ প্রভাবস্তপসঃ পরঃ ॥ ৩৯
নিত্যং সমারাধনেঽপি হ্যধিকং চাস্য দৃশ্যতে।
তস্মাদস্য পরীক্ষা চ সময়ে তপসঃ কৃতা ॥ ৪০
ভক্তিভাবাত্তথা সত্যান্নৈব পুত্রঃ প্রণশ্যতি।
মায়য়া চ নিজাঙ্গেঽপি কুষ্ঠরোগো নিদর্শিতঃ ॥৪১
শ্লেষ্মমূত্রমলানাঞ্চ ঘৃণা নৈব করোতি চ।
ব্রণান্ শোধয়তে নিত্যং স্বহস্তেন মহাযশাঃ ॥৪২
পাদসংবাহনং তদ্বৎ করোতি চ মহামতিঃ।
দুঃসহং বচনং মহ্যং দারুণং সহতে সদা ॥ ৪৩
কুৎসনে তাড়নে চৈব সদাভীষ্টপ্রবাচকঃ।
এবং দুঃখসমাচারো মম পুত্রো মহামতিঃ ॥ ৪৪
দুঃখানাং সাগরে মগ্নো বহুক্লেশৈশ্চ ক্লেশিতঃ।
অপনেষ্যাম্যহং দুঃখং বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ ॥
চিন্তয়িত্বা চিরং বিপ্রঃ শিবশর্ম্মা মহামতিঃ।
পুনর্ম্মায়াং চকারাথ কুম্ভাদপহৃতং পয়ঃ ॥ ৪৬
পশ্চাত্তঞ্চ সমাহূয় সোমশর্ম্মাণমব্রবীৎ।
তব হস্তে ময়া দত্তমমৃতং ব্যাধিনাশনম্ ॥৪৭
তন্মে শীঘ্রং প্রযচ্ছস্ব যথা পানং করোম্যহম্।
যেন নীরুগ্ ভবাম্যদ্য প্রসাদাদ্বিষ্ণুশর্ম্মণঃ ॥৪৮
এবমুক্তে তদা বাক্যে ঋষিণা শিবশর্ম্মণা।
সমুত্থায় ত্বরাযুক্তঃ সোমশর্ম্মা কমণ্ডলুম্ ॥ ৪৯
তঞ্চ রিক্তং ততো দৃষ্ট্বা হ্যমৃতেন বিনা কৃতম্।
কস্য পাপস্য বৈ কর্ম্ম কেন মে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা সোমশর্ম্মা সুদুঃখিতঃ।
পিতুরগ্রে চ বৃত্তান্তং কথয়িষ্যাম্যহং যদা ॥ ৫১
ততঃ কোপং প্রশাম্যেত গুরুর্মে ব্যাধিপীড়িতঃ

করিলেন,—পূর্ব্বে আমি সুপুত্র যজ্ঞশর্ম্মাকে মাতৃদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলাম। সে পুত্র আমার বাক্য পালন করিয়াছিল, মাতার প্রতি কৃপা প্রকাশ করে নাই। জীবহীন দেহ ছেদন করিতে উদ্যত হওয়া বরং অল্প দুঃখজনক; কিন্তু পুত্র দেবশর্ম্মা ইহা অপেক্ষাও সাহস করিয়াছিল। যেহেতু সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অল্পকাল মাত্র সে সাহস করিয়াছিল, পরন্তু ইহার তপস্যার প্রভাব অত্যধিক। নিয়ত আরাধনা ব্যাপারেও ইহার তপস্যার উৎকর্ষ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যথাকালে ইহার তপঃপরীক্ষা করা হইয়াছে। এই পুত্র ভক্তিবশতঃ সত্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। আমি মায়াবশে নিজাঙ্গে কুষ্ঠরোগ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পুত্র আমার শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঘৃণা করে নাই। মহাকীর্ত্তি পুত্র আমার নিত্য ব্রণ বিশোধন করিয়াছে। সংবাহন ও শৌচ বিধান করিয়া দিয়াছে। আমার দুঃসহ বচন সর্ব্বদা সহ্য করিয়াছে। আমি ভর্ৎসনই করি, আর তাড়নাই করি, পুত্র আমার সর্ব্বদাই অভীষ্টসাধক। এইরূপ মহামতি পুত্র সদা দুঃখভাগী, বহুক্লেশে ক্লেশিত; সুতরাং তাহাকে দুঃখের সাগরে মগ্ন বলিয়াই মনে করি। যা হউক, আমি বিষ্ণুর প্রসাদে ইহার দুঃখাপনয়ন করিব। মহামতি শিবশর্ম্মা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার মায়া বিস্তার করিলেন। তিনি কুম্ভ হইতে অমৃত অপহরণ করিয়া লইলেন। পরে সোমশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমার হস্তে আমি ব্যাধিহর অমৃত প্রদান করিয়াছি, তাহা শীঘ্র তুমি আমায় প্রদান কর, আমি পান করিব। বিষ্ণুশর্ম্মার অনুরাগবশে আমি নীরোগ হইব ।৩৫—৪৮। ঋষি শিবশর্ম্মা এই কথা কহিলে,সোমশর্ম্মা সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অমৃতহীন শূন্য কমণ্ডলু দর্শনে চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন,—আমার কোন্ পাপের ফলে কে আমার এই বিপ্রিয়াচরণ করিল? সোমশর্ম্মা অত্যন্ত দুঃখের সহিত আবার ভাবিলেন,—যখন আমি পিতার অগ্রে এই

সুচিরং চিন্তয়িত্বা তু সোমশর্ম্মা মহামতিঃ ॥ ৫২
যদি মে সত্যমস্তীতি গুরুশুশ্রূষণং যদি ।
তপস্তপ্তং ময়া পূর্ব্বং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥৫৩
দমশৌচাদিভিঃ সত্যং ধর্ম্মমেব প্রপালিতম্ ।
তদা ঘটোঽমৃতযুতো ভবত্বেষ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪
যাবদেবং মহাভাগশ্চিন্তয়িত্বা বিলোকয়েৎ ।
তাবচ্চামৃতপূর্ণস্তু পুনরেবাভবদ্ঘটঃ ॥ ৫৫
তং দৃষ্ট্বা হর্ষসংযুক্তঃ সোমশর্ম্মা মহাযশাঃ ।
গত্বা গুরুং নমস্কৃত্য কুম্ভমাদায় সত্বরম্ ॥ ৫৬
গৃহাণ ত্বং পিতশ্চেমং পয়ঃকুম্ভং সমাগতম্ ।
পানং কুরু মহাভাগ গদান্মুক্তো ভবাচিরম্ ॥ ৫৭
এতদ্বাক্যং মহাপুণ্যং সত্যধর্ম্মার্থকং পুনঃ ।
শিবশর্ম্মা সুতস্যাপি শ্রুত্বা চ মধুরাক্ষরম্ ॥ ৫৮
হর্ষেণ মহতাবিষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্মোপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শিবশর্ম্মোবাচ ।

তপসা দমশৌচাভ্যাং গুরুশুশ্রূষয়া তথা ।
ভক্ত্যা ভাবেন তুষ্টোঽস্মি তবাদ্য চ সুপুত্রক
ত্যজামি বৈকৃতং রূপং মত্তঃ সুখমবাপ্নুহি ।
এবমুক্ত্বা সুতং বিপ্রো দর্শয়ামাস তাং তনুম্ ॥
যথা পূর্ব্বং স্থিতৌ তৌ তু তথাসৌ দৃষ্টবান্ সু
দীপ্তিমন্তৌ মহাত্মানৌ সূর্য্যবিম্বোপমাবুভৌ ॥
ননাম পাদৌ সদ্ভক্ত্যা হ্যুভয়োস্তু মহাত্মনোঃ ।
ততঃ সুতং স সম্ভাষ্য হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ৪
বিষ্ণোঃ প্রসাদাদ্ধর্ম্মাত্মা ভার্য্যয়া সহ কেশবম্
জগাম নিজপুণ্যৈশ্চ যোগাভ্যাসেন সত্তমঃ ॥৫
প্রবিষ্টো বৈষ্ণবং ধাম স মুনিদুর্লভং পদম্ ।
ন স্বৈঃ প্রাপ্যতে পুণ্যৈস্তপোভির্মুক্তিদং পদম্
বিষ্ণোস্তু চিন্তনৈর্ধ্যানজ্ঞানৈঃ স্তবৈস্তথা ।
ন দানৈস্তীর্থযাত্রাভির্দৃশ্যতে মধুসূদনঃ ॥ ৭

বৃত্তান্ত কহিব, তখন রোগার্ত্ত পিতা আমার প্রতি কুপিত হইবেন। মহামতি সোমশর্ম্মা দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিলেন,—যদি আমার সত্যপ্রতিষ্ঠা, গুরুশুশ্রূষা, নির্ব্যলীক চিত্তে তপস্যা এবং জলশৌচাদি দ্বারা সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঘট অমৃতযুক্ত হউক। মহাভাগ সোমশর্ম্মা যাবৎ এইরূপ চিন্তা করিয়া অবলোকন করিলেন, অমনি দেখিলেন, ঘট পুনর্ব্বার অমৃতপূর্ণ হইয়াছে। মহাযশা সোমশর্ম্মা তদ্দর্শনে অমৃতকুণ্ড গ্রহণান্তে সহর্ষে গিয়া গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—পিতঃ! এই অমৃতকুণ্ড গ্রহণ করুন। হে মহাভাগ! আপনি অমৃত পান করুন, অচিরে নীরোগ হউন। শিবশর্ম্মা পুত্রের এই সত্যধর্ম্মাত্মক মধুরাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা হর্ষাবেশে এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৫২—৫৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা কহিলেন,—হে সৎপুত্র! তোমার তপস্যা, দম, শৌচ, গুরুশুশ্রূষা ও ভক্তি দর্শনে আমি তুষ্ট হইয়াছি। অদ্য বিকৃতরূপ পরিত্যাগ করিতেছি; তুমি আমা হইতে সুখলাভ কর। বিপ্র এই কথা কহিয়া পুত্রকে আপন উত্তম দেহ দেখাইলেন। পুত্র পিতামাতাকে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত দীপ্তিশালী ও সূর্য্যবিম্বসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া সেই মহাত্মা পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শিবশর্ম্মা মহাহর্ষে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে স্বীয় ভার্য্যা সহ যোগাবলম্বনে আপন পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইলেন।১—৫। তিনি সুনির্ম্মল সুদুর্লভ বৈষ্ণবপদ লাভ করিলেন। বিপ্র শিবশর্ম্মা মহাযোগ দ্বারা যেরূপে বৈষ্ণব দেহে প্রবিষ্ট হইলেন পুণ্যার্জ্জন, তপস্যার্জ্জন, বিষ্ণুর ধ্যান, ন্যাস বা স্তবন দ্বারা সেরূপ মুক্তিপ্রদ পদলাভ অন্যের পক্ষে অসম্ভব

সমাধিজ্ঞানযোগেন দৃশ্যতে পরমং পদম্‌।
মহাযোগৈর্যথা বিপ্রঃ প্রবিষ্টো বৈষ্ণবীং তনুম্‌
সূত উবাচ।
ততস্তত্র তপস্তেপে সোমশর্ম্মা মহাদ্যুতিঃ।
অশ্মলোষ্টসমং মেনে কাঞ্চনং ভূষণং পুনঃ ॥ ৯
জিতাহারঃ স ধর্ম্মাত্মা নিদ্রয়া পরিবর্জ্জিতঃ।
স সর্ব্বান্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা একান্তমপি সেবতে ॥১০
যোগাসনসমারূঢ়ো নিরাশো নিষ্পরিগ্রহঃ।
তস্য বেলা তু সম্প্রাপ্তা মৃত্যুকালস্য বৈ তদা।
আগতা দানবা বিপ্রং সোমশর্ম্মাণমন্তিকে ॥১১
মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে প্রাণযাত্রাপ্রবর্ত্তিনঃ।
শালগ্রামে মহাক্ষেত্রে ঋষীণাং মানবর্দ্ধনে ॥ ১২
কেচিদ্বদন্তি বৈ দৈত্যাঃ কেচিদ্বদন্তি দানবাঃ।
এবংবিধো মহান্‌ শব্দঃ কর্ণরন্ধ্রগতস্তদা ॥ ১৩
তস্যৈব বিপ্রধ্যস্য সুচিরাৎ সোমশর্ম্মণঃ।
জ্ঞানধ্যানবিলগ্নস্য প্রবিষ্টং দৈত্যজং ভয়ম্‌ ॥১৪
তেন ধ্যানেন তস্যাপি দৈত্যভূতেন বৈ তদা।
সত্বরঞ্চৈব তৎ প্রাণা গতাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
দৈত্যভয়েন সংযুক্তঃ স হি মৃত্যুবশং গতঃ ॥১৬
তস্মাদ্দৈত্যগৃহে জাতো হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে নিহতশ্চক্রপাণিনা ॥ ১৭
যুধ্যমানেন তেনাপি প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
সুদৃষ্টং বাসুদেবত্বং বিশ্বরূপসমন্বিতম্‌ ॥ ১৮
যোগাভ্যাসেন পূর্ব্বেণ জ্ঞানমাসীন্মহাত্মনঃ।
সস্মার পূর্ব্বকং সর্ব্বং চরিতং শিবশর্ম্মণঃ ॥ ১৯
প্রাগহং সোমশর্ম্মাখ্যঃ প্রবিষ্টো দানবীং তনুম্‌
অস্মাৎ কায়াৎ কদা পুণ্যং কেবলং ধাম উত্তমম্‌
প্রযাস্যামি মহাপুণ্যৈর্জ্ঞানাধ্যৈর্মোক্ষদায়কৈঃ।
সমরে ম্রিয়মাণেন প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ॥ ২১
এবং চিন্তা কৃতা পূর্ব্বং শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ।
এবং তু চ সমাখ্যাতং সর্ব্বসন্দেহনাশনম্‌ ॥ ২২
সূত উবাচ।
প্রহ্লাদে নিহতে সংখ্যে দেবদেবেন চক্রিণা।
রুরুদে কমলা সা তু হতপুত্রা চ কামিনী ॥ ২৩

সমাধি-জ্ঞান-যোগ দ্বারাই পরমপদ পরিদৃষ্ট হয়, দান বা তীর্থযাত্রার ফলে মধুসূদনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূত কহিলেন,—অনন্তর মহাতেজা সোমশর্ম্মা তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চন ভূষণ তাঁহার নিকট অশ্মলোষ্টবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। সেই ধর্ম্মাত্মা জিতাহার ও ত্যক্তনিদ্র হইয়া নিখিল বিষয় পরিহারপূর্ব্বক একান্তসেবী হইলেন। যোগাসনস্থ, নিরাশী ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে সোমশর্ম্মার নিকট কতকগুলি দানব আসিল। ঋষিগণের মানবর্দ্ধন মহাক্ষেত্র শালগ্রামে কতিপয় দৈত্য এবং কতিপয় দানব কথা কহিতে লাগিল। তাহাদের সেই কথোচ্চারণের মহাশব্দ বিপ্রবর সোমশর্ম্মার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। জ্ঞান-ধ্যান-বিলগ্ন সোমশর্ম্মা তাহাতে দৈত্যভয়ে ভীত হইলেন। সেই ধ্যানে সেই দৈত্যভয়ে তৎকালে সত্বর সেই মহাত্মার প্রাণ বহির্গত হইল। দৈত্য-ভয়ান্বিত হইয়া তিনি মৃত্যুর বশীভূত হইলেন, এই কারণে দৈত্যগৃহে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে তাঁহাকে জন্মিতে হইল। পরে ঘোরতর দেবাসুরসমরে চক্রপাণির হস্তে তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। মহাত্মা প্রহ্লাদ যুদ্ধ করিতে করিতে বিশ্বরূপময় বাসুদেবরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন যোগাভ্যাসবলে ঐ মহাত্মার প্রাক্তন জ্ঞান ছিল, তাই তিনি শিবশর্ম্মার পূর্ব্ব চরিত্র সমস্তই স্মরণ করিলেন; ভাবিলেন,—পূর্ব্বে আমি সোমশর্ম্মা ছিলাম; সেই অবস্থায় আমার দানবদেহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এই দেহ হইতে কবে আমি মহাপুণ্য জ্ঞানযোগে মোক্ষদায়ক কেবল পুণ্যময় পরমধামে প্রয়াণ করিব। সমরে ম্রিয়মাণ মহাত্মা প্রহ্লাদ পূর্ব্বে কেবল এইরূপ চিন্তাই করিতেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! শুনিয়া রাখুন, এই আমি সর্ব্বসন্দেহহর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ৬—২২। সূত কহিলেন,—দেবদেব চক্রপাণি সমরে প্রহ্লাদকে নিহত করিলে

প্রহ্লাদস্য তু যা মাতা হিরণ্যকশিপোঃ প্রিয়া ।
প্রহ্লাদস্য মহাশোকৈর্দ্দিবারাত্রৌ প্রশোচতি ॥
পতিব্রতা মহাভাগা কমলা নাম তৎপ্রিয়া ।
রুদমানা দিবারাত্রৌ নারদস্তামুবাচ হ ॥ ২৫
মা শুচস্ত্বং মহাভাগে পুত্রার্থং পুণ্যভাগিনি ।
নিহতো বাসুদেবেন তব পুত্রঃ সমেষ্যতি ॥ ২৬
ভূয়ঃ স্বলক্ষণোপেতস্ত্বসুরশ্চ মহামতিঃ ।
প্রহ্লাদেতি চ বৈ নাম পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥২৭
বিহীনশ্চাসুরৈর্ভাবৈর্দেবত্বেন সমন্বিতঃ ।
ইন্দ্রত্বং ভোক্ষ্যতে ভদ্রে সর্ব্বদেবৈর্নমস্কৃতঃ ॥২৮
সুখী ভব মহাভাগে তেন পুত্রেণ বৈ সদা ।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া দেবি সুবার্ত্তেয়ং চ কস্যচিৎ ।
কর্ত্তব্যমজ্ঞানভাবৈঃ সঙ্গোপ্যং কুরু সর্ব্বদা ।
এবমুক্ত্বা গতো বিপ্রো নারদো মুনিসত্তমঃ ॥৩০
কমলায়াশ্চোদরে তু জন্মাস্যানুত্তমং পুনঃ ।
প্রহ্লাদেতি চ বৈ নাম তস্যাখ্যানং মহাত্মনঃ ॥
বাল্যভাবং গতো বিপ্রাঃ কৃষ্ণমেব ব্যচিন্তয়ৎ ।
নরসিংহপ্রসাদেন দেবরাজোঽভবদ্দিবি ॥ ৩২
দেবত্বং লভ্য চৈবাসাবৈন্দ্রং পদমনুত্তমম্ ।
মোক্ষং যাস্যতি ধর্ম্মাত্মা বৈষ্ণবং ধাম চোত্তমম্
অসংখ্যাতা মহাভাগাঃ সৃষ্টের্ভাবা হ্যনেকশঃ ।
মোহ এবং ন কর্ত্তব্যো জ্ঞানবদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥৩৪
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং যথা পৃষ্টং দ্বিজোত্তমাঃ ।
অন্যং পৃচ্ছত বৈ প্রশ্নং সন্দেহং বো ভিনদ্ম্যহম্
বিজয়ং দেবতানাঞ্চ দানবানাং মহৎক্ষয়ম্ ।
কৃতং হি দেবদেবেন স্থাপিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥৩৬

ঋষয় উচুঃ ।

ইন্দ্রত্বং তস্য সঞ্জাতং দেবানাং শক্ষধারকম্ ।
কেন দত্তং সমাচক্ষ বিস্তরাদ্দ্বিজসত্তম্ ॥ ৩৭

সূত উবাচ ।

বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি ইন্দ্রত্বং যেন সত্তমঃ ।
প্রাপ্তমেব মহাভাগো যথা পুণ্যতমেন চ ॥ ৩৮

হিরণ্যকশিপুর পত্নী প্রহ্লাদজননী পতিব্রতা কমলা পুত্রবিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—অত্যন্ত পুত্রশোকে দিবারাত্র দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি নারদ সেই রাত্রিদিন রোরুদ্যমানা কমলাকে কহিলেন,—হে পুণ্যভাগিনি, মহাভাগে! তুমি পুত্রার্থ শোক প্রকাশ করিও না। বাসুদেব তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। তোমার সেই পুত্র পুনরায় স্বলক্ষণান্বিত হইয়া আসিবেন, তিনি পুনরায় প্রহ্লাদ নামেই বিখ্যাত হইবেন। তাঁহার আসুর ভাব থাকিবে কেন? তিনি দেবভাবে অন্বিত হইবেন। হে ভদ্রে! তিনি ইন্দ্রপদে বিরাজ করিবেন, সর্ব্বদেবের তিনিই নমস্য হইবেন। হে মহাভাগে! তুমি সেই পুত্র দ্বারা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগ করিবে। হে দেবি! তুমি এই শুভ বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এ বৃত্তান্ত যেন তোমার অবিদিত,এইরূপ ভাবেই তুমি ইহা সদা গোপনে রাখিবে। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে যথাকালে কমলার গর্ভে মহাত্মা প্রহ্লাদের জন্ম হইল। এ জন্মেও তিনি প্রহ্লাদ নামে প্রখ্যাত হইলেন। হে বিপ্রগণ! প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণধ্যান করিতে লাগিলেন। নরসিংহের প্রসাদে তিনি স্বর্গপুরে দেবরাজ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানাত্মা প্রহ্লাদ উত্তম ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব ধাম মোক্ষলাভ করিবেন। হে মহাভাগগণ! সৃষ্টিপ্রবাহ এইরূপই অনেকবিধ অসংখ্যাত। মহাত্মা জ্ঞানিগণের এ বিষয়ে মোহপ্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই আমি সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। হে মহাভাগগণ। আপনাদের অন্য সন্দেহ থাকে, প্রশ্ন করুন, আমি তাহার ছেদন করিব। দেবদেব, দেবগণের বিজয় এবং দানবগণের মহাক্ষয় সাধনপূর্ব্বক ভুবনত্রয় সংস্থাপন করিয়াছেন। ২৩—৩৬। ঋষিগণ কহিলেন,—দেবেন্দ্রপদ কাহার হইয়াছিল? কে প্রদান করিয়াছিলেন? হে দ্বিজবর! তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—মহা-

হতেষু তেষু দৈত্যেষু সমস্তেষু মহাহবে।
অতিনষ্টেষু পাপেষু গোবিন্দেন মহাত্মনা ॥ ৩৯
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
সম্প্রোচুর্মাধবং সর্ব্বে বদ্ধপ্রাঞ্জলয়স্ততঃ ॥ ৪০
ভগবন্ দেবদেবেশ হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে।
বিজ্ঞাপয়ামহে ত্বাং বৈ তৎসর্ব্বমবধার্য্যতাম্ ॥৪১
শাস্তা গোপ্তা চ পুণ্যাত্মা অস্মাকং কুরু কেশব
রাজানং পুণ্যধর্ম্মাণং ত্বমিন্দ্রং লোকশাসনম্।
ত্রৈলোক্যস্য প্রজা দেব যমাশ্রিত্য সুখং বসেৎ॥

বাসুদেব উবাচ।

মম লোকে মহাভাগা বৈষ্ণবেন সমন্বিতঃ।
তেজসা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠশ্চিরকালং নিবাসিতঃ ॥ ৪৩
তস্য কালঃ প্রপূর্ণশ্চ মম লোকে মহাত্মনঃ।
বসতস্তস্য বিপ্রস্য মদ্ভক্তস্য সুরোত্তমাঃ ॥ ৪৪
তেজসা বৈষ্ণবেনৈব ভবতাং পালকো হি সঃ।
ভবিষ্যতি স ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বধর্ম্মানুরঞ্জকঃ ॥ ৪৫
পালকো ধারকশ্চৈব স চ ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
ভবিষ্যতি চ ধর্ম্মাত্মা ভবতাং ত্রাণকারণাৎ ॥৪৬
অদিত্যাস্তনয়শ্চৈব সুব্রতাখ্যো মহামনাঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ স চ ইন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥৪৭

সূত উবাচ।

এবং বরান্ স দেবেশো দদৌ দেবেভ্য উত্তমান্
দেবা বিজয়িনঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা সহ সত্তমাঃ।
কশ্যপং পিতরং দ্রষ্টুং মাতরঞ্চ ততো গতাঃ॥
প্রণেমুস্তে মহাত্মানাবুভাবেতৌ সুখাসনৌ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ ॥ ৫০
যুবয়োশ্চ প্রসাদেন দেবত্বং হি গতা বয়ম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো দেবান্ বাক্যমুবাচ সঃ ॥ ৫১

কশ্যপ উবাচ।

যূয়ং বৈ সত্যধর্ম্মেণ বর্ত্তমানাঃ সদৈব হি।
আবয়োশ্চ প্রসাদেন তপসশ্চ প্রভাবতঃ ॥ ৫২
প্রাপ্তবন্তো ভবন্তস্তু দেবত্বং চাক্ষয়ং পদম্।
বরমেবং দদাম্যেষাং বহুপ্রীতিসমন্বিতঃ ॥ ৫৩
অমরা নির্জ্জরাশ্চৈব হ্যক্ষয়াশ্চ ভবিষ্যথ।

ভাগ প্রহ্লাদ যে পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। মহাযুদ্ধে মহাত্মা গোবিন্দ কর্ত্তৃক সমস্ত দৈত্য নিহত ও সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হইলে, গন্ধর্ব্ব-নাগ-বিদ্যাধরগণ সহ দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মাধবকে বলিলেন,—হে ভগবন্, দেবদেবেশ, হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার। আমরা আপনার নিকট বিজ্ঞাপন করিতেছি, অবধান করুন। হে কেশব! আপনি পুণ্যাত্মা; আপনিই আমাদিগের শাস্তা এবং প্রতিপালয়িতা, তথাচ হে দেব! ত্রৈলোক্যের প্রজা সাধারণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, এমন এক-জন পুণ্যধর্ম্মা, লোকশাসক রাজেন্দ্র আমাদের জন্য বিধান করিয়া দিন। বাসুদেব কহিলেন,—অদিতির সুব্রত নামক মহামনা তনয় মহাবল এবং মহাবীর্য্য; তিনি তোমাদের ইন্দ্র হইবেন। হে মহাভাগগণ! ঐ শ্রেষ্ঠ সুব্রত বৈষ্ণব তেজে অন্বিত হইয়া মদীয় লোকে বহুকাল বাস করিতেছেন! হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমার ভক্ত সেই মহাত্মা বিপ্রের মদীয় লোকে বাস করিবার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তিনি বৈষ্ণব তেজে অন্বিত হইয়া আপনাদের পালক হইবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মানুরঞ্জক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠই আপনাদের রক্ষাবিধানার্থ পালক এবং ধারক পদে বিরাজ করিবেন। ৩৭—৪৭। সূত কহিলেন,—দেবেশ মাধব দেবগণকে এইরূপ বর প্রদান করিলে বিজয়ী দেবগণ তাঁহার সহিত পিতা কশ্যপ এবং মাতা অদিতিকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং সুখাসীন পিতা-মাতাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে সকলেই অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক সহর্ষে কহিলেন,—আপনাদের প্রসাদেই আমরা দেবত্ব লাভ করিয়াছি। কশ্যপ মহাহর্ষবশে প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—তোমরা সর্ব্বদাই সত্যধর্ম্মে বিরাজমান; আমাদের প্রসাদে এবং তোমাদের তপঃপ্রভাবে তোমরা অক্ষয় দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি বরদান করিতেছি, তোমরা বহুপ্রীতি-

সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতাঃ।
দেবা নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা মৎপ্রসাদান্মহাসুরাঃ ॥৫৪

বিষ্ণুরুবাচ।

বরং বরয় ভদ্রন্তে দেবমাতর্যশস্বিনি।
মনসা চেপ্সিতং সর্ব্বং তত্তে দদ্মি সুনিশ্চিতম্‌ ॥

অদিতিরুবাচ।

পূর্ব্বং পুত্রবতী ভূতা প্রসাদাত্তব মাধব।
অমরা নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে চাক্ষয়াঃ পুণ্যবৎসলাঃ ॥
অমী পুত্রা ময়া লব্ধাঃ শ্রূয়তাং মধুসূদন।
সুতরাং ত্বঞ্চ গোবিন্দ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদঃ ॥ ৫৭
মম গর্ভে বসংশ্চৈব ভবাংশ্চ মম নন্দনঃ।
ত্বয়া পুত্রেণ নিত্যঞ্চ যথা নন্দামি কেশব ॥ ৫৮
এবং মহোদয়ং নাথ পূরয়স্ব মনোরথম্‌ ॥ ৫৯

বাসুদেব উবাচ।

ভবত্যা দেবকার্য্যার্থং গন্তব্যং মানুষং বপুঃ।
তদাহং তব গর্ভে বৈ বাসং যাস্যামি নিশ্চিতম্‌
যুগে দ্বাদশকে প্রাপ্তে ভূভারহরণায় বৈ।
জমদগ্নিসুতো দেবি রামো নাম দ্বিজোত্তমঃ ॥
প্রতাপী তেজসা যুক্তঃ সর্ব্বক্ষত্রবধায় চ।
তব পুত্রো ভবিষ্যামি সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৬২
সপ্তবিংশতিকে প্রাপ্তে ত্রেতাখ্যে তু তথা যুগে
রামো নাম ভবিষ্যামি তব পুত্রঃ পতিব্রতে ॥
পুনঃ পুত্রো ভবিষ্যামি তবৈব শৃণু পুণ্যধে।
অষ্টাবিংশতিকে প্রাপ্তে দ্বাপরান্তে যুগে তদা।
সর্ব্বদৈত্যবিনাশার্থে ভূভারহরণায় চ ॥ ৬৪
বাসুদেবোঽথ তে পুত্রো ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ
ইদানীং কুরু কল্যাণি মদ্বাক্যং ধর্ম্মসংযুতম্‌।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সত্যধর্ম্মসমন্বিতম্‌ ॥ ৬৬
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং দেবি পুত্রমুৎপাদ্য সুন্দরম্‌।
ইন্দ্রত্বং তস্য দাস্যামি ইন্দ্রঃ সোঽপি ভবিষ্যতি
এবং সম্ভাষিতং শ্রুত্বা মহাহর্ষসমন্বিতা।
দেবদেবপ্রসাদেন ইন্দ্রঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৬৮
এবমস্তু মহাভাগ তব বাক্যং করোম্যহম্‌।
ততস্তা দেবতাঃ সর্ব্বা জগ্মুঃ স্বস্থানমেব হি।
হরিণা সহ তে সর্ব্বে নিরাতঙ্কা মুদান্বিতাঃ ॥ ৬৯

সম্বলিত হইয়া অমর, নির্জ্জর ও অক্ষয় হইয়া থাক। দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব সকলেই মৎ-প্রসাদে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ ও সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হও। বিষ্ণু বলিলেন,—হে যশস্বিনি, দেব-মাতঃ! আপনার মঙ্গল হউক; বর গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে মনোভীষ্ট সমস্ত বরই নিশ্চয় প্রদান করিব। অদিতি কহিলেন,—হে মাধব! হে মধুসূদন! শ্রবণ কর, তোমার প্রসাদে পূর্ব্বেই আমি পুত্রবতী হইয়াছি, এই সকল পুণ্যবৎসল, অক্ষয় নির্জ্জর অমর পুত্র আমি লাভ করিয়াছি; অতএব হে গোবিন্দ! সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাতা তুমি আমার গর্ভে বাস করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর। কেশব! তোমাকে পুত্র পাইয়া আমি যেন নিত্য আনন্দিত হই। হে নাথ! আমার এই মহাভ্যুদয়জনক মনোরথ পূরণ করুন। বাসুদেব কহিলেন,—আপনি দেবকার্য্য নির্ব্বাহার্থ মানবী তনু লাভ করিবেন। তৎকালে আমি আপনার গর্ভে নিশ্চিতই বাস করিব। হে দেবি! দ্বাদশ যুগ উপ-স্থিত হইলে ভূভার-হরণের জন্য আমি তোমার উদরে 'রাম' নামে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ তেজ ও প্রতাপসম্পন্ন জমদগ্নিপুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইব। হে পতিব্রতে! ত্রেতা নামক সপ্তবিংশতিতম যুগেও 'রাম' নামে তোমার পুত্র হইব। হে পুণ্যনিধে! দ্বাপ-রান্তে অষ্টাবিংশতিতম যুগ উপস্থিত হইলে, সর্ব্বদৈত্যবিনাশন ও ভূভার হরণার্থ পুনরায় 'বাসুদেব' নামে তোমার পুত্র হইব। হে কল্যাণি! এক্ষণে আমার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য পালন কর। হে দেবি! অধুনা একটি সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত, সত্যধর্ম্মনিরত, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর পুত্র উৎপাদন কর। আমি তাহাকে ইন্দ্রপদ প্রদান করিব। তোমার ঐ পুত্র ইন্দ্র হইবে। ৪৮—৬৭। দেবদেবের প্রসাদে পুত্র ইন্দ্র হইবে, এই কথা শ্রবণ করিয়া অদিতি মহাহর্ষে কহিলেন,—মহাভাগ! 'তথাস্তু" আমি তোমার বাক্য পালন করিব। অনন্তর সেই

সূত উবাচ।

[ত]দাতঃ কশ্যপং প্রাহ ঋতুং প্রাপ্য মনস্বিনী।
[ভ]গবন্ দীয়তাং পুত্রঃ সুরেন্দ্রপদভুঞ্জকঃ॥ ৭০
[চি]ন্তয়িত্বা ক্ষণং বিপ্রস্তামুবাচ মনস্বিনীম্।
[এ]বমস্তু মহাভাগে তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥ ৭১
[ত্রৈ]লোক্যস্যাপি কর্ত্তা চ যজ্ঞভোক্তা স এব চ॥
[ত]স্যাঃ শিরসি সংন্যস্য স্বহস্তঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
[ত]পশ্চচার তেজস্বী সত্যধর্ম্মসমন্বিতঃ॥ ৭৩
[সু]ব্রতো নাম তেজস্বী বিষ্ণুলোকে বসন্ সদা॥
[ত]স্য পুণ্যক্ষয়াজ্জাতং বিষ্ণুলোকাদ্দ্বিজোত্তমাঃ
[প]তনং কর্ম্মবশতস্ততস্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭৫
[পু]ণ্যগর্ভং গতো বিপ্র অদিত্যাস্তু মহাতপাঃ।
[ই]ন্দ্রত্বং ভোক্তুকামার্থং সত্যপুণ্যেন কর্ম্মণা॥৭৬
[গর্ভ]ং দধার সা দেবী পুণ্যেন তপসা কিল।
[ত]পস্তেপে নিরালম্বা বনবাসং গতা সতী॥ ৭৭
[দি]ব্যং বর্ষশতং যাতং তপস্যাং দেবমাতরি।
[উ]ৎপাত তপস্তীব্রং দুষ্করং দেবতাসুরৈঃ।

ততঃ সা তপসা তেন তেজসা চ সমন্বিতা॥ ৭৮
সূর্য্যতেজঃপ্রতীকাশা দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
শুশুভে সা যথা দীপ্তা পরমং ধ্যানমাস্থিতা॥৭৯
রূপেণাধিকতাং যাতা তপতস্তেজসা তদা।
তপোধ্যানপরা সা চ বায়ুভক্ষা তপস্বিনী॥ ৮০
অধিকং শুশুভে দেবী দক্ষস্য তনয়া তদা।
সিদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবাশ্চাপি মহৌজসঃ॥
স্তুবন্তি তাং মহাভাগাং রক্ষন্তি চ সুতৎপরাম্
পূর্ণে বর্ষশতে তস্যা বিষ্ণুস্তত্র সমাগতঃ।
তামুবাচ মহাভাগামদিতিং তপসান্বিতাম্॥ ৮২
দেবি গর্ভঃ সুসম্পূর্ণঃ সূতিকালঃ প্রবর্ত্ততে।
তবৈব তপসা তুষ্টস্তেজসা চ প্রবর্দ্ধিতঃ॥ ৮৩
অদ্যৈব গর্ভমেতং ত্বং মুঞ্চ মুঞ্চ যশস্বিনি।
এবমাভাষ্য দেবেশঃ স জগাম স্বকং গৃহম্॥
অসূত পুত্রং সা দেবী কালে প্রাপ্তে মহোদয়ে
সুপুত্রং দীপ্তিসংযুক্তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্॥৮৫

[সক]ল দেব নিরাতঙ্ক ও প্রীত হইয়া হরির [স]হিত যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। সূত [ক]হিলেন,—একদা মনস্বিনী অদিতি ঋতু[ক]াল প্রাপ্ত হইয়া কশ্যপকে বলিলেন, ভগ[বা]ন! সুরেন্দ্রপদভাগী পুত্র আমায় প্রদান [ক]রুন। কশ্যপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহি[লে]ন,—হে মহাভাগে! 'তথাস্তু' তোমার পুত্র [হ]ইবে। ঐ পুত্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি ও [য]জ্ঞভোক্তা হইবে। সত্যধর্ম্ম-সমন্বিত তেজস্বী [ক]শ্যপ অদিতির মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করত [এ]ই কথা কহিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। [হ]ে দ্বিজবরগণ! তেজস্বী সুব্রত সর্ব্বদা বিষ্ণু[লো]কবাসী। পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মবশে বিষ্ণুলোক [হ]ইতে তাঁহার পতন হইলে, তিনি ইন্দ্রত্ব [ভ]োগ-কামনায় সত্যপুণ্য-কর্ম্মফলে অদিতির [পু]ণ্য গর্ভে প্রবেশ করিলেন। দেবী অদিতি [পু]ণ্য-তপস্যাগুণে সেই গর্ভধারণ করিলেন। [ব]নবাসিনী হইয়া নিরলসভাবে তপস্যা [ক]রিতে লাগিলেন। দেবমাতা তপস্যা করিতে করিতে দিব্য শত বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাহা দেবাসুরগণের পক্ষে সুদুষ্কর। অনন্তর দেবী অদিতি তাঁহার সেই কঠোর তপস্যা-জনিত তেজঃপ্রকর্ষে প্রভান্বিত হইয়া দ্বিতীয় ভাস্করবৎ প্রতিভাত হইলেন। তিনি তপঃ-প্রভাবে রূপাধিক্য লাভ করিলেন এবং পরম ধ্যানাবলম্বনে অত্যধিক শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তপোধ্যান-পরায়ণা বায়ুভক্ষণা তপস্বিনী দক্ষতনয়া তৎকালে অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। মহাতেজা সিদ্ধ, ঋষি ও দেবগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত মহাভাগা অদিতিকে রক্ষা করত স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৮—৮১। তাঁহার তপস্যার শত বর্ষ পূর্ণ হইলে, তথায় বিষ্ণুদেব সমাগত হইয়া তপস্বিনী অদিতিকে বলিলেন, —দেবি! তোমার তপঃপুষ্ট তেজোবর্দ্ধিত গর্ভ সুসম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে প্রসবকাল উপস্থিত। হে যশস্বিনি! তুমি অদ্যই গর্ভ মোচন কর। দেবেশ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহান্ অভ্যুদয়কাল উপস্থিত হইলে, দেবী অদিতি

সুভগং চারুসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।
চতুর্ব্বাহুং মহাকায়ং লোকপালং সুরেশ্বরম্ ।
তেজোজ্বালাসমাকীর্ণং চক্রপদ্মসুহস্তকম্ ।
চন্দ্রবিম্বানুকারেণ বদনেন মহাপ্রভম্ ॥ ৮৭
রাজমানং মহাপ্রাজ্ঞং তেজসা বৈষ্ণবেন চ ।
অন্যৈশ্চ লক্ষণৈর্দ্দিব্যৈর্দ্দিব্যভাবৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮৮
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং চন্দ্রাস্যং কমলেক্ষণম্ ।
আজগ্মুস্তত্র তে দেবা ঋষয়ো বেদপারগাঃ ॥৮৯
গন্ধর্ব্বাশ্চ ততো নাগাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরাস্তথা ।
ঋষয়ঃ সপ্ত তে দিব্যাঃ পূর্ব্বাপরমহৌজসঃ ॥৯০
অন্যে চ মুনয়ঃ পুণ্যাঃ পুণ্যমঙ্গলদায়িনঃ ।
আজগ্মুস্তে মহাত্মানো হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ৯১
তস্মিন্ জাতে মহাভাগে ভগবন্তো মহৌজসি
আজগ্মুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ তপস্বিনঃ ॥৯২
ক্ষীরাদ্যাঃ সাগরাঃ সর্ব্বে নদ্যশ্চৈব তথামলাঃ
মূর্ত্তিমন্তস্ততঃ সর্ব্বে যে চান্যে হি চরাচরাঃ ॥৯৩
মঙ্গলৈশ্চ মহোৎসাহং চক্রুঃ সর্ব্বে সুরেশ্বরাঃ ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥ ৯৪
বেদমন্ত্রৈস্ততো দেবা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
স্তুবন্তি তং মহাত্মানং সুতং বৈ কশ্যপস্য চ ॥৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বেদাশ্চৈব সমাগতাঃ ।
সাঙ্গোপাঙ্গৈশ্চ সংযুক্তাস্তস্মিন্ জাতে মহৌজা
ত্রৈলোক্যে যানি সত্বানি পুণ্যযুক্তানি সত্তম ।
সমাগতানি তত্রৈব তস্মিন্ জাতে মহৌজসি ।
মঙ্গলং চক্রিরে সর্ব্বে গীতপুণ্যৈর্ম্মহোৎসবৈঃ ।
হর্ষেণ নির্ভরাঃ সর্ব্বে পূজয়ন্তো মহৌজসঃ ॥ ৯৮
ব্রহ্মাদ্যাশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ কশ্যপোহথ বৃহস্পতিঃ ।
চক্রিরে নামকর্ম্মাদি তস্যৈব হি মহাত্মনঃ ॥ ৯৯
বসুদত্তেতি বিখ্যাতো বসুদেতি পুনস্তব ।
আখণ্ডলেতি ত্বন্নাম মরুত্বান্নাম তে পুনঃ ॥১০০
মঘবা চ বিড়োজাস্ত্বং পাকশাসন ইত্যপি ।
শক্রশ্চৈব হি বিখ্যাত ইন্দ্রশ্চৈবেতি তে স্মৃতঃ
ইত্যেতানি চ নামানি তস্যৈব চ মহাত্মনঃ ।
চক্রুশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা সন্তুষ্টা হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১০২
স্নানং তে কারয়ামাসুঃ সংস্কারাংশ্চ মহাসুরাঃ
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় দত্তুরাভরণানি চ ॥ ১০৩
তানি পুণ্যানি দিব্যানি তস্মৈ তে তু মহাত্মনে

এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দ্বিতীয় ভাস্করবৎ দীপ্তিযুক্ত, সুভগ, চারুদেহ, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত, চতুর্ব্বাহু, মহাকায়, লোকপালক, তেজোজ্বালা-পরিবৃত, চক্র পদ্ম-ধর, চন্দ্র-বদন, বৈষ্ণব তেজে বিরাজমান, এবং অন্যান্য দিব্য লক্ষণ ও দিব্যভাবে সমলঙ্কৃত। সেই মহাভাগ মহাতেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, ব্রহ্মাদি দেবত্রয়, বেদপারগ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগ-সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ, মহাতেজা সপ্তঋষি এবং অন্যান্য পুণ্যচেতা পুণ্য মঙ্গল-দাতা মুনিগণ হর্ষনির্ভরচিত্তে সমাগত হই-লেন। সমস্ত দেব, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত তপস্বী, ক্ষীরাদি সপ্ত সাগর, নির্ম্মলতোয়া নদীগণ, নদগণ, সমস্ত চরাচর এবং সুরে-শ্বরগণ প্রীতচিত্তে আগমন করিলেন এবং সকলেই আসিয়া মঙ্গল মহোৎসব করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণ নৃত্যারম্ভ করিল, গন্ধর্ব্বগণ সুললিত গান করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা কশ্যপ নন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাতেজ কশ্যপনন্দন জন্মিবামাত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও সাঙ্গোপাঙ্গসহ দেবগণ আগমন করিলেন। অধিক কি, হে সত্তম! যেখানে যত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, সেই মহাতেজা কশ্যপনন্দ-নের জন্মোৎসবে সকলেই আসিয়া যোগদান করিলেন এবং সকলেই হর্ষনির্ভরচিত্তে সেই মহাত্মা কশ্যপনন্দনের পূজা করিয়া পুণ্য-গীতিময় মহোৎসবে মঙ্গলাচরণ করি-লেন।৮২—৯৮। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় কশ্যপ এবং বৃহস্পতি ইঁহারা সেই নবজাত মহাত্মার নাম করণ করিলেন। বসুদত্ত, বসুদ, আখণ্ডল, মরুত্বান্, মঘবা, বিড়োজা,পাকশাসন শক্র এবং ইন্দ্র, এই সকল নামে তুমি বিখ্যাত হইবে। দেবগণ হৃষ্টচিত্তে এই সকল নামকরণ করিয়া নবজাত মহাত্মার স্নান ও সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া উত্তম উত্তম পবিত্র আভরণ

তে তস্মিন্মহাভাগে দেবরাজে মহাত্মনি ॥
...ং মুদং ততঃ প্রাপুঃ সর্ব্বে দেবা মহৌজসঃ ।
...ণ্য তিথৌ তথা ঋক্ষে সুমুহূর্ত্তে মহামতিঃ ॥
ইন্দ্রত্বে স্থাপিতো দেবৈরভিষিক্তঃ সুমঙ্গলৈঃ ।
প্রাপ্তমৈন্দ্রং পদং তেন প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ ॥
তপশ্চকার তেজস্বী বসুদত্তঃ সুরেশ্বরঃ ।
উগ্রেণ তেজসা যুক্তো বজ্রপাশাঙ্কুশায়ুধঃ ॥ ১০৭

সূত উবাচ।

উগ্রং সমস্তং তপসঃ প্রভাবং
বিলোক্য শক্রো নিজগাদ গাথাম্‌ ।
লোকেষু চান্যো ন ভবিষ্যতীতি
যথা হি চায়ঞ্চ সুদর্শনীয়ঃ ॥ ১০৮
বিষ্ণোঃ প্রসাদান্ন পরো মহাত্মা
সম্প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমিহৈব দিব্যম্‌ ।
অন্যেন তুল্যো ন ভবিষ্যতীতি
লোকেষু চান্যস্তপসোগ্রবীর্য্যঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে ইন্দ্রাভিষেকো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সকল সেই মহাত্মাকে প্রদান করাইলেন। মহাত্মা দেবরাজ জন্ম গ্রহণ করিলে মহাতেজা দেবগণ এইরূপে প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পুণ্যতিথি, পুণ্যনক্ষত্র ও পুণ্যমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, মহাচেতা দেবগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যে নবজাত কশ্যপনন্দনকে ইন্দ্রপদে স্থাপন করিলেন। চক্রপাণির প্রসাদে তেজস্বী বসুদত্ত ইন্দ্রত্ব পাইলেন এবং সুরেশ্বর হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বসুদত্ত উগ্র তপস্যায় আবৃত হইয়া বজ্র, পাশ ও অঙ্কুশাস্ত্র ধারণ করিলেন। সূত কহিলেন,—তাঁহার তপস্যার উগ্র প্রভাব অবলোকন করিয়া শুক্রাচার্য্য এই গাথা গাহিয়াছিলেন যে, এই বসুদত্তের ন্যায় জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিবে না। বিষ্ণুর প্রসাদে অপর কোন মহাত্মাই এ যাবৎ এই দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। এই বসুদত্তের তুল্য অন্য কেহই জগতে তপস্যাবলে এরূপ উগ্র বীর্য্য-সম্পন্ন হইতে পারিবে না। ৯৯—১০৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

কশ্যপস্য চ ভার্য্যান্যা দনুর্নাম তপস্বিনী ।
পুত্রশোকেন সন্তপ্তা সম্প্রাপ্তা দিতিমন্দিরম্‌ ॥ ১
রুদমানা প্রণম্যৈব পাদপদ্মযুগং তদা ।
দুঃখেন মহতা প্রাপ্তা দিতিস্তাং প্রত্যবোধয়ৎ ॥

দিতিরুবাচ ।

তবৈব হি মহাভাগে কিমিদং রোদকারণম্‌ ।
পুত্রণৈকেকপুত্রেণ লোকে নার্য্যো ভবন্তি বৈ
ভবতী শতপুত্রাণাং গুণিনামপি ভামিনী ।
মাতা ত্বমসি কল্যাণি শুম্ভাদীনাং মহাত্মনাম্‌ ॥
কস্মাদ্দুঃখং ত্বয়া প্রাপ্তমেতন্মে কারণং বদ ।
হিরণ্যকশিপু রাজা হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ॥ ৫
যস্যাঃ পুত্রৌ মহাত্মানৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
কস্মাদ্দুঃখং মহজ্জাতং তস্যাশ্চৈব সখে বদ ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—কশ্যপের অন্য ভার্য্যা তপস্বিনী দনু পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া দিতির আলয়ে আগমন করিলেন এবং দিতির পাদ-পদ্মযুগে প্রণাম করিয়া মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। দিতি তদ্দর্শনে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগে! তোমার ক্রন্দনের কারণ কি? জগতে নারীগণ এক একটী পুত্র দ্বারাই পুত্রবতী হয়। হে কল্যাণি। তুমি শুম্ভাদি শত পুত্রের মাতা; তোমার পুত্রগণ সকলেই গুণশালী এবং সকলেই মহাত্মা। সুতরাং তুমি কেন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমায় বল। রাজা হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ এই দুই মহাবলপরাক্রম মহাত্মা যাহার পুত্র, সখি! তাহার দুঃখ হইবার কারণ কি, ব্যক্ত কর। ১—৬। তুমি সম্প্রতি যে জন্য

আখ্যাহি কারণং সর্ব্বং যস্মাদ্রোদিষি সাম্প্রতম্
এবমাভাষ্য তাং দেবীং বিররাম মনস্বিনী ॥ ৭

দনুরুবাচ।

পশ্য পশ্য মহাভাগে সপত্ন্যাশ্চ মনোরথম্।
পরিপূর্ণং কৃতং তেন দেবদেবেন চক্রিণা ॥ ৮
যথা পূর্ব্বং বরো দত্তো হ্যদিত্যৈ দেবি বিষ্ণুনা।
তথেদানীঞ্চ পুত্রায় তস্যা দত্তো বরো মহান্ ॥
কশ্যপাদ্বিশ্রুতো জাতস্ত্রৈলোক্যপালকঃ সুতঃ
ইন্দ্রত্বং তস্য বৈ দত্তং তব পুত্রাদ্বিহৃত্য চ ॥ ১০
মনোরথৈস্তু সম্পূর্ণা অদিতিঃ সুখবর্দ্ধিনী।
কনীয়ান্ বসুদত্তশ্চ তস্যাঃ পুত্রশ্চ সম্প্রতি ॥ ১১
ঐন্দ্রং পদং সুদুষ্প্রাপ্যং দেবৈঃ সার্দ্ধং ভুনক্তি চ

দিতিরুবাচ।

কস্মাৎ পদাৎ পরিভ্রষ্টো মম পুত্রো মহামতিঃ।
অন্যে চ দানবা দৈত্যাস্তেজোভ্রষ্টাঃ কথং সখে
তস্য ত্বং কারণং ব্রূহি বিস্তরেণ যশস্বিনি ॥ ১৩
তামাভাষ্য দিতিশ্চাক্যং বিররাম সুদুঃখিতা ॥ ১৪

দনুরুবাচ।

দেবাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে সক্রোধাঃ সঙ্গরং গতাঃ।
তত্র যুদ্ধং মহজ্জাতং দৈত্যসংক্ষয়কারকম্ ॥ ১৫
দেবৈশ্চ বিষ্ণুনা যুদ্ধে মম পুত্রা নিপাতিতাঃ।
তথৈব তব পুত্রাশ্চ হতা দেবেন চক্রিণা ॥ ১৬
বনে গজান্ যথা সিংহো দ্রাবয়েৎ স্বেন তেজসা
তথা তে মামকাঃ পুত্রা নিহতাঃ শঙ্খপাণিনা ॥
কালনেমিমুখং সৈন্যং দুর্জ্জয়ং যৎ সুরাসুরৈঃ।
নাশিতং মর্দ্দিতং সর্ব্বং দ্রাবিতং বিকলীকৃতম্।
স্বৈরর্চ্চির্ভির্যথা বহ্নিস্তৃণানি জ্বালয়েদ্বনে।
তথা দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্নির্দ্দহত্যেব কেশবঃ ॥ ১
মম পুত্রা মৃতা দেবি বহুশস্তব নন্দনাঃ।
বহ্নিং প্রাপ্য যথা সর্ব্বে শলভা যান্তি সংক্ষয়ম্
তথা তে দানবাঃ সর্ব্বে হরিং প্রাপ্য ক্ষয়ং গতা
এবমেব হি বৃত্তান্তং দিতিঃ শুশ্রাব দারুণম্ ॥ ২১

রোদন করিতেছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। মনস্বিনী দিতি এই বলিয়া বিরত হইলে, দনু কহিলেন,—হে মহাভাগে! দেখ দেখ, দেবদেব চক্রপাণি সপত্নীর মনোরথ পরিপূরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুদেব পূর্ব্বে অদিতিকে যেরূপ বরপ্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণেও পুত্র লাভার্থ তাহাকে সেই রূপই এক মহাবর প্রদান করিয়াছেন। সেই বরপ্রভাবে কশ্যপ হইতে এক ত্রিলোকপালক বিশ্ববিশ্রুত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তোমার পুত্রের নিকট হইতে ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইয়া এই নবজাত কশ্যপ-নন্দনকে প্রদান করা হইয়াছে। সুখাভ্যুদয়-শালিনী অদিতি এইবার পূর্ণমনোরথা হইল, তাহার অধুনাতন এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হইল বসুদত্ত। বসুদত্ত দেবগণ সহ সুদুর্লভ ইন্দ্রত্ব উপভোগ করিতেছে। দিতি কহিলেন,—আমার মহামতি পুত্র কি কারণে ইন্দ্রপদ হইতে বিচ্যুত হইল? অন্যান্য দানব ও দৈত্যগণই বা কেন তেজোভ্রষ্ট হইল? হে যশস্বিনি! তুমি তাহা বিস্তৃতরূপে বল। দিতি এই কথা কহিয়া অত্যন্ত দুঃখভরে বিরত হইলেন। দনু কহিলেন,—দেব ও দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলে, তৎকালে দৈত্যনাশকর মহা যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দেবগণ বিষ্ণুর সাহায্যে আমার পুত্রগণকে বিনাশ করে, তোমার পুত্রগণও চক্রপাণির হস্তে নিহত হয়। সিংহ যেমন স্বীয় তেজে বন্য প্রাণীদিগকে বিদ্রাবিত করে, আমার পুত্রগণকে বিষ্ণু সেইরূপে নিহত করিয়াছেন। ৮—১৭। কালনেমি প্রমুখ সৈন্যগণ সমরে সুরাসুরগণেরও অজেয়; কিন্তু চক্রপাণি কর্তৃক তাহারা সকলেই নাশিত, মর্দ্দিত, দ্রাবিত এবং বিকলীকৃত; বনে বহ্নি যেমন স্বীয় শিখা বিস্তার করিয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, কেশব সেইরূপ সমস্ত দৈত্যকে দগ্ধ করিয়াছেন। হে দেবি! আমার পুত্রগণ মরিয়াছে, তোমারও বহু পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে। বহ্নিযোগে শলভগণ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, দানবগণ সেইরূপ হরিকে বিপক্ষে পাইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছে। দিতি এই দারুণ বিবরণ শ্রবণ

দিতিরুবাচ ।

ৎপাতোপমং ভদ্রে বদস্বেবং কথং মম ।
বমাভাষ্য তাং দেবীং মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥
হা কষ্টমিদং জাতং বহুদুঃখপ্রদায়কম্ ।
রোদ করুণং সাপি পুত্রশোকসুপীড়িতা ॥ ২৩
ং দৃষ্ট্বা স মুনিশ্রেষ্ঠ উবাচ বচনং শুভম্ ॥ ২৪

কশ্যপ উবাচ ।

রোদিষি চ ভদ্রং তে নৈব শোচন্তি ত্বদ্বিধাঃ ।
বন্তো মহাভাগে লোভমোহেন বর্জ্জিতাঃ ॥২৫
স্য পুত্রা হি সংসারে কস্য দেবি সুবান্ধবাঃ ।
স্তি কস্য হি কেনাপি তৎ সর্ব্বং শ্রূয়তাং
প্রিয়ে ॥ ২৬

দক্ষস্যাপি সুতা যূয়ং সুন্দর্য্যশ্চৈব মামকাঃ ।
বতীনামহং ভর্ত্তা কামনাপূরকঃ শুভে ॥ ২৭
াযকঃ পালকশ্চৈব রক্ষকোঽস্মি বরাননে ।
স্যাদ্বৈরং কৃতং ক্রূরৈরসুরৈরজিতাত্মভিঃ ॥ ২৮
ব পুত্রা মহাভাগে সত্যধর্ম্মাববর্জ্জিতাঃ ।

তেন দোষেণ তে সর্ব্বে তব দোষেণ বৈ শুভে
নিহতা বাসুদেবেন দৈবতৈস্তু নিপাতিতাঃ ।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যঃ সত্যসৌখ্যবিনাশনঃ
শোকো হি নাশয়েৎ পুণ্যং ক্ষয়াৎ পুণ্যস্য নশ্যতি
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য বিঘ্নরূপং বরাননে ॥
আত্মদোষপ্রভাবেণ দানবা মরণং গতাঃ ।
দেবা নিমিত্তভূতাশ্চ নাশিতাঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৩২
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগে সমাগচ্ছ সুখং প্রতি ।
এবমুক্ত্বা মহাযোগী তাং প্রিয়াং দুঃখভাগিনীম্
বিষাদাচ্চ নিবৃত্তোঽসৌ বিররাম মহামতিঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে দেবাসুরে দিতি-
বিলাপো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

দিতিরুবাচ ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাথ সর্ব্বমেব ন সংশয়ঃ ।
ভর্ত্তৃস্নেহং পরিত্যজ্য গতা সাপত্ন্যজং দ্বিজ ॥ ১

রিলেন, শুনিয়া কহিলেন,—ভদ্রে! এই বজ্র-
াতোপম বাক্য তুমি কিরূপে আমায় বলিলে
ই কথা কহিয়াই দিতি মূর্চ্ছিত অবস্থায়
পতিতা হইলেন। তিনি পুত্রশোকে
ড়িত হইয়া হা হা একি কষ্ট! কি ঘোর
খ! এই বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে
াগিলেন। মুনীশ্বর কশ্যপ তাঁহাকে কাঁদিতে
খিয়া শুভ বাক্যে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল
উক, তুমি রোদন করিও না; তোমার
ায় নারী কখনও এরূপ শোক প্রকাশ করেন
। হে দেবি! হে মহাভাগে! এ সংসারে
াভ-মোহবর্জ্জিত হইয়া বলশালী পুত্রগণ
াহার আছে এবং তাদৃশ বান্ধবগণই
কাহার বিদ্যমান? ফলে, তাহা কাহারও
াই, কেন নাই, সে সব বিষয় শ্রবণ কর।
হ প্রিয়ে! তোমরা দক্ষপুত্রী, আমার প্রিয়-
ত্নী। তোমাদের আমি কামনাপূরক, ভর্ত্তা,
াষক-পালক এবং রক্ষক। হে বরাননে!
াজিতাত্মা ক্রূর অসুরগণ কি জন্য বৈরাচরণ
রে? হে মহাভাগে! তোমার পুত্রগণ

সকলেই সত্যধর্ম্মবর্জ্জিত; তাহারা সেই
দোষে এবং তোমার দোষে সদেব
বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত এবং নিপাতিত হই-
য়াছে। অতএব সত্য-মোক্ষ-বিরোধী শোক
তুমি করিও না; শোক পুণ্য নাশ করে,
পুণ্যক্ষয়ে লোক নিজেই বিনষ্ট হয়। তাই
বলি, হে বরাননে! তুমি বিঘ্নরূপী শোক
পরিহার কর। দানবগণ আত্মদোষবশেই
মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মৃত্যুর কারণ
তাহাদের নিজ কর্ম্ম, দেবগণ নিমিত্ত মাত্র।
হে মহাভাগে! এইরূপ বুঝিয়া, তুমি সান্ত্বনা
প্রাপ্ত হও। মহাযোগী মহামতি কশ্যপ স্বীয়
দুঃখভাগিনী প্রিয়াকে এই কথা কহিয়া স্বয়ং
বিষাদমুক্ত ও বিরত হইলেন। ১৮—৩৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

দিতি কহিলেন,—নাথ! আপনি সমস্তই
সত্য বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজ!

অভিমানেন দুঃখেন মানভঙ্গেন সত্তম।
মহাদুঃখেন সন্তপ্তা করিষ্যে প্রাণমোচনম্॥ ২

কশ্যপ উবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি যথা শান্তির্ভবিষ্যতি।
ন কঃ কস্য ভবেৎ পুত্রো ন মাতা ন পিতা শুভে
ন ভ্রাতা বান্ধবঃ কস্য ন চ স্বজনবান্ধবাঃ।
এবং সংসারসম্বন্ধো মায়ামোহসমন্বিতঃ॥ ৪
স্বয়মেব পিতা দেবি স্বয়ং মাতাথ বান্ধবাঃ।
স্বয়ং স্বজনবর্গশ্চ স্বয়ং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৫
আচারেণ নরো দেবি সুখিত্বমুপজায়তে।
অনাচারেণ পাপেন নাশং যাতি তথা ধ্রুবম্॥৬
ক্রূরযোনিং প্রয়াত্যেবং নরো দেবি ন সংশয়ঃ
কর্ম্মণা সত্যহীনেন মহাপাপেন মোহিতঃ॥ ৭
রিপুত্বে বর্ত্ততে মর্ত্ত্যঃ প্রাণিনাং নিত্যসংস্থিতঃ
রিপবস্তস্য বর্ত্তন্তে যত্র তত্র ন সংশয়ঃ॥ ৮
মৈত্রেণ বর্ত্ততে মর্ত্ত্যো যদা লোকে প্রিয়ে শুভে
তদা তস্য ভবন্ত্যেব মিত্রাঃ সর্ব্বত্র ভামিনি॥ ৯
কৃষিকারো যদা দেবি ছন্নং বীজং সুসংস্থিতম্
যাদৃশন্তু বপত্যেব তাদৃশং ফলমশ্নুতে॥ ১০
তথা তব চ পুত্রৈশ্চ সাধুভিঃ স্পর্দ্ধিতং সহ।
কর্ম্মণস্তস্য তৎপ্রাপ্তং ফলং ভুঙ্‌ক্ষ সুসংস্থিতম্
তব পুত্রা মহাভাগে তপঃশান্তিবিবর্জ্জিতাঃ।
তেন পাপেন তে সর্ব্বে পতিতা বৈ মহৎপদাৎ
এবং জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ মুঞ্চ দুঃখং সুখং তথা।
কস্য পুত্রাশ্চ মিত্রাণি কস্য স্বজনবান্ধবাঃ॥ ১৩
আত্মকর্ম্মানুসারেণ সুখং জীবন্তি জন্তবঃ।
পরার্থে চিন্তনং দেবি তত্ত্বজ্ঞানেন পণ্ডিতাঃ॥১৪
ন কুর্ব্বন্তি মহাত্মানো ব্যর্থমেবং ন সংশয়ঃ॥ ১৫
পঞ্চভূতাত্মকং কায়ং কেবলং সন্ধিজর্জ্জরম্।
আত্মমিত্রং কৃতং তেন সর্ব্বং দেবি সুখাশয়া॥১৬
আত্মা নাম মহাপুণ্যঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বদর্শকঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিস্তু সর্ব্বাত্মা সাত্ত্বিকঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥ ১৭

আমি ভর্ত্তৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া সাপত্ন্য জন্য দুঃখ ভোগই করিতেছি। অতএব হে সত্তম! আমি দুঃখে অভিমানে মানভঙ্গে ও মহাদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কশ্যপ কহিলেন,—শ্রবণ কর, যাহাতে শান্তি হইবে, তাহা আমি বলি। দেখ সংসারে কেহ কাহারও পুত্র নয়, কেহ কাহারও মাতা নয় বা কেহ কাহারও পিতা নয়। এইরূপে ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, কেহই কাহারও নয়। এইরূপই মায়ামোহময় সংসার-সম্বন্ধ। হে দেবি! সংসারে নিজেই নিজের পিতা, নিজেই নিজের মাতা, নিজেই নিজের স্বজন, বান্ধব এবং নিজেই নিজের সনাতন ধর্ম্ম। হে দেবি! নর নিজের আচারেই সুখী হয়, এবং নিজেরই অনাচারে বা পাপ কর্ম্মে নিশ্চয় নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! লোকে যে ক্রূরযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারও কারণ ঐ অনাচার বা পাপ কর্ম্ম। সত্যহীন কর্ম্ম দ্বারা মহাপাপে মোহিত হইয়া মর্ত্ত্যবাসী লোক প্রাণিগণের নিত্য শত্রুতাচরণ করে। তাহার নিজেরও শত্রুগণ যত্র তত্র বিরাজ করিতে থাকে। হে শুভে! লোক যখন সংসারে মিত্রভাবে বিরাজ করে, তখন তাহার সর্ব্বত্রই মিত্র লাভ হয়। কৃষক ব্যক্তি যেরূপ ভাবে বীজ বপন করে, তাহার ফলও সে যেমন সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ তোমার পুত্রগণও সাধুগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াছে, তাহাদের সেই কর্ম্মের ফল তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ফল তুমিও এখন ভোগ কর। হে মহাভাগে! তোমার পুত্রগণের তপঃশান্তি নাই। সেই পাপে সকলেই তাহারা মহৎ পদ হইতে পতিত হইয়াছে। এই সকল বুঝিয়া তুমি শান্তি লাভ কর, সুখ দুঃখ পরিত্যাগ কর। দেখ, পুত্র, মিত্র, স্বজন, বান্ধব কে কাহার! ১—১৩। প্রাণিগণ আত্মকর্ম্মানুসারেই সুখে প্রাণধারণ করে। হে দেবি! তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পণ্ডিতগণ পরার্থে চিন্তা করেন না, কেননা সে চিন্তা ব্যর্থ সন্দেহ নাই। এ দেহ পঞ্চভূতাত্মক, কেবল সন্ধিজর্জ্জর; ইহাকে সুখের আশায় আত্মমিত্র করা হইয়াছে। আত্মা

. সর্ব্বময়ো দেবি ভ্রমত্যেকো নিরঞ্জনঃ ।
তা নির্জ্জনে যেন মূর্ত্তিমদ্ধো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৮
রো দর্শিতাঃ পুণ্যা বুদ্ধিমন্তো মহৌজসঃ ।
মঃ শ্বসনশ্চৈব পূর্ব্বাণাং মিত্রমেব চ ॥ ১৯
থা আত্মা সমায়াতো জ্ঞানসাহায্যমেব বা ।
চান্ দৃষ্ট্বা মহাত্মা বৈ জ্ঞানমাত্মা সমব্রবীৎ ॥
র পশ্য অমী পঞ্চ মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
ান্ গত্বা ব্রবীহি ত্বং যূয়ং ক ইতি পৃচ্ছহ ॥ ২১
নং বাক্যং পরং শ্রুত্বা সার্থং তস্য মহাত্মনঃ ।
াহাত্মানমারাধ্যমেতৈঃ কিং তে প্রয়োজনম্ ।
তো ব্রূহি মে দেব সদা শুদ্ধোঽসি সর্ব্বদা ॥

আত্মোবাচ ।

ত পঞ্চ মহাভাগা রূপবন্তো মনস্বিনঃ ।
। সন্দর্শয়াম্যেতানাভাষ্যে জ্ঞান শ্রূয়তাম্ ॥
্যানেতান্ প্রবক্ষ্যামি পঞ্চমীং গতিমাগতান্
ত্বং গচ্ছ ভো জ্ঞান কুশলো দূতকর্ম্মণি ॥ ২৫

জ্ঞানমুবাচ ।

ত্বমাত্মন্ শ্রূয়তাং বাক্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
এতেষাং সঙ্গতিস্তাত কার্য্যা নৈব ত্বয়া কদা ॥২৬
পঞ্চানামপি শুদ্ধাত্মন্ কার্য্যা শুভমিচ্ছতা ।
ভবতঃ সঙ্গতিং মোহ ইচ্ছত্যেষ মহামতে ॥ ২৭

আত্মোবাচ ।

এতেষাং সঙ্গতিং জ্ঞান কস্মাদ্বারয়তে ভবান্ ।
তন্মে ত্বং কারণং ব্রূহি যাথাতথ্যেন পণ্ডিত ॥

জ্ঞানমুবাচ ।

এতেষাং সঙ্গমাত্রেণ মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি ।
দুঃখমূলা হি পঞ্চৈব শোকসন্তাপকারকাঃ ॥ ২৯
এবমস্তু মহাপ্রাজ্ঞ করিষ্যে বচনং তব ।
জ্ঞানমাভাষ্য স হ্যাত্মা ধ্যানেন সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩০

কশ্যপ উবাচ ।

ততঃ পঞ্চৈব তে তত্রাদ্রাক্ষুরাত্মানমেব তম্ ।
বুদ্ধিমূচুঃ সমাহূয় সঙ্গচ্ছাত্মানমেব হি ॥ ৩১
দূতত্বং কুরু কল্যাণি হ্যস্মাকমাত্মনা সহ ।

পুণ্য, সর্ব্বগ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বাত্মা, ব্যক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। হে দেবি! এইরূপে ই একমাত্র সর্ব্বময় নিরঞ্জন আত্মা ভ্রমণ রন। নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মা রটী মহাতেজা পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। হাদের পঞ্চম মূর্ত্তি শ্বসন পূর্ব্ব-মূর্ত্তিচতু-রর মিত্র। অনন্তর আত্মা জ্ঞানসাহায্যে গমন করিতে করিতে সেই পঞ্চ মূর্ত্তি খিয়া বলিলেন,—হে জ্ঞান! ঐ দেখ, পঞ্চ ব্যক্তি পরস্পর মন্ত্রণা করিতেছে। য গিয়া উহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর, ারা কে, তাহা জানিয়া আইস। জ্ঞান ত্মার সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া, আরাধ্য ত্মাকে তখন বলিলেন,—উহাদের দ্বারা য়োজন কি? হে দেব! আপনি নিত্য দ্ধ পুরুষ, আপনি তাহা যথার্থ বলুন। আত্মা হলেন,—জ্ঞান! শ্রবণ কর, ঐ পাঁচজন াশালী মনস্বী মহাভাগ্য ব্যক্তি; আমি য়া উহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ রব। ঐ পঞ্চ ভব্য ব্যক্তিকে আমি কিছু বি। অতএব জ্ঞান! তুমি দৌত্য কার্য্যে কুশল; তুমি দূত হইয়া উহাদের নিকট গমন কর। জ্ঞান কহিল,—হে আত্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। হে তাত! আপনি ইহাদের সংসর্গ কদাচ করিবেন না। হে শুদ্ধাত্মন্! আপনি শুভেচ্ছু; আপনার ঐ পঞ্চজন দ্বারা কোনই প্রয়োজন নাই। হে মহামতে! ঐ মোহ আপনার সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে। আত্মা কহিলেন,—জ্ঞান! ইহাদের সঙ্গ করিতে তুমি বারণ করিতেছ কেন? হে পণ্ডিত! তুমি তাহার কারণ আমার নিকট যথাযথ বল। ১৮—২৮। জ্ঞান কহিলেন,—উহাদের সঙ্গ মাত্রে মহাদুঃখ উপস্থিত হইবে। ঐ পাঁচজনই দুঃখমূলক এবং শোক ও সন্তাপকারক। আত্মা তৎশ্রবণে জ্ঞানকে বলিলেন,—'এবমস্তু' আমি তোমারই কথা রক্ষা করিব। এই বলিয়া আত্মা ধ্যানযুক্ত হইলেন। কশ্যপ কহিলেন,—অনন্তর সেই পঞ্চ জন তথায় আত্মাকে দেখিতে পাইল এবং বুদ্ধিকে

পঞ্চতত্ত্বা মহাত্মানো বিশ্বস্য ধারকাঃ শুভাঃ ॥৩২
ভবন্তং মিত্রমিচ্ছন্তি ইত্যাভাষ্য মহামতিম্ ।
গত্বা বুদ্ধে ত্বয়া কার্য্যং কর্ত্তব্যং ন ইতো ব্রজ ॥
এবমস্তু মহাভাগাঃ করিষ্যে কার্য্যমুত্তমম্ ।
এবমাভাষ্য তান্ সা বৈ গতা হ্যাত্মানমেব তম্
অহং বুদ্ধির্মহাভাগ ভবন্তং সমুপাগতা ।
দূতত্বে মহতাং পার্শ্বাত্তেষাং ত্বং বচনং শৃণু ॥৩৫
ভবন্মৈত্রীং সমিচ্ছন্তি হ্যক্ষয়াং পঞ্চ চাত্মকাঃ ।
কুরু মৈত্রং মহাপ্রাজ্ঞ জহি ধ্যানং সুদূরতঃ ॥ ৩৬

ধ্যানমুবাচ ।

ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়া চাত্মন্নেতেষাং বৈ সমাগমঃ ।
এষাং সংসর্গমাত্রেণ মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
ময়া জ্ঞানেন হীনস্ত্বং কথং কর্ম্ম করিষ্যসি ।
এবমেব ন কর্ত্তব্যমেতেষাং বৈ সমাগমম্ ॥ ৩৮
গর্ভবাসং নয়িষ্যন্তি ভ্রমন্তং নান্যথা বিভো । (১)
জ্ঞানেনৈব ময়া হীনো হ্যজ্ঞানং যাস্যসি ধ্রুবম্ ।
এবমুক্ত্বা তমাত্মানং বিররাম মহামতিঃ ।
ততস্তামাগতাং বুদ্ধিমাত্মা প্রোবাচ নিশ্চিতঃ ॥৪
জ্ঞানধ্যানৌ মহাত্মানৌ মন্ত্রিণৌ মম শোভনৌ ।
তত্র যানং ন মে যুক্তং তদ্বুদ্ধে কিং করোম্যহম্
এবং শ্রুত্বা ততো বুদ্ধিস্তেষাং পার্শ্বে যশস্বিনী ।
সমাচষ্টে সমগ্রং তৎ কথনং জ্ঞানধ্যানয়োঃ ॥৪২
ততস্তে পঞ্চকাঃ সর্ব্বে স্বাত্মানং প্রতিজগ্মিরে ।
মৈত্রীমেব প্রতীচ্ছামো ভবতো নিত্যমেব হি ।
যস্মাচ্ছুদ্ধোঽসি লোকেশ তস্মাত্বাং সমুপাগতা
স্বয়মেব বিচার্য্যৈব হ্যুত্তরং নঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৪৪

আত্মোবাচ ।

যূয়ং পঞ্চৈব সম্প্রাপ্তা মম মৈত্রং সমিচ্ছথ ।
স্বীয়ং গুণং প্রভাবঞ্চ কথয়ন্তু মমাগ্রতঃ ॥ ৪৫

আহ্বান করিয়া বলিল,—বুদ্ধে! তুমি আত্মার নিকট আমাদের দূতরূপে যাও। হে কল্যাণি! তথায় গিয়া বল মহাত্মা পঞ্চতত্ত্ব বিশ্বের ধারক এবং কল্যাণজনক; তাঁহারা আপনার সহিত মৈত্রী ইচ্ছা করেন। তুমি এই কথা কহিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সাধন কর; যাও, এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। বুদ্ধি কহিল,—'তথাস্তু' হে মহাভাগগণ! আমি আপনাদের আদেশ পালন করিব। এই বলিয়া বুদ্ধি আত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল,—মহাভাগ! আমি বুদ্ধি, আপনার নিকট পঞ্চ মহাজনের দূতরূপে আসিয়াছি। আপনি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করুন। মহাত্মা পঞ্চতত্ত্ব আপনার সহিত অক্ষয় মৈত্রী ইচ্ছা করেন। অতএব মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি তাঁহাদের সহিত মৈত্রী বন্ধন করুন, ধ্যানকে দূর করিয়া দিন। ধ্যান কহিলেন,—আত্মন্! আপনি উহাদের সংসর্গ করিবেন না; উহাদের সংসর্গে আপনার মহাদুঃখ উপস্থিত হইবে। আমি ও জ্ঞান আমাদের উভয়কে ছাড়িয়া আপনি কিরূপে কর্ম্ম করিবেন? সুতরাং উহাদের সঙ্গ কিছুতেই করিবেন না। হে বিভো! উহারা নিশ্চয়ই আপনাকে গর্ভবাসে উপনীত করিবে। মহামতি আত্মাকে এই কথা কহিয়া ধ্যান বিরত হইলেন। অনন্তর আত্মা সেই সমাগত বুদ্ধিকে নিশ্চিত ভাবে বলিলেন,—বুদ্ধে! জ্ঞান এবং ধ্যান এই দুই মহাত্মা আমার যোগ্য মন্ত্রী, তথায় গমন আমার অযুক্ত, ইহাই সেই মন্ত্রিদ্বয়ের মত। সুতরাং আমি আর কি করিব। অনন্তর বুদ্ধি এই কথা শুনিয়া গিয়া সেই পঞ্চতত্ত্বের নিকট জ্ঞান ও ধ্যানের সমস্ত কথা বলিল। অনন্তর সেই পঞ্চতত্ত্ব আপনা হইতেই আত্মার নিকট আসিল এবং বলিল,—আত্মন্! আমরা আপনার নিত্য মৈত্রী ইচ্ছা করি। হে লোকেশ! যেহেতু আপনি শুদ্ধ, সেই জন্যই আপনার নিকট আমরা সমাগত। অতএব আপনি নিজেই বিচার করিয়া আমাদের কথার উত্তর প্রদান করুন। ২৯—৪৪। আত্মা কহিলেন,—আপনারা পঞ্চজন আসিয়া আমার মৈত্রী

---

(১) "গর্ভবাসো হি ভবতো ভবিষ্যত্যন্যথা বিভো।" ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভূমিরুবাচ।
সৎকার্য্যস্থ সংস্থানং চর্ম্মমাংসসমন্বিতম্।
অস্থিমূলদৃঢ়ত্বঞ্চ নখলোমসমন্বিতম্ ॥ ৪৬
প্রভাবো হি মহাপ্রাজ্ঞ কায়মধ্যে মমৈব হি।
নাসিকাগমনো গন্ধঃ স মে ভৃত্যো মহামনাঃ ॥
আকাশ উবাচ।
অহমাকাশকঃ প্রাপ্তো মম কায়ে প্রভাবকম্।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পরব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ ৪৮
বাহ্যান্তরাবকাশশ্চ শূন্যস্থানে বসাম্যহম্।
তত্রামাত্যৌ তু কর্ণৌ মে শ্রবণার্থং প্রতিষ্ঠিতৌ
বায়ুরুবাচ।
পঞ্চরূপেণ তিষ্ঠামি করোম্যেবং শুভাশুভম্।
চর্ম্ম কায়স্থিতোহমাত্যঃ স্পর্শং সংশ্রয়তে গুণম্ ॥
তেজ উবাচ।
কায়ে সংস্থঃ সদা নিত্যং পাকযোগং করোম্যহম্
সবাহ্যাভ্যন্তরং সর্ব্বং দ্রব্যাদ্রব্যং প্রদর্শয়ে ॥ ৫১
তত্র নেত্রাবমাত্যৌ মে দ্রব্যলব্ধিপ্রসাধকৌ।
এবং ময়াত্মব্যাপারস্তবাগ্রে কথিতঃ পরঃ ॥ ৫২

আপ উচুঃ।
শুক্রং মজ্জা তথা লালা এবং ত্বকসন্ধিসংস্থিতম্
রুধিরং প্রেষয়ামো বৈ কায়মধ্যে স্থিতা বয়ম্ ॥
সম্পোষয়ামোহহর্নিশমমৃতেন কলেবরম্।
এবং মে তত্র ব্যাপারঃ কায়পত্তনকেহর্পিতঃ ॥
অমাত্যং রসনাং বিদ্ধি রসাস্বাদকরীং পরাম্ ॥
নাসিকোবাচ।
সুগন্ধেন পরাং পুষ্টিং কায়স্যাপি করোম্যহম্।
দুর্গন্ধস্তু পরিত্যজ্য কায়ে গন্ধং প্রদর্শয়ে ॥ ৫৬
বুদ্ধিযুক্তা মহাভাগ তস্যা ভাবেন ভাবিতা
স্বামিকার্য্যায় কায়েহস্মিন্নহং তিষ্ঠামি নিশ্চলা ॥
গন্ধং মম গুণং বিদ্ধি দ্বিবিধং যৎ প্রবর্ত্তিতম্ ॥৫৮
শ্রবণাবূচতুঃ।
কার্য্যাকার্য্যাদিকং শব্দং লোকৈরুক্তং শুভাশুভম্
শৃণুবাবঃ স্বকায়স্থৌ সত্যাসত্যে প্রিয়াপ্রিয়ে ॥
শব্দো হি মে গুণং প্রোক্তো মম ব্যাপার এব হি
যোজয়ামি ন সন্দেহো যদা বুদ্ধিঃ প্রপূরয়েৎ ॥

ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু আপনাদের স্ব স্ব গুণ ও প্রভাব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভূমি কহিলেন,—আমি সৎ কার্য্যের সংস্থান চর্ম্ম ও মাংসময়; অস্থিমূলক; দৃঢ়তা এবং নখ ও লোম সমন্বিত। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার প্রভাব দেহ মধ্যে; নাসিকাগত গন্ধ আমার ভৃত্য। আকাশ কহিল,--আমি আকাশ, কায়মধ্যে আমার প্রভাব; আপনি পরব্রহ্মরূপী, আপনাকে বলি, শ্রবণ করুন, আমিই বাহ্য ও আভ্যন্তর অবকাশ; শূন্য স্থানে আমার বাস, আমার কর্ণ নামে দুই অমাত্য, তাহারা শ্রবণার্থ প্রতিষ্ঠিত। বায়ু বলিলেন,—আমি পঞ্চরূপে থাকি, শুভাশুভ অনুষ্ঠান করি, কায়স্থিত চর্ম্ম আমার অমাত্য—স্পর্শগুণের সংশ্রয়। তেজ কহিল,—আমি সর্ব্বদা কায়ে থাকিয়া নিত্য পাকযোগ বিধান করি, অন্তরের বাহিরের সমস্ত দ্রব্যাদ্রব্য আমি দেখাইয়া থাকি। কায়মধ্যেই আমার অমাত্য; তাহারা দ্রব্যোপলব্ধির সাধক। এই আমি আত্মব্যাপার আপনার নিকট বিবৃত করিলাম। জল কহিল,—শুক্র, মজ্জা, লালা, ও ত্বক্ সন্ধিস্থিত রুধির, এই সকল আমরা কায়মধ্যে প্রেরণ করি; কায়েই আমাদের বাস। আমরা অমৃত দ্বারা নিত্য কলেবর পোষণ করি। কায়রূপ প্রিয় পত্তনে ইহাই আমাদের কার্য্য। অমাত্য আমাদের রসাস্বাদকারী রসনা। নাসিকা কহিল,—আমি সুগন্ধ দ্বারা দেহের পরম পুষ্টি সম্পাদন করি। দুর্গন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সুগন্ধ প্রদর্শন করি। আমি বুদ্ধিযুক্তা, তাহারই ভাবে ভাবিতা হইয়া স্বামিকার্য্যার্থ নিত্য নিশ্চল ভাবে কায়ে অবস্থান করি। গন্ধ আমার গুণ; তাহা দ্বিবিধ, সুরভি এবং অসুরভি। ৪৫—৫৮। শ্রবণদ্বয় কহিল,—কার্য্যাকার্য্যাদি-বোধক লোকোচ্চারিত শুভাশুভ সত্যাসত্য এবং প্রিয়াপ্রিয় শব্দ আমরা নিত্য কায়ে থাকিয়া শ্রবণ করি; শব্দই আমাদের গুণ; বুদ্ধি যখন আশ্রয় করে, তখন আমরা শব্দগ্রহণ ব্যাপারে নিযুক্ত হই।

ত্বগুবাচ ।

পঞ্চরূপাত্মকো বায়ুঃ শরীরেঽস্মিন্ ব্যবস্থিতঃ ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং চেষ্টাং তেষাং জানামি তত্ত্বতঃ ॥
শীতোষ্ণমাতপং বর্ষং বায়োঃ স্ফুরণমেব চ ॥
সর্ব্বং জানামি সংস্পর্শাদঙ্গশ্লেষাদিকং নৃণাম্ ॥
স্পর্শ এব গুণো মহ্যমেতৎ সত্যং বদাম্যহম্ ।
এবং হি তে সমাখ্যাতো হ্যাত্মব্যাপার এব হি

নেত্রে উচতুঃ ।

সংসারে যানি রূপাণি ভব্যাভব্যানি সত্তম ।
যদা প্রেরয়তে বুদ্ধিস্তদা পশ্যাব নান্যথা ॥ ৬৪
বসাবঃ কায়মধ্যে বৈ রূপং গুণ ইহাবয়োঃ ।
এবং ব্যাপারঃ সম্বন্ধঃ কায়মধ্যে মহামতে ॥ ৬৫

জিহ্বোবাচ ।

বুদ্ধিযুক্তা হ্যহং তাত রসভেদান্ বিচারয়ে ।
ক্ষারমম্লাদিকং সর্ব্বং নীরসং স্বাদু চিন্তয়ে ॥ ৬৬
ব্যাপারেণ হ্যনেনাপি নিত্যযুক্তা বসাম্যহম্ ।
ইন্দ্রিয়াণাং হি সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরেব প্রণায়কঃ ॥৬৭
এবং পঞ্চ সমায়াতানীন্দ্রিয়াণি প্রিয়ে শৃণু ।
স্বীয়ানি যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥৬৮
অথ বুদ্ধিঃ সমায়াতা তমুবাচ মহামতিম্ ।
বুদ্ধিহীনো যদা কায়স্তদা নশ্যতি নান্যথা ॥ ৬৯
তস্মাত্ত্বং মাং সমাস্থায় প্রবর্ত্তস্ব মহামতে ।
অথ কর্ম্ম সমায়াতমাত্মানমিদমব্রবীৎ ॥ ৭০
অহং কর্ম্ম মহাপ্রাজ্ঞ তব পার্শ্বং সমাগতম্ ।
ত্বাং প্রেষয়াম্যহং তেন পথা যেনেহ গচ্ছসি ॥৭১
এবমাকর্ণ্য তৎসর্ব্বমাত্মা প্রোবাচ তান্ প্রতি ।
যূয়ং পঞ্চাত্মকৈর্যুক্তাঃ সর্ব্বসাধারণাঃ কিল ॥ ৭২
তস্মান্মৈত্রং সমিচ্ছন্তি তত্র পঞ্চাত্মকং প্রতি ।
ক্রান্ত কারণং সর্ব্বে মমাগ্রে সর্ব্বমেব তৎ ॥ ৭৩

পঞ্চাত্মকা উচুঃ ।

অস্মৎসঙ্গপ্রসঙ্গেন পিণ্ডমেব প্রজায়তে ।
তস্মিন্ পিণ্ডে মহাবুদ্ধে ভবান্ বসতি সুব্রতঃ ॥
তিষ্ঠামো হি বয়ং সর্ব্বে প্রসাদাত্তব তত্র হি ।

ত্বক্ কহিল,—দেহে পঞ্চরূপাত্মক বায়ু অবস্থিত; আমি তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তর চেষ্টা যথাযথরূপে অবগত হই। শীত, উষ্ণ, আতপ, বর্ষা ও বায়ুর স্ফুরণ ও নরগণের অঙ্গ আলিঙ্গনাদি সংস্পর্শ সমস্তই আমি জানিয়া থাকি। স্পর্শই আমার গুণ, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। এই আমার কার্য্য আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। নেত্রদ্বয় কহিল,—হে সত্তম! বুদ্ধি যখন প্রেরণ করে, তখন সংসারের ভাল মন্দ যে কিছু রূপ সকলই আমরা অবলোকন করি, ইহার অন্যথা হয় না; আমরা কায়মধ্যে বাস করি, রূপ আমাদের গুণ, হে মহামতে! কায়মধ্যে আমাদের কার্য্য সম্বন্ধ এইরূপই। জিহ্বা কহিল, হে তাত! আমি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন রসের ভেদ প্রকটন বিচার করিয়া থাকি। ক্ষার অম্লাদি রস কিম্বা কোন কিছু নীরস বা স্বাদু—সে চিন্তা আমারই। আমি এইরূপ কাজেই নিত্য নিযুক্ত হইয়া বাস করি। বুদ্ধিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নায়ক। কশ্যপ কহিলেন,—প্রিয়ে! শ্রবণ কর। এইরূপে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সমাগত হইয়া পুনঃপুন স্ব স্ব কর্ম্ম বিবৃত করিল। অনন্তর বুদ্ধি আসিয়া মহামতি আত্মাকে বলিল,—হে মহামতে! দেহ যখন মদ্বিরহিত হয়, তখনই নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। অতএব আপনি আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুন। অনন্তর কর্ম্ম আসিয়া আত্মাকে বলিল,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি কর্ম্ম, আপনার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি যে পথে চলিবেন, আমি আপনাকে সেই পথে প্রেরণ করিব। ফলে আপনার গন্তব্য পথ আমিই নির্দ্দেশ করিয়া দিব। ৫৯ - ৭১। আত্মা এই সকল কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা পঞ্চতত্ত্বে অন্বিত হইয়া সর্ব্ব কার্য্যের প্রসাধক। কেন তোমরা পঞ্চতত্ত্বের সহিত আমার মৈত্রী ইচ্ছা করিতেছ? কারণ কি? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। পঞ্চতত্ত্ব কহিল,—আমাদের সঙ্গপ্রসঙ্গে পিণ্ড উৎপন্ন হয়। হে মহাবুদ্ধে! আপনি সেই পিণ্ডে বাস করুন। আমরা সকলে আপ-

এতস্মাৎ কারণাদ্মৈত্রমিচ্ছামস্তব নিত্যশঃ॥ ৭৫
আত্মোবাচ।
এবমস্তু মহাভাগা ভবতাং প্রিয়মেব চ।
করিষ্যে নাত্র সন্দেহো মৈত্রং হি প্রীতিকারণাৎ
বার্য্যমাণো মহাভাগো জ্ঞানেনাপি মহাত্মনা।
ধ্যানেন চ মহাত্মাসৌ তেষাং সঙ্গতিমাগতঃ॥৭৭
স তৈঃ প্রমোহিতস্তত্র রাগদ্বেষাদিভিস্তদা।
পঞ্চতত্ত্বসমাযুক্তঃ কায়ত্বং গতবান্ প্রভুঃ॥ ৭৮
যদা গর্ভে সমায়াতো বিষ্ঠামূত্রসমাকুলে।
দুর্গন্ধে পিচ্ছিলাবর্ত্তে পতিতস্তৈঃ সুসংবৃতঃ॥ ৭৯
অঙ্গেন ব্যাকুলীভূতঃ পঞ্চাত্মকানুবাচ সঃ।
ভো ভোঃ পঞ্চাত্মকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম
ভবতাং হি প্রসঙ্গেন মহাদুঃখেন মোহিতঃ।
তত্রাস্মিন্ পিচ্ছিলে ঘোরে পতিতোঽস্মি
মহাভয়ে॥ ৮১
পঞ্চাত্মকা উচুঃ।
তাবৎসংস্থীয়তাং রাজন্ যাবদ্গর্ভঃ প্রপূরয়েৎ।
পশ্চান্নির্গমনং তে বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৮২
অস্মাকং হি ভবান্ স্বামী কায়দেশে ব্যবস্থিতঃ
রাজ্যমেব প্রকর্ত্তব্যং সুখভোক্তা ভবিষ্যতি॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চাত্মা দুঃখেন পীড়িতঃ।
গন্তুমিচ্ছন্নসৌ তস্মাৎ পলায়নপরোঽভবৎ॥৮৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে শরীরোৎপত্তি-
কথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কশ্যপ উবাচ।
স গর্ভো ব্যাকুলো জাতঃ খিদ্যমানো দিনে দিনে
দুঃখাক্রান্তো হি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বপীড়াভিপীড়িতঃ॥ ১
অধোমুখস্তু গর্ভস্থো মোহজালেন বন্ধিতঃ।
আধিব্যাধিসমাক্রান্তো হাহাভূতো বিচেতনঃ॥
দুঃখেন মহতাবিষ্টো জ্ঞানমাহ প্রপীড়িতঃ॥ ২

নার প্রসাদে তথায় বাস করিব। এই কারণেই নিয়ত আপনার মৈত্রী ইচ্ছা করি। আত্মা কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! 'তথাস্তু' আমি আপনাদের প্রিয় কার্য্য করিব। মৈত্রীই প্রীতির নিদর্শন। মহাত্মা জ্ঞান এবং ধ্যান উভয়েই ঐ কার্য্য করিতে মহাভাগ আত্মাকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু আত্মা তাহা শুনিলেন না। তিনি সেই পঞ্চতত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বিভু আত্মা তৎকালে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা প্রমোহিত এবং পঞ্চতত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া দেহিত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর যে কালে তিনি তাহাদের সহিত গর্ভগত হইয়া বিষ্ঠামূত্রময় দুর্গন্ধ পিচ্ছিল আবর্ত্তে পতিত হইলেন, তখন অঙ্গব্যাকুলতায় উপনীত হইয়া পঞ্চতত্ত্বকে বলিলেন,— ভোঃ ভোঃ পঞ্চতত্ত্ব! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমাদের প্রসঙ্গে আমি মহাদুঃখে আকুল—তত্রাপি এই ঘোর পিচ্ছিল মহাভয়ে পতিত হইয়াছি। পঞ্চতত্ত্ব কহিল,—রাজন্! যাবৎ গর্ভ পূরণ হয়, তাবৎ আপনি অবস্থান করুন। পশ্চাৎ আপনার নিষ্কৃতি হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি আমাদের প্রভু, কায় দেশে অধিষ্ঠিত; এই-রূপে রাজ্য করুন, সুখভোক্তা হইবেন। তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া আত্মা দুঃখার্ত্ত হইলেন এবং তথা হইতে গমনেচ্ছু হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৭২—৮৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭

অষ্টম অধ্যায়।

কশ্যপ কহিলেন,—আত্মা গর্ভস্থ হইয়া ব্যাকুল হইলেন, দিনে দিনে খিদ্যমান হইতে লাগিলেন, তিনি ধর্ম্মাত্মা হইয়াও দুঃখাক্রান্ত এবং সমস্ত পীড়ায় অভিপীড়িত হইয়া অধোমুখে মোহজালে আবদ্ধ, আধি-ব্যাধি দ্বারা অভিভূত, হাহারবে আর্ত্তনাদপর, চেতনরহিত এবং মহাদুঃখে আবিষ্ট হইয়া

আত্মোবাচ।

তব বাক্যং মহাপ্রাজ্ঞ ন কৃতন্তু ময়া তদা। ৩
ধ্যানেন বার্য্যমাণোঽপি পতিতো মোহসঙ্কটে।
তস্মাদ্রক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ গর্ভবাসাৎ সুদারুণাৎ ॥ ৪

জ্ঞানমুবাচ।

ময়া ত্বং বারিতো হ্যাত্মন্ কৃতং বাক্যং নচৈব মে
পঞ্চাত্মকৈর্মহাক্রূরৈঃ পাতিতো গর্ভসঙ্কটে ॥ ৫
ইদানীং গচ্ছ ত্বং ধ্যানং তস্মাৎ ত্বং প্রাপ্স্যসে সুখম্।
গর্ভবাসাদ্ভবিষ্যংস্তে মোক্ষ এব ন সংশয়ঃ ॥৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা জ্ঞানস্য তত্ত্বতাম্।
ধ্যানমাহুয় প্রোবাচ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥
ত্বামহং শরণং প্রাপ্তো ধ্যান মাং রক্ষ নিত্যশঃ।
এবমস্তু মহাপ্রাজ্ঞ ধ্যানমাহ মহামতিম্ ॥ ৮
এতদ্বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা আত্মা বৈ ধ্যানমাগতঃ
ধ্যানেন হি সমং গর্ভে সংস্থিতো মোহবর্জ্জিতঃ
যদা ধ্যানং গতো হ্যাত্মা বিস্মৃতং গর্ভজং ভয়ম্
স দ্বাভ্যাং সহিতস্তত্র হ্যাত্মা মোহবিবর্জ্জিতঃ ॥
চিন্তয়ন্নেব বৈ নিত্যমাত্মকং সুখমেব হি।
ইতো নিষ্ক্রান্তমাত্রস্তু ত্যজেৎ পঞ্চাত্মকং বপুঃ ॥
এবং চিন্তয়তে নিত্যং গর্ভবাসগতঃ প্রভুঃ।
সূতিকালে তু সম্প্রাপ্তে প্রাজাপত্যে বরাননে॥
বায়ুনা চালিতো গর্ভঃ প্রাণেনাপি বলীয়সা।
যোনির্ব্বিকাশমায়াতি চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলং তদা ॥ ১৩
পঞ্চবিংশাঙ্গুলো গর্ভস্তেন পীড়া বিজায়তে।
এবং সম্পীড্যমানস্তু মূর্চ্ছয়া মূর্চ্ছিতঃ প্রিয়ে ॥১৪
পতিতো ভূমিভাগে তু জ্ঞানধ্যানসমন্বিতঃ।
প্রাজাপত্যেন দিব্যেন বায়ুনা স পৃথক্ কৃতঃ ॥
ভূমিসংস্পর্শমাত্রেণ জ্ঞানধ্যানে তু বিস্মৃতে।
স সারবন্ধসন্দিগ্ধ আত্মা প্রিয়তয়া স্থিতঃ ॥ ১৬
গুণদোষসমাক্রান্তো মহামোহসমন্বিতঃ।

কাতরভাবে জ্ঞানকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি তোমার বাক্য রক্ষা করি নাই, ধ্যান নিষেধ করিয়াছিল, তথাচ মোহ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! সুদারুণ গর্ভবাস হইতে আমাকে রক্ষা কর। জ্ঞান কহিলেন,—হে আত্মন্! আমি নিষেধ করিলেও আপনি আমার বাক্য পালন করেন নাই। মহাক্রূর পঞ্চ-তত্ত্ব কর্ত্তৃক মোহ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, অধুনা আপনি ধ্যান আশ্রয় করুন, তাহার নিকট হইতে আপনার সুখলাভ সংঘটিত হইবে। এই গর্ভবাস হইতে আপনি নিশ্চয় মুক্ত হইবেন। আত্মা জ্ঞানের সেই বাক্য শুনিয়া এবং জ্ঞানের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া ধ্যানকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন,—ধ্যান! আমার বচন শ্রবণ কর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমায় সর্ব্বদা রক্ষা কর। ধ্যান কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! 'এবমস্তু'। আত্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানগত হইলেন; ধ্যানের সহিত মোহমুক্ত-ভাবে গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। আত্মা ধ্যানগত হইলে, তাঁহার গর্ভজাত ভয়ের বিস্মৃতি ঘটিল, তিনি জ্ঞান ও ধ্যানের সহিত নির্ম্মোহভাবে তথাগত হইয়া নিত্য নিজসুখ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র আমি পঞ্চাত্মক দেহ পরিত্যাগ করিব। ১—১১। প্রভু আত্মা গর্ভবাসগত হইয়া নিত্য নিত্য এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে বরাননে! যখন প্রসবকাল উপস্থিত হইল, তখন প্রাণরূপী বলবান্ বায়ু কর্ত্তৃক গর্ভ পরিচালিত হইতে লাগিল। যোনিদেশ চতুর্ব্বিংশতি-অঙ্গুল পরিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল, গর্ভ পঞ্চবিংশতি-অঙ্গুল পরিমাণ; এই হেতু পীড়া উপস্থিত হইল। প্রিয়ে! এইরূপে আত্মা পীড়িত, মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত, জ্ঞান-ধ্যান সহ ভূভাগে পতিত এবং দিব্য প্রাজাপত্য বায়ু দ্বারা পৃথককৃত হইলে, ভূমিস্পর্শমাত্র জ্ঞান-ধ্যান বিস্মৃত হইয়া গেলেন, তখন সংসারবন্ধনে সন্দিগ্ধ হইয়া আত্মা প্রিয়রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি গুণদোষে সমাক্রান্ত ও

অন্নপানাদিকং সর্ব্বমিচ্ছত্যেব দিনে দিনে ॥১৭
এবং সম্পোষ্যমাণস্ত হ্যাত্মা পঞ্চাত্মকৈঃ সহ।
ব্যাপিতোহীন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বৈর্বিষয়ৈঃ পাপকারিভিঃ
বান্ধবানাং সুসম্মোহে ভার্য্যাদীনাং তথৈব চ।
আকুলব্যাকুলো দেবি জায়তে চ দিনে দিনে।
মহামোহেন সন্দিগ্ধো মোহজালং গতঃ প্রভুঃ।
কৈবর্ত্তেন যথা বদ্ধঃ শকুলো জালবন্ধনৈঃ ॥ ২০
চলিতুং নৈব শক্নোতি তথা চাসীৎ প্রবন্ধিতঃ।
মোহজালৈস্ত তৈঃ সর্ব্বৈর্দৃঢ়বন্ধৈস্ত বন্ধিতঃ ॥ ২১
এবমাদিপ্রপঞ্চেন ব্যাপিতো ব্যাপকেন হি।
জ্ঞানবিজ্ঞানবিভ্রষ্টো রাগদ্বেষাদিভির্হতঃ ॥ ২২
কামেন পীড্যমানস্ত ক্রোধেনৈব তথৈব বা।
প্রকৃত্যা কর্ম্মণা বদ্ধো মহামূঢ়ো ব্যজায়ত ॥ ২৩

সূত উবাচ।

এবং মূঢ়ো যদাত্মাসৌ কামক্রোধবশং গতঃ।
লোভরাগাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ব্যাপৃতস্তৈর্দুরাত্মভিঃ ॥
ইয়ং ভার্য্যা হ্যয়ং পুত্র ইদং মিত্রমিদং গৃহম্।
এবং সংসারজালেন মহামোহেন বন্ধিতঃ ॥ ২৫
পুত্রশোকাদিভির্দুঃখৈর্বিবিধৈর্ব্যাকুলস্তদা।
জরয়া ব্যাধিভিশ্চৈব সংগ্রস্তশ্চাধিভিস্তথা ॥ ২৬
এবমাত্মা সম্প্রতপ্তো দুঃখমোহৈঃ সুদারুণৈঃ।
অভিমানৈর্মানভঙ্গৈর্নানাদুঃখৈশ্চ খণ্ডিতঃ ॥ ২৭
বৃদ্ধত্বেন তথা দেবি শবলত্বেন পীড়িতঃ।
দুঃখং চিন্তয়তে নিত্যং হাহাভূতো বিচেতনঃ ॥
রাত্রৌ স্বপ্নান্ প্রপশ্যেত দিবা চৈতন্যবর্জ্জিতঃ।
বৈকল্যেন তথাঙ্গানাং ব্যাপ্তো দেবি দিনেদিনে
সংসারে ভ্রমমাণেন বৈরাগ্যং তত্র দর্শিতম্।
নিঃশঙ্কং বন্ধুহীনঞ্চ প্রশান্তং তুষ্টমেব চ ॥ ৩০
তমুবাচ তদাত্মা বৈ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
কো ভবান্নগ্নরূপেণ কথং মিত্রৈর্ন লজ্জসে ॥ ৩১
যত্র লোকাঃ স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা যুবত্যো মাতরস্তথা।
এতাসাং হি গতো মধ্যে ন বিভেষি হ্যনাবৃতঃ ॥

মহামোহে অন্বিত হইয়া পড়িলেন, দিনে দিনে ভোজন-পান ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আত্মা পঞ্চতত্ত্ব সহ পোষ্যমাণ হইয়া পাপজনক সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব-বিষয় দ্বারা ব্যাপিত হইলেন এবং দিনে দিনে বন্ধু-ভার্য্যাদির মোহে আকুল ও ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শকুল যেমন কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক জালে বদ্ধ হয়, বিভু আত্মা সেইরূপ মহামোহে সন্দিগ্ধ ও মোহজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। আত্মা এমন ভাবে আবদ্ধ হইলেন, যাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি রহিল না। তিনি দৃঢবন্ধন মোহজালে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানবিজ্ঞান বিচ্যুত হইল, তিনি ব্যাপক প্রপঞ্চ দ্বারা ব্যাপিত হইয়া রাগদ্বেষাদি কর্ত্তৃক ব্যাহত, কাম ক্রোধে পীড়িত এবং স্বভাবতঃ কর্ম্মবদ্ধ হইয়া একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সূত কহিলেন,—আত্মা যৎকালে এইরূপে কামক্রোধের বশীভূত হইয়া উঠিলেন, তখন দুরাত্মা রাগ-লোভাদি তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি এই ভার্য্যা, এই পুত্র, এই মিত্র, এই গৃহ, এইরূপে মহামোহময় সংসারজালে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রশোকাদি বিবিধ দুঃখে তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ক্রমে তিনি আধি ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এইরূপে দারুণ দুঃখমোহে আত্মা সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। অভিমান ও মানভঙ্গাদি নানা দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল। ১২—২৭। হে দেবি! বৃদ্ধত্ব এবং পলিতত্ব আসিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল, নিয়ত তিনি দুঃখচিন্তায় হাহাকার করিতে লাগিলেন, চৈতন্যহীন হইলেন, রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দিবাভাগে চৈতন্য লোপ পাইতে লাগিল। দিনে দিনে আত্মা অঙ্গবৈকল্যে ব্যাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মা একদা বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন,—তিনি নিঃশঙ্ক, বন্ধুবিহীন, প্রশান্ত এবং তুষ্ট। তাঁহার কামক্রোধ নাই। আত্মা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—কে তুমি নগ্নদেহ? বন্ধুজনের কাছে—তোমার লজ্জা হইতেছে না কেন? যথায় স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধা

বীতরাগ উবাচ।

কো হ্যত্র নগ্নো দৃশ্যেত ন নগ্নোঽস্মীতি বৈকদা
সুসম্বদ্ধস্ত্বহং জ্ঞানপরিধানসমন্বিতঃ ॥ ৩৩
ন নগ্নোঽস্মি কদা দিব্যং ভাবন্নগ্নঃ প্রদৃশ্যতে।
ইন্দ্রিয়ার্থবশে বর্ত্তী মর্য্যাদাপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪

আত্মোবাচ।

পুরুষস্য কা হি মর্য্যাদা তামাচক্ষ্ব চ সুব্রত।
বিস্তরেণ মহাপ্রাজ্ঞ যদি জানাসি নিশ্চিতম্‌ ॥ ৩৫
বীতরাগো মহাপ্রাজ্ঞস্তমুবাচ মহামতিঃ।
সুস্থৈর্য্যং ভজতে চিত্তং সুখদুঃখেষু নিত্যদা ॥ ৩৬
ক্লেশিতং সর্ব্বভাবৈশ্চ তেষু তেষু পরিত্যজেৎ।
অথ লজ্জাং প্রবক্ষ্যামি মনো যা নির্বিশত্যলম্‌ ॥
ময়াদ্যেবং ন কর্ত্তব্যং নগ্নস্থানবিবর্জ্জিতঃ।
পশ্চাত্তাপসুসংলীনঃ সা লজ্জা পরিকথ্যতে ॥ ৩৮
কস্য লজ্জা প্রকর্ত্তব্যা দ্বিতীয়ো নাস্তি সর্ব্বদা।
একশ্চ পুরুষো দিব্যঃ কস্য কিঞ্চিন্ন নাশয়েৎ॥৩৯

অথ লোকান্‌ প্রবক্ষ্যামি যে ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ
যথা কুলালকশ্চক্রে মৃৎপিণ্ডঞ্চ নিধাপয়েৎ।
ভ্রাময়িত্বা তু সূত্রেণ নানাভেদান্‌ প্রকাশয়েৎ।
ভাণ্ডানান্তু সহস্রাণি স্বেচ্ছয়া মতিসংস্থিতঃ ॥ ৪২
তথায়ং সৃজতে ধাতা নানারূপাণি নান্যথা।
পশ্চাদ্বিনাশমায়াস্তি যেন কেনাপি হেতুনা ॥ ৪৩
সর্ব্বদৈব স্থিতা যে চ যে লোকাশ্চ সনাতনাঃ।
তেষাং লজ্জা প্রকর্ত্তব্যা ন বর্ত্তন্তে হি তে ভুবি
আকাশবায়ুতেজাংসি পৃথ্বী চাপশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী লোকাঃ প্রকাশন্তে যে চ সর্ব্বত্র সংস্থিতাঃ
সত্ত্বানামঙ্গদেশেষু পঞ্চৈতেষু সুসংস্থিতা।
সর্ব্বত্রৈব চ বর্ত্তন্তে কস্য লজ্জা বিধীয়তে ॥ ৪৬
স্ত্রীণাং রূপং প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং তাত সাম্প্রতম্‌
যথা ঘটসহস্রেষু সোদকেষু বিরাজতে ॥ ৪৭
একশ্চন্দ্রো হি সর্ব্বত্র ভবাংস্তদ্বদ্বিরাজতে।
গতো জন্তুসহস্রেষু মোহচক্রে মহাত্মবান্‌ ॥৪৮

যুবতী, মাতা ভগ্নী বিদ্যমান, তুমি তথায় তাহাদের মধ্যে গিয়া নগ্নদেহে লজ্জিত হও না? বীতরাগ কহিলেন,—কাহাকে নগ্ন দেখা যায়? আমি কখন নগ্ন নই। জ্ঞানপরিধানে সর্ব্বদাই আমি সুসংবৃত। নিশ্চয়ই আমি নগ্ন নহি। আপনি ইন্দ্রিয়ার্থের বশবর্ত্তী এবং মর্য্যাদাহীন; সুতরাং আপনাকেই নগ্ন দেখা যাইতেছে। আত্মা কহিলেন,—হে সুব্রত! পুরুষের মর্য্যাদা কি? যদি জানা থাকে, তবে হে মহাপ্রাজ্ঞ! তাহা বিস্তৃত রূপে আমার নিকট বল। মহামতি বীতরাগ আত্মাকে বলিলেন,—সুখদুঃখে সর্ব্বদা চিত্তের সুস্থিরত্ব এবং সুখে বা দুঃখে সর্ব্বভাবে চিত্তের ক্লেশ পরিহারই মর্য্যাদা। অনন্তর লজ্জার কথা বলিতেছি। যাহা মনোমধ্যে বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। নগ্ন স্থানচ্যুত বা পশ্চাৎতাপতপ্ত হইয়া যে অবস্থায় জীব 'আমি ইহা করিব না' বলিয়া সঙ্কল্প করে, তাহারই নাম লজ্জা, কিন্তু এই লজ্জা কাহাকে করা যায়? দ্বিতীয় কেহইতো বিদ্যমান নাই। একমাত্র দিব্যপুরুষ বিদ্যমান, তাঁহা দ্বারা কাহারও কিছুই নাশ পায় না। অনন্তর আপনার কথিত লোকসমূহের কথা কহিতেছি, কুলাল যেমন চক্রে মৃৎপিণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া সূত্রসাহায্যে বিবিধ ভেদ বিধান করত স্বেচ্ছায় সহস্র সহস্র ভাণ্ড প্রস্তুত করে, তেমনি এই বিধাতৃপুরুষ নানারূপ সৃষ্টি করেন। পরে যে কোন হেতু যোগে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা চিরস্থির সনাতন লোক, সংসারে যাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না, লজ্জা তাঁহাদিগকেই করিতে হয়। এই লোক সকল আকাশ, বায়ু তেজ, পৃথ্বী, জল, এই পঞ্চভূত রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইহাদের প্রতি অঙ্গেই উল্লিখিত পঞ্চভূত অবস্থিত। সংসারের সর্ব্বত্র ইহারাই বিরাজিত, সুতরাং কে সংসারে লজ্জার পাত্র? ২৮—৪৬। হে তাত! সম্প্রতি স্ত্রীজাতির রূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। যেমন সহস্র সহস্র জলপূর্ণ ঘটে একমাত্র চন্দ্র বিরাজ করে, এক অদ্বিতীয় মহাত্মা আপনি, তেমনি মোহ

বিরেষু চ সর্ব্বেষু জঙ্গমেষু তথা ভবান্।
যোনিদ্বারেণ পাপেন মায়ামোহময়েন বৈ ॥ ৪৯
কুচাভ্যাঞ্চ নিতম্বাভ্যাং বয়সা চ বিরাজতে।
হৃদ্মাংসস্য তথা বৃদ্ধিদৃষ্টা ধাত্রা ন সংশয়ঃ ॥ ৫০
পতনায় চ লোকানাং মোহরূপং বিদর্শিতম্।
ন ভবত্যেব সা নারী যা ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৫১
লীলয়া কুরুতে ধাতা বিনোদায় স আত্মনঃ।
যথ নার্য্যাস্তথা পুংসো জীবঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ ॥
কুচযোনিবিহীনা যে জীবন্মুক্তাঃ সদৈব হি ॥৫৩
নরস্তু পুরুষঃ প্রোক্তো নারী প্রকৃতিরুচ্যতে।
রমতে তেন বৈ সার্দ্ধং ন মুক্তা হি কদাচন ॥
ভবান্ প্রকৃতিসংযুক্তঃ পুরুষেষু প্রদৃশ্যতে।
কঃ কস্য কুরুতে লজ্জামেবং জ্ঞাত্বা সমং ব্রজ ॥
বৃদ্ধাং স্ত্রিয়ং প্রবক্ষ্যামি সদা বৃদ্ধাং বরাননে।
জরাজর্জ্জরিতা জাতা যস্যাপ্যঙ্গে বরাননে ॥ ৫৬
শ্বেতৈশ্চৈব তথা কেশৈঃ পলিতৈশ্চ সমাকুলা।
বলহীনাথ দীনাপি ব্যাপিতা বলিনা তদা ॥ ৫৭

নেয়ং বৃদ্ধা ভবেন্নারী পরং বৃদ্ধা চ কথ্যতে।
এতস্যা লক্ষণং প্রোক্তং যুবতীং প্রবদাম্যহম্ ॥
জ্ঞানেন বর্দ্ধতে নিত্যং জীবপার্শ্বে সমাধিনা।
সুমতির্নাম যা প্রোক্তা সা বৃদ্ধা যুবতী ভবেৎ ॥
নারী পুরুষলোকেষু সর্ব্বদৈব প্রতিষ্ঠিতা।
লজ্জা তস্যাঃ প্রকর্ত্তব্যা চান্যচ্চৈব বদাম্যহম্ ॥
মাতরং চ প্রবক্ষ্যামি যা ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা।
প্রাণিনামঙ্গদেশেষু সদৈব চেতনা স্থিতা ॥ ৬১
পরজ্ঞানপ্রদা যা চ সা প্রজ্ঞা পরিকথ্যতে।
প্রজ্ঞা মাতা সমাখ্যাতা প্রাণিনাং পালনায় সা ॥
সংস্থিতা সর্ব্বলোকেষু পোষণায় হিতায় চ ॥
সুমতির্নাম যা প্রোক্তা সা মাতা পরিকথ্যতে ॥
সংসারদ্বারমার্গাণি যানি রূপাণি নিত্যশঃ।
ভবন্তি মাতরো হ্যেতা বহুদুঃখপ্রদর্শিকাঃ ॥ ৬৪
মাতৃরূপং সমাখ্যাতমন্যৎ কিং তে বদাম্যহম্।

আত্মোবাচ।

ভবান্ কো হি সমায়াতো মম সন্তাপনাশকঃ ॥

চক্র সংসারে চরাচর সহস্র সহস্র প্রাণিপুঞ্জ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আপনিই মায়ামোহময় পাপযোনিদ্বার, কুচযুগল, নিতম্ববিম্ব ও তারুণ্য দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া বিরাজ করেন। নারীর হৃদয়ে মাংসের অতিবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় নিশ্চিত, কিন্তু লোকসমূহের পতনের জন্য উহা মোহাকারেই প্রদর্শিত। ভবদুক্ত নারী নাই, ধাতা সদা আত্মবিনোদনের জন্যই লীলাবশে সৃষ্টি করেন। যেমন নর তেমনি নারী; সর্ব্বত্রই জীব সুসংস্থিত। যাহারা কুচযোনিহীন, তাহারাই সদা জীবমুক্ত। নর পুরুষ, নারী প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের সহিত সর্ব্বদাই রমণরতা, তাই সে সদা অমুক্তিভাক্। আপনি প্রকৃতিযুক্ত হইয়া পুরুষসমূহে প্রদৃশ্যমান সুতরাং কে কাহাকে লজ্জা করিবে? ইহা বুঝিয়া আপনি শান্তি লাভ করুন। আপনার কথিত বৃদ্ধার কথা কহিতেছি—যাহার অঙ্গ জরাজীর্ণ, যে স্ত্রী শ্বেত পলিত কেশ-সমাকুল, বলহীন, দীন ও বলীপরিব্যাপ্ত, তাহাকে

আমি বৃদ্ধা বলি না; তবে বৃদ্ধা কে, তাহা বলিতেছি। এক্ষণে যুবতীর কথা বলি। যে জ্ঞানবৃদ্ধ, নিত্য জীবপার্শ্বে অবস্থিত সেই সুমতিনাম্নী নারীই আমার মতে বৃদ্ধা এবং যুবতী। পুরুষ লোকে নারী সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত তাহারই লজ্জা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অন্য কথা বলিতেছি। আপনি যে মাতার কথা বলিয়াছেন, আমি সেই মাতার কথা বলি। প্রাণিগণের দেহে সর্ব্বদাই চেতনা অবস্থিতা, তিনি পরমজ্ঞানপ্রদা, প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞাই প্রাণিপালনী মাতা। তিনিই সর্ব্বলোকের পোষণী ও হিতকারিণী রূপে অবস্থিতা। তাহারই নাম সুমতি। সুমতিই সর্ব্বলোকের মাতা বলিয়া অভিহিতা। ৪৭—৬৩। নিত্য যে সকল রূপ সংসারদ্বারের পথ স্বরূপ তাহারাই এই বহুদুঃখপ্রদর্শিকা মাতা, মাতার রূপ বলিলাম, এক্ষণে আপনাকে আর কি বলিব? আত্মা কহিলেন,—কে আপনি আমার সন্তাপহর, আগমন করিলেন? নিজের স্বরূপ

বিস্তরেণ সমাখ্যাহি স্বরূপমাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮

বীতরাগ উবাচ।

যস্মাৎ কামা নিবর্ত্তন্তে নিরাশাঃ সর্ব্ব এব তে।
যং দৃষ্ট্বান্ন পশ্যন্তি কর্ম্মাণ্যেতানি নান্যথা ॥*
যৎসমীপং হি নায়ান্তি হ্যাশাশ্চৈব কদাচন।
ক্রোধো লোভস্তথা মোহো যদ্ভয়াৎ প্রলয়ংগতাঃ
বীতরাগোহস্মি ভদ্রং তে বিবেকো মম বান্ধবঃ

আত্মোবাচ।

কীদৃশোহসৌ তব ভ্রাতা বিবেকো নাম নামতঃ
তস্য ত্বং লক্ষণং ব্রূহি ভ্রাতুরাত্মন এব চ ॥ ৬৯

বীতরাগ উবাচ।

তস্যৈব লক্ষণং রূপং ন বদামি তবাগ্রতঃ।
ভ্রাতুস্তস্য মহাভাগ আহ্বানং চ করোম্যহম্ ॥৭০
ভো ভো বিবেক মে ভ্রাতরাবয়োস্ত্বং বচঃ শৃণু
এহ্যেহি সুমহাভাগ মম স্নেহান্মহামতে ॥ ৭১

কশ্যপ উবাচ।

শান্তিক্ষমাভ্যাং সংযুক্তো ভার্য্যাভ্যাং চ সমাগতঃ
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বগো ব্যাপী সর্ব্বসত্ত্বপরায়ণঃ ॥ ৭২
সন্দেহানাং চ সর্ব্বেষাং যো রিপুর্জ্ঞানবৎসলঃ।
ধারণা ধীশ্চ দ্বে পুত্র্যৌ তস্যৈব হি মহাত্মনঃ॥৭৩
তস্য যোগঃ সুতো জ্যেষ্ঠো মোক্ষো যস্যমহাগুরুঃ
নির্ম্মলো নিরহঙ্কারো নিরাশো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥৭৪
সর্ব্ববেলাপ্রসন্নাত্মা গতদ্বন্দ্বো মহামতিঃ।
স বিবেকঃ সমায়াতো গুণরত্নৈর্বিভূষিতঃ ॥৭৫
যস্যামাত্যৌ মহাত্মানৌ সত্যধর্ম্মৌ মহামতী।
ক্ষমাশান্তিসমাযুক্তঃ স বিবেকঃ সমাগতঃ ॥ ৭৬
বীতরাগমুবাচেদমাহুতোহহং সমাগতঃ।
তদ্ভ্রাতঃ কারণং সর্ব্বং কথ্যতাং হি মমাগ্রতঃ।
যমাশ্রিত্য ত্বয়াদ্যৈব কৃতমাহ্বানমেব মে ॥৭৭

বীতরাগ উবাচ।

পুমান্ স্থিতো যঃ পুরতো মহাপাশৈর্নিযন্ত্রিতঃ।
মোহস্য বাণৈঃ সম্ভ্রান্তঃ সংসারস্য চ বন্ধনৈঃ ॥৭৮
সর্ব্বস্য ব্যাপকঃ স্বামী হ্যয়মাত্মা মমৈব চ।
পঞ্চতত্ত্বৈঃ সমাবিষ্টো প্রধানাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ ॥
পৃচ্ছতামেনমাত্মানং ভবাংস্তত্ত্বেষু পণ্ডিতঃ।

বিস্তৃতরূপে বলুন। বীতরাগ কহিলেন,—যাঁহার নিকট হইতে কাম সকল নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হয়, দুষ্ট কর্ম্ম-নিচয় যাহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না, যাহার নিকটে কখন আসিতে পারে না, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যাহার ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছে, আমি সেই বীতরাগ, বিবেক আমার বান্ধব। আত্মা কহিলেন,—বিবেক নামে তোমার ভ্রাতা কীদৃশ? তোমার সেই ভ্রাতার এবং তোমার নিজের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বল। বীতরাগ কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমার ভ্রাতার রূপ বা লক্ষণ তোমার নিকট আমি কিছুই ব্যক্ত করিব না, আমার সেই ভ্রাতাকে ডাকিয়া আনিতেছি! ভো ভোঃ ভ্রাতঃ বিবেক! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। হে মহামতে! মৎপ্রতি স্নেহবশতঃ তুমি হেথায় আগমন কর। কশ্যপ কহিলেন,—যিনি সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বসন্দেহহর, জ্ঞানবৎসল, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নিরাশ, নিষ্পরিগ্রহ, সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত, দ্বন্দ্বাতীত ও মহামতি; যোগ যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধারণা ও ধী যাঁহার কন্যাদ্বয়, মোক্ষ যাঁহার মহাগুরু, মহাত্মা ধর্ম্ম ও সত্য যাঁহার মহাপ্রাজ্ঞ অমাত্য, সেই গুণরত্নমণ্ডিত বিবেক শান্তি ও ক্ষমানাম্নী স্বীয় পত্নীদ্বয় সহ সমাগত হইলেন; আসিয়া বীতরাগকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার আহ্বানে আসিয়াছি, কি জন্য আমায় আহ্বান করিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। ৬৪—৭৭। বীতরাগ বলিলেন,—এই সম্মুখস্থ পুরুষ সর্ব্বব্যাপক বিভু আত্মা। ইনি মোহপাশে নিয়ন্ত্রিত, মোহবাণে বিদ্ধ, ও সংসারবন্ধনে সম্ভ্রান্ত। পঞ্চতত্ত্বে আবিষ্ট হইয়া এক্ষণে জ্ঞান

---

* যস্মাৎ কামা নিবর্ত্তন্তে বীতরাগঃ স কথ্যতে শুদ্ধো যত্নাৎ প্রপঞ্চেভ্যঃ কর্ম্মাণ্যেতানি চান্যথা ইতি পাঠান্তরম্।

বীতরাগবচঃ শ্রুত্বা বিবেকো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮০

বিবেক উবাচ।

সুখেন স্থীয়তে দেব ভবতা বিশ্বনায়ক।
আগতে ত্বয়ি সংসারে কিংকিংভুক্তং সুখংস্বয়ম্

আত্মোবাচ।

গর্ভবাসে মহদ্দুঃখমসহ্যং দারুণং ময়া।
ভুক্তমেব মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানহীনেন বৈ সদা ॥ ৮২
দেহেঽপি জ্ঞানবিভ্রষ্টঃ সোঽহং জাতো হ্যনেকধা
বাল্যে চাজ্ঞানতস্তাত কৃত্যাকৃত্যং কৃতং ময়া ॥৮৩
তারুণ্যে চ কৃতা ক্রীড়া ভুক্তা ভার্য্যা হ্যনেকশঃ
বার্দ্ধক্যং প্রাপ্য সন্তপ্তঃ পুত্রশোকাদিভিস্তথা ॥
ভার্য্যাদীনাং বিয়োগৈস্তু দগ্ধোঽস্ম্যহমহর্নিশম্।
দুঃখৈরনেকসংবর্গৈঃ সন্তপ্তোঽস্মি দিনে দিনে ॥
দিবারাত্রৌ মহাপ্রাজ্ঞ ন বিন্দামি সুখং ক্বচিৎ।
এবং দুঃখৈঃ সুসন্তপ্তঃ কিং করোমি মহামতে ॥
তমুপায়ং বদস্বৈব সুখং বিন্দামি যেন বৈ।
অস্মাৎ সংসারজালৌঘান্মোচয়াদ্য সুবন্ধনাৎ ॥

বিবেক উবাচ।

ভবাংস্তু দ্বোঽসি নির্দ্বন্দ্বো হ্যপাপোঽসি জগৎপতে
এনং গচ্ছ মহাত্মানং বীতরাগং সুখপ্রদম্ ॥৮৮
নিঃসংশয়ং ত্বয়া দৃষ্টং নগ্নমাচারবর্জ্জিতম্।
সুখপ্রদর্শকো হ্যেষ সর্ব্বসন্তাপনাশকঃ ॥ ৮৯
এবমাকর্ণ্য শুদ্ধাত্মা বীতরাগং ততঃ পুনঃ।
তমুবাচ শ্বসন্ দীনঃ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥ ৯০
সুখং বিন্দামি যেনাহং তং মার্গং মম দর্শয়।
এবমস্তু মহাপ্রাজ্ঞ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৯১
পুনর্গচ্ছ বিবেকং হি সুখবার্ত্তা কৃতা ত্বয়া।
সুখমার্গস্য বৈ বক্তা তব এষ ভবিষ্যতি ॥ ৯২
বীতরাগেণ পুণ্যেন প্রেষিতো গতবান্ প্রভুঃ।
তমুবাচ মহাত্মানং বিবেকং শুদ্ধসত্তমম্ ॥ ৯৩
সুখং মে দর্শয় ত্বং হি বীতরাগেণ প্রেষিতঃ।
ভবচ্ছরণমাপন্নো রক্ষ সংসারদারুণাৎ ॥ ৯৪

ও ধ্যানবর্জ্জিত হইয়াছেন। তুমি তত্ত্ব-পণ্ডিত, এই আত্মাকেই তোমার আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা কর। বীতরাগের বাক্য শুনিয়া বিবেক বলিলেন,—হে দেব বিশ্ব-নায়ক! আপনি সুখে আছেন তো? সংসারে আসিয়া আপনি কি কি সুখ ভোগ করিলেন? আত্মা কহিলেন,—হে মহা-প্রাজ্ঞ! আমি জ্ঞানহীন হইয়া সর্ব্বদা অসহ্য গর্ভবাসদুঃখ ভোগ করিয়াছি। জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া দেহে আমি অনেকরূপে জন্মিয়াছি। বাল্যাবস্থায় কার্য্যাকার্য্য অনেক করিয়াছি। যৌবনে ক্রীড়া করিয়াছি, বহু ভার্য্যা ভোগ করিয়াছি, বার্দ্ধক্যে পুত্রশোকাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়াছি, ভার্য্যাদের বিয়োগে দিবারাত্র দগ্ধ হইয়াছি। দিনে দিনে নানা দুঃখে সন্তপ্ত হইয়াছি, হে মহাপ্রাজ্ঞ! দিবারাত্র মধ্যে কিছুতেই আমি সুখলাভ করি না। এই-রূপে দুঃখসন্তপ্ত হইয়া আমি আর কি করিতে পারি? হে মহামতে! তুমি আমায় এমন উপায় বল, যাহাতে আমি সুখলাভ করিতে পারি; বস্তুতঃ তুমি আমায় এই সংসার-বাগুরা-বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও। বিবেক বলিলেন, হে জগৎপতে! আপনি শুদ্ধবুদ্ধ নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পাপ; এই মহাত্মা সুখ-দাতা বীতরাগকে আশ্রয় করুন। ইহাকেই আপনি নগ্ন ও আচারভ্রষ্ট অবস্থায় দেখিয়া-ছেন। ইনিই আপনার সুখপ্রদর্শক, সর্ব্ব-সন্তাপনাশক, শুদ্ধাত্মা এই কথা শুনিয়া বীতরাগের নিকট গমন করিলেন এবং নিশ্বাসমোচনপূর্ব্বক দীনভাবে বলিলেন,—বীতরাগ! আমি যাহাতে সুখ পাই, এমন পথ আমায় প্রদর্শন কর। বীতরাগ বলি-লেন, 'তথাস্তু' আমি আপনার কথা রক্ষা করিব; পরন্তু পুনরায় আপনি বিবেকের নিকট গমন করুন, আপনি তাহার সহিতই সুখবার্ত্তার আলোচনা করিয়াছেন। ঐ বিবেকই আপনাকে সুখোপায় বলিয়া দিবে। ৭৮—৯২। পুণ্যাত্মা বীতরাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আত্মা পুনরায় মহাত্মা বিবেকের নিকট গিয়া বলিলেন,—তুমি আমায় সুখ প্রদর্শন কর। বীতরাগ আমায় প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই

বিবেক উবাচ।

জ্ঞানং গচ্ছ মহাপ্রাজ্ঞ স তে সর্ব্বং বদিষ্যতি।
আত্মা তথোক্তঃ সম্প্রাপ্তো যত্র জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্
ভো ভো জ্ঞান মহাতেজঃ সর্ব্বভাবপ্রদর্শক।
শরণং ত্বামহং প্রাপ্তঃ সুখং মার্গং প্রদর্শয় ॥ ৯৬

জ্ঞান উবাচ।

ভৃত্যোঽহং তব লোকেশ ত্বং মাং বেৎসি ন সুব্রত।
ময়া ধ্যানেন বৈ পূর্ব্বং বারিতস্ত্বং পুনঃ পুনঃ ॥
পঞ্চাত্মকানাং সঙ্গেন চাপদং প্রাপ্তবান্ ভবান্।
ধ্যানং গচ্ছ মহাপ্রাজ্ঞ স তে দাতা সুখস্য চ ॥৯৮
জ্ঞানেন প্রেষিতো হ্যাত্মা ধ্যানমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ
সুখমত্যন্তসিদ্ধঞ্চ ধ্যানং মে দর্শয়স্ব হ ॥ ১০০
ভবচ্ছরণমায়াতং মামেবং পরিরক্ষয়।
এবং সম্ভাষিতং তস্য ধ্যানমাকর্ণ্য তদ্বচঃ ॥১০১
সমুবাচ পুনশ্চাপি তমাত্মানং প্রহৃষ্টবান্।
নৈব ত্যাজ্যোঽস্ম্যহং তাত নিশ্চিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু
তথৈব বীতরাগেণ বিবেকেন সদৈব হি।
ধ্যানযুক্তো ভবস্ব ত্বমাত্মানমবলোকয় ॥ ১০৩
আত্মবাংস্ত্বং স্থিরো ভূত্বা নিরাতঙ্কোঽবিকল্পিতঃ
যথা দীপো নিবাতস্থঃ কজ্জলং বমতে স্থিরম্ ॥
তথা দোষান্ প্রজ্বলিত্বা নির্ব্বাণং হি প্রযাস্যসি
একান্তস্থো নিরাহারো মিতাশী ভব সর্ব্বদা ॥
নির্দ্বন্দ্বঃ শব্দসংহীনো নিশ্চলোপাসনে স্থিতঃ।
আত্মানমাত্মনা ধ্যায়ন্নস্থৈব স্থিরবুদ্ধিনা ॥ ১০৬
প্রাপ্স্যসে পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডেঽধ্যাত্মবর্ণনে-
ঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

দারুণ সংসার হইতে আমায় রক্ষা কর। বিবেক বলিলেন,—মহাভাগ। আপনি জ্ঞানের নিকট যাউন, তিনি আপনাকে সকল বিষয় বলিবেন। আত্মা বিবেক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যথায় জ্ঞান অবস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। আসিয়া বলিলেন—ভো ভোঃ সর্ব্বভাবদর্শক জ্ঞান। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমায় সুখোপায় প্রদর্শন কর। জ্ঞান কহিলেন—হে লোকপতে। আমি আপনার ভৃত্য; আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। আমি এবং ধ্যান আমরা উভয়ে পূর্ব্বে আপনাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম। আপনি পঞ্চ তত্ত্বের সংসর্গে আপদগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, আপনি ধ্যানের নিকট যাউন, তিনি আপনার সুখপ্রদ হইবেন। জ্ঞান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আত্মা ধ্যানের আশ্রয় লইলেন। তথায় গিয়া বলিলেন, ধ্যান! তুমি আমায় ঐকান্তিক সুখ প্রদর্শন কর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমায় রক্ষা কর। ধ্যান আত্মার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টভাবে পুনরায় আত্মাকে বলিলেন,—আপনি যে কোন কর্ম্মেই লিপ্ত থাকুন, আমায় কখন পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি বীতরাগ ও বিবেকসহ ধ্যানযুক্ত হউন, আত্মাকে অবলোকন করুন। আপনি আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিরাতঙ্ক ও নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থিত হউন, নিবাতস্থ স্থির প্রদীপ যেমন কজ্জল বমন করে, আপনি তেমনি দোষরাশি দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। আপনি একান্তস্থ, নিরাহার, মিতাশী, নির্দ্বন্দ্ব, নিঃশব্দ, নিশ্চল ও আসনস্থ হইয়া স্থির বুদ্ধি বলে ধ্যানযোগে আত্মা দ্বারা আত্মাবলোকন করুন। এইরূপে বিষ্ণুর সেই পরম পদ আপনি অধিগত হইতে পারিবেন। ৯৩—১০৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

কশ্যপ উবাচ।

এবং সম্বোধিতস্তত্র হ্যাত্মা ধ্যানাদিকৈস্তদা।
মোক্তুকামঃ স তৎকার্য্যং পঞ্চাত্মকং সুবুদ্ধিমান্
নিমিত্তান্তেব পশ্যৈব প্রাপ্য তাংস্তান্ প্রয়াতি সঃ
বিহায় কায়ং নির্লক্ষ্যং পতিতং নৈব পশ্যতি ॥ ২
সহ বর্দ্ধিতয়োর্নাস্তি সম্বন্ধঃ প্রাণদেহয়োঃ।
ধনপুত্রকলত্রৈশ্চ সম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ৩
এবং জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ ক্লৈব্যং মা গচ্ছ সুপ্রিয়ে
অয়মেব পরং ব্রহ্ম হ্যয়মেব সনাতনঃ ॥ ৪
অয়মাত্মস্বরূপেণ দৈত্যদেবেষু সংস্থিতঃ।
অয়ং ব্রহ্মা হ্যয়ং রুদ্রো হ্যয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৫
অয়ং সৃজতি বিশ্বানি হ্যয়ং পালয়তে প্রজাঃ।
সংহরত্যেষ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরূপো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬
অনেনোৎপাদিতা দেবা দানবাশ্চৈব সুপ্রিয়ে।
দেবাশ্চ ধর্ম্মসংযুক্তা ধর্ম্মহীনাঃ সুতাস্তব ॥৭
ধর্ম্মোঽয়ং মাধবস্যাঙ্গং সর্ব্বদেবৈশ্চ পালিতম্।
ধর্ম্মং চ চিন্তয়েদ্দেবি ধর্ম্মং চৈব প্রপালয়েৎ ॥৮
তস্য বিষ্ণুঃ স ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদৈব প্রসাদবান্ ॥
ধর্ম্মেণ বর্ত্তিতা দেবাঃ সত্যেন তপসা কিল ॥ ৯
যেষাং বিষ্ণুঃ প্রসন্নো বৈ ধর্ম্মস্তৈরিহ পালিতঃ
বিষ্ণোঃ কায়মিদং ধর্ম্মং সত্যং হৃদয়মেব চ ॥১১
যস্তৌ পালয়তে নিত্যং তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
দূষয়েদ্ যঃ সত্যধর্ম্মৌ পাপমেব সমাচরেৎ।
তস্য বিষ্ণুঃ প্রকুপ্যেত নাশয়েদতিবীর্য্যবান্ ॥১২
বৈষ্ণবৈঃ পালিতং ধর্ম্মং তপঃসত্যেন সংস্থিতৈঃ
তেষাং প্রসন্নো ধর্ম্মাত্মা রক্ষামেবং করোতি চ
তব পুত্রা দনোঃ পুত্রাঃ সৈংহিকেয়াস্তথৈব চ।
অধর্ম্মেণাপি পাপেন বর্ত্তিতাঃ পাপচেতসঃ ॥১৩
সূদিতা বাসুদেবেন সমরে চক্রপাণিনা।

নবম অধ্যায়।

কশ্যপ কহিলেন,—এইরূপে ধ্যানাদি দ্বারা প্রবোধিত হইয়া বুদ্ধিমান্ আত্মা তখন পঞ্চতত্ত্বাত্মক দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। বস্তুতঃ আত্মা নিমিত্ত দর্শনে সেই সেই দেহারম্ভকভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রয়াণ করিয়া থাকেন। তিনি নির্লক্ষ্যভাবে কায় পরিত্যাগ করিয়া পতিত কায়ের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করেন না। প্রাণ ও দেহ সহ বর্দ্ধিত হইলেও উহাদের পরস্পর বাস্তব সম্বন্ধ নাই; ধন-পুত্র কলত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে কিরূপে? হে সুপ্রিয়ে! এইরূপ বুঝিয়া শান্তিলাভ কর, বিষণ্ণ হইও না। এই আত্মাই পরব্রহ্ম সনাতন পুরুষ; ইনিই দেবাসুরনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন। ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই রুদ্র, ইনিই সনাতন বিষ্ণু; ইনি বিশ্বের সৃষ্টি করেন, প্রজা রক্ষা করেন এবং এই ধর্ম্মাত্মাই সংহার সাধন করেন। ইনিই ধর্ম্মস্বরূপ জনার্দ্দন। হে প্রিয়ে! ইনিই দেব-দানবের উৎপাদক, দেবগণ অধর্ম্মবর্জ্জিত; আর তোমার পুত্রগণ ধর্ম্মহীন। সর্ব্বদেবপালিত ধর্ম্মই মাধবের অঙ্গ। হে দেবি! ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মপালনই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের চিন্তন-পালন করে, ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণু তৎপ্রতি সর্ব্বদাই প্রসাদবান্ হন। দেবগণ ধর্ম্ম, সত্য ও তপস্যা লইয়াই বিদ্যমান। তাঁহারাই ধর্ম্ম পালন করেন। তাই বিষ্ণু তাঁহাদের উপর প্রসন্ন। ধর্ম্ম বিষ্ণুর দেহ, সত্য তাঁহার হৃদয়; সুতরাং যে ব্যক্তি নিত্য ঐ উভয়কে পালন করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্য ও ধর্ম্ম দূষিত করিয়া পাপকেই পোষণ করে; অতি বীর্য্যবান্ বিষ্ণু তৎপ্রতি কুপিত হইয়া তাহাকে নাশ করেন। ১—১২। তপঃসত্য-সংস্থিত বৈষ্ণবগণ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাই ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণু তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের রক্ষা বিধান করেন। দৈত্য, দানব এবং সৈংহিকেয়গণ পাপে, অধর্ম্মে নিরত, পাপচেতা; তাই তাহারা সমরে চক্রপাণি বাসু-

যোঽসাবাত্মা ময়া প্রোক্তঃ পূর্ব্বমেব তবাগ্রতঃ॥
সোঽয়ং বিষ্ণুর্ন সন্দেহো ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বপালকঃ ।
দৈত্যকায়েষু যঃ স্বস্থঃ পাপমেব সমাস্থিতঃ ॥১৫
জঘ্নিবান্ দানবান্ দেবি স চ ক্রুদ্ধো মহামতিঃ
স বাহ্যাভ্যন্তরে ভূত্বা তব পুত্রা নিপাতিতাঃ ॥
যেন চোৎপাদিতা দেবি তেনৈব বিনিপাতিতাঃ
তেষাং মোহো ন কর্ত্তব্যো ভবত্যা বচনং শৃণু
পাপেন বর্ত্ততে যোঽসৌ স এবং নিধনং ব্রজেৎ
তস্মান্মোহং পরিত্যজ্য সদা ধর্ম্মং সমাশ্রয় ॥১৮

দিতিরুবাচ ।

এবমস্তু মহাভাগ করিষ্যে বচনং তব ।
কশ্যপং চ মুনিশ্রেষ্ঠমেবমাভাষ্য দুঃখিতা ॥ ১৯
সম্বোধিতা সা মুনিনা দুঃখং সন্ত্যজ্য সংস্থিতা ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে দিতিসম্বোধনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ঐ যে আত্মার কথা তোমার নিকট পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বপালক। হে দেবি! যিনি দৈত্যদেহে সুস্থ থাকিয়া পাপলিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহামতি ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছেন এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে অবস্থিত হইয়া তোমার পুত্রদিগকে নিপাতিত করিয়াছেন। হে দেবি! যিনিই উৎপাদক, তিনিই বিনিপাতক; সুতরাং তাহাদের জন্য তুমি শোক করিও না; আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে পাপানুবর্ত্তী, তাহাকেই নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব মোহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাশ্রয় কর। দিতি কহিলেন,—মহাভাগ! তাহাই হউক, আমি আপনার বচন পালন করিব। দুঃখিতা দিতি মুনিবর কশ্যপকে এই কথা কহিয়া পরে মুনি কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইলেন এবং দুঃখ পরিহার করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। ১৩—২০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।

ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুত্তরাঃ ।
যুদ্ধভগ্নাস্তু কিং কুর্য্যুর্ব্যবসায়ং মহামতে ॥ ১
বিস্তরেণাপি নো ব্রূহি তেষাং বৃত্তমনুত্তমম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সর্ব্বে ত্বত্তো বৈ সাম্প্রতং দ্বিজ

সূত উবাচ ।

ভগ্না রণাত্তু তে সর্ব্বে বলহীনাস্তু বৈ তদা ।
গতদর্পাঃ সুদুঃখার্ত্তা দৈত্যাস্তে পিতরং গতাঃ ॥
ভক্ত্যা প্রণম্য তে সর্ব্বে সমূচুঃ কশ্যপং তদা ॥

দানবা ঊচুঃ ।

ভবদ্বীর্য্যাৎ সমুৎপত্তিরস্মাকং দ্বিজসত্তম ।
দেবতানাং মহাভাগ দানবানাং তথৈব চ ॥ ৫
বয়ং চ দানবাঃ সর্ব্বে বলবীর্য্যপরাক্রমাঃ ।
উপায়জ্ঞাঃ সুধীরাশ্চ হ্যুদ্যমেন সমন্বিতাঃ ॥ ৬
বয়ং তু বহবস্তাত দেবাঃ স্বল্পাস্তথৈব চ ।
কথং জয়ন্তি তে সর্ব্বে বয়ং ভগ্না মহাহবাৎ ॥ ৭
তৎ কিং বৈ কারণং তাত বলতেজঃসমন্বিতাঃ

দশম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে! অনন্তর হিরণ্যকশিপুপ্রমুখ দানবগণ যুদ্ধ হইতে ভগ্ন হইয়া কি কার্য্য করিল, বিস্তৃতরূপে বল। তাহাদের সেই উত্তম বৃত্তান্ত তোমার নিকট শুনিতে আমরা সম্প্রতি ইচ্ছা করিয়াছি। সূত কহিলেন,—গতদর্প সুদুঃখার্ত্ত দৈত্যগণ তখন রণ হইতে ভগ্ন হইয়া নিস্তেজ ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং ভক্তিপূর্ব্বক কশ্যপকে প্রণাম করিয়া কহিল,—হে দ্বিজবর! আপনার বীর্য্য হইতেই আমাদের, দেবতাদের এবং দানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা ও দানব সকল বলবীর্য্য-পরাক্রমশালী, উপায়জ্ঞ, সুধীর ও উদ্যমসম্পন্ন, তদুপরি আমরা বহুসংখ্যক এবং দেবগণ অল্পসংখ্যক, তথাচ দেবগণ জয়ী হয় এবং আমরা মহাসমর হইতে ভগ্ন হই। ১—৭। হে

মত্তনাগসহস্রাণামেকৈকস্য মহামতে॥ ৮
বলমস্তি চ দৈত্যস্য নাস্তি দেবেষু তাদৃশম্।
জয়শ্চ দৃশ্যতে তাত দেবেষ্বেব মহাহবে।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বৈব সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি॥ ৯
কশ্যপ উবাচ।
শৃণুধ্বং পুত্রকাঃ সর্ব্বে যদস্যাপি চ কারণম্।
যস্মাদ্ধি দেবাস্তে সর্ব্বে সমরে জয়িনোঽভবন্॥
বীজনির্ব্বাপকস্তাতো মাতা ক্ষেত্রমিদং সদা।
ধারণে পালনে চৈব পোষণেষু তথৈব চ॥১১
কিং কুর্য্যাদ্বিষমার্গে তু পিতা পুত্রে চ বৈ তথা।
অত্র প্রধানং কর্ম্মৈব জানীধ্বং বুদ্ধিমাশ্রিতাঃ॥
দ্বিবিধং কর্ম্মসম্বন্ধং পাপপুণ্যসমুদ্ভবম্।
সত্যমেবং সমাশ্রিত্য ক্রিয়তে ধর্ম্ম উত্তমঃ॥ ১৩
তপোধ্যানসমাযুক্তং তারণায় হিতং সুতাঃ।
পতনায় পাতকং প্রোক্তং সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ॥
বলেন পরিবারেণ চাভিজাত্যেন পুত্রকাঃ।
পুণ্যহীনস্য পুংসো বৈ তদ্বলং বিফলায়তে॥
উন্নতা গিরিদুর্গেষু বৃক্ষাঃ সন্তি সুপুত্রকাঃ।
পতন্তি বাতবেগেন সমূলাস্তু ঘনা যথা॥ ১৬
সত্যধর্ম্মবিহীনাস্তে তথা যান্তি যমক্ষয়ম্।
সাধারণং প্রাণিনাঞ্চ ধর্ম্ম এতৎ সুপুত্রকাঃ॥১৭
যেন সন্তরতে জন্তুরিহ চৈব পরত্র বা।
তদযুষ্মাভিঃ পরিত্যক্তং সত্যং ধর্ম্মসমন্বিতম্॥১৮
অধর্ম্মমাশ্রিতঃ পুত্রা যুষ্মাভিঃ সত্যবর্জ্জিতৈঃ।
সত্যধর্ম্মতপোভ্রষ্টাঃ পতিতা দুঃখসাগরে॥ ১৯
দেবাশ্চ সত্যসম্পন্নাঃ শ্রেয়সা চ সমন্বিতাঃ।
তপঃশান্তিদমোপেতাঃ সুপুণ্যাঃ পাপবর্জ্জিতাঃ
যত্র সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ তপঃ পুণ্যং তথৈব চ।
যত্র বিষ্ণুর্হৃষীকেশো জয়স্তত্র প্রদৃশ্যতে॥ ২১
তেষাং সহায়ঃ সম্ভূতো বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
তস্মাজ্জয়ন্তি তে দেবাঃ সত্যধর্ম্মসমন্বিতাঃ॥ ২২
সহায়েন বলেনৈব পৌরুষেণ তথৈব চ।
ভবন্তঃ কিল বৈ পুত্রাস্তপঃসত্যবিবর্জ্জিতাঃ॥২৩

তাত! ইহার কারণ কি? আমাদের এক একজনের বল সহস্র মত্ত হস্তীর সমান; দেবগণের মধ্যে তাদৃশ বল কাহারও নাই। কিন্তু তাহা! হইলে কি হইবে? মহাযুদ্ধে দেবগণেরই জয় দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি আপনি বলুন, আমাদের সংশয় ছেদন করুন। কশ্যপ কহিলেন,—বৎসগণ! যে কারণ দেবগণ সমরে জয়লাভ করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পিতা বীর্য্য-নিধায়ক; মাতা ক্ষেত্র; ধারণ, পালন, পোষণ, সকল সন্তানের জন্যই পিতা মাতার সমান। এ অবস্থায় সন্তান যে বিষম বৃত্তি-সম্পন্ন হয়, তাহাতে পিতা কি করিতে পারেন? আমার মতে এই বৈষম্য বিষয়ে কর্ম্মই একমাত্র প্রধান কারণ; কর্ম্ম দ্বিবিধ—পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম; সত্যকে অবলম্বন করিয়াই উত্তম ধর্ম্ম করা হয়। হে সুতগণ! ধ্যানযুক্ত তপস্যাই হিতকর এবং তাহাই উদ্ধারের পথ। পাতক সর্ব্বদা পতনের কারণ; ইহা নিশ্চিত। বৎসগণ! বলবীর্য্য, পরিবারপ্রাচুর্য্য বা আভিজাত্য দ্বারা অলঙ্কৃত অপুণ্য পুরুষের বল ব্যর্থ হইয়া থাকে। দেখ, গিরিদুর্গস্থ উচ্চ বৃক্ষ সকল যেমন বায়ুবেগে উন্মূলিত হইয়া নিপতিত হয়, তেমনি সত্যধর্ম্মহীন ব্যক্তিরাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রাণীর সমান ফলপ্রদ। প্রাণিগণ যাহা দ্বারা ইহ-পরকালে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সেই ধর্ম্মসমন্বিত সত্য তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা সত্যবর্জ্জিত হইয়া অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ। সত্য, ধর্ম্ম ও তপস্যা হইতে বিচ্যুত হইয়া দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছ। দেবগণ সত্যনিষ্ঠ, শ্রেয়ঃ-সম্পন্ন, তপস্যা কান্তি ও দমোপেত, অতি পুণ্যাত্মা এবং পাপবর্জ্জিত। যথায় সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, পুণ্য ও হৃষীকেশ বিষ্ণু বিরাজিত, সেইখানেই জয় নিশ্চিত। ৮--২১। সনাতন বাসুদেব দেবগণের নিত্য সহায়। সেই জন্যই সত্যধর্ম্মযুক্ত দেবগণ বিজয়-লাভ করেন। পুত্রগণ! তোমরা সহায়,

যস্য বিষ্ণুঃ সহায়শ্চ তপসশ্চ বলং তথা।
তস্যৈব চ জয়ো দৃষ্ট ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ২৪
যূয়ং ধর্ম্মবিহীনাস্তু তপঃসত্যবিবর্জ্জিতাঃ।
ঐন্দ্রং পদং বলেনৈব প্রাপ্তবন্তশ্চ পূর্ব্বতঃ ॥ ২৫
তপো বিনা মহাপ্রাজ্ঞা ধর্ম্মেণ যশসা বিনা।
বলদর্পগুণৈঃ পুত্রা ন প্রাপ্যমৈন্দ্রকং পদম্ ॥ ২৬
প্রাপ্যাপ্যৈন্দ্রং পদং পুত্রাস্ততো ভ্রষ্টা ভবন্তি হি
তস্মাদয়ূয়ং প্রকুর্ব্বন্তু তপঃ পুত্রাঃ সমন্বিতাঃ ॥২৭
অবিরোধেন সংযুক্তা জ্ঞানধ্যানসমন্বিতাঃ।
বৈরং চৈবং ন কর্ত্তব্যং কেশবেন সমং কদা ॥২৮
এবংবিধা যদা পুত্রা যূয়ং পুণ্যা ভবিষ্যথ।
পরাং সিদ্ধিং তদা সর্ব্বে প্রযাস্যথ ন সংশয়ঃ ॥২৯
এবং সম্ভাষিতাস্তে তু কশ্যপেন মহাত্মনা।
সমাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং দানবাস্তে মহৌজসঃ ॥ ৩০
প্রণম্য কশ্যপং ভক্ত্যা সমুত্থায় ত্বরান্বিতাঃ।
সুমন্ত্রং চক্রিরে দৈত্যাঃ পরস্পরসমাহিতাঃ ॥৩১
হিরণ্যকশিপু রাজা তানুবাচাথ দানবান্।
তপশ্চৈব করিষ্যামো দুষ্করং সর্ব্বদায়কম্ ॥ ৩২
হিরণ্যাক্ষস্তদোবাচ চরিষ্যে দারুণং তপঃ।
ততো বলেন ত্রৈলোক্যং গ্রহীষ্যে নাত্র সংশয়ঃ
রণে নির্জ্জিত্য গোবিন্দং তমিমং পাপচেতসম্।
ব্যাপাদ্য দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পদমৈন্দ্রং ব্রজাম্যহম্।

বলিরুবাচ।

এবং ন যুজ্যতে কর্ত্তুং যুষ্মাভির্দ্দিতিজেশ্বরাঃ।
বিষ্ণুনা সহ যদ্বৈরং তদ্বৈরং নাশকারণম্ ॥ ৩৪
দানধর্ম্মৈস্তথা পুণ্যৈস্তপোভির্যজ্ঞযাজনৈঃ।
তমারাধ্য হৃষীকেশং সুখং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥৩৫

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অহমেবং ন করিষ্যে হরেরারাধনং কদা।
স্বভাবন্তু পরিত্যজ্য শত্রুসেবা প্রচর্য্যতে ॥ ৩৭
মরণাদধিকং তস্তু মানয়ন্তি হি পণ্ডিতাঃ।
বিষ্ণোঃ সেবা ন বৈ কার্য্যা ময়া চান্যৈশ্চ
দানবৈঃ ॥ ৩৮
তমুবাচ মহাত্মানং বলিঃ পিতামহং পুনঃ।

বল ও পুরুষকারসম্পন্ন হইলেও তপস্যা ও সত্যবর্জ্জিত। বিষ্ণু যাহার সহায়, তপস্যা যাহার বল, তাহারই জয় দৃষ্ট হয়, ধর্ম্মবিদ্‌গণের ইহাই অভিমত। তোমরা ধর্ম্মবর্জ্জিত, এবং তপস্যা ও সত্যবিরহিত হইয়াও পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রপদলাভ করিয়াছিলে; কিন্তু হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! তপস্যা, ধর্ম্ম ব যশ ব্যতীত কেবল বলদর্প-গুণে দীর্ঘদিন ইন্দ্রপদ ভোগ করা যায় না। তাই তোমরা ইন্দ্রপদ পাইয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ। তাই বলিতেছি, তোমরা তপস্যা কর। জ্ঞানে ধ্যানে আবৃত হও, কাহারও সহিত বিরোধ করিও না। কেশবের সহিত কদাচ তোমাদের বিরোধ কর্ত্তব্য নহে। হে পুত্রগণ! যখন তোমরা এইরূপ হইবে, তখনই ধন্য হইবে; তখনই পরম সিদ্ধি তোমাদের অধিগত হইবে। মহাত্মা কশ্যপ এই কথা কহিলে, মহাতেজা দানবগণ পিতার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পিতাকে প্রণাম করত সত্বর উত্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। রাজা হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে বলিলেন, সর্ব্বফলদায়ক দুষ্কর তপস্যা আমরা করিব। তখন হিরণ্যাক্ষ কহিল, আমি কঠোর তপস্যা করিব। তপস্যাবলে এই ত্রৈলোক্য নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিব, পাপচেতা গোবিন্দকে সমরে জয় এবং সমস্ত দেবকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপদ লাভ করিব। বলি বলিল,—হে দৈত্যাধিপগণ! আপনারা এরূপ কার্য্য করিবেন না। বিষ্ণুর সহিত বৈরাচরণই নাশের কারণ। মানবগণ দান, ধর্ম্ম, পুণ্য, তপস্যা এবং যজ্ঞযাজন দ্বারা সেই হৃষীকেশকে আরাধনা করিয়া সুখলাভ করিয়া থাকে। ২২—৩৫। হিরণ্যকশিপু কহিল,—আমি কখনই হরির আরাধনা করিব না। স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সেবাচরণ মরণ হইতেও সমধিক, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। আমি বা অন্য কোন দানব কেহই আমরা বিষ্ণুর সেবা করিব না। বলি তখন পিতামহকে পুন-

ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যদ্দৃষ্টং মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৩৯
রাজনীতিযুতং মন্ত্রং শত্রোশ্চৈব প্রধানতঃ।
হীনমাত্মানমাজ্ঞায় রিপুং তং বলিনং তথা ॥৪০
তস্য পার্শ্বং প্রগত্যৈব জয়কালং প্রতীক্ষয়েৎ।
দীপচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য তমো বসতি সর্ব্বদা ॥৪১
স্নেহং দশাগতং প্রেক্ষ্য দীপস্যাপি মহাবলম্।
প্রকাশং যাতি বেগেন তমশ্চ বর্দ্ধতে পুনঃ ॥৪২
তথা প্রসাধয়েচ্ছন্নঃ স্নেহং নির্দ্দিশ্য তত্ত্বতঃ।
স্নেহং কৃত্বা সুরৈঃ সার্দ্ধং ধর্ম্মভাবৈঃ সুরদ্বিষম্
পূর্ব্বমুক্তং সুমন্ত্রন্তু মুনিনা কশ্যপেন হি।
তেন মন্ত্রেণ রাজেন্দ্র কুরু কার্য্যং স্বমাত্মবান্॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দৈত্যঃ প্রতাপবান্।
পৌত্র নৈবং করিষ্যেঽহং মানভঙ্গং তথাত্মনঃ ॥
অন্যে চ বান্ধবাঃ সর্ব্বে তমুচুর্জ্ঞানপণ্ডিতম্।
বলিনোক্তঞ্চ যৎ পুণ্যং দেবতানাং প্রিয়ঙ্করম্ ॥

রায় বলিলেন,—ধর্ম্মশাস্ত্রে তত্ত্ববেদী মুনিগণ এইরূপ রাজনৈতিক মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শত্রু হইতে আত্মাকে হীনবল এবং আপনা হইতে শত্রুকে বলশালী বুঝিয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করত জয়কালের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। দীপের ছায়া আশ্রয় করিয়া অন্ধকার সর্ব্বদা বাস করে, পরে দীপের স্নেহ যখন দশাগত হয়, তদ্দর্শনে অতিবেগে প্রকাশ পাইয়া পুনরায় সে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুর স্নেহ প্রদর্শন করিয়া প্রসন্নতা বিধান করিবে। হে রাজেন্দ্র! সুরারিগণ স্নেহ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মানুসারেই সুরগণ সহ ব্যবহার করেন। কশ্যপ মুনি পূর্ব্বে যে সুমন্ত্রণা দিয়াছেন, সেই মন্ত্রানুসারে আপনিও কার্য্য করুন। তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া প্রতাপবান্ দৈত্য হিরণ্যকশিপু কহিলেন—পৌত্র! আমি আপন মানভঙ্গ কিছুতেই করিতে পারিব না। তখন অন্যান্য বান্ধবগণও সেই নীতিপণ্ডিত হিরণ্যকশিপুকে বলিল,—বলি যে পুণ্য কথা কহিয়াছে, তাহা দেবগণের প্রিয়ঙ্কর, ইন্দ্রের মানবর্দ্ধক; পরন্তু

শক্রমানকরং প্রোক্তং দানবানাং ভয়ঙ্করম্।
করিষ্যামো বয়ং সর্ব্বে তপ এব হ্যনুত্তমম্ ॥ ৪৭
নির্জ্জিত্য তপসা দেবান্ হরিষ্যামঃ স্বকং পদম্
এবমামন্ত্র্য তে সর্ব্বে নিরাকৃত্য বলিং তদা ॥ ৪৮
বিষ্ণোঃ সার্দ্ধং মহাবৈরং হৃদি কৃত্বা মহাসুরাঃ।
তপশ্চক্রুস্ততঃ সর্ব্বে গিরিদুর্গেষু সানুষু ॥ ৪৯
এবং তে দানবাঃ সর্ব্বে বীতরাগাঃ সুনিশ্চিতাঃ
কামক্রোধবিহীনাশ্চ নিরাহারা জিতক্লমাঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে দৈত্যতপশ্চর্য্যাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রোক্তং দৈত্যদানবসঙ্গরম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ সুব্রতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
কস্য পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ কস্য গোত্রসমুদ্ভবঃ।
কিং তপস্তস্য বিপ্রস্য কথমারাধিতো হরিঃ ॥ ২

দানবগণের তাহা ভয়ঙ্কর। আমরা সকলেই উত্তম তপস্যা করিব; তপস্যায় দেবগণকে জয় করিয়া স্বীয় পদ পুনরাহরণ করিব। এইরূপে মহাসুরগণ মন্ত্রণা করিয়া বলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত, বিষ্ণুর প্রতি মহৎ বৈর হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গিরিদুর্গে এবং সানু প্রদেশে তপস্যা করিতে লাগিল। এইরূপে দানবগণ বীতরাগ, কৃতনিশ্চয়, কামক্রোধহীন, নিরাহার ও জিতক্লম হইয়া পড়িল। ৩৬—৫০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি সর্ব্বজ্ঞরূপে দৈত্য-দানব সমরবর্ণন করিয়াছেন। অধুনা মহাত্মা সুব্রতের বিবরণ বলুন। মহাত্মা সুব্রত কাহার পুত্র, কোন-

সূত উবাচ।

কথা প্রজ্ঞাপ্রভাবেন পূর্ব্বমেব যথাশ্রুতম্।
তথা বিপ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি সুব্রতস্য মহাত্মনঃ॥ ৩
চরিতং পাবনং দিব্যং বৈষ্ণবং শ্রেয় আহবম্।
ভবতামগ্রতঃ সর্ব্বং বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ॥ ৪
পূর্ব্বকল্পে মহাভাগাঃ সুক্ষেত্রে পাপনাশনে।
রেবাতীরে সুপুণ্যে চ তীর্থে বামনসংজ্ঞকে॥
কৌশিকস্য কুলে জাতঃ সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ
স তু পুত্রবিহীনস্তু বহুদুঃখসমন্বিতঃ॥ ৬
দারিদ্র্যেণ সুদুঃখেন সর্ব্বদৈব প্রপীড়িতঃ।
পুত্রোপায়ং ধনস্যাপি দিবারাত্রৌ প্রচিন্তয়েৎ॥ ৭
একদা তু প্রিয়া তস্য সুমনা নাম সুব্রতা।
ভর্ত্তারং চিন্তয়োপেতমধোমুখমলক্ষয়ৎ॥ ৮
সমালোক্য তদা কান্তং তমুবাচ যশস্বিনী।
দুঃখজালৈরসংখ্যৈস্তু তব চিত্তং প্রধর্ষিতম্॥ ৯
ব্যামোহেন প্রমূঢ়োঽসি ত্যজ চিন্তাং মহামতে।
মম দুঃখং সমাচক্ষ্ব স্বস্থো ভব সুখং ব্রজ॥ ১০
নাস্তি চিন্তাসমং দুঃখং কায়শোষণমেব হি।
যস্তাং সন্ত্যজ্য বর্ত্তেত স সুখেন প্রমোদতে॥
চিন্তায়াঃ কারণং বিপ্র কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
প্রিয়াবাক্যং সমাকর্ণ্য সোমশর্ম্মাব্রবীৎ প্রিয়াম্॥

সোমশর্ম্মোবাচ।

ইচ্ছয়া চিন্তিতং ভদ্রে চিন্তা দুঃখস্য কারণম্।
তৎসর্ব্বন্তু প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্॥১৩
ন জানে কেন পাপেন ধনহীনোঽস্মি সুব্রতে
তথা পুত্রবিহীনশ্চ হেতদ্দুঃখস্য কারণম্॥ ১৪

সুমনোবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি সর্ব্বসন্দেহনাশনম্।
স্বরূপমুপদেশস্য সর্ব্ববিজ্ঞানদর্শনম্॥ ১৫
লোভঃ পাপস্য বীজং হি মোহো মূলঞ্চ তস্য হি
অসত্যং তস্য স্কন্ধো বৈ মায়া শাখাসুবিস্তরঃ॥
দম্ভকৌটিল্যপত্রাণি কুবুদ্ধ্যা পুষ্পিতঃ সদা।
অনৃতং তস্য সৌগন্ধ্যং ফলমজ্ঞানমেব চ॥ ১৭
ছদ্মপাষণ্ডচৌর্য্যের্ষ্যাঃ ক্রূরাঃ কূটাশ্চ পাপিনঃ।
পক্ষিণো মোহবৃক্ষস্য মায়াশাখাসমাশ্রিতাঃ॥১৮

গোত্রে উৎপন্ন; তাঁহার তপস্যা কিরূপ? কিরূপে তিনি হরিকে আরাধনা করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! প্রজ্ঞা বলে একথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদে আপনাদের নিকট মহাত্মা সুব্রতের দিব্য পাবন মঙ্গলাবহ বৈষ্ণব চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বকল্পে পবিত্র পাপহর প্রধান ক্ষেত্র রেবাতীরে বামনতীর্থে কৌশিক কুলে দ্বিজবর সোমশর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অপুত্রক বহু দুঃখযুত, বিশেষতঃ দারিদ্র্য দুঃখে সর্ব্বদাই প্রপীড়িত ছিলেন। কোন উপায়ে পুত্রলাভ হইবে এবং কিসে ধনাগম হইবে, সে কথা তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। একদিন তাঁহার পত্নী তপস্বিনী সুমনা ভর্ত্তাকে অধোবদনে চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া কহিলেন,—তোমার চিত্ত অসংখ্য দুঃখে ধর্ষিত হইয়াছে। তুমি মোহ-মূঢ় হইয়া পড়িয়াছ, হে মহামতে! চিন্তা পরিত্যাগ কর। তোমার দুঃখ আমার নিকট প্রকাশ কর। সুস্থ হও, শান্তিলাভ কর। চিন্তার তুল্য দেহশোষক দুঃখ আর নাই। যে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সে সর্ব্বদা সুখ-বিহার করে। হে বিপ্র! তোমার চিন্তার কারণ কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সোমশর্ম্মা প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ভদ্রে, আমি জানি চিন্তা দুঃখের কারণ, তথাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া থাকি। কেন করি, তাহা তোমায় বলিতেছি, শুনিয়া অবধারণ কর। হে সুব্রতে! কোন্ পাপে আমি ধনহীন এবং পুত্রহীন হইয়াছি, তাহা জানি না। ধনহীনতা এবং পুত্রহীনতাই আমার দুঃখের কারণ। ১—১৪। সুমনা কহিলেন,—সর্ব্ব সন্দেহহর উপদেশস্বরূপ সর্ব্ববিজ্ঞানদর্শন আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লোভ পাপের বীজ, মোহ তাহার মূল, অসত্য স্কন্ধ, মায়া শাখা সুবিস্তার; দম্ভ কৌটিল্য পত্র; সদা কুবুদ্ধি পুষ্প, অনৃত তাহার সৌগন্ধ্য; ফল অজ্ঞান; কাপট্য, পাষণ্ডব্যবহার, চৌর্য্য ও

অজ্ঞানং সুফলং তস্য রসোঽধর্ম্মঃ ফলস্য হি।
তৃষ্ণোদকেন সংবৃদ্ধিস্তস্যাশ্রদ্ধা দ্রবঃ প্রিয় ॥ ১৯
অধর্ম্মঃ সুরসস্তস্য চোৎকটৈর্ম্মধুরায়তে।
যাদৃশৈশ্চ ফলৈশ্চৈব সুফলো লোভপাদপঃ ॥
তস্য ছায়াং সমাশ্রিত্য যো নরঃ পরিতুষ্যতে।
ফলানি তস্য চাশ্নাতি সুপক্কানি দিনে দিনে॥২১
ফলানাস্তু রসেনাপি হ্যধর্ম্মেণ তু পালিতঃ।
সসন্তুষ্টো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ পতনায়াভিগচ্ছতি ॥ ২২
তস্মাচ্চিন্তাং পরিত্যজ্য পুমাল্লোঁভং ন কারয়েৎ
ধনপুত্রকলত্রাণাং চিন্তামেকাং ন কারয়েৎ ॥২৩
যো হি বিদ্বান্ ভবেৎকান্ত মূর্খাণাং পথমেব হি
মূর্খশ্চিন্তয়তে নিত্যং কথমর্থো মমৈব হি॥ ২৪
সুভার্য্যামিহ বিন্দামি কথং পুত্রানহং লভে ॥
এবং চিন্তয়তে নিত্যং দিবারাত্রৌ বিমোহিতঃ॥
ক্ষণমেকং প্রপশ্যেত চিন্তামধ্যে মহৎসুখম্।
পুনশ্চৈতন্যমায়াতি মহাদুঃখেন পীড্যতে ॥ ২৬
চিন্তামোহৌ পরিত্যজ্য অনুবর্ত্তস্ব চ দ্বিজ।
সংসারে নাস্তি সম্বন্ধঃ কেন সার্দ্ধং মহামতে ॥
মিত্রাণি বান্ধবাঃ পুত্রাঃ পিতৃমাতৃসভৃত্যকাঃ।
সম্বন্ধিনো ভবন্ত্যেতে কলত্রাণি তথৈব চ ॥ ২৮

সোমশর্ম্মোবাচ।

সম্বন্ধঃ কীদৃশো ভদ্রে মম বিস্তরতো বদ।
যেন সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে ধনপুত্রাপ্তবান্ধবাঃ ॥ ২৯

সুমনোবাচ।

ঋণসম্বন্ধিনঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসাপহারকাঃ।
লাভপ্রদা ভবন্ত্যেকে উদাসীনাস্তথাপরে ॥ ৩০
ভেদৈশ্চতুর্ভির্জ্জায়ন্তে পুত্রমিত্রাঃ স্ত্রিয়স্তথা ॥
ভার্য্যা পিতা চ মাতা চ ভৃত্যাঃ স্বজনবান্ধবাঃ ॥
স্বেন স্বেন হি জায়ন্তে সম্বন্ধেন মহীতলে।
ন্যাসাপহারভাবেন যস্য যেন কৃতং ভুবি ॥ ৩২
ন্যাসস্বামী ভবেৎপুত্রো গুণবান্ রূপবান্ ভুবি।
যেনৈবাপহৃতং ন্যাসং তস্য গেহে ন সংশয় ॥৩৩
ন্যাসাপহরণাদ্দুঃখং স দত্ত্বা দারুণং গতঃ।
ন্যাসস্বামী সুপুত্রোঽভূন্ন্যাসাপহারকস্য চ ॥ ৩৪

ঈর্ষ্যা, মোহবৃক্ষের মায়াশাখাশ্রয়ী ক্রূর কুটিল পাপিষ্ঠ পক্ষী। অজ্ঞান সুফল, অধর্ম্ম ফলরস, তৃষ্ণা-জলপ্রবৃদ্ধ অশ্রদ্ধা দ্রব; লোভ-পাদপ যাদৃশ ফলে সুফল, তাহার অধর্ম্ম-রূপ সুরস উৎকট হইলেও মধুরায়মাণ; যে নর এরূপ বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া পরিতুষ্ট হয়, ইহার সুপক্ক ফল সকল প্রত্যহ ভক্ষণ করে. ফলরসরূপ অধর্ম্ম দ্বারা পালিত হয়, সে নর সন্তুষ্ট হইলেও পতনের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। অতএব নর চিন্তা পরিত্যাগ করিবে, লোভ করিবে না। ধন-পুত্র কলত্রের চিন্তা করিবে না। হে কান্ত! বিদ্বান্ ব্যক্তিও মূর্খতার পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। মূর্খই নিত্য চিন্তা করে--কিরূপে আমার অর্থ হইবে, কিরূপে আমি সুভার্য্যা ও সুপুত্র লাভ করিব? মূর্খ ব্যক্তি মোহিত হইয়া দিবারাত্র এইরূপই চিন্তা করে। চিন্তার মধ্যে সে আবার ক্ষণেকের তরে মহাসুখ সন্দর্শন করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার তাহার চৈতন্য হয়, সে মহাদুঃখে নিপীড়িত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! আপনি চিন্তা মোহ পরিত্যাগ করিয়া জীবনাতিপাত করুন। হে মহামতে! এ সংসারে কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই? মিত্র বন্ধু, পুত্র কলত্র, পিতা, মাতা, ভৃত্য, এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ বদ্ধ হইয়াই উপস্থিত। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে ভদ্রে! যাহাতে পুত্রাদি বান্ধবগণ সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বল। ১৫—২৯। সুমনা কহিলেন, পুত্র মিত্র কলত্র, এ সকল চতুর্ব্বিধ ভেদে জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কেহ ঋণ সম্বন্ধী, কেহ ন্যাসাপহারক, কেহ লাভপ্রদ এবং কেহ বা উদাসীন। ভার্য্যা, পিতা, মাতা, ভৃত্য এবং স্বজন বান্ধবগণ ভূতলে স্ব স্ব সম্বন্ধ অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। সংসারে যে যাহার ন্যাসাপহরণ করে, ন্যাস-স্বামী তাহার রূপগুণ সম্পন্ন পুত্র হইয়া জন্ম লয়। যে ন্যাসাপহরণ করে, তাহারই গৃহে তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, পরে সে ন্যাসাপহরণ জন্য দুঃখ প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। ন্যাসস্বামী ন্যাসাপহারকের

গুণবান্ রূপবাংশ্চৈব সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ।
ভক্তিঞ্চ দর্শয়েত্তস্য পুত্রো ভূত্বা দিনে দিনে ॥
প্রিয়বান্ মধুরো বাগ্মী বহুস্নেহং বিদর্শয়ন্ ।
স্বীয়ং দ্রব্যং সমুদ্‌গৃহ্য প্রীতিমুৎপাদ্য চোত্তমাম্ ।
যথা যেন প্রদত্তং স্যান্ন্যাসস্য হরণাৎ পুরা ।
দুঃখমেব মহাভাগ দারুণং প্রাণনাশনম্ ॥ ৩৭
তাদৃশং তস্য সৌহৃদ্যাৎ পুত্রো ভূত্বা মহাগুণৈঃ
অল্পায়ুষস্তথা ভূত্বা মরণং চোপগচ্ছতি ॥ ৩৮
দুঃখং দত্ত্বা প্রয়াত্যেব ভূত্বা ভূত্বা পুনঃপুনঃ ।
যদাহ পুত্র পুত্রেতি প্রলাপং হি করোতি সঃ ॥
তদা হাস্যং করোত্যেব কস্যপুত্রো হি কঃ পিতা
অনেনাপহৃতং ন্যাসং মদীয়স্যোপকারণম্ ॥
দ্রব্যাপহরণেনাপি মম প্রাণা গতাঃ কিল ।
দুঃখেন মহতা চৈব হৃসহ্যেন চ বৈ পুরা ॥ ৪১
তথা দুঃখমহং দত্ত্বা দ্রব্যমুদ্‌গৃহ্য চোত্তমম্ ।
গন্তাস্মি সুভৃশং চাদ্য কস্যাহং সুত ঈদৃশঃ ॥৪২
ন চৈষ মে পিতা পুত্রঃ পূর্ব্বমেব ন কস্যচিৎ ।
পিশাচত্বং ময়া দত্তমস্যৈবোক্ত দুরাত্মনঃ ॥ ৪৩
এবমুক্ত্বা প্রযাত্যেব তং প্রহস্য পুনঃ পুনঃ ।
প্রয়াত্যনেন মার্গেণ দুঃখং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥৪৪
এবং ন্যাসং সমুদ্ধর্তুঃ পুত্রাঃ কান্ত ভবন্তি বৈ ।
সংসারে দুঃখবহুলা দৃশ্যন্তে যত্র তত্র চ ॥ ৪৫
ঋণসম্বন্ধিনঃ পুত্রান্ প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ ॥ ৪৬
ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুব্রতোপাখ্যানং
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সুমনোবাচ ।
ঋণসম্বন্ধিনং পুত্রং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ ।
ঋণং যস্য গৃহীত্বা যঃ প্রয়াতি মরণং কিল ॥ ১
অর্থদাতা সুতো ভূত্বা ভ্রাতা চাথ পিতা প্রিয়া
মিত্ররূপেণ বর্ত্তেত হ্যতিদুষ্টঃ সদৈব সঃ ॥ ২

সুপুত্র হয়, রূপ গুণ ও সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত হইয়া দিনে দিনে ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাকে। ঐ পুত্র প্রিয়বাদী, মধুরস্বভাব, বাগ্মী ও বহু স্নেহ প্রদর্শক হইয়া স্বীয় দ্রব্যগ্রহণ ও উত্তম প্রীতি উৎপাদন করে। হে মহাভাগ! পূর্ব্বে ন্যাসাপহরণপূর্ব্বক যে যেরূপ দুঃখ দিয়াছিল, তাহার মহাগুণসম্পন্ন পুত্ররূপে জন্মিয়া সে তাদৃশ দারুণ দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক অল্পায়ু হইয়া মরণ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বারংবার পুত্ররূপে জন্মিয়া দুঃখ দানপূর্ব্বক প্রয়াণ করে। পিতা যখন হা পুত্র, হা পুত্র, বলিয়া রোদন করেন, তখন 'কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা' এই বলিয়া সে হাস্য করিতে থাকে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার উপকারক দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, দ্রব্যাপহরণে আমার প্রাণ যায় নাই, কিন্তু অসহনীয় মহাদুঃখে আমার প্রাণ গিয়াছিল। আমি সেইরূপ দুঃখ প্রদান করিয়া আমার সেই উত্তম দ্রব্য লইয়া অদ্য গমন করিতেছি। কে আমার পিতা, কাহার আমি পুত্র? এ আমার পিতা নয়, আমিও পূর্ব্বে কাহারও পুত্র ছিলাম না, আমি এই দুরাত্মাকে পিশাচত্ব প্রদান করিলাম। এই বলিয়া সেই পুত্র পুনঃ হাস্য করিয়া চলিয়া যায়। এই রূপেই পুত্র পিতাকে দারুণ দুঃখ দিয়া গমন করিয়া থাকে। হে কান্ত! ন্যাসাপহর্ত্তা পিতার পুত্রগণ এই রূপই হয়। এই জন্য সংসারে যত্র তত্র দুঃখবহুল ব্যক্তিবর্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভবৎসমীপে ঋণসম্বন্ধী পুত্রগণের কথা কহিতেছি। ৩৭—৪৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

সুমনা কহিলেন,--আমি ঋণসম্বন্ধী পুত্রের কথা এক্ষণে বলিতেছি। যে যাহার ঋণ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থদাতা তাহার পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, স্ত্রী বা মিত্ররূপে

স্নাং নৈব প্রপশ্যেত স ক্রূরো নিষ্ঠুরাকৃতিঃ।
জল্পতে নিষ্ঠুরং বাক্যং সদৈব স্বজনেষু চ ॥ ৩
মিষ্টং মিষ্টং সমশ্নাতি ভোগান্‌ ভুনক্তি নিত্যশঃ
দ্যূতকর্ম্মরতো নিত্যং চৌরকর্ম্মণি সস্পৃহঃ ॥ ৪
গৃহদ্রব্যং বলাদ্ভুঙক্তে বার্য্যমাণঃ স কুপ্যতি।
পিতরং মাতরং চৈব কুৎসতে চ দিনে দিনে ॥৫
দ্রাবকস্ত্রাসকশ্চৈব বহুনিষ্ঠুরজল্পকঃ।
এবং ভুক্ত্বাথ তদ্দ্রব্যং সুখেন সম্প্রতিষ্ঠতি ॥ ৬
জাতকর্ম্মাদিভির্ব্বাল্যৈর্দ্রব্যং গৃহ্লাতি দারুণঃ।
পুনর্ব্বিবাহসম্বন্ধান্নানাভেদৈরনেকধা ॥ ৭
এবং সঞ্জায়তে দ্রব্যমেবমেতদ্দদাত্যপি।
গৃহক্ষেত্রাদিকং সর্ব্বং মমৈব হি ন সংশয়ঃ ॥ ৮
পিতরং মাতরং চৈব হিনস্ত্যেব দিনে দিনে।
মুদগৈর্মুসলৈশ্চৈব সর্ব্বঘাতৈস্তু দারুণৈঃ ॥ ৯
মৃতে তু তস্মিন্‌ পিতরি মাতর্য্যেবাতিনিষ্ঠুরঃ।
নিঃস্নেহো নিষ্ঠুরশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি দানানি ন করোতি কদৈব সঃ।
এবংবিধাশ্চ বৈ পুত্রাঃ প্রভবন্তি মহীতলে ॥১১
রিপুং পুত্রং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে দ্বিজপুঙ্গব।
বাল্যে বয়সি সম্প্রাপ্তে রিপুত্বে বর্ত্ততে সদা ॥১২
পিতরং মাতরং চৈব ক্রীড়মানো হি তাড়য়েৎ।
তাড়য়িত্বা প্রয়াত্যেব প্রহস্যৈব পুনঃপুনঃ ॥১৩
পুনরায়াতি সন্ত্রস্তঃ পিতরং মাতরং প্রতি।
সক্রোধো বর্দ্ধতে নিত্যং কুৎসতে চ পুনঃপুনঃ ॥
এবং সংবর্ত্ততে নিত্যং বৈরকর্ম্মণি সর্ব্বদা ॥১৪
পিতরং মারয়িত্বা চ মাতরঞ্চ ততঃ পুনঃ।
প্রয়াত্যেবং সুদুষ্টাত্মা পূর্ব্ববৈরানুভাবতঃ ॥১৫
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যস্মাল্লভ্যং ভবেৎ প্রিয়ঃ।
জাতমাত্রঃ প্রিয়ং কুর্য্যাদ্বাল্যে লালনক্রীড়নৈঃ
বয়ঃ প্রাপ্য প্রিয়ং কুর্য্যান্মাতৃপিত্রোরনন্তরম্‌।
ভক্ত্যা সন্তোষয়েন্নিত্যং তাবুভৌ পরিতোষয়েৎ
স্নেহেন বচসা চৈব প্রিয়সম্ভাষণেন চ।
মৃতে গুরৌ সমাজ্ঞায় স্নেহেন রুদতে পুনঃ ॥১৮

প্রাদুর্ভূত হইয়া অতীব দুষ্টাভিপ্রায়ে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে থাকে। সেই নিষ্ঠুর ক্রুর ব্যক্তি কাহারও গুণ দর্শন করে না, সর্ব্বদা স্বজনবর্গে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে; নিজে নিত্য মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ও বিবিধ ভোগ উপভোগ করে; দ্যূত ক্রিয়ায় আসক্ত হয়, চৌর্য্য কার্য্যে অনুরক্ত হয়, বলপূর্ব্বক গৃহের দ্রব্য ভোজন করে, নিষেধ করিলে কুপিত হয়, প্রতিদিন পিতা মাতার নিন্দা করে, দ্রাবক, ত্রাসক ও নিষ্ঠুরভাষক হয়। এই রূপে তাহার দ্রব্য সে ভোগ করিয়া সুখে অবস্থান করে। দারুণপ্রকৃতি পুত্র বাল্যে জাতকর্ম্মাদি দ্বারাই প্রথমে তাহার দ্রব্য লয়, পরে বিবাহ সম্বন্ধ হইতে নানা দিকে নানা প্রকারে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করে। এইরূপে দ্রব্যোৎপত্তি হয়, এইরূপেই দান করে। গৃহ ক্ষেত্রাদি সমস্তই 'আমার' এইরূপই তাহার ধারণা হয়। লোষ্ট্র-মুসলাদির দারুণ প্রহারে প্রতিদিনই পিতা মাতাকে প্রহার করে। এই অবস্থায় পিতার মৃত্যু হইলে, পরে মাতার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। শ্রাদ্ধদানাদি কর্ম্ম কদাচ করে না। সংসারে এবংবিধ পুত্রগণই প্রাদুর্ভূত হয়। হে দ্বিজবর! এক্ষণে তোমার নিকট রিপু-পুত্রের কথা বলিতেছি। রিপু পুত্র বালক-কাল হইতেই পিতা মাতার রিপু; সে ক্রীড়া করিতে করিতেও পিতা মাতাকে তাড়না করে; তাড়না করিয়া পুনঃপুন হাসিয়া চলিয়া যায়। পুনরায় সন্ত্রস্ত হইয়া পিতা মাতার নিকট আগমন করে, নিত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, পুনঃপুন কটূক্তি করে। এইরূপে সেই দুষ্টাত্মা পুত্র নিত্য বৈরকর্ম্মে নিরত থাকিয়া পূর্ব্ববৈর হেতু অগ্রে পিতাকে এবং পরে মাতাকে মারিয়া প্রয়াণ করে। ১—১৫।
যে পুত্রের নিকট প্রিয় লাভ করা যায়, অনন্তর তাহার কথা কহিতেছি। প্রিয়কারী পুত্র জাতমাত্র পিতামাতার আনন্দ উৎপাদন করিয়া বাল্যে বা তদূর্দ্ধ বয়সে লালন ক্রীড়ন দ্বারা প্রিয়ানুষ্ঠান করে। অবিচলভক্তি, স্নেহবচন ও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা পিতা মাতার প্রীতি উৎপাদন করে। পিতার

শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি পিণ্ডদানাদিকাং ক্রিয়াম্ ।
করোত্যেব সুদুঃখার্ত্তস্তেভ্যো যাত্রাং প্রযচ্ছতি
ঋণত্রয়ান্বিতঃ স্নেহাদ্ভুক্তাপয়তি নিত্যশঃ ।
যস্মাল্লভ্যং ভবেৎ কান্ত প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ ॥২০
পুত্রো ভূত্বা মহাপ্রাজ্ঞ অনেন বিধিনা কিল ।
উদাসীনং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে প্রিয় সাম্প্রতম্ ॥
উদাসীনেন ভাবেন সদৈব পরিবর্ত্ততে ।
দদাতি নৈব গৃহ্ণাতি ন চ কুপ্যতি তুষ্যতি ॥ ২২
নো বা দদাতি সন্ত্যজ্য হ্যুদাসীনো দ্বিজোত্তম ।
তবাগ্রে কথিতং সর্ব্বং পুত্রাণাং গতিরীদৃশী ॥ ২৩
যথা পুত্রাস্তথা ভার্য্যা পিতা মাতাথ বান্ধবাঃ ।
ভৃত্যাশ্চান্যে সমাখ্যাতাঃ পশবস্তুরগাস্তথা ॥ ২৪
গজা মাহিষ্যো দাসাশ্চ ঋণসম্বন্ধিনস্ত্বমী ।
গৃহীতং ন ঋণং তেন আবাভ্যাস্তু ন কস্যচিৎ ॥
ন্যাসশ্চৈব ন কস্যাপি হৃতো বৈ পূর্ব্বজন্মনি ।
ধারধারো ন কস্যাপি ঋণং কান্তং শৃণুস্ব হি ॥ ২৬
ন বৈরমস্তি কেনাপি পূর্ব্বজন্মনি বৈ কৃতম্ ।
আবাভ্যাং হি ন বিপ্রেন্দ্র গৃহীতং কস্যচিৎপতে
এবং জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ ত্যজ চিন্তামনর্থিকাম্ ।
কস্য পুত্রাঃ প্রিয়া ভার্য্যাঃ কস্য স্বজনবান্ধবাঃ ॥
হৃতং ন চৈব কস্যাপি নৈব দত্তং ত্বয়া পুনঃ ।
কথং হি ধনমায়াতি বিস্ময়ং ব্রজ মা ধব ॥ ২৯
প্রাপ্তব্যমেব যত্রৈব ভবেদ্ দ্রব্যং দ্বিজোত্তম ।
অনায়াসেন হস্তেন তত্রৈব পরিজায়তে ॥ ৩০
যত্নেন মহতা চৈতদ্ দ্রব্যং রক্ষতি মানবঃ ।
ব্রজমানে ব্রজত্যেব তং বিনা হি ন তিষ্ঠতি ॥
এবং জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ জহি চিন্তামনর্থিকাম্ ।
কস্য পুত্রাঃ প্রিয়া ভার্য্যাঃ কস্য স্বজনবান্ধবাঃ ॥
কঃ কস্য নাস্তি সংসারে অসম্বন্ধা দ্বিজোত্তম ॥৩২
মহামোহেন সংমূঢা মানবাঃ পাপচেতসঃ ।
ইদং গৃহময়ং পুত্র ইমা নার্য্যো মমৈব হি ॥ ৩৩

মরণে প্রিয় পুত্র দুঃখার্ত্ত হইয়া স্নেহবশে রোদন করত পরে তাহার শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, ত্রিবিধ ঋণে আবৃত হইয়া নিত্য নিত্য স্নেহবশে ভোজন করায়। হে কান্ত! যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, সে পিতামাতাকে এইরূপ বিধানেই সন্তোষ প্রদান করে। হে প্রিয়! এক্ষণে তোমার নিকটে উদাসীন পুত্রের কথা বলিতেছি। এই পুত্র চিরদিন উদাসীন ভাবেই কালাতিপাত করে; দ্বিজবর! সে পুত্র কিছুই দান করে না, গ্রহণ করে না, কাহার উপর কুপিত হয় না, অথবা সন্তোষ প্রকাশ করে না। উদাসীনের সর্ব্ব বিষয়েই ঔদাস্য প্রকাশ পায়। এই আমি তোমার নিকট সকল বিষয় বলিলাম। জানিবে—পুত্রগণের গতি রীতি এইরূপই। পুত্র যেমন ঋণ সম্বন্ধী, ভার্য্যা, পিতা, মাতা, বান্ধব, ভৃত্য, পশু, অশ্ব, গজ, মহিষী ও দাসবর্গও সেইরূপ ঋণসম্বন্ধী বলিয়াই জানিবে। অতএব হে কান্ত! জানিয়া রাখ, আমরা জন্মান্তরে কখন কাহারও ঋণগ্রহণ ও ন্যাসাপহরণ করি নাই; কাহারও ঋণধারণ করি না; পূর্ব্বজন্মে কাহারও সহিত আমাদের বৈর সম্বন্ধ ঘটে নাই। হে পতে! আমরা কাহারও কিছু গ্রহণও করি নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! এই সকল বুঝিয়া শমাবলম্বন করুন, অনর্থক চিন্তা পরিত্যাগ করুন। দেখুন কে কাহার পুত্র, কে কাহার ভার্য্যা স্বজন বান্ধব? হে পতে! আপনি কাহারও কিছু হরণ বা কাহাকে কিছু দান করেন নাই। সুতরাং ধনাগম হয় না বলিয়া বিস্মিত হইবেন না। দ্বিজবর! যথায় যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা অনায়াসেই হস্তগত হয়। মানব মহাযত্নে স্বীয় দ্রব্যরক্ষা করে, সে গমন করিলে ধন তাহার সহগামী হয়, তাহাকে বিনা থাকে না, অর্থাৎ মানব লব্ধব্য ধন সর্ব্বত্রই লাভ করে। অতএব এই বুঝিয়া আপনি সাম্যাবলম্বন করুন, অনর্থক চিন্তা পরিহার করুন। কে কাহার পুত্র, কে কাহার ভার্য্যা বা স্বজন বান্ধব? হে দ্বিজবর! সংসারে সম্বন্ধ বিনা কে কাহার বিদ্যমান আছে? ১৬—৩২। পাপচেতা মানবেরা সংসারে মায়ামোহে বিমূঢ় হইয়া মনে

অনৃতং দৃশ্যতে কান্ত সংসারস্য হি বন্ধনম্ ॥৩৪
এবং সম্বোধিতো দেব্যা ভার্য্যয়া প্রিয়য়া তদা
পুনঃ প্রাহ প্রিয়াং ভার্য্যাংসুমনাং জ্ঞানবাদিনীম্
সোমশর্ম্মোবাচ।
সত্যমুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সর্ব্বসন্দেহনাশনম্।
তথাপি বংশমিচ্ছন্তি সাধবঃ সত্যপণ্ডিতাঃ ॥৩৬
যথা পুত্রস্য মে চিন্তা ধনস্য চ তথা প্রিয়ে।
যেন কেন প্যুপায়েন পুত্রমুৎপাদয়াম্যহম্ ॥৩৭
সুমনোবাচ।
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পুত্রস্তারয়তে কুলম্।
সৎপুত্রেণ মহাভাগ পিতা মাতা চ জন্তবঃ ॥৩৮
একঃ পুত্রো বরং বিদ্বান্ বহুভির্নির্গুণৈস্তু কিম্
একস্তারয়তে বংশমন্যে সন্তাপকারকাঃ ॥ ৩৯
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তমন্যে সম্বন্ধভাগিনঃ।
পুণ্যেন প্রাপ্যতে পুত্রঃ পুণ্যেন প্রাপ্যতে কুলম্
সুগর্ভঃ প্রাপ্যতে পুণ্যৈস্তস্মাৎ পুণ্যং সমাচর।
জাতস্য মৃত্যুরেবাস্তি জন্ম এব মৃতস্য চ ॥ ৪১
সুজন্ম প্রাপ্যতে পুণ্যৈর্ম্মরণন্তু তথৈব চ।
সুখং ধনচয়ঃ কান্ত ভুজ্যতে পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ৪২
সোমশর্ম্মোবাচ।
পুণ্যস্যাচরণং ব্রূহি তথা জন্মান্যপি প্রিয়ে।
সুপুণ্যঃ কীদৃশো ভদ্রে বদ পুণ্যস্য লক্ষণম্ ॥৪৩
সুমনোবাচ।
আদৌ পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি যথা পূর্ব্বং শ্রুতং ময়া
পুরুষো বাথ বা নারী যথা নিত্যঞ্চ বর্ত্ততে ॥৪৪
যথা পুণ্যৈঃ সমাপ্নোতি কীর্ত্তিং পুত্রান্ প্রিয়াং ধনম্।
পুণ্যস্য লক্ষণং কান্ত সত্যমেব বদাম্যহম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন মখপঞ্চকবর্ত্তনৈঃ।
দানেন নিয়মৈশ্চাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ ॥ ৪৬
অহিংসয়া সুশক্ত্যা চ হ্যস্তেয়েনাপি বর্ত্তনৈঃ।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রপূরয়েৎ ॥ ৪৭
সম্পূর্ণো জায়তে ধর্ম্মো গ্রাসৈর্ভোগো যথোদরে
ধর্ম্মং স্বজতি ধর্ম্মাত্মা ত্রিবিধেনৈব কর্ম্মণা ॥ ৪৮

করে—এই আমার গৃহ, এই আমার পুত্র, এই সকল আমার স্ত্রী। হে কান্ত! এ সংসারবন্ধন অসত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। প্রিয় ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধিত হইয়া দ্বিজ সোমশর্ম্মা পুনরায় জ্ঞানবাদিনী প্রিয়া ভার্য্যা সুমনাকে বলিলেন—ভদ্রে! তুমি সর্ব্বসন্দেহনাশন সত্য বাক্যই বলিয়াছ; তথাচ সাধু পণ্ডিতবর্গ বংশ ইচ্ছা করেন। প্রিয়ে! যেমন আমার পুত্রচিন্তা, ধনচিন্তাও আমার সেইরূপ। যে কোন উপায়েই হউক, আমি পুত্র উৎপাদন করিব। সুমনা কহিলেন—পুত্র দ্বারাই লোক সকল জয় করা যায়; পুত্রই কুলের উদ্ধারকর্ত্তা; হে মহাভাগ! সৎপুত্র দ্বারা পিতা মাতা উদ্ধার পাইয়া থাকেন। বিদ্বান্ একটী মাত্র পুত্রও ভাল, নির্গুণ বহু পুত্রও ভাল নহে। পুত্রের মত পুত্র এক জনই বংশের উদ্ধারকর্ত্তা, অন্য অগুণ বহু পুত্র কেবল সন্তাপকর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্য পুত্র সকল কেবল সম্বন্ধগামী। প্রকৃত পুত্র পুণ্যবলেই পাওয়া যায়, পুণ্যবলেই কুলপ্রাপ্তি, পুণ্যবলেই সুগর্ভলাভ; অতএব পুণ্যাচরণ করুন। জন্মিলেই মৃত্যু আছে; মরিলেও জন্ম হইয়া থাকে কিন্তু সুজন্ম এবং সুমরণ পুণ্যবলেই লভ্য হয়। হে কান্ত! সুখ বা ধনরাশিভোগ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারাই হইয়া থাকে। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—প্রিয়ে! পুণ্যাচরণ কি তাহা আমায় বল। সুপুণ্য কি প্রকার? তাহার লক্ষণই কি? সুমনা কহিলেন,—আমি পুণ্যের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, আদৌ সেই পুণ্যের বার্ত্তা বলি। নর বা নারী যে পুণ্যাচরণ করিয়া নিত্যাবস্থান করে, প্রিয় পুত্র, কীর্ত্তি এবং ধনপ্রাপ্ত হয়, আমি সেই পুণ্যের সমস্ত লক্ষণ বলিতেছি। ৩৩—৪৫। ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, পঞ্চযজ্ঞ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশক্তি, ও অস্তেয়, এই দশবিধ অঙ্গ দ্বারা ধর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইবে। যেমন উদরগত গ্রাসসমষ্টি দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, সেইরূপ ঐ ব্রহ্মচর্য্যাদি দশাঙ্গ দ্বারাই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইয়া থাকেন।

তস্য ধর্ম্মঃ প্রসন্নাত্মা পুণ্যমেবস্তু প্রাপয়েৎ ।
যং যং চিন্তয়তে প্রাজ্ঞস্তং তং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্‌
সোমশর্ম্মোবাচ ।
কীদৃশী ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যাৎ কান্যঙ্গানি চ ভামিনি ।
প্রীত্যা কথয় মে কান্তে শ্রোতুং শ্রদ্ধা প্রবর্ত্ততে
সুমনোবাচ ।
লোকে ধর্ম্মস্য বৈ মূর্ত্তিঃ কৈর্দ্দৃষ্টা ন দ্বিজোত্তম ।
অদৃশ্যবর্ম্মা সত্যাত্মা ন দৃষ্টো দেবদানবৈঃ ॥৫১
অত্রিবংশসমুৎপন্নো যোহনসূয়াত্মজো দ্বিজ ।
তেন দৃষ্টঃ স বৈ ধর্ম্মো দত্তাত্রেয়েণ বৈ সদা ॥
যাবেতৌ তু মহাত্মানৌ কুর্ব্বাণৌ তপ উত্তমম্‌
ধর্ম্মেণ বর্ত্তমানৌ তৌ তপসা চ বলেন চ ॥ ৫৩
ইন্দ্রাধিকেন রূপেণ প্রশস্তেন ভবিষ্যতঃ ।
দশবর্ষসহস্রং তৌ যাবত্তু বনসংস্থিতৌ ॥ ৫৪
বায়ুভক্ষ্যৌ নিরাহারৌ সঞ্জাতৌ শুভদর্শনৌ ।
দশবর্ষসহস্রন্তু তাবৎকালং তপোহর্জ্জিতম্‌ ॥ ৫৫
সুসাধ্যমানয়োশ্চৈব তত্র ধর্ম্মঃ প্রদৃশ্যতে
পঞ্চাগ্নিঃ সাধ্যতে দ্বাভ্যাং তাবৎকালং
দ্বিজোত্তম ॥ ৫৬
ত্রিকালং সাধিতং তাবন্নিরাহারব্রতং তথা ।
জলমধ্যে স্থিতৌ তাবদ্দত্তাত্রেয়ো যতিস্তথা ॥৫৭
দুর্ব্বাসাস্তু মুনিশ্রেষ্ঠস্তপসা চৈব কর্ষিতঃ ।
ধর্ম্মং প্রতি স ধর্ম্মাত্মা চুক্রোধ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫৮
ক্রুদ্ধে সতি মহাভাগ তস্মিন্মুনিবরে তদা ।
অথ ধর্ম্মঃ সমায়াতঃ স্বরূপেণ দ্বিজোত্তম ॥ ৫৯
ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্যুক্তস্তপোভিশ্চ স বুদ্ধিমান্‌ ।
সত্যং ব্রাহ্মণরূপেণ ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥ ৬০
তপস্তু দ্বিজবর্য্যোহস্তি দমঃ প্রাজ্ঞো দ্বিজোত্তমঃ
নিয়মস্তু মহাপ্রাজ্ঞো দানমেব তথৈব চ ॥ ৬১
অগ্নিহোত্রিস্বরূপেণ হ্যাত্রেয়ং হি সমাগতঃ ।
ক্ষমা শান্তিস্তথা লজ্জা চাহিংসা চ হ্যকল্পনা ॥৬২
এতাঃ সর্ব্বাঃ সমায়াতা স্ত্রীরূপাস্তু দ্বিজোত্তম ।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা দয়া শ্রদ্ধা মেধাসৎকৃতিশান্তয়ঃ ॥৬৩
পঞ্চাগ্নয়স্তথা পুণ্যাঃ সাঙ্গ বেদাস্তু তে তদা ।

ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম উৎপাদন করেন। তাদৃশ ধর্ম্মাত্মাকে ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া পুণ্য বিতরণ করেন। ধার্ম্মিক প্রাজ্ঞ যাহা যাহা চিন্তা করেন, দুর্লভ হইলেও সে সকল তাঁহার লভ্য হইয়া থাকে। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—ভামিনি! ধর্ম্মের মূর্ত্তি কীদৃশী? তাঁহার অঙ্গ কি কি? তুমি প্রীতি সহকারে এ সকল আমায় বল। হে কান্তে! উহা শুনিবার জন্য আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সুমনা কহিলেন,—দ্বিজবর! জগতে ধর্ম্মের মূর্ত্তি কেহই দেখে নাই। তিনি অদৃশ্যবর্ম্মা, সত্যাত্মা; দেব-দানবেরও অদৃশ্য। অত্রি-বংশে অনসূয়ার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত দ্বিজ দুর্ব্বাসা এবং দত্তাত্রেয় মহাধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ দুই মহাত্মা উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম এবং তপোবলে সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রাপেক্ষাও অধিকতর প্রশস্তরূপে প্রতিভাত ছিলেন। সেই দুই শুভদর্শন তপস্বী দশসহস্রবর্ষ যাবৎ নিরাহারে বায়ু-মাত্র ভোজনে বনমধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করেন। তাহাদের কঠোর সাধনায় ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হন। হে দ্বিজবর! ধর্ম্ম যখন দৃষ্ট হন, তখন তাঁহারা পঞ্চাগ্নি সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা নিরাহারে থাকিয়া ত্রৈকালিক সাধনা করিতেন, জলমধ্যে অব-স্থান করিতেন। দত্তাত্রেয় যতি ছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা তপস্যায় কৃশ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তপঃকৃশ হইয়া ধর্ম্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। ৪৬—৫৮। হে মহাভাগ! মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিমান্‌ ধর্ম্ম তখন ব্রহ্ম-চর্য্য ও তপস্যাদির সহিত স্বস্বরূপে আগমন করেন। সত্য এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ, তপস্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দম প্রাজ্ঞ দ্বিজবর, নিয়ম মহাপ্রাজ্ঞ এবং দান অগ্নিহোত্ররূপে অত্রিনন্দনের নিকট আসিলেন, হে দ্বিজবর! ক্ষমা, শান্তি, লজ্জা, অহিংসা, অকল্পনা, ইহাঁরা সকলে স্ত্রীরূপে আগমন করিলেন, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, দয়া, শ্রদ্ধা, মেধা, সৎকৃতি, শান্তি, পুণ্য, পঞ্চযজ্ঞ,

স্বস্বরূপধরাশ্চৈতে সর্ব্বে সিদ্ধিং সমাগতাঃ ॥ ৬৪
অগ্ন্যাধানাদয়ঃ পুণ্যা অশ্বমেধাদয়স্তথা।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ৬৫
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
কিরীটকুণ্ডলোপেতা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ৬৬
দীপ্তিমন্তঃ স্বরূপাস্তে তেজোজ্বালাভিরাবৃতাঃ।
এবং ধর্ম্মঃ সমায়াতঃ পরিবারসমন্বিতঃ।
যত্র তিষ্ঠতি দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধনঃ কালবত্তথা ॥ ৬৭

ধর্ম্ম উবাচ ॥

কস্মাৎ কোপঃ কৃতো বিপ্র ভবাংস্তপঃসমন্বিতঃ
ক্রোধো হি নাশয়েচ্ছ্রেয়স্তপ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
সর্ব্বনাশকরং তস্মাৎ ক্রোধং তপসি বর্জ্জয়েৎ ॥
স্বস্থো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্টং তপসঃ ফলম্ ॥ ৭০

দুর্ব্বাসা উবাচ।

ভবান্ কো হি সমায়াত এতৈর্দ্বিজবরৈঃ সহ।
সপ্ত নার্য্যঃ প্রতিষ্ঠন্তি স্বরূপাঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ৭১
কথয়স্ব মমাগ্রে ত্বং বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৭২

ধর্ম্ম উবাচ।

অয়ং ব্রাহ্মণরূপেণ সর্ব্বতেজঃসমন্বিতঃ।
দণ্ডহস্তঃ সুপ্রসন্নঃ কমণ্ডলুধরস্তথা ॥ ৭৩
তবাগ্রে ব্রহ্মচর্য্যাখ্যঃ সোঽয়ং পশ্য সমাগতঃ।
অন্তং পশ্য স বৈ ত্বঞ্চ দীপ্তিমন্তং দ্বিজোত্তমম্।
কপিলং পিঙ্গলাক্ষঞ্চ সত্যমেনং দ্বিজোত্তম।
তাদৃশং পশ্য ধর্ম্মাত্মন্ বৈশ্বদেবসমপ্রভম্ ॥ ৭৫
যত্তপো হি ত্বয়া বিপ্র সর্ব্বদৈব সমাশ্রিতম্।
এনং পশ্য মহাভাগ তব পার্শ্বং সমাগতম্ ॥ ৭৬
প্রসন্নবাগ্‌দীপ্তিযুক্তঃ সর্ব্বজীবদয়াপরঃ।
দম এব তথায়াতো যঃ পোষয়তি সর্ব্বদা ॥ ৭৭
জটিলঃ কর্কশঃ পিঙ্গো হ্যতিতীব্রো মহাপ্রভুঃ।
নাশকো হি স পাপানাং খড়্গহস্তো দ্বিজোত্তম
অতিশান্তো মহাপুণ্যো নিত্যক্রিয়াসমন্বিতঃ।
নিয়মস্তু সমায়াতস্তব পার্শ্বে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৭৯
অ... মুক্তো মহাদীপ্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।
পয়ঃকমণ্ডলুকরো দণ্ডকাষ্ঠধরো দ্বিজঃ ॥ ৮০
শৌচ এষ সমায়াতো ভবতঃ সন্নিধাবিহ।

সাঙ্গ বেদ পুণ্য অগ্ন্যাধানাদি ও অশ্বমেধাদি সকলেই স্বস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধিপ্রাপ্ত রূপলাবণ্যসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, দিব্যমাল্যাম্বরধারী, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, কিরীট-কুণ্ডলযুত, দিব্যাভরণ-মণ্ডিত, দীপ্তিযুক্ত, সুরূপসম্পন্ন এবং তেজোজ্বালায় সমাবৃত। ধর্ম্ম এইরূপে স্বীয় পরিবারবর্গে অন্বিত হইয়া যথায় ক্রুদ্ধস্বভাব দুর্ব্বাসা কালবৎ বিরাজ করিতেছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন। ধর্ম্ম কহিলেন,—আপনি তপঃসমন্বিত, আপনার কোপের কারণ কি? ক্রোধ মঙ্গল নাশ করে, তপস্যা ক্ষয় করে, সুতরাং সর্ব্বনাশকর ক্রোধ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। হে দ্বিজবর! সুস্থ হউন; তপস্যার পরিণাম পরম উত্তম। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—কে আপনি এই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ সহ সমাগত হইলেন? আপনার সঙ্গে অলঙ্কৃত সপ্ত সুরূপা নারী অবস্থিত। হে মহামতে! আমার নিকট ভবৎপরিচয় বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করুন। ধর্ম্ম কহিলেন,—এই যিনি ব্রাহ্মণরূপে আপনার অগ্রে অবস্থিত, যাঁহার হস্তে দণ্ড এবং কমণ্ডলু, যিনি সুপ্রসন্ন ও সর্ব্বতেজের আধার, এই সেই ব্রহ্মচর্য্য অবলোকন করুন; হে দ্বিজবর! এই কপিল, পিঙ্গলাক্ষ, দীপ্তিমান্ অপর পুরুষকে দেখুন, ইনি সত্য, হে মহাভাগ! এই বৈশ্বদেবসমদ্যুতি তাদৃশ ভবৎপার্শ্বগত অপর ব্যক্তিকে দেখুন, ইনিই আপনার সর্ব্বদাশ্রিত তপ। যিনি সর্ব্বদা আপনাকে পোষণ করেন, সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে যাঁহার দয়া, যিনি প্রসন্নবাক্, দীপ্তিযুক্ত, জটিল, কর্কশ, পিঙ্গল ও অতি তীব্র মহাপ্রভু, এই সেই দম। ইনিই হস্তে খড়্গ লইয়া পাপসমূহ বিনাশ করেন, দ্বিজবর! এই অতিশান্ত নিত্যক্রিয়ান্বিত মহাপুণ্য নিয়ম তোমার নিকট উপস্থিত। ৫৯—৭৯। এই যে শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ, অনিস্মুক্ত, মহাদীপ্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু ও দণ্ডকাষ্ঠধর ব্রাহ্মণ আপনার সমীপে সমাগত, ইহার নাম শৌচ। এই

অতিসাধ্বী মহাভাগা সত্যভূষণভূষিতা ॥ ৮১
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গী শুশ্রূষেয়ং সমাগতা।
অতিধীরা প্রসন্নাঙ্গী গৌরী প্রহসিতাননা ॥ ৮২
পদ্মহস্তা ইয়ং ধাত্রী পদ্মনেত্রা সুপদ্মিনী।
দিব্যৈরাভরণৈর্যুক্তা ক্ষমা প্রাপ্তা দ্বিজোত্তম ॥ ৮৩
অতিশান্তা সুপ্রতিষ্ঠা বহুমঙ্গলসংযুতাঃ।
দিব্যরত্নকৃতাশোভা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৮৪
তব শান্তির্মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানরূপা সমাগতা।
পরোপকারকরণা বহুসত্যসমাকুলা ॥ ৮৫
মিতভাষা সদৈবাসাবকল্পা তে সমাগতা।
প্রসন্না সা ক্ষমাযুক্তা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৮৬
পদ্মাসনা সুরূপা সা শ্যামবর্ণা যশস্বিনী।
অহিংসেয়ং মহাভাগা ভবন্তং তু সমাগতা ॥ ৮৭
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী রক্তাম্বরবিলাসিনী।
সুপ্রসন্না সুমন্ত্রা চ যত্র তত্র ন পশ্যতি ॥ ৮৮
জ্ঞানভাবসমাক্রান্তা পুণ্যহস্তা তপস্বিনী।
মুক্তাভরণশোভাঢ্যা নির্ম্মলা চারুহাসিনী ॥ ৮৯
ইয়ং শ্রদ্ধা মহাভাগ পশ্য পশ্য সমাগতা।
বহুবুদ্ধিসমাক্রান্তা বহুজ্ঞানসমাকুলা ॥ ৯০
সুভোগা সত্যরূপা সা সুস্থিতা চারুমঙ্গলা।
সর্ব্বেষ্টধ্যানসংযুক্তা লোকমাতা যশস্বিনী।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যা পীনশ্রোণিপয়োধরা ॥
গৌরবর্ণা সমায়াতা মাল্যবস্ত্রবিভূষিতা।
ইয়ং মেধা মহাপ্রাজ্ঞ তবৈব পরিসংস্থিতা।
হংসচন্দ্রপ্রতীকাশা মুক্তাহারাবলম্বিনী ॥ ৯১
সর্ব্বাভরণসম্ভূষা সুপ্রসন্না মনস্বিনী।
শ্বেতবস্ত্রেণ সংবীতা শতপত্রং করে কৃতম্ ॥৯৩
পুস্তকাখ্যং করে যস্যা রাজমানা সদৈব হি।
এষা প্রজ্ঞা মহাভাগা ভাগ্যবন্তং সমাগতা ॥ ৯৪
লাক্ষারসসমা বর্ণা সুপ্রসন্না সদৈব হি।
পীতপুষ্পকৃতামালা হারকেয়ূরভূষণা ॥ ৯৫
মুদ্রিকাকঙ্কণোপেতা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।
পীতেন বাসসা দেবী সদৈব পরিরাজতে ॥ ৯৬
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় পোষণায়াদ্বিতীয়কা।
যস্যাঃ শীলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৯৭
সেয়ং দয়া সুসম্প্রাপ্তা তব পার্শে দ্বিজোত্তম।

অতিসাধ্বী মহাভাগা সত্যভূষণ-ভূষিতা শুশ্রূষা আসিয়াছেন। হে দ্বিজবর! এই যে অতি ধীরা, প্রসন্নমূর্ত্তি, গৌরাঙ্গী, সহাস্য-বদনা, পদ্মহস্তা, পদ্মনেত্রা, সুপদ্মিনী দিব্যা-ভরণভূষিতা নারী, ইনিই ধারণকর্ত্রী ক্ষমা। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই যে বহু মঙ্গলনিলয়, অতিশান্তা, সুপ্রতিষ্ঠা, দিব্য রত্ন ও দিব্যা-ভরণভূষিতা নারীমূর্ত্তি তোমার পার্শ্বে আগতা, ইনি জ্ঞানরূপা শান্তি। এই যে পরোপ-কারিণী বহু সত্য-সংযুতা, মিতভাষিণী নারী আসিয়াছেন, ইনি অকল্পনা। এই যিনি প্রসন্নমূর্ত্তি, ক্ষমাশীলা, সর্ব্বাভরণভূষিতা পদ্মা-সনা, সুরূপা, শ্যামবর্ণা যশস্বিনী নারী ভবৎ-সমীপে আগমন করিয়াছেন, ইনিই সেই মহাভাগা অহিংসা। এই যিনি তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, রক্তাম্বরধরা, জ্ঞানভাবাক্রান্তা সুপ্র-সন্না, সুমন্ত্রা, মুক্তাভরণশোভনা, নির্ম্মলা, চারুহাসিনী, তপস্বিনী, নারী, যিনি যত্র তত্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, হে মহাভাগ! দেখ দেখ, ইনিই সেই শ্রদ্ধা তোমার নিকট উপ-স্থিত হইয়াছেন। যাঁহার গভীর বুদ্ধি, বিপুল জ্ঞান; যিনি সুভগা, সুরূপা, চারুমঙ্গলা, সমস্ত ইষ্টধ্যানযুতা, লোকমাতা, সর্ব্বাভরণ-শোভিতা, পীনশ্রোণি-পয়োধরা, গৌরবর্ণা, মূল্যবস্ত্র-বিভূষিতা, ও কীর্ত্তিমণ্ডিতা, হে মহা-প্রাজ্ঞ! ইনিই সেই মেধা তোমার পার্শ্বে উপস্থিতা। এই যিনি হংসসুধাংশু-সুন্দরী, মুক্তাহার-বিলম্বিনী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সুপ্র-সন্না মনস্বিনী, শ্বেতবস্ত্র-পরিবৃতা, পদ্ম-পুস্তক হস্তা, ও পদ্মাসনা, হে মহাভাগ! ইনি প্রজ্ঞা, ভবাদৃশ ভাগ্যবানের নিকট অদ্য উপস্থিতা।৮০—৯৪। যাঁহার বর্ণ লাক্ষা-রসের সমান; যিনি সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, যাহার গলে পীতপুষ্পের মালা, যিনি হার-কেয়ূরে অলঙ্কৃতা মুদ্রিকা ও কঙ্কণযুতা, কর্ণ-কুণ্ডলে মণ্ডিতা পীতবসনে বিরাজিতা, ত্রৈলোক্যের উপ-কারে ও পোষণে অদ্বিতীয়া, এবং যাঁহা-

ইয়ং বৃদ্ধা মহাপ্রজ্ঞা ভাবভার্য্যা তপস্বিনী ॥ ৯৮
মম মাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোহহং তব সুব্রত।
ইতি জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ মামেবং পরিপালয় ॥ ৯৯

দুর্ব্বাসা উবাচ।

যদি ধর্ম্মঃ সমায়াতো মৎসমীপস্তু সাম্প্রতম্।
একন্মে কারণং ব্রূহি কিন্তে ধর্ম্ম করোম্যহম্ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

কস্মাৎক্রুদ্ধোঽসি বিপ্রেন্দ্র কিমেতৈর্ব্বিপ্রিয়ংকৃতম্
ং.মে 'ব' কারণ' ব্রূহি দুর্ব্বাসো যদি মন্যসে ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

যেনাহং কুপিতো দেব তদিদং কারণং শৃণু।
দমশৌচৈঃ সুসংক্লেশৈঃ শোধিতং কায়মাত্মনঃ ॥
লক্ষবর্ষপ্রমাণং বৈ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
এবং পশ্যসি মামেব ন দয়া তে প্রবর্ত্ততে ॥ ১০৩
তস্মাৎক্রুদ্ধোহাস্মতেহদ্যৈব শাপত্রয়ং দদাম্যহং
এবং শ্রুত্বা তদা ধর্ম্মস্তমুবাচ মহামতিঃ ॥ ১০৪

ধর্ম্ম উবাচ।

ময়ি নষ্টে মহাপ্রাজ্ঞ লোকো নাশং সমেষ্যতি।
দুঃখমূলমহং তাত নিকর্ষামি ভৃশং দ্বিজ ॥ ১০৫
সৌখ্যং পশ্চাদহং দদ্মি যদি সত্যং ন মুঞ্চতি।
পাপোঽয়ং সুখমূলস্তু পুণ্যং দুঃখেন লভ্যতে ॥
পুণ্যমেবং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাণী প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
মহৎ সৌখ্যং দ ''ৗহ পরত্র চ ন সংশয়ঃ ॥১০৭

[দুর্ব্]বাসা উবাচ।

সুখং যেনাপ : তেন পরং দুঃখং প্রপদ্যতে।
তত্তু মর্ত্ত্যঃ '। ত্যজ্য হ্যন্যেনাপি ভুনক্তি চ ॥
তৎসুখং (. বিজানাতি নিশ্চয়ং নৈব পশ্যতি
তচ্ছ্রেয়ো নৈব পশ্যামি ত্বন্যায্যং হি কৃতং তব।
যেন কায়েন ক্রিয়তে ভুজ্যতে ৈব তৎসুখম্।
অন্যেন ক্রিয়তে ক্লেশমন্যেনাপি প্রভুজ্যতে ॥
তৎসুখং কো বিজানাতি চান্যায়ং ধর্ম্মমেব বা।
অন্যেন ক্রিয়তে ক্লেশমন্যেনাপি সুখং পুনঃ॥১১১
ভুনক্তি পুরুষো ধর্ম্মং ত্বং সর্ব্বং শ্রেয়সা যুতম্।

চরিত্র সর্ব্বদাই পরিকীর্ত্তিত,—হে দ্বিজবর! এই সেই দয়া, তোমার পার্শ্বে সমাগতা। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইনি বৃদ্ধা, ইনিই মম মাতা তপস্বিনী ভাবভার্য্যা। হে দ্বিজবর! আমিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; ইহা জানিয়া শমাবলম্বন কর; এবং আমাকে এইরূপে পালন করিতে থাক। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—যদি সত্য সত্যই ধর্ম্ম সম্প্রতি আমার নিকট আসিয়া থাক তবে বল, তোমার আসিবার কারণ কি? হে ধর্ম্ম! আমি তোমার কি কর্ম্ম সাধন করিব? ধর্ম্ম কহিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! কেন আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; এই আমার পরিজনবর্গ কি আপনার অপ্রিয় করিয়াছেন? হে মুনে! যদি মনে করেন, তবে আমার নিকট কারণ নির্দ্দেশ করুন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—যে কারণে আমি কুপিত হইয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি লক্ষ বর্ষ যাবৎ তপস্যা করিয়াছি, অতিক্লেশকর দমশৌচ দ্বারা দেহ শোধন করিয়াছি; আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়াও তোমার দয়ার উদ্রেক হইতেছে না, এই জন্যই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্য শাপ প্রদানে উদ্যত হইয়াছি। মহামতি ধর্ম্ম এই কথা শুনিয়া তখন তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি নষ্ট হইলে সর্ব্বলোক নষ্ট হইবে। হে তাত! আমি দুঃখসাধ্য, তাই আপনার সাধকদিগকে আমি ক্লেশ দিয়া থাকি। যদি সাধক সত্যচ্যুত না হয়, তবে পরে আমি তাহাকে সুখ প্রদান করি। পাপ সুখসাধ্য; পুণ্য দুঃখলভ্য পুণ্য করিতে করিতে যদি কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে পরত্র তাহাকে আমি মহাসুখ প্রদান করিয়া থাকি। ৯৫—১০৭। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—যে সুখলাভ করে, সে পরে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানব সে দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে সুখভোগ করে। পরন্তু সে সুখজ্ঞান কাহার, নিশ্চয় রূপে কিছুই জানিতে পারে না। আমি ইহা শ্রেয়ঃ মনে করি না। ইহা তোমার অন্যায্য কার্য্য। যে দেহে ক্লেশ করা হয়, সে দেহে তাহার সুখভোগ হয় না। অন্যের কৃত ক্লেশে অন্যে সুখভোগ করে; সে সুখজ্ঞান কাহার হয়, পুরুষের দেহান্তরে ক্লেশাসু-

পুণ্যং চৈব হ্যনেনাপি হ্যনেন ফলমশ্নুতে ॥১১২
ক্রিয়মাণং পুনঃ পুণ্যমন্তেন পরিভুজ্যতে ।
তৎ সর্ব্বং হি সুখং প্রোক্তং যত্তথা যস্য লক্ষণম্
ধর্ম্মশাস্ত্রোদিতং চৈব কৃতং সর্ব্বত্র নান্যথা ।
যেন কায়েন কুর্ব্বন্তি তেন দুঃখং সহন্তি তে ॥
পরত্র তেন ভুঞ্জন্তি হ্যনেনাপি তথৈব বা ।
ইতি জ্ঞাত্বা স ধর্ম্মাত্মা ভবান্ সমবলোকয়েৎ ॥
যথা চৌরা মহাপাপাঃ স্বকায়েন সহন্তি তে ।
দুঃখঞ্চ দারুণং তীব্রং তথা সুখং কথং নহি ॥

ধর্ম্ম উবাচ ।

যেন পাপেন যে পাপা আচরন্তি হি পাতকম্ ।
তেন পীড়াং সহন্ত্যেব পাতকস্য হি তৎফলম্ ॥
দণ্ডমেকং পরং দৃষ্টং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ ।
তং ধর্ম্মপূর্ব্বকং বিদ্ধি হেতৈর্ন্যায়ৈস্ত্বমেব হি ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ ।

এবং ন্যায়ং ন মন্যেহং তথৈব শৃণু ধর্ম্মরাট্ ।
শাপত্রয়ং প্রদাস্যামি ক্রুদ্ধোঽহং তব নান্যথা ॥

ধর্ম্ম উবাচ ।

যথা ক্রুদ্ধো মহাপ্রাজ্ঞ মামেব হি ক্ষমস্ব চ ।
নৈব ক্ষমসি বিপ্রেন্দ্র দাসীপুত্রং হি মাং কুরু ॥
রাজানন্তু প্রকর্ত্তব্যং চাণ্ডালঞ্চ মহামুনে ।
প্রসাদসুমুখো বিপ্র প্রণতস্য সদৈব হি ॥১১১
দুর্ব্বাসাশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধো ধর্ম্মঞ্চৈব শশাপ হ ॥১২২

দুর্ব্বাসা উবাচ ।

রাজা ভব ত্বং ধর্ম্মাদ্য দাসীপুত্রশ্চ নান্যথা ।
গচ্ছ চাণ্ডালযোনিঞ্চ ধর্ম্ম ত্বং স্বেচ্ছয়া ব্রজ ॥
এবং শাপত্রয়ং দত্ত্বা গতোঽসৌ দ্বিজসত্তমঃ ।
অনেনাপি প্রসঙ্গেন দৃষ্টো ধর্ম্মঃ পুরা কিল ॥

সোমশর্ম্মোবাচ ।

ধর্ম্মস্তু কীদৃশো জাতস্তেন শপ্তো মহাত্মনা ।
তদ্রূপং তস্য মে ব্রূহি যদি জানাসি ভামিনি ।

সুমনোবাচ ।

ভরতানাং কুলে জাতো ধর্ম্মো ভূত্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।

ষ্ঠান দেহান্তরে সুখভোগ; ইহাই তোমার মতে শ্রেয়ঃ এবং এই অনুসারেই পুণ্যানুষ্ঠান ও কৃত পুণ্যের ফলভোগ। অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফলভোগ পুনরায় দেহান্তরে হয়। হে ধর্ম্ম! শাস্ত্রোদিত শুভকার্য্যের ফলে যে যে সুখ উক্ত হইয়াছে, তাহা দেহান্তরে সেইরূপই হয়, ইহার অন্যথা কখন হয় না। লোকে যে দেহে পাপানুষ্ঠান করে, সেই দেহেই দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে। ইহকালে যে দেহে দুঃখভোগ, পরকালেও সেই দেহে দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। ইহা বুঝিয়া ধর্ম্মাত্মা আপনি এ বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টিপাত করুন। যেমন মহাপাপকর্ম্মা চৌরগণ স্বীয় বর্ত্তমান দেহেই দারুণ দুঃখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ সেইরূপ এই দেহেই সুখ ভোগ করেন না কেন? ধর্ম্ম কহিলেন,—পাপিগণ যে দেহে পাপাচরণ করে, সেই দেহেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে। ইহাই পাতকের ফল। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানেন, ঐ সকল পাপীর পরকালেও একটা দণ্ডভোগ আছে। এই সকল কারণে আপনি ঐ বিধি ধর্ম্মপূর্ব্বকই জানিবেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আমি ইহা ন্যায্য মনে করি না, সুতরাং শ্রবণ কর, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমায় তিনটী অভিশাপ প্রদান করিতেছি। ১০৮—১১৯। ধর্ম্ম কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; ক্ষমা করুন। যদি একান্তই ক্ষমা না করেন, তবে আমাকে দাসীপুত্র, রাজা এবং চণ্ডাল হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করুন। বিপ্রগণ প্রণত জনে সর্ব্বদাই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন—হে ধর্ম্ম! তুমি রাজা হও, দাসীপুত্র হও এবং স্বেচ্ছায় চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হও। দ্বিজবর এইরূপে শাপত্রয় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুরাকালে এই প্রসঙ্গে ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—মহাত্মা দুর্ব্বাসা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ধর্ম্ম কিরূপ হইয়াছিলেন? হে ভামিনি! যদি জানা থাকে, তবে তাঁহার সেই রূপগ্রহণ বিবরণ বর্ণন কর। সুমনা

বিদুরো দাসিপুত্রস্তু অস্তকৈব বদামাহম্‌ ॥১২৬
যদা রাজা হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রেণ কর্ষিতঃ।
তদা চাণ্ডালতাং প্রাপ্তঃ স হি ধর্ম্মো মহামতিঃ
এবং কর্ম্মফলং ভুক্তং ধর্ম্মেণাপি মহাত্মনা।
দুর্ব্বাসসো হি শাপাদ্বৈ সত্যমুক্তং তবাগ্রতঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সোমশর্ম্মোপাখ্যানং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সোমশর্ম্মোবাচ।
লক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যস্য তন্মে বিস্তরতো বদ।
কীদৃশং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যদি জানাসি ভামিনি ॥ ১
সুমনোবাচ।
নিত্যং সত্যে রতির্যস্য পুণ্যাত্মা তুষ্টতাং ব্রজেৎ
ঋতৌ প্রাপ্তে ব্রজেন্নারীং স্বীয়াং দোষবিবর্জ্জিতঃ
স্বকুলস্য সদাচারং কদা নৈব বিমুঞ্চতি।
এতত্তে হি সমাখ্যাতং গৃহস্থস্য দ্বিজোত্তম ॥ ৩

ব্রহ্মচর্য্যং ময়া প্রোক্তং গৃহিণাং মুক্তিদং কিল।
যতীনাস্তু প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৪
দমসত্যসমাযুক্তঃ পাপাদ্ভীতস্তু সর্ব্বদা।
ভার্য্যাসঙ্গং বর্জ্জয়িত্বা ধ্যানজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫
যতীনাং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ সমাখ্যাতং তবাগ্রতঃ।
তপ এব প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬
আচারেণ প্রবর্ত্তেত কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
প্রাণিনামুপকারায় সংস্থিত উদ্যমবৃত্তিমান্‌ ॥ ৭
তপ এবং সমাখ্যাতং সত্যমেবং বদাম্যহম্‌।
পরদ্রব্যেষলোলুপ্তং পরস্ত্রীষু তথৈব চ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা মতির্ন যস্য স্যাৎ স সত্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দানমেব প্রবক্ষ্যামি যেন জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৯
আত্মসৌখ্যং প্রতীচ্ছেদ্যঃ স ইহৈব পরত্র বা।
অন্নস্যাপি মহাদানং সুখস্যৈব ধ্রুবস্য বা ॥ ১০
গ্রাসমাত্রং তথা দেয়ং ক্ষুধার্ত্তায় ন সংশয়ঃ।
দত্তে সতি মহৎপুণ্যমমৃতং সোঽশ্নুতে সদা ॥১১

কহিলেন,—মহামতি ধর্ম্ম ভরতকুলে রাজা যুধিষ্ঠির, দাসীপুত্র বিদুর এবং বিশ্বামিত্র-কর্ষিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘটনায় চণ্ডাল হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে মহাত্মা ধর্ম্মও এইরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছিলেন। আপনার নিকট এই সত্য বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। ১২০—১২৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে ভামিনি! যদি জান, তবে আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সুমনা কহিলেন,—দ্বিজবর গৃহস্থ নিত্য সত্যনিষ্ঠ হইবেন, পুণ্যাত্মা হইবেন, সদা সসন্তোষে থাকিবেন, দোষবর্জ্জিত হইবেন, ঋতুকালে নিজ ভার্য্যাভিগমন করিবেন, স্বীয় কুলোচিত সদাচার কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না, গৃহীর পক্ষে ইহা উত্তম ব্রহ্মচর্য্য। গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য বলা হইল। এক্ষণে যতিগণের ব্রহ্মচর্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যতি দম ও সত্যযুক্ত হইবেন, পাপ হইতে সর্ব্বদা ভীত হইবেন, স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সদা ধ্যান-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইত যতির ব্রহ্মচর্য্য আপনার নিকট আখ্যাত হইল। এক্ষণে তপের কথা বলিতেছি। ১—৬। কাম-ক্রোধ বর্জ্জন করিবে, আচারনিষ্ঠ হইবে, সর্ব্বদা উদ্যমশীল হইয়া প্রাণিবর্গের উপকারার্থ অবস্থিত হইবে, এই ত তপের কথা কহিলাম। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ বলিতেছি। পরদ্রব্যে ও পরদারে লোভ-রাহিত্যই সত্য; অর্থাৎ পরদ্রব্য ও পরনারী দর্শনে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় সেই সত্যনিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা দ্বারা মানবেরা জীবন ধারণ করে, এক্ষণে সেই দানের কথা বলি। যিনি ইহ পরকালে আত্মসুখ ইচ্ছা করেন, তিনি অন্ন মহাদান করিবেন, ধ্রুবসুখকামনায় ক্ষুধার্ত্তকে অন্ততঃ গ্রাসমাত্র অন্নও প্রদান করিবেন। এইরূপ দানে মহাপুণ্য

দিনে দিনে প্রদাতব্যং যথাবিভববিস্তরম্‌ ।
বচনঞ্চ তৃণং শয্যাং গৃহচ্ছায়াং সুশীতলাম্‌ ॥ ১২
ভূমিমাপস্তথা চান্নং প্রিয়বাক্যমনুত্তমম্‌ ।
আসনং বচনালাপং কৌটিল্যেন বিবর্জ্জিতম্‌ ॥
আত্মনো জীবনার্থায় নিত্যমেবং করোতি যঃ ।
দেবান্‌ পিতৄন্‌ সমভ্যর্চ্চ্য এবং দানং দদাতি যঃ
ইহৈব মোদতেহসৌ বৈ পরত্রেহ তথৈব চ ॥
অবন্ধ্যং দিবসং যো বৈ দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ।
প্রকুর্য্যান্মানুষো ভূত্বা স দেবো নাত্র সংশয়ঃ ॥
নিয়মঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মসাধনমুত্তমম্‌ ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজাস্বভিরতোঽপি যঃ ॥১৬
নিত্যং নিয়মসংযুক্তো দানব্রতেষু সুব্রত ।
উপকারেষু সর্ব্বেষু নিয়মোহয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৭
ক্ষমারূপং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বতাং দ্বিজসত্তম ।
পরাক্রোশং হি সংশ্রুত্য তাড়িতে সতি কেনচিৎ
ক্রোধশ্চৈব ন গচ্ছেচ্চ তাড়িতোহপি ন তাড়য়েৎ
সহিষ্ণুঃ স্যাৎ স ধর্ম্মাত্মা ন হি রাগং প্রযাতি চ

হয়; নিত্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যেমন বিভব, সেই অনুসারে প্রতিদিনই দান করা কর্ত্তব্য। তৃণ, শয্যা, মধুর বাক্য, সুশীতল গৃহচ্ছায়া, ভূমি, জল, অন্ন, আসন, বাক্যালাপ, এই সকল দান দেব ও পিতৃ-অর্চ্চনান্তে আত্মজীবনার্থ যে ব্যক্তি নিত্য অনুষ্ঠান করে, ইহপরকালে সর্ব্বদাই সে সুখবিহার করে। যে ব্যক্তি দানাধ্যয়ন কর্ম্ম দ্বারা দিবসের সকল কার্য্য সম্পাদন করে, সে নিশ্চিতই মানবরূপে দেবতা। এক্ষণে ধর্ম্মসাধন উত্তম নিয়ম বলিতেছি। নিত্য নিয়মনিষ্ঠ হইয়া দেব ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা দান ব্রত এবং পুণ্য পরোপকার এই সকল কার্য্যে অভিরত হওয়াই নিয়ম বলিয়া কথিত। দ্বিজবর! শ্রবণ করুন, ব্রাহ্মণের ক্ষমার লক্ষণ বলিতেছি। পরের আক্রোশ শ্রবণে কিম্বা কাহারও তাড়নে যাহার ক্রোধসঞ্চার হয় না অথবা তাড়িত হইয়াও যে তাড়ন করে না, সেই ব্যক্তিই সহিষ্ণু; তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা কখনও রাগ-

সমশ্নাতি পরং সৌখ্যমিহ চামুত্র তেন চ ।
এবং ক্ষমা সমাখ্যাতা শৌচমেবং বদাম্যহম্‌ ॥২০
স বাহ্যাভ্যন্তরে যো বৈ শুদ্ধো রাগবিবর্জ্জিতঃ
স্নানাচমনকৈশ্চৈব ব্যবহারেণ বর্ত্ততে ॥ ২১
শৌচমেবং সমাখ্যাতমহিংসাস্তু বদাম্যহম্‌ ।
তৃণমেব হ্যকার্য্যাদ্বৈ ছেত্তব্যং ন বিজানতা ॥ ২২
অহিংসানিরতো ভূয়াদ্‌ যথাত্মনি তথা পরে ।
শান্তিমেবং প্রবক্ষ্যামি শান্ত্যা সুখং সমশ্নুতে ॥
শান্তিরেষা প্রকর্ত্তব্যা ক্লেশান্‌ নৈব পরিব্রজেৎ
ভূতবৈরং বিসৃজ্যৈ মন এবং প্রকারয়েৎ ॥২৪
এবং শান্তিঃ সমাখ্যাতা অস্তেয়ং তু বদাম্যহম্‌ ।
পরস্বং নৈব হর্ত্তব্যং পরজায়া তথৈব চ ॥ ২৫
মনোভির্বচনৈঃ কায়ৈর্মন এবং প্রকারয়েৎ ।
দমমেব প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে দ্বিজসত্তম ॥ ২৬
দমনাদিন্দ্রিয়াণাং বৈ মনসোহপি বিকারিণঃ ।
ঔদ্ধত্যং নাশয়েত্তেষাং সচৈতন্যো বশী তদা ॥২৭

প্রাপ্ত হয় না; ইহামুত্র তাহার পরম সুখ ভোগ হইয়া থাকে। এইত ক্ষমার কথা কহিলাম, এক্ষণে শৌচলক্ষণ বলিতেছি। অন্তরে বাহিরে বিশুদ্ধতা, রাগরাহিত্য, এবং স্নানাচমন ও শাস্ত্রাচারে জীবন যাপনই শৌচ নামে অভিহিত। এক্ষণে অহিংসার কথা বলি। বিজ্ঞব্যক্তি বিনা কার্য্যে তৃণমাত্রও ছেদন করিবেন না। যেমন আত্মায় তেমনি পর জনে অহিংসানিরত হইবেন। এক্ষণে শান্তির কথা বলিতেছি। এই শান্তি দ্বারাই লোক সুখভোগ করে। সর্ব্বদা শান্তি অবলম্বন করিবে। কদাচ খেদ প্রাপ্ত হইবে না। প্রাণিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া মনকে শান্ত করিবে। ৭—২৪। শান্তির কথা উল্লিখিত হইল। এক্ষণে অস্তেয় বলিতেছি। মন, বাক্য বা দেহ দ্বারা পরস্ব বা পরজায়া হরণ করিবে না। মনকে এইরূপে স্তেয়-সম্বন্ধ-হীন করিবে। হে দ্বিজবর! এক্ষণে দম বলিতেছি। চেতনাবান্‌ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিকারী মনের দমন করিয়া তাহাদের ঔদ্ধত্য

শুশ্রূষাং হি প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যাদৃশী।
পূর্ব্বাচার্য্যৈর্যথা প্রোক্তা তথাহং প্রবদাম্যহম্ ॥ ২৮
বাচা দেহেন মনসা গুরুকার্য্যং প্রসাধয়েৎ।
জায়তেঽনুগ্রহো যত্র শুশ্রূষা সা নিগদ্যতে ॥ ২৯
সাঙ্গো ধর্ম্মঃ সমাখ্যাতস্তবাগ্রে দ্বিজসত্তম।
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি শ্রোতুমিচ্ছসি যৎপতে
ঈদৃশে চাপি ধর্ম্মে তু বর্ত্ততে যো নরঃ সদা।
সংসারে তস্য সম্ভূতিঃ পুনরেব ন জায়তে ॥ ৩১
স্বর্গং গচ্ছতি ধর্ম্মেণ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
এবং জ্ঞাত্বা মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মমেবং ব্রজস্ব হি ॥ ৩২
সর্ব্বং হি প্রাপ্যতে কান্ত যদসাধ্যং মহীতলে।
ধর্ম্মপ্রসাদতস্তস্মাৎ কুরু বাক্যং মমৈব হি ॥ ৩৩
ভার্য্যায়াস্ত বচঃ শ্রুত্বা সোমশর্ম্মা সুবুদ্ধিমান্।
পুনঃ প্রোবাচ তাং ভার্য্যাং সুমনাং ধর্ম্মবাদিনীম্

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নাশ করিবেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে যাদৃশ শুশ্রূষার কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে সেই শুশ্রূষা বলিতেছি। কায়মনোবাক্যে এরূপে গুরু-কার্য্য সাধন করিবে, যাহাতে গুরুর অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। এইরূপ গুরু-কার্য্য প্রসাধনই শুশ্রূষা বলিয়া কথিত। হে দ্বিজবর স্বামিন্! এই আমি আপনার নিকট সাঙ্গ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। আপনি অন্য যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও আমি বলিব। যে নর সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্মাচারে থাকে, সংসারে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। আমি সত্যই বলিতেছি, এইরূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এইরূপ বুঝিয়া আপনি ধর্ম্মকেই অবলম্বন করুন। হে কান্ত! ধর্ম্মের প্রসাদে এ মহীতলে অলভ্য বস্তুও লাভ করা যায়। অতএব আপনি আমার বাক্যই পালন করুন। বুদ্ধিমান্ সোমশর্ম্মা ধর্ম্মবাদিনী ভার্য্যা সুমনার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ২৫—৩৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সোমশর্ম্মোবাচ।
এবংবিধং মহাপুণ্যং ধর্ম্মব্যাখ্যানমুত্তমম্।
কথং জানাসি ভদ্রে ত্বং কস্মাচ্চৈব শ্রুতং ত্বয়া
সুমনোবাচ।
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ পিতা মম মহামতে।
চ্যবনো নাম বিখ্যাতঃ সর্ব্বজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ২
তস্যাহং প্রিয়কন্যা বৈ প্রাণাদপি চ বল্লভা।
যত্র যত্র ব্রজত্যেষ তীর্থারামেষু সুব্রত ॥ ৩
সভাসু চ মুনীনাস্তু দেবতায়তনেষু চ।
তেন সার্দ্ধং ব্রজাম্যেকা ক্রীড়মানা স দৈব হি ॥
কৌশিকান্বয়সম্ভূতো বেদশর্ম্মা মহামতিঃ।
পিতুর্ম্মম সখা দৈবাদটমানঃ সমাগতঃ ॥ ৫
দুঃখেন মহতাবিষ্টশ্চিন্তয়ানো মুহুর্ম্মুহুঃ।
সমাগতং মহাত্মানং তমুবাচ পিতা মম ॥ ৬
ভবন্তং দুঃখসন্তপ্তমিতি জানামি সুব্রত।
কর্ম্মাদ্দুঃখী ভবান্ জাতস্তস্মাত্ত্বং কারণং বদ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে ভদ্রে! এইরূপ মহা পুণ্যজনক উত্তম ধর্ম্মব্যাখ্যান তুমি কিরূপে জানিলে? কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? সুমনা কহিলেন,—হে মহামতে! আমার পিতা ভার্গব-কুলজাত সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ চ্যবন। তাঁহার আমি প্রিয় কন্যা, প্রাণ অপেক্ষাও বল্লভা। পিতা আমার যে কোন তীর্থারামে মুনিজন-সভায় বা দেবায়তনে গমন করিতেন, তাঁহার সহিত আমিও খেলা করিতে করিতে সর্ব্বদা গমন করিতাম। ১—৪। একদা কৌশিকবংশোৎপন্ন মদীয় পিতৃ-সখা মহামতি বেদশর্ম্মা ভ্রমণ করিতে করিতে মহাদুঃখে দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া দৈবক্রমে মদীয় পিতার নিকট আসিলেন। এই মহাত্মাকে আসিতে দেখিয়া আমার পিতা কহিলেন,—হে সুব্রত! তোমাকে দুঃখ-সন্তপ্ত বলিয়াই মনে হইতেছে। তুমি কেন দুঃখিত হইয়াছ? তাহার কারণ প্রকাশ

এতদ্বাক্যং ততং শ্রুত্বা চ্যবনস্য মহাত্মনঃ।
তমুবাচ মহাত্মানং পিতরং মম সুব্রতঃ ॥ ৮
বেদশর্ম্মা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বদুঃখস্য কারণম্।
মম ভার্য্যা মহাসাধ্বী পাতিব্রত্যপরায়ণা ॥ ৯
অপুত্রা সা হি সঞ্জাতা মম বংশো ন বিদ্যতে।
এতত্তে কারণং প্রোক্তং প্রশ্নিতোঽস্মি যতস্ত্বয়া
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিৎ সিদ্ধঃ সমাগতঃ।
মম পিত্রা তথা তেন হ্যথায় বেদশর্ম্মণা ॥ ১১
দ্বাভ্যামেবাপ্যসৌ সিদ্ধঃ পূজিতো ভক্তিপূর্ব্বকম্
উপচারৈশ্চ ভোজ্যাদ্যৈর্ব্বচনৈর্ম্মধুরাক্ষরৈঃ ॥ ১২
দ্বাভ্যামন্তর্গতং পৃষ্টং পূর্ব্বোক্তং চ যথা ত্বয়া।
উভৌ তৌ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সসখং পিতরং মম ॥
ধর্ম্মস্য কারণং সর্ব্বং মযোক্তং তে তথা কিল।
ধর্ম্মেণ প্রাপ্যতে পুত্রো ধনং ধান্যং তথা স্ত্রিয়ঃ ॥
ততস্তেন কৃতং ধর্ম্মং সম্পূর্ণং বেদশর্ম্মণা।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ সুসঞ্জাতং মহৎসৌখ্যং সপুত্রকম্ ॥
তেন সঙ্গপ্রসঙ্গেন মমৈষ মতিনিশ্চয়ঃ।
যথা কান্ত তব প্রোক্তং ময়ৈব পরমং শুভম্ ॥১৬
তস্মাচ্ছ্রুতং মহাসিদ্ধাৎ সর্ব্বসন্দেহনাশনম্।
বিপ্রধর্ম্মং সমাশ্রিত্য হ্যনুবর্ত্তস্ব সর্ব্বদা ॥ ১৭

সোমশর্ম্মোবাচ।

ধর্ম্মেণ কীদৃশো মৃত্যুর্জন্ম চৈব বদস্ব মে।
উভয়োর্লক্ষণং কান্তে তৎসর্ব্বং হি বদস্ব মে ॥১৮

সুমনোবাচ।

সত্যশৌচক্ষমাশান্তিতীর্থপুণ্যাদিকৈস্তথা।
ধর্ম্মশ্চ পালিতো যেন তস্য মৃত্যুং বদাম্যহম্ ॥১৯
রোগো ন জায়তে তস্য ন চ পীড়া কলেবরে।
ন শ্রমো ন চ বৈ গ্লানির্ন চ স্বেদো ভ্রমস্তথা ॥২০
দিব্যরূপধরা ভূত্বা গন্ধর্ব্বা ব্রাহ্মণাস্তথা।
বেদপাঠসমাযুক্তা গীতজ্ঞানবিশারদাঃ ॥ ২১

কর। মহাত্মা চ্যবনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুব্রত বেদশর্ম্মা আমার মহাত্মা পিতা চ্যবনের নিকট স্বীয় দুঃখের কারণ বর্ণন করিলেন; বলিলেন,—আমার পতিগত-প্রাণা সাধ্বী পত্নী অপত্যহীনা হইয়াছেন। অতঃপর আমার বংশের আর অস্তিত্ব থাকিতেছে না। ইহাই আমার দুঃখের কারণ। আপনার প্রশ্নানুসারে ইহা ব্যক্ত করিলাম। ইত্যবসরে তথায় এক সিদ্ধ পুরুষ আগমন করিলেন। আমার পিতা চ্যবন এবং তাঁহার সখা বেদশর্ম্মা উভয়েই তখন উত্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক নানা উপহার, ভোজ্যান্ন ও মধুরাক্ষর বচন দ্বারা সেই সিদ্ধ পুরুষের পূজা করিলেন। তিনি পূজিত হইয়া উভয়ের মধ্যে উপবিষ্ট হইলে, আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটও তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা সিদ্ধপুরুষ আমার পিতা ও পিতৃসখাকে সমস্তই ধর্ম্মকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মবলেই ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি সেই সিদ্ধোক্ত কথাই আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হৌক, সেই সিদ্ধ পুরুষের উপদেশের পরই বেদশর্ম্মা সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তাঁহার পুত্রলাভাদি মহাসৌখ্য সম্ভূত হইয়াছিল। আমার এইরূপ মতি সেই প্রসঙ্গেই হইয়াছিল। হে কান্ত! সেই জন্যই আমি ঐ পরম শুভ বাক্য আপনাকে বলিতে পারিয়াছি। আমি সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট হইতেই সর্ব্বসন্দেহহর ধর্ম্মপ্রস্তাব শুনিয়াছি। অতএব হে বিপ্র! আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করুন। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে কান্তে! ধর্ম্মাচারের ফলে জনন-মরণ কিরূপ হয়, উক্ত উভয়ের কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে সকল আমার নিকট বর্ণন কর। ৫—১৮। সুমনা কহিলেন,—সত্য, শৌচ, ক্ষমা, শান্তি ও তীর্থপুণ্যাদির অনুষ্ঠানে যে জন ধর্ম্মপালন করে, তাহার মৃত্যুর বিবরণ বলিতেছি। তাদৃশ ব্যক্তির দেহে রোগ, পীড়া, শ্রম, গ্লানি বা স্বেদ, ভ্রম কিছুই হয় না। গীতজ্ঞান-বিশারদ গন্ধর্ব্বগণ ও বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণ তাহার পার্শ্বে আসিয়া অনুপম স্তুতিগীতি

তস্য পার্শ্বে সমায়ান্তি স্তুতিং কুর্ব্বন্তি চাটুনাম্।
স্বস্থঃ সুখাসনে যুক্তো দেবপূজারতঃ কিল ॥২২
তীর্থে চ লভতে প্রাজ্ঞঃ স্নানার্থং ধর্ম্মতৎপরঃ।
অগ্ন্যাগারে গবাং স্থানে দেবতায়তনেষু চ ॥ ২৩
আরামে চ তড়াগে বা যত্রাশ্বত্থো বটস্তথা।
ব্রহ্মবৃক্ষং সমাশ্রিত্য শ্রীবৃক্ষং বা তথা পুনঃ ॥২৪
অশ্বস্থানং সমাশ্রিত্য গজস্থানগতো নরঃ।
অশোকং চূতবৃক্ষং চ সমাশ্রিত্য যদা স্থিতঃ ॥২৫
সন্নিধৌ ব্রাহ্মণানাং চ রাজবেশ্মগতোঽথ বা।
রণভূমিং সমাশ্রিত্য পূর্ব্বং যত্র মৃতো ভবেৎ ॥২৬
মৃত্যুস্থানানি পুণ্যানি কেবলং ধর্ম্মকারণম্।
গোগৃহং তু সুসম্প্রাপ্য তথা চামরকণ্টকম্ ॥২৭
শুদ্ধধর্ম্মকরো নিত্যং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ।
এবং স্থানং সমাপ্নোতি যদা মৃত্যুং সমাশ্রিতঃ ॥
মাতরং পশ্যতে পুণ্যাং পিতরং চ নরোত্তমম্।
ভ্রাতরং শ্রেয়সা যুক্তমন্যং স্বজনবান্ধবম্ ॥ ২৯
বন্দীজনৈস্তথা পুণ্যৈঃ স্তূয়মানঃ পুনঃপুন।
পাপিষ্ঠং নৈব পশ্যেত মাতৃপিত্রাদিকং পুনঃ ॥৩০
গীতং গায়ন্তি গন্ধর্ব্বাঃ স্তুবন্তি স্তাবকাঃ স্তবৈঃ
মন্ত্রপাঠৈস্তথা বিপ্রা মাতা স্নেহেন পূজয়েৎ ॥৩১
পিতা স্বজনবর্গাশ্চ ধর্ম্মাত্মানং মহামতিম্।
এবং মৃত্যুঃ সমাখ্যাতঃ পুণ্যস্থানানি তে বিভো
প্রত্যক্ষান্ পশ্যতে দূতান্ হাস্যস্নেহসমন্বিতান্।
ন চ স্বপ্নেন মোহেন ক্লেদযুক্তেন নৈব সঃ ॥ ৩৩
ধর্ম্মরাজো মহাপ্রাজ্ঞো ভবন্তং তু সমাহ্বয়েৎ।
এহ্যেহি ত্বং মহাভাগ যত্র ধর্ম্মঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৩৪
তস্য মোহো ন চ ভ্রান্তির্ন গ্লানিঃ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রসন্নাত্মা স তিষ্ঠতি ॥৩৫
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ স্মরন্ দেবং জনার্দ্দনম্।
তৈঃ সার্দ্ধং তু প্রয়াত্যেবং সন্তুষ্টো হৃষ্টমানসঃ ॥
একত্বং জায়তে তত্র ত্যজতঃ স্বং কলেবরম্।
দশমদ্বারমাশ্রিত্য হ্যাত্মা তস্য স গচ্ছতি ॥ ৩৭
শিবিকা তস্য চায়াতি হংসযানং মনোহরম্।

করিতে থাকেন। ঐ ব্যক্তি স্বস্থচিত্তে আসনস্থ হইয়া দেবপূজায় নিরত থাকে। অথবা সেই ধর্ম্মতৎপর প্রাজ্ঞজন স্নানার্থ তীর্থ লাভ করে। নিত্য বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী ধর্ম্মবৎসল ব্যক্তি যৎকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তখন অগ্নিগৃহ, গোষ্ঠ, দেবায়তন, আরাম, তড়াগ, বটাশ্বত্থময় স্থান, ব্রহ্মবৃক্ষ, শ্রীবৃক্ষ, গজাশ্বস্থান, অশোক বা চূতবৃক্ষ, ব্রাহ্মণগণের সান্নিধ্য, রাজগৃহ, সমরক্ষেত্র, গোগৃহ অথবা অমরকণ্টকতীর্থের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই নরোত্তম মৃত্যুকালে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য স্বজন বান্ধবকে পবিত্র ও মঙ্গলযুক্ত দেখেন। তিনি মৃত মাতা পিতা প্রভৃতিকে পবিত্র বন্দিজন কর্ত্তৃক পুনঃপুন স্তূয়মান হইতে দর্শন করেন; তাঁহাদিগকে পাপযুক্ত দেখেন না। গন্ধর্ব্বেরা গীত গাহিতে থাকে, স্তাবকেরা স্তব পাঠ করিতে থাকে। বিপ্রগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং মাতা পিতা ও স্বজনবর্গ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া সেই মহামতি ধর্ম্মাত্মার সম্বর্দ্ধনা করিতে থাকেন। হে বিভো! এই আমি মৃত ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির মৃত্যু ব্যাখ্যা এবং তাঁহার পুণ্য স্থান সকল নির্দ্দেশ করিলাম। হে দ্বিজ! ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মরাজের দূতগণকে হাস্য-স্নেহযুক্ত দেখেন। স্বপ্নে, মোহে বা ক্লেদযুক্ত অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে দেখেন না। ধর্ম্মরাজের দূতগণ তাঁহাকে বলিতে থাকেন, হে মহাভাগ! মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। আপনি আসুন আসুন। এইরূপে যেখানে ধর্ম্মের অবস্থান, সেইখানে গিয়া ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অবস্থান করেন। তাঁহার মোহ, ভ্রম, গ্লানি বা স্মৃতিভ্রম ঘটে না। তিনি প্রসন্নাত্মা হইয়া অবস্থান করেন। ১৯—৩৫। ঐ ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া দেব জনার্দ্দনকে স্মরণ করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্মদূত সহ সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্তে প্রয়াণ করেন। দেহত্যাগের পর তাঁহার তখন ধর্ম্মের সহিত একত্ব লাভ হয়। তাঁহার আত্মা দশম দ্বার আশ্রয় করিয়া গমন করে।

বিমানমেব চায়াতি হয়ো বা গজ উত্তমঃ। (১)
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন চামরৈর্ব্বীজনৈস্তথা।
বীজ্যমানঃ স ধর্ম্মাত্মা পুণ্যেরেব সমন্ততঃ ॥৩৯
গীয়মানস্তু ধর্ম্মাত্মা স্তূয়মানশ্চ পণ্ডিতৈঃ।
বন্দিভিশ্চারণৈর্দিব্যৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ৪০
সাধুভিঃ স্তূয়মানস্তু সর্ব্বসৌখ্যসমন্বিতঃ।
যথা দানপ্রভাবেন ফলমাপ্নোতি তত্র সঃ ॥৪১
আরামবাটিকামধ্যে স প্রয়াতি সুখেন বৈ।
অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণো দিব্যাভির্মঙ্গলৈর্যুতঃ ॥
দেবৈঃ সংস্তূয়মানস্তু ধর্ম্মরাজং প্রপশ্যতি।
দেবাশ্চ ধর্ম্মসংযুক্তা জগ্মুঃ সম্মুখমেব তম্ ॥ ৪৩
এহ্যেহি বৈ মহাভাগ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানমনোনুগান্
এবং স পশ্যতে ধর্ম্মং সৌম্যরূপং মহামতিম্ ॥ ৪৪
স্বস্য পুণ্যপ্রভাবেন ভুঙ্ক্তে চ স্বর্গমেব সঃ।
ভোগক্ষয়াৎ স ধর্ম্মাত্মা পুনর্জন্ম প্রয়াতি বৈ ॥

তাহার জন্য শিবিকা, মনোরম হংসযান, বিমান, উত্তম অশ্ব বা গজ আগমন করে। তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করা হয়। সেই পুণ্যাত্মা পুণ্যবলে চামর বাজনে বীজিত হইতে থাকেন। তিনি পণ্ডিতগণ, বন্দিগণ, দিব্যচারণগণ, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কর্ত্তৃক গীয়মান ও স্তূয়মান হইয়া সর্ব্বসুখসমন্বিত হন এবং স্বকৃত দান-প্রভাবের অনুরূপ ফল সে স্থানে লাভ করেন। ঐ ধর্ম্মাত্মা সুখে আরামবাটিকার মধ্য দিয়া প্রয়াণ করেন। দিব্য অপ্সরোগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করে। তিনি মঙ্গলযুত ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ধর্ম্ম-রাজকে অবলোকন করেন। ধর্ম্মসহ দেব-গণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করেন। ধর্ম্ম তাঁহাকে বলিতে থাকেন—হে মহাভাগ। আসুন আসুন, এই মনোমত ভোগ সকল গ্রহণ করুন। এইরূপে সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মকে সৌম্যরূপে অবলোকন করেন এবং

(১) "বিমানৈরেব সংযাতি হয়ৈর্ধাম হ্যনুত্তমম্" ইতি পাঠান্তরম্।

নিজধর্ম্মপ্রসাদাৎ স কুলং পুণ্যং প্রয়াতি বৈ।
ব্রাহ্মণস্য সুপুণ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য তথৈব চ ॥ ৪৬
ধনাঢ্যস্য সুপুণ্যস্য বৈশ্যস্যৈব মহামতে।
ধর্ম্মেণ মোদতে তত্র পুনঃ পুণ্যং করোতি সঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সোমশর্ম্মোবাচ।

পাপিনাং মরণং ভদ্রে কীদৃশৈর্লক্ষণৈর্যুতম্।
তন্মে ত্বং বিস্তরাদ্ব্রূহি যদি জানাসি ভামিনি ॥
সুমনোবাচ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি তস্মাৎ সিদ্ধাচ্ছ্রুতং ময়া।
পাপিনাং মরণে কান্ত যাদৃশং লিঙ্গমেব চ ॥ ২
মহাপাতকিনাং চৈব স্থানং চেষ্টাং বদাম্যহম্।

স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। ভোগক্ষয়ে সেই ধর্ম্মাত্মা পুনর্জন্ম লাভ করেন। স্বীয় ধর্ম্মপ্রসাদে তাঁহার পুণ্যবংশে জন্ম হয়। তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের অথবা পুণ্যযুক্ত ধনাঢ্য বৈশ্যের কুলে জন্ম লইয়া ধর্ম্মানুসারে সুখভোগ করেন এবং সেই অবস্থায়ও পুনরায় পুণ্যানুষ্ঠান করিতে থাকেন। ৩৬—৪৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে ভদ্রে! যদি তোমার জানা থাকে, তবে পাপিগণের মরণ কিরূপ ভাবে হয়, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর। সুমনা কহিলেন,—হে কান্ত! পাপী জনগণের মরণে যাদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা আমি সেই সিদ্ধ পুরুষের নিকটই শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে মহাপাতকি-

বিণ্মূত্রামেধ্যসংযুক্তাং ভূমিং পাপসমন্বিতাম্ ॥ ৩
স তাং প্রাপ্য সুদুষ্টাত্মা প্রাণান্ দুঃখেন মুঞ্চতি
চাণ্ডালভূমিমাসাদ্য মরণং যাতি দুঃখিতঃ ॥ ৪
গর্দ্দভাচরিতাং ভূমিং বেশ্যাগেহং সমাশ্রিতঃ।
কল্পপালগৃহং গত্বা নিধনায়োপগচ্ছতি ॥ ৫
অস্থিচর্ম্মনখৈঃ পূর্ণামাশ্রিতাং পাপকিল্বিষৈ
তাং প্রাপ্য চৈব দুষ্টাত্মা মৃত্যুং যাতিসুনি. ইম
অন্যাং পাপসমাচারাং প্রাপ্য মৃত্যুং স গচ্ছ.
অথ চেষ্টাং প্রবক্ষ্যামি দূতানাং তু তমিচ্ছতাম্
ভৈরবান্ দারুণান্‌ঘোরানতিকৃষ্ণান্ মহোদরান্
পিঙ্গাক্ষান্ পীতনীলাংশ্চ অতিশ্বেতান্‌মহোদরান্
অত্যুচ্চান্ বিকরালাংশ্চ শুষ্কমাংসবসোপমান্।
রৌদ্রদংষ্ট্রানকরালাস্যান্‌সিংহাস্যান্‌সর্পহস্তকান্
স তান্ দৃষ্ট্বা প্রকম্পেত খিদ্যতে স মুহুর্ম্মুহুঃ।
শিবাসন্নাদবদ্‌ঘোরান্মহারাবান্মহামতে ॥ ১০
মুঞ্চন্তি দূতকাঃ সর্ব্বে কর্ণমূলে তু তস্য হি।
গলে পাশৈঃ প্রবদ্ধা তে কটিং বদ্ধা তথোদরে
সমাকৃষ্য নিপাত্যন্তে হাহেতি বদতো মুহুঃ।
ম্রিয়মাণস্য যা চেষ্টা তামেবং প্রবদাম্যহম্ ॥ ১২
পরদ্রব্যাপহরণং পরভার্য্যাবিড়ম্বনম্।
ঋণং পরস্য সর্ব্বস্বং গৃহীতং যত্তু পাপিভিঃ ॥ ১৩
পুনর্নৈব প্রদত্তং হি লোভাস্বাদবিমোহিতঃ।
অন্যদেবং মহাপাপং কুপ্রতিগ্রহমেব চ ॥ ১৪
কণ্ঠমায়ান্তি তে সর্ব্বে ম্রিয়মাণস্য তস্য চ।
যানি কানি চ পাপানি পূর্ব্বমেব কৃতানি চ ॥১৫
আয়ান্তি কণ্ঠমূলং তে মহাপাপস্য নান্যথা।
দুঃখমুৎপাদয়ন্ত্যেতে কফবন্ধেন দারুণম্ ॥ ১৬
পীড়াভির্দ্দারুণাভিশ্চ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥
রোদতে কম্পতেঽত্যর্থং মাতরং পিতরং পুনঃ ॥
স্মরতে ভ্রাতরস্তত্র ভার্য্যাং পুত্রান্ পুনঃপুনঃ।
পুনর্ব্বিস্মরণং যাতি মহাপাপেন মোহিতঃ ॥ ১৮
তস্য প্রাণা ন গচ্ছন্তি বহুপীড়াসমাকুলাঃ।
এজতে ভ্রাম্যতে চৈব মূর্চ্ছতে চ পুনঃপুনঃ ॥১৯
এবং পীড়াসমাযুক্তো দুঃখং ভুঙ্‌ক্তেঽতিমোহিতঃ
তস্য প্রাণাঃ সুদুঃখেন মহাকষ্টৈঃ প্রচালিতাঃ ॥

গণের স্থান ও চেষ্টা বলিতেছি। অতি দুষ্টাত্মা পাপিজন বিণ্মূত্রময় অমেধ্য পাপভূমি, চাণ্ডালভূমি, গর্দ্দভাধিষ্ঠিত ভূমি, বেশ্যাগৃহ, চর্ম্মকারগৃহ, অস্থি চর্ম্ম ও নখ পরিপূর্ণ স্থান এবং এতদ্ভিন্ন অন্য আরও পাপভূমি আশ্রয় করিয়া অতি দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করে। অনন্তর ঐ সকল দুঃখমৃত পাপীকে লইবার জন্য যে সকল যমদূত আগমন করে, তাহাদের আচরণ বলিতেছি। ঐ সকল যমদূত ভৈরব, দারুণ, ঘোর অতিকৃষ্ণ, মহোদর-বিশিষ্ট, পিঙ্গাক্ষ, পীতনীল, অতিশ্বেত, অত্যুচ্চ, বিকরাল, শুষ্কমাংস ও শুষ্কবসা তুল্য, ভীষণদশন, সিংহাস্য এবং সর্পহস্ত। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ সকল ভীষণ যমদূত দর্শনে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত ও খিন্ন হইতে থাকে। যমদূতগণ তাহার কর্ণমূলে শিবারাববৎ ঘোর রব করে। তাহার গলে, উদরে ও কটিদেশে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করত নির্য্যাতন করিতে থাকে। তাহাতে ঐ পাপী মুহুর্ম্মুহুঃ হাহারবে আর্ত্তনাদ করে। এক্ষণে ম্রিয়মাণ পাপিজনের চেষ্টা বলিতেছি ।১--১২। পরদ্রব্যাপহরণ, পরভার্য্যাধর্ষণ, পরঋণ ও পর-সর্ব্বস্বগ্রহণ, লোভাস্বাদে মোহিত হইয়া পুনরায় তাহার অপ্রদান, কুপ্রতিগ্রহ ইত্যাদি যে কোন পাপ পাপিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে পাপীর কণ্ঠদেশে সেই সকল পাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহারা পাপীর কণ্ঠমূল কর্ণমূল আক্রমণপূর্ব্বক কফবন্ধনে দারুণ দুঃখ উৎপাদন করে। দারুণ পীড়ায় পাপীর কণ্ঠ ঘুর-ঘুরায়মাণ হয়! পাপী অত্যন্ত রোদন করিতে থাকে; অত্যন্ত কম্পিত হয় এবং মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণকে বারংবার স্মরণ করিতে থাকে। মহাপাপে মোহিত হইয়া পুনরায় বিস্মরণ প্রাপ্ত হয়। বহুপীড়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াও তাহার প্রাণাপগম হয় না। সে পুনঃপুনঃ পতিত হয়, কম্পিত হয় এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইরূপে মোহগ্রস্ত ও পীড়াক্রান্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। তাহার প্রাণ সকল অতি দুঃখে অতি কষ্টে অপান-

অপামমার্গমাশ্রিত্য শৃণু কান্ত প্রযান্তি তে ॥২১
এবং প্রাণী মহামুগ্ধো লোভমোহসমন্বিতঃ।
নীয়তে যমদূতৈস্তু তস্য দুঃখং বদামাম্‌ ॥ ২২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে পাপিমরণবিবক্ষা-
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

সুমনোবাচ ।

অঙ্গারসঞ্চয়ে মার্গে ঘৃষামাণো হি নীয়তে।
দহ্যমানঃ সুদুষ্টাত্মা চেষ্টমানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১
যত্রাতপো মহাঘোরো দ্বাদশাদিত্যতাপিতঃ।
নীয়তে তেন মার্গেণ সন্তপ্তঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥ ২
পর্ব্বতেষেব দুর্গেষু ছায়াহীনেষু দুর্ম্মতিঃ।
নীয়তে তেন মার্গেণ ক্ষুধাতৃষ্ণাপ্রপীড়িতঃ ॥ ৩
স দূতৈর্হন্যমানস্তু গদাখড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
কশাভিস্তাড্যমানস্তু নিন্দ্যমানস্তু দূতকৈঃ ॥ ৪
ততঃ শীতময়ে মার্গে বায়ুনা সেব্যতে পুনঃ।
তেন শীতেন দুঃখী স ভূত্বা যাতি ন সংশয়ঃ।
আকৃষ্যমাণো দূতৈস্তু নানাদুর্গেষু নীয়তে।
এবং পাপী স দুষ্টাত্মা দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৬
সর্ব্বপাপসমাচারো নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ।
যমং পশ্যতি দুষ্টাত্মা কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্‌ ॥ ৭
তমুগ্রং দারুণং ভীমং ভীমদূতৈঃ সমাবৃতম্‌।
সর্ব্বব্যাধিসমাকীর্ণং চিত্রগুপ্তসমন্বিতম্‌ ॥ ৮
আরূঢং মহিষং দেবং ধর্ম্মরাজং দ্বিজোত্তম।
দংষ্ট্রাকরালমত্যুগ্রং তপ্তাস্যং কালসন্নিভম্‌ ॥ ৯
পীতবাসং গদাহস্তং রক্তগন্ধানুলেপনম্‌।
রক্তমাল্যকৃতাভূষং গদাহস্তং ভয়ঙ্করম্‌ ॥ ১০
এবংবিধং মহাকায়ং যমং পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্‌ ॥ ১১
যমঃ পশ্যতি তং দুষ্টং পাপিষ্ঠং ধর্ম্মকণ্টকম্‌।
শাসয়েত্তু মহাদুঃখৈঃ পীড়াভিদারুণদণ্ডকৈঃ ॥ ১২
যাবদ্‌যুগসহস্রং তু তাবৎকালং প্রপদ্যতে।

মার্গ আশ্রয় করিয়া প্রয়াণ করে। হে কান্ত! শ্রবণ কর, এইরূপে মহামুগ্ধ লোভমোহান্বিত প্রাণী যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমালয়ে নীত হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই পাপীর দুঃখ বলিতেছি। ১৩—২২

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

সুমনা কহিলেন,—দুষ্টাত্মা পাপী অঙ্গাররাশিময় পথে ঘৃষামাণ ও দহ্যমান হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে যমালয়ে নীত হইতে থাকে। যে পথে দ্বাদশাদিত্যতাপিত মহাঘোর আতপ আপাতিত হয়, যমদূতেরা তাহাকে সেই পথে লইয়া যায়। সে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে থাকে। ছায়াহীন দুর্গম পথে ঐ দুর্ম্মতি ব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া নীত হয়। দূতগণ গদা খড়্গ ও পরশু দ্বারা তাহাকে হনন করে—কশা দ্বারা তাড়ন করে এবং কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। অনন্তর অত্যন্ত শীতল পথে ঐ পাপী পুনঃ পুনঃ বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হয়। সেই দারুণ শীতে সে একান্তই দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। দূতগণ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নানা দুর্গম পথে লইয়া যায়। দেবব্রাহ্মণনিন্দক দুষ্টাত্মা সর্ব্বপাপাচার পাপী এইরূপে যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক যমালয়ে নীত হয়। দুষ্টাত্মা পাপী দেখিতে পায়, যম কৃষ্ণাঞ্জনচয়নিভ, উগ্রমূর্ত্তি, দারুণ, ভীষণাকার, ভীষণ যমদূতগণে পরিবৃত, সর্ব্বব্যাধি-সমাকীর্ণ, চিত্রগুপ্তসমন্বিত ও মহিষারূঢ। তাহার বদন দংষ্ট্রাকরাল, অত্যুগ্র কালসন্নিভ। তিনি পীতবস্ত্রপরিবৃত, গদাহস্ত, রক্তগন্ধানুলিপ্ত, রক্তমাল্যালঙ্কৃত ও ভয়ঙ্কর। ১—১০। দুর্ম্মতি পাপী যমরাজকে এবংবিধ ভীষণাকার অবলোকন করে। যম সেই সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত দুষ্ট পাপিষ্ঠ ধর্ম্মকণ্টক ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিয়া শাসন করিতে থাকেন। সে ঘোর দুঃখে নানা যাতনায় সহস্র যুগ-

নানাবিধে চ নরকে পচ্যতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
নারকীং যাতি বৈ যোনিং কৃমিকোটিষু পাপকৃৎ
অমেধ্যে পচ্যতে নিত্যং হাহাভূতো বিচেতনঃ।
মরণং চ স পাপাত্মা এবং যাতি সুনিশ্চিতম্‌।
এবং পাপস্য সংযোগং ভুঙক্তে চৈব স দুর্ম্মতিঃ
পুনর্জন্ম প্রবক্ষ্যামি যাসু যোনিষু জায়তে।
শুনাং যোনিশতং প্রাপ্য ভুঙক্তে বৈ পাতকং
পুনঃ ॥ ১৬

ব্যাঘ্রো ভবতি দুষ্টাত্মা রাসভীং যাতি বৈ পুনঃ
মার্জ্জারশূকরীং যোনিং সর্পযোনিং তথৈব চ ॥
নানাভেদাসু সর্ব্বাসু তির্য্যক্ষু চ পুনঃপুনঃ।
পাপপক্ষিষু সংযাতি অন্যাসু মহতীসু চ ॥ ১৮
চাণ্ডালভিল্লযোনিং চ পুলিন্দীং যাতি বৈ তথা।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাপিনং জন্ম চৈব হি ॥১৯
মরণে শৃণু কান্ত ত্বং চেষ্টাং তেষাং সুদারুণাম
পাপপুণ্যসমাচারস্তবাগ্রে কথিতো ময়া।

পর্য্যন্ত নরকে পচিতে থাকে। তাহাকে পুনঃপুনঃ নানাবিধ নরক ভোগ করিতে হয়। পাপাচারী ব্যক্তি কোটি কোটি কৃমিরূপে নারকী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে হাহাকার করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া নিত্য অমেধ্য মধ্যে পচিতে থাকে। পাপাত্মা জন এইরূপেই মরণ প্রাপ্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। দুর্ম্মতি ব্যক্তি এই ভাবেই পাপ-সংযোগ ভোগ করে। এক্ষণে পাপী যে সকল যোনিতে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি। পাপাচারী ব্যক্তি শত জন্ম কুকুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া পাপভোগ করে; পরে তাহাকে ক্রমান্বয়ে ব্যাঘ্র, রাসভ, মার্জ্জার, শূকর, সর্প, বিবিধ তির্য্যক্‌, পাপপক্ষী, চণ্ডাল, ভিল্ল, ও পুলিন্দ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই আমি আপনার নিকট পাপীদিগের পুনর্জ্জন্মবিবরণ বর্ণন করিলাম। হে কান্ত! পাপীদিগের মরণতত্ত্ব এবং মরণে তৎপর দারুণ চেষ্টা আপনি শুনিয়া রাখুন। এই ভবদীয় সমীপে পাপ-পুণ্যসমাচার

অন্যচ্চৈব প্রবক্ষ্যামি যদযৎপৃচ্ছসি মানদ ॥ ২০

ইতি শ্রীপাদ্মে-ভূমিখণ্ডে ধর্ম্মাধর্ম্মমৃত্যুলক্ষণং। নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সোমশর্ম্মোবাচ।

সর্ব্বং দেবি সমাখ্যাতং ধর্ম্মসংস্থানমুত্তমম্‌।
কথং পুত্রমহং বিন্দ্যাং সর্ব্বজ্ঞং গুণসংযুতম্‌ ॥ ১
বদ ত্বং মে মহাভাগে যদি জানাসি সুব্রতে।
দানধর্ম্মাদিকং ভদ্রে পরত্রেহ ন সংশয়ঃ ॥ ২

সুমনোবাচ।

বশিষ্ঠং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞং তং প্রার্থয় মহামুনিম্‌।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যসি বৈ পুত্রং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মবৎসলম্‌

সূত উবাচ।

এবমুক্তে ততো বাক্যে সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ
এবং করিষ্যে কল্যাণি তব বাক্যং ন সংশয়ঃ ॥

যৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইল। হে মানদ! যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে অন্য বিষয়ও ব্যক্ত করিব। ১১—২০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে দেবি! উত্তম ধর্ম্ম-সংস্থান সমস্তই তুমি বলিয়াছ। হে সুব্রতে! যদি অবগত থাক, তাহা হইলে বল, কিরূপে আমি গুণসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ পুত্র লাভ করিতে পারি? হে ভদ্রে! দান ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান ইহপরকালে শুভাবহ সন্দেহ নাই। সুমনা কহিলেন,—আপনি ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠের নিকট গমন করুন। সেখানে গিয়া সেই মহামুনির নিকট প্রার্থনা করুন। তাঁহার কৃপায় আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল পুত্র লাভ করিতে পারিবেন। ১—৩। সূত কহিলেন,—ভার্য্যা এই কথা কহিলে দ্বিজবর সোমশর্ম্মা

এবমুক্ত্বা জগামাসৌ সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
বশিষ্ঠং সর্ব্ববেত্তারং দিব্যং তং তপতাং বরম্।
গঙ্গাতীরে স্থিতং পুণ্যমাশ্রমস্থং দ্বিজোত্তমম্॥
তেজোজ্বালাসমাকীর্ণং দ্বিতীয়মিব ভাস্বরম্॥ ৬
রাজমানং মহাত্মানং ব্রহ্মণ্যং চ দ্বিজোত্তমম্।
ভক্ত্যা ননাম বিপ্রেন্দ্রং দণ্ডবত্তু পুনঃপুনঃ॥ ৭
তমুবাচ মহাতেজা ব্রহ্মসূনুরকল্মষঃ।
উপবিশাসনে পুণ্যে সুখেন সুমহামতে॥ ৮
একমুক্ত্বা স যোগীন্দ্রঃ পুনঃ প্রাহ তপোধনম্।
গৃহপুত্রেষু তে বৎস দারভৃত্যেষু সর্ব্বদা॥ ৯
ক্ষেমমস্তি মহাভাগ পুণ্যকর্ম্মসু চাগ্নিষু।
নিরাময়োঽসি চাঙ্গেষু ধর্ম্মং পালয়সে সদা॥ ১০
এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনঃ প্রাহ সুশর্ম্মণম্।
কিং করোমি প্রিয়ং কার্য্যং সুপ্রিয়ং তে দ্বিজোত্তম।
এবং সম্ভাষ্য তং বিপ্রং বিররাম স কুম্ভজঃ॥ *

তস্মিন্নুক্তে মহাভাগে বশিষ্ঠে মুনিপুঙ্গবে।
সহোবাচ মহাত্মানং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্॥ ১২

সোমশর্ম্মোবাচ।

ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যং সুপ্রসন্নেন চেতসা॥ ১৩
যদি মে সুপ্রিয়ং কার্য্যং ত্বয়ৈব মুনিপুঙ্গব।
মম প্রশ্নার্থসন্দেহং বিচ্ছেদয় দ্বিজোত্তম॥ ১৪
দারিদ্র্যং কেন পাপেন পুত্রসৌখ্যং কথং ন হি
এতং মে সংশয়ং তাত কস্মাৎপাপাদিদস্ব মে॥
মহামোহেন সম্মুগ্ধঃ প্রিয়য়া বোধিতো দ্বিজ।
তয়াহং প্রেষিতস্তাত তব পার্শ্বং সমাতুরঃ॥ ১৬
তৎসর্ব্বং ব্রূহি সমাচক্ষ সর্ব্বসন্দেহনাশনম্।
মুক্তিদাতা ভবস্ব ত্বং মম সংসারবন্ধনাৎ॥ ১৭

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুত্রমিত্রাণাথ ভ্রাতা অন্যে স্বজনবান্ধবাঃ।
পঞ্চভেদাস্তু সম্বন্ধাৎ পুরুষস্য ভবন্তি হি॥ ১৮
তে তে সুমনয়া প্রোক্তাঃ পূর্ব্বমেবতবাগ্রতঃ।
ঋণানুবন্ধিনঃ সর্ব্বে তে কুম্ভজো দ্বিজোত্তম॥ ১৯

সত্বর বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন। দিব্যাঙ্গ বশিষ্ঠ তৎকালে গঙ্গাতীরস্থ পুণ্যাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মহাত্মা, ব্রহ্মণ্য, পুণ্যচেতা, সর্ব্বজ্ঞ, তাপসকুলপ্রধান, দ্বিজোত্তম, ও তেজোজ্বালায় পরিকীর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয় ভাস্করবৎ বিরাজমান। সোমশর্ম্মা সেই বিপ্রবরকে ভক্তিপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাতেজা অকল্মষ ব্রহ্মনন্দন তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহামতে। তুমি এই পুণ্যাসনে সুখে উপবেশন কর। যোগীন্দ্র বশিষ্ঠ এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার সেই তপোধনকে বলিলেন,—হে মহাভাগ। তোমার গৃহ, পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম ও সুসংস্কৃত অগ্নিবিষয়ে কুশল ত? তুমি দৈহিক নিরাময় আছ ত? সর্ব্বদা ধর্ম্ম পালন করিতেছ ত? মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ এইরূপে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—হে দ্বিজবর। আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? কুম্ভযোনি বশিষ্ঠ এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠের উক্তি অবসানে সোমশর্ম্মা তাপসবর মহাত্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি প্রসন্নচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে মুনিবর্য্য! যদি আমার প্রিয়কার্য্য করেন, তাহা হইলে মদীয় প্রশ্নার্থ-সন্দেহ ছেদন করুন। কোন্ পাপে আমার দারিদ্র্য এবং কেনই বা আমি পুত্রলাভসুখ হইতে বঞ্চিত? পিতঃ! কোন পাপে আমার এমন হইল? এ সংশয় আমার নিরাস করুন। হে দ্বিজ! আমি মহামোহে মুগ্ধ ছিলাম। প্রিয়া কর্ত্তৃক প্রবোধিত ও প্রেরিত হইয়া আপনার পার্শ্বে আসিলাম। অতএব আমার সর্ব্ব সন্দেহের বাক্য সকল বলুন। এই সংসার-বন্ধন হইতে আপনি আমার মুক্তিদাতা হউন। ৪—১৭। বশিষ্ঠ বলিলেন,—পুরুষের সম্বন্ধভেদবশে পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা ও অন্য স্বজন, বান্ধব, ইহারা পঞ্চধা ভিন্ন হইয়া থাকে। তোমার ভার্য্যা সুমনা সেই পুত্রাদি পঞ্চ স্বজনের কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন। হে দ্বিজবর

* এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ সোমশর্ম্মা মুনিস্তদা
তমুবাচ মহাত্মানং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্॥
ত পাঠান্তরম্।

পুত্রস্য লক্ষণং পুণ্যং তবাগ্রে প্রবদাম্যহম্।
পুণ্যপ্রসক্তো যস্যাত্মা সত্যধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ২০
বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্নস্তপস্বী বাগ্মিনাংবরঃ।
সর্ব্বকর্ম্মসু সংধীরো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ২১
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তা চ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
যাজকঃ সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতা ত্যাগী প্রিয়ংবদঃ ॥২২
বিষ্ণুধ্যানপরো নিত্যং শান্তো দান্তঃ সুহৃৎ সদা।
পিতৃমাতৃপরো নিত্যং সর্ব্বস্বজনবৎসলঃ ॥ ২৩
কুলস্য তারকো বিদ্বান্ কুলস্য পরিপোষকঃ।
এবং গুণৈঃ সুসংযুক্তঃ সুপুত্রঃ সুখদায়কঃ ॥ ২৪
অন্যে সম্বন্ধসংযুক্তাঃ শোকসন্তাপদায়কাঃ।
এতাদৃশেন কিং কার্য্যং ফলহীনেন তেন চ ॥২৫
আয়ান্তি যান্তি তে সর্ব্বে তাপং দত্ত্বা সুদারুণম্
পুত্ররূপেণ তে সর্ব্বে সংসারে দ্বিজসত্তম ॥ ২৬
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম যত্ত্বয়া পরিপালিতম্।
তচ্চ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তামদ্ভুতং পুনঃ ॥ ২৭

বশিষ্ঠ উবাচ।
ভবান্ শূদ্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ পূর্ব্বজন্মনি নান্যথা।
কৃষিকর্ত্তা জ্ঞানহীনো মহালোভেন সংযুতঃ ॥ ২৮
একভার্য্যঃ সদা দ্বেষী বহুপুত্রো হ্যদত্তবান্।
ধর্ম্মং নৈব বিজানাসি সত্যং নৈব পরিশ্রুতম্ ॥
দানং নৈব ত্বয়া দত্তং শাস্ত্রং নৈব প্রতিশ্রুতম্।
কৃতা নৈব ত্বয়া তীর্থে যাত্রা চৈব মহামতে ॥৩০
এবং কৃতং ত্বয়া বিপ্র কৃষিমার্গং পুনঃপুনঃ।
পশূনাং পালনং সর্ব্বং গবাং চৈব দ্বিজোত্তম ॥
মহিষীণাং চ হ্যশ্বানাং পালনং চ পুনঃপুনঃ।
এবং পূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম ত্বয়া বৈ দ্বিজসত্তম ॥ ৩২
বিপুলং তু ধনং তদ্বল্লোভেন পরিসঞ্চিতম্।
তস্য ব্যয়ং সুপুণ্যেন ন কৃতং তু ত্বয়া কদা ॥ ৩৩
পাত্রে দানং ন দত্তং তু দৃষ্ট্বা দুর্ব্বলমেব চ।
কৃপাং কৃত্বা ন দত্তং তু ভবতা ধনমেব হি ॥ ৩৪
গোমহিষ্যাদিকং সর্ব্বং পশূনাং সঞ্চিতং ত্বয়া।
বিক্রয়িত্বা ধনং বিপ্র সঞ্চিতং বিপুলং ত্বয়া ॥ ৩৫

...নসম্বন্ধীয় কুপুত্রদিগের কথাও তৎকর্ত্তৃক ...ক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার নিকটে সুপুত্রের পুণ্য লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি। যাহার আত্মা সর্ব্বদা পুণ্যাসক্ত, যিনি সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন তপস্বী, বাক্যবিশারদ সর্ব্ব কর্ম্মে ধৈর্য্যশালী, বেদাধ্যয়নপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, দেবদ্বিজপূজারত, সর্ব্বযজ্ঞযাজক, দাতা, ত্যাগী, প্রিয়ংবদ, বিষ্ণুধ্যান-পরত, শান্ত, দান্ত, সদা সৌহৃদ্যযুক্ত, নিয়ত পিতৃমাতৃ-পরায়ণ, সমস্ত স্বজনবৎসল, কুলের তারক, বিদ্বান ও কুলপরিপোষক, সেই পুত্রই সুখদায়ক। এবংবিধ গুণসম্পন্ন পুত্রই ...র্থ পুত্র। এতদ্ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ-সম্বদ্ধ পুত্রগণ কেবল শোকসন্তাপদায়ক। এরূপ ফলহীন পুত্রে প্রয়োজন কি? তাহারা পুত্ররূপে সংসারে আগমন করে, আবার সুদারুণ সন্তাপ দিয়া চলিয়া যায়। হে দ্বিজবর! তোমার জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্ম যাহা তুমি পরিপালন করিয়াছ, তৎসমস্ত আমি বলিতেছি, সেই অদ্ভুত বিবরণ তুমি শ্রবণ কর। ১৮-২৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! পূর্ব্ব জন্মে তুমি মহালোভযুক্ত জ্ঞানবর্জ্জিত কৃষিকর্ত্তা শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছিলে। তোমার একমাত্র ভার্য্যা ছিল। তুমি সর্ব্বদা দেবপরায়ণ ও বহুপুত্র ছিলে। কাহাকেও কোন দ্রব্যই তুমি দান কর নাই। ধর্ম্ম কি, সে জ্ঞান তোমার ছিল না। সত্য বা শাস্ত্র শ্রবণ কর নাই। হে মহামতে! ঐ জন্মে তুমি কোন তীর্থযাত্রাও কর নাই। হে বিপ্র! এইরূপে তুমি কেবল কৃষিকার্য্যই করিতে; পশুপালনও তোমার কর্ম্ম ছিল। তুমি পুনঃপুনঃ গো অশ্ব ও মহিষীবর্গের পালন করিয়াছিলে। হে দ্বিজবর! ইহাই তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। এই কর্ম্মে লোভবশে তুমি বিপুল ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলে। কিন্তু সেই ধনের ব্যয় কদাচ পুণ্যজন্য কর নাই। তোমার ধন সৎপাত্রে দত্ত হয় নাই। দুর্ব্বল দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক কদাচ তুমি ধন-দান কর নাই। কেবল গো-মহিষী প্রভৃতি পশু সঞ্চয় করিয়াছিলে।

তক্রং ঘৃতং তথা ক্ষীরং বিক্রয়িত্বা ততো দধি ।
দুষ্কালং চিন্তিতং বিপ্র মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥৩৬
কৃতং মহার্ঘমেবাত্র অন্নং ব্রাহ্মণসত্তম ।
নির্দ্দয়েন ত্বয়া দানং ন দত্তং তু কদা কিল ॥ ৩৭
দেবানাং পূজনং বিপ্র ভবতা ন কৃতং কদা
প্রাপ্য পর্ব্বাণি বিপ্রেভ্যো দ্রব্যং নৈব সমর্পিতম্
শ্রাদ্ধকালং তু সম্প্রাপ্য শ্রদ্ধয়া ন কৃতং ত্বয়া ।
ভার্য্যা বদতি তে সাধ্বী দিনং চৈতৎ সমাগতম্
শ্বশুরশ্রাদ্ধকালশ্চ শ্বশ্রাশ্চৈব মহামতে ।
শ্রুত্বা ত্বং তদ্বচস্তস্যা গৃহং ত্যক্ত্বা পলায়সে ॥৪০
ধর্ম্মমার্গং ন দৃষ্টং তে শ্রুতং নৈব কদা ত্বয়া ।
লোভো মাতা পিতা ভ্রাতা লোভঃ স্বজনবান্ধবাঃ
পালিতং লোভমেবৈকং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সদৈব হি
তস্মাদ্দুঃখী ভবান্ জাতো দারিদ্রেণাতিপীড়িতঃ
দিনে দিনে মহতৃষ্ণা হৃদয়ে তে প্রবর্দ্ধতে ।
যদা যদা গৃহে দ্রব্যং বৃদ্ধিমায়াতি তে সদা ॥ ৪৩
তৃষ্ণয়া দহ্যমানস্তু তয়া ত্বং বহ্নিরূপয়া ।
রাত্রৌ বা সুপ্রসুপ্তস্তু নিশ্চিতো হি প্রচিন্তসি ॥
দিনং প্রাপ্য মহামোহৈর্ব্যাপিতোঽসি সদৈব হি
সহস্রং লক্ষকং কোটিং কদা হ্যর্ব্বুদমেব চ ॥ ৪৫
ভবিষ্যতি কদা খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চাথ মে গৃহে ।
এবং সহস্রং লক্ষং চ কোটিরর্ব্বুদমেব চ ॥ ৪৬
খর্ব্বো নিখর্ব্বঃ সঞ্জাতস্তৃষ্ণা নৈব প্রগচ্ছতি ।
তব কায়ং পরিত্যজ্য বৃদ্ধিমায়াতি সর্ব্বদা ॥ ৪৭
নৈব দত্তং হুতং চাপি প্রভুক্তং নৈব চ ত্বয়া ।
খনিতং ভূমিমধ্যে তু ক্ষিপ্তং পুত্রা ন জানতে ॥
অন্যমেবমুপায়ং তু দ্রব্যাগমনকারণাৎ ।
কুরুষে সর্ব্বদা বিপ্র লোকান্ পৃচ্ছসি বুদ্ধিমান্ ॥
খনিত্রমঞ্জনং বাদং ধাতুবাদমতঃ পরম্ ।
পৃচ্ছমানো ভ্রমস্ত্বৈকস্তৃষ্ণয়া পরিমোহিতঃ ॥ ৫০

আর তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়াছিলে। তক্র, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, এই সকল বস্তু বিক্রয়েও তোমার অর্থ সঞ্চয় হইয়াছিল। তুমি বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজ অর্থবৃদ্ধির জন্য দুর্ভিক্ষের আগমন চিন্তা করিতে। তোমার কার্য্যে অন্ন মহার্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু নির্দ্দয় তুমি কাহাকেও কখনও কিছুমাত্র দান কর নাই। কদাচ দেবপূজা কর নাই। পর্ব্বোপলক্ষে ব্রাহ্মণ-দিগকেও কোন দ্রব্য দান কর নাই। শ্রাদ্ধকাল প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর নাই। তোমার সাধ্বী ভার্য্যা তোমায় বলিতেন, অদ্য শ্বশুরের শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত। কখনও বলিতেন, অদ্য শ্বশ্রূদেবীর শ্রাদ্ধ দিবস। কিন্তু তুমি তাহার সে বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিতে। তোমার দ্বারা কদাচ ধর্ম্ম মার্গ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা একমাত্র লোভকেই পোষণ করিয়াছ। লোভই তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা এবং লোভই তোমার স্বজন বান্ধব ছিল। এই-জন্যই তুমি দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। দিনে দিনে তোমার হৃদয়ে মহাতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন তোমার গৃহে দ্রব্য বৃদ্ধি হইত, তখনই তুমি অনল-রূপিণী তৃষ্ণা দ্বারা দগ্ধ হইতে। তুমি রাত্রিতে সুখপ্রসুপ্ত হইয়াও চিন্তাক্রান্ত হইতে এবং দিবসে পুনরায় মহামোহে ব্যাপিত হইতে। আমার সহস্র লক্ষ কোটি আছে, কবে অর্ব্বুদ হইবে? কবে আমার গৃহে খর্ব্ব নিখর্ব্ব হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তোমার সহস্র, লক্ষ, কোটি, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব সমস্তই হইল। কিন্তু তোমার তৃষ্ণা কিছুতেই গেল না। তাহা তোমার দেহ ছাড়িয়াও নিত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৩৮—৪৭। দান, হোম ব্রাহ্মণভোজন, কিছুই তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তুমি ভূগর্ভ খনন করিয়া তোমার পুত্রগণের অজ্ঞাতসারে তন্মধ্যে ধনক্ষেপ করিয়া-ছিলে। দ্রব্যাগমনের নিমিত্ত তুমি আর উপায় করিয়াছিলে। তুমি লোক দেখিলে সর্ব্বদা দ্রব্যাগমের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে। একটী খনিত্র সঙ্গে লইয়া সিদ্ধাঞ্জন ও স্বর্ণ-ধাতুসম্বন্ধীয় কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একাকী তুমি তৃষ্ণামোহিত হইয়া ভ্র-

স্পর্শং চিন্তয়সে নিত্যং কল্পান্ সিদ্ধিপ্রদায়কান্।
প্রবেশং বিবরাণাং তু চিন্তয়ানঃ সুপৃচ্ছসি ॥ ৫১
তৃষ্ণানলেন দগ্ধেন সুখং নৈব প্রগচ্ছসি।
তৃষ্ণানলেন সন্দীপ্তো হাহাভূতো বিচেতনঃ ॥৫২
এবং মুগ্ধোঽসি বিপেন্দ্র গতস্থং কালবক্ত্রতাম্।
দারাপুত্রেষু তদ্-দ্রব্যং পৃচ্ছমানেষু বৈ ত্বয়া ॥৫৩
কথিতং নৈব বৃত্তান্তং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা গতো যমম্
এবং সর্ব্বং ময়াখ্যাতং বৃত্তান্তং তব পূর্ব্বকম্ ॥৫৪
অনেন কর্ম্মণা বিপ্র নিধনোঽসি দরিদ্রবান্।
সংসারে যস্য সৎপুত্রা ভক্তিমন্তঃ ন চৈব হি ॥৫৫
সুশীলা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সত্যধর্ম্মরতাঃ সদা।
সম্ভবন্তি গৃহে তস্য যস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৫৬
ধনং ধান্যং কলত্রং তু পুত্রপৌত্রমথাত্মকম্।
স ভুঙ্ক্তে মর্ত্ত্যলোকেঽপি যস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নবান্

করিতে। নিত্য তোমার অন্তরে স্পর্শমণির চিন্তা ছিল। তুমি সিদ্ধিপ্রদ স্বর্ণাদি বহুমূল্য বস্তুর নির্ম্মাণপ্রক্রিয়া, ও ভূবিবরে প্রবেশোপায় চিন্তা করিয়া কেবল লোকের নিকট তাহারই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে। কিন্তু পোড়া তৃষ্ণানলের জন্য তুমি সুখ প্রাপ্ত হও নাই। তুমি তৃষ্ণানলে দগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়াছিলে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইরূপ মুগ্ধাবস্থাতেই তুমি কালকবলে পতিত হইয়াছিলে। তোমার স্ত্রী-পুত্র তোমার নিকট ধনাদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কিন্তু তুমি সে বৃত্তান্ত কিছুই তাহাদিগকে বল নাই। প্রাণত্যাগ করিয়া যমালয়ে উপনীত হইয়াছিলে। এই আমি তোমার সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। বিপ্র! পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলেই এ জন্মে তুমি নিঃস্ব দরিদ্র হইয়াছ। বিষ্ণু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তাঁহারই সংসারে ভক্তিমান্ সৎপুত্র সম্ভব হয় এবং তাঁহারই গৃহে সচ্চরিত্র, জ্ঞানসম্পন্ন ও সত্যধর্ম্মরত পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন, সংসারে সেই মানবই ধন, ধান্য, কলত্র, পুত্র, পৌত্র, লাভ করিয়া থাকেন।

বিনা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন দারান্ পুত্রান্ন চাপ্নুয়াৎ
সুজন্ম চ কুলং বিপ্র তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সোমশর্ম্মোবাচ।

পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং ত্বয়াখ্যাতং চ মে মুনে।
শূদ্রত্বেন চ বিপ্রেন্দ্র ময়ৈতৎ পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ১
বিপ্রত্বং হি ময়া প্রাপ্তং তৎ কথং দ্বিজসত্তম।
তৎ সর্ব্বকারণং ব্রূহি জ্ঞানবিজ্ঞানপণ্ডিত ॥ ২
বসিষ্ঠ উবাচ।
যত্ত্বয়া চেষ্টিতং পূর্ব্বং কর্ম্ম ধর্ম্মাশ্রিতং দ্বিজ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং যদি মন্যসে ॥ ৩
ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদনঘঃ সদাচারঃ সুপণ্ডিতঃ।
বিষ্ণুভক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪

বিষ্ণুর প্রসন্নতা ব্যতীত সুপুত্র, সুকলত্র, সুজন্ম, সৎকুলোৎপত্তি এবং বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয় না। ৪৮—৫৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে মুনে! আপনি আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ কীর্ত্তন করিলেন। আমি শূদ্রত্ব হেতু বিপ্রত্ব বর্জ্জন করিয়াছিলাম। হে দ্বিজবর! আমার সেই বিপ্রত্বলাভ এ জন্মে কিরূপে হইল? হে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিচক্ষণ! আপনি ইহার কারণ বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার যাহা পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম আছে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তাহা আমি ব্যক্ত করি; শ্রবণ কর। একদা এক সদাচারসম্পন্ন বিষ্ণুভক্ত ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানী ব্রাহ্মণ

যাত্রাব্যাজেন তীর্থানাং ভ্রমন্নেকঃ স মেদিনীম্
অটমানঃ সমায়াতস্তব গেহং মহামতে ॥ ৫
যাচিতং স্থানমেকং বৈ বাসার্থং দ্বিজসত্তম।
তত্রৈব ভার্য্যয়া দত্তং ত্বয়া চ সহ পুত্রকৈঃ ॥ ৬
এহ্যেহ্যেহি ব্রহ্মন্ সুখেন সুগৃহং মম।
বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং পুণ্যমিত্যুবাচ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
সুখেন স্থীয়তামত্র গৃহোঽয়ং তব সুব্রত।
অদ্য ধন্যোঽস্ম্যহং পুণ্যমদ্য তীর্থমহং গতঃ ॥
অদ্য তীর্থফলং প্রাপ্তং তবাঙ্ঘ্রিদ্বয়দর্শনাৎ।
গবাং স্থানং বরং পুণ্যং নিবাসায় নিবেদিতম্ ॥
অঙ্গসংবাহনং কৃত্বা পাদৌ চৈব সুমর্দ্দিতৌ।
ক্ষালিতৌ চ পুনস্তোয়ৈঃ স্নাতঃ পাদোদকেন হি
সদ্যো ঘৃতং দধি ক্ষীরং তক্রমন্নং প্রদত্তবান্।
স তস্মৈ ব্রাহ্মণায়ৈব ভবানিত্থং মহামতে ॥ ১১
এবং সন্তোষিতো বিপ্রস্ত্বয়ৈব সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রৈঃ সার্দ্ধং মহাভাগো বৈষ্ণবো জ্ঞানপণ্ডিতঃ
অথ প্রভাতে সম্প্রাপ্তে দিনে পুণ্যে শুভাবহে
আষাঢ়স্য তু শুক্লস্যৈকাদশী পাপনাশিনী *॥১৩
তস্মিন্ দিনে সুসম্প্রাপ্তা সর্ব্বপাতকনাশিনী।
যস্যাং দেবো হৃষীকেশো যোগনিদ্রাং প্রগচ্ছতি
তাং প্রাপ্য চ ততো লোকাস্তত্যজুর্ব্বুদ্ধিপণ্ডিতাঃ
গৃহস্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিষ্ণুধ্যানরতা দ্বিজ ॥ ১৫
উৎসবং পরমং চক্রুর্গীতমঙ্গলবাদনৈঃ।
স্তবনং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সূক্তৈঃ স্তোত্রৈঃ সুমঙ্গলৈঃ
এবং মহোৎসবং প্রাপ্য স চ ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
তস্মিন্ দিনে স্থিতস্তত্র সম্প্রাপ্তং সমুপোষণম্
একাদশ্যাস্তু মাহাত্ম্যং পঠিতং ব্রাহ্মণেন বৈ।
ভার্য্যাপুত্রৈস্ত্বয়া সার্দ্ধং শ্রুতং ধর্ম্মমনুত্তমম্ ॥ ১৮
শ্রুতে তস্মিন্ মহাপুণ্যে ভার্য্যাপুত্রৈস্তু প্রেরিতঃ
সংসর্গাদস্য বিপ্রস্য ব্রতমেতৎ সমাচর ॥ ১৯
তদাকর্ণ্য মহদ্ বাক্যং সর্ব্বপুণ্যপ্রদায়কম্।
ব্রতমেতৎ করিষ্যামি ইতি নিশ্চিতমানসঃ ॥ ২০

তীর্থযাত্রাচ্ছলে মেদিনীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তোমার নিকট বাসস্থান প্রার্থনা করিলে পুত্রগণ সহ তোমার ভার্য্যা এবং তুমি সেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে, হে ব্রাহ্মণ! আসুন আসুন, মদগৃহে শুভাগমন করুন। হে সুব্রত! এ গৃহ আপনারই। আপনি এখানে সুখে অবস্থান করুন। আপনার চরণযুগল দর্শনে অদ্য আমি ধন্য হইলাম। অদ্য পুণ্যতীর্থে আমার গতি হইল। অদ্য আমি তীর্থফল প্রাপ্ত হইলাম। এই বলিয়া সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে নিবাসার্থ পবিত্র গো-গৃহ নিবেদন করিলে, তাঁহার পাদ মর্দ্দন ও অন্যান্য অঙ্গ সম্বাহন করিয়া পরে চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছিলে। ব্রাহ্মণের পাদোদকে তোমার স্নান হইয়াছিল। পরে তুমি সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সদ্যোজাত ঘৃত, দধি, ক্ষীর, অন্ন এবং তক্র প্রদান করিয়াছিলে। এইরূপে তুমি স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে সেই মহাভাগ জ্ঞানী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সন্তোষ জন্মাইয়াছিলে। অনন্তর প্রভাতে সৌভাগ্যদায়ক পুণ্যদিন উপস্থিত হইল। ঐ দিন সর্ব্বপাতকনাশিনী আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী! পণ্ডিতগণ ঐ দিন সমস্ত গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুধ্যানে নিরত হইলেন। গীত ও মঙ্গলবাদ্য পুরঃসর মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ মাঙ্গল্য বেদস্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপ মহোৎসব প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐদিন তথায় উপবাস রহিলেন এবং একাদশী-মাহাত্ম্য পাঠ করিলেন। তুমি ভার্য্যা-পুত্রাদিসহ সেই অনুত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে। ১—১৮। সেই মহাপুণ্য একাদশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার পর তোমার স্ত্রীপুত্রগণ তোমাকে ঐ একাদশীব্রত আচরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। তুমি সেই পুণ্যপ্রদায়ক মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চিত মনে বলিলে, আমি এই ব্রত আচরণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি স্ত্রীপুত্র

---

* "আষাঢ়স্য তু শুক্লস্য দ্বাদশী"—ইতি পাঠান্তরম্।

ভার্য্যাপুত্রৈঃ সমং গত্বা নদ্যাং স্নানং কৃতং ত্বয়া
হৃষ্টেন মনসা বিপ্র পূজিতো মধুসূদনঃ ॥ ২১
সর্ব্বোপহারৈঃ পুষ্পৈশ্চ গন্ধধূপাদিভিস্তথা ।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ॥ ২২
ব্রাহ্মণস্য প্রসঙ্গেন নদ্যাং স্নানং কৃতং পুনঃ ।
পূজিতো দেবদেবেশঃ পুষ্পধূপাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ২৩
ভক্ত্যা প্রণম্য গোবিন্দং স্নাপয়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
নির্ব্বাপং তাদৃশং দত্তং ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা ॥
ভক্ত্যা প্রণম্য তং বিপ্র দত্ত্বা তস্মৈ সুদক্ষিণা ।
কৃত্বা চ পারণং বিপ্র পুত্রৈর্ভার্য্যাদিভিঃ সমম্ ॥
তোষিতো ভক্তিপূর্ব্বেণ সদ্ভাবেন ত্বয়ৈব সঃ ।
এবং ব্রতং সমাচীর্ণং ত্বয়ৈব দ্বিজসত্তম ।
সঙ্গত্যা ব্রাহ্মণস্যৈব বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ ॥ ২৬
ভবান্ ব্রাহ্মণতাং প্রাপ্তঃ সত্যধর্ম্মসমন্বিতঃ ॥
তেন ব্রতপ্রভাবেন ত্বয়া প্রাপ্তং মহৎ কুলম্ ॥ ২৭
ভূসুরাণাং মহাপ্রাজ্ঞ সত্যধর্ম্মসমন্বিতম্ ।
তস্মৈ তু ব্রাহ্মণায়ৈব বৈষ্ণবায় মহাত্মনে ॥ ২৮

শ্রদ্ধয়া সত্যভাবেন দত্তমন্নং সুসংস্কৃতম্ ।
তেন দানপ্রভাবেন মিষ্টান্নমুপতিষ্ঠতি ॥ ২৯
মহামোহৈঃ প্রমুগ্ধোহসি তৃষ্ণয়া ব্যথিতং মনঃ ।
পূর্ব্বজন্মনি তে বিপ্র হ্যর্থমেব প্রসঞ্চিতম্ ॥ ৩০
ন দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো হি দীনেষন্যেষু বৈ ত্বয়া ।
পুত্রদারেষু লোভেন ম্রিয়মাণেন বৈ তদা ॥ ৩১
তস্য পাপস্য ভাবেন দারিদ্র্যং ত্বামুপাবিশৎ ।
পুত্রলোভং পরিত্যজ্য স্নেহং ত্যক্ত্বা প্রদূরতঃ ॥
অপুত্রবান্ ভবান্ জাতস্তস্য পাপস্য বৈ ফলম্ ।
সুপুত্রং চ কুলং বিপ্র ধনং ধান্যং বরস্ত্রিয়ঃ ।
সুজন্ম মরণং চৈব সুভোগাঃ সুখমেব চ ॥ ৩৩
রাজ্যং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ যদ্যদ্দুর্লভমেব চ ।
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
তস্মাদারাধ্য গোবিন্দং নারায়ণমনাময়ম্ ।
প্রাপ্স্যসি ত্বং পরং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
সুপুত্রত্বং ধনং ধান্যং সুভোগান্ সুখমেব চ ।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম যত্ত্বয়া পরিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬

সমভিব্যাহারে নদীজলে গিয়া স্নান করিলে এবং সর্ব্ববিধ পুণ্য উপহার ও গন্ধধূপাদি দ্বারা হৃষ্টচিত্তে মধুসূদনের পূজা করিলে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি সহকারে রাত্রে জাগরণ করিয়া পুনরায় প্রভাতে নদীজলে স্নানপূর্ব্বক পুষ্পধূপাদি মঙ্গল বস্তু দ্বারা দেবদেবের পূজা, ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও গোবিন্দ দেবকে পুনরায় স্নান করাইয়া পিতৃলোকের প্রীতি উদ্দেশে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করিলে এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়াছিলে। হে বিপ্র! ইহার পর তুমি স্ত্রীপুত্রাদির সহিত পারণ আচরণ করিয়াছিলে। হে দ্বিজবর! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক সদ্ভাব দ্বারা প্রেরিত হইয়া এইরূপে একাদশী ব্রত আচরণ করিয়াছিলে। তাহারই ফলে বিষ্ণুপ্রসাদে ব্রাহ্মণের সঙ্গগুণে এজন্মে তুমি সত্যধর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ হইয়াছ। সেই ব্রতানুষ্ঠানের ফলে ভূদেবকুলের সত্যধর্ম্মময় মহাকুল তোমার লাভ হইয়াছে। সেই মহাত্মা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে যে, শ্রদ্ধা সহকারে সুসংস্কৃত অন্ন প্রদান করিয়াছিলে। সেই দানের ফলে এজন্মে তোমার মিষ্টান্ন লাভ ঘটিতেছে। পূর্ব্বজন্মে মহামোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার মন তৃষ্ণাকুল হইয়াছিল। তাই তুমি কেবল অর্থ সঞ্চয়ই করিয়াছিলে; অন্যান্য দীন ব্রাহ্মণ এমন কি মৃত্যুকালে লোভ বশতঃ নিজের স্ত্রীপুত্রকে কিছু মাত্র প্রদান কর নাই। সেই পাপের ফলে এজন্মে তোমার দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি যে অপুত্রক হইয়াছ, ইহা তোমার সেই পূর্ব্ব পাপেরই ফল। হে বিপ্র! সুপুত্র, সৎকুল, ধন, ধান্য, বরস্ত্রী, সুজন্ম, সুমরণ, সুভোগ, সুখ, রাজ্য, স্বর্গ মোক্ষ ইত্যাদি যে কিছু দুর্লভ বস্তু, তৎসমস্ত একমাত্র মহাত্মা বিষ্ণু দেবের মহাত্ম্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯—৩৪। অতএব তুমি অনাময় নারায়ণের আরাধনা কর। সেই গোবিন্দ দেবের অরাধনার ফলেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। সুপুত্র, ধন, ধান্য, সুভোগ ও সুখ তাঁহার

তন্ময়া কথিতং বিপ্র তবাগ্রে পরিনিষ্ঠিতম্।
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ নারায়ণপরো ভব ॥ ৩৭
ব্রহ্মাত্মজেনাপি মহানুভাবঃ
স বিপ্রবর্য্যঃ পরিবোধিতো হি।
হর্ষেণ যুক্তঃ সুমহানুভাবো
ভক্ত্যা বশিষ্ঠং প্রণিপত্য তত্র ॥ ৩৮
আমন্ত্র্য বিপ্রং স জগাম গেহং
তাং প্রাহ ভার্য্যাং সুমনাঃ প্রহর্ষঃ।
সর্ব্বং হি বৃত্তং মম পূর্ব্বচেষ্টিতং
তেনৈব বিপ্রেণ তব প্রসাদাৎ ॥ ৩৯
ভদ্রে বশিষ্ঠেন বিকাশনীত-
মদ্যৈব মোহং পরিনাশিতং মে।
আরাধয়িষ্যে মধুসূদনং তং
যাস্যামি মোক্ষং পরমং পদং তৎ ॥ ৪০
আকর্ণ্য বাক্যং পরমং মহার্থং
সুমঙ্গলং মঙ্গলদায়কং হি।
হর্ষেণ যুক্তা তমুবাচ কান্তং
পুণ্যোঽসি বিপ্রেন্দ্র বিবোধিতোঽসি ॥ ৪১
ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সোমশর্ম্মপূর্ব্ব-
জন্মকৃতবর্ণনং নামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

প্রসাদেই লাভ করিবে। হে বিপ্র! তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কহিলাম। হে মহাভাগ! তুমি ইহা অবগত হইয়া নারায়ণপরায়ণ হও। ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে পরিবোধিত হইয়া মহানুভব বিপ্রবর হৃষ্ট হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক বসিষ্ঠ দেবকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহে গমন-পূর্ব্বক ভার্য্যা সুমনাকে বলিলেন,—আমি তোমার প্রসাদে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের নিকট মদীয় সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। হে ভদ্রে! অদ্য বসিষ্ঠ আমার বিশাল মোহজাল ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। আমি মধুসূদনের আরাধনা করিব এবং পরমপদ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইব। সুমনা স্বামীর সেই পরমমঙ্গলময় মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। এবং কান্তকে বলিলেন,—আপনি বিপ্রবর বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াছেন; আপনি পুণ্যময় হইয়াছেন। ৩৫—৪২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সোমশর্ম্মা মহাপ্রাজ্ঞঃ সুধীঃ সুমনয়া সহ।
কপিলাসঙ্গমে পুণ্যে রেবাতীরে সুপুণ্যদে ॥ ১
স্নাত্বা তত্র স মেধাবী তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৄন্।
তপস্তেপে সুশান্তাত্মা জপন্নারায়ণং শিবম্ ॥ ২
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ ধ্যানযুক্তো মহামনাঃ।
তস্যৈব দেবদেবস্য বাসুদেবস্য সুব্রতঃ ॥ ৩
আসনে শয়নে যানে স্বপ্নে পশ্যতি কেশবম্।
সদৈব নিশ্চলো ভূত্বা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪
সা চ সাধ্বী মহাভাগা পতিব্রতপরায়ণা।
সুমনা কান্তমেবাপি শুশ্রূষতি তপোন্বিতম্ ॥ ৫
ধ্যায়মানস্য তস্যাপি বিঘ্নৈঃ সন্দর্শিতং ভয়ম্।
সর্পা বিষোল্বণাঃ কৃষ্ণাস্তত্র যান্তি মহাত্মনঃ ॥ ৬
পার্শ্বতস্তপ্যমানস্য তস্য তে সোমশর্ম্মণঃ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ সোমশর্ম্মা সুমনার সহিত সুপুণ্য রেবাতীরে গমনপূর্ব্বক পবিত্র কপিলাসঙ্গমে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃলোকদিগের তর্পণান্তে সুশান্তচিত্তে ধ্যানাবলম্বনে বাসুদেবের মঙ্গলময় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আসনে শয়নে যানে স্বপ্নে সর্ব্বদা কেশবকেই দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাম-ক্রোধ দূরে গেল। তিনি নিশ্চল হইয়া কেশবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী পতিপরায়ণা মহাভাগা সুমনা তপস্বী পতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ধ্যানাবস্থায় নানা বিঘ্ন আসিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সিংহব্যাঘ্রগজা দৃষ্টা ভয়মেবং প্রচক্রিরে ॥ ৭
বেতালা রাক্ষসা ভূতা কুষ্মাণ্ডাঃ প্রেতভৈরবাঃ
ভয়ং প্রদর্শয়ন্ত্যেতে দারুণং প্রাণনাশনম্ ॥ ৮
নানাবিধা মহাভীমাঃ সিংহাস্তত্র সমাগতাঃ।
দংষ্ট্রাকরালবক্ত্রাশ্চ জগর্জ্জুশ্চাতিভৈরবম্ ॥ ৯
বিষ্ণোর্ধ্যানাৎ স ধর্ম্মাত্মা ন চচাল মহামতিঃ।
মহাবিঘ্নৈঃ সুসংক্রুষ্টৈশ্চালিতো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০
এবং ন চলতে ধ্যানাৎ সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ
ঝঞ্ঝাবাতৈশ্চ শীতেন মহাবৃষ্ট্যা সুপীড়িতঃ ॥ ১১
ভস্তারাবমহাভীমঃ সিংহস্তত্র সমাগতঃ।
তং দৃষ্ট্বা ভয়বিত্রস্তঃ সস্মার নৃহরিং দ্বিজাঃ ॥১২
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং পীতবস্ত্রং মহৌজসম্।
শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাপঙ্কজধারিণম্ ॥ ১৩
মহামৌক্তিকহারেণ ইন্দুবর্ণানুকারিণা।
কৌস্তুভেনাপি রত্নেন দ্যোতমানং জনার্দ্দনম্ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কেন দিব্যেন হৃদয়ং যস্য রাজতে।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং শতপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ১৫
সুস্মিতাস্যং সুপ্রসন্নং রত্নহারাভিশোভিতম্।
ভ্রাজমানং হৃষীকেশং ধ্যানং তেন কৃতং ধ্রুবম্
ত্বমেব শরণং কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল।
নমস্তে দেবদেবেশ কিং ভয়ং মে করিষ্যতি ॥১৭
যস্যোদরে ত্রয়ো লোকাঃ সপ্ত চান্যে মহাত্মনঃ
শরণং তং প্রপন্নোঽস্মি কিং ভয়ং মে করিষ্যতি
যস্মাদ্ভিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে কৃত্যাদিকমহাবলাঃ।
সর্ব্বভীতিপ্রহর্ত্তারং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ১৯
পাতকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দানবানাং মহাভয়ম্।
রক্ষকো বিষ্ণুভক্তানাং তমস্মি শরণং গতঃ ॥২০
বৃন্দারকাণাং সর্ব্বেষাং দানবানাং মহাত্মনাম্।
যো গতিঃ কৃষ্ণভক্তানাং তমস্মি শরণং গতঃ ॥
অভয়ো ভয়নাশায় পাপনাশায় জ্ঞানবান্।
একশ্চ ব্রহ্মরূপেণ (১) তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ২২

কৃষ্ণবর্ণ তীব্রবিষ সর্প সকল তপস্যাকালীন সেই মহাত্মা সোমশর্ম্মার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ, বেতাল, রাক্ষস, ভূত, কুষ্মাণ্ড, প্রেত ও ভৈরবগণ আসিয়া দারুণ প্রাণহর ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। নানাবিধ মহাভয়ঙ্করাকার দংষ্ট্রাকরালবদন সিংহ আসিয়া তৎকালে তথায় অতি ভৈরব রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। উপস্থিত মহা বিঘ্নসমূহে মুনি-পুঙ্গব সোমশর্ম্মা চালিত হইয়াও বিষ্ণুর ধ্যান হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ঝঞ্ঝাবাত, অত্যন্ত শীত ও দারুণ বর্ষণে পীড়িত হইলেও তাঁহার যখন ধ্যানচ্যুতি হইল না, তখন এক ভস্তারাবকারী মহা-ভীম সিংহ তথায় সমাগত হইল। দ্বিজবর সোমশর্ম্মা তদ্দর্শনে ভীতত্রস্ত হইয়া নৃহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানে দেখিলেন,—হৃষীকেশ জনার্দ্দন ইন্দ্রনীলনিভ; পরিধানে পীতবসন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজমান। তিনি মহাতেজা, সুধাংশুধবল, মহামৌক্তিকহার ও কৌস্তুভমণি দ্বারা দ্যোতমান। তাঁহার হৃদয়ে দিব্য শ্রীবৎসাঙ্ক বিরাজমান। তিনি পদ্মপলাশনিভানন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বা-ভরণে শোভমান; তিনি সুস্মিতবদন, সুপ্রসন্ন, রত্নদামমণ্ডিত, ও ভ্রাজমান। তিনি ভগবানের এইরূপ ধ্যান করিয়া বলিলেন,—হে শরণাগতবৎসল কৃষ্ণ! তুমিই আমার শরণ। দেবদেব! তোমায় নমস্কার। ভয় আমার কি করিবে? যে মহাত্মার উদরে লোকত্রয়, লোকত্রয় কেন সপ্তলোকই বিরাজমান, আমি তাঁহার শরণ লইয়াছি। আমার ভয় কি আছে? কৃত্যাদি মহোপদ্রব সকল যাঁহা হইতে ভীত হয়, আমি সেই সর্ব্ব-ভয়হর্ত্তার শরণ লইয়াছি। ১—১৯। সমস্ত পাতক ও সমস্ত দানবের যিনি মহাভয় স্বরূপ এবং যিনি বিষ্ণুভক্তগণের রক্ষক, আমি শরণ লইয়াছি তাঁহার। সমস্ত দেব দানব, ও মহাত্মা কৃষ্ণভক্তবৃন্দের যিনি আশ্রয়, আমি তাঁহার শরণ লইয়াছি। যিনি ভয়নাশার্থ অভয়, পাপনাশার্থ জ্ঞানবান্ এবং ইন্দ্রস্বরূপে

---

(১) "একশ্চেন্দ্রস্বরূপেণ" ইতি পাঠান্তরম্।

ব্যাধীনাং নাশনায়ৈব য ঔষধস্বরূপবান।
নিরাময়ো নিরানন্দস্তমস্মি শরণং গতঃ॥ ২৩
অচলাংশ্চালয়েল্লোকানপাপো জ্ঞানমেব চ।
তমস্মি শরণং প্রাপ্তঃ কিং ভয়ং মে করিষ্যতি॥
সাধুনামপি সর্ব্বেষাং পালকো যো হ্যনাময়ঃ।
পাতি বিশ্বং চ বিশ্বাত্মা তমস্মি শরণং গতঃ॥
যো মে মৃগেন্দ্ররূপেণ ভয়ং দর্শয়তেঽগ্রতঃ।
তমহং শরণং প্রাপ্তো নারসিংহং নমাম্যহম্॥ ২৬
মদমত্তো মহাকায়ো বনহস্তী সমাগতঃ।
গজলীলাগতং দেবং শরণাগতবৎসলম্॥ ২৭
গজাস্যং জ্ঞানসম্পন্নং সপাশাঙ্কুশধারিণম্।
কালাস্যং গজতুণ্ডং চ শরণং সুগতোঽস্ম্যহম্॥২৮
হিরণ্যাক্ষপ্রহর্ত্তারং বারাহং শরণং গতঃ।
বামনং তং প্রপন্নোঽস্মি শরণাগতবৎসলম্॥২৯
হ্রস্বাশ্চ বামনাঃ কুব্জাঃ প্রেতাঃ কুষ্মাণ্ডকাদয়ঃ।
মৃত্যুরূপধরাঃ সর্ব্বে দর্শয়ন্তি ভয়ং মম॥ ৩০
অমৃতং তং প্রপন্নোঽস্মি কিং ভয়ং মে করিষ্যতি
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মদো ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞানময়ো হরিঃ।
শরণং তং প্রপন্নোঽস্মি কিং ভয়ং মে করিষ্যতি
অভয়ো যো হি জগতো ভীতিহ্নো ভীতিদায়কঃ
ভয়রূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং ভয়ং মে করিষ্যতি॥
তারকং সর্ব্বলোকানাং নাশকঃ সর্ব্বপাপিনাম্।
তমহং শরণং প্রাপ্তো ধর্ম্মরূপং জনার্দ্দনম্॥৩৩
সুরাবর্ণং যো হি রণে বপুর্ধারয়তেঽদ্ভুতম্।
শরণং তং সঙ্গতোঽস্মি সদা গতিরয়ং মম॥৩৪
ঝঞ্ঝাবাতো মহাচণ্ডো বপুর্দ্দয়তি মে ভৃশম্।
শরণং তস্য গন্তাস্মি সদা গতিরয়ং মম॥ ৩৫
অতিশীতং চাতিবর্ষমাতপস্তাপদায়কঃ।
এষাং রূপেণ যো দেবস্তমস্যাহং শরণং গতঃ॥৩৬
কালরূপা অমী প্রাপ্তা ভয়দা মম চালকাঃ।
হরিস্বরূপিণামেষাং প্রগতঃ শরণং সদা॥ ৩৭
যং সর্ব্বদেবং পরমেশ্বরং হি
নিষ্কেবলং জ্ঞানময়ং প্রধানম্।

একরূপী, তিনিই আমার আশ্রয়। ব্যাধিবর্গের বিনাশার্থ যিনি ঔষধ স্বরূপে বিরাজমান, সেই নিরাময় নিরানন্দময় পুরুষ আমার শরণ্য। যিনি অচল হইয়াও লোকদিগকে চালিত করেন, সেই নিষ্পাপ জ্ঞানস্বরূপের আমি শরণ লইয়াছি, ভয় আমার কি করিবে? যিনি সমস্ত সাধুজনের পালক, এবং এই বিশ্বের রক্ষক, সেই অনাময় বিশ্বাত্মা আমার শরণ্য। যিনি মৃগেন্দ্ররূপে আমার সমক্ষে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, আমি সেই নৃসিংহের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। মদমত্ত মহাদেহ বনহস্তী উপস্থিত, আমি সেই গজলীলাগতি শরণাগতবৎসল গজাস্য জ্ঞানসম্পন্ন পাশাঙ্কুশধর কালানল গজতুণ্ড দেবের শরণাপন্ন হইলাম। হিরণ্যাক্ষবিনাশী বরাহদেবের আমি শরণ লইলাম। আমি শরণাগতবৎসল বামনদেবের শরণাপন্ন হইলাম। হ্রস্ব, কুব্জ, বামনাকার, প্রেত ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি মৃত্যুরূপ ধারণপূর্ব্বক আমায় ভয় প্রদর্শন করিতেছে। আমি সেই অমৃতের আশ্রয় লইলাম,—ভয় আমার কি করিবে? শ্রীহরি ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মদ ও ব্রহ্মজ্ঞানময়, আমি তাঁহার শরণাপন্ন, ভয় আমার কি করিবে? যিনি জগতের অভয়, ভীতিহর, ও ভীতিদায়ক, সেই ভয়রূপের আমি শরণাপন্ন, ভয় আমার কি করিবে? যিনি সর্ব্বলোকের তারক, এবং সর্ব্বপাপের নাশক, আমি সেই ধর্ম্মরূপী জনার্দ্দনের শরণ প্রাপ্ত। রণে যিনি অসুরদেহ ধারণ করেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। সদাগতি এই বায়ু, মহাপ্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু—আমার দেহ নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমি তাঁহার শরণ লইয়াছি, তিনিই আমার সদাগতি।২০—৩৫। অতি শীত, অতি বর্ষা, অতি তাপদায়ক আতপ এই সকলরূপে যে দেব বিরাজমান, আমি তাঁহারই শরণাগত। এই সকল কামরূপী ভয়দাতৃগণ আমায় বিচলিত করিতেছে। আমি সেই হরিরই রূপান্তর এই সকলের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি

বদন্তি নারায়ণমাদিসিদ্ধং
সিদ্ধেশ্বরং তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩৮
ইতি ধ্যায়ংস্তুবন্নিত্যং কেশবং ক্লেশনাশনম্।
ভক্ত্যা তেন সমানীতস্তদাত্মহৃদয়ে হরিঃ ॥ ৩৯
উদ্যমং বিক্রমং তস্য স দৃষ্ট্বা সোমশর্ম্মণঃ।
আবির্ভূয় হৃষীকেশস্তমুবাচ প্রহৃষ্টবান্ ॥ ৪০
সোমশর্ম্মন্ মহাপ্রাজ্ঞ শ্রূয়তাং ভার্য্যয়া সহ।
বাসুদেবোঽহমস্মি বিপ্রেন্দ্র বরং বরয় সুব্রত ॥ ৪১
শ্রুত্বোদিতং স বিপ্রেন্দ্র উন্মীল্য নয়নদ্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ঘনশ্যামং মহোদয়ম্ ॥ ৪২
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং সর্ব্বায়ুধসমন্বিতম্।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥ ৪৩
পীতেন বাসসা যুক্তং রাজমানং সুরেশ্বরম্।
বৈনতেয়সমারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৪৪
ব্রহ্মাদীনাং সুধাতারং জগতোঽস্য মহাযশঃ।
বিশ্বস্যাস্য সদাতীতং রূপাতীতং জগদ্‌গুরুম্ ॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্।
শ্রিয়া যুক্তং ভাসমানং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তয়া সুমনয়া সহ।
জয় জয়েত্যুবাচৈনং জয় মানদ মাধব ॥ ৪৭
জয় যোগীশ যোগীন্দ্র জয় (১) নাগাঙ্গশায়ন।
জয় যজ্ঞেশ যজ্ঞাঙ্গ জয় শাশ্বত সর্ব্বগ ॥ ৪৮
জয় সর্ব্বেশ্বরানন্ত জয়রূপ নমোঽস্তু তে।
জয় জ্ঞানবতাং শ্রেষ্ঠ জয় ত্বং জ্ঞাননায়ক ॥ ৪৯
জয় সর্ব্বদ সর্ব্বজ্ঞ জয় ত্বং সর্ব্বভাবন।
জয় জীবস্বরূপেশ মহাজীব নমোঽস্তু তে ॥ ৫০
জয় প্রজ্ঞাদ প্রজ্ঞাঙ্গ জয় প্রাণপ্রদায়ক।
জয় পাপঘ্ন পুণ্যেশ জয় পুণ্যপতে হরে ॥ ৫১
জয় জ্ঞানস্বরূপেশ জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ পদ্মনাভায় তে নমঃ ॥ ৫২
জয় গোবিন্দ গোপাল জয় শঙ্খধরামল।
জয় চক্রধরাব্যক্ত ব্যক্তরূপায় তে নমঃ ॥ ৫৩

সর্ব্বদেবময়, কেবল জ্ঞানময় পরমেশ্বর, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে আদিসিদ্ধ নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সিদ্ধেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। এইরূপে ক্লেশহর কেশবকে নিত্য নিত্য ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে দ্বিজবর সোমশর্ম্মা ভক্তিবলে আত্ম-হৃদয়ে শ্রীহরিকে আনয়ন করিলেন। হৃষীকেশ সোমশর্ম্মার উদ্যম ও বিক্রম দেখিয়া তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ সোমশর্ম্মন্! তুমি সস্ত্রীক আমার কথা শ্রবণ কর। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার আরাধ্য বাসুদেব, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। বাসুদেব এই কথা কহিলে বিপ্রেন্দ্র নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে ঘনশ্যামমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর দেব বিরাজমান। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাভরণে শোভমান। তিনি সর্ব্বায়ুধধর, দিব্য লক্ষণান্বিত, পুণ্ডরীকনিভনেত্র, পীতবসনধারী, গরুড়ারূঢ়, ব্রহ্মাদিরও বিধাতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বাতীত, রূপাতীত, ও জগতের গুরু। ৩৬—৪৫। সোমশর্ম্মা তাঁহাকে দেখিয়া মহাহর্ষে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভার্য্যাসহ সেই সলক্ষ্মীক সূর্য্য-কোটিসমপ্রভ ভাসমান ভগবান্‌কে জয় জয় শব্দে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন—হে মানদ মাধব! তোমার জয় হউক। হে যোগীশ, যোগীন্দ্র, নাগাঙ্গশায়িন্! তোমার জয় জয়কার। হে যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞেশ, শাশ্বত, সর্ব্বগ, সর্ব্বেশ্বর, অনন্ত, যজ্ঞরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে জ্ঞানবান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ! তুমি জ্ঞাননায়ক, সর্ব্বদ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভাবন, জীবস্বরূপ, ঈশ, ও মহাজীব, তোমাকে নমস্কার। হে প্রজ্ঞাদায়িন্। তুমি প্রজ্ঞাঙ্গ, প্রাণদায়ক, পাপঘ্ন, পুণ্যেশ, পুণ্যপতি, হরি, জ্ঞানস্বরূপ, ঈশ, ও জ্ঞান-গম্য, তোমাকে নমস্কার। হে পদ্ম-পলাশাক্ষ, পদ্মনাভ। তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! গোপাল, শঙ্খধর, অমল,

(১) "যজ্ঞপতে হরে।" ইতি পাঠান্তরম্।

জয় বিক্রমশোভাঙ্গ জয় বিক্রমনায়ক ।
জয় লক্ষ্মীবিলাসাঙ্গ নমো বেদময়ায় তে ॥ ৫৪
জয় বিক্রমশোভাঙ্গ জয় উদ্যমদায়ক ।
জয় উদ্যমকালায় উদ্যমায় নমো নমঃ ॥ ৫৫
জয় উদ্যমশক্তায় উদ্যমত্রয়ধারক ।
যুদ্ধোদ্যমপ্রবৃত্তায় তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫৬
নমো হিরণ্যরেতস্ক তস্মৈ তেজায় তে নমঃ ।
অতিতেজঃস্বরূপায় সর্ব্বতেজোময়ায় চ ॥ ৫৭
দৈত্যতেজোবিনাশায় পাপতেজোহরায় চ ।
গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় নমোহস্তু পরমাত্মনে ॥ ৫৮
নমোহস্তু হুতভোক্ত্রে চ নমো হব্যবহায় তে ।
নমঃ কব্যবহায়ৈব স্বধারূপায় তে নমঃ ॥ ৫৯
স্বাহারূপায় যজ্ঞায় পাবনায় নমো নমঃ ।
নমস্তে শার্ঙ্গহস্তায় হরয়ে পাপহারিণে ॥ ৬০
সদসচ্ছোদনায়ৈব নমো বিজ্ঞানশালিনে ।
নমো বেদস্বরূপায় পাবনায় নমো নমঃ ॥ ৬১
নমোহস্তু হৃষিকেশায় সর্ব্বক্লেশহরায় চ ।
কেশবায় পরায়ৈব নমস্তে বিশ্বধারিণে ॥ ৬২
নমঃ কৃপাকরায়ৈব নমো হর্ষময়ায় চ ।
অনন্তায় নমো নিত্যং শুদ্ধায় ক্লেশনাশিনে ॥৬৩
আনন্দায় নমো নিত্যং শুদ্ধায় কেবলায় তে (১)
রুদ্রৈর্নমিতপাদায় বিরিঞ্চিনমিতায় তে ॥ ৬৪
সুরাসুরেন্দ্রনমিত-পাদপদ্মায় তে নমঃ (২) ।
নমো নমঃ পরেশায় চাজিতায়ামৃতাত্মনে ॥ ৬৫
ক্ষীরসাগরবাসায় নমঃ পদ্মাপ্রিয়ায় তে ।
ওঙ্কারায় বিশুদ্ধায় হ্যচলায় নমো নমঃ ॥ ৬৬
ব্যাপিনে ব্যাপকায়ৈব সর্ব্বব্যসনহারিণে ।
নমো নমো বরাহায় মহাকূর্ম্মায় তে নমঃ ॥ ৬৭
নমো বামনরূপায় নৃসিংহায় মহাত্মনে ।
নমো রামায় দিব্যায় সর্ব্বক্ষত্রবধায় চ ॥ ৬৮
সর্ব্বজ্ঞানায় মৎস্যায় নমো রামায় তে নমঃ ।
নমঃ কৃষ্ণায় বুদ্ধায় নমো ম্লেচ্ছপ্রণাশিনে ॥ ৬৯
নমঃ কপিলবিপ্রায় হয়গ্রীবায় তে নমঃ ।
নমো ব্যাসস্বরূপায় নমঃ সর্ব্বময়ায় তে ॥ ৭০
এবং স্তুত্বা হৃষীকেশং পুনরাহ জনার্দ্দনম্‌ ।
গুণানাং তু পরং পারং ব্রহ্মা বেত্তি ন পাবন ॥

চক্রধর, অব্যক্ত, ব্যক্তরূপ ! তোমাকে নমস্কার । হে বিক্রমশোভাঙ্গ, বিক্রমনায়ক ! তোমার জয় হউক । হে লক্ষ্মীবিলাসাঙ্গ ! তুমি জয়যুক্ত হও । হে বেদময় ! তোমাকে নমস্কার । হে বিক্রমশোভাঙ্গ, উদ্যমদায়ক, উদ্যমকাল ! তোমার জয় হউক । হে উদ্যম ! তোমাকে নমস্কার । হে উদ্যমশক্ত, উদ্যমত্রয়ধারক যুদ্ধোদ্যমপ্রবৃত্ত, ধর্ম্ম ! তোমাকে নমস্কার করি । তুমি হিরণ্যরেতঃ, তেজ, অতিতেজঃস্বরূপ, সর্ব্বতেজোময়, দৈত্যতেজো বিনাশন, পাপতেজোহর, গোব্রাহ্মণহিতকারী ও পরমাত্মা, তোমায় আমার নমস্কার । হে হুতভোক্তা ! তুমি হব্যবহ, কব্যবহ এবং স্বধারূপ, তোমাকে প্রণাম করি । তুমি স্বাহারূপ, যজ্ঞরূপ, পাবন, শার্ঙ্গহস্ত, হরি, পাপহারী, সদসচ্ছোদনাময়, বিজ্ঞানশালী, বেদস্বরূপ, পবিত্র, হৃষিকেশ, সর্ব্বক্লেশহর, কেশব, পর, বিশ্বধারী, কৃপাকর, হর্ষময়, অনন্ত, শুদ্ধ, ক্লেশনাশী, আনন্দ, শুদ্ধ, কেবল, রুদ্রনমিতচরণ ও বিরিঞ্চিনমিত, তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার । সুরাসুরেন্দ্র তোমার পাদপদ্মে প্রণত, তুমি পরেশ, অজিত, অমৃতাত্মা, ক্ষীরসাগরবাসী, পদ্মাপ্রিয়, ওঙ্কার, শুদ্ধ, অচল, ব্যাপী, ব্যাপক, সর্ব্বব্যসননাশী, বরাহ, মহাকূর্ম্ম তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার । ৪৬—৬৭ । তুমি বামনরূপী, নরসিংহরূপী, মহাত্মা, তোমায় নমস্কার । তুমি সর্ব্বক্ষত্রবধের জন্য দিব্য রামরূপধর ; তুমি সর্ব্বজ্ঞান, মৎস্যমূর্ত্তি, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ম্লেচ্ছনাশী, কপিল, হয়গ্রীব, তোমায় নমস্কার । তুমি ব্যাসস্বরূপ, সর্ব্বময়, তোমাকে নমস্কার । হৃষীকেশ জনার্দ্দনকে এইরূপ স্তব করিয়া সোমশর্ম্মা বলিলেন,—

---

(১) "দিব্যায় দিব্যরূপিণে" ইতি পাঠান্তরম্‌ ।
(২) "সুরাসুরৈর্নমিতায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে" ইতি চ পাঠঃ ।

ন চৈব স্তোতুং সর্ব্বজ্ঞ তথা রুদ্রঃ সহস্রদৃক্।
বক্তুং কো হি সমর্থস্তু কীদৃশী মে মতিঃ প্রভো॥
নির্গুণং সগুণং স্তোত্রং ময়ৈব তব কেশব।
ক্ষম শব্দাপশব্দং মে তব দাসোঽস্মি সুব্রত॥
জন্মজন্মনি লোকেশ দয়াং মে কুরু পাবন॥ ৭৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ।

তপসানেন পুণ্যেন সত্যেনানেন তে দ্বিজ।
স্তোত্রেণ পাবনেনাপি তুষ্টোঽস্মি ব্রিয়তাং বরঃ
বরং দদ্মি মহাভাগ যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
যং যমিচ্ছসি কামং ত্বং তং তং তে পূরয়াম্যহম্

সোমশর্ম্মোবাচ।

প্রথমং দেহি মে কৃষ্ণ বরমেকং সুবাঞ্ছিতম্।

হে পাবন! তোমার গুণের ইয়ত্তা ব্রহ্মা জানেন না। রুদ্র বা সহস্রাক্ষ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তোমার স্তবে অক্ষম। বস্তুতঃ কে তোমার গুণবর্ণনে সমর্থ? আমার মতিই বা কতটুকু? হে কেশব! মৎকৃত এই স্তোত্র নির্গুণ সগুণ বা শব্দাপশব্দময় হউক, আপনি ক্ষমা করুন। হে সুব্রত! আমি তোমার দাস। হে পাবন! হে লোকেশ! জন্মে জন্মে তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। ৬৮—৭৪।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীহরি কহিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার এই তপস্যা, পুণ্য, সত্যনিষ্ঠা এবং পবিত্র স্তোত্রে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। হে মহাভাগ! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রদান করিতেছি। তোমার যে কিছু কাম্য থাকে, আমি তাহা পূরণ করিয়া দিব।

সুপ্রসন্নেন মনসা যদ্যস্তি সুদয়া মম॥ ৩
জন্মজন্মান্তরং প্রাপ্য তব ভক্তিং করোম্যহম্।
দর্শয়স্ব পরং স্থানমচলং মোক্ষদায়কম্॥ ৪
স্ববংশতারকং পুত্রং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণুভক্তিপরং নিত্যং মম বংশপ্রধারকম্॥ ৫
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং দান্তং তপস্তেজঃসমন্বিতম্।
দেবব্রাহ্মণলোকানাং পালকং পূজকং সদা॥ ৬
দেবমিত্রং পুণ্যভাবং দাতারং জ্ঞানপণ্ডিতম্।
দেহি মে ঈদৃশং পুত্রং দারিদ্র্যং হর কেশব॥ ৭
ভবত্বেবং ন সন্দেহো বরমেনং বৃণোম্যহম্॥ ৮

হরিরুবাচ।

এবমস্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মৎপ্রসাদাৎ সুপুত্রস্তু তব বংশপ্রতারকঃ॥ ৯
ভোক্ষ্যসি ত্বং বরান ভোগান্ দিব্যান্ বৈ মানুষানিহ।
সমাদায় পরং সৌখ্যং পুত্রসম্ভবজং শুভম্॥ ১০

সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যদি সদয় হইয়া থাকেন, তবে সুপ্রসন্ন মনে প্রথমে আমাকে একটী বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। আমার আকাঙ্ক্ষা—জন্ম জন্ম যেন তোমার প্রতি আমি ভক্তিমান্ হই। আমাকে তুমি মোক্ষদায়ক নিত্য স্থান দেখাইয়া দাও। হে কেশব! আমার দারিদ্র্য হরণ কর এবং আমাকে এমন একটী পুত্র প্রদান কর, যাহা দ্বারা আমার স্ববংশের উদ্ধার হয়। আমার সেই পুত্র যেন দিব্য লক্ষণান্বিত, বিষ্ণুভক্তিনিরত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ, দান্ত, তপস্যা ও তেজঃসম্পন্ন, দেব-দ্বিজগণের পালক ও পূজক এবং দেবমিত্র পুণ্যাত্মা দাতা ও জ্ঞানপণ্ডিত হইয়া আমার বংশ উজ্জ্বল করে। আমার এইরূপ প্রার্থনাসিদ্ধিই হউক, আমি এইরূপ বরই প্রার্থনা করিতেছি। ১—৮।

শ্রীহরি বলিলেন,—তাহাই হউক। হে দ্বিজবর! তোমার প্রার্থিত সমস্তই সুসিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। আমার প্রসাদে তোমার বংশোদ্ধারক সুপুত্র হইবে। তুমি দিব্য ও মানুষ উত্তম ভোগ সকল উপভোগ করিবে।

যাবজ্জীবসি বিপ্র ত্বং তাবদ্দুঃখং ন পশ্যসি।
দাতা ভোক্তা গুণগ্রাহী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥
সুতীর্থে মরণঞ্চাপি যাস্যসি ত্বং পরাং গতিম্।
এবং বরং হরির্দত্ত্বা স প্রিয়ায় দ্বিজায় সঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতো দেবঃ স্বপ্নবৎ পরিদৃশ্যতে॥১২
তদা সুমনয়া যুক্তঃ সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
সুতীর্থে পাবনে তস্মিন রেবাতীরে সুপুণ্যদে
অমরকণ্টকে বিপ্রো দানং পুণ্যং করোতি সঃ
গতে বহুতরে কালে তস্য বৈ সোমশর্ম্মণঃ॥
কপিলারেবয়োঃ সঙ্গে স্নানং কৃত্বা স নির্গতঃ।
পুরতো দৃষ্টবান্ বিপ্রঃ শ্বেতমেকং হি কুঞ্জরম্॥
সুপ্রভং সুমদং দিব্যং সুন্দরং চারুলক্ষণম্।
নানাভরণশোভাঙ্গং বহুলক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্॥ ১৬
সিন্দূরকুঙ্কুমৈরস্য কুম্ভস্থলে বিচর্চ্চিতে।
কর্ণনীলোৎপলযুতং পতাকাদণ্ডসংযুতম্॥ ১৭
নাগোপরিস্থিতো দিব্যঃ পুরুষো দৃঢ়সুপ্রভঃ।
দিব্যলক্ষসম্পন্নঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ১৮
দিব্যমালাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
সুসৌম্যং সোমবৎপূর্ণচ্ছত্রচামরসংযুতম্॥ ১৯
নাগারূঢ়ং প্রয়ান্তং তং পুনঃ পশ্যতি সত্তমঃ॥২০
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং সুমঙ্গলম্।
স গজং সুন্দরং দৃষ্ট্বা পুরুষং দিব্যলক্ষণম্॥ ২১
ব্যচিন্তয়ৎ সোমশর্ম্মা বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
কোঽয়ং প্রয়াতি দিব্যাঙ্গঃ পন্থানং প্রাপ্য সুব্রতঃ
এবং চিন্তয়তস্তস্য যাবদ্ গেহং সমাগতবান্।
প্রবিশন্তং গৃহদ্বারং দেবরূপং মনোহরম্॥ ২৩
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
স্বগৃহং প্রতি ধর্ম্মাত্মা ত্বরমাণঃ প্রয়াতি চ॥ ২৪
গৃহদ্বারং গতো যাবত্তাবত্তং তু ন পশ্যতি।
পতিতানি চ পুষ্পাণি প্রেক্ষ্য তানি মহামতিঃ॥
দিব্যানি গন্ধযুক্তানি প্রাঙ্গণে দ্বিজসত্তমঃ।
চন্দনৈঃ কুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ সুগন্ধৈশ্চ বিলেপিতম্॥

হে বিপ্র! তুমি পুত্র জন্য শুভ ও অন্য পরম সৌখ্য অবলোকন করিতে করিতে যতদিন জীবন ধারণ করিবে, তাহার মধ্যে আর দুঃখের মুখ দেখিবে না। তুমি দাতা ভোক্তা ও গুণগ্রাহী হইবে। তোমার সুতীর্থে মৃত্যু ঘটিবে। তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রীহরি তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মণকে এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে সোমশর্ম্মার নিকট সমস্তই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। দ্বিজবর সোমশর্ম্মা ভার্য্যা সুমনার সহিত পুণ্যপ্রদ রেবাতীরে পবিত্র সুতীর্থ অমরকণ্টকে দান পুণ্য অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে কপিলা ও রেবার সঙ্গমে স্নান করিয়া তিনি নির্গত হইতেছেন, এই সময় সোমশর্ম্মা সম্মুখে এক শ্বেতকুঞ্জর অবলোকন করিলেন, দেখিলেন,—ঐ কুঞ্জর সুপ্রভ, সুন্দর, দিব্য, সুমদ চারুলক্ষণ, নানাভরণ-শোভাঙ্গ, ও বহুশ্রীসমন্বিত। তাহার কুম্ভস্থল সিন্দুর ও কুঙ্কুমরঞ্জিত। উহার পৃষ্ঠদেশে পতাকাদণ্ড বিরাজিত। ঐ কুঞ্জরের উপরিভাগে এক দিব্যপুরুষ সমাসীন। তিনি দিব্যলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, দিব্য মাল্যাম্বরধর ও দিব্য গন্ধানুলিপ্ত। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সুমঙ্গলবাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন। তিনি সৌম্যদর্শন এবং পূর্ণ চন্দ্রবৎ শুভ্র ছত্রচামরে সমলঙ্কৃত। সোমশর্ম্মা সেই গজারূঢ় সুন্দরদর্শন দিব্যলক্ষণ পুরুষকে যাইতে দেখিয়া বিস্মিত মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, কে এই দিব্য পুরুষ পথাতিক্রম করিতেছেন? ৯—২২। সোমশর্ম্মা এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ সুপুরুষ তাঁহারই গৃহে গিয়া উপস্থিত। সেই দেবরূপী মনোহর পুরুষকে স্বগৃহে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া সোমশর্ম্মা মহাহর্ষে সত্বর স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন তিনি নিজ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, আর সে পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন,—নানা মনোহর দিব্য সুগন্ধি পুষ্পরাশি গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে। তাহার গৃহ

স্বকীয়ং প্রাঙ্গণং দৃষ্ট্বা দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিতম্।
স এবং বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭
দদর্শ সুমনাং প্রাজ্ঞো দিব্যমঙ্গলসংযুতাম্ ॥২৮
সোমশর্ম্মোবাচ।
কেন দত্তানি দিব্যানি হেতান্যাভরণানি চ।
শৃঙ্গারং রূপসৌভাগ্যং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্ ॥ ২৯
তন্মে ত্বং কারণং ভদ্রে কথয়স্বাবিশঙ্কিতা।
এবং সম্ভাষ্য তাং ভার্য্যাং বিররাম দ্বিজোত্তমঃ
সুমনোবাচ।
শৃণু কান্ত সমায়াতঃ কশ্চিদ্দেববরোত্তমঃ।
শ্বেতনাগসমারূঢ়ো দিব্যাভরণভূষণঃ ॥ ৩১
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গো দিব্যশ্রিয়া সমন্বিতঃ।
ন জানে কো হি দেবোঽসৌ বিপ্রগন্ধর্ব্বসেবিতঃ
স্তূয়মানঃ সমায়াতো দেবকিন্নরচারণৈঃ।
যোষিতঃ পুণ্যরূপাস্ত রূপশৃঙ্গারসংযুতাঃ ॥ ৩৩
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাঃ সর্ব্বাঃ পূর্ণমনোরথাঃ।
তাভিঃ সহ সমক্ষং মে পুরুষেণ মহাত্মনা ॥ ৩৪
চতুষ্কং পূরিতং রত্নৈঃ সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্।
তত্রাহমাসনে পুণ্যে স্থাপিতা ব্রাহ্মণৈঃ কিল ॥
বস্ত্রালঙ্কারভূষাং মে দত্ত্বস্তে সর্ব্বমেব হি।
বেদমঙ্গলমন্ত্রৈস্তু শাস্ত্রগীতৈশ্চ পুণ্যদৈঃ ॥ ৩৬
অভিষিক্তাস্মি তৈঃ সর্ব্বৈরন্তর্দ্ধানং পুনর্গতাঃ।
মামেবং পরিতঃ সর্ব্বে পুনরূচুর্দ্বিজোত্তম ॥ ৩৭
তব গেহে বয়ং ভদ্রে বাসষ্যামঃ সদৈব হি।
শুচির্ভবস্ব কল্যাণিভর্ত্রা সার্দ্ধং সদৈব হি ॥ ৩৮
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্ব এবং দৃষ্টং ময়ৈব হি।
তয়া যৎ কথিতং সর্ব্বং সমাকর্ণ্য মহামতিঃ ॥ ৩৯
পুনশ্চিন্তাং প্রপন্নোঽসৌ কিমিদং দেবনির্ম্মিতম্
বিচিন্তয়িত্বাথ তদা সোমশর্ম্মা মহামতিঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মণি সংযুক্তঃ সাধর্ম্ম্যং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥ ৪০
তস্মাদ্গর্ভং মহাভাগা দধার ব্রতশালিনী ॥

প্রাঙ্গণ চন্দন, কুঙ্কুম ও পবিত্র সুগন্ধে বিলেপিত এবং দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সোমশর্ম্মা সবিস্ময়ে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় প্রিয়া সুমনাকে দিব্য মঙ্গলসম্পদে অন্বিত দেখিলেন। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে ভদ্রে! এই দিব্য আভরণ সকল শৃঙ্গারোচিত রূপসৌভাগ্য এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি কে তোমায় প্রদান করিয়াছে? ইহা পাইবার কারণ কি, তাহা আমার নিকট অসঙ্কোচে ব্যক্ত কর। দ্বিজবর সোমশর্ম্মা এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। সুমনা কহিলেন,—হে কান্ত! শ্রবণ করুন, কোন এক দেবশ্রেষ্ঠ আসিয়াছিলেন। তিনি শ্বেত-কুঞ্জরে সমারূঢ়; দিব্যাভরণে ভূষিত; দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত এবং দিব্যাশ্চর্য্যসমন্বিত। দিব্য গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। জানিনা তিনি কোন দেবতা? তাঁহার সমভিব্যাহারে কতিপয় রমণী আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শৃঙ্গারোচিত রূপসম্পন্ন, পুণ্য সৌন্দর্য্যসম্পদে ভূষিত, সর্ব্বাভরণে সমলঙ্কৃত, ও পরিপূর্ণমনোরথ। তাঁহাদের সমভিব্যবহারে ঐ মহাভুষন আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া রত্নসমূহ দ্বারা গৃহমধ্য পরিপূর্ণ করিয়াছেন; গৃহের সর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আমাকে এই পুণ্যাসনে সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই ব্রাহ্মণগণ আমাকে বস্ত্র-অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন এবং পুণ্যপ্রদ শাস্ত্র গীত ও বেদমঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে যখন অন্তর্হিত হন, তখন সকলে আমাকে বলিয়া গেলেন,—হে কল্যাণি! তুমি ভর্ত্তার সহিত শুদ্ধাচারে থাক, আমরা তোমার গৃহে সর্ব্বদা বাস করিব। ২৩—৩৮। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। ইহাই আমি দেখিলাম। মহামতি সোমশর্ম্মা কথিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় চিন্তা করত ভাবিলেন,—কি এ দৈববিধান! ইহা চিন্তা করিয়া সোমশর্ম্মা ব্রহ্মকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তম ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। কালে

তেন গর্ভেণ সা দেবী হ্যধিকং শুশুভে তদা ॥ ৪১
সুপুত্রং দীপ্তিসংযুক্তং তেজোজ্বালাসমাকুলম্।
সা হি জজ্ঞে চ তপসা তনয়ং দেবসন্নিভম্ ॥ ৪২
অন্তরিক্ষে তদা নেদুর্দেবদুন্দুভয়ো মুহুঃ।
শঙ্খান্ দধ্মুর্মহাদেবা গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥
অপ্সরসস্তদা সর্ব্বা ননৃতুস্তা মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪
অথ ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং সমায়াতো দ্বিজোত্তম।
চকার নাম তস্যৈব সুব্রতেতি সমাহিতঃ ॥ ৪৫
নাম কৃত্বা ততো দেবা জগ্মুঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ।
গতেষু তেষু দেবেষু সোমশর্ম্মা সুতস্য চ।
জাতকর্ম্মাদিকং কর্ম্ম চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৪৬
জাতে পুত্রে মহাভাগে সুব্রতে দেবনির্ম্মিতে।
তস্য গেহে মহালক্ষ্মীর্ধনধান্যসমাকুলা ॥ ৪৭
গজাশ্বমহিষীগাবঃ কাঞ্চনং রত্নমেব চ।
যথা কুবেরভবনং শুশুভে রত্নসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৪৮
তৎ সোমশর্ম্মণো গেহং তথৈব পরিরাজতে।
ধ্যানপুণ্যাদিকং কর্ম্ম চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৪৯
তীর্থযাত্রাং গতো বিপ্রো নানাপুণ্যসমাকুলঃ।
অন্যানি যানি পুণ্যানি দানানি দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৫০
চকার তত্র মেধাবী জ্ঞানপুণ্যসমন্বিতঃ।
এবং সাধয়তে ধর্ম্মং পালয়েচ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
পুত্রস্য জাতকর্ম্মাদিকর্ম্মাণি দ্বিজসত্তমঃ।
বিবাহং কারয়ামাস হর্ষেণ মহতা কিল ॥ ॥ ৫২
পুত্রস্য পুত্রাঃ সঞ্জাতাঃ সগুণা লক্ষণান্বিতাঃ।
সত্যধর্ম্মতপোপেতা দানধর্ম্মরতাঃ সদা ॥ ৫৩
স তেষাং পুণ্যকর্ম্মাণি সোমশর্ম্মা চকার হ।
পৌত্রাণাং তু মহাভাগস্তেষাং সৌখ্যেন মোদতে ॥ ৫৪
সর্ব্বং সৌখ্যং চ সম্ভুজ্য জরারোগবিবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চবিংশাব্দিকো যদ্বত্তদ্বৎ কায়স্তু তস্য হি ॥ ৫৫
সূর্য্যতেজঃপ্রতীকাশঃ সোমশর্ম্মা মহামতিঃ।
সা চাপি শুশুভে দেবী সুমনা পুণ্যমঙ্গলৈঃ ॥ ৫৬

ব্রতচারিণী মহাভাগা সুমনা স্বামী হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন। গর্ভাবস্থায় তিনি অত্যধিক শোভা পাইতে লাগিলেন, গর্ভস্থ তেজস্বী পুত্রের তেজঃপ্রকর্ষে উদ্ভাসিত হইলেন। অনন্তর তিনি এক দেবসন্নিভ পুত্র প্রসব করিলেন। তখন আকাশে দেব-দুন্দুভি ধ্বনিত হইল। দেবগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ললিত গীত গাহিল। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর সুরগণসহ ব্রহ্মা সমাগত হইয়া সমাহিতচিত্তে সুমনাতনয়ের নাম রাখিলেন,—'সুব্রত'। মহা-তেজা দেবগণ নামকরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। দেবগণ প্রস্থান করিলে সোমশর্ম্মা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। মহাভাগাধর দেবনির্ম্মিত পুত্র সুব্রত জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার গৃহে মহালক্ষ্মী আগমন করিলেন। ধন, ধান্য, গজ, অশ্ব, গো, মহিষী, স্বর্ণ, রত্ন, সমস্তই তাঁহার গৃহাগত হইল। ধনসঞ্চয়ে, সোমশর্ম্মার গৃহ কুবের-ভবনবৎ প্রতিভাত হইল। দ্বিজবর নিরুদ্বেগে ধ্যানপুণ্যাদি কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ৩৯—৪৯। অনন্তর তিনি তীর্থযাত্রায় গিয়া নানা পুণ্যার্জ্জন করিলেন। জ্ঞানপুণ্যান্বিত সোমশর্ম্মা দানাদি অন্য যে কিছু পুণ্যানুষ্ঠান, তাহা তথায় সম্পাদন করিলেন। এইরূপে তিনি পুনঃপুনঃ ধর্ম্মসাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রের জাতকর্ম্মাদি পুণ্যানুষ্ঠানের পর মহাহর্ষে তাহার বিবাহ দিলেন। কালে গুণলক্ষণান্বিত বহু পৌত্র তাঁহার উৎপন্ন হইল। পৌত্রগণও সত্যধর্ম্মান্বিত—দান-ধর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিল। তাহাদের সম্বন্ধে যে কিছু পুণ্যানুষ্ঠান তাহাও সোমশর্ম্মা নির্ব্বাহ করিলেন। তখন হইতে তিনি পুত্র পৌত্র-সুখে সুখী হইলেন। তাঁহার দেহ জরারোগ-বর্জ্জিত হইল। তিনি পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্কবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সূর্য্যসদৃশ প্রতিভাত হইল। তিনি সর্ব্ব সুখ উপভোগ করিয়া সানন্দে সংসারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী ভাগ্যবতী সুমনা দেবীও ষোড়শবর্ষবয়স্কা তরুণীর ন্যায়,

পুত্রপৌত্রৈর্ম্মহাভাগা দানব্রতৈশ্চ সংযমৈঃ।
অতিভাতি বিশালাক্ষী পুণ্যৈঃ পতিব্রতাদিভিঃ
তারুণ্যেন সমাযুক্তা যথা ষোড়শবার্ষিকা।
মোদমানৌ মহাভাগৌ দম্পতী চারুমঙ্গলৌ॥
হর্ষেণ চ সমাযুক্তৌ পুণ্যাত্মানৌ মহোদয়ৌ।
এবং তয়োস্তু বৃত্তান্তং পুণ্যাচারসমন্বিতম্‌॥৫৯
সুব্রতস্য প্রবক্ষ্যামি তপশ্চর্য্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
যথা তেন সমারাধ্য নারায়ণমনাময়ম্‌॥৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুব্রতোৎপত্তির্নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা ব্যাসদেবোহসৌ ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্‌
সুব্রতাখ্যানকং সর্ব্বং পপ্রচ্ছাতীব বিস্মিতঃ॥১

ব্যাস উবাচ।

লোকাত্মল্লোঁকবিন্যাস দেবদেব মহাপ্রভো।
সুব্রতস্যাথ চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্‌॥

ব্রহ্মোবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ শ্রূয়তাং পুণ্যমুত্তমম্‌!
সুব্রতস্য সুবিপ্রস্য তপশ্চর্য্যাং বদামি তে॥৩
সুব্রতো নাম মেধাবী বাল্যাদ্বিষ্ণুমচিন্তয়ৎ।
গর্ভে নারায়ণং দেবং দৃষ্টবান্‌ পুরুষোত্তমম্‌॥৪
পূর্ব্বকর্ম্মানুভাবেন হরের্ধ্যানং গতস্তদা।
শঙ্খচক্রধরং দেবং পদ্মনাভং সুপুণ্যদম্‌॥৫
ধ্যায়তে চিন্তয়েৎ সো হি গীতে জ্ঞানে প্রপাঠনো
এবং দেবং হরিং ধ্যায়ন সদৈব দ্বিজসত্তমঃ।
ক্রীড়তেহেবং সদা ডিম্ভৈঃ সার্দ্ধং বৈ বালকোত্তমঃ
বালকানাং স্বকং নাম হরেশ্চৈব মহাত্মনঃ
চকারাসৌ হি মেধাবী পুণ্যাত্মা পুণ্যবৎসলঃ।
সমাহ্বয়য়তি বৈ মিত্রং হরের্নাম্না মহামতিঃ॥৭
ভো ভোঃ কেশব এহেহি পাহি মাধব চক্রভৃৎ

বিরাজ করিলেন। তিনি পুত্র-পৌত্রে অন্বিত হইয়া দান ব্রত সংযম অনুষ্ঠান করত পুণ্য মঙ্গল দ্বারা অত্যধিক শোভাসম্পন্ন হইলেন। এইরূপে সেই মহাত্মা পুণ্যাত্মা মহোদয়শালী দম্পতি সহর্ষে সংসারে সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি সোমশর্ম্মা ও সুমনার পুণ্যাচারান্বিত বৃত্তান্ত বলিলাম। এক্ষণে সুব্রতের ব্রতচর্য্যা এবং যেরূপে তিনি অনাময় নারায়ণের আরাধনা করেন, তাহা বলিতেছি। ৫০—৬০।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—একদা ব্যাসদেব অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট সুব্রতের সমুদয় আখ্যান জি-

জ্ঞাসা করিলেন। ব্যাস বলিলেন—হে দেবদেব, মহামহিম, লোকাত্মন্‌! আমি সম্প্রতি আপনার নিকট সুব্রতের চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহাভাগ পারাশর্য্য! তুমি সুব্রত বিপ্রের তপশ্চর্য্যান্বিত উত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কর। সুব্রত মেধাবী ছিলেন। তিনি বাল্যবয়সেই গর্ভে নারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি পূর্ব্বকর্ম্মাভ্যাস বশতঃ হরিকে ধ্যান করিতেন। গীতে জ্ঞানে ও প্রপাঠনে শঙ্খচক্রধারী পুণ্যপ্রদ পদ্মনাভকে সর্ব্বদা ধ্যান ও চিন্তন করিতেন। এইরূপে সেই দ্বিজবর সর্ব্বদাই হরিধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাবস্থায় অন্যান্য বালকগণের সহিত খেলা করিতেন। ১—৬। মহাত্মা হরির নামানুসারেই পুণ্যাত্মা পুণ্যবৎসল সুব্রত তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী বালকগণের নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি হরির যে কোন নামেই তাঁহার মিত্রদিগকে আহ্বান করিতেন। সুব্রত বলিতেন—ভো ভো কেশব!

ক্রীড়স্ব চ ময়া সার্দ্ধং ত্বমেব পুরুষোত্তম ।
বনমেব প্রগন্তব্যমাবাভ্যাং মধুসূদন ॥ ৮
এবমেব সমাহ্বানং নামভিশ্চ হরেদ্বিজঃ ।
ক্রীড়নে পঠনে হাস্যে শয়নে গীতপ্রেক্ষণে ॥ ৯
যানে চ হাসনে ধ্যানে মন্ত্রে জ্ঞানে সুকর্ম্মসু ।
পশ্যত্যেবং বদত্যেবং জগন্নাথং জনার্দ্দনম্ ॥ ১০
স ধ্যায়তে তমেকং হি বিশ্বনাথং মহেশ্বরম্ ।
তৃণে কাষ্ঠে চ পাষাণে শুষ্কে সার্দ্রে হি কেশবম্
পশ্যত্যেবং স ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দং কমলেক্ষণম্ ।
আকাশে ভূমিমধ্যে তু পর্ব্বতেষু বনেষু চ ॥ ১২
জলে স্থলে চ পাষাণে জীবেষু চ মহামতিঃ ।
নৃসিংহং পশ্যতে বিপ্রঃ সুব্রতঃ সুমনাসুতঃ ॥১৩
বালক্রীড়াং সমাসাদ্য রমত্যেবং দিনে দিনে ।
গীতৈশ্চ গায়তে কৃষ্ণং সুরাগৈর্মধুরাক্ষরৈঃ ।
তালৈর্লয়সমাযুক্তৈঃ সুস্বরৈর্মূর্চ্ছনান্বিতৈঃ ॥ ১৪

সুব্রত উবাচ

ধ্যায়ন্তি বেদবিদুষঃ সততং মুরারিং
যস্যাঙ্গমধ্যে সকলং হি বিশ্বম্ ।
যোগেশ্বরং সকলপাপবিনাশনং চ
ব্রজে শরণ্যং মধুসূদনঞ্চ ॥ ১৫
লোকেষু যো হি সকলেষনুবর্ত্ততে যো
লোকশ্চ যস্মিন্ নিবসন্তি সর্ব্বে ।
দোষৈর্বিহীনমখিলৈঃ পরমেশ্বরং তং
সঞ্চিন্ত্য পাদযুগলং সততং নমামি ॥ ১৬
নারায়ণং গুণনিধানমনন্তবীর্য্যং
বেদান্তশুদ্ধমতয়ঃ প্রপঠন্তি নিত্যম্ ।
সংসারসাগরমপারমনন্তদুর্গ-
মুত্তারণার্থমখিলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৭
যোগীন্দ্রমানসসরোবররাজহংসং
শুদ্ধং প্রভাবমখিলং সততং হি যস্য ।
তস্যৈব পাদযুগলং বিমলং বিশালং
দীনস্য মেহসুররিপো কুরু তস্য রক্ষাম্ ॥ ১৮
ধ্যায়েহখিলস্য ভুবনস্য পতিঞ্চ দেবং
দুঃখান্ধকারদলনায় নিশাকরং চন্দ্রম্ ।
লোকস্য পালনকৃতে পরিণীতধর্ম্মং
সত্যান্বিতং সকললোকগুরুং সুরেশম্ ॥ ১৯

মাধব! চক্রধর! এস এস, হে পুরুষোত্তম। আমার সঙ্গে আসিয়া খেলা কর। হে মধুসূদন! আমাদের সহিত তোমাকে যাইতে হইবে। এইরূপে সেই দ্বিজ হরির নামানুসারে ক্রীড়াসঙ্গী বালকদিগকে আহ্বান করিতেন। ক্রীড়ন, পঠন, হসন, শয়ন, পান, দর্শন, যান, আসন, ধ্যান, মন্ত্রণ, জ্ঞান, সর্ব্ব কর্ম্মেই তিনি জগন্নাথ জনার্দ্দনকে দেখিতেন এবং ডাকিতেন। তিনি সর্ব্বদাই সেই একমন্ত্রে মহেশ্বর বিশ্বনাথকে ধ্যান করিতেন। তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, শুষ্ক বা সরস পদার্থ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মাত্মা পদ্মপত্রনেত্র গোবিন্দ কেশবকে দর্শন করিতেন। সুমনা-সুত সুব্রত আকাশে, ভূমধ্যে, জলে, স্থলে, শৈলে, বনে, পাষাণে, এবং সর্ব্ব জীবেই নৃসিংহ দেবকে অবলোকন করিতেন। তিনি বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে এইরূপে প্রতিদিন তাল লয় সুস্বর মুর্চ্ছনান্বিত মধুর গানে কৃষ্ণের প্রীতি সাধন করিতেন।৭—১৪। সুব্রত বলিতেন,—বেদবিদ্‌গণ সর্ব্বদা যাঁহাকে ধ্যান করেন, যাঁহার অঙ্গমধ্যে সর্ব্ববিশ্ব বিরাজমান; সেই যোগেশ্বর সকল পাপহর মুরারি মধুসূদনের আমি শরণাপন্ন। যিনি সকল লোকের অনুবর্ত্তী, লোক সকল যাঁহাতে অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বদোষহীন পরমেশ্বরের সতত পাদযুগলে নমস্কার করি। বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে নিত্য গুণনিধান, অনন্তবীর্য্য, নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি অগাধ অনন্ত সংসার-সাগর পার হইবার নিমিত্ত তাঁহার শরণাগত। যাঁহা যোগীন্দ্রগণের মানস-সরোবরের রাজহংস স্বরূপ, যাঁহার মহাত্ম্য সর্ব্বত্র, সেই অসুররিপু নারায়ণের বিমল বিশাল শুদ্ধ পাদযুগল মাদৃশ দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করুন। যিনি দুঃখান্ধকারদলনে নিশাকরতুল্য ও লোকরক্ষার্থ পরিণীতধর্ম্ম, সেই অখিল ভুবনপতি সত্যান্বিত সকল লোকগুরু

গায়াম্যহং স্বরগীতকতালমানৈঃ
শ্রীরঙ্গমেকমখিলং ভুবনস্য দেবম্।
অজ্ঞাননাশকমলস্য দিনেশতুল্য-
মানন্দকন্দমখিলং মহিমাসমেতম্॥ ২০
সম্পূর্ণমেবমমৃতস্য কলানিধানং
তং গীতকৌশলমনন্তরসৈঃ প্রগায়ে।
যুক্তং সযোগকরণৈঃ পরমার্থদৃষ্টিং
বিশ্বং স পশ্যতি চরাচরমেব নিত্যম্॥
পশ্যন্তি নৈব যমিহাথ সুপাপলোকা-
স্তং কেশবং শরণমেকমুপৈমি নিত্যম্॥ ২১
করাভ্যাং বাদ্যমানস্ত তালং তালসমন্বিতম্।
গীতেন গায়তে কৃষ্ণং বালকৈঃ সহ মোদতে॥২২
এবন্তু ক্রীড়তে নিত্যং বালভাবেন বৈ তদা।
সুব্রতঃ সুমনাপুত্রো বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ॥ ২৩
ক্রীড়মানং প্রাহ মাতা সুব্রতং চারুলক্ষণম্।
ভোজনং কুরু মে বৎস ক্ষুধা ত্বাং পরিপীড়য়েৎ॥
প্রত্যুবাচ তদা প্রাজ্ঞঃ সুমনাং মাতরং পুনঃ।
মহামৃতেন তৃপ্তোঽস্মি হরিধ্যানরসেন বৈ॥ ২৫
ভোজনাসনমারূঢো মিষ্টমন্নং প্রপশ্যতি।
ইদমন্নং স্বয়ং বিষ্ণুরাত্মা হ্যন্নং সমাশ্রিতঃ॥ ২৬
আত্মরূপেণ যো বিষ্ণুশ্চান্নেনানেন তৃপ্যতু।
ক্ষীরসাগরসংবাসো যস্তৈব পরিসংস্থিতঃ॥ ২৭
জলেনানেন পুণ্যেন তৃপ্তিমায়াতু কেশবঃ॥ ২৮
তাম্বূলচন্দনৈর্গন্ধৈরেভিঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ।
আত্মরূপেণ গোবিন্দস্তৃপ্তিমায়াতু কেশবঃ॥ ২৯
শয়নং যাতি ধর্ম্মাত্মা সদা কৃষ্ণং প্রচিন্তয়েৎ।
যোগনিদ্রাযুতং কৃষ্ণং তমহং শরণং গতঃ॥ ৩০
ভোজনাচ্ছাদনেষেবমাসনে শয়নে দ্বিজঃ।
চিন্তয়েদ্বাসুদেবং তং তস্মৈ সর্ব্বং প্রকল্পয়েৎ॥
তারুণ্যং প্রাপ্য ধর্ম্মাত্মা কামভোগান্ বিহায় বৈ
স যুক্তঃ কেশবধ্যানে বৈদূর্য্যে পর্ব্বতোত্তমে॥৩২
যত্র সিদ্ধেশ্বরং লিঙ্গং বৈষ্ণবং পাপনাশনম্।
রুদ্রমোঙ্কারসংজ্ঞঞ্চ ধ্যাত্বা চৈবং মহেশ্বরম্॥৩৩

সুরেশ্বরকে আমি ধ্যান করি। যে ভুবনদেব জ্ঞানকমলবিকাশে দিনেশতুল্য এবং যিনি আনন্দকন্দ, আমি সেই মহিমান্বিত শ্রীরঙ্গ দেবকে সুরস তালমানযোগে গীত দ্বারা গান করি। যিনি অমৃতের পূর্ণাধার সকল কলানিধান আমি অনন্ত রসে সেই গীত কৌশলময়ের গান করি। এই চরাচর বিশ্ব তিনিই নিত্য অবলোকন করেন। পাপী লোক যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, আমি নিত্য সেই কেশবেরই শরণাপন্ন। এই বলিয়া সুব্রত কর দ্বারা তাললয়যোগে বাদ্য করিতেন, কৃষ্ণমহিমা গান করিতেন এবং বালকগণের সহিত আমোদ করিতেন। বাল্যে এইরূপে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ সুমনাসুত সুব্রত ক্রীড়া-নিরত হইয়াছিলেন। একদা মাতা সুমনা ক্রীড়মান সুলক্ষণ সুব্রতকে বলিলেন,—বৎস! ক্ষুধা তোমাকে ক্লিষ্ট করিতেছে, তুমি ভোজন কর। প্রাজ্ঞ সুব্রত মাতা সুমনাকে পুনঃপুনঃ কহিলেন,—আমি হরিধ্যানরূপ মহামৃতরসে তৃপ্ত হইয়াছি। অনন্তর ভোজনাসনে সমারূঢ় হইয়া মিষ্টান্ন দেখিলেন; বলিলেন,—এই অন্ন স্বয়ং বিষ্ণু; আত্মা অন্নাশ্রিত; এই অন্ন দ্বারা আত্মরূপী বিষ্ণু তৃপ্তি লাভ করুন। ক্ষীরসাগরে যাঁহার বাস, এই পুণ্যজলে সেই কেশব তৃপ্ত হউন। তাম্বূল, চন্দন, মনোহর গন্ধপুষ্প, এই সকল দ্বারা আত্মস্বরূপে পরিতৃপ্ত কেশব তৃপ্তিলাভ করুন। ধর্ম্মাত্মা সুব্রত যখন শয়ন করিতেন, তখন কৃষ্ণচিন্তা করিতেন; বলিলেন, যোগনিদ্রায় নিদ্রিত কৃষ্ণের আমি শরণাপন্ন হইলাম। ভোজন পরিধান, আসন, শয়ন, সর্ব্ববিষয়েই দ্বিজ সুব্রত এইরূপে বাসুদেবকে চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাকেই সমস্ত নিবেদন করিতেন। ১৫—৩১। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সুমনাসুত যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় কামভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে বৈদূর্য্য পর্ব্বতে গিয়া কেশবধ্যানে নিরত হইলেন। এই বৈদূর্য্য পর্ব্বতেই পাপহর বৈষ্ণব সিদ্ধেশ্বর এবং রুদ্র ওঙ্কারেশ্বর

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং দেবং নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে ।
সিদ্ধেশ্বরং সমাশ্রিত্য তপোভাবং ব্যচিন্তয়ৎ ॥৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

—

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রশ্নমেকং মহাভাগ করিষ্যে সাম্প্রতং বদ ।
ত্বয়ৈব পূর্ব্বমুক্তস্তু সুব্রতশ্চ প্রতীশ্বরম্ ॥ ১
পূর্ব্বাভ্যাসেন স ধ্যায়ন্ নারায়ণমনাময়ম্ ।
কস্যাং জাতৌ সমুৎপন্নঃ সুব্রতঃ পূর্ব্বজন্মনি ॥ ২
তন্মে ত্বং সাম্প্রতং ব্রূহি কথমারাধিতো হরিঃ ।
অনেনাপি সুদেহেন কোঽয়ং পুণ্যসমন্বিতঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈদিশে নগরে পুণ্যে সর্ব্বঋদ্ধিসমাকুলে ।
তত্র রাজা মহাতেজা ঋতধ্বজসুতো বলী ॥ ৪
তস্যাত্মজো মহাপ্রাজ্ঞো রুক্মভূষণবিশ্রুতঃ ।
সন্ধ্যাবলী তস্য ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী ॥ ৫
তস্যাং পুত্রঃ সমুৎপদ্য স আত্মসদৃশং ততঃ ।
তস্য ধর্ম্মাঙ্গদং নাম চক্রে স নৃপনন্দনঃ ॥ ৬
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ পিতৃভক্তিপরায়ণঃ ।
রুক্মাঙ্গদস্য তনয়ো যোঽস্মং ভগবতাং বরঃ ॥ ৭
পিতুঃ সৌখ্যার্থমেবাপি মোহিন্যৈ তু শিরো দদৌ
বৈষ্ণবেন চ ধর্ম্মেণ পিতৃভক্ত্যা তু তস্য বৈ ॥ ৮
সুপ্রসন্নো হৃষীকেশঃ সকায়ো বৈষ্ণবং পদম্ ।
নীতশ্চৈব তু সর্ব্বজ্ঞো বৈষ্ণবঃ সাত্বতাং বরঃ ॥৯
ধর্ম্মাঙ্গদো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাজ্ঞানবিশারদঃ ।
তত্রস্থো বৈ মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মোঽসৌ ধর্ম্মভূষণঃ
দিব্যান্মনোনুগান্ ভোগান্মোদমানঃ প্রভুঞ্জতি
পূর্ণে যুগসহস্রান্তে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভূষণঃ ॥ ১১
তস্মাৎ পদাৎ পরিভ্রষ্টো বিষ্ণোরেব প্রসাদতঃ ।
সুব্রতো নাম মেধাবী সুমনানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ১২
সোমশর্ম্মাখ্যতনয়শ্রেষ্ঠো ভগবতাং বরঃ ।
তপশ্চচার মেধাবী বিষ্ণুধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ১৩

লিঙ্গ বিরাজমান। সুব্রত ব্রহ্মসেবিত ওঙ্কারেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের ধ্যান ও আশ্রয় গ্রহণ করত তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন ।৩২—৩৪ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

—

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে মহাভাগ ! আমি সম্প্রতি আর একটী প্রশ্ন করিব, আপনি তাহার উত্তর করুন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সুব্রত পূর্ব্বাভ্যাসবলে অনাময় নারায়ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। ঐ সুব্রত পূর্ব্বজন্মে কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? কিরূপে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ? তাহা আমার নিকট বলুন। হে দেবেশ! কে এই পুণ্যভাজন পুরুষ ? ব্রহ্মা কহিলেন,—সর্ব্বঋদ্ধিসম্পন্ন পুণ্য বিদিশা নগরে পূর্ব্বে ঋতধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাতেজা বলী। বলীর পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ রুক্মাঙ্গদ। যশস্বিনী সন্ধ্যাবলী রুক্মাঙ্গদের ধর্ম্মপত্নী। রুক্মাঙ্গদ সন্ধ্যাবলীর গর্ভে এক আত্মতুল্য পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন ধর্ম্মাঙ্গদ। ধর্ম্মাঙ্গদ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পিতৃভক্তি-পরায়ণ এবং ভাগবতশ্রেষ্ঠ। পিতার সৌখ্যের জন্য তিনি মোহিনীকে স্বীয় মস্তক প্রদান করিয়াছেন। তাহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও পিতৃভক্তিগুণে হৃষীকেশ সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেই মহাপ্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাজ্ঞানবিশারদ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বৈষ্ণব ধর্ম্মাঙ্গদ সশরীরে বৈষ্ণবধামে উপনীত হন। তথায় থাকিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গদ মনোনুকূল দিব্য দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিতে থাকেন। ১—১০। অনন্তর যুগসহস্র পূর্ণ হইলে ধর্ম্মাঙ্গদ সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষ্ণুর প্রসাদে সুমনার আনন্দবর্দ্ধন সোমশর্ম্মনন্দন মহাভাগবত সুব্রত নামে বিখ্যাত হন। মেধাবী সুব্রত কামক্রোধাদি সর্ব্বদোষ পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত বিষ্ণু-

কামক্রোধাদিকান্‌ দোষান্‌ পরিত্যজ্য দ্বিজোত্তমঃ।
সংযমোন্দ্রিয়গ্রামঃ তপস্তেপে নিরন্তরম্‌ ॥ ১৪
বৈদূর্য্যপর্ব্বতশ্রেষ্ঠে সিদ্ধেশ্বরসমীপতঃ।
একীকৃত্য মনশ্চায়ং সংযোজ্য বিষ্ণুনা সহ ॥ ১৫
এবং বর্ষশতং স্থিত্বা ধ্যানে তস্য মহাত্মনঃ।
সুপ্রসন্নো জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৬
তস্মৈ বরং দদৌ চাথ লক্ষ্ম্যা চ সহ কেশবঃ।
ভো ভোঃ সুব্রত ধর্ম্মাত্মন্‌ বুধ্যস্ব বিবুধাং বর ॥
বরং বরয় ভদ্রন্তে কৃষ্ণোহহং তে সমাগতঃ।
এবমাকর্ণ্য মেধাবী বিষ্ণোর্ব্বাক্যমনুত্তমম্‌ ॥ ১৮
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো দৃষ্ট্বা দেবং জনার্দ্দনম্‌।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণামমকরোত্তদা ॥ ১৯

সুব্রত উবাচ।

সংসারসাগরমতীব মহাসুদুঃখ-
জালোর্ম্মিভির্ব্বিবিধমোহময়ৈস্তরঙ্গৈঃ।
সম্পূর্ণমস্তি নিজদোষগুণৈস্তু প্রাপ্তং
তস্মাৎ সমুদ্ধর জনার্দ্দন মাং সুদীনম্‌ ॥ ২০
কর্ম্মাম্বুদে মহতি গর্জ্জতি বর্ষতীব
বিদ্যুল্লতোল্লসতি পাতকসঞ্চয়ৈর্মে।
মোহান্ধকারপটলৈর্মম নষ্টদৃষ্টে-
র্দীনস্য তস্য মধুসূদন দেহি হস্তম্‌ ॥ ২১
সংসারকাননবরং বহুদুঃখবৃক্ষৈঃ
সংসেব্যমানমপি মোহময়ৈশ্চ সিংহৈঃ।
সন্দীপ্তমস্তি করুণাবহুবহ্নিতেজঃ-
সন্তপ্যমানমনসং পরিপাহি কৃষ্ণ ॥ ২২
সংসারবৃক্ষমতিজীর্ণমপীহ উচ্চং
মায়াসুকন্দকরুণাবহুদুঃখশাখম্‌।
জায়াদিসঙ্গছদনং ফলিতং মুরারে
তত্রাধিরূঢ়পতিতং ভগবন্‌ হি রক্ষ ॥ ২৩
দুঃখানলৈর্ব্বিবিধমোহময়ৈঃ সুধূমৈঃ
শোকৈর্ব্বিয়োগমরণান্তিকসন্নিভৈশ্চ।
দগ্ধোহস্মি কৃষ্ণ সততং মম দেহি মোক্ষং
জ্ঞানাম্বুনাথ পরিষিচ্য সদৈব মাং ত্বম্‌ ॥ ২৪
মোহান্ধকারপটলে মহতীব গর্ত্তে
সংসারনাম্নি সততং পতিতং হি কৃষ্ণ।

ধ্যানে নিরত হইয়া নিরন্তর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বৈদূর্য্যপর্ব্বতে সিদ্ধেশ্বরের সন্নিধানে বিষ্ণুতে আত্মমন নিয়োগ করিয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধ্যানাবস্থায় সেই মহাত্মার শত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর শঙ্খচক্র-গদাধর জগন্নাথ কেশব লক্ষ্মীসহ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর-দান করিলেন; বলিলেন,—ভো ভো সুব্রত! হে ধর্ম্মাত্মন্‌ বিবুধশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি কৃষ্ণ, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। মেধাবী সুব্রত বিষ্ণুর এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষাবেশে দেব জনার্দ্দনকে দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! এই সংসারসাগর অতি মহাদুঃখজালরূপ উর্ম্মি ও বিবিধ মোহ-তরঙ্গসমূহে সমাকুল। আমি স্বকীয় দোষ গুণে এ সাগরে পতিত হইয়াছি। দীন আমি, আমাকে এ সাগর হইতে উদ্ধার করুন। বিশাল কর্ম্ম-মেঘ গর্জ্জন ও বর্ষণ করত পাতকরাশিরূপ বিদ্যুল্লতায় উল্লসিত হইতেছে। মোহরূপ অন্ধকারপটলে আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি। দীন আমি—হে মধুসূদন! আমায় হস্তাবলম্বন প্রদান কর।১১--২১। এই সংসার-রূপ ঘোর কানন বহু দুঃখবৃক্ষে সমাকুল। মোহময় সিংহ-ব্যাঘ্রে পরিব্যাপ্ত। এখানে আমার চিত্ত বহু বহ্নিতেজে সন্তপ্যমান। হে কৃষ্ণ! আমায় রক্ষা কর। এই অতি জীর্ণ মায়ামূলক সংসার-বৃক্ষ করুণা ও বহু বহু দুঃখশাখায় পরিব্যাপ্ত। স্ত্রীসঙ্গাদি ইহার পত্র। হে মুরারে! আমি এই বৃক্ষারূঢ় হইয়া পতিত হইয়াছি, ভগবন্‌! আমায় রক্ষা কর। বিবিধ মোহময় দুঃখানলে এবং বিয়োগ-মরণান্ত সন্নিভ শোকে সদা আমি দগ্ধ হই-হইতেছি। হে কৃষ্ণ! আমায় মোচন কর। জ্ঞানজলধারায় আমায় অভিষিক্ত কর। হে কৃষ্ণ। এই বিশাল সংসারগর্ত্তে ঘোর অন্ধকার-

কৃত্বা কৃপাং মম হি দীনভয়াতুরস্য
তস্মাদ্বিরুষ্য শরণং নয় মামিতস্ত্বম্ ॥ ২৫
ত্বামেব যে নিয়তমানসভাবযুক্তা।
ধ্যানেন জ্ঞানমনসা পদবীং লভন্তে।
নত্বৈব পাদযুগলঞ্চ মহাসুপুণ্যং
যে দেবকিন্নরগণাঃ পরিচিন্তয়ন্তি ॥ ২৬
নান্যং বদামি ন ভজামি ন চিন্তয়ামি
ত্বৎপাদপদ্মযুগলং সততং নমামি।
এবং হি কামমপি পূরয় মেঽদ্য কৃষ্ণ
দূরেণ যান্তু মম পাতকসঞ্চয়াস্তে ॥
দাসোঽস্মি ভৃত্যবদহং তব জন্ম জন্ম
ত্বৎপাদপদ্মযুগলং সততং নমামি ॥ ২৭
যদি কৃষ্ণ প্রসন্নোঽসি দেহি মে বরমুত্তমম্।
মম তৌ পিতরৌ কৃষ্ণ সকায়ৌ নয় মন্দিরে।
আত্মনশ্চ মহাদেব ময়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ২৮

পটলে পরিব্যাপ্ত, এ গর্ত্তে আমি পতিত হইয়া ভয়াতুর হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি কৃপান্বিত হও! আমি সেই সংসারে বিরক্ত হইয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি। যাঁহারা আপনাকে নিয়ত তদ্গত জ্ঞাননেত্রে ধ্যান করেন, তাঁহারা আপনারই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেব ও কিন্নরগণ আপনার মহাপবিত্র পাদযুগলে প্রণত হইয়া সর্ব্বদা উহা চিন্তা করেন এবং আপনারই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি অন্যের নাম কীর্ত্তন করি না। অন্যকে ভজন বা চিন্তা করি না। আমি তোমার পাদপদ্মযুগলেই সতত নমস্কার করি। হে কৃষ্ণ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। আমার পাতকরাশি দূরীভূত হউক। হে দেব! আমি তোমার দাস; আমি তোমার কিঙ্কর! জন্ম জন্ম তোমার পাদপদ্ম-যুগলই যেন আমি স্মরণ করি; হে কৃষ্ণ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমায় উত্তম বর প্রদান কর। হে মহাদেব! আমার মাতা পিতাকে আমার সহিত সশরীরে তোমার ধামে উপনীত কর।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবমস্তু পরমঃ কামো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্য তুষ্টো হৃষীকেশো ভক্ত্যা তস্য প্রতোষিতঃ
প্রয়াতৌ বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্।
সুব্রতেন সমং তৌ দ্বৌ সুমনাসোমশর্ম্মকৌ ॥ ৩০
যাবৎকল্পদ্বয়ং প্রাপ্তং তাবদ্বৈ সুব্রতো দ্বিজঃ।
বুভুজে পুণ্যজাল্লোকান্ ভোগাংশ্চৈব মহামনা
দেবকার্য্যার্থমত্রৈব কাশ্যপস্য গৃহে পুনঃ।
অবতীর্ণো মহাপ্রাজ্ঞো বচনাত্তস্য চক্রিণঃ ॥ ৩১
ঐন্দ্রং পদং হি যো ভুঙক্তে বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ
বসুদত্তেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বদেবৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ৩২
ঐন্দ্রং পদং হি যো ভুঙক্তে সাম্প্রতং বাসবো দিবি।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সৃষ্টিসম্বন্ধকারণম্।
অন্যচ্চৈব প্রবক্ষ্যামি যৎপৃচ্ছসি মহামতে ॥ ৩৪

ব্যাস উবাচ।

ধর্ম্মাঙ্গদো মহাপ্রাজ্ঞো রুক্মাঙ্গদসুতো বলী।
আদ্যে কৃতযুগে প্রাপ্তে সৃষ্টিকালে স বাসবঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“এবমস্তু,” তোমার উত্তম কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এইরূপে হৃষীকেশ সুব্রতের ভক্তিগুণে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এদিকে সোমশর্ম্মা ও সুমনা পুত্র সুব্রতের সহিত দাহপ্রলয়বর্জ্জিত বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করিলেন। দ্বিজ সুব্রত এইরূপে কল্পদ্বয় যাবৎ দিব্য লোক ভোগ করিলেন। অনন্তর দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য সেই মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুর বচন অনুসারে কশ্যপগৃহে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুর প্রসাদে তিনি এক্ষণে বসুদত্ত নামে বিখ্যাত ও সর্ব্বদেব কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া ঐন্দ্রপদ ভোগ করিতেছেন।২২--৩৩। সম্প্রতি তিনিই স্বর্গের ইন্দ্র। এই আমি সুব্রতের সৃষ্টিসম্বন্ধ তোমার নিকট বলিলাম। তুমি অন্য যাহা কিছু জিজ্ঞাসা কর, তাহা আমি বলিব। ব্যাস বলিলেন।—রুক্মাঙ্গদসুত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গদ আদ্য কৃতযুগে জন্মিয়া-ছিলেন। সৃষ্টিকালে তিনি বাসব হইয়া-

কথং দেবদেবেশ অন্যো ধর্ম্মাঙ্গদো ভুবি।
অন্যো ধর্ম্মাঙ্গদো রাজা কিঞ্চায়ং ত্রিদশাধিপঃ।
এতং মে সংশয়ং তাত তত্ত্বতশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৩৬

ব্রহ্মোবাচ।

হন্ত তে কীর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্বসন্দেহনাশনম্।
দেবস্য লীলাসৃষ্ট্যর্থং বর্ত্ততে দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩৭
যথা বারাশ্চ পক্ষাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবো যথা।
সংবৎসরাশ্চ মনবস্তথা যান্তি যুগানি চ ॥ ৩৮
পশ্চাৎ কল্পাঃ সমায়ান্তি ব্রজাম্যেবং জনার্দ্দনম্।
অহমেব মহাপ্রাজ্ঞ ময়ি যান্তি চরাচরাঃ ॥ ৩৯
পুনঃ সৃজতি যোগাত্মা পূর্ব্ববৎ বিশ্বমেব হি।
পুনশ্চাহং পুনর্ব্বেদাঃ পুনস্তে [illegible] তা দ্বিজাঃ ॥
তথা ভূপাশ্চ তে সর্ব্বে স্বর্চ [illegible] সমাবিলাঃ।
প্রভবন্তি মহাভাগ বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৪১
পূর্ব্বকল্পে মহাভাগো যথা রুক্মাঙ্গদো নৃপঃ।
তথা ধর্ম্মাঙ্গদশ্চায়ং সঞ্জাতঃ খ্যাতিমান্ দ্বিজ ॥

ছিলেন, কিন্তু হে দেবদেবেশ! এই ধর্ম্মাঙ্গদ কি অন্য কোন ধর্ম্মাঙ্গদ কিম্বা ধর্ম্মাঙ্গদ নামক অপর কোন রাজা ইন্দ্র হইয়াছেন? এ বিষয়ে আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি যথাযথ বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আহা, তোমার সর্ব্বসন্দেহনাশিনী কথা কহিতেছি। হে দ্বিজবর! দেবদেব সৃষ্টির জন্য লীলা প্রকট করেন। যেমন বার, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর ও মনুগণ, তেমনি যুগ সকলও পুনঃপুন আগমন করে। যুগের পর কল্পাগম হয়। তখন আমি জনার্দ্দনে প্রবেশ করি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! চরাচর সর্ব্ববিশ্ব আমাতে আশ্রয় লয়। যোগাত্মা দেবদেব পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিশ্ব সৃষ্টি করেন। পুনরায় আমি সৃষ্ট হই। পুনরায় বেদ, দেব, দ্বিজ, ও ভূপগণ যথাযথ সৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে মহাভাগ! এইরূপেই সকলের প্রাদুর্ভাব হয়। এ ব্যাপারে বিদ্বান্ ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হন না। মহাভাগ রুক্মাঙ্গদ নৃপ যেরূপে জন্মিয়াছিলেন, এই ধর্ম্মাঙ্গদ নৃপ এ কল্পে সেইরূপ খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছেন,

রামাদয়ো মহাপ্রাজ্ঞা যযাতিনহুষাদয়ঃ।
মান্ধাদয়ো মহাত্মানঃ প্রভবন্তি লয়ন্তি চ ॥
ঐন্দ্রং পদং প্রভুঞ্জন্তি রাজানো ধর্ম্মতৎপরাঃ।
যথা ধর্ম্মাঙ্গদো বীরঃ প্রভুনক্তি মহৎপদম্ ॥ ৪৪
এবং দেবাশ্চ বেদাশ্চ পুরাণস্মৃতিপূর্ব্বকাঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং তবাগ্রে দ্বিজসত্তম ॥ ৪৫
চরিতং সুব্রতস্যাপি পুণ্যং সুগতিদায়কম্।
অব্যক্তস্য মহাভাগ প্রব্রবীমি তবাগ্রতঃ ॥ ৪৬

ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুব্রতোপাখ্যানে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

বিচিত্রেয়ং কথা পুণ্যা ধন্যা যশোবিধায়িনী।
সর্ব্বপাপহরা প্রোক্তা ভবতা বদতাং বর ॥ ১
সৃষ্টিসম্বন্ধমেতন্নস্তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি।
পূর্ব্বমেব যথা সৃষ্টির্বিস্তরাৎ সূতনন্দন ॥ ২

মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্রাদি, যযাতি, নহুষ ও মহাত্মা মনু প্রভৃতি সকলেই প্রাদুর্ভূত ও বিলীন হইয়া থাকেন; ধর্ম্মতৎপর রাজগণই ঐন্দ্রপদ ভোগ করেন।—যেমন এই ধর্ম্মাঙ্গদ বীর মহৎপদ ভোগ করিতেছেন। এইরূপে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও দেবগণ সকলেরই আবির্ভাব। হে দ্বিজসত্তম! এই আমি সুগতিদায়ক পবিত্র সুব্রতচরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহার অব্যর্থ চরিত্র তোমার অগ্রে কহিলাম। ৩৪—৪৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বক্তৃপ্রবর! আপনি বিচিত্র কথা কহিলেন। এ কথা ধন্য, পুণ্য, যশস্করী ও সর্ব্বপাপনাশিনী। হে সূতনন্দন! পূর্ব্বে সৃষ্টি কিরূপ ছিল? এই সৃষ্টিসম্বন্ধ তুমি আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর।

সূত উবাচ ।

বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি সৃষ্টিসংহারকারণম্ ।
শ্রবণমাত্রেণ যস্যাপি নরঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ॥
হিরণ্যকশিপুর্যো হি তেন ব্যাপ্তং জগত্রয়ম্(১) ।
তপসারাধ্য ব্রহ্মাণং বরং প্রাপ সুদুর্লভম্ ॥ ৪
তস্মাদ্দেবান্মহাভাগাদমরত্বং তথৈব চ ।
দেবাল্লোঁকান স সংব্যাপ্য প্রভুত্বং স্বয়মর্জ্জিতম্
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা মুনয়ো বেদপারগাঃ ।
নাগাশ্চ কিন্নরাঃ সিদ্ধা যক্ষাশ্চৈব তথাপরে ॥৬
ব্রহ্মাণং তং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্নারায়ণং প্রভুম্ ।
ক্ষীরসাগরসংসুপ্তং যোগনিদ্রাং গতং প্রভুম্ ॥
তং সম্বোধ্য মহাস্তোত্রৈর্দেবাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ।
সম্বুদ্ধে সতি দেবেশে বৃত্তান্তং সুদুরাত্মনঃ ॥ ৮
আচচক্ষুর্মহাত্মানঃ সমাকর্ণ্য জগৎপতিঃ ।
নৃসিংহরূপমাস্থায় তং জঘান মহাবলম্ ॥ ৯
পুনর্ব্বারাহরূপেণ হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ।
উদ্ধৃতা বসুধা পুণ্যা অসুরো ঘাতিতস্তদা ॥ ১০
অন্যাংশ্চ ঘাতয়ামাস দানবান ঘোরদর্শনান্ (১)
এবং বৈ তেষু নষ্টেষু দানবেষু মহাত্মসু ।
অন্যেষু তেষু ভগ্নেষু দিতিপুত্রেষু বৈ তদা ॥ ১১
পুনঃ স্থানেষু প্রাপ্তেষু দেবেষু চ মহাত্মসু ॥১২
যজ্ঞেম্বথ প্রবৃত্তেষু সর্ব্বেষু ধর্ম্মকর্ম্মসু ।
স্বস্থেষু সর্ব্বলোকেষু দিতির্বৈ দুঃখপীড়িতা ॥ ১৩
পুত্রশোকেন সন্তপ্তা হাহাভূতা বিচেতনা ।
ভর্ত্তারং সূর্য্যসঙ্কাশং তপস্তেজঃসমন্বিতম্ ॥ ১৪
দাতারঞ্চ মহাত্মানং ভর্ত্তারং কশ্যপং তদা ।
ভক্ত্যা প্রণম্য বিপ্রেন্দ্রং তমুবাচ মহামতিম্ ॥ ১৫
ভগবন্নষ্টপুত্রাহং কৃতা দেবেন চক্রিণা ।
দৈত্যাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে দেবৈশ্চৈব নিপাতিতাঃ
পুত্রশোকানলেনাহং সন্তপ্তা মুনিসত্তম ।

সূত বলিলেন,—যাহা শুনিবামাত্রই লোক সর্ব্বজ্ঞ হয়, আমি সেই সৃষ্টিসংহারকারণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক এই ত্রিভুবন আক্রান্ত হইয়া ছিল, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া সুদুর্লভ বর প্রাপ্ত হয়। মহাভাগ ব্রহ্মার নিকট সে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু দেব ও নরলোক আক্রমণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, বেদপারগ মুনি, নাগ, কিন্নর, সিদ্ধ, যক্ষ এবং অন্যান্য সকলে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ক্ষীরোদসাগরসংসুপ্ত যোগনিদ্রাগত নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মহাস্তোত্রে সম্বোধন করিলে দেবদেব সম্বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সম্বোধ হইবার পর দেবগণ সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত সর্ব্বজ্ঞ দেবদেবের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। জগৎপতি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিলেন। পুনরায় বরাহরূপে তিনি মহাবল হিরণ্যাক্ষকে নিধন করেন। পবিত্র ধরিত্রী তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হন। তাঁহার হস্তে অসুর বিনষ্ট হয়। ১—১০। অন্যান্য ঘোরদর্শন বহু দানব তৎকালে তিনি নিহত করেন। এইরূপে বড় বড় দৈত্য দানব বিনষ্ট হইল। দেবগণ পুনরায় স্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন। যজ্ঞ সকল ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল পুনঃপ্রবৃত্ত হইল; সর্ব্ব লোক স্বাস্থ্য লাভ করিল। কিন্তু অদিতি তখন দুঃখ-পীড়িতা হইলেন; তিনি পুত্রশোকে সন্তপ্তা হইয়া হাহাকার করিতে করিতে সূর্য্য সদৃশ তপস্তেজঃসম্পন্ন স্বীয় ভর্ত্তা দাতা মহাত্মা কশ্যপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন! আমি নষ্টপুত্রা হইয়াছি, দেব চক্রপাণি কর্ত্তৃক সমস্ত দৈত্য দানব নিহত হইয়াছে। পুত্রশোকানলে

(১) "হিরণ্যকশ্যপেনাপি ব্যাপিতং ভুবনত্রয়ম" ইতি পাঠান্তরম্।

(১) "তদ্বধাচ্চৈব সন্তপ্তা অসুরা যুযুধুশ্চ তম্। সোহপ্যন্যাংশ্চ জঘানাথ দানবান্ ঘোরদর্শনান্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরসম্মতঃ ।

মমানন্দকরং পুত্রং সর্ব্বতেজোহরং বিভো॥ ১৭
সুবলং চারুসর্ব্বাঙ্গং দেবরাজসমপ্রভম্।
বুদ্ধিমন্তঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞাতারং সর্ব্বপণ্ডিতম্॥ ১৮
তপস্তেজঃসমাযুক্তং সুবলং চারুলক্ষণম্।
ব্রহ্মণ্যং জ্ঞানবেত্তারং দেবব্রাহ্মণপূজকম্॥ ১৯
জেতারং সর্ব্বলোকানাং মমানন্দকরং দ্বিজ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং পুত্রং মে দীয়তাং বিভো॥ ২০
এবমাকর্ণ্য বৈ তস্যাঃ কশ্যপো বাক্যমুত্তমম্।
কৃপাবিষ্টমনাস্তুষ্টো দুঃখিতাং তাং দ্বিজোত্তমঃ॥
তামুবাচ মহাভাগঃ কৃপণাং দীনমানসাম্।
তস্যাঃ শিরসি সন্ন্যস্য স্বহস্তং ভাবতৎপরঃ॥ ২২
ভবিষ্যতি মহাভাগে যাদৃশো বাঞ্ছিতঃ সুতঃ।
এবমুক্ত্বা জগামাসৌ মেরুং গিরিবরোত্তমম্॥ ২৩
তপস্তেপে নিরালম্বঃ সাধয়ন্ পরমব্রতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে সা তু দধার গর্ভমুত্তমম্॥ ২৪
সা দিতিঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা চারুকর্ম্মা মনস্বিনী।
শতবর্ষপ্রমাণন্তু শুচিস্বান্তা বভূব হ॥ ২৫
অথাথ জনিতঃ পুত্রো ব্রহ্মতেজঃসমন্বিতঃ।

অথ কশ্যপ আয়াতো হর্ষেণ মহতান্বিতঃ॥ ২৬
চকার নাম মেধাবী তস্য পুত্রস্য সত্তমঃ।
বল ইত্যব্রবীদ্ বিপ্রো নাম তৎসদৃশো মহান॥
এবং নাম চ কৃত্বাথ ব্রতবন্ধং চকার সঃ।
প্রাহ পুত্র মহাভাগ ব্রহ্মচর্য্যং প্রসাধয়॥ ২৮
এবমেতৎ করিষ্যামি তব বাক্যং দ্বিজোত্তম।
বেদস্যাধ্যয়নং কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্তমঃ॥ ২৯
এবং বর্ষশতং সাগ্রং গতং তস্য তপস্যতঃ।
মাতুঃ সমীপমায়াতি তপস্তেজঃসমন্বিতঃ॥ ৩১
তপোবীর্য্যময়ং দিব্যং ব্রহ্মচর্য্যং মহাত্মনঃ।
দিতিঃ পশ্যতি পুত্রস্য হর্ষেণ মহতান্বিতা। ৩১
তমুবাচ মহাত্মানং বলং পুত্রং তপস্বিনম্।
মেধাবিনং মহাত্মানং প্রজ্ঞাজ্ঞানবিশারদম্॥ ৩২
ত্বয়ি জীবতি মেধাবিন্ প্রজীবন্তি সুতা মম।
হিরণ্যকশিপাদ্যাশ্চ যে হতাশ্চক্রপাণিনা॥ ৩৩
বৈরং সাধয় মে বৎস জহি দেবান্ রিপূন্ রণে

আমি একান্তই সন্তপ্তা হইয়াছি। হে মুনিসত্তম। আমায় একটী আপনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন। ঐ পুত্র যেন সর্ব্ব শত্রুর তেজোহর, বলবান্, চারুগাত্র, দেবরাজপ্রতিম, বুদ্ধিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপণ্ডিত, তপস্তেজঃসম্পন্ন, চারুলক্ষণ, ব্রহ্মণ্য, জ্ঞানী, দেবদ্বিজপূজক ও সর্ব্বলোকজেতা হইয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করে। কশ্যপ দুঃখিতা দিতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং কৃপাবিষ্টমনে তাঁহার মস্তকে হস্ত ন্যাসপূর্ব্বক ভাবগদ্‌গদ হইয়া সেই দীনমনা কৃপণা দিতিকে বলিলেন,—হে মহাভাগে! তোমার অভীষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই বলিয়া কশ্যপ গিরিবর মেরুশিখরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া পরম ব্রতাবলম্বনে নিরালম্বভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দিতি গর্ভ ধারণ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা মনস্বিনী দিতি গর্ভাবস্থায় শতবর্ষ যাবৎ শুদ্ধচিত্তে রহিয়া পরে এক ব্রাহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর কশ্যপ তচ্ছ্রবণে মহাহর্ষান্বিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক ঐ পুত্রের নাম রাখিলেন 'বল'। দিতির এই পুত্র নামানুরূপই মহত্ত্ব লাভ করিল। কশ্যপ পুত্রের এইরূপ নামকরণ করিয়া পরে তাহার উপনয়ন সংস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান কর। পিতার আদেশ অনুসারে পুত্র বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমি বেদাধ্যয়ন করিব। এইরূপে তপোনুষ্ঠানে শতাধিক বর্ষ অতীত হইলে তপস্তেজঃসম্পন্ন পুত্র মাতার সমক্ষে আগমন করিলেন। ১১—৩০। মাতা দিতি মহাহর্ষে স্বীয় মহাত্মা পুত্রের তপোবীর্য্যময় দিব্য ব্রহ্মচর্য্য দেখিলেন এবং সেই মহাত্মা তপস্বী মেধাবী প্রজ্ঞাজ্ঞানবিশারদ পুত্রকে বলিলেন,—হে মেধাবিন্! তুমি জীবিত থাকিলে চক্রপাণি-নিহত মদীয় হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি পুত্রগণের নাম বজায় থাকিবে। বৎস! তুমি বৈর সাধন কর,

সা দনুস্তমুবাচেদং বলং পুত্রং মহাবলম্ ॥ ৩৪
আদাবিন্দ্রং হি দেবেশং হতং স্বদয় পুত্রক ।
পশ্চাদ্দেবা নিপাত্যাস্তাং ততো গরুড়বাহনঃ ॥ ৩৫
তথা চাকর্ণ্য সা দেবী হ্যদিতিঃ পতিদেবতা ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টা পুত্রমিন্দ্রমভাষত ॥ ৩৬
দিতিপুত্রো মহাকায়ো বর্দ্ধতে ব্রহ্মতেজসা ।
দেবানাং হি বধার্থায় তপস্তেপে নিরঞ্জনে ॥৩৭
এবং জানীহি দেবেশ যদি ক্ষেমমিহেচ্ছসি ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ স মাতুঃ পাকশাসনঃ ॥৩৮
চিন্তামবাপ দুঃখেন মহতা দেবরাট্ তদা ।
মহাভয়েন সন্ত্রস্তশ্চিন্তয়ামাস বৈ ততঃ ॥৩৯
কথমেনং হনিষ্যামি দেবধর্ম্মবিদূষকম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য দেবেশো বলস্য নিধনং প্রতি ॥
একদা তু বলং সায়ং সন্ধ্যার্থং সিন্ধুমাগতং ।
কৃষ্ণাজিনেন দিব্যেন দণ্ডকাষ্ঠেন রাজিতং ॥৪১
অনঘে নাপি পুণ্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ তেন সঃ ।
সাগরস্যোপকণ্ঠে তং সন্ধ্যাসনমুপাগতম্ ॥ ৪২
জপমানং সুশান্তং তং দদৃশে পাকশাসনঃ ।
বজ্রেণ পাটয়ামাস দেবেন্দ্রোঽসৌ বলং তদা ॥৪৩
বলং নিপাতিতং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বং গতং ভুবি ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো দেবরাণ্মুমুদে তদা ॥ ৪৪
এবং নিপাতিতং দৈত্যং দিতিনন্দনমেব চ ।
রাজ্যং চকার ধর্ম্মাত্মা সুখেন পাকশাসনঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বলদৈত্যবধো নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ শ্রুত্বা দিতিঃ পুত্রং নিহতং বলমেব চ ।
দুঃখিতা করুণং কৃত্বা রুরোদ চ ভৃশং তথা ॥ ১
এবং সুকরুণং কৃত্বা বহুকালং তপস্বিনী ।
সা গতা কশ্যপং কান্তং তমুবাচ যশস্বিনী ॥ ২

সমরে দেবগণকে জয় কর। দনু সেই মহাবল বল নামক পুত্রকে বলিলেন,—হে পুত্রক! তুমি যত সত্বর পার, সর্ব্বাগ্রে দেবেন্দ্রকে বিনাশ কর। পরে অন্যান্য দেবগণকে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বশেষে গরুড়বাহনের নিধন সাধন কর। পতিদেবতা দেবী অদিতি দিতি ও দনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে স্বীয় পুত্র ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে দেবেশ! মহাকায় দিতিপুত্র ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং দেবগণের বধের নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিতেছে। যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে এই ঘটনা জানিয়া রাখ। দেবরাজ পাকশাসন তৎকালে মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখভরে এবং মহাভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিরূপে এই দেবধর্ম্মদ্বেষীকে আমি বিনাশ করিব? এইরূপ আলোচনা করিয়া দেবদেব বলের বিনাশের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অনন্তর কোন একদিন পাকশাসন দেখিতে পাইলেন দিতিনন্দন বল সন্ধ্যোপাসনার্থ সিন্ধুতীর আশ্রয় করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দিব্য কৃষ্ণাজিন ও দণ্ডকাষ্ঠ বিরাজিত। বল পুণ্য অমল ব্রহ্মচর্য্যে অন্বিত; তিনি সাগরোপকণ্ঠে সন্ধ্যাসনে সমাসীন হইয়া সুশান্তভাবে জপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া দেবেন্দ্র তাঁহার দিব্য বজ্র দ্বারা সেই দিতিনন্দনকে তাড়িত করিলেন। বজ্রের প্রহারে বল প্রাণহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইল দেখিয়া দেবরাজ তখন মহাহর্ষে আনন্দ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা পাকশাসন এইরূপে দিতিপুত্রকে নিপাতিত করিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—দিতি স্বীয় পুত্র বলের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া অতি করুণভাবে হাহাকার করিতে করিতে অত্যন্ত রোদন করিলেন। তপস্বিনী যশস্বিনী দিতি এইরূপে

তব পুত্রো মহাপাপ ইন্দ্রঃ সুরগণেশ্বরঃ।
সাগরোপগতং দৃষ্ট্বা বলং মে ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৩
বজ্রেণ ঘাতয়ামাস সন্ধ্যামাস্থমমেব হি।
এবং শ্রুত্বা ততঃ ক্রুদ্ধো মরীচিতনয়স্তদা ॥ ৪
ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ প্রজ্জ্বালেব বহ্নিনা।
উৎলুঞ্চ্য জটামেকাং জুহাবাগ্নৌ দ্বিজোত্তমঃ ॥
ইন্দ্রস্যৈব বধার্থায় পুত্রমুৎপাদয়াম্যহম্।
তস্মাৎ কুণ্ডাৎ সমুৎপন্নো হুতাশনমুখাদপি ॥ ৬
কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ পিঙ্গাক্ষো ভীষণাকৃতিঃ।
দংষ্ট্রাকরালবক্ত্রান্তো জগতাং ভয়দায়কঃ ॥ ৭
মহাশরীরকো ঘোরো খড়্গচর্ম্মধরস্তথা।
প্রোজ্জ্বলত্তেজসা দীপ্তো মহামেঘোপমো বলী ॥৮
উবাচ কশ্যপং বিপ্রমাদেশো মম দীয়তাম্।
কস্মাদুৎপাদিতো বিপ্র ভবতা কারণং বদ ॥ ৯
তমহং সাধয়িষ্যামি প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥ ১০

কশ্যপ উবাচ।
অস্যা মনোরথং পুত্র পূরয়স্ব মমৈব হি।
অদিত্যাস্তং মহাপ্রাজ্ঞ জহি ইন্দ্রং দুরাত্মকম্ ॥১১
নিহতে দেবরাজে তু পদমৈন্দ্রং প্রভুঙ্ক্ষ্ব চ।
এবং তেন সমাদিষ্টঃ কশ্যপেন মহাত্মনা ॥ ১২
বৃত্রস্তু হ্যুদ্যমং চক্রে তস্যেন্দ্রস্য বধায় চ।
ধনুর্বেদস্য চাভ্যাসং স চক্রে পৌরুষান্বিতঃ ॥ ১৩
বলং বীর্য্যং তথা ক্ষাত্রং তেজোধৈর্য্যসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা হি তস্য দৈত্যস্য সহস্রাক্ষো ভয়াতুরঃ ॥১৪
উপায়াংশ্চিন্তয়ন্তস্য বৃত্রস্যাপি দুরাত্মনঃ ॥
বধার্থং দেবরাজেন সমাহূয় মহামুনীন।
সপ্তর্ষীন্ প্রেষয়ামাস বৃত্রং দৈত্যেশ্বরং প্রতি ॥
ভবন্তস্তত্র গচ্ছন্তু যত্র বৃত্রঃ স তিষ্ঠতি।
সন্ধিং কুর্ব্বন্তু বৈ তেন সার্দ্ধং মম মুনীশ্বরাঃ ॥১৬
এবং তেন সমাদিষ্টা মুনয়ঃ সপ্ত তে তদা।
বৃত্রাসুরং গতাঃ প্রোচুঃ সহস্রাক্ষপ্রচালিতাঃ ॥
সখ্যং কর্ত্তুং প্রযচ্ছেৎ স ক্রিয়তাং দৈত্যসত্তম ॥

কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে কশ্যপের নিকট গিয়া কহিলেন,—হে নাথ! তোমার পুত্র সুরগণপতি পাপাত্মা ইন্দ্র আমার ব্রহ্ম-লক্ষণান্বিত বল নামক পুত্রকে সাগরোপকণ্ঠে সন্ধ্যোপাসনায় সমাসীন দেখিয়া বজ্রাঘাতে নিধন করিয়াছে। মরীচিতনয় কশ্যপ এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহাক্রোধে হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইলেন এবং নিজের মস্তকস্থ একটি জটা ছিঁড়িয়া বলিলেন,—ইন্দ্রের বধের নিমিত্তই আমি পুত্র উৎপাদন করিব। এই বলিয়া শুদ্ধ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক এক পিঙ্গাক্ষ, ভীষণাকার, কৃষ্ণাঞ্জনচয়নিভ, দংষ্ট্রা-করালবক্ত্রান্ত, বিশ্বত্রাসক, ঘোর খড়্গচর্ম্মধর, তেজোদীপ্তকলেবর, মহামেঘোপম, বলবান পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া বিপ্রবর কশ্যপকে বলিল—আমাকে আদেশ প্রদান করুন। হে বিপ্র! আপনি কি জন্য আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, তাহার কারণ প্রকাশ করুন। হে সুব্রত! আপনার প্রসাদে আমি তাহা সম্পাদন করিব। ১—১০। কশ্যপ কহিলেন,—পুত্র! তুমি দিতি এবং আমার মনোরথ পূরণ কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! অদিতির দুরাত্মা পুত্র ইন্দ্রকে তুমি বিনাশ কর। দেবরাজ নিহত হইলে পরে ইন্দ্রপদ তুমিই ভোগ কর। মহাত্মা কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বৃত্র ইন্দ্রবধার্থ উদ্যত হইয়া পুরুষকার-অবলম্বনে ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিতে লাগিল। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বৃত্রের ক্ষত্রোচিত বল, বীর্য্য, তেজ ও ধৈর্য্য দেখিয়া ভয়াতুর হইলেন এবং সেই দুরাত্মা বৃত্রের বধের জন্য উপায় চিন্তা করত মহামুনি সপ্তর্ষিগণকে আহ্বান করিয়া দৈত্য-পতি বৃত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! যথায় বৃত্র অবস্থান করিতেছে, আপনারা তথায় গমন করুন; গিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি-বন্ধন করিয়া আসুন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদিষ্ট হইয়া সপ্তর্ষি-গণ তখন বৃত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, —হে দৈত্যোত্তম! ইন্দ্র তোমার সহিত

ঋষয়ঃ সপ্ত তজ্জ্ঞা উচুর্বৃত্রং মহাবলম্‌ ॥ ১৮
সহস্রাক্ষো মহাপ্রাজ্ঞো ভবতা সহ সত্তম।
মৈত্রমিচ্ছতি বৈ কর্ত্তুং তৎকথং ন করোষি কিম্‌
অর্দ্ধমৈন্দ্রং পদং বীর স ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ সুখেন বৈ।
বর্ত্তস্বর্দ্ধেন চেন্দ্রোঽপি হ্যসুরা দেবতাস্তথা ॥ ২০
সুখং বর্ত্তন্তু তে সর্ব্বে বৈরং দূরে বিসৃজ্য বৈ ॥

বৃত্র উবাচ।

যদি সত্যেন দেবেন্দ্রো মৈত্রমিচ্ছতি সত্তমঃ।
সত্যমাশ্রিত্য এবাহং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
ছদ্ম চৈবং পুরস্কৃত্য ইন্দ্রো দ্রোহং সমাচরেৎ।
তদা কিং ক্রিয়তে বিপ্রা ইত্যর্থে প্রত্যয়ো হি কিম্‌
অথর্ষয়স্ত্বিন্দ্রমুচুরিত্যর্থপ্রত্যয়ং বদ।
তত্র ত্বং সত্যতাং ব্রূহি যদি মৈত্রমিহেচ্ছসি ॥

ইন্দ্র উবাচ।

যদ্যসত্যেন বর্ত্তেঽহং ভবদ্ভিঃ সহ ছদ্মনা।
ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্লিপ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥
তে বৃত্রং দৈত্যনাথং তং পুনরূচুর্ম্মহৌজসঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্লিপ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥
ইত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞ ত্বামেবং স পুরন্দরঃ।
এতেন প্রত্যয়েনাপি সখ্যং কুরু মহামতে ॥ ২৭

বৃত্র উবাচ।

ভবতাং শিষ্টধর্ম্মেণ সত্যেন তেন তস্য চ।
মৈত্রমেবং করিষ্যামি তেন সার্দ্ধং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
বৃত্রমিন্দ্রস্য সংস্থানং নীতং ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ।
ইন্দ্রস্তমাগতং দৃষ্ট্বা বৃত্রং মিত্রার্থমুদ্যতঃ ॥ ২৯
সিংহাসনাৎ সমুত্থায় ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরঃ।
দদৌ তস্মৈ স ধর্ম্মাত্মা বৃত্রায় দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০
অর্দ্ধং ভুঙ্‌ক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ ঐন্দ্রমেবং মহৎ পদম্‌।
বাস্তব্যং সুখেনাপি চাবাভ্যাং দৈত্যসত্তম ॥৩
এবং বিশ্বাসয়ন্‌ দৈত্যং বৃত্রং মৈত্রেণ বৈ তদা।
গতেষু তেষু বিপ্রেষু স্বস্থানং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩

সখ্য করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি তাহাই কর। তত্ত্বজ্ঞ সপ্তর্ষিরা এই কথা কহিয়া পুনরায় সেই মহাবল বৃত্রকে বলিলেন,—হে সত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ সহস্রাক্ষ তোমার সহিত মৈত্রী করিতে ইচ্ছা করেন। তুমি তাহা করিতেছ না কেন? হে বীর! তুমি সুখে অর্দ্ধ ইন্দ্রপদ ভোগ কর। আর ইন্দ্র অপর অর্দ্ধাংশ লইয়া অবস্থান করুন। এইরূপে সুর অসুর সকলেই বৈর বিসর্জ্জন করিয়া সুখে অবস্থান করিতে থাকুন। বৃত্র কহিলেন,—যদি সত্যসত্যই ইন্দ্র আমার সহিত মৈত্রী বন্ধন ইচ্ছা করেন, তবে আমিও সত্যনিষ্ঠ হইয়া তাহা করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বিপ্রগণ! ইন্দ্র যদি কপটতাপূর্ব্বক দ্রোহাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমি কি করিব? তিনি যে তাহা করিবেন না, তৎপক্ষে প্রত্যয়ই বা কি? ঋষিগণ ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ইন্দ্র! তোমার সখ্য অকপট হইবে, তাহার প্রত্যয় কি বল। যদি বাস্তবিক তুমি সখ্য ইচ্ছা কর, তবে আমাদের নিকট তাহার সত্যতার প্রমাণ দাও। ইন্দ্র কহিলেন,—যদি আপনাদের সহিত কপটতা করিয়া অসত্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমি যেন নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হইব। মহাতেজা সপ্তর্ষিগণ এই কথার পর পুনরায় দৈত্যপতি বৃত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! পুরন্দর আমাদিগকে বলিয়াছেন, কপটতা করিলে নিশ্চয়ই তিনি ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হইবেন। অতএব হে মহামতে! তুমি এই প্রত্যয় বশেই ইন্দ্রের সহিত সখ্য স্থাপন কর। ১১—২৭। বৃত্র কহিল,—আপনাদের আদেশে এই সত্যানুসারেই আমি ইন্দ্রের সহিত সখ্য স্থাপন করিব। এই কথার পর ব্রাহ্মণপুঙ্গবগণ বৃত্রকে ইন্দ্রের নিকট লইয়া গেলেন। ইন্দ্র সখ্যস্থাপনার্থ বৃত্রকে আসিতে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বর অর্ঘ্য লইয়া বৃত্রকে প্রদান করিলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ দৈত্যসত্তম! আপনি এই অর্দ্ধ ইন্দ্রপদ ভোগ করুন। এইরূপে আমরা উভয়েই তুল্যরূপে ঐন্দ্রসুখ ভোগ করিব। ইন্দ্র এই বলিয়া মৈত্রী দ্বারা দৈত্য বৃত্রের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। অনন্ত

ছিদ্রং পশ্যতি দুষ্টাত্মা বৃত্রস্যৈবং সদৈব হি।
সাবধানস্ত্বমিন্দ্রোঽপি দিবারাত্রৌ প্রচিন্তয়েৎ॥
তস্য ছিদ্রং ন পশ্যেত বৃত্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস বৃত্রহত্যৈ মহাবলঃ॥ ৩৪
রম্ভা সম্প্রেষিতা তেন মোহায়াস্যাসুরস্য বৈ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন যথা হত্বা লভে সুখম্॥৩৫
তথা কুরুষ্ব কল্যাণি সম্মোহায় সুরদ্বিষঃ।
বনং পুণ্যং মহদ্দিব্যং পুণ্যপাদপশোভিতম্॥৩৬
বহুবৃক্ষফলোপেতং মৃগপক্ষিসমাকুলম্।
বিমানৈর্মন্দিরৈর্দিব্যৈঃ পরিতঃ পরিশোভিতম্॥
দিব্যগন্ধর্বসঙ্গীতং ভ্রমরাকুলিতং সদা।
কোকিলানাং রুতৈঃ পুণ্যৈঃ সর্বত্র মধুরাক্ষরৈঃ
শিখিসারঙ্গনাদৈশ্চ সর্বর্তুকুসুমাকুলম্॥ ৩৭
দিব্যৈশ্চ চন্দনৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বত্র সমলঙ্কৃতম্।
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ জলপূর্ণৈর্মনোহরৈঃ॥ ৪০
কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
দেবগন্ধর্বসিদ্ধৈশ্চ চারণৈশ্চৈব কিন্নরৈঃ॥ ৪১
মুনিভিঃ শুশুভে দিব্যৈর্দিব্যোদ্যানবরেণ চ।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং নানাকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥ ৪২
হেমপ্রাসাদসম্বাধৈর্দণ্ডচ্ছত্রৈশ্চ চামরৈঃ।
কলশৈশ্চ পতাকাভিঃ সর্বত্র সমলঙ্কৃতম্॥ ৪৩
বেদধ্বনিসমাকীর্ণং গীতধ্বনিসমাকুলম্।
এবং নন্দনমাসাদ্য সা রম্ভা চারুহাসিনী।
অপ্সরোভিঃ সমং তত্র ক্রীড়ত্যেবং বিলাসিনী

সূত উবাচ।

একদা তু স বৃত্রো বৈ কালাকৃষ্টো গতো বনম্
কতিভির্দানবৈঃ সার্দ্ধং মুদয়া পরয়া যুতঃ॥ ৪৫
অলক্ষ্যো ভ্রমতে পার্শ্বে তস্যৈব চ মহাত্মনঃ।
দেবরাজঃ স বিপ্রেন্দ্রাশ্ছিদ্রান্বেষী দ্বিষাং কিল
স হি বৃত্রো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বস্তঃ সর্বকর্মসু।
ইন্দ্রং মিত্রং পরং জ্ঞাত্বা ভয়ং চক্রে ন তস্য সঃ
ভ্রমমাণো বনং পশ্যেৎ সর্বত্র পরমং শুভম্।
সুরম্যং কৌতুকবনং বনিতাশতসঙ্কুলম্॥ ৪৮

বিপ্রগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে দুষ্টচিত্ত ইন্দ্র সর্ব্বদাই বৃত্রের ছিদ্রানুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃত্রের সতর্কতা দেখিয়া দিবারাত্র চিন্তান্বিত রহিলেন। তিনি সেই মহাত্মা বৃত্রের ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু তাহার বধহেতু উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র বৃত্রের নিকট রম্ভাকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি গিয়া যে কোন উপায়ে মহাসুরকে মোহিত কর। যাহাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমি সুখলাভ করিতে পারি। হে কল্যাণি! তুমি তাহাই কর। চারুহাসিনী রম্ভা ইন্দ্রাদেশে নন্দনকাননে গমন করিল। ঐ পুণ্য নন্দনবন পুণ্যপাদপে পরিসেবিত; বহু তরুফলে অন্বিত এবং মৃগপক্ষিকুলে সমাকুলিত। ইহার সর্ব্বত্র দিব্য দিব্য বিমান মন্দির বিরাজিত। ইহার কোথাও দিব্য গন্ধর্ব্বসঙ্গীত, কোথাও ভ্রমরগুঞ্জন, কোথাও মধুর কোকিলালাপ এবং কোথাও ময়ূর ও সারঙ্গনাদ। ইহার সর্ব্বদিক্ দিব্যচন্দনবনে সমলঙ্কৃত; ইহার কোথাও মনোহর জলপূর্ণ কোমল উৎপলশোভিত বাপী কূপ তড়াগ বিরাজমান। ইহার স্থানে স্থানে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর ও দিব্য মুনিগণ শোভমান। স্থানে স্থানে নানা কেলি কৌতুক-পরায়ণ অপ্সরোগণ বিরাজমান। কোথাও কোথাও দণ্ড, ছত্র, চামর, কলস ও পতাকা সমলঙ্কৃত হৈমপ্রাসাদ উদ্ভাসমান। উহার কোথাও বেদধ্বনি হইতেছে; কোথাও গীতধ্বনি হইতেছে। এইরূপ নন্দনবনে বিলাসিনী রম্ভা অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ২৮—৪৪। সূত কহিলেন,—একদা সেই বৃত্র কালাকৃষ্ট হইয়া কতিপয় দানব সমভিব্যাহারে মহাহর্ষে নন্দনবনে গমন করিল। ইন্দ্রও অলক্ষ্যে তাহারই পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি শত্রুর ছিদ্রান্বেষী হইয়া রহিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বৃত্র সর্ব্বকর্ম্মে বিশ্বস্ত হইয়াছিল। সে ইন্দ্রকে পরমমিত্র জ্ঞানে তাঁহাকে আর ভয় করিত না। এই রূপে বৃত্র নির্ভয়ে বনের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে বনিতাগণসঙ্কুল সুরম্য কৌতুকবন

চন্দনস্যাপি বৃক্ষস্য ছায়াং শীতাং সুপুণ্যদাম্
সমাশ্রিত্য বিশালাক্ষী রম্ভা তত্র চ দীব্যতি ॥ ৪৯
সখীভিস্তু মহাভাগা দোলারূঢ়া যশস্বিনী ।
গায়তে সুস্বরং গীতং সর্ব্ববিশ্বপ্রমোহনম্ ॥ ৫০
তত্র বৃত্রঃ সমায়াতঃ কামাকুলিতমানসঃ ।
দোলারূঢ়াং সমালোক্য রম্ভাং চারুসুলোচনাম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বৃত্রবঞ্চনং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইয়ন্তু কা গায়তি চারুলোচনা
বিলাসমন্তা পরিতো বনঞ্চ ।
অতীব বালা শুভে মনোহরা
সম্পূর্ণভাবৈঃ পরিমোহয়েজ্জনম্ ॥ ১
দৃষ্ট্বা স রম্ভাং কমলায়তাক্ষীং
পীনস্তনীং কুঙ্কুমচর্চ্চিতাঙ্গীম্ ।
পদ্মাননা কামগৃহং ন বৈষা
নো বা রতিশ্চারুমনোহরেয়ম্ ॥ ২
সম্পূর্ণভাবং পরিকল্পযুক্তাং
কামাঙ্গশীলামতিশীলভাবাম্ ।
যস্যামাহং বশ্যমিহৈব চাস্যা
মনোভবেনাদ্য ইহৈব প্রেষিতঃ ॥ ৩
ইতীব দৈত্যঃ সুবিচিন্তয়ানঃ
কামেন মুগ্ধঃ স চ কালনোদিতঃ
সমাতুরস্তত্র জগাম সত্বর-
মুবাচ তাং দীনমনাঃ সুলোচনাম্ ॥ ৪
কস্যাসি বা সুন্দরি কেন প্রেষিতা
কিং নাম তে পুণ্যতমং বদস্ব মে ।
তবৈব রূপেণ মহাহিতেজসা
মুগ্ধোঽস্মি বালে মম বশ্যতাং ব্রজ ॥৫
এবমুক্তা বিশালাক্ষী বৃত্রং কামাতুরং প্রতি ।
অহং রম্ভা মহাভাগ ক্রীড়ার্থং বনমুত্তমম্ ॥৬
সখীভিঃ সহিতায়াতা নন্দনং বনমুত্তমম্ ।
ত্বঞ্চ কোঽসি কিমর্থং হি মম পার্শ্বমুপাগতঃ ॥৭

অবলোকন করিল। এদিকে চন্দনবৃক্ষের শীতল ছায়া আশ্রয় করিয়া বিশালাক্ষী রম্ভা ক্রীড়া করিতেছিল, সে সখীগণ সহ দোলারোহণ করিয়া তৎকালে মধুরস্বরে বিশ্বমোহন গান করিতেছিল। তখন বৃত্র দোলারূঢ়া চারুলোচনা রম্ভাকে দেখিয়া কামাকুলিত মনে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৫—৫১।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—বৃত্র মনে করিল, কে এই চারুলোচনা মনোহারিণী ললনা গান করিতেছে এবং বিলাসবৈভবে সমগ্র জগৎ পরিমোহিত করিয়া শোভা পাইতেছে? দৈত্যবর বৃত্র পদ্মায়তাক্ষী পীনস্তনী পদ্মাননা কুঙ্কুমলিপ্তগাত্রা, সকলকামভাবান্বিতা, কামাঙ্গশীলা পরম রূপবতী রম্ভাকে দেখিয়া কামমুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—এই যুবতী নিশ্চয়ই কামগৃহ অথবা সাক্ষাৎ মন্মথপত্নী রতি। এ নারী সর্ব্বথা আমার মনোহারিণী। অদ্য মন্মথ-প্রেরিত হইয়া নিশ্চয়ই ইহার বশীভূত হইব। বৃত্র অনেক কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দীনমনে কাতর ভাবে সেই সুলোচনা রম্ভার নিকট গিয়া কহিল,—হে সুন্দরি! তুমি কাহার? কে তোমায় প্রেরণ করিয়াছে? তোমার পুণ্যোৎকর্ষ কিরূপ তাহা বল। কারণ, হে বালে! তোমারই এই অত্যুজ্জ্বল রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার বশীভূতা হও। ১—৫। বৃত্র এই কথা কহিয়া কামাকুল হইলে বিশালনয়না রম্ভা কহিল,—হে মহাভাগ! আমার নাম রম্ভা। আমি ক্রীড়ার নিমিত্ত সখীগণ সহ এই পরমোত্তম নন্দনবনে আগমন

বৃত্র উবাচ।
...তামভিধাস্যামি যোঽহং বালে সমাগতঃ।
...শনাৎ সমুৎপন্নঃ কশ্যপস্য সুতঃ শুভে ॥ ৮
...হং দেবদেবস্য শক্রস্যাপি শুভাননে।
...পদং বরারোহে হ্যর্দ্ধং মে ভুক্তিমাগতম্ ॥
...বৃত্রঃ কথং দেবি মাং চৈবং ত্বং ন বিন্দসি
...লোক্যং বশমায়াতং যস্যৈব বরবর্ণিনি ॥ ১০
...শরণমায়াতঃ কামাদ্রক্ষ বরাননে।
...স্ব মাং বিশালাক্ষি কামেনাকুলিতং প্রিয়ে ॥
রম্ভোবাচ।
...হং তবৈবাদ্য ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
...দামাহং বীর তত্তৎ কার্য্যং ত্বয়ৈব হি ॥ ১২
...বমস্তু মহাভাগে তত্তৎ সর্ব্বং করোম্যহম্।
...সম্ভাষণং কৃত্বা তয়া সহ মহাবলঃ ॥ ১৩
...ন বনে মহাপুণ্যে রেমে দানবসত্তমঃ।
...গীতেন নৃত্যেন হাস্যেন ললিতেন বা ॥ ১৪
...মুগ্ধো মহাদৈত্যঃ স তস্যাঃ সুরতেন চ।
তমুবাচ মহাভাগা রম্ভা দানবসত্তমম্ ॥ ১৫
সুরাপানং কুরুষ্বেতি পিবস্ব মধুমাধবীম্।
তামুবাচ বিশালাক্ষীং রম্ভাং শশিনিভাননাম্
পুত্রোঽহং ব্রাহ্মণস্যাপি বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সুরাপানং কথং ভদ্রে করিষ্যামি বিনিন্দিতম্ ॥
তয়া তু রম্ভয়া দেব্যা প্রীত্যা দত্তা সুরা হঠাৎ।
তস্যা দাক্ষিণ্যভাবৈস্তু সুরাপানং কৃতং তদা ॥
অতিমুগ্ধঃ সুরাপানাদ্ জ্ঞানভ্রষ্টোঽভবদ্ যথা।
...দন্তরে সুরেন্দ্রেণ বজ্রেণ নিহতস্তথা ॥ ১৯
ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈঃ স লিপ্তো বৃত্রহা ততঃ
ব্রাহ্মণাস্তু ততঃ প্রোচুরিন্দ্র পাপং কৃতং ত্বয়া ॥
শ্রুত্বা সপ্তর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধাস্তত্রাগত্যেন্দ্রমব্রুবন।
অস্মদ্বাক্যাত্তু বিশ্বস্তো বৃত্রো নাম মহাবলঃ।
হতো বিশ্বাসভাবেন এবং পাপং ত্বয়া কৃতম্ ॥
ইন্দ্র উবাচ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন হন্তব্যোঽরিঃ সদৈব হি।

...য়াছি। কিন্তু তুমি কে? কি জন্য আমার নিকট আসিলে? বৃত্র কহিল,—...বালে! কে আমি হেথায় উপস্থিত, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে শুভে, বরাননে! আমি হুতাশনোৎপন্ন কশ্যপনন্দন দেবেন্দ্রসখা ...। অর্দ্ধ ইন্দ্রপদ আমার উপভোগ্য। ...হেন বিখ্যাত ব্যক্তি আমি, আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না কেন? হে বরবর্ণিনি! এই ত্রৈলোক্য আমারই বশতাপন্ন। আমি ...মার শরণ লইতেছি। কাম হইতে আমায় রক্ষা কর। হে প্রিয়ে, বিশালনয়নে! ...কুলিত আমাকে ভজনা কর। রম্ভা ...লিল,—আমি অদ্যই তোমার বশতাপন্ন হইব ...দেহ নাই; কিন্তু আমি যাহা যাহা বলিব, ...বীর! তাহা তোমাকে করিতে হইবে। ...বল বৃত্র বলিল,—"এবমস্তু! হে মহা-...গে। আমি তোমার কথিত সব কর্ম্মই ...রিব।" এইরূপে রম্ভা সহ সম্বন্ধ স্থাপন ...রিয়া দানবসত্তম সেই মহাপুণ্য নন্দনবনে ...করিতে লাগিল। রম্ভার ললিত গীত, নৃত্য, হাস্য ও সুরতব্যাপারে মহাদৈত্য অতিমাত্র মুগ্ধ হইল। তখন রম্ভা সেই দানববর বৃত্রকে বলিল,—তুমি সুরা পান কর; মধুমাধবী পান কর। তখন বৃত্র সেই চন্দ্রনিভাননা রম্ভাকে বলিল,—হে ভদ্রে! আমি ব্রাহ্মণের পুত্র; নিজে বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়া কিরূপে নিন্দিত সুরা পান করিব? বৃত্র এই কথা কহিল। কিন্তু রম্ভা প্রীতিভরে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সুরা প্রদান করিল। বৃত্র রম্ভার প্রতি একান্ত অনুরক্তিবশে তখন সুরাপান করিল। সুরাপানে একান্ত মুগ্ধ হইয়া যৎকালে সে জ্ঞানভ্রষ্ট হইল, সুরেন্দ্র তৎকালে তাহাকে বজ্র দ্বারা নিহত করিলেন। বৃত্রঘাতী ইন্দ্র তদণ্ডেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তখন ইন্দ্রকে কহিলেন,—তুমি পাপ করিয়াছ। বৃত্রবধের কথা শুনিয়া সপ্তর্ষিগণ ক্রুদ্ধভাবে তথায় আসিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, মহাবল বৃত্র আমাদের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাকে তুমি বিশ্বস্তভাবে নিহত করায় পাপাচরণ করিয়াছ;৬—২১। ইন্দ্র কহিলেন,

দেবব্রাহ্মণহন্তা চ যজ্ঞধর্ম্মস্য কণ্টকঃ ॥ ২২
নিহতো দানবো দুষ্টো লোকানাঞ্চ বিনাশকৃৎ।
কিমর্থং কুপিতা যূয়মেতন্ন্যায়স্য লক্ষণম্ ॥ ২৩
বিচারশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পশ্চাৎ কোপঃ প্রকর্ত্তব্যো ন্যায্যান্যায্যং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২৪
এবং সম্বোধিতা বিপ্রা ইন্দ্রেণাপি মহাত্মনা।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্বোধিতাস্তে চ সত্তমাঃ
জগ্মুঃ স্বস্থানমেবং হি নিহতে ধর্ম্মকণ্টকে ॥ ২৫
ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বৃত্রাসুরবধো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তং পুত্রং নিহতং শ্রুত্বা সা দিতির্দ্দুঃখপীড়িতা।
পুত্রশোকেন তেনৈব সন্দগ্ধা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১
পুনরূচে মহাত্মানং কশ্যপং মুনিপুঙ্গবম্।
ইন্দ্রস্যাপি সুদুষ্টস্য বধার্থং দ্বিজসত্তম ॥ ২
ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং দুঃসহং সর্ব্বদৈবতৈঃ।
পুত্রমেকং দীয়তাং কান্ত সুপ্রিয়াহং যদা বিভো।

কশ্যপ উবাচ।

নিহতৌ বলবৃত্রৌ তৌ মম পুত্রৌ মহাবলৌ।
পাপমাশ্রিত্য দেবেন ইন্দ্রেণাপি দুরাত্মনা ॥ ৪
তস্যৈব চ বধার্থায় পুত্রমেকং দদাম্যহম্।
বর্ষাণান্তু শতৈকং ত্বং শুচির্ভব যশস্বিনি ॥ ৫
এবমুক্ত্বা স যোগীন্দ্রো হস্তং শিরসি বৈ তদা।
দত্ত্বা দিত্যা সহৈবাসৌ গতো মেরোস্তপোবনম্
তপস্তেপে সা দেবী তপোবননিবাসিনী।
শুচিষ্মতী সদা ভূত্বা পুত্রার্থং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭
ততো দেবঃ সহস্রাক্ষো জ্ঞাত্বা তস্যাস্তমুদ্যমম্
দিত্যাশ্চৈবং মহাভাগ অন্তরপ্রেক্ষকোঽভবৎ
পঞ্চবিংশাব্দিকো ভূত্বা দেববাড্দৈবতোপমঃ।
ব্রাহ্মণস্য চ রূপেণ তস্যাশ্চান্তিকমাগতঃ ॥ ৯
স তাং প্রণম্য ধর্ম্মাত্মা মাতরং তপসান্বিতাম্।

—যে কোন উপায়ে সর্ব্বদাই শত্রু বিনাশ কর্ত্তব্য। দেবব্রাহ্মণঘাতী, যজ্ঞ ও ধর্ম্মকণ্টক, ত্রিলোকনায়ক দুষ্ট দানব নিহত হইয়াছে; এজন্য আপনারা কুপিত হইয়াছেন; কিন্তু হে দ্বিজসত্তমগণ! অগ্রে আপনারা বিচার করুন, পশ্চাৎ আপনারা কোপ করিবেন এবং আমার অন্যায় হইয়াছে কি না আলোচনা করিবেন। হে বিপ্রগণ! মহাত্মা ইন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে সম্বোধিত এবং ব্রহ্মাদি সুর-গণ কর্ত্তৃক বোধিত হইয়া সেই সকল দ্বিজ সত্তম সেই ধর্ম্মকণ্টকের বিনাশের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ২২—২৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিতি দুঃখপীড়িতা এবং পুত্রশোকে অতীব সন্তপ্তা হইয়া পুনর্ব্বার মুনিপুঙ্গব মহাত্মা কশ্যপকে বলিলেন,—হে বিভো! হে দ্বিজসত্তম! হে কান্ত! আমি যখন আপনার সুপ্রিয়া, তখন পুনর্ব্বার আপনি দুষ্ট ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত তাঁর ব্রহ্মতেজোময় সর্ব্ব দেবগণের দুঃসহ আর একটি পুত্র আমায় প্রদান করুন। কশ্যপ কহিলেন,—হে যশস্বিনি! দুরাত্মা ইন্দ্র দেবতা হইলেও পাপাবলম্বনপূর্ব্বক সে আমার 'বল' 'বৃত্র' নামক মহাবল পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছে। অতএব আমি তাহার বধের নিমিত্ত তোমাকে আর একটি পুত্র প্রদান করিব; তুমি একশত বৎসর যাবৎ শুচি হইয়া অবস্থান কর। এই বলিয়া যোগীন্দ্র কশ্যপ দিতির মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত তপস্যার্থ মেরু তপোবনে গমন করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর দেবী দিতি সর্ব্বদা পবিত্রাবস্থায় থাকিয়া পুত্রার্থ তপোবনে তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ১—৬। অনন্তর দেব সহস্রাক্ষ দিতির উদ্যম ও অন্তর অবগত হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক দেবোপম ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তপশ্চারিণী মাতা

তয়োক্তস্তু সহস্রাক্ষো ভবান্ কো দ্বিজসত্তম ॥১০
তামুবাচ সহস্রাক্ষঃ পুত্রোঽহং তব শোভনে।
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বাংশ্চ ধর্ম্মং জানামি ভামিনি ॥
তপসস্তব সাহায্যং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ।
শুশ্রূষতি স তাং দেবীং মাতরং তপসান্বিতম্ ॥
তমিন্দ্রং সা ন জানাতি আগতং দুষ্টকারিণম্।
ধর্ম্মপুত্রং বিজানাতি শুশ্রূষন্তং দিনে দিনে ॥ ১২
অঙ্গং সংবাহয়েদ্দেব্যাঃ পাদৌ প্রক্ষালয়েত্তথা।
পত্রং মূলং ফলং তত্র বল্কলাজিনমেব চ ॥ ১৪
দদাত্যেবং স ধর্ম্মাত্মা তস্যৈ দিত্যৈ সদৈব হি।
ভক্ত্যা সন্তোষিতা তস্য সন্তুষ্টা তমভাষত।
পুত্রে জাতে মহাপুণ্যে ইন্দ্রে চ নিহতে সতি ॥
কুরু রাজ্যং মহাভাগ পুত্রেণ মম দৈবকম্।
এবমস্তু মহাভাগে ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ॥১৬
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ।

দিতিকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি কে? সহস্রাক্ষ বলিলেন,—হে শোভনে। আমি তোমার পুত্র। হে ভামিনি! আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সমুদয় অবগত আছি। আমি তোমার তপস্যার সাহায্য করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই বলিয়া তিনি তপশ্চারিণী মাতা দিতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দিতি কিন্তু তাঁহাকে দুষ্টাভিসন্ধি ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারেন নাই, শুশ্রূষাকারী ধর্ম্মপুত্র বলিয়াই জানিতেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁহার অঙ্গসম্বাহন ও পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিতেন। প্রতিদিন পত্র মূল ফল বল্কল ও অজিন প্রদান করিতেন। এইরূপে ভক্তিবলে তাঁহার সন্তোষ জন্মাইলেন। দিতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমার মহাপুণ্যশালী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে এবং ইন্দ্র নিহত হইলে হে মহাভাগ! তুমি আমার পুত্রের সহিত দেবরাজ্য ভোগ করিবে। ছদ্মবেশী ইন্দ্র বলিলেন,—মহাভাগে! তোমার প্রসাদে তাহাই হউক, তোমার প্রসাদে ইষ্টসিদ্ধি হউক, এই বলিয়া সর্ব্বদা

ঊনে বর্ষশতে তস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ ॥ ১
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ।
শয্যাস্তে সা শিরঃ কৃত্বা (১)মুক্তকেশাতিবিহ্বলা
নিদ্রামাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণিস্ততো গর্ভং সপ্তধা বিচকর্ত্ত হ ॥ ১৯
বজ্রেণ তীক্ষ্ণধারেণ রুরোদ উদরে স্থিতঃ।
স গর্ভস্তত্র বিপেন্দ্রা ইন্দ্রহস্তগতেন বৈ ॥ ২০
রুদমানং মহাগর্ভং তমুবাচ পুনঃপুনঃ।
শতক্রতুর্ম্মহাতেজা মা রোদীরিত্যভাষত ॥ ২১
সপ্তধা কৃতবান্ শক্রস্তং গর্ভং দিতিজং পুনঃ।
একৈকং সপ্তধাচ্ছিন্ন্বা রুদমানং স দেবরাট্ ॥ ২২
তে বৈ জাতাস্তু মরুতো দেবাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ
যথা ইন্দ্রেণ বৈ প্রোক্তা বভূবুর্নামতস্তথা ॥ ২৩
অতিবীর্য্যমহাকায়াস্তীব্রতেজঃপরাক্রমাঃ।
একোনাশ্চ বভূবুস্তে পঞ্চাশন্মরুতস্ততঃ ॥ ২৪

দিতির ছিদ্রান্বেষী হইয়া রহিলেন। অনন্তর নবনবতিতম বর্ষে ইন্দ্র দিতির কর্ম্ম-ছিদ্র দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—দিতি পাদশৌচ না করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শয্যার উপর কেশপাশ ছড়াইয়া দিয়া বিহ্বলভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। ইন্দ্র ইত্যবসরে বজ্রহস্তে তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিয়া তদীয় গর্ভ তীক্ষ্ণধার বজ্র দ্বারা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন গর্ভ রোদন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র সেই রোদমান মহাগর্ভকে পুনঃপুনঃ বলিলেন,—তোমরা রোদন করিও না। এই বলিয়া তিনি সেই সপ্তধা ছিন্ন রোদমান গর্ভকে প্রত্যেকতঃ সপ্তসপ্তভাগে ছেদন করিলেন। ১৭—২২। এইরূপে সেই সপ্ত সপ্তধাছিন্ন গর্ভ তখন মহাতেজা মরুৎ দেব নামে উৎপন্ন হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে যে যে নামে অভিহিত করিলেন, তাঁহারা সেই সেই নামে অতি বীর্য্যশালী মহাদেহ, তীব্রপরাক্রম-সম্পন্ন ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎরূপে উৎপন্ন হই-

(১) "সুপ্তা পশ্চাচ্ছিরঃ কৃত্বা" ইতি পাঠান্তরম্।

মরুতো নাম তে খ্যাতা ইন্দ্রমেব সমাশ্রিতাঃ।
ভূতানামেব সর্ব্বেষাং রোচয়ন্তো গণং মহৎ ॥২৫
নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতিঃ
ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্ব্বাণি তানি বৈ ॥২৬
স দেবঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরুঃ।
তপোজিষ্ণুর্ম্মহাতেজাঃ সর্ব্ব একঃ প্রজাপতিঃ ॥
পর্জ্জন্যঃ পাবকঃ পুণ্যঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব এব হি।
তস্য সর্ব্বমিদং পুণ্যং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম ॥ ২৮
ভূতসর্গমিমং সম্যক্ জানতো দ্বিজসত্তমাঃ।
নাবৃত্তিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ২৯
ইমাং সৃষ্টিং মহাপুণ্যাং সর্ব্বপাপহরাং শুভাম্।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
স হি ধন্যশ্চ পুণ্যশ্চ স হি সত্যসমন্বিতঃ।
যঃ শৃণোতি ইমাং সৃষ্টিং স যাতি পরমাং গতিম্
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে মরুদুৎপত্তির্নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

লেন। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রকেই আশ্রয় করিয়া প্রাণিবর্গের রুচিকর হইল। প্রজাপতি হরি তাঁহাদিগকে প্রতিগৃহে প্রদান করিলেন এবং ক্রমশঃ পার্থিবাদি সমস্ত রাজ্য দিয়াছিলেন। সেই দেব কৃষ্ণই সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু। তিনিই তপোবিষ্ণু মহাতেজা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ অদ্বিতীয় প্রজাপতি এবং তিনিই পর্জ্জন্য, পাবক, পুণ্য, পুণ্যাত্মা এবং সর্ব্ব। এই চরাচর সমস্ত পুণ্য জগৎ তাঁহারই। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি এই ভূতসৃষ্টি সম্যক্ অবগত হয়, তাহার পরলোকভয় থাকে না; সংসারে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। এই পাপহারিণী মহাপুণ্যজননী শুভসৃষ্টিবার্ত্তা যে নর ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি ধন্য, পুণ্য ও সত্যসমন্বিত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিবার্ত্তা শ্রবণকারীর পরমগতি লাভ হয় সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে। ২৩-৩২।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

স প্রভুঃ সর্ব্বলোকেশো হ্যভিষিচ্য ততো নৃপম্
পৃথুং বেনস্য তনয়ং সর্ব্বরাজ্যে মহাপ্রভুঃ ॥ ১
মহাবাহুং মহাকায়ং যথেন্দ্রঞ্চ সুরেশ্বরম্।
ক্রমেণাপি ততো ব্রহ্মা রাজ্যানি সুবিচার্য্য হি
যদ্‌যস্যাপি ভবেদ্ যোগ্যং দাতুং তদুপচক্রমে।
বৃক্ষাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গ্রহর্ক্ষাণাং তথৈব চ ॥ ৩
সোমং রাজ্যেঽভ্যষিঞ্চচ্চ তপসাঞ্চ মহামতিঃ।
ধর্ম্মাণাং সর্ব্বযজ্ঞানাং পুণ্যানাং পুণ্যতেজসাং ॥৪
অপাং মধ্যে তথা দেবং তীর্থানাং হি তথৈব চ
বরুণং সোঽভ্যষিঞ্চদ্বৈ রত্নানাঞ্চ দ্বিজোত্তম ॥ ৫
অন্যেষাং সর্ব্বযক্ষাণাং রাজ্যে বৈশ্রবণং পুনঃ।
বিষ্ণুমেব মহাপ্রাজ্ঞমাদিত্যানাং পিতামহঃ ॥ ৬
রাজ্যে সংস্থাপয়ামাস জনতাহিতহেতবে।
সর্ব্বেষামেব পুণ্যানাং দক্ষমেব প্রজাপতিম্ ॥৭
সমগ্রং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং প্রজাপতিগণেশ্বরম।
প্রহ্লাদং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং সহি রাজ্যেঽন্বরোপয়ৎ ॥ ৮

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু অনন্তর বেণনন্দন পৃথুকে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পৃথু মহাবাহু মহাকায় এবং সুরেশ্বর ইন্দ্রবৎ বিরাজমান ছিলেন। অনন্তর মহামতি ব্রহ্মা ক্রমশঃ রাজ্য সকলের বিষয়বিচার করিয়া যাহার যে রাজ্য যোগ্য, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ, গ্রহ, নক্ষত্র ও তপস্যা রাজ্যে সোমদেবকে; ধর্ম্ম, ধর্ম্মযজ্ঞ, পুণ্য, পুণ্যতেজ, জল, তীর্থসমূহ ও সর্ব্বরত্নের আধিপত্যে বরুণকে; সমস্ত যক্ষরাজ্যে বৈশ্রবণকে; আদিত্যগণের আধিপত্যে মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুকে; যমসমূহের হিতের জন্য সমস্ত পুণ্যরাজ্যের প্রজাপতি দক্ষকে; সমগ্র দৈত্যদানবরাজ্যে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শক্তিমান, প্রজাপতিগণেশ্বর, বিষ্ণুতেজঃসম্পন্ন,

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ বিষ্ণুতেজঃসমন্বিতম্।
যমং বৈবস্বতং ধর্ম্মং পৈত্র্যে রাজ্যেঽভ্যষিঞ্চয়ৎ
যক্ষরাক্ষসভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।
যোগিনীনাং চ সর্ব্বাসাং বেতালানাং মহাত্মনাম্
কঙ্কালানাং হি সর্ব্বেষাং কুষ্মাণ্ডানাং তথৈব চ
পার্থিবানাং তু সর্ব্বেষাং গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥
পর্ব্বতানাং হি সর্ব্বেষং হিমবন্তং মহাগিরিম্।
নদীনাং চ তড়াগানাং বাপিকানাং তথৈব চ ॥
কুণ্ডানাং কূপরাজ্যে হি দিব্যেষু চ সুরেশ্বরঃ।
সাগরং স্থাপিতং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থময়ুত্তমম্ ॥ ১৩
গন্ধর্ব্বাণাং চ সর্ব্বেষাং রাজ্যে পুণ্যে তথৈব চ
চিত্ররথং ততো ব্রহ্মা অভিষিচ্য সুরেশ্বরঃ ॥১৪
নাগানাং পুণ্যবীর্য্যাণাং বাসুকিঞ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্পাণাঞ্চ তথা রাজ্যেঽভ্যষিঞ্চৎ স চ তক্ষকম্
বারণানাং ততো রাজ্যে ঐরাবণমষিঞ্চত।
অশ্বানাং চৈব সর্ব্বেষামুচ্চৈঃশ্রবসমেব চ ॥ ১৬
পক্ষিণাং চৈব সর্ব্বেষাং বৈনতেয়মথাপি সঃ।
মৃগাণাং চ ততো রাজ্যে ব্রহ্মা সিংহমথাদিশৎ।
গোবৃষং তু গবাং মধ্যে হ্যভ্যষিঞ্চৎ প্রজাপতিঃ
বনস্পতীনাং সর্ব্বেষাং প্লক্ষমেব পিতামহঃ ।১৮

প্রহ্লাদকে; সমগ্র পৈত্র্য রাজ্যে বৈবস্বত ধর্ম্ম যমকে; সমস্ত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, উরগ যোগিনী, মহাত্মা বেতাল, কঙ্কাল, কুষ্মাণ্ড, এবং সমস্ত পার্থিব রাজ্যে শূলপাণি গিরিশকে; সমস্ত পর্ব্বতরাজ্যে মহাগিরি হিমবানকে; সমস্ত নদী, তড়াগ, বাপী, কুণ্ড, কূপ-রাজ্যে সর্ব্বতীর্থময় পবিত্র সাগরকে ; গন্ধর্ব্ব-গণের পুণ্যরাজ্যে চিত্ররথকে পুণ্যবীর্য্য নাগ-গণের আধিপত্যে বাসুকিকে; সমস্ত সর্পরাজ্যে তক্ষককে; সমগ্র বারণরাজ্যে ঐরাবতকে; সমগ্র অশ্বরাজ্যে উচ্চৈঃশ্রবাকে, সমগ্র পক্ষিরাজ্যে বৈনতেয় গরুড়কে, সমুদয় মৃগরাজ্যে সিংহকে ; গোযূথমধ্যে গোবৃষকে এবং সমগ্র বনস্পতি-

(১) অতঃপরং—প্রহ্লাদং স্থাপয়ামাস স হি রাজ্যে প্রজাপতিঃ ইত্যাধিকঃ পাঠঃ।

এবং রাজ্যানি সর্ব্বাণি সংস্থাপ্য স পিতামহঃ।
দিশাং পালাংস্ততো ব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সত্তমঃ ॥
বৈরাজস্য তথা পুত্রং পূর্ব্বস্যাং দিশি সত্তমঃ।
সুধন্বানং দিশঃ পালং রাজানং সোঽভ্যষিঞ্চত
দক্ষিণস্যাং মহাত্মানং কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষিঞ্চত।
পশ্চিমায়াং তথা ব্রহ্মা বরুণস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রঞ্চ পুষ্করং নাম সোঽভ্যষিঞ্চৎ প্রজাপতিঃ
উত্তরস্যাং দিশি ব্রহ্মা নলকূবরমেব চ।
এবং চৈবাভ্যষিঞ্চচ্চ দিক্পালান্ স মহৌজসঃ
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মেণ পরিপাল্যতে ॥ ২৪
পৃথুশ্চৈব মহাভাগো হ্যভিষিক্তো নরাধিপঃ
রাজসূয়াদিভিঃ সর্ব্বৈরভিষিক্তো মহামখৈঃ ॥২৫
বিধিনা বেদদৃষ্টেন রাজরাজ্যে মহীপতিঃ।
চাক্ষুষে নাম্নি সম্পূর্ণে অতীতে চ মহৌজসি
মন্বন্তরে মহাভাগা দেবপুণ্যে হিতৈষিণি।
ততো বৈবস্বতায়ৈব মনবে রাজ্যমাদিশৎ ॥ ২৭

রাজ্যে প্লক্ষবৃক্ষকে অভিষিক্ত ও রাজরূপে স্থাপিত করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে সর্ব্বরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক দিক্পালদিগকে স্থাপন করিলেন। ১—১৯। তিনি বৈরাজপুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকের দিক্পালরূপে, কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের অধিপতিরূপে, প্রজাপতি বরুণের পুত্র পুষ্করকে পশ্চিমদিকের অধিপতিরূপে এবং নলকুবেরকে উত্তরদিকের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা মহাত্মা দিক্পালদিগকে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ দিক্পালগণই এই দ্বীপপত্তন-সমন্বিতা সমগ্রা পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে যথাভাগে প্রতিপালন করিতেছেন। মহাভাগ পৃথু নরাধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া পরে তিনি রাজসূয়াদি সমস্ত মহাযজ্ঞ দ্বারা বেদবিহিত বিধি অনুসারে রাজরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চাক্ষুস নামক পবিত্র মন্বন্তর উপস্থিত হইলে অনন্তর বৈবস্বত মনুর উপর রাজ্যভার

বিস্তরং চাপি ব্যাখ্যাস্যে পৃথোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
যদি মামেব বিপ্রেন্দ্রাঃ শুশ্রূষথ হ্যতন্দ্রিতাঃ ॥২৮
এতদেব সাবিষ্ঠানং মহৎ পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বেষ্বেব পুরাণেষু এতদ্ধি নিশ্চিতং সদা ॥২৯
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যাসকল্পং শুভম্।
ধন্যং পবিত্রমায়ুষ্যং পুত্রদং বৃদ্ধিকারকম্ ॥ ৩০
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা ভাবধ্যানসমন্বিতঃ।
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে পৃথুচরিতপ্রস্তাবো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

বিস্তরেণ সমাখ্যাহি জন্ম তস্য মহাত্মনঃ।
পৃথোশ্চৈব মহাভাগ শ্রোতুকামা বয়ং পুনঃ ॥ ১
রাজ্ঞা তেন যথা দুগ্ধা চেয়ং ধাত্রী মহাত্মনা।
পুনর্দ্দেবৈশ্চ পিতৃভিশ্চ মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ২
যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈর্যথা দ্রুমৈঃ।
শৈলৈশ্চৈব পিশাচৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥
ব্রাহ্মণৈশ্চ তথা সিদ্ধৈ রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
পৃথ্বমেব যথা দুগ্ধা হ্যন্যৈশ্চৈব মহাত্মভিঃ ॥৪
তেষামেব হি সর্ব্বেষাং বিশেষং পাত্রধারণম্।
ক্ষীরস্যাপি বিধিং ব্রূহি বিশেষং চ মহামতে ॥৫
বেণস্যাপি নৃপস্যৈব পাণিবেব মহাত্মনঃ।
মথিতো মুনিভিঃ পূর্ব্বং স কস্মাদ্দিহ কারণাৎ ॥৬
ক্রুদ্ধৈশ্চৈব মহাপুণ্যৈঃ সূতপুত্র বদস্ব নঃ।
বিচিত্রেয়ং মহাপুণ্যা কথা পাতকনাশিনী।
শ্রোতুকামা মহাভাগ তৃপ্তির্নৈ প্রজায়তে ॥ ৮

সূত উবাচ।

বৈণস্য চ পৃথোরেব তস্য বিস্তরমেব চ।
জন্ম বীর্য্যং তথা ক্ষেত্রং পৌরুষং দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রবক্ষ্যামি যথা সর্ব্বং চরিতং তস্য ধীমতঃ।
শৃণুধ্বং ভো মহাভাগা মত্তো বৈ দ্বিজসত্তমাঃ ॥
অভক্তায় ন বক্তব্যমশ্রদ্ধায় শঠায় চ।
সুমূর্খায় সুমোহায় কুশিষ্যায় তথৈব চ ॥ ১১

অর্পিত হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ। যদি অতন্দ্রিত হইয়া শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে এক্ষণে মহাত্মা পৃথুর বৃত্তান্তই বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করি। সর্ব্বপুরাণে এই উপাখ্যান মহৎ পুণ্যজনকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ উপাখ্যান বাস্তবিকই পুণ্য, যশস্য, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য, শুভ, ধন্য, পবিত্র, পুত্রপ্রদ, ও বৃদ্ধিদায়ক। ভাবধ্যানসম্পন্ন হইয়া যে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।২০—৩১।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমরা পৃথুচরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি সেই মহাত্মার জন্ম বিস্তৃতরূপে বলুন। যেরূপে তিনি এই ধরিত্রী দোহন করিয়াছিলেন; পুনরায় দেবগণ, পিতৃগণ, তত্ত্ববেদী মুনি, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, বৃক্ষ, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব, পুণ্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, ভীমবিক্রম রাক্ষস ও অন্যান্য মহাত্মগণ যে প্রকারে ধরিত্রী দোহন করিয়াছিলেন, সেই সেই দোগ্ধৃগণের বিশেষ বিশেষ দোহনপাত্র, বিশেষ বিশেষ ক্ষীর-বিধি, আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। মহাত্মা নরপতির পাণি পূর্ব্বে ঋষিগণ কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মথিত করিয়াছিলেন? হে সূতপুত্র! আমাদের নিকট তাহা ব্যক্ত কর। এই পুণ্যা পাপহারিণী কথা বাস্তবিকই বিচিত্র। আমরা ইহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে মহাভাগ! ইহা যতই শুনি, আমাদের আর তৃপ্তির শেষ হয় না।১—৮। সূত কহিলেন,—বেণনন্দন পৃথুর জন্ম, কার্য্যক্ষেত্র, পুরুষকার ও চরিত্রবার্ত্তা আমি সবিস্তার যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। হে দ্বিজসত্তম মহাভাগগণ! আপনারা আমার প্রতি শুশ্রূষা-পরায়ণ হউন। কেননা, অভক্ত, অশ্রদ্ধাশীল

...শঠায় কুটায় ধর্ম্মনাশায় চ দ্বিজাঃ।
অন্যথা পঠতে যো হি নিরয়ঞ্চ প্রয়াতি হি ॥ ১২
...ন্তো ভাবযুক্তাশ্চ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
...কামগ্রন্থঃ সর্ব্বং চরিতং পাপনাশনম্ ॥ ১৩
...প্রবক্ষ্যামাশেষেণ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।
...গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধন্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্ ॥ ১৪
...হস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি দ্বিজোত্তমাঃ
...শ্চৈনং কথয়েন্নিত্যং পৃথোর্বৈণ্যস্য বিস্তরম্ ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎকৃতাকৃতম্।
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং শ্রুতমাত্রেণ নশ্যতি ॥ ১৬
ব্রাহ্মণো বেদবেত্তা চ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
এবং ফলং সমাপ্নোতি পঠনাচ্ছ্রবণাদপি।
পৃথোর্জ্জন্ম চরিত্রঞ্চ পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ১৮
ধর্ম্মগোপ্তা মহাপ্রাজ্ঞো বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
...ত্রিবংশসমুৎপন্নঃ পূর্ব্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
...ষ্টা সর্ব্বস্য ধর্ম্মস্য অঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
য আসীত্তস্য পুত্ত্রো বৈ বেণো নাম প্রজাপতিঃ
ধর্ম্মমেবং পরিত্যজ্য সর্ব্বদৈব প্রবর্ত্ততে।
মৃত্যোঃ কন্যা মহাভাগা সুনীথা নাম নামতঃ ॥
তাং তু অঙ্গো মহাভাগঃ সুনীথামুপযেমিবান্।
তস্যামুৎপাদয়ামাস বেণং ধর্ম্মপ্রণাশনম্ ॥ ২২
মাতামহস্য দোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ।
নিজধর্ম্মং পরিত্যজ্য হ্যধর্ম্মনিরতোঽভবৎ ॥ ২৩
কামাল্লোভান্মহামোহাৎ পাপমেব সমাচরৎ।
বেদাচারময়ং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য নরাধিপঃ ॥ ২৪
অবর্ত্তত পাপেন মদমাৎসর্য্যমোহিতঃ।
বেদাধ্যায়ং বিনা লোকে প্রাবর্ত্তন্ত তদা জনাঃ
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রজাপতৌ
প্রবৃত্তং ন পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥
ইত্যুবাচ স দুষ্টাত্মা ব্রাহ্মণান্ প্রতি নিত্যশঃ।
নাধ্যেতব্যং ন হোতব্যং ন দেয়ং দানমেব চ ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।

...শঠ, অতিমূর্খ, অতি মোহাপন্ন, কুশিষ্য, কূটবুদ্ধি ও সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিকে ইহা বলিতে নাই। এ বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার নরকে বাস হয়। পরন্তু আপনারা ভাবযুক্ত ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ। আপনাদের নিকট আমি সেই পাপহর চরিত্র নিঃশেষরূপেই কীর্ত্তন করিব। হে দ্বিজসত্তমগণ। আপনারা শ্রবণ করুন! ইহা স্বর্গ্য, যশস্য, আয়ুষ্য, ধন্য, বেদসম্মিত, ঋষিপ্রোক্ত রহস্য; ইহা আমি আপনাদের নিকট বলিব। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া বেণনন্দন পৃথুর কথা নিত্য কীর্ত্তন করে, তাহাকে আর কৃতাকৃত কর্ম্মের জন্য শোক করিতে হয় না। তাহার সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ শ্রুতমাত্রেই বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রবণে ব্রাহ্মণ বেদবিদ্বান্, ক্ষত্রিয় যুদ্ধজয়ী, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধ এবং শূদ্র সুখপ্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রবণে পঠনে এইরূপ ফলই লাভ হইয়া থাকে। পৃথুর জন্মচরিত্র বাস্তবিকই পবিত্র ও পাপহর। পূর্ব্বে অত্রিবংশে অঙ্গ নামে অত্রিতুল্য এক প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বেণ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই পুত্র রাজা হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। মৃত্যুর কন্যার নাম মহাভাগা সুনীথা; মহাভাগ অঙ্গ সেই সুনীথার পাণি-গ্রহণ করিয়া তদীয় গর্ভে বেণ নামক ধর্ম্ম-নাশক পুত্র উৎপাদন করেন। ৯—২২। কালাত্মজার আত্মজ বেণ মাতামহের দোষে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিরত হইয়াছিলেন। তিনি কামে, লোভে, মহা-মোহে বেদাচারময় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাপাচরণই করিতেন। মদমাৎসর্য্যে মোহিত হইয়া বেণ রাজা পাপপথেরই অনুগামী হই-তেন। তাঁহার সময়ে জনগণ বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ও নিঃস্বাধ্যায়বষট্কার হইল। দেবগণ যজ্ঞে আর সোম পান করিতে পারিলেন না। দুষ্টাত্মা বেণ ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য নিত্য এই কথা কহিতেন,—তোমরা আর অধ্যয়ন, হোম, দান, যজ্ঞ, কিছুই করিও না। বেণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার

আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
অহমেজ্যশ্চ যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি পুনঃপুনঃ।
ময়ি যজ্ঞা বিধাতব্যা ময়ি হোতব্যমেব চ ॥ ২৯
ইত্যব্রবীৎ সদা বেণো হ্যহং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
অহং ব্রহ্মাহমিন্দ্রোঽস্মি রুদ্রো মিত্রঃ সদাগতিঃ
অহমেব প্রভোক্তা চ হব্যং কব্যং ন সংশয়ঃ ॥
অথ তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধা বেণং প্রতি মহাবলাঃ।
উচুস্তে সঙ্গতাঃ সর্ব্বে রাজানং পাপচেতনম্ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

রাজা হি পৃথিবীনাথঃ প্রজাং পালয়তে সদা।
ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ স রাজেন্দ্রস্তস্মাদ্ধর্ম্মান্ হি রক্ষয়েৎ ॥৩৩
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামো যজ্ঞে দ্বাদশবার্ষিকীম্
অধর্ম্মং কুরু মা যাগে নৈষ ধর্ম্মঃ সতাং গতিঃ ॥
কুরু ধর্ম্মং মহারাজ সত্যপুণ্যং সমাচর।
প্রজাংহং পালয়িষ্যামি ইতি তে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৫
তাংস্তথা ব্রুবতঃ সর্ব্বান্ মহর্ষীনব্রবীত্তদা।
বেণঃ প্রহস্য দুর্ব্বুদ্ধিরিমমর্থমনর্থকম্ ॥ ৩৬

বেণ উবাচ।

স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বা ময়া।
জ্ঞানবীর্য্যতপঃসত্যৈর্ম্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥
প্রভবং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ।
সংমূঢ়া ন বিন্দন্তি নূনং ভবন্তো মাং বিচেতসঃ ॥৩৮
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলৈস্তথা।
দ্যাং ভুবঞ্চাবরুন্ধেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ।
অপনেতুং তদা বেণং ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪০
বিস্ফুরন্তং তদা বেণং বলাৎ সংগৃহ্য তে রুষা।
বেণস্য তস্য সব্যোরুং মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥ ৪১
কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপেতমতিহ্রস্বং বিলক্ষণম্।
দীর্ঘাস্যঞ্চ বিরূপাক্ষং নীলকঞ্চুকবর্চ্চসম্ ॥ ৪২
লম্বোদরং বৃঢ়কর্ণমতিভীতং তুরোদরম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানো নিষীদেত্যব্রুবংস্ততঃ ॥ ৪৩
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা নিষসাদ ভয়াতুরঃ।
পর্ব্বতেষু বনেষ্বেব তস্য বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৪

এই ক্রূর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমিই ইজ্য আমিই যষ্টা এবং আমিই যজ্ঞ। একমাত্র আমাতেই যজ্ঞ বা হোম করিতে হইবে। আমিই সনাতন বিষ্ণু। আমিই ব্রহ্মা; আমিই রুদ্র; আমিই ইন্দ্র; আমিই সূর্য্য এবং আমিই পবন। একমাত্র আমিই হব্য কব্যপ্রভোক্তা। বেণ রাজা সর্ব্বদা এইরূপ কথাই বলিতেন। অনন্তর একদা মহাবল মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাপাত্মা বেণরাজের নিকট আসিয়া বলিলেন,—রাজা পৃথিবীর পতি; তিনিই সর্ব্বদা প্রজাপালন করেন। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি, তাঁহা হইতেই ধর্ম্ম রক্ষিত হন। আমরা দ্বাদশবর্ষ-নিষ্পাদ্য এক যজ্ঞে দীক্ষিত হইব। অতএব আপনি অধর্ম্মাচার করিবেন না। ধর্ম্মই সাধুগণের একমাত্র গতি। হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্ম পালন করুন। সত্য এবং পুণ্যাচার করুন। আমি প্রজা পালন করিব, আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে দুর্ব্বুদ্ধি বেণরাজ তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া কহিল,—কে ধর্ম্মের স্রষ্টা? আমি কাহার কথা শুনিব? শ্রুত, বীর্য্য, তপস্যা ও সত্য-নিষ্ঠায় ভূতলে কে আমার সমান? আমি সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্বধর্ম্মের প্রভব। তোমরা মূঢ়; তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবী জলপ্লাবিত করিতে পারি এবং ভূতল, নভস্তল রোধ করিতে পারি। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র করিও না। ২৩—৩৯। বেণ এই কথা কহিলে মহর্ষিগণ যখন তাহার গর্ব্ব-মোহ অপনীত করিতে কিছুতেই পারিলেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তেজস্বী বেণকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন এবং জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার বাম ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণাঞ্জনচয়নিভ, অতি হ্রস্ব, দীর্ঘাস্য, বিরূপাক্ষ, নীলকঞ্চুকবর্চ্চস, লম্বোদর, বৃঢ়কর্ণ, অতিভীত ও তুরোদর, এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। মহাত্মা মহর্ষিগণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—নিষীদ! তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া

...দাশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকাস্তথা।
...শ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৪৫
...রাশ্চ তে সর্ব্বে তস্মাদঙ্গাৎ প্রজ জ্ঞিরে
...ে ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রসন্নমনসস্ততঃ।
...ন্মমেবাত্র জ্ঞাত্বা বেণং নৃপোত্তমম্‌ ॥ ৪৭
...দক্ষিণং পাণিং তস্যৈব চ মহাত্মনঃ।
...ে তস্য পাণৌ তু সঞ্জাতঃ স্বেদ এব হি ॥
...মন্থুস্তে বিপ্রা দক্ষিণং পাণিমেব চ।
...বাং পুরুষো জজ্ঞে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ ॥৪৯
...কাঞ্চনবর্ণাঙ্গো দিব্যমাল্যাম্বরো বরঃ।
...ভরণশোভাঙ্গো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৫০
...নার্কবর্ণেন কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।
...কায়ো মহাবাহু রূপেণাপ্রতিমো ভুবি ॥ ৫১
...নধরো ধন্বী কবচী চ মহাপ্রভুঃ।
...লক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষণঃ ॥ ৫২
...সা রূপভাবেণ বর্ণৈশ্চৈব মহামতিঃ।
...ব চন্দ্রো যথা ভাতি ভুবি বেণাত্মজস্তথা ॥৫৩

তস্মিন্‌ জাতে মহাভাগে দেবাশ্চ ঋষয়োঽমলাঃ
উৎসবং চক্রিরে সর্ব্বে বেণস্য তনয়ং প্রতি ॥ ৫৪
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্‌।
আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহাবরম্‌ ॥ ৫৫
শরাংশ্চ দিব্যান্‌ রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্‌।
জাতে সতি মহাভাগে পৃথৌ বীরে মহাত্মনি ॥
সম্প্রহৃষ্টানি ভূতানি সমস্তানি দ্বিজোত্তমাঃ।
সর্ব্বতীর্থানি তোয়ানি পুণ্যানি বিবিধানি চ ॥
তস্যাভিষেকং বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্ব এবোপচক্রিরে।
পিতামহাদ্যা দেবাশ্চ ভূতানি বিবিধানি চ ॥ ৫৮
স্থাবরাণি চরাণ্যেব হ্যভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্‌ ॥ ৫৯
মহাবীরং প্রজাপালং পৃথুমেব দ্বিজোত্তমাঃ।
পৃথুর্বৈণ্যো রাজরাজ্যে হ্যভিষিক্তশ্চরাচরৈঃ ॥৬০
দেবৈর্বিপ্রৈস্তথা সর্ব্বৈরভিষিক্তো মহামনাঃ।
রাজ্ঞাং সমধিরাজ্যে বৈ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্‌
তস্য পিত্রা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কদা নৈবানুরঞ্জিতাঃ
তেনানুরঞ্জিতাঃ সর্ব্বা মুমুদিরে সুখেন বৈ ॥৬২

...ই পুরুষ ভীত হইয়া উপবিষ্ট হইল। ক্রমে ...কে ও অরণ্যে তাহার বংশ প্রতিষ্ঠিত ...ল। নিষাদ, কিরাত, ভিল্ল, নাহলক, ...র, পুলিন্দ ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি রূপে ...হার বংশ বিস্তার পাইল। বেণের সেই ...ই অঙ্গ হইতে এইরূপে পাপিষ্ঠ সকল ...গ্রহণ করিল। অনন্তর প্রসন্নমনা ঋষিগণ ...কল্মষ মহাত্মা নৃপোত্তম বেণের দক্ষিণ ...পি মন্থন করিলেন। তাঁহার পাণি মথিত ...লে স্বেদোৎপন্ন হইল। বিপ্রগণ পুনরায় ...হার দক্ষিণ পাণি মন্থন করিতে লাগিলেন। ...মথিত পাণি হইতে এক দ্বাদশাদিত্য-...ভ পুরুষ উৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষের বর্ণ ...প্তকাঞ্চনবৎ, দেহ দিব্যাভরণে ভূষিত, ...মাল্যাম্বরে আবৃত এবং দিব্য গন্ধে অনু-...প্ত। তিনি অর্কবর্ণ মুকুট ও কুণ্ডলযুগলে ...রাজিত। তাঁহার বিশাল কায়, বিশাল ...হু এবং অপ্রতিম রূপ। তিনি খড়্গবাণ-...রী, ধন্বী, কবচী মহাপ্রভু, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, ...লঙ্কারভূষিত, তেজে রূপে এবং রূপোৎ-কর্ষে সেই মহামতি বেণাত্মজ স্বর্গস্থ ইন্দ্রের ন্যায় ভূতলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই মহাভাগ বেণনন্দন জন্ম গ্রহণ করিলে দেব ও ঋষিগণ উৎসবানুষ্ঠান করিলেন। বেণ-নন্দন স্বীয় দেহে সমিদ্ধ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আদ্য আজগব নামক ধনু, দিব্য দিব্য শর এবং দেহ রক্ষার্থ মহাপ্রভ কবচ। মহাভাগ মহাত্মা পৃথুরাজ জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত ভূতবৃন্দ প্রহৃষ্ট হইল। সমস্ত তীর্থ, নানা পুণ্য জল এবং সমস্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তাঁহার অভিষেকার্থ প্রস্থান করিলেন। পিতামহাদি দেবগণ চরাচর সর্ব্ববিধ ভূতবৃন্দ সেই নরাধিপতি মহাবীর প্রজাপাল পৃথুকে অভিষিক্ত করি-লেন। চরাচর যাবতীয় প্রাণী এবং সমস্ত দেব ব্রাহ্মণ সকলেই বেণাত্মজ পৃথুর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজন্যগণের অধি-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ৪০—৬১। তাঁহার পিতা বেণ প্রজাপুঞ্জকে কদাচ অনু-রঞ্জিত করিতে পারেন নাই। পৃথু রাজা হইয়া

অস্যানুরাগাদ্বীরস্য রাজরাজেতি নাম চ।
প্রজা তস্য সুবীরস্য সমুদ্রস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬৩
আপস্তস্তম্ভিরে সর্ব্বা ভয়াত্তস্য মহাত্মনঃ। (১)
দুর্গমার্গং বিলোপ্যেব সুমার্গং পর্ব্বতা দদুঃ॥৬৪
ধ্বজভঙ্গং ন চক্রুশ্চ গিরয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সর্ব্বত্র কামধেনবঃ॥৬৫
পর্জ্জন্যঃ কামবর্ষী চ দেবযজ্ঞান্ মহোৎসবান্।
কুর্ব্বন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা পরে॥৬৬
সর্ব্বকামফলা বৃক্ষাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে।
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্॥৬৭
সর্ব্বে সুখেন জীবন্তি লোকা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
তস্মিন্ শাসতি দুর্দ্ধর্ষে রাজরাজে মহাত্মনি॥ ৬৮
এতস্মিন্নন্তরে কালে যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌম্যেহহনি মহামতিঃ
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ।
পৃথোঃ স্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ মহর্ষিভিঃ

সেই সকল প্রজাকে অনুরঞ্জিত করিলেন। সর্ব্ব প্রজাই সুখানুভব করিতে লাগিল। প্রজারঞ্জন বশতঃ বীর পৃথুর 'রাজা' এই নাম হইয়াছিল। বীরবর পৃথু সমুদ্রাভিমুখে প্রয়াণ করিলে ভয়ে জলরাশি স্তম্ভিত হইত। পর্ব্বতগণ তাঁহার আগমনে দুর্গম মার্গ বিলুপ্ত করিয়া সহজ মার্গ প্রদান করিত। গিরিগণ কদাচ তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ করিত না। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে সর্ব্বত্র পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা হইল। সর্ব্বত্র কামধেনু বিচরণ করিতে লাগিল। পর্জ্জন্য কামবর্ষী হইলেন। ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ সকলেই দেবযজ্ঞ-মহোৎসব করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ সকল সর্ব্ব কামফল প্রদান করিতে লাগিল। নরগণের দুর্ভিক্ষ, ব্যাধিভয় ও অকালমরণ রহিল না। লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকলেই সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই সময়ে শুভ পৈতামহ যজ্ঞে শুভদিনে প্রাজ্ঞ সূত এবং মাগধ সমুৎপন্ন হইল। মহর্ষিগণ পৃথুর স্তবের

(১) অতঃপরং পুস্তকান্তরে "প্রয়াতস্য রথস্যাগ্রে তস্থেব চ মহাত্মনঃ" ইত্যধিক পাঠঃ।

সূতস্য লক্ষণং বক্ষ্যে মহাপুণ্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
শিখাসূত্রেণ সংযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ॥ ৭১
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাসাবগ্নিহোত্রমুপাসতে।
দানাধ্যয়নসম্পন্নো ব্রহ্মাচারপরায়ণঃ॥ ৭২
দেবানাং ব্রাহ্মণানাং চ পূজনাভিরতঃ সদা।
যাচকস্তাবকৈঃ পুণ্যৈর্ব্বেদমন্ত্রৈর্যজেৎ কিল॥ ৭৩
ব্রহ্মচারপরো নিত্যং সম্বন্ধো (১) ব্রাহ্মণৈঃ সহ
এবং হি মাগধো জজ্ঞে বেদাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ॥৭৪
বন্দিনশ্চারণাশ্চান্যে ব্রহ্মাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞেয়াস্তে চ মহাভাগাঃ স্তাবকাঃ প্রভবন্তি বৈ
স্তবনার্থমুভৌ সৃষ্টৌ নিপুণৌ সূতমাগধৌ।
তাবূচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ॥ ৭৬
কর্ম্মৈতদনুরূপঞ্চ যাদৃশোহয়ং নরাধিপঃ।
তাবূচতুস্তদা সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ বন্দিমাগধৌ॥ ৭৭
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ন চাস্য বিদ্মো বৈ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠালক্ষণং যশঃ॥
কর্ম্মণা যেন কুর্য্যাবঃ স্তোত্রমস্য মহাত্মনঃ।

জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে মহাপবিত্র সূতলক্ষণ বলিতেছি। সূত শিখাসূত্র-সমন্বিত, বেদাধ্যয়নরত, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা, অগ্নিহোত্রী, দানাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ব্রহ্মাচারনিষ্ঠ, দেবদ্বিজপূজাভিরত, স্তব দ্বারা যাচক, বেদমন্ত্রে যাজক, এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। সূতের সহজাত মাগধ বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত। এইরূপে বন্দী এবং চারণগণ সকলেই ব্রহ্মাচারহীন, উহারা মহাভাগ স্তাবক রূপে প্রতিভাত। ৬২—৭৫। সূত ও মাগধ এই উভয় স্তুতিবাদের জন্যই নিপুণরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ঋষিগণ তাহাদের উভয়কে বলিলেন,—তোমরা এই পার্থিবকে স্তব কর। ইনি যেরূপ, এবং ইহাঁর কর্ম্ম যাদৃশ, তদনুরূপ স্তব করিতে থাক। তখন সূত-মাগধ সেই সকল ঋষিকে বলিল,—আমরা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দেব ও ঋষিগণকেই স্তব

(১) 'সজ্ঞোজ্ঞা' ইতি পাঠান্তরম্।

...স্তম্ভ বিপ্রেন্দ্রা অবিজ্ঞাতগুণস্থ হি ॥৭৯
...শ্চ গুণৈঃ পুণ্যৈঃ স্তোতব্যোঽয়ং নরোত্তমঃ।
...ন যানি কর্ম্মাণি পৃথুরেব মহাযশাঃ ॥৮০
... মুনয়ঃ সর্ব্বে গুণান্ দিব্যান্ মহাত্মনঃ।
...ান্ জ্ঞানসম্পন্নো বুদ্ধিমান খ্যাতবিক্রমঃ ॥
...শূরো গুণগ্রাহী পুণ্যবাংস্ত্যাগবান্ গুণী।
...কঃ সত্যবাদী চ যজ্ঞানাং যাজকোত্তমঃ ॥
...বাক্ সত্যবাদী চ ধান্তবান্ ধনবান্ গুণী।
...জ্ঞ গুণগ্রাহী ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবৎসলঃ ॥ ৮৩
...ঃ সর্ব্ববেত্তা চ ব্রহ্মণ্যো বেদবিৎ সুধীঃ।
...ান্ সুস্বরশ্চৈব বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৮৪
... গোপ্তা প্রজানাং স বিজয়ী সমরাঙ্গনে।
...দিকানাং তু যজ্ঞানাং রাজসত্তমঃ ॥ ৮৫
... ভূতলে চৈকঃ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ।
... গুণা অস্য চাঙ্গে ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ ॥ ৮৬
...ভৌ নিযুক্তৌ চ কুর্ব্বাণৌ সূতমাগধৌ।
গুণৈশ্চৈব ভবিষ্যৈশ্চ স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ ॥
তদা প্রভৃতি বৈ লোকাঃ স্তবৈঃ তুষ্টা মহামতে
পুরতশ্চ ভবিষ্যন্তি দাতারঃ স্তাবকৈর্গুণৈঃ ॥ ৮৮
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ স্তবেষু দ্বিজসত্তমাঃ
আশীর্ব্বাদাঃ প্রযুজ্যন্তে তেষাং দ্রবিণমুত্তমম্ ॥
সূতায় মাগধায়ৈব বন্দিনে চ মহোদয়ম্।
চারণায় ততঃ প্রাদাৎ কলিঙ্গং দেশমুত্তমম্ ॥৯০
পৃথুঃ প্রসাদাদ্ধর্ম্মাত্মা হৈহয়ং দেশমেব চ।
রেবাতীরে পুরং কৃত্বা স্বনাম্না নৃপনন্দনঃ ॥ ৯১
ব্রাহ্মণেভ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ যজন্ দাতা পৃথুঃ পুরা
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদাতারং ধর্ম্মবীর্য্যং নরোত্তমম্ ॥ ৯২
দদৃশুস্তং প্রজাঃ সর্ব্বা মুনয়শ্চ ততোঽমলাঃ।
উচুঃ পরস্পরং পুণ্য এষ রাজা মহান্ ইতি ॥ ৯৩
দেবাদীনাং বৃত্তিদাতা হ্যস্মাকং চ বিশেষতঃ।
প্রজানাং পালকশ্চৈব বৃত্তিদো হি ভবিষ্যতি ॥
ইয়ং ধাত্রী মহাপ্রাজ্ঞা উপ্তং বীজং পুরা কিল।
জীবনার্থং প্রজাভিস্তু গ্রাসয়িত্বা স্থিরাভবৎ ॥৯৫

... ইঁহার কর্ম্ম লক্ষণ এবং যশঃ ... আমরা জানি না। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ... মহাত্মার কোন্ কর্ম্মগুণে আমরা স্তব ... ইনি অবিজ্ঞাতগুণ, ইঁহার সম্বন্ধে ... আমরা জানি না; তবে এই নরবর ... পুণ্যগুণে আমাদের স্তবনীয়। তখন ... মহাযশাঃ পৃথু যে সকল কর্ম্ম করিয়া- ...ন, তাহা বলিলেন এবং তাঁহার যে সকল ... দিব্য গুণ, তাহাও বলিতে লাগিলেন। ... কহিলেন,—পৃথু—সত্যনিষ্ঠ, জ্ঞান-..., বুদ্ধিমান্, বিখ্যাতবিক্রম, সদা শৌর্য্য-..., গুণগ্রাহী পুণ্যবান্, ত্যাগবান্, স্বয়ং ...শালী, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, যজ্ঞযাজক, ...ভাষী, ধনধান্তশালী, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবৎসল, ..., সর্ব্ববেত্তা, ব্রহ্মণ্য, বেদবিৎ, সুধী, ...বান্, সুস্বর, বেদবেদাঙ্গপারগ, ধাতা, ...লক, যুদ্ধজয়ী, রাজসূয়াদি যজ্ঞসমূহের ...র্ত্তা এবং ভূতলে একমাত্র সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয় ...সত্তম হইবেন। মহাত্মা পৃথুর অঙ্গে ...কল গুণ বিরাজ করিবে। ঋষিগণ এই বলিয়া মহাত্মা পৃথুর ভবিষ্যৎ গুণের উল্লেখে সূত-মাগধকে তাঁহার স্তব কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সেই অনুসারেই পৃথুর স্তব করিল। লোক সকল তখন হইতেই স্তব দ্বারা তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যতেও দাতৃগণ স্তাবনগুণে তুষ্টি লাভ করিবেন। ৭৬—৮৮। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই হইতেই এ লোকে স্তবকার্য্যে আশীর্ব্বাদ ও ধনপ্রযুক্ত হইতে লাগিল। পৃথু প্রসন্ন হইয়া সূত মাগধ, বন্দী ও চারণকে সমৃদ্ধশালী তৈলঙ্গ এবং হৈহয় দেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর নৃপনন্দন ধর্ম্মাত্মা পৃথু রেবাতীরে নিজনামে পুর নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনান্তে দান করিলেন। তপঃশুদ্ধ মুনিগণ এবং অপর প্রজা সাধারণ তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদাতা, ধর্ম্মকার্য্য ও নরোত্তমরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এই মহামতি রাজা দেবাদির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বৃত্তি-দাতা এবং প্রজাপালক হইবেন। একদা এই

ততঃ পৃথুং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রজাঃ সর্ব্বভিদুদ্রুবুঃ ।
বিধৎস্বেতি সুবৃত্তিং নো মুনীনাং বচনাত্তদা ॥
গ্রাসয়িত্বা তদান্নানি পৃথ্বী জাতা সুনিশ্চলা ।
ভয়ং প্রজানাং সুমহৎ স দৃষ্ট্বা রাজসত্তমঃ ॥ ৯১
মহর্ষিবচনাৎ সোঽপি প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।
অভ্যধাবত বেগেন পৃথ্বীং ক্রুদ্ধো নরাধিপঃ ॥
কৌঞ্জরং রূপমাস্থায় ভয়াত্তস্য তু মেদিনী ।
বনেষু দুর্গদেশেষু গুপ্তা ভূত্বা চচার সা ॥ ৯৯
ন পশ্যতি মহাপ্রাজ্ঞঃ কুরূপং দ্বিজসত্তমাঃ
আচচক্ষুর্ম্মহাপ্রাজ্ঞং কুঞ্জরং রূপমাস্থিতা ॥ ১০০
ততঃ কুঞ্জররূপাং তামভিদুদ্রাব পার্থিবঃ ।
তাড্যমানা চ সা তেন নিশিতৈর্ম্মার্গণৈস্ততঃ ॥
হরিরূপং সমাস্থায় পলায়নপরাভবৎ ।
হরে রূপং সমাস্থায় অভিদুদ্রাব পার্থিবঃ ॥ ১০২
সোঽতিক্রুদ্ধো মহাপ্রাজ্ঞো রোষারুণসুলোচনঃ
সুবাণৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈরাজঘান স মেদিনীম্ ॥

ধরিত্রী প্রজাগণ কর্ত্তৃক জীবন ধারণার্থ উপ্ত বীজ গ্রাস করিয়াছিলেন। তখন প্রজাগণ মুনিগণের বচনানুসারে রাজা পৃথুর নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল,—রাজন্ ! আমাদের সুবৃত্তি বিধান করুন। পৃথিবী আমাদের অন্ন-সমূহ গ্রাস করিয়া নিশ্চল রহিয়াছেন। তখন রাজসত্তম পৃথু প্রজাগণের মহাভয় উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষিগণের বচনানুসারে সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে পৃথ্বীর অভি-মুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর ভয়ে মেদিনী কুঞ্জররূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্গম বনদেশে আত্ম-গোপন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ পৃথু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পৃথ্বীর কুঞ্জররূপে অবস্থানের কথা বলিয়া দিলেন। তখন পৃথু কুঞ্জররূপিণী পৃথ্বীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং নিশিত শরে তাঁহাকে তাড়ন করিলেন। পৃথ্বী তখন হরিরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পৃথু রাজাও হরিরূপ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। রোষে তাঁহার নেত্র অরুণবর্ণ হইল। তিনি অতিক্রোধে

আকুলা ব্যাকুলা জাতা বাণাঘাতহতা ভ[য়]
মহিষীরূপমাস্থায় পলায়নপরাভবৎ ॥ ১০[৪]
তামপ্যধাবদ্বেগেন বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ ।
সা গৌর্ভূত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গমেব গতা ক্রম
ব্রহ্মণঃ শরণং প্রাপ্তা বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ
রুদ্রাদীনাং চ দেবানাং ত্রাণস্থানং ন বিন্দ
অলভন্তী ভৃশং ত্রাণং বৈণ্যমেবাম্বপদ্যত ।
তস্য পার্শ্বে পুনঃ প্রাপ্তা বাণঘাতসমাকুলা
বদ্ধাঞ্জলিপুটা ভূত্বা তং পৃথুং বাক্যমব্রবীৎ
ত্রাহি ত্রাহীতি রাজেন্দ্র সা রাজানমভাষত
অহং ধাত্রী মহাভাগ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ।
নিহতায়াং ময়ি নৃপ নিহতং লোকসপ্তকম্
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ স
উবাচ চৈনং রাজানমবধ্যা স্ত্রী সদা নৃপ ॥
স্ত্রীণাং বধে মহৎ পাপং দৃষ্টমস্তি দ্বিজোত্ত
গবাং বধে মহৎপাপং দৃষ্টমস্তি দ্বিজোত্তমৈ
ময়া বিনা মহারাজ কথং ধারয়সে প্রজাঃ ।

নিশিত শরে মেদিনীকে আহত করিতে লা[গি]লেন। বাণাঘাতে মেদিনী তখন আ[কুলা] ব্যাকুল হইয়া মহিষরূপ ধারণপূর্ব্বক পল[ায়ন] করিলেন। ধনুর্ব্বাণপাণি রাজাও বেগে তাঁ[হার] পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। অনন্তর [পৃথ্বী] গোরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সে[খানে] গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতির শরণা[পন্ন] হইলেন; কিন্তু কুত্রাপি ত্রাণস্থান পাই[লে]না ।৮৯—১০৬। তখন পরিত্রাতার অ[ভাবে] বেণনন্দন পৃথুরই শরণাপন্ন হইলেন। বা[ণা]ঘাতব্যাকুলা পৃথিবী পৃথুর পার্শ্বে গিয়া ব[দ্ধা]ঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—হে রাজে[ন্দ্র!] আমাকে পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ কর[ুন।] হে মহাভাগ ! আমি ধাত্রী, সর্ব্বাধারা ব[সুন্ধরা।] আমাকে বিনাশ করিলে এই সপ্তলো[ক] বিনাশিত হইবে। এই বলিয়া ত্রিলোকপ[ূজ্যা] ধরিত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে আবার রাজাকে ব[লি]লেন ; রাজন্ ! স্ত্রী সর্ব্বদাই অবধ্য; স্ত্রী[লোক] বধে এবং গোবধে মহাপাপ,ইহাই দ্বিজো[ত্তম]গণের মত। হে মহারাজ ! আমা ব[িনা]

যদা স্থিরা রাজন্ তদা লোকাশ্চরাচরাঃ
যান্তি তে সর্ব্বে স্থিরীভূতা যদা হ্যহম্।
বিনা তু ইমে লোকা বিনঙ্ক্ষ্যেয়ুশ্চরাচরাঃ॥
প্রজা বিনঙ্ক্ষ্যেয়ুর্মম নাশে সমাগতে।
ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া॥
লোকাঃ স্থিরা রাজন্ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ
নাশে বিনঙ্ক্ষ্যেয়ুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥
মার্হসি বৈ হন্তুং শ্রেয়শ্চেত্ত্বং চিকীর্ষসি।
পৃথিবীপাল শৃণু দেব বচো মম॥ ১১৪
মহাভাগ সুসিদ্ধিং যান্ত্যুপক্রমাঃ।
লোকা হ্যুপায়ং ত্বং প্রজা যেন ধরিষ্যসি॥
ত্বং মহারাজ ধারণে পালনে সদা।
চ মহাপ্রাজ্ঞ মদ্বিনা হি কথং নৃপ॥
প্রজাং চেমাং কোপং যচ্ছ ত্বমাত্মনঃ
ভবিষ্যামি ধরিষ্যামি প্রজামিমাম্॥
নারী হ্যবধ্যা চ প্রায়শ্চিত্তী ভবিষ্যসি।

অবধ্যাং চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতামপি॥
বিচার্য্যৈবং মহারাজ ধর্ম্মেণ ত্যক্তুমর্হসি।
এবং নানাবিধৈর্ব্বাক্যৈরুক্তো ধাত্র্যা ধরাধিপঃ
কোপমেনং মহারাজ ত্যজ দারুণমেব হি।
প্রসন্নে ত্বয়ি রাজেন্দ্র তদা স্বস্থা ভবাম্যহম্॥
এবমুক্তস্তয়া রাজা পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রজাপতিঃ।
তামুবাচ মহাভাগাং ধরিত্রীং দ্বিজসত্তমাঃ॥১২১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে পৃথূপাখ্যানে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ।
হতে চৈব মহাপাপ একস্মিন্ পাপচারিণি।
লোকাঃ সুখেন জীবন্তি সাধবঃ পুণ্যদর্শিনঃ॥১
তস্মাদেকং প্রহর্ত্তব্যং পাপিষ্ঠং পাপচেতনম্।
তস্মাত্ত্বাং হি হনিষ্যামি সর্ব্বসত্ত্বপ্রণাশিনীম্॥

রূপে আপনি প্রজা ধারণ করিবেন? হে রাজন্! আমি যখন স্থির থাকি, এই চরাচর লোক, তখনই তিষ্ঠিতে পারে। আমি স্থিরীভূত হইলেই ইহারা স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি না এই চরাচর লোক সকলই বিনষ্ট হইবে। আমার নাশে আপনার প্রজানাশ হইবে। রাজন! আমি বিনা কিরূপে আপনি প্রজা ধারণ করিবেন? আমাতেই লোক সকল অবস্থিত; আমিই এ জগতের ধাত্রী; অতএব আমার বিনাশে সমুদয় প্রজানাশ নিশ্চিতই। আপনি যদি প্রজাগণের মঙ্গল চাহেন, তবে আমাকে বধ করিবেন না। হে পৃথিবীপাল! আমার কথা শুনুন! হে মহাভাগ! সমস্ত আরম্ভই উপায় দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। তোমার প্রজাগণ যাহাতে জীবিত থাকে, তুমি এমন উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ কর। হে নৃপ! আমাকে বিনাশ করিয়া প্রজাগণের ধারণে পালনে পোষণে কিরূপে সমর্থ হইবে? তুমি আত্মকোপ সম্বরণ কর, প্রজাধারণে সমর্থ হইবে। আমি অন্নময়ী হইয়া এই প্রজাগণের জীবনোপায় বিধান করিব। আমি নারী অবধ্যা, আমাকে বধ করিলে তুমি প্রায়শ্চিত্তী হইবে। পণ্ডিতগণ তির্য্যক্ যোনিগতা নারীকেও অবধ্যা বলিয়া থাকেন। হে মহারাজ! আপনি এই বিষয় বিচার করিয়া ধর্ম্মত্যাগী হইবেন না। এই রূপে নানাবিধ বাক্যে ধরিত্রী নরাধিপকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! আপনার এই দারুণ কোপ পরিহার করুন। হে রাজেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইলে আমি সুস্থ হইতে পারি! পৃথিবী এই কথা কহিলে বেণনন্দন প্রজাপতি পৃথু সেই মহাভাগা ধরিত্রীকে বলিতে লাগিলেন। ১০৭—১২১।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—একজন কদাচার ব্যক্তি নিহত হইলে পুণ্যাত্মা সাধুলোক সকল যদি সুখে জীবনধারণ করেন, তাহা হইলে সেই একমাত্র পাপাত্মাকে বিনাশ করা অবশ্য

ত্বয়া বীজানি সর্ব্বাণি লুপ্তান্যেতানি সাম্প্রতম্
গ্রাসং কৃত্বা স্থিরী ভূত্বা প্রজা হত্বা ক যাস্যসি ॥
হতে পাপে দুরাচারে সুখং জীবন্তি সাধবঃ।
তস্মাৎ পাপং প্রহর্ত্তব্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৪
পালিতব্যঃ প্রযত্নেন যস্মাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্দ্ধতে।
ত্বয়া তু মহৎ পাপং প্রজাসঙক্ষয়কারম্ ৫
একস্যার্থে ন কো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা।
লোকোপতাপকং হত্বা ন ভবেত্তস্য পাতকম্ ॥
সুখমেধ্যন্তি বহবো যস্মিংস্তু নিহতে শুভে।
বসুধে নিহতে দুষ্টে পাতকং নোপপাতকম্ ॥(১)
প্রজানিমিত্তং ত্বামেব হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
যদি মে পুণ্যসংযুক্তং বচনং ন করিষ্যসি ॥৮
জগতোঽস্য হিতার্থায় সাধু চৈবং বসুন্ধরে।
হনিষ্যে ত্বাং শিতৈর্বাণৈর্ম্মদ্বাক্যাত্তু পরাঙ্মুখীম
স্বীয়েন তেজসা চৈব পুণ্যাং ত্রৈলোক্যবাসিনং
প্রজাশ্চৈব ধরিষ্যামি ধর্ম্মেণাপি ন সংশয়ঃ ॥১
মচ্ছাসনং সমাস্থায় ধর্ম্মযুক্তং বসুন্ধরে।
ইমাঃ প্রজা আজ্ঞয়া মে সঞ্জীবয় সদৈব হি ॥ :
এবং মে শাসনং ভদ্রে হ্যদ্যৈব হি করিষ্যসি
ততঃ প্রীতোঽস্মি তে নিত্যং গোপায়িষ্যামি
সর্ব্বদা ॥ :
ত্বামেব হি ন সন্দেহ স্বস্তে চৈব নৃপোত্তমাঃ।
ধেনুরূপেণ সা পৃথ্বী বাণাঙ্কিতকলেবরা।
উবাচেদং পৃথুং বৈণ্যং ধর্ম্মাত্মানং মহামতিম্

ধরিত্র্যুবাচ।

তবাদেশং মহারাজ সত্যপুণ্যার্থসংযুতম্ ॥ ১৪
প্রজানিমিত্তমত্যর্থং বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ।
উদ্যমেনাপি পুণ্যেন ত্বুপায়ৈস্তে নরেশ্বর ॥ ১৫
সমারম্ভাঃ প্রসিধ্যন্তি পুণ্যাশ্চৈবাপ্যুপক্রমাঃ।
উপায়ং পশ্য রাজেন্দ্র যেন ত্বং সত্যবান্ ভবে
ধারয়েথাঃ প্রজাশ্চেমা যথা সর্ব্বাঃ প্রবর্দ্ধয়েঃ।

কর্ত্তব্য। আমি এই জন্যই সর্ব্বপ্রাণিবিনাশিনী তোমাকে হনন করিব। তোমা দ্বারা সম্প্রতি সমস্ত বীজ নষ্ট হইয়াছে; তুমি ঐ সকল বীজ গ্রাস করিয়া প্রজাগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক কোথায় যাইবে? দুরাচার পাপ বিনষ্ট হইলে সাধুগণ সুখে জীবন ধারণ করেন! অতএব পাপনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। যাহা হইতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, যত্নপূর্ব্বক তাহাকে পালন করা কর্ত্তব্য। তুমি প্রজাক্ষয়কর মহাপাপ করিয়াছ। আমার বা পরের একই অর্থে একই প্রয়োজনে লোকোপতাপক ব্যক্তিকে কে না বিনাশ করে? তাহাকে বিনাশ করিলে বিনাশকর্ত্তার পাতক হয় না। হে বসুধে! যে একজনকে নিহত করিলে বহুসংখ্যক লোক সুখলাভ করে, সেই দুষ্টের নিধনে পাতক কিছুই নাই। যদি প্রজা নিমিত্ত মদীয় পুণ্য বাক্য তুমি পালন না কর, তবে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই নিহত করিব। হে বসুন্ধরে। এ জগতের হিত নিমিত্ত মদ্বচন-পরাঙ্মুখী তোমাকে আমি নিশিত বাণে বিন[াশ] করিব। পরে আমি স্বীয় তেজে ধর্ম্মানুসা[রে] আমার ত্রিলোকবাসী পুণ্য প্রজামণ্ডলী[কে] পালন করিব। হে বসুন্ধরে! আমার ধর্ম্মসঙ্গ[ত] শাসন স্বীকার করিয়া আমার এই প্রজা[-] মণ্ডলীকে সর্ব্বদা তুমি বাঁচাও। ১—১১। [হে] ভদ্রে! অদ্য যদি তুমি আমার এই আদে[শ] পালন কর, তাহা হইলে আমি প্রীত হই[য়া] নিত্য তোমাকে রক্ষা করিব এবং আমা[র] ন্যায় অন্যান্য রাজগণও তোমার রক্ষা বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই। তখন বাণাঙ্কিতদেহ ধেনুরূপিণী পৃথিবী বেণনন্দন ধর্ম্মাবতার মহা[-] মতি পৃথুকে বলিলেন,—মহারাজ! তোমা[র] এই সত্য পুণ্যার্থযুক্ত আদেশ আমি প্রজা[-] নিমিত্ত নিশ্চয়ই পালন করিব। হে নরেশ্বর সমস্ত কার্য্যই যথাবিহিত উদ্যমে ও উপায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! আপনি উপায় অন্বেষণ করুন—যাহাতে আপনি সত্য[-] বান্ হইবেন এবং যাহাতে সমস্ত প্রজামণ্ড[লী] পালন করিতে পারিবেন। হে রাজন্

---

(১) বহবঃ সুখমেধন্তে হন্যাদ্দুষ্টং ন পাতকম্ ইতি চ পুস্তকান্তরসম্মতঃ পাঠঃ।

সংলগ্নাশ্চোত্তমা বাণা মমাঙ্গে তে শিলাশিতাঃ
সমুদ্ধর স্বয়ং রাজন্ শল্যস্তি ভৃশমেব তে।
সমাং কুরু মহারাজ তিষ্ঠেয়মপি যথা পয়ঃ॥ ১৮
স্থত উবাচ।
ধনুরগ্রেণ তান্ শৈলান্নানারূপান্ গুরূংস্তথা।
উৎসারয়ংস্ততঃ সর্ব্বাং সমরূপাং চকার সঃ॥১৯
তদা প্রভৃতি তে শৈলা বৃদ্ধিমাপুর্দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্যা অঙ্গাৎ স্বয়ং বাণান্ স্বকীয়ান্নৃপনন্দনঃ॥২০
সমুদ্ধৃত্য ততো বৈণ্যঃ প্রীতেন মনসা তদা।
গর্ত্তাশ্চ কন্দরাশ্চৈব বাণাঘাতৈঃ সমীকৃতাঃ॥২১
এবং পৃথ্বীং সমাং সর্ব্বাং চকার পুণ্যবর্দ্ধনঃ।
সমীকৃত্য মহাভাগাং বৎসং তস্যা হ্যকল্পয়ৎ॥ ২২
মনুং স্বায়ম্ভুবং পূর্ব্বং পরিচিন্ত্য পুনঃ পুনঃ।
অতীতেষ্বেব সর্ব্বেষু মনুষু দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৩
বিষমত্বং গতা ভূমিঃ পন্থা নাসীচ্চ কুত্রচিৎ।
স্থানানি বিষমাণ্যেবং স্বয়মাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥২৪
পূর্ব্বং মনোশ্চাক্ষুষস্য প্রাপ্তে চৈবান্তরে তদা।
জাতে পূর্ব্ববিসর্গে চ বিষমে চ ধরাতলে॥ ২৫
গ্রামাণাঞ্চ পুরাণাঞ্চ পত্তনানাং তথৈব চ।
দেশানাং ক্ষেত্রপন্নানাং মর্য্যাদা ন হি দৃশ্যতে॥
কৃষির্নৈব চ বাণিজ্যং ন গোরক্ষা প্রবর্ত্ততে।
নানৃতং ভাষতে কশ্চিন্ন লোভো ন চ মৎসরঃ॥
নাভিমানঞ্চ বৈ পাপং ন করোতি কদাপি চ।
বৈবস্বতস্য চ মনোঃ প্রাপ্তে চৈবান্তরে দ্বিজাঃ॥
বৈণ্যস্য সম্ভবাৎ পূর্ব্বং প্রজানামেব সম্ভবঃ।
ইমাঃ প্রজা দ্বিজাঃ সর্ব্বা নিবাসং সমরোচয়ন্॥
কচিদ্ভূমৌ গিরৌ বাপি নদীতীরেষু বৈ তদা।
কুঞ্জেষু সর্ব্বতীর্থেষু সাগরস্য তটেষু চ॥ ৩০
নিবাসং চক্রিরে সর্ব্বাঃ প্রজা পুণ্যেন বৈ তদা
তাসামাহারঃ সঞ্জাতঃ ফলং মূলং তথা মধু॥ ৩১
তাসাং কৃচ্ছ্রেণ মহতা চাহারঃ স্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
পৃথুর্বৈণ্যঃ সমালোক্য প্রজানাং কষ্টমেব হি॥
স্বায়ম্ভুবো মনুর্বৎসঃ কল্পিতস্তেন ভূভুজা।
স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেবং মহামতে॥ ৩৩
স পৃথুঃ পুরুষব্যাঘ্রো দুদোহ বসুধাং তদা।
সর্ব্বশস্যময়ং ক্ষীরং সসর্ব্বান্নং গুণান্বিতম্॥ ৩৪

আপনার শিলাশিত উত্তম বাণ সকল আমার অঙ্গে বিদ্ধ হইয়াছে। আপনি সেই সকল উত্তোলন করুন। উহারা আমায় অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। হে মহারাজ! যাহাতে মত্‌পরি জল অবস্থান করিতে পারে, আপনি সেইরূপে আমায় সমীকৃত করুন। স্থত কহিলেন,—অনন্তর পৃথু রাজা ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা নানাবিধ মহাপর্ব্বত উৎসারিত করিয়া সর্ব্বস্থান সমান করিয়া দিলেন। তখন হইতে সেই শৈলকুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বেননন্দন পৃথ্বীর অঙ্গ হইতে প্রীতমনে স্বীয় বাণরাজি সমুদ্ধৃত করিয়া লইলেন, এবং বাণাঘাতে সর্ব্বত্র কন্দর গর্ত্ত সকল সমীকৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে পুণ্যশীল রাজা সমস্ত পৃথিবী সমীকৃত করিয়া তাহার বৎস কল্পনা করিলেন। তিনি পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—অতীত সমস্ত মন্বন্তরেই ভূমি বিষম ছিল; পথও ছিল না। ভূমির সাম্য এবং বৈষম্য তাহা হইতে ঘটিয়াছিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অসমান ধরাতলে গ্রাম, পুর, পত্তন ও দেশসমূহের কোনই মর্য্যাদা দৃষ্ট হয় নাই। ১২—২৬। কৃষি, বাণিজ্য বা গোরক্ষাবিধি প্রবৃত্ত হয় নাই। লোকের লোভ মাৎসর্য্য ছিল না। কেহই মিথ্যা কথা বলিত না। কাহারও অভিমান ছিল না। কেহ পাপানুষ্ঠান করিত না। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে পৃথু রাজার জন্মের পূর্ব্বে প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। এই সকল প্রজা এবং দ্বিজগণ সকলেই বাসস্থান ইচ্ছা করিলেন। প্রজাগণ ভূতলে, পর্ব্বতে, নদীতীরে কুঞ্জ, তীর্থসমূহে এবং সাগরতটে বাস স্থাপন করিল। ফল, মূল, ও মধু তাহাদের আহার হইল। অতিকষ্টে তাহারা আহার সংগ্রহ করিতে লাগিল। বেণনন্দন পৃথু প্রজাগণের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস এবং নিজের হস্তকে পাত্র কল্পনা করিলেন। এইরূপে পুরুষসিংহ পৃথু পৃথিবী

ত্তেন পুণ্যেন চান্নেন সুধাকল্পেন তাঃ প্রজাঃ ।
তৃপ্তিং নয়ন্তি দেবান্ বৈ প্রজাঃ পিতৃংস্তথাপরান্
প্রসাদাত্তস্য বৈণস্য সুখং জীবন্তি তাঃ প্রজাঃ ।
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দত্ত্বং চান্নং প্রজাস্তথা ॥৩৮
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ চাতিথিভ্যস্তথৈব চ ।
পশ্চাদ্ভুঞ্জন্তি পুণ্যাস্তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা দ্বিজোত্তমাঃ
যজ্ঞৈশ্চান্নে যজন্তে চ তর্পয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ।
তেনান্নেনৈব দেবেশং তৃপ্তিং গচ্ছন্তি দেবতাঃ
পুনর্ব্বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ প্রেষিতো মাধবেন চ ।
তস্মাৎ পুণ্যা মহৌষধ্যঃ সম্ভবন্তি সুপুণ্যদাঃ ॥ ৩৯
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রজাপতিঃ ।
তেনান্নেন প্রজাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ
ঋষিভিশ্চৈব মিলিতৈর্দ্দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা ।
পুনর্ব্বিপ্রৈর্মহাভাগৈঃ সত্যবদ্ভিঃ সুরৈস্তথা ॥৪১
সোমো বৎসস্বরূপোঽভূদ্দোগ্ধা দেবগুরুঃ স্বয়ম্
ঊর্জ্জং ক্ষীরং পয়ঃকল্পং যেন জীবন্তি চামরাঃ ॥

হইতে সর্ব্বশস্যময় ক্ষীর এবং গুণসম্পন্ন সর্ব্ববিধ অন্ন দোহন করিলেন। সেই সুধাকল্প পুণ্য অন্ন দ্বারা প্রজাগণ নিজেরা তৃপ্ত হইল এবং দেব ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপে বেণনন্দন পৃথুর প্রসাদে প্রজাগণ সুখে জীবন ধারণ করিল। তাহারা দেব ও পিতৃগণকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে অন্নদান করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করিতে লাগিল। পুণ্যশীল প্রজাগণ যজ্ঞ দ্বারা যজন, ও জনার্দ্দনকে তৃপ্ত করিতে লাগিল। অন্ন দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করায় অন্য দেবগণও তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন। মাধবপ্রেরিত হইয়া পর্জ্জন্য পুনঃপুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে পবিত্র ওষধি সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল। বেণনন্দন পৃথু দ্বারা শস্যসমূহ সমুৎপাদিত হইয়াছিল। সেই শস্যান্নে প্রজা সকল অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ মহাভাগ্য সত্যনিষ্ঠ বিপ্রগণ ও দেবগণ মিলিত হইয়া বসুন্ধরা দোহন করেন। সোম বৎস এবং স্বয়ং দেবগুরু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহারা

তেষাং সত্যেন পুণ্যেন সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ
সত্যপুণ্যে প্রবর্ত্তন্তে ঋষিদুগ্ধা বসুন্ধরা ॥ ৪৩
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
পিতৃভিশ্চ পুরা বৎস বিধিনা যেন বৈ তদা ॥৪৪
সুপাত্রং রাজতং কৃত্বা স্বধাক্ষীরং দ্বিজোত্তমাঃ
পরিকল্প্য যমং বৎসং দোগ্ধা চান্তক এব চ ॥৪৫
নাগৈঃ সর্পৈস্ততো দুগ্ধা তক্ষকং বৎসমেব চ ।
অলাবুপাত্রমাদায় বিষং ক্ষীরং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৬
নাগানাঞ্চ তথা দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ।
সর্পা নাগা দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেন বর্ত্তন্তি চাতুলাঃ ॥৪৭
নাগা বর্ত্তন্তি তেনাপি হ্যত্যুগ্রেণ দ্বিজোত্তমাঃ ।
বিষেণ ঘোররূপেণ সর্পাশ্চৈব ভয়ানকাঃ ॥ ৪৮
তেনৈব বর্ত্তয়ন্ত্যুগ্রা মহাকায়া মহাবলাঃ ।
তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥ ৪৯
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
অসুরৈর্দ্দানবৈঃ সর্ব্বৈঃ কল্পয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পাত্রমত্রান্নসদৃশমায়সং সর্ব্বকামিকম্ ।

পয়ঃকল্প ঊর্জ্জ ক্ষীর দোহন করিয়া লয়েন। অমরগণ তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। তাঁহাদের সত্যপুণ্যে সমস্ত জন্তু জীবন ধারণ করে। বসুন্ধরা ঋষিদুগ্ধা হইলে প্রাণিগণ সত্যপুণ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ২৭—৪৩। অনন্তর পিতৃগণ পুরাকালে যেরূপ বিধানে এই ধরা দোহন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। তাঁহাদের দোহন ব্যাপারে অন্তক দোগ্ধা ও যম বৎস হইয়াছিলেন। তাঁহারা রজত পাত্রে স্বধা ক্ষীর দোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর নাগ ও সর্পগণ ধরা দোহন করেন। এই দোহনে প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা, তক্ষক বৎস এবং বিষ দুগ্ধ হইয়াছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অমিতপরাক্রম সর্প ও নাগগণ ঐ বিষ দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। ঘোররূপ বিষ দ্বারাই সর্প সকল ভয়ঙ্কর হইয়াছে। মহাবল মহাকায় সর্পগণ তদাহার তদাচার তদ্বীর্য্য ও তৎপরাক্রম হইয়া তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করে। অনন্তর অসুর ও দানব

ক্ষীরং মায়াময়ং কৃত্বা সর্ব্বারাতিবিনাশনম্ ॥৫২
তেষামভূৎ স বৈ বৎসো বিরোচনঃ প্রতাপবান্
ঋত্বিগ্ দ্বিমূর্দ্ধা দৈত্যানাং মধুর্দ্দোগ্ধা মহাবলঃ।
তয়া হি মায়য়া দৈত্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে মহাবলাঃ।
মহাপ্রজ্ঞা মহাকায়া মহাতেজঃপরাক্রমাঃ ॥৫৩
তদ্বলং পৌরুষং তেষাং তেন জীবন্তি দানবাঃ।
তয়ৈতে মায়য়াদ্যাপি সর্ব্বমায়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৪
প্রবর্ত্তন্তেঽমিতপ্রজ্ঞাস্তে তদেষামিদং বলম্।
তথা তু দুগ্ধা যক্ষৈঃ সা সর্ব্বাধারা সুমেদিনী ॥
ইতি শুশ্রুম বিপ্রেন্দ্রাঃ পুরা কল্পে মহাত্মভিঃ।
অন্তর্দ্ধানময়ং ক্ষীরময়স্পাত্রে সুবিস্তরে ॥ ৫৬
বৈশ্রবণো মহাপ্রাজ্ঞস্তদা বৎসঃ প্রকল্পিতঃ।
পিতা মণিধরস্যাপি প্রাজ্ঞো বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥৫৭
দোগ্ধা রজতনাভস্তু তস্যাশ্চাসীন্মহামতিঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো যক্ষরাজসুতো বলী ॥ ৫৮
অষ্টবাহুর্মহাতেজা দ্বিশীর্ষঃ সুমহাতপাঃ।
যক্ষা বর্ত্তন্তি তেনাপি সর্ব্বদেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥৫৯
পুনর্দ্দুগ্ধা ত্বিয়ং পৃথ্বী রাক্ষসৈশ্চ মহাবলৈঃ।
তথা চৈষা পিশাচৈশ্চ মারুতৈর্দ্দুষ্টচারিভিঃ ॥৬০
উৎপ্লুতং তত্র কাপালং শাবং পাত্রময়ং কৃতম্।
সুপ্রজা' ভোক্তুকামাস্তে তীব্রকোপপরাক্রমাঃ
দোগ্ধা রজতনাভস্তু তেষামাসীন্মহাবলঃ।
সুমালী নাম বৎসশ্চ শোণিতং ক্ষীরমেব চ ॥ ৬২
রক্ষাংসি তানি সর্ব্বাণি পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
তেন যক্ষাশ্চ জীবন্তি ভূতসঙ্ঘাশ্চ দারুণাঃ ॥ ৬৩
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ পুনর্দ্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
কৃত্বা বৎসং সুবিদ্বাংসস্তে চ চিত্ররথং পুনঃ ॥৬৪
দুদুহুঃ পদ্মপাত্রে তু গান্ধর্ব্বং গীতসঙ্কুলম।
সুরুচির্নাম গন্ধর্ব্বস্তেষামাসীন্মহামতিঃ ॥ ৬৫
দোগ্ধা পুণ্যতমশ্চৈব তস্যাশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
শুচ গীতং মহাত্মানঃ সুক্ষীরং তত্তত্তদা ॥৬৬
গন্ধর্ব্বাস্তেন জীবন্তি অন্যাশ্চাপ্সরসস্তথা।
পর্ব্বতৈশ্চ মহাপুণ্যৈর্দ্দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৬৭
রত্নানি বিবিধান্যেব চৌষধীশ্চামৃতোপমাঃ।
বৎসশ্চৈব মহাভাগো হিমবান পরিকল্পিতঃ।

দল যেরূপে বসুন্ধরা দোহন করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। এই অসুরদানবের দোহনে দৈত্যগণের অগ্রণী মহাবল মধুদৈত্য দোগ্ধা, বিরোচন বৎস, সার্ব্বকামিক আয়স পাত্র, এবং সর্ব্বারাতিবিনাশন মায়াময় ক্ষীর দোহন হইয়াছিল। মহাপ্রাজ্ঞ মহাকায় মহাপরাক্রম মহাবল দৈত্যদানবদল এই মায়া দ্বারাই জীবন ধারণ করে। তাহাদের বল, পুরুষকার সকলই এই মায়া। মায়াই দানবদলের জীবন। সেই মায়া দ্বারাই অদ্যাপি অন্য সমস্ত মায়ার প্রবৃত্তি। ঐ মায়াই অসুরগণের বল; হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শুনিয়াছি, পুরাকল্পে মহাত্মা যক্ষগণও সর্ব্বাধারা বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। এই দোহনে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব, ধর্ম্মজ্ঞ, যক্ষরাজসুত, অষ্টবাহু, মহাতেজা, দ্বিশীর্ষ, সুমহাতপা, মহামতি রজতনাভ দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি মণিধরের পিতা পুণ্যাত্মা প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। মহাপ্রাজ্ঞ বৈশ্রবণ বৎস হইয়াছিলেন। সুবিস্তৃত আয়স পাত্রে অন্তর্দ্ধানময় ক্ষীর দোহন করা হইয়াছিল। যক্ষগণ এই অন্তর্দ্ধানময় ক্ষীর দ্বারাই সর্ব্বদা জীবন ধারণ করে। অনন্তর মহাবল রাক্ষসগণ এবং পিচাশগণ এই ধরা দোহন করিয়াছিল। তীব্র কোপ-পরাক্রম রাক্ষস পিশাচগণ সুপ্রজা ও ভোগাভিলাষেই এই দোহনে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের দোহনে পয়োনির্ম্মিত উৎপ্লুত নৃকপাল পাত্র, মহাবল রজতনাভ দোগ্ধা, সুমালী বৎস, শোণিত ক্ষীর হইয়াছিল। রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, ও অন্যান্য দারুণ ভূতসঙ্ঘ সেই ক্ষীর দ্বারা জীবন ধারণ করে। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকর্ত্তৃক বসুধার দোহন হইয়াছিল। এই দোহনে সুরুচি নামক মহামতি পুণ্য গন্ধর্ব দোগ্ধা, এবং সুবিদ্বান চিত্ররথ বৎস হইয়াছিলেন। পদ্মপাত্রে গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক গীত দোহন হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বগণ এ দোহনে শুদ্ধ গীতি সুক্ষীররূপে দোহন করেন। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ এই গীত দ্বারাই জীবন ধারণ করে। মহাপুণ্য পর্ব্বতগণও বসুন্ধরার দোহন

মেরুর্দ্দোগ্ধা চ সঞ্জাতঃ পাত্রং কৃত্বা তু শৈলজম্
তেন ক্ষীরেণ সংবৃদ্ধাঃ শৈলাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ
পুনর্দ্দুগ্ধা মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ কল্পদ্রুমাদিভিঃ ।
পালাশং পাত্রমাদায় ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণম্ ॥ ৭০
শালো দুদোহ পুষ্পাঢ্যং প্লক্ষো বৎসোঽভবত্তদা
গুহ্যকৈশ্চারণৈঃ সিদ্ধৈর্ব্বিদ্যাধরগণৈস্তথা ॥ ৭১
দুগ্ধা চেয়ং সর্ব্বধাত্রী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ।
যং যমিচ্ছন্তি যে লোকা পাত্রবৎসবিশেষণৈঃ ॥
তৈস্তৈস্তেষাং দদাত্যেব ক্ষীরং সদ্ভাবমীদৃশম্
ইয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ স্থিরং শ্রেষ্ঠা বসুন্ধরা ॥ ৭৩
সর্ব্বকামদুঘা ধেনুরিয়ং পুণ্যৈরলঙ্কৃতা ।
ইয়ং জ্যেষ্ঠা প্রতিষ্ঠা তু চেয়ং সৃষ্টিরিয়ং প্রজা ॥
পাবনী পুণ্যদা পুণ্যা সর্ব্বশস্যপ্ররোহিণী ।
চরাচরস্য সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ॥ ৭৫
মহালক্ষ্মীরিয়ং বিদ্যা সর্ব্ববিশ্বময়ী সদা ।
সর্ব্বকামদুঘা দোগ্‌ধ্রী সর্ব্ববীজপ্ররোহিণী ॥ ৭৬
সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং মাতা সর্ব্বলোকধরা ত্বিয়ম্ ।
পঞ্চানামপি ভূতানাং প্রকাশো রূপমেব চ ॥ ৭৭
আসীদিদং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা ।
মধুকৈটভয়োঃ কৃৎস্না মেদসা সমভিপ্লুতা ॥ ৭৮
তেনেয়ং মেদিনী নাম প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ
ততোঽভ্যুপাগমদ্রাজ্ঞঃ পৃথোর্ব্বৈণ্যস্য সত্তমাঃ ।
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বীতি চোচ্যতে ॥
তেন রাজ্ঞা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পালিতেয়ং বসুন্ধরা ॥
গ্রামাধারং গৃহাণাঞ্চ পুরপত্তনমালিনী ।
শস্যাকরবতী স্ফীতা সর্ব্বতীর্থময়ী দ্বিজাঃ ॥ ৮১
এবং বসুমতী দেবী সর্ব্বলোকময়ী সদা ।
এবম্প্রভাবো রাজেন্দ্রঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে ॥
পৃথুর্ব্বৈণ্যো মহাভাগঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রকাশকঃ ॥ ৮৩
যথা বিষ্ণুর্যথা ব্রহ্মা যথা রুদ্রঃ সনাতনঃ ।
নমস্কার্য্যাস্ত্রয়ো দেবা দেবাদ্যৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণৈর্ঋষিভিঃ সর্ব্বৈর্নমস্কার্য্যো নৃপোত্তমঃ ।
বর্ণানামাশ্রমাণাং যঃ স্থাপকঃ সর্ব্বলোকধৃক্ ॥ ৮৫
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবত্বমিহেপ্সুভিঃ ।
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্

করিয়াছিল। এ দোহনে শৈলজপাত্র, মেরু দোগ্ধা, এবং হিমবান্ বৎস হইয়াছিলেন। বিবিধ রত্ন ও অমৃত তুল্য ওষধি সকল ক্ষীর হইয়াছিল। সমস্ত পর্ব্বত সেই ক্ষীর দ্বারাই সম্বর্দ্ধিত। অনন্তর কল্পদ্রুমাদি বৃক্ষগণ বসুধার দোহন করেন। তাঁহাদের দোহনে পালাশ পাত্র শাল দোগ্ধা, প্লক্ষ বৎস এবং ছিন্ন-দগ্ধপ্ররোহণ ক্ষীর হইয়াছিল। অনন্তর গুহ্যক, চারণ, সিদ্ধ, ও বিদ্যাধরগণও সর্ব্বকামদায়িনী পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। পাত্র ও বৎসবিশেষে লোক সকল যাহা ইচ্ছা করে, তাহা দ্বারা সেই সেই ক্ষীরই তাহাদিগকে এই দোহনে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ধাত্রীই, বিধাত্রী, ইনিই শ্রেষ্ঠা বসুন্ধরা। ৪৪—৭৩। ইনি পুণ্যালঙ্কৃতা সর্ব্বকামদুঘা ধেনু; ইনি জ্যেষ্ঠা প্রতিষ্ঠা, ইনিই সৃষ্টি, ইনিই প্রজা ইনিই পাবনী পুণ্যদা, পুণ্যা, সর্ব্বশস্যপ্ররোহিণী। এবং সর্ব্ব চরাচরের প্রতিষ্ঠা ও যোনি। ইনি মহালক্ষ্মী, সর্ব্ববিশ্বময়ী, সর্ব্বকামদুঘা, দোগ্ধ্রী সর্ব্ববীজপ্ররোহিণী, সর্ব্বমঙ্গলজননী ও সর্ব্বলোকধরা। পঞ্চ ভূতের প্রকাশই ইঁহার রূপ। ইনি সমুদ্রান্তা মেদিনী নামে পরিশ্রুতা। মধুকৈটভের মেদে পরিবর্দ্ধিতা। তাই ইনি ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক মেদিনী নামে অভিহিতা। পরে ইনি বেণনন্দন প্রাজ্ঞ পৃথুর দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথ্বী নামে পরিচিতা। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই রাজা এই বসুধা পালন করেন এবং ইহাকে গ্রামাধার, গৃহাধার, পুরপত্তনমালিনী, শস্যশালিনী, সমৃদ্ধা ও সর্ব্বতীর্থময়ী করিয়া দেন। এইরূপে এই দেবী বসুমতী সর্ব্বদা সর্ব্বলোকময়ী। বেণনন্দন সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ মহাভাগ পৃথু এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন রাজেন্দ্ররূপে পুরাণে পরিপঠিত। সনাতন বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র ইঁহারা যেমন দেব ও ব্রহ্মবাদিগণের নমস্কার্য্য, নৃপোত্তম পৃথুও তেমনি ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের নমস্য। যিনি বর্ণসমূহ ও আশ্রমসমূহের স্থাপক, সেই আদিরাজ সর্ব্বলোকপাতা বেণাত্মজ পৃথু পার্থিবত্বকামী ব্যক্তিগণ ও মহাভাগ পার্থিবগণেরও নম-

ধনুর্বেদার্থিভির্যোধৈঃ সদৈব জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
নমস্কার্য্যো মহারাজো বৃত্তিদাতা মহীভৃতাম্ ॥৮৭
এবং পাত্রবিশেষাশ্চ ময়াখ্যাতা দ্বিজোত্তমাঃ।
বৎসানাং সুবিশেষাশ্চ দোগ্ধৄণাং ভবদগ্রতঃ ॥
ক্ষীরস্যাপি বিশেষস্তু যথোদ্দিষ্টং হি ভূভুজঃ।
সমাখ্যাতং তথাগ্রে চ ভবতাং বৈ যথার্থতঃ ॥৮৯
ধন্যং যশস্যমারোগ্যং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্।
যঃ শৃণোতি চরিত্রন্তু পৃথোস্তস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং প্রগচ্ছতি ॥ ৯১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে পৃথুপাখ্যানং নাম
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

যোঽসৌ বেণস্ত্বয়াখ্যাতঃ পাপাচারেণ বর্জ্জিতঃ
তস্য পাপস্য কা বৃত্তিঃ কিং ফলং প্রাপ্তবান্ দ্বিজ
চরিতং তস্য বেণস্য সমাখ্যাহি যথা পুরা।
বিস্তরেণ বিদাং শ্রেষ্ঠ ত্বম্ন এতন্মহামতে ॥ ২

সূত উবাচ।

চরিত্রং তস্য বৈণ্যস্য বেণস্যাপি মহাত্মনঃ।
প্রবক্ষ্যামি সুপুণ্যঞ্চ যথান্যায়ং পুরা শ্রুতম্ ॥ ৩
জাতে পৃথৌ মহাভাগে তস্মিন্ পুত্রে মহাত্মনি
বিমলত্বং গতো রাজা ধর্ম্মত্বং গতবান্ পুনঃ ॥ ৪
মহাপাপানি সর্ব্বাণি চার্জ্জিতানি নরাধমৈঃ।
তীর্থসঙ্গপ্রসঙ্গেন তেষাং পাপং প্রয়াতি চ ॥ ৫
সতাং সঙ্গাৎ প্রজায়েত পুণ্যমেব ন সংশয়ঃ।
পাপানাস্তু প্রসঙ্গেন পাপমেব প্রজায়তে ॥ ৬
সম্ভাষাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাদাসনাদ্ভোজনাৎ কিল।
পাপিনাং সঙ্গমাচ্চৈব কিল্বিষং পরিসঙ্ক্রেৎ ॥ ৭
তথা পুণ্যাত্মকানাঞ্চ পুণ্যমেব প্রসঙ্ক্রেৎ।
মহাতীর্থপ্রসঙ্গেন পাপাঃ শুধ্যন্তি নান্যথা ॥ ৮
পুণ্যাং গতিং প্রযান্ত্যেব নির্ধূতাশেষকল্মষাঃ ॥৯

ঋষয় ঊচুঃ।

তৎকথং যান্তি তে পাপাঃ পরাং সিদ্ধিং
দ্বিজোত্তম।

স্কার্য্য। ধনুর্বেদার্থী যোধগণ জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া মহীভৃদ্গণের বৃত্তিদাতা মহারাজ পৃথুকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আমি বিশেষ বিশেষ পাত্র, বিশেষ বিশেষ দোগ্ধা, বিশেষ বিশেষ বৎস এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষীরের বিবরণ আপনাদের নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এই ধন্য, যশস্য পুণ্য, আরোগ্য, পাপহর, পৃথুচরিত যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, হে দ্বিজোত্তমগণ! তাহার অহরহ গঙ্গাস্নানফল হয়। সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে। ৭৪—৯১।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি যে পাপাচারী বেণের কথা কহিলেন, সেই পাপীর বৃত্তি এবং চরিত্র কিরূপ ছিল? সে তাহার পাপের ফল কিরূপ পাইয়াছিল? হে বিজ্ঞবর মহামতে! আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগের নিকট বলুন। সূত বলিলেন,—বেণের চরিত্র এবং বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুর পুণ্যবার্ত্তা পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। মহাত্মা পৃথু পুত্ররূপে জন্মিবামাত্র মহাভাগ বেণরাজ বিমল ও ধর্ম্মভাবগত হইয়াছিলেন। নরাধমেরা মহাপাপ সকল অর্জ্জন করে। তীর্থসঙ্গপ্রসঙ্গে তাহাদের সে সব পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সজ্জনের সংসর্গে পুণ্যোৎপত্তি হয়। পাপপ্রসঙ্গে পাপ জন্মিয়া থাকে। পাপিগণের সহিত সংলাপ, পাপীর দর্শন, স্পর্শন এবং তৎসহ একত্র আসন ও ভোজনেও পাপ সঞ্চয় হয়। এইরূপে পুণ্যাত্মগণের সংসর্গেও পুণ্যই উৎপন্ন হয়। মহাতীর্থ প্রসঙ্গে পাপিগণ শুদ্ধি লাভ করে এবং নিখিল পাপমুক্ত হইয়া পুণ্য গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঋষিগণ

তন্নো বিস্তরতো ব্রূহি শ্রোতুং শ্রদ্ধা প্রবর্ত্ততে
সূত উবাচ ।
লুব্ধকাশ্চ মহাপাপাঃ সঞ্জাতা দাসধীবরাঃ ।
রেবা চ যমুনা গঙ্গা তাসামম্ভসি সংস্থিতাঃ ॥১১
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ স্নাতাঃ সংক্রীড়ন্তি চ বৈ জলে ।
মহানদীপ্রসঙ্গেন তে যান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥১২
দাসত্বং পাপসঙ্ঘাতং পরিত্যজ্য ব্রজন্তি তে ।
পুণ্যতোয়প্রসঙ্গাচ্চ হ্যাপ্লুতাঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৩
মহানদ্যাঃ প্রসঙ্গাচ্চ হ্যন্যাসাং নৈব সত্তমাঃ ।
মহাপুণ্যজনস্যাপি পাপং নশ্যতি পাপিনাম্‌॥ ১৪
প্রসঙ্গাদ্দর্শনাৎ স্পর্শান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
অত্রাপি শ্রূয়তে বিপ্রা ইতিহাসোঽঘনাশনঃ ॥
তং বো হ্যদ্য প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যপ্রদায়কম্‌ ।
কশ্চিদস্তি মৃগব্যাধঃ সুলোভাখ্যো মহাবনে ॥
শ্বভির্বাগুরিজালৈশ্চ ধনুর্ব্বাণৈস্তথৈব চ ।
মৃগান্‌ ঘাতয়তে নিত্যং পিশিতাস্বাদলম্পটঃ।১৭
একদা তু সুদুষ্টাত্মা বাণপাণির্ধনুর্ধরঃ ।
শ্বানৈঃ পরিবৃতো দুর্গং বনং বিন্ধ্যস্য বৈ গতঃ ।
মৃগান্‌ রুরূন্‌ বরাহাংশ্চ ভীতান্‌ সুদিতবান্‌ বহূন্‌
রেবাতীরং সমাসাদ্য কশ্চিচ্ছফরঘাতকঃ ॥ ১৯
শফরান্‌ সুদয়িত্বা স নির্জ্জগাম বহির্জ্জলাৎ ।
মৃগব্যাধস্য লোভস্য ভয়ত্রস্তা ততো মৃগী ॥ ২০
জীবত্রাণপরা সার্ত্তা ভীতা চলিতচেতনা ।
ত্বরমাণা পলায়ন্তী রেবাতীরং সমাশ্রিতা ॥ ২১
শ্বভিশ্চ চালিতা সা তু বাণঘাতক্ষতাতুরা ।
শ্বসনস্যাপি বেগেন সুলোভো মৃগঘাতকঃ ॥ ২২
পৃষ্ঠ এব সমায়াতি পুরতো যাতি সা মৃগী ।
দৃষ্টবাংস্তাং শফরহা বাণপাণিঃ সমুদ্যতঃ ॥ ২৩
ধনুরানম্য বেগেন হ্যবরুধ্য চ তাং মৃগীম্‌ ।
তাবল্লুব্ধকলোভাখ্যঃ শ্বভিঃ সার্দ্ধং সমাগতঃ ॥২৪
ন হন্তব্যা মদীয়েয়ং মৃগয়া মে সমাগতা (১) ।
তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য মীনহা মাংসলম্পটঃ ॥ ২৫

কহিলেন,—দ্বিজবর ! পাপিগণ কিরূপে পরম সিদ্ধি লাভ করে ? তাহা আমাদের নিকট সবিস্তরে বর্ণন কর। ইহা শুনিতে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে। সূত কহিলেন,—মহাপাপী লুব্ধক দাস ধীবরগণ রেবা ও গঙ্গার জলে অবস্থান করে। তাহারা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ সকল নদীজলে স্নান করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। কিন্তু মহানদীর প্রসঙ্গে তাহাদের পরম গতি হয়। তাহারা পুণ্যতোয় প্রসঙ্গে আপ্লুত হইয়া পাপ দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করে। উল্লিখিত পুণ্য নদী ভিন্ন অন্যান্য মহানদী দর্শনে বা স্পর্শে পাপীর পাপনষ্ট হয় না, বা মহাপুণ্যাত্মারও পুণ্য বৃদ্ধি পায় না, একথা নিঃসন্দেহ। হে বিপ্রগণ ! এ বিষয়ে এক পাপহর ইতিহাস শুনা যায়। সেই পুণ্যদায়ক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। ১—১৫। কোন মহাবনে সুলোভ নামে এক মৃগব্যাধ বাস করিত। সেই মাংসাস্বাদলম্পট ব্যাধ কুক্কুর বাগুরা ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা নিত্য মৃগসমূহের বধ সাধন করিত। একদা সেই দুষ্টাত্মা কুক্কুরকুলপরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিন্ধ্যবনে গমনপূর্ব্বক বহু সংখ্যক ভয়াকুল মৃগ, রুরু ও বরাহ বিনাশ করিল। সেই সময় এক শফরঘাতী ধীবর রেবাতীরে আসিয়া বহু শফর বিনাশপূর্ব্বক জল হইতে নির্গত হইল। তখন মৃগব্যাধ সুলোভের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া এক মৃগী আত্মরক্ষার্থে আর্ত্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় সত্বর পলায়নপূর্ব্বক রেবাতীরে আশ্রয় লইল। মৃগী কুক্কুরদল কর্ত্তৃক তাড়িত ও বাণাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল। ব্যাধ সুলোভ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুবেগে আসিতেছিল। মৃগী তাহার অগ্রে অগ্রে ছুটিতেছিল। শফরঘাতী বাণপাণি ধীবর সেই সময় মৃগীকে দেখিয়া শরাসন আনত করত যেমন তৎপ্রতি বাণক্ষেপে উদ্যত হইল, অমনি কুক্কুরদলপরিবৃত সুলোভ ব্যাধ বলিয়া উঠিল—ঐ মৃগী আমারই মৃগয়ালব্ধ, উহাকে তুমি বধ করিও না। মহাবল

---

(১) "হন্তব্যা সা ময়ৈবেয়ং মৃগয়া মে সমাগতা" ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ ।

বাণং মুমোচ দুষ্টাত্মা তামুদ্দিশ্য মহাবলঃ।
নিহতা মৃগলুব্ধেন বাণেন নিশিতেন চ ॥ ২৬
প্রসৃতা সা মৃগী তত্র বাণাভ্যাং পাপচিত্তয়োঃ।
শ্বানদন্তৈঃ সমাক্রান্তা ত্বরমাণা পপাত সা ॥ ২৭
শিখরাচ্চ হ্রদে পুণ্যে রেবায়াঃ পাপনাশনে।
শ্বানশ্চ ত্বরমাণাস্তে পতিতা বিমলে হ্রদে ॥ ২৮
মৃগব্যাধো বদত্যেবং ধীবরং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মদীয়েয়ং মৃগী দুষ্ট কস্মাদ্বাণৈর্হতা ত্বয়া। ২৯
তমুবাচ পুনঃ সোঽপি মীনহা মৃগঘাতকম্।
মদীয়েয়ং ন সন্দেহো হ্যবলিপ্তঃ প্রভাষসে ॥ ৩০
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু দ্বাবপ্যেতৌ পরস্পরম্।
ক্রোধলোভান্মহাভাগৌ পতিতৌ বিমলে জলে
তস্মিন্ কালে মহাপর্ব্ব বর্ত্ততে গতিদায়কম্।
অমাবস্যাসমাযোগং মহাপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ৩২
বেলায়া পতিতাঃ সর্ব্বে পর্ব্বণস্তস্য সত্তমাঃ।
জপধ্যানবিহীনাস্তে ভাবসত্যবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩

মাংসলম্পট ধীবর সে কথা শুনিতে পাইয়াও দুষ্টাভিপ্রায়ে মৃগীর প্রতি বাণ মোচন করিল, মৃগী ব্যাধের নিশিত বাণে পূর্ব্বেই আহত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ধীবর বাণক্ষেপ করিল; সুতরাং উক্ত উভয় পাপাত্মার বাণাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল। কুক্কুরগণের দন্তাক্রান্ত হইয়া সে সত্বরই শিখর হইতে রেবার পাপহর পুণ্য হ্রদে পড়িল। তাহার পতনের পর কুক্কুরগণও সত্বর সেই বিমল হ্রদে পতিত হইল। মৃগব্যাধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধীবরকে বলিল,—দুষ্ট! এই মৃগী আমার; তুই কি জন্য ইহাকে বাণদ্বারা আহত করিয়াছিস্? মীনঘাতীও সেই মৃগঘাতককে বলিল, এই মৃগী আমার; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তুই প্রলাপ বকিতেছিস। ১৬—৩০। অনন্তর উভয়েই ক্রোধলোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিল। যুদ্ধ করিয়া উভয়ে রেবার বিমল জলে পতিত হইল। তৎকালে এক গতিপ্রদ মহাপর্ব্ব ছিল, মহাপুণ্যফলপ্রদ অমাবস্যার-যোগ। ঐ পুণ্য পর্ব্বকালে রেবার বেলাভূমে পতিত হইয়া

তীর্থস্নানপ্রসঙ্গেন মৃগী শ্বা চ সলুব্ধকঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে গতাঃ পরমাং গতিম্ ॥
তীর্থানাঞ্চ প্রভাবেন সতাং সঙ্গাদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
নাশয়েৎ পাপিনাং পাপং দহেদগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৩
সূত উবাচ।
তেষামেবং হি সংসর্গাদৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
সম্ভাষাদ্দর্শনান্নষ্টং স্পর্শাচ্চৈব নৃপস্য চ ॥ ৩৬
বেণস্য কল্মষং নষ্টং সতাং সঙ্গাৎ পুরা কিল।
অত্যুগ্রপুন্যসংসর্গাৎ পাপং নশ্যতি পাপিনাম্ ॥
অত্যুগ্রপাপিণাং সঙ্গাৎ পাপমেব প্রসঞ্চরেৎ।
মাতামহস্য দোষেণ সংলিপ্তো বেণ এব সঃ ॥ ৩৮
ঋষয় উচুঃ।
মাতামহস্য কো দোষস্তন্নো বিস্তরতো বদ।
স মৃত্যুঃ স চ বৈ কালঃ স যমো ধর্ম্ম এব চ ॥৩৯
ন হিংসকো হি কস্যাপি পদে তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ
চরাচরাশ্চ যে লোকাঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪০
জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তে চ ভুঞ্জন্ত্যেব স্বকর্ম্মভিঃ।

জপ, ধ্যান ও সত্যভাববর্জ্জিত হইলেও তীর্থস্নানপ্রসঙ্গে মৃগী কুক্কুর ও লুব্ধকদ্বয় সকলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যেমন অগ্নি ইন্ধনরাশি দগ্ধ করেন, তেমনি তীর্থপ্রভাব এবং সৎসঙ্গ পাপীর পাপ বিনাশ করে। সূত কহিলেন,—এইরূপেই সেই সকল মহাত্মা ঋষির সংসর্গে সম্ভাষণে দর্শনে এবং স্পর্শনে পূর্ব্বকালে বেণরাজের পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। উৎকট পুণ্যের সংসর্গে পাপীর পাপ বিনষ্ট হয়, এবং উৎকট পাপীর সঙ্গে পাপ জন্মিয়া থাকে। সেই বেণ নরপতি মাতামহ-দোষেই লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন—বেণের মাতামহের দোষ কি? তাহা সবিস্তর বর্ণন কর। তিনিই মৃত্যু, তিনিই কাল, যম এবং ধর্ম্ম, তিনি হিংসকপদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কাহারও হিংসক নহেন। চরাচর সমস্ত লোক স্ব স্ব কর্ম্মেরই বশবর্ত্তী। নিজ নিজ কর্ম্মফলেই লোক সকল জীবিত, মৃত বা

পাপাঃ পশ্যন্তি তং ঘোরং তেষাং কর্ম্মবিপাকতঃ
নিরয়েষু চ সর্ব্বেষু কর্ম্মণৈবং সুপুণ্যবান্‌ ।
যোজয়েৎ তাবয়েৎ সূত যম এব দিনে দিনে ॥
সর্ব্বেষ্বেব সুপুণ্যেষু কর্ম্মস্বেবং স পুণ্যবান্‌ ।
যোজয়ত্যেব ধর্ম্মাত্মা তস্য দোষো ন দৃশ্যতে ।
স মৃত্যোঃ কেন দোষেণ পাপী বেণস্ত্বজায়ত ॥
সূত উবাচ ।
স মৃত্যুঃ শাসকো নিত্যং পাপানাং দুষ্টচেতসাম্‌
বর্ত্ততে কামরূপেণ তেষাং কর্ম্ম বিমৃশ্যতে ॥ ৪৪
দুষ্কৃতং কর্ম্ম যস্যাপি কর্ম্মণা তেন ঘাতয়েৎ ।(১)
তস্য পাপং বিদিত্বাসৌ নয়ত্যেবং হি তং যমঃ ॥
সুকৃতাত্মা লভেৎ স্বর্গং কর্ম্মণা সুকৃতেন বৈ ।
যোজয়েত্তোষ তান্‌ সর্ব্বান্‌ মৃত্যুরেব সুদূতকৈঃ
মহতা সৌখ্যভাবেন গীতমঙ্গলকারিণা ।
দানভোগাদিভিশ্চৈব যোজয়েচ্চ কৃতাত্মকান্‌ ॥
পীড়াভির্বিবিধাভিশ্চ ক্লেশৈঃ কষ্টৈশ্চ দারুণৈঃ ।
ত্রাসয়েত্তাড়য়েদ্বিপ্রাঃ সক্রোধো মৃত্যুরেব তান্‌ ॥
কর্ম্মণ্যেবং হি তস্যাপি ব্যাপারঃ পরিবর্ত্ততে ।
মৃত্যোশ্চাপি মহাভাগ লোভাৎ পুণ্যাৎ
প্রজায়তে ॥ ৪৯
সুনীথা নাম বৈ কন্যা সঞ্জাতৈষা মহাত্মনঃ ।
পিতুঃ কর্ম্ম বিমৃশ্যৈব ক্রীড়মানা সদৈব সা ॥ ৫০
প্রজানাং শাস্তিকর্ত্তারং পুণ্যপাপনিরীক্ষণম্‌ ।
সা তু কন্যা মহাভাগা সুনীথা নাম তস্য সা ॥
রমমাণা বনং প্রাপ্তা সখীভিঃ পরিবারিতা ।
তত্রাপশ্যন্মহাভাগং গন্ধর্ব্বতনয়ং বরম্‌ ॥ ৫২
গীতকোলাহলস্যাপি সুশঙ্খং নাম সা তদা ।
দদর্শ চারুসর্ব্বাঙ্গং তপ্যন্তং সুমহত্তপঃ ॥ ৫৩
গীতবিদ্যাসুসিদ্ধ্যর্থং ধ্যায়মানং সরস্বতীম্‌ ।
তস্যোপঘাতমেবাসৌ সা চকার দিনে দিনে ॥
সুশঙ্খঃ ক্ষমতে নিত্যং গচ্ছ গচ্ছেতি
সোঽব্রবীৎ ।

ভোগভাক্‌ হয় । পাপিগণ স্বীয় কর্ম্মবিপাকে তাঁহাকে ঘোররূপে দর্শন করে এবং সমুদয় নিরয়গামী হয় । পুণ্যাত্মা জন তাহাদের কর্ম্মফলেই প্রতিদিন তাহাদিগকে নরকে নিমগ্ন ও তাড়িত করিয়া থাকেন । এইরূপে সেই ধর্ম্মাত্মা কর্ম্মগুণে পুণ্যাত্মাদিগকেও সমুদয় পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করেন । সুতরাং তাঁহার ত দোষ কিছুই দেখা যায় না । তথাচ সেই মৃত্যুর কোন্‌ দোষে পাপী বেণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ? ৩১—৪৩ । সূত কহিলেন,—সেই মৃত্যু দুষ্টচেতা পাপীদিগের নিত্য শাসক । তিনি কামরূপে বিরাজ করিয়া তাহাদের কর্ম্মালোচনা করেন । যাহার দুষ্কৃতি থাকে, তিনি সেই কর্ম্মানুসারে তাহাকে পীড়ন করেন । তাহার পাপের বিষয় বিদিত হইয়া যম তাহাকে নিরয়ে লইয়া যান । সুকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ সুকৃত কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ করেন । এই মৃত্যুই তাঁহাদিগকে শিষ্টশান্ত দূত দ্বারা পুণ্য স্থানে নিয়োগ করেন । কৃতাত্মগণ দানভোগাদি গীতমঙ্গলকর মহাসুখে নিযুক্ত হন । যাহারা পাপী, ক্রুদ্ধ মৃত্যু তাহাদিগকে বিবিধ পীড়া ক্লেশ, ও দারুণ কষ্টদ্বারা ত্রাসিত ও তাড়িত করিয়া থাকে । এইরূপে কর্ম্মানুসারেই তাঁহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে । লোক এবং পুণ্য উভয়দিক্‌ হইতেই মৃত্যুকৃত দুঃখ বা সুখ জন্মিয়া থাকে । মহাত্মা মৃত্যুর সুনীথা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয় । ঐ কন্যা বাল্যে ক্রীড়া করিতে করিতেই প্রজাগণের শাসন ও তাহাদের পাপ-পুণ্য পর্য্যবেক্ষণ—পিতার এই দুইটী কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিত । মৃত্যুকন্যা মহাভাগা সুনীথা একদা সখীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে বনগমন করিল । তথায় সুশঙ্খ নামক সুন্দর গন্ধর্ব্বতনয়কে সুনীথা তপস্যা করিতে দেখিল । গন্ধর্ব্বতনয় গীত-বিদ্যায় সম্যক্‌ সিদ্ধি লাভার্থ সরস্বতীর ধ্যান করিতেছিলেন । সুনীথা বনে গিয়া প্রতিদিন সেই গন্ধর্ব্বতনয়ের বিঘ্নাচরণ করিত । গন্ধর্ব্বসুত সুশঙ্খ তাহাকে 'গচ্ছ গচ্ছ' বলিয়া ক্ষমা করিতেন । সুশঙ্খ প্রেরণা

(১) "দুষ্কৃতাত্মা দুষ্কৃতেন কর্ম্মণা নরকং লভেৎ ।" ইত্যন্যপুস্তকধৃতপাঠঃ ।

প্রেষিতা নৈব গচ্ছেৎ সা বিঘ্নমেব সমাচরেৎ ॥
তেনৈবমুক্তা সা ক্রুদ্ধাতাড়য়ত্তপসি স্থিতম্।
তামুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধঃ সুশঙ্খঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫৬
দুষ্টে পাপসমাচারে কস্মাদ্বিঘ্নস্ত্বয়া কৃতঃ।
তাড়নাত্তাড়নং দুষ্টে ন কুর্ব্বন্তি মহাজনাঃ ॥ ৫৭
আক্রুষ্টা নৈব ক্রুধ্যন্তি চেতি ধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ।
ত্বয়াহং ঘাতিতঃ পাপে নির্দ্দোষস্তপসান্বিতঃ ॥৫৮
এবমুক্তা স ধর্ম্মাত্মা সুনীথাং পাপচারিণীম্।
বিররাম মহাক্রোধাজ্জ্ঞাত্বা নারীং নিবর্ত্তিতঃ ॥
ততঃ সা পাপমোহাদ্বা বাল্যাদ্বা তমিহৈব চ।
সমুবাচ মহাত্মানং সুশঙ্খং তপসি স্থিতম্ ॥ ৬০
ত্রৈলোক্যবাসিনাং তাতো মমৈব পরিঘাতকঃ।
অসতো ঘাতয়েন্নিত্যং সত্যান্ স
পরিপালয়েৎ (১) ॥ ৬১
নৈব দোষো ভবেত্তস্য মহাপুণ্যেন বর্ত্তয়েৎ।

এবমুক্তা সুনীথা তু পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬২
ময়া হি তাড়িতস্তাত গন্ধর্ব্বতনয়ো বনে।
তপস্তপন্ সদৈকান্তে কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥৬৩
মামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা ক্রোধরাগসমন্বিতঃ।
ন তাড়য়েত্তাড়য়ন্তং ক্রোশন্তং নৈব ক্রোশয়েৎ ॥
ইত্যুবাচ স মাং তাত তন্মে ত্বং কারণং বদ ॥
এবমুক্তঃ স বৈ মৃত্যুঃ সুনীথাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬৫
কিঞ্চিন্নোবাচ ধর্ম্মাত্মা প্রশ্নপ্রত্যুত্তরং ততঃ।
বনং প্রাপ্তা পুনঃ সা হি সুশঙ্খো যত্র সংস্থিতঃ
করাঘাতৈস্ততো দৌষ্ট্যাৎ ঘাতিতো তপতাং
বরঃ ॥ ৬৭
সুশঙ্খস্তাড়িতো বিপ্রা মৃত্যোশ্চৈব হি কন্যয়া।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ শশাপ তাং সুমধ্যমাম্
নির্দ্দোষোঽপি চ বৈ দুষ্টে যস্মাত্ত্বয়ৈব তাড়িতঃ
অহমত্র বনে সংস্থস্তস্মাচ্ছাপং দদামাহম্।
গার্হস্থ্যং হি সমাস্থায় সহ ভর্ত্রা যদা শৃণু ॥

করিলেও সুনীথা সে স্থান ত্যাগ করিত না। তাঁহার বিঘ্নাচরণই করিত। সুনীথা স্থান-ত্যাগের জন্য সুশঙ্খ কর্ত্তৃক অভিহিতা হইয়া একদিন ক্রোধভরে ভূমিষ্ঠ সুশঙ্খকে তাড়ন করিল। সুশঙ্খ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—রে পাপসমাচারে, দুষ্টে! তুই কি জন্য আমার বিঘ্নাচরণ করিতেছিস্? ধর্ম্মব্যবস্থা এই যে, মহাজনগণ তাড়িত হইয়াও তাড়ন করিবেন না এবং আক্রুষ্ট হইয়াও কোপ করিবেন না। রে পাপে! তুই আমায় বিনাদোষে তপস্যাকালে আহত করিলি। ধর্ম্মাত্মা সুশঙ্খ পাপচারিণী সুনীথাকে এইরূপ বলিয়া নারী জ্ঞানে মহাক্রোধ হইতে বিরত হইলেন,—ক্ষতিবিধান কিছুই করিলেন না। ৪৪—৫৯। অনন্তর পাপমোহেই হউক বা বাল্যবশেই হউক সুনীথা তপোনিষ্ঠ মহাত্মা সুশঙ্খকে বলিল,—আমার পিতা ত্রিলোকবাসীর ঘাতক; তিনি অসৎদিগকে নিত্য নিপীড়ন করেন। আর সাধুদিগকে পরিপালন করিয়া থাকেন, তিনি মহাপুণ্যা-চারী; তাঁহার ইহাতে কোনই দোষ হয় না। এই বলিয়া সুনীথা পিতার নিকট গিয়া বলিল,—তাত! আমি অরণ্যমধ্যে জনৈক গন্ধর্ব্বতনয়কে তাড়িত করিয়াছি, তিনি কাম-ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া একান্তে তপস্যা করিতে-ছেন। ক্রোধরাগান্বিত সেই ধর্ম্মাত্মা আমায় বলিলেন,—তাড়নকারীকে তাড়ন করিতে নাই এবং আক্রোষ্টার প্রতি আক্রোশ করিতে নাই। হে তাত! তিনি আমায় এই কথা কহিয়াছেন, ইহার কারণ কি, আপনি আমায় বলুন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মৃত্যু কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কিছুই করিলেন না। অনন্তর কন্যা পুনরায় সেই সুশঙ্খাধিষ্ঠিত বন প্রদেশে গমন করিল এবং সেই তপস্বিবর সুশঙ্খকে স্বীয় দৌঃশীল্য বশতঃ করাঘাতে আহত করিল। হে বিপ্র-গণ; মৃত্যুকন্যা সুনীথা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহাতেজা সুশঙ্খ এবার ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই মৃত্যুনন্দিনীকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—রে দুষ্টে! আমি এই বনে

(১) "সত্যেন পরিতাপয়েৎ"। ইতি পাঠান্তরম্।

পাপাচারময়ঃ পুত্রো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
সর্ব্বপাপরতো দুষ্টে তব গর্ভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৬৭
এবং শপ্ত্বা গতশ্চাসৌ তপ এব সমাশ্রিতঃ।
গতে তস্মিন্মহাভাগে সা সুনীথাগতা গৃহম্ ॥৬৮
সমাচষ্ট মহাত্মানং পিতরং তপ্তমানসা।
যথা শপ্তা তদা তেন গন্ধর্ব্বতনয়েন সা ॥ ৬৯
তৎসর্ব্বং সংশ্রুতং তেন মৃত্যুনা পরিভাষিতম্।
কস্মাৎ কৃতস্ত্বয়াঘাতস্তপতি দোষবর্জ্জিতে ॥৭০
যুক্তং নৈব কৃতং পুত্রি সত্যস্যৈব হি তাড়নম্।
এবমাভাষ্য ধর্ম্মাত্মা মৃত্যুঃ পরমদুঃখিতঃ।
বভূব স হি তত্রস্থো দিষ্টমেবং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৭১

সূত উবাচ।

অত্রিপুত্রো মহাতেজা অঙ্গো নাম প্রতাপবান্।
একদা তু গতো বিপ্রাস্তদ্বনং প্রতি নন্দনম্ ॥৭২
তত্র দৃষ্টো দেবরাজস্তেনেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অপ্সরসাং গণৈর্যুক্তো গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈস্তথা ॥ ৭৩
গীয়মানো মহাস্তোত্রৈর্ঋষিভির্দ্দেবমঙ্গলৈঃ।
গীয়মানো গীতকৈশ্চ সুস্বরঃ সপ্তকৈস্তথা ॥ ৭৪
বীজ্যমানঃ সুগন্ধৈশ্চ ব্যজনৈঃ সর্ব্ব এব সঃ।
যোষিদ্ভী রূপযুক্তাভিশ্চামরৈর্হংসগামিভিঃ ॥ ৭৫
ছত্রেণ হংসবর্ণেন চন্দ্রবিম্বানুকারিণা।
রাজমানং সহস্রাক্ষং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ৭৬
কামক্রীড়াগতং দেবং দৃষ্টবানমিতৌজসম্। (১)
তস্য পার্শ্বে মহাভাগাং পৌলোমীং চারুমঙ্গলাম্
রূপেণ তেজসা চৈব তপসা চ যশস্বিনীম্।
সৌভাগ্যেন বিরাজন্তীং পাতিব্রত্যেন তাং
সতীম্ ॥ ৭৭
তয়া সহ সহস্রাক্ষঃ স রেমে নন্দনে বনে।
তস্য লীলাং সমালোক্য অঙ্গশ্চৈব দ্বিজোত্তমঃ ॥
ধন্যো বৈ দেবরাজোঽয়মীদৃশৈঃ পরিবারিতঃ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যং যেন প্রাপ্তং মহৎপদম্
যদাস্য সদৃশঃ পুত্রঃ সর্ব্বলোকপ্রধারকঃ।

থাকিয়া কোন দোষ না করিলেও তুই আমাকে বার বার তাড়ন করিতেছিস্, অতএব তোকে আমি এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর্। তুই যখন ভর্ত্তার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবি, তখন রে দুষ্টে! তোর গর্ভে এক পাপাচার দেবদ্বিজ-নিন্দক পাপনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে; সুশঙ্খ এইরূপ অভিশাপ দিয়া পুনরায় তপস্যা আশ্রয় করিলেন। মহাভাগ সুশঙ্খ চলিয়া গেলে সুনীথা গৃহে আসিয়া সন্তপ্তমনে মহাত্মা পিতার নিকট গন্ধর্ব্বতনয়প্রদত্ত অভিশাপের কথা কহিল। মৃত্যু সেই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে পুত্রি! নির্দ্দোষ তপস্বী জনে কেন তুমি আঘাত করিলে? ইহা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। ইহাতে সত্যকেই আঘাত করা হইয়াছে। ধর্ম্মাত্মা মৃত্যু এই কথা কহিয়া শাপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অতি দুঃখিত হইলেন। ৬০—৭২। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অত্রিপুত্র মহাতেজা প্রতাপবান্ অঙ্গ একদা নন্দনবনে গমন করিলেন; তথায় গিয়া দেখিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণে পরিবৃত রহিয়াছেন। সুগায়কগণ সুস্বরে সুন্দর গান করিতেছে। সুগন্ধ ব্যজনে ইন্দ্র বীজিত হইতেছেন। রূপশালিনী হংসগামিনী কামিনীগণ চামর ও চন্দ্রবিম্বানুকারী ছত্র ধারণ করিয়াছে। সহস্রাক্ষ সর্ব্বাভূষণে ভূষিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহার তেজ অপ্রতিম; তিনি কামক্রীড়ায় অভিরত। তাঁহার পার্শ্বে মহাভাগা চারুমঙ্গলা পুলোম-নন্দিনী বিরাজমানা। রূপ, তেজঃ, ও তপস্যায় সর্ব্বথা তিনি যশস্বিনী। তিনি সৌভাগ্য সন্দীপ্ত ও পাতিব্রত্যযুক্ত। তাঁহার সহিত সহস্রাক্ষ সর্ব্বদা নন্দনবনে রমণ করিতেছেন। অঙ্গ রাজা ইন্দ্রের সেই লীলা অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন,—ধন্য দেবরাজ, ঈদৃশ পরিবারে পরিবৃত রহিয়াছেন, অহো ইহার কি তপোবীর্য্য—যাহার প্রভাবে ইনি এই মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যৎকালে আমার

---

(১) "দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপেদে বাসবং কাম-সংযুতম্।" ইতি পাঠান্তরম্।

স্যান্মে তদা মহৎ সৌখ্যং প্রাপ্স্যামীহ ন সংশয়ঃ
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা ত্বরমাণো গৃহাগতঃ ॥ ৮২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

স্থত উবাচ ।

অথ ত্বঙ্গো মহাতেজা দৃষ্ট্বা চেন্দ্রস্য সম্পদম্ ।
ভোগাংশ্চৈব বিলাসঞ্চ লীলাং তস্য মহাত্মনঃ ॥
কথং মে ইন্দ্রসদৃশঃ পুত্রঃ স্যাদ্ধর্ম্মসংযুতঃ ।
চিন্তয়িত্বা ক্ষণং চৈব চাঙ্গো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥ ২
স্বকং গেহং সমায়াতঃ স ত্বঙ্গঃ সত্যতৎপরঃ ।
অত্রিং পপ্রচ্ছ পিতরং প্রণতো নম্রকন্ধরঃ ॥ ৩
কোঽয়ং পুণ্যসমাচার ইন্দ্রত্বং ভুঙ্‌ক্তে মহৎ ।
কস্য পুণ্যস্য বৈ পুষ্টিঃ কিং কৃতং কর্ম্ম কীদৃশম্
কীদৃশং তপ এতস্য কমারাধিতবান্ পুরা ।
তন্মে ত্বং বিস্তরেণাপি বদ সত্যবতাং বর ॥ ৫

অত্রিরুবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ যদ্যেবং পৃচ্ছসে ময়ি ।
চরিত্রমিন্দ্রস্য বৎস তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬
সুব্রতো নাম মেধাবী পুরা ব্রাহ্মণসত্তমঃ ।
তেন কৃষ্ণো হৃষীকেশস্তপসা চৈব তোষিতঃ ॥ ৭
পুণ্যগর্ভং পুনঃ প্রাপ্তো হ্যদিত্যাঃ কশ্যপাৎ কিল
বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদেন দেবরাজো বভূব সঃ ॥ ৮

অঙ্গ উবাচ ।

কথমিন্দ্রসমঃ পুত্রো মম স্যাৎ পুত্রবৎসল ।
তদুপায়ং সমাচক্ষ ভবান্ জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৯

অত্রিরুবাচ ।

সমাসেনাপি তস্যৈব সুব্রতস্য মহাত্মনঃ ।
চরিত্রমখিলং পুণ্যং নিশাময় মহামতে ॥ ১০
সুব্রতো নাম মেধাবী পুবারাধিতবান্ হরিম্ ।
তস্য ভাবং সুভক্তিঞ্চ ধ্যানং চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১২
সমালোক্য জগন্নাথো দত্তবান্ বৈ মহৎ পদম্ ।

ঈদৃশ সর্ব্বলোককর্ত্তা পুত্র হইবে, তখন নিশ্চিতই আমি মহাসৌখ্য প্রাপ্ত হইব। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে অঙ্গ সত্বর স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন। ৭৩—৮২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

স্থত বলিলেন,—অনন্তর মহতেজা অঙ্গ মহাত্মা ইন্দ্রের ভোগ, বিলাস ও লীলা সম্পৎ দেখিয়া কিরূপে আমার এ হেন ইন্দ্রসদৃশ ধার্ম্মিক পুত্র হইবে, ক্ষণকাল তদ্বিষয়ক চিন্তা করিয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন এবং পিতা অত্রিকে প্রণামপূর্ব্বক নতকন্ধরে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ। কে ইনি, কিরূপ পুণ্যাচারবলে গৌরবজনক ইন্দ্রপদ ভোগ করিতেছেন? ইহা ইঁহার কোন্ পুণ্যের পরিপাক? ইনি কিরূপ কর্ম্ম বা কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, কাহাকেই বা পূর্ব্বে আরাধনা করেন, হে সত্যশালিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার নিকট ইহা সবিস্তার বর্ণন করুন। ১—৫। অত্রি কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি যে আমার নিকট ইহা জিজ্ঞাসিয়াছ, এজন্য তোমায় বারবার সাধুবাদ প্রদান করি। বৎস! আমার মুখে ইন্দ্রচরিত শ্রবণ কর। পুরাকালে সুব্রত নামে এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া হৃষীকেশ কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করেন। বিষ্ণুর প্রসাদে সুব্রত কশ্যপ হইতে অদিতির পুণ্যগর্ভে প্রবেশ লাভ করিয়া পরে সুরগণের রাজা হইয়াছেন। অঙ্গ কহিলেন,—হে পুত্রবৎসল! আমি কিরূপে ইন্দ্রসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় আমায় বলুন। অত্রি কহিলেন,—হে মহামতে! মহাত্মা সুব্রতের সমস্ত পুণ্য চরিত্র আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। মেধাবী সুব্রত পুরাকালে হরির আরাধনা করেন। জগৎপতি হরি সেই মহাত্মার ভাব, ভক্তি ও ধ্যানাদির

স ঐন্দ্রং সর্ব্বভোগাঢ্যং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদাচ্চ পদং ভুঙ্ক্তে ত্রিলোকধৃক্
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতমিন্দ্রস্যাপি বিচেষ্টিতম্ ॥১৪
ভক্ত্যা তুষ্যতি গোবিন্দো ভাবধ্যানেন সত্তম।
সর্ব্বং দদাতি তুষ্টাত্মা ভক্ত্যা সন্তোষিতো হরিঃ
তস্মাদারাধ্য গোবিন্দং সর্ব্বদং সর্ব্বসম্ভবম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বেশং পুরুষং পরম্।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যসি সর্ব্বং ত্বং যদ্‌যদিচ্ছসি নন্দন

সুখস্য দাতা পরমার্থদাতা
মোক্ষস্য দাতা জগতামিহেশঃ।
তস্মাত্তমারাধয় গচ্ছ পুত্র
সম্প্রাপ্স্যসে হীন্দ্রসমং হি পুত্রম্ ॥ ১৭
আকর্ণ্য বাক্যং পরমার্থযুক্তং
মহাত্মনাসৌ ঋষিণা হি তেন।
সংগৃহ্য তত্ত্বং বচনস্য তস্য
প্রণম্য তং শাশ্বতমব্যয়ং সঃ ॥ ১৮
আমন্ত্র্য চাঙ্গঃ পিতরং মহাত্মা
ব্রহ্মাত্মজং ব্রহ্মসমানমেব।
সম্প্রাপ্তবান্মেরুগিরেস্তু শৃঙ্গং
তৎকাঞ্চনৈ রত্নময়ৈঃ সমেতম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে গৌরবকর ইন্দ্র-পদ প্রদান করিয়াছেন। ত্রিলোকপাতা সুব্রত বিষ্ণুরই প্রসাদে সর্ব্বভোগযুক্ত সচরাচর ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পদ ভোগ করিতেছেন। এই আমি ইন্দ্রের কার্য্য সমস্তই তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিলাম। গোবিন্দ ভক্তি ও ভাবধ্যানে তুষ্ট হন। ভক্তি-তোষিত তুষ্টাত্মা হরি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব হে নন্দন! তুমি সর্ব্বদ, সর্ব্বসম্ভব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, গোবিন্দের আরাধনা করিয়া যাহা যাহা ইচ্ছা কর, প্রাপ্ত হইবে। তিনি সুখ, পরমার্থ ও মোক্ষের প্রদাতা এবং জগতের নাথ; অতএব হে পুত্র! তুমি যাও, তাঁহার আরাধনা কর; ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রাপ্ত হইবে। হিতৈষী শাশ্বত ব্রহ্মাত্মজ, ব্রহ্মকল্প ঋষি পিতার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদন করত অঙ্গ রত্নখচিত কাঞ্চনময় মেরুগিরিশৃঙ্গে প্রস্থান করিলেন। ৫—১৯

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

নানারত্নৈঃ সুদীপ্তাঙ্গো হাটকেনাপি সর্ব্বতঃ।
রাজমানো গিরিশ্রেষ্ঠো যথা সূর্য্যঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥
ছায়ামশোকাং সম্প্রাপ্য শীতলাং সুখদায়িনীম্
ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে হ্যুপবিষ্টা দৃঢ়াসনে ॥২
কচিত্তপন্তি মুনয়ঃ কচিদ্গায়ন্তি কিন্নরাঃ।
সন্তুষ্টা ঋষিগন্ধর্ব্বা বীণাতালকরাবিলাঃ ॥ ৩
তালমানলয়ে লীনাঃ স্বরৈঃ সপ্তভিরন্বিতৈঃ।
মূর্চ্ছনারত্রিসংযুক্তৈর্ব্যক্তং গীতং মনোহরম্ ॥ ৪
তস্মিন্ হি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে চন্দনচ্ছায়সংশ্রিতাঃ।
গন্ধর্ব্বা গীততত্ত্বজ্ঞা গীতং গায়ন্তি তৎপরাঃ ॥৫
নৃত্যন্তি যোষিতস্তত্র দেবানাং পর্ব্বতোত্তমে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু স্বীয় রশ্মিরাজি দ্বারা রাজিত সূর্য্যের ন্যায় বিবিধ রত্ন ও স্বর্ণ দ্বারা সর্ব্বতঃ দেদীপ্যমান। উহার কোথাও সুখদায়িনী সুশীতল ছায়া; সেই ছায়ায় যোগিগণ দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতেছেন; কোথাও মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন; কোথাও কিন্নরগণ গান করিতেছে; ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সন্তুষ্ট হইয়া বীণা ও করতালধ্বনি করিতেছেন। সেই পর্ব্বত-বরের কোথাও গীততত্ত্বজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণ চন্দন-বনের ছায়া আশ্রয় করিয়া তাল, মান, লয় ও সপ্তস্বর, মূর্চ্ছনা ও অরত্রিযোগে মনোহর

পাপঘ্নঃ পুণ্যদো দিব্যঃ সুশ্রেয়সাং প্রদায়কঃ ॥৬
বেদধ্বনিঃ স মধুরঃ শ্রূয়তে পর্ব্বতোত্তমে।
চন্দনাশোকপুন্নাগৈঃ শালৈস্তালৈস্তমালকৈঃ ॥ ৭
বটৈঃ সুমেঘসঙ্কাশৈ রাজতে পর্ব্বতোত্তমঃ।
সন্তানকৈঃ কল্পবৃক্ষৈ রম্ভাপাদপসঙ্কুলৈঃ (১) ॥ ৮
নগেন্দ্রো ভাতি সর্ব্বত্র নাকবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
নানাধাতুসমাকীর্ণো নানারত্নময়ো গিরিঃ ॥ ৯
নানাকৌতুকসংযুক্তো নানামঙ্গলসংযুতঃ।
দেববৃন্দৈঃ সুসংযুক্তশ্চাপ্সরোগণসঙ্কুলঃ ॥ ১০
ঋষিভির্ম্মুনিভিঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ পরিভাতি সঃ।
গজেন্দ্রৈশ্চাচলসঙ্কাশৈঃ সিংহনাদৈর্বিরাজতে ॥ ১১
শরভৈর্ম্মত্তশার্দ্দূলৈর্ম্মৃগধূর্ত্তৈরলঙ্কৃতঃ।
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ সম্পূর্ণবিমলোদকৈঃ ॥ ১২
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ সর্ব্বত্র পরিশোভতে।
স্বর্ণোৎপলৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ রক্তোৎপলৈর্বিরাজতে॥
নদীপ্রস্রবণসঙ্ঘাতৈর্ব্বিমলৈশ্চোদকৈস্তথা।
শালতালৈস্ত রৌপ্যৈশ্চ সগজৈঃ স্ফটিকৈস্তথা ॥
বিস্তীর্ণৈঃ কাঞ্চনৈর্দ্দিব্যৈঃ সূর্য্যবহ্নিসমপ্রভৈঃ।
শিলাতলৈশ্চ সম্পূর্ণঃ শৈলরাজো বিরাজতে ॥১৫
বিমানৈর্দ্দেবতানাঞ্চ প্রাসাদৈঃ পর্ব্বতোত্তমৈঃ।
হংসচন্দ্রপ্রতীকাশৈর্হেমদণ্ডৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ১৬
কলসৈশ্চামরৈর্যুক্তৈঃ প্রাসাদৈঃ পরিশোভিতঃ।
নানাগুণপ্রমুদিতদেববৃন্দৈশ্চ রাজতে ॥ ১৭
দেববৃন্দৈরনেকৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈশ্চারণৈস্তথা।
সর্ব্বত্র রাজতে পুণ্যো মেরুর্গিরিবরোত্তমঃ ॥ ১৮
তস্মাদ্ গঙ্গা মহাপুণ্যা পুণ্যতোয়া মহানদী।
প্রসূতা পুণ্যতীর্থাঢ্যা হংসপদ্মৈঃ সমাকুলা ॥ ১৯
মুনিভিঃ সেব্যমানা সা ঋষিসঙ্ঘৈর্ম্মহানদী।
এবংগুণং গিরিশ্রেষ্ঠং পুণ্যকৌতুকমঙ্গলম্ ॥ ২১
অঙ্গশ্চাত্রিসুতঃ পুণ্যঃ প্রবিবেশ মহামুনিঃ।
গঙ্গাতীরে সুপুণ্যে চ হ্যেকান্তে চারুকন্দরে ॥২২
তত্রোপবিশ্য মেধাবী কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য হৃষীকেশং মনোগতম্ ॥২
ধ্যায়মানঃ স ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণং ক্লেশাপহং প্রভুম্।

গান গাহিতেছে। কোথাও দেববালারা নৃত্য করিতেছে। উহার নানা স্থান হইতে পাপঘ্ন, পুণ্যপ্রদ, দিব্য, মঙ্গলকর, সুমধুর বেদধ্বনি শ্রুত হইতেছে। চন্দন, অশোক, পুন্নাগ, তাল, তমাল মেঘসঙ্কাশ বট, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, রম্ভা, সুপুষ্পিত নাকবৃক্ষ ও অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষ দ্বারা গিরিবর অত্যধিক শোভিত হইতেছেন। উহার কোথাও নানা ধাতু, কোথাও নানা রত্ন, কোথাও নানা কৌতুক এবং কোথাও নানা মঙ্গল বস্তু বিরাজিত। দেববৃন্দ, অপ্সরোবৃন্দ, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণে গিরিবর পরিশোভিত। উহার কোন স্থানে পর্ব্বতোপম গজরাজ বিরাজিত, কোথাও সিংহনাদ পরিশ্রুত; উহার কোন স্থানে শরভ, মত্ত শার্দ্দূল, মৃগ ও শৃগালদলে পরিবৃত। বিমল জলপূর্ণ হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ বাপী, কূপ, তড়াগ ও তত্রত্য কনকোৎপল, শ্বেতোৎপল ও রক্তোৎপল দ্বারা ঐ গিরিবর পরিশোভিত। ১ ১৩। নদী, প্রস্রবণ, বিমল জল, স্ফটিকময় শাল, তাল, গজ, সূর্য্যবহ্নি-সমপ্রভ দিব্য দিব্য কাঞ্চন, বিস্তীর্ণ শিলা-তল, বিমান, হংস, চন্দ্রসঙ্কাশ শৈলোপম দেবপ্রাসাদ, তত্রত্য হেমদণ্ড, কলস, চামর, নানাগুণমুদিত দেববৃন্দ, বহুসংখ্যক গন্ধর্ব ও চারণ এই সকল দ্বারা ঐ পুণ্য মেরুগিরি বিরাজমান। মহাপুণ্যজননী পুণ্যতোয়া মহানদী গঙ্গা ঐ গিরিবর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানা পুণ্যতীর্থ ও অসংখ্য হংসপদ্মে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। মুনি ও ঋষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। অত্রিনন্দন পবিত্রচিত্ত মহামুনি অঙ্গ এবংবিধ গুণসম্পন্ন পুণ্য কৌতুক মঙ্গলময় গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু শৈলে প্রবেশ করিলেন; সেখানে গিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা পবিত্র গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর গিরিগহ্বরে একান্তে উপবেশন করিয়া কামক্রোধ বর্জ্জন ও সর্ব্বে-ন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক মনোমধ্যে হৃষীকেশকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই যুক্তাত্মা

---

(১) 'গঙ্গায়াঃ পদ্মসাকুলৈরি'তি পাঠান্তরম্

আসনে শয়নে যানে ধ্যানে চ মধুসূদনম্ ॥ ২৩
নিত্যং পশ্যতি যুক্তাত্মা যোগযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
চরাচরেষু জীবেষু তেষু পশ্যতি কেশবম্ ॥ ২৪
আর্দ্রেষু চৈব শুষ্কেষু সর্ব্বেষন্যেষু স দ্বিজঃ।
এবং বর্ষশতং জাতং তপ্যমানস্য তস্য চ ॥ ২৫
সমালোক্য জগন্নাথশ্চক্রপাণির্দ্বিজোত্তমম্।
বহুবিঘ্নাশ্চ ঘোরাশ্চ দর্শনং যান্তি নিত্যশঃ ॥২৬
তেজসা তস্য দেবস্য নৃসিংহস্য মহাত্মনঃ।
নিরাতঙ্কঃ স ধর্ম্মাত্মা দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ২৭
নিয়মৈঃ সংযমৈশ্চাপি কৃশরূপবাসৈর্দ্বিজোত্তমঃ।
ক্ষীয়মাণস্ত সঞ্জাতো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ২৮
সূর্য্যপাবকসঙ্কাশস্ত্বঙ্গ এবং প্রদৃশ্যতে ॥
এবং তপঃসুনিরতং ধ্যায়মানং জনার্দ্দনম্।
আবির্ভূয়াব্রবীদ্দেবো বরং বরয় মানদ ॥ ৩০
তঞ্চ দৃষ্ট্বা হৃষীকেশমঙ্গঃ পরমনির্বৃতঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা বাসুদেবং প্রসন্নধীঃ ॥ ৩১

যোগযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মুনি অশনে, শয়নে, ধ্যানে, যানে, সর্ব্বদাই সেই ক্লেশাপহ কৃষ্ণ মধুসূদনকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্বিজ অঙ্গ চরাচর সমস্ত জীবে সরস ও নীরস পদার্থে সর্ব্বত্রই কেশবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার শতবর্ষ পূর্ণ হইল। চক্রপাণি জগন্নাথ দ্বিজোত্তমকে এবংবিধ তপোনিষ্ঠ দেখিয়া অগ্রে বহুবিধ ঘোর বিঘ্ন সকল প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা নৃসিংহদেবের তেজে ধর্ম্মাত্মা অঙ্গ নিরাতঙ্ক হইয়া অগ্নিকৃত ইন্ধনদাহের ন্যায় সেই সকল বিঘ্ন দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। নিয়ম, সংযম ও উপবাস দ্বারা তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইলেও তিনি স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইতেছিলেন। তাঁহাকে সূর্য্য ও পাবকপ্রতিম দেখা যাইতেছিল। অঙ্গ এইরূপে তপোনিরত হইয়া একমনে জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে থাকিলে দেবদেব হরি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে নারদ! বর গ্রহণ কর। ১৪—৩০। তখন হৃষীকেশকে দর্শন করিয়া অঙ্গ পরম নির্বৃত হইলেন।

অঙ্গ উবাচ।

ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং ভূতভাবন পাবন।
ভূতাত্মা সর্ব্বভূতেশো নমস্তুভ্যং গুণাত্মনে ॥৩২
গুণরূপায় শুদ্ধায় গুণাতীতায় তে নমঃ।
গুণায় গুণকর্ত্রে চ গুণাঢ্যায় গুণাত্মনে ॥ ৩৩
ভবায় ভবকর্ত্রে চ ভক্তানাং ভবহারিণে।
ভবোদ্ভবায় শুদ্ধায় নমো ভববিনাশিনে ॥৩৪
যজ্ঞায় যজ্ঞরূপায় যজ্ঞেশায় নমো নমঃ।
যজ্ঞকর্ম্মপ্রসঙ্গায় নমঃ শঙ্খধরায় চ ॥ ৩৫
নমো নমো হিরণ্যায় নমো রথাঙ্গধারিণে।
সত্যায় সত্যভাবায় সর্ব্বসত্যময়ায় চ ॥ ৩৬
ধর্ম্মায় ধর্ম্মকর্ত্রে চ সর্ব্বকর্ত্রে চ তে নমঃ।
ধর্ম্মাঙ্গায় সুবীরায় ধর্ম্মাধারায় তে নমঃ ॥ ৩৭
নমঃ পুণ্যায় পুত্রায় হ্যপুত্রায় মহাত্মনে।
মায়ামোহবিনাশায় সর্ব্বমায়াকরায় তে ॥ ৩৮
মায়াধরায় মূর্ত্তায় হ্যমূর্ত্তায় নমো নমঃ।
সর্ব্বমূর্ত্তিধরায়ৈব শঙ্করায় নমো নমঃ ॥ ৩৯
ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপায় পরব্রহ্মস্বরূপিণে।
নমস্তে সর্ব্বধাম্নে চ নমো ধামধরায় চ ॥ ৪০
শ্রীমতে শ্রীনিবাসায় শ্রীধরায় নমো নমঃ।

এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসন্নমনে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অঙ্গ কহিলেন,—হে পাবন, ভূতভাবন। তুমিই সর্ব্বভূতের গতি তুমি ভূতাত্মা, গুণাত্মা; হে সর্ব্বভূতেশ তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণরূপ, শুদ্ধ, এবং গুণাতীত, তোমাকে নমস্কার ॥ হে ভব! তুমি ভবকর্ত্তা, ভক্তগণের ভবহারী, ভবোদ্ভব, শুদ্ধ এবং ভববিনাশী, তোমাকে নমস্কার করি। হে যজ্ঞ! তুমি যজ্ঞরূপ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞকর্ম্মপ্রসঙ্গ, শঙ্খধর, তোমায় নমস্কার। তুমি হিরণ্য, রথাঙ্গধর, সত্য, সত্যভাব, সর্ব্বসত্যময়, ধর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ত্তা, সর্ব্বকর্ত্তা, ধর্ম্মাঙ্গ, সুবীর, ধর্ম্মাধার, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি পুণ্যপুত্র, অপুত্র, মহাত্মা, মায়ামোহনাশক, সর্ব্বমায়াকর, মায়াধর, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সর্ব্বমূর্ত্তিধর, বংশকর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মস্বরূপ, পরব্রহ্মরূপ, সর্ব্বধাম, ধামধর, শ্রীমান্, শ্রীনিবাস, শ্রীধর,

ক্ষীরসাগরবাসায় চামৃতায় চ তে নমঃ ॥ ৪১
মহৌষধায় ঘোরায় মহাপ্রজ্ঞাপরায় চ।
অক্রূরায় প্রমেধ্যায় মেধ্যানাং পতয়ে নমঃ ॥৪২
অনন্তায় হ্যশেষায় চানঘায় নমো নমঃ।
আকাশস্য প্রকাশায় পক্ষিরূপায় তে নমঃ ॥৪৩
হুতায় হুতভোক্ত্রে চ হবীরূপায় তে নমঃ।
বুদ্ধায় বুধরূপায় সদা বুদ্ধায় তে নমঃ ॥ ৪৪
নমো হব্যায় কব্যায় স্বধাকারায় তে নমঃ।
স্বাহাকারায় শুদ্ধায় হ্যব্যক্তায় মহাত্মনে ॥ ৪৫
ব্যাসায় বাসবায়ৈব বসুরূপায় তে নমঃ।
বাসুদেবায় বিশ্বায় বহ্নিরূপায় তে নমঃ ॥৪৬
হরয়ে কেবলায়ৈব বামনায় নমো নমঃ।
নমো নৃসিংহদেবায় সত্যপালায় তে নমঃ ॥ ৪৭
নমো গোবিন্দগোপায় নম একাক্ষরায় চ।
নমঃ সর্ব্বাক্ষরায়ৈব হংসরূপায় তে নমঃ ॥ ৪৮
ত্রিতত্ত্বায় নমস্তুভ্যং পঞ্চতত্ত্বায় তে নমঃ।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বায় তত্ত্বাধারায় বৈ নমঃ ॥৪৯
কৃষ্ণায় কৃষ্ণরূপায় লক্ষ্মীনাথায় তে নমঃ।
নমঃ পদ্মপলাশাক্ষ আনন্দায় পরায় চ ॥ ৫০
নমো বিশ্বম্ভরায়ৈব পাপনাশায় বৈ নমঃ।
নমঃ পুণ্যসুপুণ্যায় সত্যধর্ম্মায় তে নমঃ ॥ ৫১
নমো নমঃ শাশ্বত অব্যয়ায়
নমো নমঃ সজ্জনভোমময়ায়।
শ্রীপদ্মনাভায় মহেশ্বরায়
নমামি তে কেশব পাদপদ্মম্ ॥ ৫২
আনন্দকন্দ কমলাপ্রিয় বাসুদেব
সর্ব্বেশ ঈশ মধুসূদন দেহি দাস্যম্।
পাদৌ নমামি তব কেশব জন্ম জন্ম
কৃপাং কুরুষ মম শান্তিদ শঙ্খপাণে ॥ ৫৩
সংসারদারুণহুতাশনতাপদগ্ধং
পুত্রাদিবন্ধুমরণৈর্বহুশোকতাপৈঃ।
জ্ঞানাম্বুদেন মম প্লাবয় পদ্মনাভ
দীনস্য মচ্চরণরূপ ভবস্ব নাথ ॥ ৫৪
এবং স্তোত্রং সমাকর্ণ্য বঙ্গস্যাপি মহাত্মনঃ।
দর্শয়িত্বা স্বকং রূপং ঘনশ্যামং মহৌজসম্ ॥৫৫
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পদ্মহস্তং মহাপ্রভম্।
বৈনতেয়সমারূঢমাত্মরূপং প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৬
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গং হারকঙ্কণকুণ্ডলৈঃ।
রাজমানং পরং দিব্যং নির্ম্মলং বনমালয়া ॥ ৫৭

ক্ষীরসাগরবাসী, অমৃত, মহৌষধ, ঘোর, মহাপ্রজ্ঞাপর, অক্রূর, প্রমেধ্য, মেধ্যপতি, অনন্ত, অশেষ, অনঘ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি আকাশের প্রকাশ, পক্ষিরূপ হুত, হুতভোক্তা, হবীরূপ, বুদ্ধ, বুধরূপ, সদাবুদ্ধ, হব্য কব্য স্বধাকার, স্বাহাকার, শুদ্ধ, অব্যক্ত, মহাত্মা ব্যাস, বাসব, বসুরূপ, বাসুদেব, বিশ্ব, বহ্নিরূপ, হরি, কেবল, বামন, নৃসিংহদেব, সত্যপাল, গোবিন্দ, গোপ, একাক্ষর, সর্ব্বাক্ষর, হংসরূপ, ত্রিতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব তত্ত্বাধার, কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপ, লক্ষ্মীনাথ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি পদ্মপলাশনয়ন, আনন্দপরায়ণ, বিশ্বম্ভর, পাপনাশন, পুণ্য, সুপুণ্য, সত্যধর্ম্ম, তোমায় নমস্কার। হে শাশ্বত! তুমি অব্যয়, সজ্জনভোময়, শ্রীপদ্মনাভ, ও মহেশ্বর; তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে কেশব! তোমার পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি। হে আনন্দকন্দ কমলাপ্রিয়, বাসুদেব, সর্ব্বেশ, মধুসূদন! আমায় আপনার দাস্য প্রদান করুন। হে কেশব! আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে শান্তিপ্রদ শঙ্খপাণে! জন্ম জন্ম আমার প্রতি আপনি কৃপা বিতরণ করুন। এই সংসাররূপ দারুণ হুতাশনতাপে আমি দগ্ধ হইতেছি, পুত্রাদি বন্ধুমরণ এবং আরও নানা শোকতাপে আমি ব্যাকুল হইয়াছি, হে পদ্মনাভ! আপনি জ্ঞানমেঘ বর্ষণে আমায় প্লাবিত করুন। হে নাথ! আমার আপনি আশ্রয় হউন। মহাত্মা অঙ্গের এইরূপ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া হৃষীকেশ স্বীয় ঘনশ্যামরূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। ঐ রূপ মহাতেজঃসম্পন্ন, শঙ্খচক্রগদাপাণি, পদ্মহস্ত, মহাপ্রভ, গরুড়ারূঢ়, হারকঙ্কণ-কুণ্ডলাদি সর্ব্বাভরণ-শোভিত, বন-

অঙ্গস্যাগ্রে হৃষীকেশঃ শোভমানং মহাপ্রভম্।
শ্রীবৎসাঙ্কেন পুণ্যেন কৌস্তুভেন জনার্দ্দনঃ ॥৫৮
দর্শয়িত্বা স্বকং দেহং সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। (১)
স উবাচ মহাত্মানং তমঙ্গমৃষিসত্তমম্ ॥ ৫৯
ভো ভো বিপ্র মহাভাগ শ্রূয়তাং বচনং শুভম্
মেঘগম্ভীরঘোষেণ সমাভাষ্য দ্বিজোত্তমম্ ॥
তপসানেন তুষ্টোঽস্মি বরং বরয় শোভনম্ ॥৬১
তুষ্যমাণং হৃষীকেশং তং দৃষ্ট্বা কমলাপতিম্।
দীপ্যমানং বিরাজন্তং বিশ্বরূপং জনেশ্বরম্ ॥ ৬২
পাদাম্বুজদ্বয়ং তস্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টস্তমুবাচ জনার্দ্দনম্ ॥ ৬৩
দাসোঽহং তব দেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
বরং মে দাতুকামোঽসি দেহি ত্বং বংশজং সুতম্
দিবি শক্রো যথা ভাতি সর্ব্বতেজঃসমন্বিতঃ।
তাদৃশং দেহি মে পুত্রং সর্ব্বলোকস্য রক্ষকম্॥৬৫
সর্ব্বদেবপ্রিয়ং দেব ব্রহ্মণ্যং ধর্ম্মপণ্ডিতম্।
দাতারং জ্ঞানসম্পন্নং ধর্ম্মতেজঃসমন্বিতম্ ॥ ৬৬
ত্রৈলোক্যরক্ষকং কৃষ্ণং সত্যধর্ম্মানুপালকম্।
যজ্ঞনামুত্তমং চৈকং শূরং ত্রৈলোক্যভূষণম্ ॥ ৬৭
ব্রহ্মণ্যং বেদবিদ্বাংসং সত্যসন্ধং জিতেন্দ্রিয়ম্।
অজিতং সর্ব্বজেতারং বিষ্ণুতেজঃসমপ্রভম্ ॥ ৬৮
বৈষ্ণবং পুণ্যকর্ত্তারং পুণ্যজ্ঞং পুণ্যলক্ষণম্।
শান্তং তু তপসোপেতং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৬৯
বেদজ্ঞং যোগিনাং শ্রেষ্ঠং ভবতো গুণসন্নিভম্।
ঈদৃশং দেহি মে পুত্রং দাতুকামো যদা বরম্ ॥৭০

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

এভির্গুণৈঃ সমোপেতস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অত্রিবংশস্য বৈ ধর্ত্তা বিশ্বস্যাস্য মহামতে ॥ ৭১
তেজসা যশসা পুণ্যৈঃ পিতরং চোদ্ধরিষ্যতি।
উদ্ধরিষ্যতি যঃ সত্যৈঃ পিতরঞ্চ পিতামহম্ ॥ ৭২
ভবান প্রাপ্স্যসি মে স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তমঙ্গং প্রতি স দ্বিজঃ ॥৭৩
কস্যচিৎ পুণ্যবীর্য্যস্য পুণ্যাং কন্যাং বিবাহয়।

মালাবিরাজিত, অতি নির্ম্মল ও অতি দিব্য। শ্রীবৎসচিহ্ন ও পুণ্য কৌস্তুভরাজিত সর্ব্বদেবময় জনার্দ্দন হরি এইরূপে স্বীয় শোভমান রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাত্মা অঙ্গ ঋষিকে মেঘগম্ভীর রবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভো ভো মহাভাগ বিপ্র! আমার শুভ বাক্য শ্রবণ কর। তোমার এই তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি শুভ বর গ্রহণ কর।৩১—৬১। কমলাপতি বিশ্বরূপী জগন্নাথ হৃষীকেশকে প্রসন্নভাবে সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া অঙ্গ ঋষি, তাঁহার পদাম্বুজযুগলে পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক মহাহর্ষে বলিলেন,—হে দেবেশ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! আমি তোমার দাস। যদি আমায় বরদানে সমুৎসুক হইয়া থাক, তবে আমার এক বংশকর পুত্র প্রদান কর। সর্ব্বতেজঃসম্পন্ন শক্র স্বর্গে বিরাজ করেন। সেই শক্রের ন্যায় সর্ব্বলোকরক্ষক পুত্র আমায় প্রদান কর। এ পুত্র যেন আমার সর্ব্বদেবপ্রিয়, দেবদ্বিজানুরক্ত, ধর্ম্মপণ্ডিত, দাতা, জ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মতেজঃশালী, ত্রৈলোক্যরক্ষক, সত্যধর্ম্মানুপালক, যজ্ঞকারীদিগের শ্রেষ্ঠ শৌর্য্যযুক্ত, ত্রিলোকভূষণ, ব্রহ্মণ্য, বেদবিদ্বান্, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, অজিত, সর্ব্বজেতা, বিষ্ণুবৎ প্রভাবশালী, বৈষ্ণব, পুণ্যকর্ত্তা, পুণ্যলক্ষণ, শান্ত, তপোন্বিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বেদজ্ঞ, যোগিশ্রেষ্ঠ, ভবাদৃশ ও ভবাদৃশগুণশালী হয়। আপনি যখন বর দানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমায় এইরূপ গুণবান পুত্রই প্রদান করুন। বাসুদেব কহিলেন,—হে মহামতে! তোমার এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রই উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র অত্রিবংশের এমন কি এই বিশ্বেরই উদ্ধারকর্ত্তা হইবে। তেজঃ, যশ, পুণ্য ও সত্যবলে সে নিজ পিতা ও পিতামহকে উদ্ধার করিবে। তুমি অন্তে মদীয় পরমস্থানে প্রয়াণ করিবে। এই বলিয়া দেবদেব পুনরায় অঙ্গ ঋষিকে বলিলেন,—

---

(১) অতঃপরং সর্ব্বালঙ্কারশোভাঢ্যং স্তুঙ্গস্যাগ্রে জনার্দ্দনঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

তস্যামুৎপাদয় সুতং শুভং পুণ্যবহং প্রিয়ম্‌ ॥ ৭৪
স ভবিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা মৎপ্রসাদান্মহামতে।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববেত্তা চ যাদৃশো বাঞ্ছিতস্ত্বয়া।
এবং বরং ততো দত্বা অন্তর্দ্ধানং গতো হরিঃ॥৭৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে অঙ্গ-বরপ্রদানং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

—

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

শপ্তা গন্ধর্ব্বপুত্রেণ সুশঙ্খেন মহাত্মনা।
তস্যাঃ শাপঃ কথং জাতঃ কিং কিং কর্ম্ম কৃতং তয়া ॥ ১
সা লেভে কীদৃশং পুত্রং তস্য শাপাদ্দ্বিজোত্তম।
সুনীথায়াশ্চরিত্রন্তু ত্বং নো বিস্তরতো বদ ॥ ২

সূত উবাচ।

সুশঙ্খেনাপি তেনৈব সা শপ্তা তনুমধ্যমা।
পিতুঃ স্থানং গতা সা তু সুনীথা দুঃখপীড়িতা ॥
পিতরং চাত্মনশ্চৈব চরিতঞ্চ প্রকাশিতম্‌।
শ্রুতবান্‌ সোঽপি ধর্ম্মাত্মা মৃত্যুঃ সত্যবতাং বরঃ
তামুবাচ সুনীথাস্তু সুতাং শপ্তাং মহাত্মনা।
ভবত্যা দুষ্কৃতং পাপং ধর্ম্মতেজঃপ্রণাশনম্‌ ॥ ৫
কস্মাৎ কৃতং মহাভাগে সুশান্তস্য হি তাড়নম্‌
বিরুদ্ধং সর্ব্বলোকস্য ভবত্যা পরিকল্পিতম্‌।
কামক্রোধবিহীনং তং সুশান্তং ধর্ম্মবৎসলম্‌।
তপোমার্গাবলগ্নঞ্চ পরব্রহ্মণি সংস্থিতম্‌ ॥ ৭
তমেব যাড়য়েদ্‌যো বৈ তস্য পাপং শৃণুষ্ব হি।
পাপাত্মা জায়তে পুত্রি কিল্বিষং ভুঙ্‌ক্তে বহু ॥৮
তাড়য়ন্তংতাড়য়েদ্‌যঃ ক্রোশন্তং ক্রোশয়েৎ পুনঃ
তস্য পাপং স বৈ ভুঙ্‌ক্তে তাড়িতস্য ন সংশয়ঃ
স বৈ শান্তং সজ্জিতাত্মা তাড়য়ন্তং ন তাড়য়েৎ।
নির্দ্দোষং প্রতি যেনাপি তাড়নঞ্চ কৃতং সুতে ॥
পশ্চান্মোহেন পাপেন নির্দ্দোষেঽপি চ তাড়য়েৎ

তুমি কোন পুণ্যবীর্য্যশালী ব্যক্তির পুণ্য-শীলা কন্যার পাণিগ্রহণ কর। সেই কন্যার গর্ভে শুভ পুণ্যাবহ পুত্র উৎপাদন করিবে। হে মহামতে! মৎপ্রসাদে সেই পুত্র ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেত্তা হইবে। হরি এইরূপ বর-দান করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ৬২—৭৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

—

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—গন্ধর্ব্বতনয় মহাত্মা সুশঙ্খ সুনীথাকে শাপ দিয়াছিলেন। তাঁহার শাপে সুনীথা কিরূপ হইয়াছিল? কি কি কর্ম্ম করিয়াছিল এবং কীদৃশ পুত্র লাভ করিয়াছিল? হে দ্বিজোত্তম! আপনি সুনী-থার চরিত সবিস্তরে আমাদের নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—সুশঙ্খ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দুঃখপীড়িতা তনুমধ্যা সুনীথা পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মকাহিনী ব্যক্ত করিল। ১—৪। সত্যনিষ্ঠগণের অগ্রণী ধর্ম্মাত্মা মৃত্যু কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—মহা-ভাগে! তুমি ধর্ম্মভাবনাশন পাপাচরণ করি-য়াছ, কেন সেই সুশান্ত তপস্বীকে তাড়ন করিলে? তুমি সর্ব্বলোকের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছ। যিনি কামক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক তপোমগ্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্মবৎসল সুশান্ত ব্যক্তিকে আহত করিলে, আঘাতকারীর যে পাপ হয়, তাহা শ্রবণ কর; তাহার পাপাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্র বহু পাপ অর্জ্জন করে। যে তাড়নকারীকে তাড়ন এবং আক্রোষ্টার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহার যে পাপ হয়, ঐ পাপাত্মা পুত্র নিশ্চিতই সেই পাপ ভোগ করিতে থাকে। তিনিই শান্ত এবং তিনিই জিতাত্মা, যিনি তাড়নকারীকে তাড়ন করেন না। হে সুতে! যে ব্যক্তি নির্দ্দোষকে তাড়ন করে, নির্দ্দোষের প্রতি বৃথা মনোবিরাগ উৎপাদন করে, সে পাপী নির্দ্দোষের দেহস্থ পাপ প্রাপ্ত

নির্দ্দোষং প্রতি যেনাপি হৃদ্‌রোগঃ ক্রিয়তে বৃথা ॥ ১১
নির্দ্দোষঃ তাড়য়েৎ পশ্চান্মোহাৎ পাপেন কেনচিৎ ।
স পাপী পাপমাপ্নোতি নির্দ্দোষস্য শরীরজম্ ॥
নির্দ্দোষো ঘাতয়েত্তং বৈ তাড়ন্তং পাপচেতসম্
পুনরুত্থায় বেগেন সাহসাৎ পাপচেতনম্ ॥ ১৩
পাপং কর্ত্তুশ্চ যৎপাপং নির্দ্দোষং প্রতি গচ্ছতি
তাড়নং নৈব তস্মাদ্ধি কার্য্যং দোষবতোঽপি চ
দুষ্কৃতঞ্চ মহৎপুত্রি ত্বয়ৈবং পরিপালিতম্ ।
শপ্তা তেনাপি পশ্চাচ্চ তস্মাৎ পুণ্যং সমাচর॥১৫
সতাং সঙ্গং সমাসাদ্য সদৈব পরিবর্ত্তয় ।
যোগধ্যানেন দানেন পরিবর্ত্তয় নন্দিনি ॥ ১৬
সতাং সঙ্গো মহাপুণ্যো বহুক্ষেমপ্রদায়কঃ ।
বালে পশ্য সুদৃষ্টান্তং সতাং সঙ্গস্য যদ্‌গুণম্॥ ১৭
অপাং সংস্পর্শনাৎ পানাৎ স্নানাত্তত্র মহাধিয়ঃ
মুনয়ঃ সিদ্ধিমায়ান্তি বাহ্যাভ্যন্তরক্ষালিতাঃ ।
শুচিমন্তো ভবন্ত্যেতে লোকাঃ সর্ব্বে চরাচরাঃ(১)
আপঃ শান্তাঃ সুশীতাশ্চ মৃদুগাত্রাঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥
নিম্নগা রসবত্যশ্চ পুণ্যবীর্য্যা মলাপহাঃ ।
তথা সন্তস্ত্বয়া জ্ঞেয়া নিষেব্যাশ্চ প্রযত্নতঃ (১) ॥
যথা বহ্নিপ্রসঙ্গাচ্চ মলং ত্যজতি কাঞ্চনম্ ।
তথা সতাং হি সংসর্গাৎ পাপং ত্যজতি মানবঃ ॥
সত্যবহ্নিপ্রদীপ্তশ্চ প্রজ্বলেৎ পুণ্যতেজসা ।
সত্যেন দীপ্তিমাংশ্চৈব জ্ঞানেনাপি সুনির্ম্মলঃ ॥
অত্যুক্তো ধ্যানভাবেন হ্যস্পৃশ্যঃ পাপজৈর্নরৈঃ
সত্যবহ্নেঃ প্রসঙ্গাচ্চ পাপং সর্ব্বং বিনশ্যতি ॥
তস্মাৎ সত্যস্য সংসর্গঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা ত্বয়া(২)
পাপভাবং পরিত্যজ্য পুণ্যমেব সমাশ্রয় ॥ ২৩

সূত উবাচ ।

এবং পিত্রা সুনীথা সা দুঃখিতা প্রবিবোধিতা
নমস্কৃত্য পিতুঃ পাদৌ সা গতা নির্জ্জনং বনম্ ॥

হইয়া থাকে; যে তাড়িত নির্দ্দোষ ব্যক্তি সাহসভরে উত্থিত হইয়া তাড়নকারী পাপাত্মা ব্যক্তিকে তাড়ন করে, সেই নির্দ্দোষ জনে পাপাচারীর পাপ প্রয়াণ করিয়া থাকে। অতএব দোষী ব্যক্তিকেও তাড়ন করিবে না। অয়ি পুত্রি! তুমি বিষম দুষ্কার্য্য করিয়াছ, তাই তোমাকে গন্ধর্ব্বতনয় শাপ দিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে পুণ্যাচরণ কর। হে নন্দিনি! তুমি সৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা যোগে, ধ্যানে, জ্ঞানে জীবন যাপন কর। ১—১৬। সৎসঙ্গ বাস্তবিকই মহাপুণ্যাবহ ও বহু শ্রেয়স্কর। হে বালে। সৎসঙ্গের যে কি গুণ,তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। ধীমান্ মুনিগণ জলের সংস্পর্শে, পানে এবং স্নানে, অন্তরে বাহিরে ক্ষালিত হইয়া সিদ্ধি লাভ করেন। এই চরাচর লোক সকল তাহা দ্বারা শুচি হইয়া থাকে। জল শান্ত, সুশীতল, মৃদু, প্রিয়ঙ্কর, নির্ম্মল, রসবৎ পুণ্যবীর্য্য ও মলাপহ। যাহারা সৎলোক, তাঁহাদিগকেও তুমি এইরূপ জানিবে এবং যত্নের সহিত সেবা করিবে। যেমন বহ্নিপ্রসঙ্গে কাঞ্চন মালিন্য ত্যাগ করে, সেইরূপ মানব সৎসংসর্গবশে পাপ পরিহার করিয়া থাকে। সত্যরূপ বহ্নি স্বভাবতই প্রদীপ্ত। উহা পুণ্যতেজে আরও প্রজ্বলিত হয়। সত্যসেবায় উহার তেজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহা জ্ঞানযোগে সুনির্ম্মল, ধ্যানভাবে অত্যুক্ত এবং পাপিজনের অস্পৃশ্য। এ হেন সত্য বহ্নির প্রসঙ্গে সমস্ত পাপই ভস্মীভূত হয়। অতএব সর্ব্বথা তুমি সত্যসংসর্গ কর। পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যেরই আশ্রয় লও। সূত কহিলেন,—পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিতা

(১)"যজ্ঞাদ্যাস্ত তপোঽন্বিতা"ইতি পাঠান্তরম্ ।

(১) "অপি সন্তোষশীলশ্চ মৃদুগামী প্রিয়ঙ্করঃ। নির্ম্মলো রসবাংশ্চাসৌ পুণ্যবীর্য্যো মলাপহঃ ॥ তথা শান্তো ভবেৎ পুত্রি সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়কঃ।" ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২) অতঃপরং "তস্মাৎ পুত্রি মহাভাগে চিন্তয়াধোক্ষজং হরিম্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে ।

কামক্রোধৌ পরিত্যজ্য বাল্যভাবং তপস্বিনী।
মোহদ্রোহৌ চ মায়াঞ্চ ত্যক্ত্বা চৈকান্তমাশ্রিতা
তস্যাঃ সখ্যঃ সমাজগ্মুঃ ক্রৌড়ার্থং লীলয়ান্বিতাঃ(১)
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষ্যঃ সুনীথাং দুঃখভাগিনীম্
ধ্যায়ন্তীং চিন্তয়ানাং তামুচুশ্চিন্তাপরায়ণাঃ।
কস্মাচ্চিন্তসি ভদ্রে ত্বমনয়া চিন্তয়ান্বিতা ॥ ২৭
সন্তাপকারণং ব্রূহি চিন্তা দুঃখপ্রদায়িনী।
একৈব সার্থকা চিন্তা ধর্ম্মস্যার্থে বিচিন্ত্যতে ॥২৮
দ্বিতীয়া সার্থকা চিন্তা যোগিনাং ধর্ম্মনন্দিনি।
অন্যা চানর্থকা চিন্তা তাং নৈব পরিকল্পয়েৎ ॥২৯
কায়নাশকরী চিন্তা বলতেজঃপ্রণাশিনী।
নাশয়েৎ সর্ব্বসৌখ্যন্তু রূপহানিং বিদর্শয়েৎ ॥৩০
তৃষ্ণাং মোহং তথা লোভমেতাংশ্চিন্তা হি প্রাপয়েৎ।
পাপমুৎপাদয়েচ্চিন্তা চিন্তিতা চ দিনে দিনে ॥৩১
চিন্তা ব্যাধিপ্রকাশায় নরকায় প্রকল্পয়েৎ।
তস্মাচ্চিন্তাং পরিত্যজ্য চানুবর্ত্তস্ব শোভনে ॥৩২
অর্জ্জিতং কর্ম্মণা পূর্ব্বং স্বয়মেব নরেণ তু।
তদেব ভুঙ্ক্তেঽসৌ জন্তুস্তন্নবাম্ন বিচিন্তয়েৎ
তস্মাচ্চিন্তাং পরিত্যজ্য সুখদুঃখাদিকং বদ।
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সুনীথা বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে সুনীথাচরিতং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

হইয়া দুঃখিতা সুনীথা পিতৃপাদযুগলে নমস্কারপূর্ব্বক নির্জ্জন বনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া কাম, ক্রোধ ও বাল্যচাপল্য পরিহারপূর্ব্বক তপস্বিনী হইলেন। মোহ, দ্রোহ, মায়া, তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। তিনি একান্তবাসে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বিশালাক্ষী লীলাবতী সখীগণ ক্রৌড়ার্থ আগমন করিয়া দেখিল, তাহাদের সখী সুনীথা তপস্যার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তিনি ধ্যানমগ্না ও চিন্তাক্রান্তা। তদ্দর্শনে তাঁহার সখীগণ চিন্তাক্রান্তা হইয়া তাঁহাকে বলিল,—ভদ্রে! তুমি চিন্তাভারে আক্রান্তা হইয়া কি জন্য কি চিন্তা করিতেছ? চিন্তা বস্তুতই দুঃখদায়িনী; অতএব তুমি তোমার চিন্তার কারণ আমাদের নিকট বল। দেখ, ধর্ম্মের জন্য যে চিন্তা, সেই এক চিন্তাই সার্থক চিন্তা। ১৭—২৮। দ্বিতীয় যাহা সার্থক চিন্তা, সে চিন্তা যোগীদিগের। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কিছু চিন্তা, সমস্তই নিরর্থক। হে ধর্ম্মনন্দিনি! সেরূপ চিন্তা করা, কখনই কর্ত্তব্য নহে। বল, তেজঃ ও দেহনাশিনী চিন্তা সর্ব্বসৌখ্যনাশের হেতু। উহাতে নিজের দেহশ্রী নষ্ট হয়। উহা তৃষ্ণা, মোহ, লোভ, এই তিনটী বস্তু আনয়ন করে। ঐ চিন্তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া পাপ উৎপাদন করে। ক্রমে চিন্তা ব্যাধি এবং নরকোৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে শোভনে! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর। মানুষ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মার্জ্জিত ফলই ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞানবান্ সে জন্য চিন্তিত হন না। অতএব তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সুখ-দুঃখাদির বিবরণ ব্যক্ত কর। সুনীথা সখীগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ২৯—৩৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

(১) "রম্ভাদ্যাস্ত তপোঽন্বিতা" ইতি পাঠান্তরম্

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
যথা শপ্তা বনে পূর্ব্বং সুশঙ্খেন মহাত্মনা।
তাসু সর্ব্বং সমাখ্যাতং সখীম্বেবং বিচেষ্টিতম্।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাত্মা সুশঙ্খ পূর্ব্বে বনমধ্যে সুনীথাকে যেরূপ অভিশাপ দিয়া-

আত্মনশ্চ মহাভাগা দুঃখেনাতিপ্রপীড়িতা ॥ ১
সুনীথোবাচ ;
অন্যচ্চাহং প্রবক্ষ্যামি সখ্যঃ শৃণ্বন্তু সাম্প্রতম্।
মদীয়াং রূপসম্পত্তিং বয়ঃ সগুণসম্পদম্ ॥ ২
বিলোক্য তাতশ্চিন্তাত্মা সঞ্জাতো মম কারণাৎ
দেবেভ্যো দাতুকামোহসৌ মুনিভ্যস্তু
মহাযশাঃ ॥ ৩
মাক্ত হস্তে নিগৃহ্যৈব সর্ব্বান্ বাক্যমুদাহরৎ।
গুণাঢ্যেয়ং সুতা বালা মমৈবং চারুলোচনা ॥৪
দাতুকামোহস্মি ভদ্রং বো গুণিনে বৈ
মহাত্মনে।
মৃত্যোর্ব্বাক্যং ততো দেবা ঋষয়ঃ শুশ্রুবুস্তদা ॥ ৫
তমূচুর্ভাষমাণন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ;
তব কন্যা গুণাঢ্যেয়ং শীলানাং পরমো নিধিঃ ॥
দোষেণৈকেন সন্দুষ্টা ঋষিশাপেন তেন বৈ।
অস্যামুৎপৎস্যতে পুত্রো যস্য বীর্য্যাৎ পুমান্ কিল
ভবিতাসৌ মহাপাপী পুণ্যবংশবিনাশকঃ ॥ ৭
গঙ্গাতোয়েন সম্পূর্ণো যথা কুম্ভঃ প্রদৃশ্যতে।
সুরায়া বিন্দুনা লিপ্তো মদ্যকুম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ৮
পাপস্য পাপসংসর্গাৎ কুলং পাপং প্রজায়তে।
আরনালস্য বৈ বিন্দুঃ ক্ষীরমধ্যে প্রয়াতি
চেৎ ॥ ৯
পশ্চান্নাশয়তে ক্ষীরমাত্মরূপং প্রকাশয়েৎ।
তদ্বদ্বিনাশয়েৎ বংশং পাপপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥ ১০
অনেনৈব হি দোষেণ ভবেয়ং পাপভাগিনী।
অন্যস্মৈ দীয়তাং গচ্ছ দেবৈরুক্তঃ পিতা মম ॥
দেবৈশ্চাপি সগন্ধর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
তৈশ্চাপি সম্পরিত্যক্তঃ পিতা মে দুঃখপীড়িতঃ
মমান্তে চাপি স্বীকারং ন কুর্ব্বন্তি হি সজ্জনাঃ।
এবং পাপময়ং কর্ম্ম ময়া চৈব পুরা কৃতম্ ॥ ১৩
সন্তপ্তা দুঃখশোকেন বনমেব সমাশ্রিতা।
তপ এব চরিষ্যামি করিষ্যে কায়শোষণম্ ॥১৪
ভবতীভিঃ সুপৃষ্টাহং কার্য্যকারণমেব হি।
মম চিন্তানুগং কর্ম্ম ময়া তত্ত্বঃ প্রকাশিতম্ ॥১৫

ছিলেন, মহাভাগা সুনীথা দুঃখপীড়িতা হইয়া সেই বৃত্তান্ত এবং নিজানুষ্ঠিত কার্য্যবিবরণ সমস্তই সখীদিগের নিকট বলিলেন। পরে পুনরায় সুনীথা সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে সখীগণ! আমি সম্প্রতি আরও এক বৃত্তান্ত বলিতেছি। আমার রূপ, বয়স এবং গুণসম্পৎ অবলোকন করিয়া পিতা আমার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেব বা মুনিগণের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবার জন্য আমার হাতে ধরিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—আমার এই চারুনয়না বালা বহুগুণযুতা; আপনাদের মধ্যে কোন গুণবান্ সুমহাত্মার করে আমার এই কন্যাটিকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তখন মৎপিতা মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—তোমার কন্যা গুণবতী এবং শীলবতী সন্দেহ নাই; পরন্তু ইহার একটী মাত্র দোষ—ইহার প্রতি ঋষিগণের অভিশাপ। যাহার বীর্য্যে ইহার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে পুণ্য-বংশহন্তা মহাপাপী হইবে। গঙ্গাজলপূর্ণ কুম্ভ বিন্দুমাত্র মদ্য লিপ্ত হইলেই সে মদ্যকুম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপ পাপের পাপসঙ্গে সমস্ত কুলই পাপময় হয়। কাঞ্জিকবিন্দু ক্ষীরমধ্যে পতিত হইলে ক্ষীর নষ্ট হয় এবং কাঞ্জিকের আত্মরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ পাপ পুত্র সমস্ত বংশই বিনাশ করে। তোমার এই কন্যা এই দোষেই পাপভাগিনী হইয়াছে। অতএব ইহাকে অন্যের করে সম্প্রদান কর; অন্যত্র চলিয়া যাও। দেবগণ আমার পিতাকে এই কথা কহিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি প্রভৃতি মহাত্মগণ কর্ত্তৃক পিতা পরিত্যক্ত হইয়া, অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইলেন। তৎকালে অন্য কোন সজ্জনই আমাকে বিবাহ করিলেন না। এইরূপে আমি পূর্ব্বে পাপময় কর্ম্ম করিয়াছি। তাই দুঃখশোকে সন্তপ্ত হইয়া বনেরই আশ্রয় লইয়াছি। আমি তপস্যা করিব, এবং তদবস্থায় কায়শোষণ করিব। তোমরা

এবমুক্তা সুনীথা সা মৃত্যোঃ কন্যা যশস্বিনী।
বিররাম সুদুঃখার্ত্তা কিঞ্চিন্নোবাচ বৈ পুনঃ॥ ১৬
সখ্যঃ উচুঃ।
দুঃখমেব মহাভাগে ত্যজ কায়বিনাশনম্।
নাস্তি কস্য কুলে দোষো দেবৈঃ পাপঃ সমাশ্রিতম্
জিহ্মমুক্তং পুরা তেন ব্রহ্মণা হরিসন্নিধৌ।
দেবৈশ্চাপি ন হি ত্যক্তো ব্রহ্মা পূজ্যতমো-
ঽভবৎ।
ব্রহ্মহত্যাপ্রযুক্তোঽসৌ দেবরাজোঽপি পশ্য ভোঃ
দেবৈঃ সার্দ্ধং মহাভাগৈস্ত্রৈলোক্যং পরিভুঞ্জতি।
গৌতমস্য প্রিয়াং ভার্য্যামহল্যাং গতবান পুরা
পরদারাভিগামী স দেবত্বে পরিবর্ত্ততে॥ ২০
ব্রহ্মহত্যোপমং কর্ম্ম দারুণং কৃতবান্ হরঃ।
ব্রহ্মণস্তু কপালেন চাদ্যাপি পরিবর্ত্ততে (১)॥২১
দেবা নমন্তি তং দেবমৃষয়ো বেদপারগাঃ।
আদিত্যঃ কুষ্ঠসংযুক্তস্ত্রৈলোক্যঞ্চ প্রকাশয়েৎ॥
লোকা নমন্তি তং দেবং দেবাদ্যাঃ সচরাচরাঃ
কৃষ্ণো ভুঙক্তে মহাশাপং ভার্গবেণ কৃতং পুরা
গুরুদারান্ গতশ্চন্দ্রঃ ক্ষয়ী তেন প্রজায়তে।
ভবিষ্যতি মহাতেজা রাজরাজঃ প্রতাপবান্॥২৪
পাণ্ডুপুত্রো মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মাত্মা স যুধিষ্ঠিরঃ।
গুরোশ্চৈব বধার্থায় হ্যনৃতং স বদিষ্যতি॥২৫
এতেষ্বেব মহৎপাপং বর্ত্ততে চ মহৎসু চ।
বৈগুণ্যং কস্য বৈ নাস্তি কস্য নাস্তি চ লাঞ্ছনম্
ভবতী স্বল্পদোষেণ লিপ্তানেন বরাননে।
উপকারং করিষ্যামস্তবৈব বরবর্ণিনি॥ ২৭
তবাঙ্গে যে গুণাঃ সন্তি সত্যং স্ত্রীণাং যথা শুভে
অন্যত্রাপি ন পশ্যামস্তান্ গুণাংশ্চারুলোচনে॥২৮
রূপমেব গুণঃ স্ত্রীণাং প্রথমং ভূষণং শুভে।
শীলমেব দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ং সত্যমেব চ॥২৯

আমাকে যে কার্য্য, কারণ এবং মদীয় চিন্তানুগত কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম। মৃত্যুনন্দিনী যশস্বিনী সুনীথা এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। দুঃখার্ত্তা হইয়া তিনি আর কোন কথাই, কহিলেন না। সখীগণ কহিলেন,—হে মহাভাগে। দেহক্ষয়কর দুঃখ পরিত্যাগ কর। কুলে কাহার দোষ নাই? দেবগণও পাপাশ্রয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা হরিসন্নিকটে কুটবাক্য বলিয়াছিলেন। সেই জন্য পূজ্যতম হইলেও দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়া দেবগণসহ ত্রৈলোক্য ভোগ করিতেছেন।১—১৯। গৌতমের প্রিয়া ভার্য্যা অহল্যায় তিনি উপগত হইয়াছিলেন। পরদারাভিগামী হইয়াও ইন্দ্র অদ্যাপি দেবত্বে বিরাজ করিতেছেন। হর ব্রহ্মহত্যাসদৃশ দারুণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাই অদ্যাপি তিনি ব্রহ্মকপালকরে বিরাজমান। দেবগণও বেদপারগ ঋষিগণ তাঁহাকে নমস্কার করেন। কুষ্ঠযুক্ত আদিত্য এই ত্রৈলোক্যের প্রকাশক। দেবগণ ও চরাচর সমস্ত লোক তাঁহার পদে প্রণত। কৃষ্ণ ভার্গবপ্রদত্ত মহাশাপ ভোগ করিতেছেন। চন্দ্র গুরুভার্য্যাগত হইয়াছিলেন, তাই ক্ষয়ী হইয়াছেন। পরে আবার তিনি মহাতেজাঃ দ্বিজরাজ হইবেন। পাণ্ডুনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গুরুবধার্থ অনৃতার্থ বাক্য বলিলেন। এই সকল মহাজনেও মহৎ পাপ বর্ত্তমান। সুতরাং বৈগুণ্য কাহার নাই? এবং কাহারই বা লাঞ্ছনা নাই? হে বরাননে! তুমি তো স্বল্পদোষে লিপ্ত হইয়াছ। হে বরবর্ণিনি! তোমার আমরা উপকার করিব। হে শুভে! তোমার অঙ্গে সাধু নারীর ন্যায় যে সকল গুণ আছে, সে সকল গুণ অন্যত্র কোথাও আমরা দেখি না। হে চারুনেত্রে! রূপই নারীর প্রথম গুণ। এবং উহাই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

---

(১) "দেহে নিপতিতো পশ্য নিমিশাপেনবা পুনঃ
অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভূতস্ত্রৈলোক্যং পরিকল্পয়েৎ।
লোকস্থাশ্চ প্রজা যস্য দেবাদ্যাশ্চ চরাচরাঃ॥
ইতি পাঠান্তরম্

আর্জ্জবত্বং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং ধর্ম্মমেব হি।
মধুরত্বং ততঃ প্রোক্তং ষষ্ঠমেবং বরাননে॥ ৩০
শুদ্ধত্বং সপ্তমং বালে হ্যন্তর্ব্বাহ্যেষু যোষিতাম্।
অষ্টমং হি পিতুর্ভাবঃ শুশ্রূষা নবমং কিল॥ ৩১
সহিষ্ণুর্দ্দশমং প্রোক্তং রতিশ্চৈকাদশং তথা।
পাতিব্রত্যং ততঃ প্রোক্তং দ্বাদশং বরবর্ণিনি॥
তেষু সম্ভাবিতা বালে মা ভৈর্দ্দেবি বরাননে।
যেনোপায়েন তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি সুধর্ম্মধৃক্॥
তমুপায়ং প্রপশ্যামস্তবার্থং বয়মেব হি।
তামূচুস্তা বরাঃ সখ্যো মা বৈ ত্বং সাহসং কুরু॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তা সুনীথা তু পুনরূচে সখীস্তু তাঃ।
কথয়ধ্বং মমোপায়ং যেন ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥৩৫
তামূচুস্তা বরা নার্য্যো রম্ভাদ্যাশ্চারুলোচনাঃ।
রূপমাধুর্য্যসংযুক্তা ভবতী ভূতিবর্দ্ধিনী॥ ৩৬
ব্রহ্মশাপেন সন্তীতা বয়মত্র সমাগতাঃ।
তাং প্রোচুর্হি বিশালাক্ষীং মৃত্যুকন্যাং সুলোচনাম্॥ ৩৭

বিদ্যামেকাং প্রদাস্যামঃ পুরুষাণাং প্রমোহিনীম্
সর্ব্বমায়াবিদাং ভদ্রে সর্ব্বভদ্রপ্রদায়িনীম্॥ ৩৮
বিদ্যাবলং ততো দত্ত্বাস্তস্যৈ তাঃ সুখদায়কম্।
যং যং মোহয়িতুং ভদ্র ইচ্ছস্যেবং সুরাদিকম্॥
তং তং সদ্যো মোহয় বা ইত্যুক্তা সা তথাকরোৎ।
বিদ্যায়া হি সুসিদ্ধায়াঃ সা সুনীথা সুনন্দিতা
ভ্রমন্ত্যেবং সখীভিস্তু পুরুষান্ সা বিপশ্যতি॥
অটমানা গতা পুণ্যং নন্দনং বনমুত্তমম্॥ ৪১
গঙ্গাতীরে ততো দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং রূপসংযুতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সূর্য্যতেজঃসমপ্রভম্॥ ৪২
রূপেণাপ্রতিমং লোকে দ্বিতীয়মিব মন্মথম্।
দেবরূপং মহাভাগং ভাগ্যবন্তং সুভাগ্যদম্॥৪৩
অনৌপম্যং মহাত্মানং বিষ্ণুতেজঃসমপ্রভম্।
বৈষ্ণবং সর্ব্বপাপঘ্নং বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্।
কামক্রোধবিহীনং তমত্রিবংশবিভূষণম্॥ ৪৪

দ্বিতীয় গুণ শীল, তৃতীয় সত্য, চতুর্থ আর্জ্জব, পঞ্চম ধর্ম্ম; মাধুর্য্য ষষ্ঠ, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধত্ব সপ্তম, পিতৃভাব অষ্টম, শুশ্রূষা নবম, সহিষ্ণুতা দশম, রতি একাদশ, এবং পাতিব্রত্য দ্বাদশ। হে বরবর্ণিনি! এই দ্বাদশ গুণেই তুমি ভূষিত; সুতরাং ভীত হইও না। যে কোন উপায়েই হউক, তোমার সুধর্ম্মাত্মা ভর্ত্তা হইবে। আমরা তোমার জন্য সেই উপায়ই দেখিতেছি। এই বলিয়া সখীগণ সুনীথাকে উপসংহারে বলিলেন,—সখি! তুমি কোন সাহসিক কার্য্য করিও না। ২০—৩৪। সূত কহিলেন,—সখীগণের এই কথার উত্তরে সুনীথা পুনরায় সখীদিগকে কহিলেন,—কোন্ উপায়ে আমার ভর্ত্তা হইবে, তাহা তোমরা বল! রম্ভাদি চারুনেত্রা, সখীগণ তখন তাঁহাকে বলিলেন,—সখি! তুমি রূপমাধুর্য্যময়ী, ভূতিবর্দ্ধিনী হইয়াও ব্রহ্মশাপে ভীতা হইয়াছ। তাই আমরা হেথায় আসিয়াছি। এই বলিয়া তাহারা বিশালাক্ষী সুলোচন সুনীথাকে পুনরায় বলিল,—হে ভদ্রে আমরা তোমাকে এক পুরুষপ্রমোহিনী বিদ্যা প্রদান করিতেছি; ইহা সর্ব্বমায়াবিৎ ব্যক্তিরও সর্ব্বশুভদায়িনী। এই বলিয় তাহারা সুনীথাকে সেই সুখদায়ক বিদ্যাবল প্রদান করিল এবং বলিল—ভদ্রে! তুমি সুরাদি যে কোন ব্যক্তিকেই মোহিত করিতে ইচ্ছা করিবে, বিদ্যাবলে সদ্যই তাঁহাকে মোহিত করিতে পারিবে। সুনীথা এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাই করিয়াছিলেন। সুনীথা বিদ্যা সুসিদ্ধা হইলে সুনীথা সানন্দচিত্তে একদা সখীগণ সহ ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্যতম নন্দনবনে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া গঙ্গাতীরে দেখিলেন,—এক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সূর্য্যতেজঃসমপ্রভ রূপবান্ ব্রাহ্মণ তপস্যা করিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় প্রতিভাত। তাঁহার রূপ দেবোচিত তিনি মহাভাগ, সৌভাগ্যপ্রদ, ভাগ্যবান্ মহাত্মা, বিষ্ণুতেজঃসমপ্রভ, বৈষ্ণব, বিষ্ণুতুল্যপরাক্রম, সর্ব্বপাপঘ্ন, কামক্রোধবিহীন ও

দৃষ্ট্বা সুরূপং তপসাং স্বরূপং
দিব্যপ্রভাবং পরিতপ্যমানম্।
পপ্রচ্ছ রম্ভাং স্বসখীং সবাগা
কোঽয়ং দিবিষ্ঠপ্রবরো মহাত্মা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রম্ভোবাচ।

ব্রহ্মা হ্যব্যক্তসম্ভূতস্তস্মাজ্জজ্ঞে প্রজাপতিঃ।
অত্রির্নাম স ধর্ম্মাত্মা তস্য পুত্রো মহামনাঃ ॥ ১
অঙ্গো নাম অয়ং ভদ্রে নন্দনং বনমাগতঃ।
ইন্দ্রস্য সম্পদং দৃষ্ট্বা লীলাতেজঃসমন্বিতাম্ ॥ ২
চিন্তা স্পৃগা ত্বনেনাপি ইন্দ্রস্য সদৃশে পদে।
ঈদৃশো হি যদা পুত্রো মম স্যাদ্ধর্ম্মসংযুতঃ ॥ ৩
শ্রেয়ো মে ভবেজ্জন্ম যশঃকীর্ত্তিসমন্বিতম্।
আরাধিতো হৃষীকেশস্তপোভির্নিয়মৈস্ততঃ ॥ ৪
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বরং যাচিতবানয়ম্।
ইন্দ্রস্য সদৃশং পুত্রং বিষ্ণুতেজঃপরাক্রমম ॥ ৫
বৈষ্ণবং সর্ব্বপাপঘ্নং দেহি মে মধুসূদন।
দত্তবান্ স তদা পুত্রমীদৃশং সর্ব্বধাবকম্ ॥ ৬
তদাপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রঃ পুণ্যাং কন্যাং প্রপশ্যতি।
যথা ত্বং চারুসর্ব্বাঙ্গী তথায়ং পরিপশ্যতি ॥ ৭
এনং গচ্ছ বরারোহে অস্মাৎ পুত্রো ভবিষ্যতি
পুণ্যাত্মা পুণ্যধর্ম্মজ্ঞো বিষ্ণুতেজঃপরাক্রমঃ ॥ ৮
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
অয়ং ভর্ত্তা ভবত্বর্থে ভবেদ্দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ৯
সুশঙ্খস্যাপি যঃ শাপো বৃথা সোঽপি ভবিষ্যতি
অস্মাজ্জাতে মহাভাগে পুত্রে ধর্ম্মপ্রচারিণি।
ভবিষ্যতি সুখং ভদ্রে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
সুক্ষেত্রে কর্ষকো যাদৃগ্বীজং বপতি তৎপরঃ।

অত্রিবংশের ভূষণ। সুনীথা সেই রূপবান, তপোরাশিস্বরূপ, দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সানুরাগে স্বীয় সখী রম্ভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! কে ঐ স্বর্গস্থ মহাপুরুষ? ২০—৪৫।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

রম্ভা কহিল,—ব্রহ্মা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন। তাঁহা হইতে প্রজাপতি অত্রি; অত্রির পুত্র মহামনা অঙ্গ; সেই অঙ্গই এই নন্দনবনে সমাগত হইয়া ইন্দ্রের প্রভাব, লীলাবিলাস ও উত্তম সমৃদ্ধিসন্দর্শনে ইন্দ্রতুল্য পদগৌরব ভোগে স্পৃহা করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—আমার যখন ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধার্ম্মিক পুত্র হইবে, তখন আমার জন্ম যশোযুক্ত ও মঙ্গলময় হইবে। এই ভাবিয়া অঙ্গ নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা হৃষীকেশকে আরাধনা করেন। পরে হৃষীকেশ প্রসন্ন হইলে তাঁহার নিকট এইরূপ বর গ্রহণ করেন যে, হে মধুসূদন! আমায় এক ইন্দ্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণুর ন্যায় তেজ ও পরাক্রমশালী পাপহর বৈষ্ণব পুত্র প্রদান করুন। অঙ্গের প্রার্থনায় হৃষীকেশ তাদৃশ পুত্রপ্রাপ্তিরই বর প্রদান করিলেন। তদবধি ঐ বিপ্রেন্দ্র, একটী পুণ্যশীলা কন্যার সন্ধান করিতেছেন। তুমি যেমন চারুগাত্রী, ইনিও সেইরূপ কন্যারই অনুসন্ধানপর। অতএব হে বরারোহে! তুমি ঐ বিপ্রেন্দ্রের সহিতই মিলিত হও। ইঁহা হইতেই তোমার বিষ্ণুতুল্যপরাক্রম পুণ্যধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ সমস্ত বিষয় বলিলাম। ইনিই তোমার যোগ্য ভর্ত্তা; ইনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই। হে মহাভাগে! ইঁহা হইতে তোমার ধর্ম্মপ্রচারক পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলে সুশঙ্খের শাপ বৃথা হইয়া যাইবে। হে ভদ্রে! তুমি বিবাহে সুখী হইবে। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। কৃষিকার যদি

স তথা ভুঙ্‌ক্তে দেবি যথা বীজং তথা ফলম্॥
অন্যথা নৈব জায়েত তৎসর্ব্বং সদৃশং ভবেৎ।
অয়মেব মহাভাগস্তপস্বী পুণ্যবীর্য্যবান্॥ ১২
অস্য বীর্য্যাৎ সমুৎপন্নো হ্যস্যৈব গুণসম্পদা।
যুক্তঃ পুত্রো মহাতেজাঃ সর্ব্বদেহভৃতাং বরঃ॥১৩
ভবিষ্যতি মহাভাগো যুক্তাত্মা যোগতত্ত্ববিৎ॥

এবং হি বাক্যং সুনিশম্য বালা
রম্ভাপ্রযুক্তং শিবদায়কং তৎ।
বিচিন্ত্য বুদ্ধ্যা হি সুনীথয়া তদা
তথ্যার্থমেতৎ পরিসত্যমেব হি॥ ১৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুনীথোবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া ভদ্রে এবমেতৎ করোম্যহম্।
অনয়া বিদ্যয়া বিপ্রং মোহয়িষ্যামি নান্যথা॥ ১
সাহায্যং দেহি মে পুণ্যং যেন গচ্ছামি সাম্প্রতম্।
এবমুক্তা তয়া রম্ভা তামুবাচ মনস্বিনীম্॥ ২
কীদৃগ্‌ দদামি সাহায্যং তত্ত্বং কথয় ভামিনি।
দূতত্বং গচ্ছ মে ভদ্রে এতং প্রতি সুসাম্প্রতম্॥
এবমুক্তং তয়া তাভ্যাং রম্ভাং প্রতি সুলোচনাম্।
এবমেতৎ প্রতিজ্ঞাতং রম্ভয়া দেবযোষিতা।
করিষ্যে তব সাহায্যমাদেশো মম দীয়তাম্॥ ৪
সম্ভাবেন বিশালাক্ষী রূপযৌবনশালিনী।
মায়য়া দিব্যরূপা সা সম্ভূব বরাননা॥ ৫
রূপেণাপ্রতিমা লোকে মোহয়ন্তী জগত্রয়ম্।
মেরোশ্চৈব মহাপুণ্যে শিখরে চারুকন্দরে॥ ৬
নানাধাতুসমাকীর্ণে নানারত্নোপশোভিতে।
দেববৃক্ষৈঃ সমাকীর্ণে বহুপুষ্পোপশোভিতে॥ ৭
দেববৃন্দসমাকীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিতে।
মনোহরে সুরম্যে চ শীতচ্ছায়াসমাকুলে॥ ৮
চন্দনানামশোকানাং তরূণাং চারুহাসিনী।

তৎপর হইয়া সুক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তাহা হইলে হে দেবি! যথা বীজানুরূপই ফলভোগ করিয়া থাকে। তাহার অন্যথা হয় না। সমস্তই সুসদৃশ হইয়া থাকে। ইনিই পুণ্যবীর্য্যশালী মহাভাগ তপস্বী। ইঁহার বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্র ইঁহারই গুণসম্পদে অন্বিত হইবে। সেই পুত্র মহাতেজা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ্য, যুক্তাত্মা ও যোগতত্ত্বজ্ঞ হইবেন। বালা সুনীথা রম্ভার ঐ মঙ্গলাবহ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন,—রম্ভার বাক্যই যথার্থ নিশ্চিত। ১—১৫।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সুনীথা কহিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি সত্যই বলিয়াছ। আমি এইরূপ কার্য্যই করিব। এই বিদ্যাবলে আমি বিপ্রকে নিশ্চয় মোহিত করিব। তুমি আমার উপযুক্ত সাহায্য কর। যাহাতে আমি সম্প্রতি গমন করিতে পারি। সুনীথা এই কথা কহিলে রম্ভা তাহাকে বলিলেন,—হে ভামিনি! তোমার আমি কিরূপ সাহায্য করিব, তাহা নিশ্চিতরূপে বল। সুনীথা সুলোচনা রম্ভাকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি সম্প্রতি আমার দূতরূপে ঐ বিপ্রের নিকট গমন কর। দেববালা রম্ভা তাহাই প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন,—তুমি আদেশ কর, আমি তোমার সাহায্য করিব। সুলোচনা সুনীথা স্বভাবতই রূপ এবং যৌবনশালিনী। তাহাতে এক্ষণে মায়াবলে আরও উত্তমরূপ ধারণ করিলেন। জগতে তাঁহার রূপের প্রতিমা রহিল না। রূপে তিনি ত্রিজগৎ মোহিত করিয়া মেরুর চারুকন্দরময় মহাপুণ্য শিখরে গমন করিলেন। ঐ মেরু-শিখর নানাধাতুসমাকীর্ণ, নানারত্নমণ্ডিত, দেববৃক্ষসমাকীর্ণ, বহু পুষ্পাবভাষিত, দেববৃন্দ-গণ বৃত, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণসেবিত, মনোহর, সুরম্য এবং চন্দন ও অশোকতরুর

দোলায়াং সা সমারূঢ়া সর্ব্বশৃঙ্গারশোভিতা ॥ ৯
কৌশেয়েন সুনীলেন রাজমানা বরাননা।
বন্ধূকপুষ্পবর্ণেন কঞ্চুকেন দ্বিজোত্তম ॥ ১০
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালা বীণাতালকরান্বিতা।
গায়মানা বরাঙ্গী তং সুস্বরং বিশ্বমোহনম্ ॥ ১১
তাভিঃ পরিবৃতা বালা সখীভিঃ সুমনোহরা।
অঙ্গস্তু কন্দরে পুণ্যে একান্তে ধ্যানমাস্থিতঃ।
কামক্রোধবিহীনস্তু ধ্যায়মানো জনার্দ্দনম্ ॥ ১২
স শ্রুত্বা সুস্বরং গীতং মধুরং সুমনোহরম্।
তালমানক্রিয়োপেতং সর্ব্বসত্ত্ববিকর্ষণম্ ॥ ১৩
ধ্যানাচ্চচাল তেজস্বী মায়াগীতেন মোহিতঃ।
সমুত্থায়াসনাত্তূর্ণং বীক্ষমাণো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৪
জগাম তত্র বেগেন মায়াচলিতমানসঃ।
দোলাসংস্থাং বিলোক্যৈব বীণাদণ্ডকবাদিনীম্
হসমানাং সুগায়ন্তীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
মোহিতস্তেন গীতেন রূপেণাপি মহাযশাঃ ॥ ১৬
তস্যা লাবণ্যভাবেন মন্মথস্য শরাহতঃ।
আকুলব্যাকুলজ্ঞানো মুনিপুত্রো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৭
প্রলপত্যতিমোহেন জৃম্ভতে চ পুনঃ পুনঃ।
স্বেদঃ কম্পোঽথ সন্তাপস্তস্যাঙ্গে জায়তে ক্ষণাৎ
মুহ্যন্নিব মহামোহৈর্গ্লানঃ স্খলিতমানসঃ।
বেপমানস্ততস্তত্র দূয়মানঃ সমাগতঃ ॥ ১৯
তামালোক্য বিশালাক্ষীং মৃত্যোঃ কন্যাং যশস্বিনীম্।
অথোবাচ মহাত্মা স সুনীথাং চারুহাসিনীম্ ॥ ২০
কা ত্বং কস্য বরারোহে সখীভিঃ পরিবারিতা।
কেন কার্য্যেণ সম্প্রাপ্তা কেন ত্বং প্রেষিতা বনম্
তবাঙ্গং সুন্দরং সর্ব্বমত্র ভাতি মহাবনে।
সমাচক্ষ্ব মমাদ্যৈব প্রসাদসুমুখী ভব ॥ ২২
মায়ামোহেন সম্মুগ্ধস্তস্যাঃ কর্ম্ম ন বিন্দতি।
মার্গণৈর্মন্মথস্যাপি পরিবিদ্ধো মহামুনিঃ ॥ ২৩
এবংবিধং মহদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য মহামতেঃ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ সা বিপ্রং সমালোক্য সখীমুখম্

শীতলচ্ছায়ায় সমাকুলিত। চারুহাসিনী সুনীথা সমস্ত শৃঙ্গারশোভায় আবৃতা, এবং সুনীল কৌশেয় বসনে ও বন্ধূক পুষ্পবৎ বর্ণশালী কঞ্চুক দ্বারা বিরাজিত হইয়া একটী বীণা লইয়া দোলারোহণপূর্ব্বক সুস্বরে বিশ্বমোহন গীত গাহিতে লাগিলেন। তাহার সখীগণ চারিদিক্ ঘিরিয়া রহিল। কামক্রোধহীন অঙ্গ পুণ্যকন্দরে একান্তে ধ্যানস্থ হইয়া জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি সেই তাল-মান-ক্রিয়াযুত সর্ব্বপ্রাণিবিমোহন সুস্বর মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ধ্যান হইতে বিচলিত হইলেন। অঙ্গ তেজস্বী তপস্বী হইয়াও মায়া-গীতে মোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আসন হইতে সত্বর উত্থিত হইয়া বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মায়াচলিত মনে বেগে সুনীথা-সমীপে গমন করিলেন এবং বীণাবাদিনী সুহাসিনী সুগায়িকা পূর্ণচন্দ্রাননা সুনীথাকে দোলাস্থ দেখিয়াই তাঁহার রূপে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।১—১৬। ঋষিপুত্র দ্বিজো-ত্তম অঙ্গ সুনীথার লাবণ্যলীলায় মন্মথশরে সমাহত হইয়া আকুলব্যাকুলজ্ঞানে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণে তাঁহার স্বেদ, কম্প, ও সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি মহা-মোহে যেন মুগ্ধ হইলেন; ম্লান হইলেন; চলচ্চিত্ত হইলেন। অঙ্গ এই অবস্থায় বেপ-মান ও দূয়মান দেহে নিকটে আসিয়া সেই যশস্বিনী বিশালনয়না মৃত্যুকন্যা চারু-হাসিনী সুনীথাকে কহিলেন,—অয়ি বরা-রোহে! কে তুমি? কাহার তুমি? সখী-সঙ্গিনী হইয়া কি নিমিত্ত এখানে তুমি উপস্থিত হইয়াছ? কে তোমায় এ বনে প্রেরণ করিয়াছে? তোমার সুন্দর অঙ্গ এ মহাবনে প্রতিভাত হইতেছে। তুমি আমার সহিত কথা কহ। এক্ষণে আমার প্রতি প্রসাদসুমুখী হও। মায়ামোহমুগ্ধ ও মন্মথ-শরাহত মহামুনি সেই মায়াবিনী সুনীথার কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। সুনীথা মহামতি মুনির এবম্বিধ বহুবাক্য শ্রবণ করিয়া কোনই উত্তর করিলেন না। তিনি স্বীয় সখীর মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে প্রেরণ

রম্ভাঞ্চ প্রেরয়ামাস সুনীথা সংজ্ঞয়া সখীম্ (১)।
সমুবাচ ততো রম্ভা সাদরং তং দ্বিজং প্রতি ॥ ২৫
ইয়ং কন্যা মহাভাগা মৃত্যোশ্চাপি মহাত্মনঃ।
সুনীথাখ্যা প্রসিদ্ধেয়ং সর্ব্বলক্ষণসম্পদা ॥ ২৬
পতিমিচ্ছতী বালা ধর্ম্মবন্তং তপোনিধিম্।
শান্তং দান্তং মহাপ্রাজ্ঞং বেদবিদ্যাবিশারদম্ ॥
এবংবিধং মহদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য মহামুনিঃ।
তামুবাচ ততস্ত্বঙ্গো রম্ভামপ্সরসাং বরাম্ ॥ ২৮
ময়া চারাধিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্ববিশ্বময়ো হরিঃ।
তেন দত্তো বরো মহ্যং পুত্রাখ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥
তন্নিমিত্তমহং ভদ্রে সুতার্থং নিত্যমেব চ।
কস্যচিৎ পুণ্যবীর্য্যস্য কন্যামেকাং প্রচিন্তয়ে ॥৩০
সদৈবাহং ন পশ্যামি সুভার্য্যাং সত্যমীদৃশীম্ (২)
ইয়ং ধর্ম্মস্য বৈ কন্যা ধর্ম্মাচারা বরাননা।
মামেব হি ভজত্বেষা যদি কান্তমিহেচ্ছতি ॥ ৩১
যং যমিচ্ছেদিয়ং বালা তং তং দদ্মি ন সংশয়ঃ।
দেয়ং বাদেয়মেবাপি তস্যাঃ সঙ্গমকারণাৎ ॥ ৩২

রম্ভোবাচ।

একমেব ত্বয়া দেয়ং শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম।
বিপ্রেন্দ্র ত্বং শৃণুষ্বেহ প্রতিজ্ঞাং বচ্মি সাম্প্রতম্
এষা নৈব ত্বয়া ত্যাজ্যা ধর্ম্মপত্নী ভবৈব হি।
অস্যা দোষগুণৌ চৈব গ্রাহ্যৌ নৈব কদা ত্বয়া ॥
ইত্যর্থে প্রত্যয়ং বিপ্র প্রত্যক্ষং পরিদর্শয়।
স্বহস্তং দেহি বিপ্রেন্দ্র সত্যপ্রত্যয়কারকম্ ॥ ৩৫
এবমস্তু ময়া দত্তো হস্ত্যা হস্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬

সূত উবাচ।

এবং সম্বন্ধিকং কৃত্বা সত্যপ্রত্যয়কারকম্।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন সুনীথামুপয়েমিবান্ ॥ ৩৭
তস্মৈ দত্ত্বা সুনীথাং তাং রম্ভা হৃষ্টেন চেতসা।
সা তাং চামন্ত্রয়িত্বা বৈ গতা গেহং স্বকং পুনঃ
প্রহৃষ্টচেতসঃ সখ্যঃ স্বস্থানং পরিজগ্মিরে।
গতাসু তাসু সর্ব্বাসু সখীষু দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩৯

করিলেন। তখন সখী রম্ভা সাদরে দ্বিজোত্তমকে বলিলেন,—ইনি মহাত্মা মৃত্যুর মহাভাগ্যবতী কন্যা, সুনীথা নামে প্রসিদ্ধা। এই বালা এক ধার্ম্মিক তপোনিধি শান্ত-দান্ত মহাপ্রাজ্ঞ বেদবিদ্যাবিশারদ পতিলাভে অভিলাষিণী হইয়াছেন। মহামুনি অঙ্গ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরোবরা রম্ভাকে বলিলেন,—আমি সর্ব্ববিশ্বময় বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়াছি। তিনি আমার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পুত্রাখ্য বর প্রদান করিয়াছেন। হে ভদ্রে! আমি সেই নিমিত্ত নিত্যই কোন এক পুণ্যবীর্য্যশালী ব্যক্তির একটী কন্যা প্রার্থনা করিতেছি। বস্তুতঃ আমি এরূপ সুভার্য্যা কখনই দেখিতে পাই নাই। এই ধর্ম্মকন্যা বরাননা নিশ্চয়ই ধর্ম্মাচারপরা। যদি বাস্তবিকই ইনি পতি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে আমাকেই ভজনা করুন। এই বালা যাহা যাহা ইচ্ছা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিব। ইহার সঙ্গ নিমিত্ত আমি অদেয় বস্তু দান করিব। ১৭—৩২। রম্ভা কহিল,—দ্বিজবর! শ্রবণ করুন, প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছি। আপনি একমাত্র ইহাই দান করিবেন যে, ইহাকে আপনি ত্যাগ করিবেন না। এই বালা সর্ব্বদাই আপনার ধর্ম্মপত্নী থাকিবে। ইহার দোষ বা গুণ আপনি কখনও গ্রাহ্য করিবেন না। হে বিপ্র! এই নিমিত্ত আপনি প্রত্যক্ষ প্রত্যয় প্রদর্শন করুন। সত্যপ্রত্যয় কারণ আপনার হস্ত প্রদান করুন। বিপ্রেন্দ্র অঙ্গ বলিলেন,—'এবমস্তু'। ইহার নিমিত্ত আমি আমার হস্ত প্রদান করিলাম। সূত বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র অঙ্গ সত্যপ্রত্যয় নিমিত্ত এইরূপ সম্বন্ধ বিধান করিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহে সুনীথার পাণিপীড়ন করিলেন। রম্ভা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার করে সুনীথাকে অর্পণ করিয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত সখী চলিয়া গেলে দ্বিজসত্তম অঙ্গ প্রিয়ভার্য্যা সুনীথার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।

---

(১) "রম্ভায়াঃ সা সুনীথা তু সংজ্ঞয়া পরিতোষিতা" ইতি পাঠান্তরম্।

(২) "সুভাত্মনঃ কচিৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

স্বঙ্গস্তয়া সার্দ্ধং প্রিয়য়া ভার্য্যয়া সহ।
উৎপাদ্য পুত্রৈকং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪০
নাম তস্যৈবং বেণাখ্যং তনয়স্ত হি।
স মহাতেজাঃ সুনীথাতনয়স্তদা ॥ ৪১
শাস্ত্রমধীত্যৈব ধনুর্ব্বেদং গুণান্বিতম্।
সামপি মেধাবী বিদ্যানাং পারমীয়িবান্ ॥
তনয়ো বেণঃ শিষ্টাচারেণ বর্ত্ততে।
বেণো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রাচারপরোঽভবৎ ॥
চেন্দ্রো যথা ভাতি সর্ব্বতেজঃসমন্বিতঃ।
মেবস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ স্ববলেন পরাক্রমৈঃ ॥ ৪৪
ন্তরে প্রাপ্তে বৈবস্বতসমাগমে।
পালং বিনা লোকে প্রজাঃ সীদন্তি সর্ব্বদা
ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রজাহেতোস্তপোধনাঃ।
য়ন্ মহীপালং ধর্ম্মজ্ঞং সত্যপণ্ডিতম্ ॥ ৪৬
বেণমেব দদৃশুঃ সম্পন্নং লক্ষণৈর্যুতম্।
পত্যে পদে পুণ্যে অভ্যষিঞ্চন্
দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭

সুনীথার সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিয়া পুত্রের নামকরণ করিলেন। তনয় বেণ নামে অভিহিত হইল। সুনীথানন্দন মহাতেজা বেণ দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। তিনি বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। রূপে যথাকালে সর্ব্ববিদ্যার পারগামী হইলেন। অঙ্গনন্দন যেন সমস্ত শিষ্টাচারের হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইলেও ক্ষত্রাচার-হইলেন। তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র যেমন প্রতিভাত, মহাপ্রাজ্ঞ বেণ তেমনি পরাক্রমে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। মনুর অবসানে যখন বৈবস্বত মনুর কাল উপস্থিত হইল, তখন রাজা প্রজা সকল অবসন্ন হইতে লাগিল। ঋষিগণ ও তপোধনগণ প্রজা-একজন ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপণ্ডিত মহী-বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন তাঁহারা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন দেখিলেন এবং প্রাজাপত্য পদে অভিষিক্ত করিলেন।

অভিষিক্তে মহাভাগে স্বঙ্গপুত্রে তদা নৃপে।
তে প্রজাপতয়ঃ সর্ব্বে জগ্মুশ্চৈব তপোবনম্ ॥
গতেষু তেষু সর্ব্বেষু বেণো রাজ্যমকারয়ৎ ॥

সূত উবাচ।

সা সুনীথা সুতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাজ্যপ্রসাধকম্।
বিশঙ্কতে প্রভাবেন শাপাতস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪৯
মমাপত্যো মহাভাগো ধর্ম্মত্রাতা ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং চিন্তয়েন্নিত্যং পূর্ব্বপাপাদ্বিশঙ্কিতা ॥ ৫০
ধর্ম্মাঙ্গানি সুপুণ্যানি সুতাগ্রে পরিদর্শয়েৎ।
সত্যভাবাদিকান্ পুণ্যান্ গুণান্ সা বৈ
প্রকাশয়েৎ ॥ ৫১
ইত্যুবাচ সুতং সা হি চাহং ধর্ম্মসুতা সুত।
পিতা তে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞস্তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচর ॥ ৫২
ইত্যেবং বোধয়েন্নিত্যং পুত্রং বেণং তদা সতী
মাতাপিত্রোস্তয়োর্ব্বাক্যং প্রজ্ঞায়ুক্তং স
পালয়েৎ ॥ ৫৩
এবং বেণঃ প্রজাপালঃ সঞ্জাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।

মহাভাগ অঙ্গপুত্র বেণ রাজপদে অভিষিক্ত হইলে সেই সকল প্রজাপতি স্ব স্ব তপোবনে গমন করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে বেণ রাজা রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। সূত কহিলেন,—সুনীথা স্বীয় পুত্রকে সমস্ত রাজ্যের রক্ষকরূপে দেখিয়া একমাত্র সেই মহাত্মা সুশঙ্খের অভিশাপভয়ে ভীত হইলেন। আমার পুত্র মহাভাগ ধর্ম্মত্রাতা হইবে। নিত্য এইরূপ চিন্তা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্ব পাপে তাঁহার শঙ্কা উপস্থিত হইত। তিনি পুত্রকে পবিত্র ধর্ম্মাঙ্গ সকল দেখাইলেন। পবিত্র সত্যনিষ্ঠাদিগুণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া সুনীথা পুত্রকে বলিলেন,—হে সুত! আমি ধর্ম্মসুতা তোমার জননী, পিতা তোমার ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; অতএব সর্ব্বদা তুমি ধর্ম্মাচরণ কর। সতী সুনীথা এইরূপে নিত্য নিত্য পুত্র বেণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বেণ মাতা-পিতার বাক্য পালন এবং প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে

সুখেন জীবতি লোকঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রঞ্জিতাঃ॥
এবং রাজ্যপ্রভাবস্তু বেণস্যাপি মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপ্রভাবা বর্ত্তন্তে তস্মিন শাসতি পার্থিবে॥৫৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণজন্মোপাখ্যানং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

এবং বেণস্য বৈ রাজ্ঞঃ স্থিতিরেব মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মাচারং পরিত্যজ্য কথং পাপে মতির্ভবেৎ॥ ১

সূত উবাচ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্না মুনয়স্তত্ত্ববেদিনঃ।
শুভাশুভং বদন্ত্যেনং তন্ন স্যাদিহ চান্যথা॥ ২
তপ্যমানেন তেনাপি সুশঙ্খেন মহাত্মনা।
দত্তঃ শাপঃ কথং বিপ্রা ন যথাবচ্চ জায়তে॥ ৩
বেণস্য পাতকাচারং সর্ব্বমেব বদাম্যহম্।
তস্মিন্ শাসতি ধর্ম্মজ্ঞে প্রজাপালে মহাত্মনি।
পুরুষঃ কশ্চিদায়াতো ছদ্মলিঙ্গধরস্তদা।
নগ্নরূপো মহাকায়ঃ সিতমুণ্ডো মহাপ্রভঃ॥ ৫
মার্জ্জনীং শিখিপত্রাণাং কক্ষায়াং স হি ধারয়ন
গৃহীত্বা পানপাত্রঞ্চ নারিকেলময়ং করে॥ ৬
পঠমানো হ্যসচ্ছাস্ত্রং বেদধর্ম্মবিদূষকম্।
যত্র বেণো মহারাজস্ত যাতত্বরান্বিতঃ॥ ৭
সভায়াং তস্য বেণস্য প্রবিবেশ স পাপবান।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বেণঃ প্রশ্নং তদাকরোৎ
ভবান্ কো হি সমায়াত ঈদৃগ্‌রূপধরো মম।
সভায়াং বর্ত্তমানস্য পুরঃ কস্মাৎসমাগতঃ॥ ৯
কো বেদঃ কিম্‌ তে নাম কো ধর্ম্মঃ কর্ম্ম কিং ত
কো বেদস্তে ক আচারঃ কিন্তপঃ কা প্রভাবনা
কিং জ্ঞানং কঃ প্রভাবস্তে কিং সত্যং ধর্ম্মলক্ষণম্
তত্ত্বং সর্ব্বং সমাচক্ষ মমাগ্রে সত্যমেব চ॥ ১১
শ্রুত্বা বেণস্য তদ্বাক্যং পাপো বাক্যমুদাহরৎ।

বেণ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রজাপাল হইলেন। লোক সকল সুখে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্মরঞ্জিত হইল। মহাত্মা বেণের রাজত্ব এইরূপই হইল। সে পার্থিব প্রজাশাসনে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব প্রবর্ত্তিত হইল। ৩৩—৫৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—মহাত্মা বেণের স্থিতি যদি এইরূপই হইয়াছিল, তবে তিনি কেন ধর্ম্মাচার পরিত্যাগ করিয়া পাপমতি হইলেন? সূত কহিলেন,—জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন তত্ত্ববেদী মুনিগণ শুভ বা অশুভ যাহাই বলুন, তাহার আর অন্যথা হইবার নহে। মহাত্মা সুশঙ্খ তপস্যাকালে যে শাপ দিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! তাহা যথার্থ হইবে না কেন? এক্ষণে বেণের পাতকাচার সকল আ[illegible] বলিতেছি। সেই ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাপাল বেণে[illegible] রাজ্যশাসনকালে একদা ছদ্মলিঙ্গধারী এ[illegible] পুরুষ আসিল। ঐ পুরুষ নগ্ন, বিশাল[illegible] কায় মুণ্ডিতমস্তক, ও মহাপ্রভ। উহা[illegible] কক্ষায় শিখিপত্রসমূহের সম্মার্জ্জনী হ[illegible] নারিকেলময় পানপাত্র। ১—৬। এই পুরু[illegible] বেদধর্ম্মদূষক অসৎ শাস্ত্র পাঠ করিতে করি[illegible] সহসা মহারাজ বেণের অধিষ্ঠিত স্থানে আসি[illegible] তাঁহার রাজসভায় প্রবেশ করিল। বে[illegible] তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া প্রশ্ন করিলে[illegible] কে আপনি এহেন রূপে আগমন করিলেন[illegible] আমি সভায় আছি, এ সময় আমার সম্মু[illegible] কি জন্য আগমন হইল? আপনার কোন্ বে[illegible] কি নাম, ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কি, তাহা বলুন। আপনি[illegible] কোন বেদী? আপনার আচার অনুষ্ঠান কি[illegible] জ্ঞান কি? তপস্যা কি? অভিপ্রায় কি[illegible] মাহাত্ম্য কি? সত্যনিষ্ঠা কিরূপ? আমার নিক[illegible] সমস্তই যথাযথ কীর্ত্তন করুন। বেণরাজে[illegible]

পাতক উবাচ।
...মেবং বৃথা রাজ্যং মহামূঢ়ো ন সংশয়ঃ।
...হং ধর্ম্মস্য সর্ব্বস্বমহং পূজ্যতমঃ সুরৈঃ॥ ১৩
...হং জ্ঞানমহং সত্যমহং ধাতা সনাতনঃ।
...হং ধর্ম্ম অহং মোক্ষঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥ ১৪
...দেহাৎ সমুদ্ভূতঃ সত্যসন্ধোঽস্মি নান্যথা।
...নরূপং বিজানীহি সত্যধর্ম্মকলেবরম্॥ ১৫
...মেব হি প্রধাবন্তি যোগিনো জ্ঞানতৎপরাঃ॥
বেণ উবাচ।
...দেব কীদৃশং কর্ম্ম কিন্তে দর্শনমেব চ।
...মাচারো বদস্বেহি ইত্যুক্তং তেন ভূভুজা॥
পাতক উবাচ।
...র্হন্তো দেবতা যত্র নির্গ্রন্থো দৃশ্যতে গুরুঃ।
...য়া বৈ পরমো ধর্ম্মস্তত্র মোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে॥ ১৮
...নেহস্মিন্ন সন্দেহ আচারান্ প্রবদাম্যহম্।
...জনং যাজনং নাস্তি বেদাধ্যয়নমেব চ॥ ১৯
...স্য সন্ধ্যা তপো দানং স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতম্
...কব্যাদিকং নাস্তি নাস্তি যজ্ঞাদিকা ক্রিয়া॥
...ণাং তর্পণং নাস্তি নাতিথির্বৈশ্বদেবিকম্।
কৃষ্ণস্য বরা পূজা অর্হতো ধ্যানমুত্তমম্(১)॥ ২১
অয়ং ধর্ম্মসমাচারো জৈনমার্গে প্রদৃশ্যতে।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং নিজধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ২২
বেণ উবাচ।
বেদে প্রোক্তো যথা ধর্ম্মো যত্র যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
পিতৃণাং তর্পণং শ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবং ন দৃশ্যতে॥
ন দানং তপ এবাস্তি কাস্তে ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।
বদ সত্যং মমাগ্রে তু দয়াধর্ম্মঞ্চ কীদৃশম্॥ ২৪
পাতক উবাচ।
পঞ্চতত্ত্বপ্রবৃদ্ধোঽয়ং প্রাণিনাং কায় এব চ।
আত্মা বায়ুস্বরূপোঽয়ং তেষাং নাস্তি প্রসঙ্গতা॥
যথা জলেষু ভূতানামপি সঙ্গমবেহি তৎ।
জায়তে বুদ্বুদাকারং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ২৬
পৃথ্বীভাবো রজঃস্বত্ব চাপস্তত্রৈব সংস্থিতা।
জ্যোতিস্তত্র প্রদৃশ্যেত সুবায়ুর্বর্ত্ততে ত্রিষু॥
আকাশমাবৃণোৎ পশ্চাদ্বুদ্বুদস্থং প্রজায়তে।

...কা শুনিয়া সেই পাপপুরুষ বলিল,—তুমি ...ই মহামূঢ় হইয়া বৃথা রাজ্য করিতেছ? ...মিই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব; আমিই সুরগণের পূজ্য-...ম; আমি জ্ঞান, আমিই সত্য, আমিই ধাতা ...নাতন, আমিই ধর্ম্ম, আমিই মোক্ষ এবং ...আমিই সর্ব্বদেবময়। ব্রহ্মদেহ হইতে সমুদ্ভূত ...আমি সত্যসন্ধ। জিনরূপকে সত্যধর্ম্মের ...বিগ্রহ জানিবে। জ্ঞানতৎপর যোগিগণ ...আমারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বেণ ...বলিলেন,—আপনার কর্ম্ম কিরূপ? দর্শন ...কিরূপ? আচার কি প্রকার? তাহা প্রকাশ ...করিয়া বলুন। ৭—১৬। পাতক কহিল,—...যে শাস্ত্রে, অর্হৎ দেবতা, নির্গ্রন্থ গুরু, দয়া ...পরমধর্ম্ম তথায় নিশ্চয়ই মোক্ষসাধন জ্ঞান হয়। ...এক্ষণে আচার সকল বলিতেছি। যজন, ...যাজন, বেদাধ্যয়ন নাই, সন্ধ্যা, তপস্যা, দান, ...স্বধা, স্বাহা, হব্যকব্যাদি, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পিতৃ-তর্পণ, বা অতিথি, বৈশ্বদেব নাই। কৃষ্ণ-কের পূজাই শ্রেষ্ঠ এবং অর্হতের ধ্যানই উত্তম। জৈন পদ্ধতিতে এইরূপ ধর্ম্মসমাচারই পরিদৃশ্যমান। এই আমি আপনার নিকট নিজ ধর্ম্মলক্ষণ প্রকাশ করিলাম। বেণ বলিলেন,—বেদোক্তধর্ম্ম, যজ্ঞাদিক্রিয়া, পিতৃ-তর্পণ, শ্রাদ্ধ, বৈশ্বদেব, দান বা তপস্যা যে ধর্ম্মে নাই, সে ধর্ম্মের আবার লক্ষণ কোথায়? আমার অগ্রে সত্য করিয়া বল, তোমার দয়া-ধর্ম্ম কীদৃশ? পাতক কহিল,—দেহিগণের এই দেহ পঞ্চতত্ত্বপ্রবৃদ্ধ; আত্মা বায়ুস্বরূপ; তাঁহাতে ভূত প্রসঙ্গ নাই। তবে যেমন জলে ভূতসঙ্গ, এই আত্মাতেও ভূতসঙ্গ সেইরূপই জানিবে। জলের যেমন বুদ্বুদাকার উৎপত্তি, আত্মার এই ভূতসঙ্গও সেইরূপ! বুদ্বুদে পৃথ্বীভাব রজোগুণ, জল ও জ্যোতিঃ এবং উক্ত ভূতত্রয়ে বায়ু বিদ্যমান। উহা আকাশ আবৃত করিয়া অবস্থিত। এইরূপে বুদ্বুদস্থের

(১) 'কৃষ্ণস্য' ন তথা পূজা হ্যর্হস্তধ্যানমুত্তমম্।" ত পাঠান্তরম্।

অপ্সু মধ্যে প্রভাত্যেব স্ফুতেজো বর্ত্তুলং বরম্ ॥ ২৮
ক্ষণমাত্রং প্রদৃশ্যেত ক্ষণান্নৈব চ দৃশ্যতে ।
তদ্বদ্ভূতসমাযোগঃ সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যতে ॥ ২৯
অন্তকালে প্রয়াত্যাত্মা পঞ্চ পঞ্চসু যান্তি তে ।
মোহমুগ্ধাস্ততো মর্ত্ত্যা বর্ত্তন্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৩০
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি মোহেন ক্ষয়াহে পিতৃতর্পণম্ ।
কাস্তে মৃতঃ সমশ্নাতি কীদৃশোঽসৌ নৃপোত্তম ॥
কিং জ্ঞানং কীদৃশং কায়ং কেন দৃষ্টং বদস্ব নঃ ।
মিষ্টান্নং ভোজয়িত্বা চ তৃপ্তা যান্তি চ ব্রাহ্মণাঃ
কস্য শ্রাদ্ধং প্রদীয়েত সা তু শ্রদ্ধা নিরর্থিকা ।
অন্যদেবং প্রবক্ষ্যামি বেদানাং কর্ম্ম দারুণম্ ॥
যদাতিথিগৃহে যাতি মহোক্ষং পচতে দ্বিজঃ ।(১)
অজং বা রাজরাজেন্দ্র অতিথিং পরিভোজয়েৎ ।
অশ্বমেধে মখে ত্বশ্বং গোমেধে বৃষমেব চ ।
নরমেধে নরং রাজন্ বাজপেয়ে তথা হ্যজান্ ॥
রাজসূয়ে মহারাজ প্রাণিনাং ঘাতনং বহু ।
পুণ্ডরীকে গজং হন্যাদ্গজমেধে তু কুঞ্জরম্ ॥
সৌত্রামণ্যাং পশুং মেধ্যং মেষমেব প্রদৃশ্যতে ।
নানারূপেষু সর্ব্বেষু শ্রূয়তাং নৃপনন্দন ॥ ৩৭
নানাজাতিবিশেষাণাং পশূনাং ঘাতনং স্মৃত
যচ্চাপি দীয়তে দানং কিং তদ্দানস্য লক্ষণম্
জ্ঞেয়ং তদন্নমুচ্ছিষ্টং ক্রিয়তে ভূরি ভোজনম্
অত্যন্তদোষহীনাংস্তান্ হিংসন্তি যন্মহামখে ॥
তত্র কিং দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ কিং ফলং তত্র ভূপ
পশূনাং মারণং যত্র নির্দ্দিষ্টং বেদপণ্ডিতৈঃ ॥
তস্মাদ্বিনষ্টধর্ম্মঞ্চ ন পুণ্যং মোক্ষদায়কম্ ।
দয়াং বিনা হি যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো বিফলায়
জীবানাং পালনং যত্র তত্র ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ
স্বাহাকারঃ স্বধাকারস্তপঃ সত্যং নৃপোত্তম ॥
দয়াহীনং নিষ্ফলং স্যান্নাস্তি ধর্ম্মস্তু তত্র হি ।
এতে বেদা অবেদাঃ স্যুর্দ্দয়া যত্র ন বিদ্যতে
দয়াদানপরো নিত্যং জীবমেব প্ররক্ষয়েৎ ।

উৎপত্তি । জলোপরি উহার অবস্থান । তেজে উহার বর্ত্তুলাদি রূপ । উহা ক্ষণমাত্র দৃশ্য এবং ক্ষণমাত্রেই অদৃশ্য হইয়া যায় । এইরূপে ভূতসংযোগ সর্ব্বত্রই দৃশ্যমান হয় । অন্তকালে আত্মা প্রয়াণ করেন । পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় । কিন্তু মর্ত্ত্যগণ মূঢ়াহে পরস্পর মোহমুগ্ধ হইয়া পড়ে । প্রায়ই মোহবশেই শ্রাদ্ধ করে ; পিতৃতর্পণ করে ; কিন্তু মৃতব্যক্তি কোথায় থাকে, কোথায় থাকিয়া আহার করে, উহার আকার কি প্রকার, জ্ঞান এবং দেহই বা কিরূপ ? কে কোথায় দেখিয়াছে বলুন দেখি । ব্রাহ্মণেরা মিষ্টান্ন খাইয়া তৃপ্ত হইয়া চলিয়া যায়; কাহার শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয় ? সে শ্রাদ্ধ নিরর্থক । আমি বেদের অন্য দারুণ কর্ম্মের কথাও কহিতেছি । অতিথি গৃহাগত হইলে দ্বিজজন মহাবৃষ পাক করে ! অথবা ছাগ মারিয়া অতিথিকে ভোজন করায় । ১৭—৩৪ । হে রাজন্ ! অশ্বমেধে অশ্ব, গোমেধে গো-বৃষ, নরমেধ নর, এবং বাজপেয়ে বহু অজ বি করে । রাজসূয়ে বহু প্রাণীর বধ এবং পু রীকে গজ, গজমেধে কুঞ্জর, সৌত্রামণীতে পশু মেষ চ্ছেদন করা হয় । হে নৃপনন্দ এইরূপে নানা ব্যাপারে নানা জাতীয় বি বিশেষ প্রাণীর বিনাশ করা হয় । আর দান করা হয়, তাহার লক্ষণ কি ? সে উচ্ছিষ্ট অন্ন, তদ্দ্বারা ভূরিভোজন হয় । ধর্ম্মে মহাযজ্ঞে নিতান্ত নির্দ্দোষ প্রাণীদি হিংসা বিহিত, যথায় বেদপণ্ডিতগণ ক বহু পশুবধ নির্দ্দিষ্ট, সে আবার কিরূপ ধ সে ধর্ম্মের ফলই বা কীদৃশ ? অতএব নষ্ট ধর্ম্ম পুণ্য বা মোক্ষদায়ক নহে । বিনা যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম বিফল ; যে কর্ম্মে জ পালন, সেই কর্ম্মে নিশ্চয় ধর্ম্ম হয় । হে বর । স্বাহাকার, স্বধাকার, তপস্যা এবং দয়া বিনা চাপল্যমাত্র । উহাতে ধর্ম্ম কি নাই । এ সকল বেদ বেদ নহে, কে উহাতে দয়ার কথা নাই । দয়া-দানপর হইয়া নিত্য জীব রক্ষা করিবে । এই

---

(১) "যদাতিথিগৃহং যাতি ভোজনং লভতে ধ্রুবমি"তি পাঠান্তরম্ ।

চণ্ডালোহপ্যথ শূদ্রো বা স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে
ব্রাহ্মণো নির্দ্দয়ো যো বৈ পশুঘাতপরায়ণঃ।
স বৈ সুনির্দ্দয়ঃ পাপী কঠিনঃ ক্রূরচেতনঃ॥৪৫
বঞ্চকৈঃ কথিতো বেদো যো বেদো জ্ঞান-
বর্জ্জিতঃ।
যত্র জ্ঞানংভবেন্নিত্যং তত্র বেদঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥৪৬
দয়াহীনেষু বেদেষু বিপ্রেষু চ মহামতে।
নাস্তি সত্যং ক্রিয়া তত্র বেদবিপ্রেষু বৈ তদা॥
বেদা অবেদা রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণাঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ।
দানস্যাপি ফলং নাস্তি তস্মাদ্দানং ন দীয়তে॥
যথা শ্রাদ্ধস্য বৈ চিহ্নং তথা দানস্য লক্ষণম্‌।
জিনস্যাপি চ যদ্ধর্ম্মং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌॥ ৪৯
তস্যাগ্রেহহং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যপ্রদায়কম্‌।
আদৌ দয়া প্রকর্ত্তব্যা শস্তভূতেন চেতসা॥৫০
আরাধয়েচ্চ্ছদা দেবং জিনং যেন চরাচরম্‌।
মনসা শুদ্ধভাবেন জিনমেকং প্রপূজয়েৎ॥ ৫১
নমস্কারঃ প্রকর্ত্তব্যস্তস্য দেবস্য নান্যথা।
মাতাপিত্রোস্তু বৈ পাদৌ কদা নৈবাভিবন্দয়েৎ
অন্যেষামেব কা বার্ত্তা শ্রূয়তাং রাজসত্তম।

অনুষ্ঠাতা চণ্ডালই হউক, আর শূদ্রই হউক, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ নির্দ্দয় পশুনাশপরায়ণ, সে নির্দ্দয়, কঠিন, ক্রূরচেতা পাপী জন। যে বেদ জ্ঞানবর্জ্জিত, সে বেদ-বাণী ত বঞ্চকের বাণী। যাহাতে নিত্য জ্ঞান আছে, তাহাতেই বেদ বিদ্যমান। হে মহা-মতে। দয়াহীন বেদে এবং বিপ্রে সুক্রিয়া নাই, ইহা সত্য। হে রাজেন্দ্র! বেদ বেদ নয়, ব্রাহ্মণেরা সত্যবর্জ্জিত, দানেরও ফল নাই, অতএব দান অদানই। যেমন শ্রাদ্ধের লক্ষণ, দানের লক্ষণও সেইরূপই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বহুপুণ্যজনক জিনধর্ম্ম আপনার নিকট বলিতেছি। অগ্রে শান্তচিত্তে জীবে দয়া করিবে। ৩৫—৫০। চরাচরস্রষ্টা নিজদেবকে হৃদয়ে আরাধনা করিবে। শুদ্ধমনে একমাত্র জিনের পূজা করিবে। জিনদেবকে নমস্কার করিবে। হে রাজসত্তম! শ্রবণ করুন, অন্যের কথা কি,

বেণ উবাচ।
এতে বিপ্রাশ্চ হ্যাচার্য্যা গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা॥
বদন্তি পুণ্যতীর্থানি বহুপুণ্যপ্রদানি চ॥
তৎ কিং বদস্ব সত্যং মে যদি ধর্ম্মমিহেচ্ছসি॥
পাতক উবাচ।
আকাশাদ্বৈ মহারাজ মেঘা বর্ষন্তি বৈ জলম্‌।
ভূমৌ হি পর্ব্বতেষেবং সর্ব্বত্র পতিতং জলম্‌॥
সমাপ্লাব্য ততস্তস্তৈর্দ্দয়াং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ।
নদ্যো জলপ্রবাহাস্ত তাসু তীর্থং শ্রূতং কথম্‌॥
জলাশয়া মহারাজ তড়াগাঃ সাগরাস্তথা।
পৃথিব্যা ধাবকাশ্চৈব গিরয়ো হ্যশ্মরাশয়ঃ॥৫৭
নাস্ত্যেতেষু চ বৈ তীর্থং জলৈর্জ্জলদমুত্তমম্‌।
স্নানে যদা মহৎ পুণ্যং কস্মান্মৎস্যেষু নৈব হি॥
দৃষ্টা স্নানেন বৈ সিদ্ধির্মীনাঃ সিধ্যন্তি নান্যথা।
যত্র জিনস্তত্র তীর্থং তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তপোদানাদিকং সর্ব্বং পুণ্যং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্‌॥

মাতাপিতারও পাদযুগল কদাচ বন্দনা করিবে না। বেণ বলিলেন,—এই আচার্য্য বিপ্রগণ গঙ্গাদি সরিৎসমূহকে বহু পুণ্যপ্রদ পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে তোমার ধর্ম্ম-মত কি? যদি হেথায় ধর্ম্মপ্রচার ইচ্ছা কর ত বল। পাতক বলিল, মহারাজ। মেঘ সকল আকাশ হইতে জল বর্ষণ করে। ভূতলে, এবং পর্ব্বতে তাহা পতিত হয়। সেই জল সকল স্থান আপ্লাবিত করিয়া থাকে। এই জলের দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র দয়া প্রকাশ করিবে। নদী সকল জলপ্রবাহ মাত্র। তাহাতে সুতীর্থত্ব কোথায় মহারাজ! জলাশয়, সাগর, তড়াগ, ভূধর, গিরি ও প্রস্তররাশি এ সমুদয়ে তীর্থত্ব নাই। উহারা উত্তম জলাধারমাত্র। যদি স্নান দ্বারা মহাপুণ্য হইত, তবে মৎস্যকুলের সে পুণ্য নাই কেন? স্নানেই যদি সিদ্ধিলাভ দেখা যাইত, তবে মীনকুলও সিদ্ধি লাভ করিত নিশ্চিতই। সুতরাং ঐ সকল তীর্থ নহে। যেখানে জিন, সেইখানেই তীর্থ; সেইখানেই সনাতন ধর্ম্ম। তপোদানাদি যে কিছু পুণ্য, সমস্তই তথায় প্রতিষ্ঠিত। হে

একো জিনঃ সর্ব্বময়ো নৃপেন্দ্র
নাস্ত্যেব ধর্ম্মং পরমং হি তীর্থম্।
অয়ন্তু লাভঃ পরমস্তু তস্মা-
দ্ধ্যায়স্ব নিত্যং সুসুখো ভবিষ্যসি॥ ৬০
বিনিন্দ্য ধর্ম্মং সকলং সবেদং
দানং সপুণ্যং পরযজ্ঞরূপম্।
পাপস্বভাবৈর্ব্বহুবোধিতো নৃপ-
স্ত্বঙ্গস্য পুত্রো ভুবি তেন পাপিনা॥ ৬১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে জিন-
ধর্ম্মবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৭

—

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং সম্বোধিতো বেণঃ পাপভাবং গতঃ কিল।
পুরুষেণ তেন জৈনেন মহাপাপেন মোহিতঃ॥ ১
নমস্কৃত্য ততঃ পাদৌ তস্যৈব চ দুরাত্মনঃ।
বেদধর্ম্মং পরিত্যজ্য সত্যধর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াম্॥
সুযজ্ঞানাং নিবৃত্তিঃ স্যাদ্বেদানাং হি তথৈব চ।
পুণ্যশাস্ত্রময়ো ধর্ম্মস্তদা নৈব প্রবর্ত্তিতঃ॥ ৩
সর্ব্বপাপময়ো লোকঃ সঞ্জাতস্তস্য শাসনাৎ।
নৈব যাগাশ্চ বেদাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমুত্তমম্॥ ৪
ন দানাধ্যয়নং বিপ্রাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে।
এবং ধর্ম্মপ্রলোপোঽভূন্মহৎ পাপং প্রবর্ত্তিতম্॥৫
অঙ্গেন বাহ্যমানস্তু চান্যথা কুরুতে ভৃশম্।
ন ননাম পিতুঃ পাদৌ মাতুশ্চৈব দুরাত্মবান্॥৬
সনকস্যাপি বিপ্রস্য হ্যহমেকঃ প্রতাপবান্।
পিত্রা নিবার্য্যমাণশ্চ মাত্রা চৈব দুরাত্মবান্॥ ৭
ন করোতি শুভং পুণ্যং তীর্থদানাদিকং তথা।
আত্মভাবং স্বরূপঞ্চ বহুকালং মহাযশাঃ॥ ৮
পুনঃ সর্ব্বৈর্ব্বিচার্য্যৈবং কস্মাৎ পাপী ব্যজায়ত।
অঙ্গঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো বংশলাঞ্ছনমাগতঃ॥ ৯
পুনঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা সুতাং মৃত্যোর্ম্মহাত্মনঃ।
কস্য দোষাৎ সমুৎপন্নো বদ সত্যং মম প্রিয়ে॥

নৃপেন্দ্র! একমাত্র জিনই সর্ব্বময়, তদ্ভিন্ন পরম ধর্ম্ম বা পরম তীর্থ নাই! পরম লাভ তাঁহা হইতেই হয়। অতএব নিত্য তাঁহাকেই ধ্যান করুন। আপনি পরম সুখী হইতে পারিবেন। সেই পাপপুরুষ এইরূপে বেদোক্ত দান, ধর্ম্ম, যজ্ঞাদি রূপ পুণ্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া অঙ্গপুত্র বেণকে বহুধা বহু প্রবোধ প্রদান করিল। ৫১—৬১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

—

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বেণরাজ এইরূপে প্রবোধিত হইয়া পাপভাব আশ্রয় করিলেন। সেই জৈন পাপপুরুষ তাঁহাকে মোহিত করিল। তিনি সেই দুরাত্মার পাদযুগলে নমস্কার করিয়া বেদধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মাদি ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সকল ও বেদপাঠ রহিত হইল। পুণ্যশাস্ত্রময় ধর্ম্ম তৎকালে আর প্রবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার শাসনে সমস্ত লোকই পাপময় হইয়া উঠিল। যজ্ঞ, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অন্যান্য উত্তম কর্ম্ম লোপ পাইল। সেই রাজার শাসনকালে দানাধ্যয়নাদি কিছুই রহিল না। এইরূপে ধর্ম্মলোপ হইল। মহাপাপ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেণের পিতা অঙ্গ নিষেধ করিলেও পুত্র বেণ তাহার অন্যথা করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মা পিতামাতার পাদযুগলে প্রণাম করিত না। সকলের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও সে বন্দনা করিত না। সে নিজেকেই একমাত্র প্রতাপশালী বলিয়া মনে করিত। পিতামাতা অধর্ম্মাচরণে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তথাচ দুরাত্মা কোন তীর্থদানাদি কর্ম্ম কদাচ করিত না। সে নিজে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য বহুকাল করিল। তখন সকলে মিলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বেণ কেন পাপী হইল? অঙ্গ প্রজাপতির পুত্র বংশকলঙ্ক হইল কেন? ধর্ম্মাত্মা অঙ্গ তখন মৃত্যুনন্দিনী সুনীথাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সুনীথোবাচ।
পুত্রমেব স্ববৃত্তান্তমাত্মপুণ্যঞ্চ নন্দিনি।
সমাচষ্ট চ অঙ্গায় মম দোষান্মহামতে ॥ ১১
বাল্যে কৃতং ময়া পাপং সুশঙ্খস্য মহাত্মনঃ ॥
তপসি সংস্থিতস্যাপি নান্যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া
শপ্তাহং কুপ্যতা তেন দুষ্টা তে সন্ততির্ভবেৎ।
ইতি জানে মহাভাগ(১) তেনায়ং দুষ্টতাং গতঃ
সমাকর্ণ্য মহাতেজাস্তয়া সহ বনং যযৌ।
গতে তস্মিন্ মহাভাগে সভার্য্যে চ বনে তদা ॥
সপ্তৈতে ঋষয়স্তত্র বেণপার্শ্বং গতাস্তথা।
সমাহুয় ততঃ প্রোচুরঙ্গস্য তনয়ং প্রতি ॥ ১৫
ঋষয় উচুঃ।
মা বেণ সাহসং কার্ষীঃ প্রজাপালো ভবানিহ।
ত্বয়ি সর্ব্বমিদং লোকং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
ধর্ম্মে চৈব মহাভাগ সকলং তি প্রতিষ্ঠিতম্।

হে প্রিয়ে! সত্য করিয়া বল, কাহার দোষে পুত্র পাপী হইল। সুনীথা কহিলেন,—হে মহামতে! আমার দোষেই পুত্র পাপী হইয়াছে, এ আত্মবৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহাত্মা সুশঙ্খ তপস্যা করিতেছিলেন। আমি বাল্যে তাঁহার প্রতি পাপাচরণ করিয়াছিলাম, অন্য কিছুই করি নাই। আমার পাপাচরণে সুশঙ্খ কুপিত হইয়া আমায় অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তোর সন্ততি পাপদুষ্ট হইবে। হে মহাভাগ! আমি এইমাত্র জানি। তাহারই ফলে এই পুত্র দোষদুষ্ট হইয়াছে।—১৩। মহাতেজা অঙ্গ এই কথা শুনিয়া সুনীথার সহিত বন-গমন করিলেন। মহাভাগ অঙ্গ সপত্নীক বনগমন করিলে সপ্তর্ষিগণ বেণপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বেণ! তুমি এ সাহসিক কার্য্য করিও না! তুমি প্রজাপালক; তোমার দ্বারাই এই চরাচর ত্রৈলোক্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হে মহাভাগ! তুমি

(১) কচিদয়মধিকঃ পাঠো বঙ্গীয়পুস্তকসম্মতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা দিষ্টমেবাশপ-হৃত।

পাপকর্ম্ম পরিত্যজ্য পুণ্যকর্ম্ম সমাচর ॥ ১৭
এবমুক্তেষু তেম্বেব প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
বেণ উবাচ।
অহমেব পরো ধর্ম্মোঽহমেবার্হঃ সনাতনঃ ॥ ১৮
অহং ধাতা হ্যহং গোপ্তা হ্যহং বেদার্থ এব চ ॥
অহং ধর্ম্মো মহাপুণ্যো জৈনধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
মামেব কর্ম্মণা বিপ্রা ভজধ্বং ধর্ম্মরূপিণম্ ॥ ১৯
ঋষয়ঃ উচুঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং শ্রুতিরেষা সনাতনী।
বেদাচারেণ বর্ত্তন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥ ২১
ব্রহ্মবংশাৎসমুদ্ভুতো ভবান্ ব্রাহ্মণ এব চ।
পশ্চাদ্রাজা পৃথিব্যাশ্চ সঞ্জাতঃ কৃতবিক্রমঃ।
রাজপুণ্যেন রাজেন্দ্র সুখং জীবন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥
রাজ্ঞঃ পাপেন নশ্যন্তি তস্মাৎ পুণ্যং সমাচর॥২৩
সমাদৃতস্ত্বয়া ধর্ম্মঃ কৃতশ্চাপি নরাধিপ।
ত্রেতাযুগস্যকর্ম্মাণি দ্বাপরস্য তথা ন হি ॥ ২৪
কলেশ্চৈব প্রবেশে তু বর্ত্তয়িষ্যন্তি মানবাঃ।

পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাচরণ কর! সপ্তর্ষি এই কথা কহিলে বেণ হাস্যপূর্ব্বক বলিল,—আমিই পরম ধর্ম্ম; আমিই সনাতন অর্হ। আমিই ধাতা; আমিই গোপ্তা; আমিই বেদার্থ; আমিই মহাপুণ্য সনাতন জৈন ধর্ম্ম; হে বিপ্রগণ! ধর্ম্মরূপী আমাকেই তোমরা ভজনা কর। ঋষিগণ কহিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতি। সর্ব্ববর্ণেরই শ্রুতি সনাতনী। প্রাণিগণ বেদাচারেই চলে এবং বেদানুসারেই জীবন ধারণ করে। আপনি ব্রহ্মবংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণ হইয়া পশ্চাৎ পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজা হইয়াছেন। রাজার পুণ্যে দ্বিজগণ সুখে জীবন ধারণ করেন এবং রাজার পাপেই বিনষ্ট হন। অতএব আপনি পুণ্যাচারই করুন। হে নরাধিপ! আপনি যে ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেছেন, উহা ত্রেতাযুগের বা দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম নহে। মানবগণ কলিকবলিত হইয়া

জৈনধর্ম্মং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে পাপপ্রমোহিতাঃ ॥২৫
বেদাচারং পরিত্যজ্য পাপং যাস্যন্তি মানবাঃ।
পাপস্য মূলমেবং বৈ জৈনধর্ম্মং ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
অনেন মুগ্ধ রাজেন্দ্র মহামোহেন পাতিতাঃ।
মানবাঃ পাপসঙ্ঘাতাস্তেষাং নাশায় নান্যথা ॥
ভবিষ্যত্যেব গোবিন্দঃ সর্ব্বপাপাপহারকঃ।
স্বেচ্ছারূপং সমাশ্রিত্য সংহরিষ্যতি পাতকাৎ।
পাপেষু সঙ্গতেষেবং ম্লেচ্ছনাশায় বৈ পুনঃ।
কল্কিরেব স্বয়ং দেবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৯
ব্যবহারং কালশ্চৈব ত্যজ পুণ্যং সমাশ্রয়।
বর্ত্তয়স্ব হি সত্যেন প্রজাপালো ভবস্ব হি ॥ ৩০

বেণ উবাচ।

অহং জ্ঞানবতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া ইহ।
যোঽন্যথা বর্ত্ততে চৈব স দণ্ড্যো ভবতি ধ্রুবম্
অত্যর্থং ভাষমাণং তং রাজানং পাপচেতসম্।
কুপিতাস্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বে বৈ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥
কুপিতেষেব বিপ্রেষু বেণো রাজা মহাত্মসু।
ব্রহ্মশাপভয়াত্তেষা বল্মীকং প্রবিবেশ হ ॥৩৩

অথ তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধা বেণং পশ্যন্তি সর্ব্বতঃ
জ্ঞাত্বা প্রনষ্টং ভূপং তং বল্মীকস্থন্তু সাম্প্রতম্ ॥
বলাদানিন্যুস্তং বিপ্রা ক্রূরং তং পাপচেতসম্ ॥
দৃষ্ট্বা চ পাপকর্ম্মাণং মুনয়ঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ৩
সব্যং পাণিং মমন্থুস্তে ভূপস্য জাতমন্যবঃ।
তস্মাজ্জাতো মহাহ্রস্বো নীলবর্ণো ভয়ঙ্করঃ ॥
বর্ব্বরো রক্তনেত্রশ্চ বাণপাণির্দ্ধনুর্দ্ধরঃ।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং নিষাদানং বভূব হ ॥
ধাতা পালয়িতা রাজা ম্লেচ্ছানান্তু বিশেষতঃ
তং দৃষ্ট্বা পাপকর্ম্মাণমৃষয়স্তু মহামতে ॥ ৩৮
মমন্থুর্দ্দক্ষিণং পাণিং বেণস্যাপি দুরাত্মনঃ।
তস্মাজ্জাতো মহাত্মাসৌ যেন দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥
পৃথুর্নাম মহাপ্রাজ্ঞো রাজরাজো মহাবলঃ।
তস্য পুণ্যপ্রসাদাচ্চ বেণো ধর্ম্মার্থকোবিদ ॥
চক্রবর্ত্তিপদং ভুক্ত্বা প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ।
জগাম বৈষ্ণবং লোকং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

জৈন ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বপাপে প্রমোহিত হইবে। তৎকালে মানবেরা বেদাচার বর্জ্জন করিয়া পাপের আশ্রয় লইবে। জৈনধর্ম্ম পাপেরই মূল, সন্দেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! এই ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া মানবেরা মোহাপন্ন হয় এবং নিজেরই নাশের জন্য পাপময় হইয়া উঠে। সর্ব্বপাপহারী গোবিন্দ প্রাদুর্ভূত হইবেন এবং স্বীয় ইচ্ছারূপ পরিগ্রহ করিয়া পাতকীদিগকে বিনাশ করিবেন। পাপী ম্লেচ্ছদিগের বিনাশের জন্য স্বয়ং কল্কিদেব প্রাদুর্ভূত হইবেন। আপনি কলিব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাশ্রয় করুন এবং সত্য পথে থাকিয়া প্রজা পালন করুন। ১৪—৩০।

বেণ বলিল,—আমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ; সকলই আমার বিদিত। যে আমার ধর্ম্মমতের অন্যথাচরণ করিবে, সে আমার দণ্ডার্হ হইবে। পাপাত্মা বেণরাজ এইরূপ অত্যুক্তি করিতে থাকিলে মহাত্মা ব্রহ্মনন্দনগণ কুপিত হইলেন। বিপ্রগণ কুপিত হইলে বেণরাজ ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া বল্মীকগর্ভে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ মুনিগণ সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন জানিলেন, প্রনষ্ট রাজা বল্মীক মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তখন বিপ্রগণ বলপূর্ব্বক সেই ক্রূরাশয় পাপাত্মা রাজাকে সে স্থান হইতে আনয়ন করিলেন। মুনিগণ জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার সব্যপাণি মন্থন করিতে লাগিলেন, তাহাতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ মহাহ্রস্ব নীলবর্ণ, ভয়ঙ্কর, বর্ব্বর, রক্তনেত্র, বাণপাণি ও ধনুর্দ্ধর। সে সমস্ত পাপ নিষাদ ম্লেচ্ছদিগের ধাতা, পালয়িতা, রাজা হইল। হে মহামতে! ঋষিগণ সেই পাপকর্ম্মাকে দেখিয়া মহাত্মা বেণের দক্ষিণ পাণি মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহা হইতেই মহাত্মা পৃথু প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই পৃথুই বসুন্ধরা দোহন করেন। ইনি মহাপ্রাজ্ঞ, মহাবল, রাজরাজাধিপ, তাঁহার পুণ্যপ্রসাদে ধর্ম্মার্থকোবিদ বেণ চক্রবর্ত্তিপদ ভোগ করিয়া

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কথং বেণো গতঃ স্বর্গং পাপং কৃত্বা সুদারুণম্।
তত্ত্বতো বিস্তরেণাপি বদ সত্যবতাং বর॥ ১

সূত উবাচ।

ঋষীণাং পুণ্যসংসর্গাৎ সম্ভাষাচ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
কায়স্য মথনাৎ পাপং বহিস্তস্য বিনির্গতম্॥২
পশ্চাদ্বেণঃ সুপুণ্যাত্মা জ্ঞানং লেভে চ শাশ্বতম্
রেবায়া দক্ষিণে কূলে তপশ্চচার স দ্বিজঃ॥ ৩
তৃণবিন্দোর্ঋষেশ্চৈব হ্যাশ্রমে পাপনাশনে।
বর্ষাণাঞ্চ শতং সাগ্রং কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪
কৃত্বা বৈ তপসা দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
প্রসন্নোঽভূন্মহাভাগ নিষ্পাপস্য নৃপস্য বৈ॥ ৫
উবাচ চ প্রসন্নাত্মা ব্রিয়তাং বরমুত্তমম॥ ৬

বেণ উবাচ।

যদি দেব প্রসন্নোঽসি দেহি মে বরমুত্তমম্।
অনেনাপি শরীরেণ গন্তুমিচ্ছামি ত্বৎপদম্॥ ৭
পিত্রা সার্দ্ধং মহাভাগ মাত্রা চৈব সুরেশ্বর।
তবৈব তেজসা দেব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮

বাসুদেব উবাচ।

ক্ব গতোঽসৌ মহামোহো যেন ত্বং মোহিতো নৃপ।
লোভেন মোহযুক্তেন তমোমার্গে নিপাতিতঃ॥

বেণ উবাচ।

যন্মে পূর্ব্বকৃতং পাপং তেনাহং মোহিতো বিভো
অতো মামুদ্ধরাস্মাত্ত্বং পাপাচ্চৈব সুদারুণাৎ॥
প্রজপ্তব্যমথো পাঠ্যং তদানুগ্রহাদ্বিভো॥ ১১

ভগবানুবাচ।

সাধু ভূপ মহাভাগ পাপন্তে নাশমাগতম্।
শুদ্ধোঽসি তপসা চ ত্বং তত্তঃ পুণ্যং বদাম্যহম্
পুরা বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্টোঽহং ভবতা যথা।
তস্মৈ যদুদিতং বৎস তত্তে সর্ব্বং বদাম্যহম॥ ১৩

চক্রধরের প্রসাদে বিষ্ণুর পরমপদ বৈষ্ণবলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। ৩১—৪১।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সত্যনিষ্ঠগণের অগ্রণী, তুমি বিস্তৃতরূপে আমাদের নিকট ব্যক্ত কর, কিরূপে বেণরাজ পাপপরিহারপূর্ব্বক স্বর্গগত হইলেন? সূত কহিলেন,—ঋষিগণের পুণ্যসংসর্গে, পুণ্য সংবাদে ও দেহমন্থনে বেণরাজের পাপ বহির্নিঃসৃত হইয়াছিল। পুণ্যাত্মা বেণ পরে শাশ্বত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ। বেণরাজ কামক্রোধবর্জ্জিত হইয়া রেবার দক্ষিণ কূলে তৃণবিন্দু ঋষির পাপহর আশ্রমে শতাধিক বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যাবলে শঙ্খচক্রগদাধর দেবদেব প্রসন্ন হইয়া নিষ্পাপ নৃপনন্দনের প্রতি তৎকালে বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি উত্তম বর গ্রহণ কর। ১—৬। বেণ বলিলেন,—যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় উত্তম বর প্রদান করুন। আমি এই বর্ত্তমান দেহেই আমার পিতামাতার সহিত তোমারই তেজে তোমারই পরম ধাম বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করি। বাসুদেব বলিলেন,—তোমায় যে মোহিত করিয়াছিল। হে নৃপ! সে মহামোহ এখন কোথায় গেল? তুমি মোহযুক্ত লোভদ্বারা তমোমার্গে নিপাতিত হইয়াছিলে। বেণ বলিলেন,—হে বিভো! আমার পূর্ব্বকৃত পাপে আমি মোহিত ছিলাম, অতএব এই সুদারুণ পাপ হইতে আমায় উদ্ধার করুন। হে বিভো! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জপ্য এবং পাঠ্য মন্ত্র উপদেশ করুন। ভগবান্ বলিলেন হে মহাভাগ ভূপতে! সাধু সাধু, তোমার পাপ নাশ পাইয়াছে। তুমি তপস্যায় শুদ্ধ হইয়াছ। তোমাকে আমি পুণ্য মন্ত্র বলিতেছি। তোমার ন্যায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাও আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৎস! আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়া-

একদা ব্রহ্মণা ধ্যানস্থিতেন নাভিপঙ্কজে।
প্রাদুরাস তদা তস্য বরদানায় সুব্রত॥ ১৪
তেন পৃষ্টং মহৎ পুণ্যং স্তোত্রং পাপপ্রণাশনম।
বাসুদেবাভিধানঞ্চ সুগতিপ্রদমিচ্ছতা॥ ১৫
স্তোত্রাণাং পরমং তস্মৈ বাসুদেবাভিধং মহৎ।
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং নৃণাং পঠতাং জপতাং সদা॥১৬
উপাদিশং মহাভাগ বিষ্ণুপ্রীতিকরং পরম॥ ১৭

বিষ্ণুরুবাচ।

এতৎ সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্তং ময়া হ্যব্যক্তমূর্ত্তিনা।
অতো মাং মুনয়ঃ প্রাহুর্ব্বিষ্ণুং বিষ্ণুপরায়ণাঃ॥১৮
বসন্তি যত্র ভূতানি বসত্যেষু চ যো বিভুঃ।
স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়ো বিদ্বদ্ভিরহমাদরাৎ॥ ১৯
সঙ্কর্ষতি প্রজাশ্চান্তে হ্যব্যক্তায় যতো বিভুঃ।
ততঃ সঙ্কর্ষণো নাম্না বিজ্ঞেয়ঃ শরণাগতৈঃ॥ ২০
ইঙ্গিতে কামরূপোঽহং বহু স্যামিতিকাম্যয়া।
প্রদ্যুম্নোঽহং বুধৈস্তস্মাদ্বিজ্ঞেয়োঽস্মি সুতার্থিভিঃ॥ ২১
অত্র লোকে বিনা চেশৌ সর্ব্বেশৌ হরকেশবৌ
নিরুদ্ধোঽহং যোগবলান্ন কেনাতো নিরুদ্ধবৎ॥
বিশ্বাখ্যোঽহং প্রতিজগজ্জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ
অহমিত্যভিমানী চ জাগ্রচ্চিন্তাসমাকুলঃ॥ ২৩
তৈজসোঽহং জগচ্চেষ্টাময়শ্চেন্দ্রিয়রূপবান।
জ্ঞানকর্ম্মসমুদ্রিক্তঃ স্বপ্নাবস্থাং গতো হ্যহম্‌॥ ২৪
প্রাজ্ঞোঽহমধিদৈবাত্মা বিশ্বাধিষ্ঠানগোচরঃ।
সুষুপ্তাবস্থিতো লোকাদুদাসীনো বিকল্পিতঃ॥
তুরীয়োঽহং নির্ব্বিকারী গুণাবস্থাবিবর্জ্জিতঃ।
নির্লিপ্তঃ সাক্ষিবদ্বিশ্বপ্রতিবিম্বিতবিগ্রহঃ॥ ২৬
চিদাভাসশ্চিদানন্দশ্চিন্ময়শ্চিৎস্বরূপবান।
নিত্যোঽক্ষরো ব্রহ্মরূপো ব্রহ্মন্নেবমবেহি মাম্‌॥

ভগবানুবাচ।

ইত্যুক্তান্তর্দ্দধে বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণে পুরা।
সোঽপি জ্ঞাত্বা জগদ্ব্যাপ্তিং কৃতাত্মা সমভূৎ ক্ষণাৎ॥২৮
রাজংস্ত্বমপি শুদ্ধাত্মা পৃথোর্জ্জন্মন এব চ।

ছিলাম, তৎসমস্তই তোমার নিকটে বলিতেছি। একদা ব্রহ্মা মদীয় নাভিপঙ্কজে ধ্যানস্থ হইলে আমি তাঁহাকে বরদানের জন্য তৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট বাসুদেবাভিধ পাপহর মহাপুণ্যজনক স্তোত্র জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই পরম মহৎ স্তোত্র উপদেশ করিয়াছিলাম। ঐ স্তোত্র জপপাঠনিরত নরগণের সর্ব্ব সৌখ্যপ্রদ এবং বিষ্ণুর পরম প্রীতিকর। ৭—১৭। বিষ্ণু বলিলেন,—আমি অব্যক্তরূপে এই সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান। তাই বিষ্ণুপরায়ণ মুনিগণ আমায় বিষ্ণুনামে অভিহিত করেন। যাহাতে সর্ব্ব প্রাণীর বাস যে বিভু সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজমান, বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক সেই আমি সাদরে বাসুদেব নামে নিরূপিত। বিভু প্রাণিপুঞ্জকে অব্যক্তরূপে সঙ্কর্ষণ করেন। তাই প্রায়ই তিনি শরণাগত জনগণ কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত। আমি স্বেচ্ছারূপী; কামনায় বহু হইয়া থাকি। তাই সুতার্থী বুধগণ আমায় প্রদ্যুম্ন নামে অবগত হইয়া থাকেন। এ জগতে হর ও কেশব ব্যতীত কেহই আমায় যোগবলে নিরুদ্ধ করিতে পারে না। তাই আমি নিরুদ্ধবৎ। প্রতি জগতে আমি বিশ্বাখ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন। আমি জাগ্রচ্চিন্তাসমাকুল 'অহং' অভিমানী; জগচ্চেষ্টাময় ইন্দ্রিয়রূপবান আমিই; আমি জ্ঞানকর্ম্মসমুদ্রিক্ত স্বপ্নাবস্থাপন্ন, আমিই প্রাজ্ঞ, অধিদৈবাত্মা, বিশ্বাধিষ্ঠানগোচর; আমিই সুষুপ্তাবস্থ উদাসীন; আমিই তুরীয় নির্ব্বিকার, গুণাবস্থাবর্জ্জিত; আমিই বিশ্ববিম্বিতবিগ্রহ সাক্ষিবৎ অবস্থিত নির্লিপ্ত; আমিই চিদাভাস, চিদানন্দ, চিন্ময়, চিৎস্বরূপবান্‌। হে ব্রহ্মন্‌! আমিই নিত্য অক্ষর ব্রহ্মরূপ, এইরূপই আমায় অবগত হউন। ভগবান্‌ বলিলেন,—বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পুরাকালে এইরূপে স্বীয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ব্রহ্মাও জগদ্‌ব্যাপ্তি অবগত হইয়া তৎক্ষণে কৃতার্থ হইলেন। হে রাজন! তুমিও পৃথুর জন্মে বিশুদ্ধাত্মা

কথাপ্যারাধ্য বিভুং স্তোত্রেণানেন সুব্রত॥
তুষ্টো বিষ্ণুস্তমভ্যাহ বরং বরয় মানদ॥ ২৯
বেণ উবাচ।
সুগতিং দেহি মে বিষ্ণো মুক্তপাত্তারয়স্ব মাম্।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি কারণং বদ সদ্গতেঃ॥
বিষ্ণুরুবাচ।
পূর্ব্বমেব মহাভাগ ত্বৎপিতাপি মহাত্মনা।
অঙ্গেনারাধিতস্তেন তস্মৈ দত্তো বরো ময়া॥ ৩১
প্রযাস্যসি মহাভাগ বিষ্ণোর্লোকমনুত্তমম্।
কর্ম্মণা স্বেন পূর্ব্বেণ পুণ্যেন নৃপনন্দন॥ ৩২
আত্মার্থে ত্বং মহাভাগ বরমেকং প্রযাচয়ম্।
শৃণু বেণ মহাভাগ বৃত্তান্তং পূর্ব্বসম্ভবম্॥
তব মাত্রে পুরা দত্তঃ শাপঃ ক্রুদ্ধেন ভূপতে।
সুশঙ্খেন সুনীথায়ৈ বাল্যে পূর্ব্বং মহাত্মনা॥
ততস্ত্বঙ্গে বরো দত্তো ময়ৈব বিদিতাত্মনা॥ ৩৪
ত্বাং সমুদ্ধর্ত্তুকামেন সুপুত্রস্তে ভবিষ্যতি॥
এবমুক্তা তু পিতরং তবাহং গুণবৎসলঃ॥ ৩৫
তবদঙ্গাৎ সমুদ্ভূতঃ করিষ্যে লোকপালনম্॥
দিবীন্দ্রো হি যথা ভাতি তথাহং ভূতলে স্থিতঃ
আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
অতস্ত্বং সুগতিং বৎস লভিষ্যসি বরান্মম॥ ৩৭
গত্যর্থমাত্মনো রাজন্ দানমেকং সমাচর।
যস্মাৎ পাতকরূপোঽহং সুনীথায়াঃ পরন্তপ॥৩৮
অকরং নগ্নরূপেণ কর্ত্তুং ত্বান্তু বিধর্ম্মগম্।
অন্যথা তু সুশঙ্খস্য বাক্যমেবান্যথা ভবেৎ॥৩৯
অতো বিধের্নিষেধশ্চ হ্যহমেব নৃপোত্তম।
কর্ম্মানুরূপফলদো বুদ্ধ্যতীতো গুণাগ্রহঃ॥ ৪০
দানমেব পরং শ্রেষ্ঠং দানং সর্ব্বপ্রভাবকম্।
তস্মাদ্দানং দদস্ব ত্বং দানাৎ পুণ্যং প্রবর্ত্ততে॥
দানেন নশ্যতে পাপং তস্মাদ্দানং দদস্ব হি॥
অশ্বমেধাদিকৈর্যজ্ঞৈর্যজস্ব নৃপনন্দন।
ভূমিদানাদিকং দানং ব্রাহ্মণেভ্যো দদস্ব বৈ।
সুদানাৎ প্রাপ্যতে ভোগঃ সুদানাৎ প্রাপ্যতে যশঃ॥ ৪২

হইয়াছ। তথাপি হে সুব্রত! এই স্তোত্র দ্বারা বিভুর আরাধনা কর। এই বলিয়া বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মানদ তুমি বর প্রার্থনা কর। বেণ বলিলেন,—হে বিষ্ণু! আমায় সুগতি প্রদান কর; পাপ হইতে উদ্ধার কর। আমি তোমার শরণাপন্ন; আমার সদ্গতির কারণ নির্দ্দেশ কর। ১৮—৩০। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার পিতা মহাত্মা অঙ্গ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া আমি পূর্ব্বেই তাঁহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলাম যে, হে মহাভাগ! তুমি স্বীয় কর্ম্মগুণে উত্তম বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিবে। হে মহাভাগ নৃপ! তুমি এক্ষণে নিজের বর প্রার্থনা কর। হে মহাভাগ বেণ! শ্রবণ কর। আরও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতেছি। পূর্ব্বে মহাত্মা সুশঙ্খ ক্রুদ্ধ হইয়া বাল্যাবস্থাপন্ন তোমার মাতা সুনীথাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। অনন্তর তোমার পিতাকে আমি বর দিয়াছিলাম যে, তোমার উদ্ধারের জন্য তোমার সুপুত্র হইবে। হে গুণবৎসল! তোমার পিতাকে আমি এই বলিয়া পরে বলিয়াছিলাম, আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া লোক পালন করিব। স্বর্গে যেমন ইন্দ্র, তেমনই ভূতলে আমি অবস্থিত হইব। আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাই সত্য শ্রুতি। অতএব হে বৎস! তুমি আমার বরে সুগতি লাভ করিবে। হে রাজন! তুমি আত্মার সুগতির নিমিত্ত দানানুষ্ঠান কর। হে পরন্তপ। আমিই সুনীথার পাতকরূপে নগ্ন পুরুষ হইয়া তোমাকে বিধর্ম্মী করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। তাহা না হইলে সুশঙ্খের বাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। অতএব হে নৃপোত্তম! আমিই বিধি এবং নিষেধ এবং আমিই কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা, বুদ্ধির অতীত ও গুণগ্রাহী। জানিবে, দানই পরম শ্রেষ্ঠ এবং দানই সর্ব্ব প্রভাবশালী। অতএব তুমি দান কর। দান হইতেই পুণ্যোৎপত্তি হয় এবং দানেই পাপনাশ হইয়া থাকে, অতএব দান কর; অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা যজন কর; ভূমিদানাদি

সুদানাজ্জায়তে কীর্ত্তিঃ সুদানাৎ প্রাপ্যতে সুখম্।
দানেন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং তত্র ভুনক্তি চ ॥৪৩
দত্তস্যাপি সুদানস্য শ্রদ্ধাযুক্তস্য সত্তম।
কালে প্র প্তে ভজেত্তীর্থং পুণ্যস্যাপি ফলং ত্বিদম্
পাত্রভূতায় বিপ্রায় শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
যো দদাতি মহাদানং ময়ি ভাবং নিবেশ্য চ ॥৪৫
তস্যাহং সকলং দদ্মি মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ॥৪৬
বেণ উবাচ।
কালং দানস্য মে ব্রূহি কীদৃক্ কালস্য লক্ষণম্।
তীর্থস্যাপি চ যদ্রূপং পাত্রস্যাপি সুলক্ষণম্ ॥৪৭
দানস্যাপি জগন্নাথ সর্ব্বং বিস্তরতো বদ।
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা দয়া মে যদি বর্ত্ততে ॥ ৪৮
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
দানকালং প্রবক্ষ্যামি নিত্যনৈমিত্তিকং নৃপ।
কাম্যঞ্চাপি মহারাজ চতুর্থং প্রায়িকং পুনঃ।
সূর্য্যস্যোদয়বেলায়াং পাপং নশ্যতি সর্ব্বতঃ ॥৪৯
অন্ধকারাণিকা ঘোরা নরাণাং নাশকারকাঃ।
দিবি সূর্য্যোমমাংশোহয়ং তেজসাং কল্পিতোনিধিঃ
তস্য বৈ তেজসা দগ্ধাভস্মতাং যান্তি কিল্বিষাঃ।
উদয়ন্তং মমাংশং যো দৃষ্ট্বা দত্তেতু বার্য্যপি ॥৫১
তস্য কিং কথ্যতে ভূপ নিত্যং পুণ্যবিবর্দ্ধনম্।
সম্প্রাপ্তায়াং সুবেলায়াং তস্যাং পুণ্যকরো নরঃ
স্নাত্বা ভার্চ্চা পিতৄন্ দেবান্ দানদাতা ভবেৎ পুনঃ
যথাশক্তিপ্রভাবেন শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৫৩
অন্নং পয়ঃ ফলং পুষ্পং বস্ত্রং তাম্বূলভূষণম্।
হেমরত্নাদিকঞ্চৈব তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৫৪
মধ্যাহ্নে তু ততো রাজন্নপরাহ্নে তথৈব চ।
মামুদ্দিশ্য চ যো দদ্যাত্তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৫৫
খাদ্যপানাদিকং মিষ্টং লেপনং গন্ধকুঙ্কুমম্।
কর্পূরাদিকমেবাপি বস্ত্রালঙ্কারসংযুতম্ ॥ ৫৬
অবিচ্ছিন্নং দদাত্যেবং ভোগসৌখ্যপ্রদায়কম্।
নিত্যকালো ময়াখ্যাতো দানপূজার্থিনাং শুভঃ ॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি নৈমিত্তিকমনুত্তমম্।
ত্রিকালেষ্বপি দাতব্যং দানমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮

দান ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান কর। সুদান হইতে ভোগ এবং সুদান হইতেই যশোলাভ হয়। সুদানে কীর্ত্তি জন্মে এবং সুদান হইতে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দান করিয়া লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গে গিয়া তাহার ফলভোগ করে। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যথাকালে উত্তম দান এবং যথাকালে তীর্থগমন ইহা পুণ্যেরই ফল। আমাতে ভাব নিবেশ করিয়া শ্রদ্ধাপূত মনে যে ব্যক্তি পাত্রভূত বিপ্রকে মহাদান প্রদান করে, তাহার সমস্ত মনোভীষ্টই আমি প্রদান করিয়া থাকি। ৩১—৪৬। বেণ বলিলেন,—দানের কাল কিরূপ? সে কালের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট বলুন। হে জগন্নাথ! যদি মৎপ্রতি দয়া হইয়া থাকে, তবে প্রসন্ন হইয়া তীর্থ, ও পাত্রের লক্ষণ এবং দানের বিধি আমার নিকট বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—মহারাজ! নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য এবং মোক্ষপ্রাপক দানকাল কীর্ত্তন করিতেছি। সূর্য্যোদয়ের বেলায় সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। ভীষণ অন্ধকার নরগণের নাশকারক। ঐ আকাশস্থ সূর্য্য আমারই অংশ—তেজোনিধিরূপে কল্পিত। পাপ সকল সূর্য্যতেজেই দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। ঐ উদীয়মান মদীয় অংশ সূর্য্য সন্দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি জলমাত্রও দান করে, তাহার যে নিত্য পুণ্যবৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে আর কি বলিব? ক্রমে সুবেলা উপস্থিত হইলে সে পুণ্যাত্মা নর স্নানান্তে পিতৃদেবগণকে পূজা করিয়া শ্রদ্ধাপূতমনে যথাশক্তি অন্ন, জল, ফল, পুষ্প, বস্ত্র, তাম্বূল ও হেমরত্নাদি ভূষণ প্রদান করে, তাহার অনন্ত পুণ্য হয়। হে রাজন্! মধ্যাহ্নে আমার উদ্দেশে যে ব্যক্তি মিষ্ট খাদ্যপানাদি, গন্ধ, কুঙ্কুম লেপন, কর্পূরাদি, ও ভোগসৌখ্যপ্রদায়ক বস্ত্রালঙ্কার অবিচ্ছিন্নভাবে দান করে, তাহারও পুণ্য অনন্ত। এই আমি দান পূজার্থীদিগের শুভ নিত্য কাল কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর নৈমিত্তিক কাল বলিতেছি। তিন কালেই নিশ্চয় দান করিবে

শূন্যং দিনং ন কর্ত্তব্যামাত্মনো হিতমিচ্ছতা।
যস্মিন্ কালে প্রদত্তং হি কিঞ্চিদ্দানং নরাধিপ ॥
তৎপ্রভাবান্মহাপ্রাজ্ঞো বহুসামর্থ্যসংযুতঃ।
ধনাঢ্যো গুণবান্ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽপি বিচক্ষণঃ
পক্ষং মাসং দিনং যাবন্ন দত্তং বৈ যদাশনম্‌।
তমেব বারয়াম্যেব ভক্ষ্যাচ্চৈব নরোত্তমম্‌ ॥ ৬১
স্বমলং ভক্ষিতঞ্চৈব অদত্ত্বা দানমুত্তমম্‌।
উৎপাদয়াম্যহং রোগং সর্ব্বভোগনিবারণম্‌ ॥ ৬২
তেষাং কায়েষ্বসন্তুষ্টো বহুপীড়াপ্রদায়কম্‌।
মন্দানলেন সংযুক্তং জ্বরসন্তাপকারকম্‌ ॥ ৬৩
ত্রিকালেষু ন দত্তং যৈর্ব্রাহ্মণেষু সুরেষু চ।
স্বয়মশ্নাতি মিষ্টন্তু তেন পাপং মহৎ কৃতম্‌ ॥ ৬৪
প্রায়শ্চত্তেন রৌদ্রেণ তমেবং পরিশোধয়েৎ।
উপবাসৈর্মহারাজ কায়শোষকরাদিকৈঃ ॥ ৬৫
চর্ম্মকারো যথা চর্ম্ম কুণ্ডস্যোপরি নিষ্ঘৃণঃ।
শোধয়েচ্চ কষায়ৈশ্চ তচ্চর্ম্ম স্ফোটয়েদ্‌যথা ॥ ৬৬
তথাহং পাপকর্ত্তারং শোধয়ামি ন সংশয়ঃ।
ঔষধীনাং সুযোগাচ্চ কষায়ৈঃ কটুকৈস্তথা ॥
উৎক্লেদকৈশ্চ সন্তাপৈর্ব্বৈদ্যরূপেণ নান্যথা।
অন্যে ভুঞ্জন্তি তস্যোগ্রভোগান্ পুণ্যান্
মনোঽনুগান্ ॥ ৬৮
কিং করোতি সমর্থশ্চ ন দত্তং দানমুত্তমম্‌।
মহতা পাপরূপেণ তমেবং পরিতাপয়ে ॥ ৬৯
নিত্যকালস্য যদ্দানমাত্মার্থং পাপিভির্যথা।
ন দত্তং রাজরাজেন্দ্র শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ॥ ৭০
তথা তান্ জারয়াম্যেতানুপায়ৈর্দ্দারুণৈঃ কিল ॥

বাসুদেব উবাচ।

নৈমিত্তিকং তথা কালং পুণ্যঞ্চৈব তবাগ্রতঃ।
প্রবক্ষ্যামি নরশ্রেষ্ঠ সুবুদ্ধ্যা শৃণু তৎপরঃ।
অমাবস্যা মহারাজ পৌর্ণমাসী তথৈব চ ॥ ৭২
যদা ভবতি সংক্রান্তিস্তথা ব্যতীপাতো নরেশ্বর।
বৈধৃতিশ্চ যদা প্রোক্তা যদা হ্যেকাদশী ভবেৎ
মহামাঘী তথাষাঢ়ী বৈশাখী কার্ত্তিকী তথা।
তমাসোমসমাযোগে মন্বাদিষু যুগাদিষু ॥ ৭৪

আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তি দিন দানশূন্য করিবে না। হে নরাধিপ! যে কোন কালে যে কিছু দান করা যায়, তাহার ফলে দাতা মহাপ্রাজ্ঞ ধনাঢ্য, বিচক্ষণ ও বহু সামর্থ্যযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি দিন, পক্ষ, বা মাস মধ্যেও অন্নদান করে না, তাহাকে আমি ভক্ষ্য হইতে নিবারণ করি অর্থাৎ তাহার অন্নসংস্থান রহিত করিয়া দিই। ৫৭—৬২। উত্তম দান না করিয়া লোক নিজের মলই ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা ত্রিকাল মধ্যে দেব-দ্বিজকে দান করে না, আমি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের দেহে বহু পীড়াদায়ক সর্ব্বভোগনিবারক রোগ উৎপাদন করি। তাহার জঠরাগ্নি মন্দীভূত হয়, সে জ্বরসন্তাপে তাপিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং মিষ্ট ভক্ষণ করে, তাহাদের মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়। কঠোর প্রায়শ্চত্ত এবং কায়শোষক উপবাসাদি দ্বারা তাহাদের দেহশুদ্ধি হয়। নির্ঘৃণ চর্ম্মকার যেমন চর্ম্ম-কুণ্ডের উপর বসিয়া কষায়াদি দ্বারা সেইচর্ম্মের শোষণ ও স্ফোটন করে, তেমনি আমিও ঔষধের সুযোগ, কটুকষায় দ্রব্য, উৎক্লেদক ও সন্তাপনাদি দ্বারা বৈদ্যরূপে পাপকর্ত্তাকে শোধন করিয়া থাকি। পাপীর মনোনুকূল পবিত্র ভোগ সকল অন্য পুণ্যকারী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাপী সমর্থ হইয়াও কি করিবে? তৎকর্ত্তৃক উত্তম দান প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং মহাপাপ-রূপে আমি তাহাকে এই প্রকারে পরিতপ্ত করিয়া থাকি। হে রাজরাজেন্দ্র! পাপি-গণ যেমন আত্মস্বার্থের জন্য শ্রদ্ধাপূত মনে নিত্য কালোচিত দান করে না, তেমনি কঠোর উপায়ে আমিও তাহাদিগকে জর্জ্জ-রিত করিয়া থাকি। বাসুদেব কহিলেন,—অনন্তর তোমার নিকট পুণ্য নৈমিত্তিককাল বলিতেছি, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সুবুদ্ধিপূর্ব্বক তৎপর হইয়া তাহা শ্রবণ কর। হে মহা-রাজ! অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, ব্যতি-পাত, ও বৈধৃতিযোগ, মহামাঘী, আষাঢ়ী, বৈশাখী ও কার্ত্তিকী একাদশী, সোমবার

গজচ্ছায়া তথা প্রোক্তা পিতৃক্ষয়া তথৈব চ ।
এতে নৈমিত্তিকাঃ খ্যাতাস্তবাগ্রে নৃপসত্তম ॥ ৭৫
এতেষু দীয়তে দানং তস্য দানস্য যৎফলম্ ।
তৎফলং তু প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং নৃপসত্তম ॥ ৭৬
মামুদ্দিশ্য নরো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি ।
তস্যাহং নির্বিকল্পেন প্রযচ্ছামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
গৃহং সৌখ্যং মহারাজ স্বর্গমোক্ষাদিকং বহু ।
কাম্যং কালং প্রবক্ষ্যামি দানস্য ফলদায়কম্ ॥
ব্রতানামেব সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং তথৈব চ ।
দানস্য পুণ্যকালং তু সম্প্রোক্তং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥
আভ্যুদয়িকমেবাপি কালং বক্ষ্যামি তে নৃপ ।
মখানামেব সর্ব্বেষাং বৈবাহিকমনুত্তমম্ ॥ ৮০
পুত্রস্য জাতমাত্রস্য চৌলমৌঞ্জ্যা দর্শং তথা ।
প্রাসাদধ্বজদেবানাং প্রতিষ্ঠাদিককর্ম্মণি ॥ ৮১
বাপীকূপতড়াগানাং গৃহবাস্তুময়ং নৃপ ।
তদাভ্যুদয়িকং প্রোক্তং মাতৃণাং যত্র পূজনম্ ॥
তস্মিন কালে দদেদ্দানং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
আভ্যুদয়িক এবায়ং কালঃ প্রোক্তো নৃপোত্তম
অন্ত্যঞ্চৈব প্রবক্ষ্যামি পাপপীড়াদিবারণম্ ।
মৃত্যুকালে চ সম্প্রাপ্তে ক্ষয়ং জ্ঞাত্বা নৃপোত্তম ॥
তত্র দানং প্রদাতব্যং যমমার্গসুখপ্রদম্ ।
নিত্যনৈমিত্তিকাৎ কালাৎ কাম্যাভ্যুদয়িকাত্তথা
অন্ত্যঃ কালঃ সমাখ্যাতো মহারাজ তবাগ্রতঃ ।
এতে কালাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বকর্ম্মফলদায়কাঃ ॥৮৬
তীর্থস্য লক্ষণং রাজন প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ ।
সুতীর্থানামিয়ং গঙ্গা ভাতি পুণ্যা সরস্বতী ॥৮৭
রেবা চ যমুনা তাপী তথা চর্ম্মণ্বতী নদী ।
সরযূর্ঘর্ঘরা বেণা পুণ্যা পাপপ্রণাশিনী ॥ ৮৮
কাবেরী কপিলা চান্যা বিশালা বিশ্বতারিণী ।
গোদাবরী সমাখ্যাতা তুঙ্গভদ্রা নরোত্তম ॥ ৮৯
পাপানাং ভীতিদা নিত্যং ভীমরথ্যা প্রপঠ্যতে ।
দেবিকা কৃষ্ণগঙ্গা চ অন্যাঃ সরিদ্বরোত্তমাঃ ॥ ৯০
এতাসাং পুণ্যকালেষু সন্তি তীর্থান্যনেকশঃ ।

অমাবস্যাযোগ, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, গজচ্ছায়া-যোগ ও মহালয়া এই সকল নৈমিত্তিককাল বলিয়া অভিহিত। হে নৃপসত্তম! এই সকল নৈমিত্তিককালে যে দান করা হয়, সেই দানফল ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক আমার উদ্দেশে এই সকল নৈমিত্তিককালে ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহাকে আমি গৃহ, সৌখ্য ও স্বর্গ মোক্ষাদি বহু ফল নিশ্চয় প্রদান করি। এক্ষণে দানফলদায়ক কাম্যকাল কীর্ত্তন করিতেছি। সমস্ত ব্রত ও সমস্ত দেবার্চ্চনার কালই দ্বিজ-সত্তমগণ কর্ত্তৃক দানের পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত। ৬৩—৭৯। হে নৃপ! এক্ষণে আভ্যু-দয়িক কাল বলিতেছি। সমস্ত যজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বিবাহ, পুত্রের জাতকর্ম্ম, চূড়া ও মৌঞ্জীবন্ধনাদি, প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা, ধ্বজা-রোপণ, দেবপ্রতিষ্ঠাদি, বাপী, কূপ ও তড়াগ উৎসর্গ, গৃহ ও বাস্তুপ্রতিষ্ঠা—যাহাতে ষোড়শ মাতৃকাপূজা হইয়া থাকে, তাহাই আভ্যুদয়িক বলিয়া কথিত। এই সকল কালে যে দান করা হয়, তাহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। হে নৃপসত্তম! এই তোমার নিকট আভ্যুদয়িক কাল কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পাপাচার নিবারক অন্ত্য অন্ত্যকালের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নিজের আসন্ন দেহক্ষয় অব-গত হইয়া তৎকালে যমমার্গে সুখপ্রদ দান অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য এবং আভ্যুদয়িক কাল ও তদতিরিক্ত অন্ত্যকালের কথাও তোমার নিকট বলিলাম। এই সকল কাল স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলদায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে রাজন্! এক্ষণে তীর্থলক্ষণ কহিতেছি। সুতীর্থগণ মধ্যে পুণ্যা গঙ্গা, সরস্বতী, রেবা, যমুনা, তাপী, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, ঘর্ঘরা, বেণা কাবেরী, কপিলা, বিশালা, গোদাবরী ও তুঙ্গভদ্রা এই সকল নদী পাপহারিণী ও বিশ্বতারিণী বলিয়া অভিহিত। এতদ্ভিন্ন পাপ-সমূহের নিত্যভীতিপ্রদা ভীমরথ্যা, দেবিকা, কৃষ্ণগঙ্গা এবং অন্যান্য সরিৎশ্রেষ্ঠা পুণ্যা ও পাপহরা। পুণ্যকালে এই সকল তীর্থজলে

গ্রামে বা যদি বারণ্যে নদ্যঃ সর্ব্বত্র পাবনাঃ।
তত্র তত্র প্রকর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
যাসাং ন জ্ঞায়তে নাম তাসাং তীর্থস্য সত্তম।
নামোচ্চারং প্রকুর্ব্বীত বিষ্ণুতীর্থমিদং নৃপ।
তীর্থস্য দেবতা তত্রাহমেব ন সংশয়ঃ।
মামেবমর্চ্চয়েদ্ যো বৈ তীর্থে দেবেষু সাধকঃ॥
তস্য পুণ্যফলং জাতং মন্নাম্না নৃপনন্দন॥ ৯৪
অজ্ঞাতানাঞ্চ তীর্থানাং দেবানাং নৃপসত্তম।
স্নানে দানে মহারাজ মন্নাম হি সমুচ্চরেৎ॥৯৫
তীর্থানামেব রাজেন্দ্র ধাত্রা ধাত্র্যা ইমাঃ কৃতাঃ।
সিন্ধবঃ সর্ব্বপুণ্যানাং সর্ব্বস্থাঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
যত্র তত্র প্রকর্ত্তব্যং স্নানদানাদিকং নৃপ।
অক্ষয্যং ফলমাপ্নোতি সুতীর্থানাং প্রসাদতঃ॥
তীর্থরূপা মহাপুণ্যাঃ সাগরাঃ সপ্ত এব চ।
মানসাদ্যাস্তথা রাজন সরস্যশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯৮
নির্ঝরা পল্বলাঃ প্রোক্তাস্তীর্থরূপা ন সংশয়ঃ।
ক্ষুদ্রা নদ্যো মহারাজ তাসু তীর্থং প্রতিষ্ঠিতম্॥
খাতেষেবঞ্চ সর্ব্বেষু বর্জ্জয়িত্বা চ কূপকম্।
পর্ব্বতাস্তীর্থরূপাশ্চ মের্ব্বাদ্যাশ্চ মহীতলে॥১০০
যজ্ঞভূমিশ্চ যজ্ঞশ্চ অগ্নিহোত্রে যথাস্থিতঃ।
শ্রাদ্ধভূমিস্তথা শুদ্ধা দেবশালা তথা পুনঃ॥১০১
হোমশালা তথা প্রোক্তা বেদাধ্যয়নবেশ্ম চ।
গৃহেষু পুণ্যসংযুক্তং গোষ্ঠানং বরমুত্তমম্॥১০২
সোমপায়ী ভবেদ্যত্র তীর্থং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
আরামো যত্র বৈ পুণ্যো হ্যশ্বত্থো যত্র তিষ্ঠতি।
ব্রহ্মবৃক্ষো ভবেদ্যত্র বটবৃক্ষস্তথৈব চ।
অন্যে চ বন্যসংস্থানে তত্র তীর্থং প্রতিষ্ঠিতম্॥
এতে তীর্থাঃ সমাখ্যাতাঃ পিতা মাতা তথৈব চ
পুরাণং পঠ্যতে যত্র গুরুর্যত্র স্বয়ং স্থিতঃ॥ ১০৫
সুভার্য্যা তিষ্ঠতে যত্র তত্র তীর্থং ন সংশয়ঃ।
সুপুত্রস্তিষ্ঠতে যত্র তত্র তীর্থং ন সংশয়ঃ॥ ১০৬
এতে তীর্থাঃ সমাখ্যাতা রাজবেশ্ম তথৈব চ।

বেণ উবাচ।

পাত্রস্য লক্ষণং ব্রূহি যস্মৈ দেয়ং সুরোত্তম।
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা কৃপয়া মম মাধব॥ ১০৭

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ পাত্রস্যাপি সুলক্ষণম্।

অন্যান্য বহুতীর্থ বিরাজ করে। তখন গ্রামে বা অরণ্যে সর্ব্বত্রই নদী পাবন হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ কালে সেই সেই নদীতেও স্নানদানাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। হে নৃপ! ঐ সকল অজ্ঞাত নদীর নাম তৎকালে না জানা থাকিলে বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া উহাদের নাম উচ্চারণ করিবে। আমিই তীর্থের দেবতা। যে সাধক তীর্থক্ষেত্রে আমার নাম উচ্চারণ করে, তাহার পুণ্যফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে নৃপনন্দন! অজ্ঞাত তীর্থে স্নানদান এবং অজ্ঞাতনামা দেবগণের অর্চ্চনে আমার নাম উচ্চারণ করিবে। ৮০—৯৫। হে রাজেন্দ্র! বিধাতা সর্ব্বস্থানস্থ সরিৎসমূহকে সমস্ত তীর্থের এবং সমস্ত পুণ্যের ধাত্রী করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল তীর্থের যে কোন স্থানে স্নানদানাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপ করণে সুতীর্থসমূহের প্রসাদে নর অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সপ্ত সাগর, মানসাদি সরোবর, নির্ঝর ও পল্বল সকল সমস্তই মহাপুণ্য তীর্থ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। হে মহারাজ! কূপ ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহে এবং খাতসমূহেও তীর্থপ্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান। মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, যজ্ঞভূমি, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, শ্রাদ্ধভূমি, দেবশালা, হোমশালা, বেদপাঠালয়, গোষ্ঠ, সোমপায়িগণের অধিষ্ঠিত স্থান, আরাম, অশ্বত্থবৃক্ষ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও বটবৃক্ষাধিষ্ঠিত স্থান, অন্যান্য বন্য স্থান এবং পিতা, মাতা এই সকলই তীর্থ বলিয়া অভিহিত। এতদ্ভিন্ন যেখানে পুরাণপাঠ হয়, যথায় স্বয়ং গুরুদেব থাকেন, যথায় সুভার্য্যা ও সুপুত্র বিরাজমান, সেই সেই স্থানেও তীর্থাধিষ্ঠান নিশ্চিত। রাজভবনকেও তীর্থ বলা হয়। এই আমি তীর্থসমূহের কথা কহিলাম। বেণ বলিলেন,—হে সুরোত্তম, হে মাধব! যাঁহাকে দান করিতে হইবে, সেই পাত্রের লক্ষণ কি? আপনি প্রসন্ন হইয়া কৃপা করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন। বাসুদেব কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! শ্রদ্ধাপূত মহাত্মগণ

যস্মৈ দেয়ং সুদানঞ্চ শ্রদ্ধাপূতৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১০৮
ব্রাহ্মণং সুকুলোপেতং বেদাধ্যয়নতৎপরম্ ॥
শান্তং দান্তং তপোযুক্তং শুক্লমেব বিশেষতঃ।
প্রজ্ঞাবন্তং জ্ঞানবন্তং দেবপূজনতৎপরম্ ॥ ১১০
সত্যবন্তং মহাপুণ্যং বৈষ্ণবং জ্ঞানপণ্ডিতম্।
ধর্ম্মজ্ঞং মুক্তলোলাঞ্চ পাষণ্ডৈস্তু বিবর্জ্জিতম্ ॥
এবং পাত্রং সমাখ্যাতমন্যদেবং বদাম্যহম্।
এবমেতৈর্গুণৈর্যুক্তং স্বস্রপুত্রং নরোত্তমম্ ॥১১২
এতৎ পাত্রং বিজানীহি দুহিতুস্তনয়ং ততঃ।
জামাতরং মহারাজ ভাবৈবেতৈশ্চ সংযুতম্ ॥
গুরুঞ্চ দীক্ষিতং চৈব পাত্রভূতং নরোত্তম।
এতান্যেব সুপাত্রাণি দানযোগ্যানি সত্তম ॥১১৪
বেদাচারসমোপেতমতৃপ্তিং নৈব চ গচ্ছতি।
বর্জ্জয়েৎ কিল তং বিপ্রং তথা কাণং সুধূর্ত্তকম্
অতিকৃষ্ণং মহারাজ কপিলং পরিবর্জ্জয়েৎ।
কেকরাক্ষং সুনীলঞ্চ শ্যাবদন্তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১৬
নীলদন্তং তথা রাজন্ পীতদন্তং তথৈব চ।
গোঘ্নং সুকৃষ্ণদন্তঞ্চ বর্ব্বরং চাতিপাংশুলম্ ॥
হীনাঙ্গমধিকাঙ্গঞ্চ কুষ্ঠিনং কুনখং তথা।
দুশ্চর্ম্মাণং মহারাজ খল্বাটং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১১৮
অন্যায়েষু রতা যস্য জায়া বিপ্রস্য কস্য চ।
তস্মৈ দানং ন দাতব্যং যদি ব্রহ্মসমো ভবেৎ
স্ত্রীজিতায় ন দাতব্যং শাখারণ্ডে মহামতে।
ব্যাধিতায় ন দাতব্যং মৃত্যুভোজিষু ভূপতে ॥১২০
চৌরায় চ ন দাতব্যং স যদ্যত্রিসমোভবেৎ।
অতৃপ্তায় ন দাতব্যং শাবন্তু পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
অতিস্তব্ধায় নো দেয়ং শঠায় চ বিশেষতঃ।
বেদশাস্ত্রসমাযুক্তঃ সদাচারেণ বর্জ্জিতঃ ॥ ১২২
শ্রাদ্ধে দানে চ রাজেন্দ্র নৈব যুক্তঃ কদা ভবেৎ
অথ দানং প্রবক্ষ্যামি সকলং পুণ্যদায়কম্ ॥
কালতীর্থসুপাত্রাণাং শ্রদ্ধাযোগাৎ প্রজায়তে
নাস্তি শ্রদ্ধাসমং পুণ্যং নাস্তি শ্রদ্ধাসমং সুখম্
নাস্তি শ্রদ্ধাসমং তীর্থং সংসারে প্রাণিনাং নৃপ
শ্রদ্ধাভাবেন সংযুক্তো মামেবং পরিসংস্মরেৎ
পাত্রহস্তে প্রদাতব্যং স্বল্পমেব নৃপোত্তম।
এবংবিধস্য দানস্য বিধিযুক্তস্য যৎফলম্।
অনন্তং তদবাপ্নোতি মৎপ্রসাদাৎ সুখী ভবেৎ

ইতি শ্রীপদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যাঁহাকে শুভ দান প্রদান করিবেন, সেই পাত্রের লক্ষণ শ্রবণ কর। যিনি সৎকুলোৎপন্ন বিদ্যাধ্যয়ননিরত, ব্রাহ্মণ, শান্ত, দান্ত, তপস্বী, শুভ্রবর্ণ, প্রজ্ঞাবান্, জ্ঞানবান্, দেবপূজাপরায়ণ, সত্যবান্, মহাপুণ্যযুক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানপ্রবীণ, ধর্ম্মজ্ঞ, নির্লোভ এবং পাষণ্ডবর্জ্জিত, তিনিই দানের যোগ্যপাত্র। অন্য পাত্রের কথা বলিতেছি। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ ভাগিনেয়ও যোগ্যপাত্র। এইরূপে উক্ত গুণবিশিষ্ট দুহিতৃপুত্র, জামাতা, দীক্ষিত এবং গুরুও পাত্রভূত। ৯৬—১১৫। হে নরোত্তম! এই সকল সুপাত্রই দানযোগ্য। হে মহারাজ! বেদাচারান্বিত হইয়াও যে বিপ্র অতৃপ্ত এবং যে বিপ্র কাণ, অতিধূর্ত্ত, অতিকৃষ্ণবর্ণ, কপিলবর্ণ, কেকরাক্ষ, সুনীল, শ্যাবদন্ত, নীলদন্ত, পীতদন্ত, গোঘ্ন, সুকৃষ্ণদন্ত, অতিপাংশুল, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, কুষ্ঠী, কুনখী, দুশ্চর্ম্মা এবং খল্বাট, ইহাদিগকে দান করিবে না; ইহারা দানের অপাত্র। যে ব্রাহ্মণের ভার্য্যা অন্যায় কার্য্যে রত, তিনি ব্রহ্মসম হইলেও দানের অযোগ্য পাত্র। যে বিপ্র স্ত্রীজিত, যিনি স্বীয় শাখা পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাখীয় কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহাকে দান করিবে না। ব্যাধিত, ভিক্ষাজীবী, চোর, অতৃপ্ত, শবজীবী, অতিস্তব্ধ, শঠ এবং বেদশাস্ত্রান্বিত হইয়াও সদাচারবর্জ্জিত, এই সকল বিপ্রকে দান করিবে না। হে রাজেন্দ্র! শ্রাদ্ধে এবং দানকার্য্যে এই ব্রাহ্মণ প্রশস্ত নহে। অনন্তর পুণ্যদায়ক সকল দান বলিতেছি। কাল, তীর্থ, সুপাত্র, এবং শ্রদ্ধা যোগেই সকল দান নিষ্পন্ন হয়। শ্রদ্ধার সমান পুণ্য নাই; শ্রদ্ধার সমান সুখ নাই এবং সংসারে প্রাণীদিগের শ্রদ্ধার সমান তীর্থও নাই। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রাণী আমাকেই স্মরণ করিবে এবং যোগ্য পাত্রের হস্তে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যও প্রদান করিবে। এবম্বিধ

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বেণ উবাচ।

নিত্যদানফলং দেব ত্বত্তঃ পূর্ব্বং ময়া শ্রুতম্।
নৈমিত্তিকস্য দানস্য দত্তস্যাপি হি যৎফলম্॥ ১
তৎফলং মে সমাচক্ষ ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রযত্নতঃ।
মম তৃপ্তিং ন গচ্ছামি শ্রোতুং শ্রদ্ধা প্রবর্ত্ততে॥

বিষ্ণুরুবাচ।

নৈমিত্তিকং প্রবক্ষ্যামি দানমেব নৃপোত্তম।
মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে যেন দানানি শ্রদ্ধয়া॥ ৩
সৎপাত্রেভ্যঃ প্রদত্তানি তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
গজং রথং প্রদত্তে যো হ্যশ্বং চাপি নৃপোত্তম॥৪
স চ ভৃত্যৈস্তু সংযুক্তঃ পুণ্যদেশে নৃপোত্তমঃ।
জায়তে হি মহারাজ মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ॥ ৫
রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বলবান্ সুধীঃ
অজেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মহাতেজাঃ প্রজায়তে॥৬
মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে ভূমিদানং দদাতি যঃ।
গোদানং বা মহারাজ সর্ব্বভোগপতির্ভবেৎ॥৭
ব্রাহ্মণায় সুপুণ্যায় দানং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
মহাদানানি যো দদ্যাত্তীর্থে পর্ব্বণি পাত্রবিৎ॥৮
তেষাং চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি ভূপতিত্বং প্রজায়তে
তীর্থে পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে গুপ্তদানং দদাতি যঃ॥৯
নিধানানাঞ্চ সম্প্রাপ্তিরক্ষয়া পরিজায়তে।
মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে তীর্থেষু ব্রাহ্মণায় চ॥ ১০
সুচৈলঞ্চ মহাদানং কাঞ্চনেন সমন্বিতম্।
পুণ্যং ফলং প্রবক্ষ্যামি তস্য দানস্য ভূপতে॥ ১১
জায়ন্তে বহবঃ পুত্রাঃ সুগুণা বেদপারগাঃ।
আয়ুষ্মন্তঃ প্রজাবন্তো যশঃপুণ্যসমন্বিতাঃ॥ ১২
বিপুলাশ্চৈব জায়ন্তে স্ফীতা * লক্ষ্মীর্ম্মহামতে।
সৌখ্যঞ্চ লভতে পুণ্যং ধর্ম্মবান পরিজায়তে॥১৩

বৈধ দানের ফল অনন্ত। দাতা এইরূপ দান করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হয় এবং আমার প্রসাদে সুখী হইয়া থাকে। ১১৫—১২৬।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বেণ বলিলেন,—হে দেব! আপনার নিকট নিত্য দানের ফল পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া নৈমিত্তিক দানের ফল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ইহা শ্রবণে আমি চরম তৃপ্তি পাইতেছি না; শুনিবার জন্য শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষ্ণু বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! নৈমিত্তিক দানফল বলিতেছি। কোন মহাপর্ব্ব উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি সৎপাত্রদিগকে শ্রদ্ধায় নানাদান প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গজ, রথ ও অশ্ব দান করে, সে মৎপ্রসাদে ভৃত্যযুক্ত হইয়া পুণ্য দেশে জন্মগ্রহণ করে। ১—৫। হে মহারাজ! ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা, জ্ঞানবান ও ধীমান, রাজা, সর্ব্ব ভূতগণের অজেয় হইয়া থাকেন। মহাপর্ব্ব উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি ভূমিদান ও গো দান করে, সে সর্ব্বভোগের অধীশ্বর হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত দান করিবে। যে পাত্রজ্ঞ ব্যক্তি তীর্থে পর্ব্বোপলক্ষে মহাদান প্রদান করে, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, সে ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তীর্থে পর্ব্বোপলক্ষে যে জন গুপ্ত দান করে, সত্বর তাহার অক্ষয় নিধিপ্রাপ্তি হয়। তীর্থে মহাপর্ব্বোপলক্ষে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে উত্তম বস্ত্র ও কাঞ্চনযুক্ত মহাদান করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি। হে ভূপতে! এইরূপ দানের ফলে তাহার শুভ, গুণান্বিত, বেদপারগ বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ সকল পুত্র আয়ুষ্মান, প্রজাবান ও যশঃপুণ্যভাজন হইয়া থাকে; দানকর্ত্তার বিপুল লক্ষ্মী ও সৌখ্য লাভ হয়। সে ধার্ম্মিক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মহাপর্ব্বদিনে তীর্থে গিয়া যে ব্যক্তি মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সযত্নে কাঞ্চনী কপিলা প্রদান করে, তাহার দানপুণ্যফল বলিতেছি। হে মহারাজ! কপিলাদাতা সর্ব্ব সুখভোগ করে। যাবৎ ব্রহ্মা

* "জ্ঞাতত বা মহামতে" ইতি পাঠান্তরম্।

মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে তীর্থং সম্প্রাপ্য যত্নতঃ।
কপিলা কাঞ্চনীং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥১৪
তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি দানস্য চ মহামতে।
কপিলাদো মহারাজ মহাসৌখ্যং প্রভুঞ্জতে ॥১৫
যাবদ্‌ব্রহ্মা প্রজীবেৎ স তাবত্তিষ্ঠতি তত্র সঃ।
মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে হ্যলঙ্কৃত্য চ গাং তদা ॥১৬
কাঞ্চনেনাপি সংযুক্তাং বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
তস্য দানস্য রাজেন্দ্র ফলভোগং বদাম্যহম্ ॥ ১৭
বিপুলা জায়তে লক্ষ্মীর্দ্দানভোগসমাকুলা।
সর্ব্ববিদ্যাপতির্ভূত্বা বিষ্ণুভক্তো ভবেৎ কিল ॥১৮
বিষ্ণুলোকে বসেন্মর্ত্ত্যো যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তীর্থং গত্বা তু যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় বিভূষণম্ ॥
ভুক্ত্বা তু বিপুলান ভোগানিন্দ্রেণ ক্রীড়তে সহ
মহাপর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে বস্ত্রঞ্চ দ্বিজপুঙ্গবে ॥ ২০
দত্বান্নং ভূমিসংযুক্তং পাত্রে শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
মোদতে স তু বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ ॥২১
সবস্ত্রং কাঞ্চনং দত্ত্বা দ্বিজায় পরিশান্তয়ে।
স্বেচ্ছয়া হ্যগ্নিসদৃশো বৈকুণ্ঠে স বসেৎ সুখী ॥২২
সুবর্ণস্য সুকুম্ভঞ্চ ঘৃতেন পরিপূরয়েৎ।
পিধানং রৌপ্যং কর্ত্তব্যং বস্ত্রহারৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৩
পুষ্পমালান্বিতং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মসূত্রেণ শোভিতম্।
প্রতিষ্ঠিতং বেদমন্ত্রৈস্তং সম্পূজ্য মহামতে ॥ ২৪
উপচারৈঃ পবিত্রৈশ্চ ষোড়শৈঃ পরিপূজয়েৎ।
স্বলঙ্কৃত্য ততো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥২৫
ষোড়শৈব ততো গাবঃ সবস্ত্রাঃ কাংস্যদোহিনীঃ
কুম্ভৈর্যুক্তাশ্চ চত্বারো দক্ষিণাঞ্চ সকাঞ্চনাম্ ॥
তথা দ্বাদশকা গাবো বস্ত্রালঙ্কারভূষণাঃ।
পৃথগ্‌ভূতায় বিপ্রায় দাতব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥২৭
এবমাদীনি দানানি হ্যন্যানি নৃপনন্দন।
তীর্থকালং সুসম্প্রাপ্য বিপ্রাবসথমেব চ ॥ ২৮
শ্রদ্ধাভাবেন দাতব্যং বহুপুণ্যকরং ভবেৎ ॥ ২৯

বিষ্ণুরুবাচ।

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যদ্দানং কামনাপরিকল্পিতম্।
তস্য দানস্য ভাবেন ভাবনাপরিভাবিতঃ ॥ ৩০
তাদৃক্‌ফলং সমশ্নাতি মানুষো নাত্র সংশয়ঃ।
অভ্যুদয়ং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাদিষু প্রবর্ত্ততে ॥ ৩১
তেন দানেন তস্যাপি শ্রদ্ধয়া চ দ্বিজোত্তমঃ (১)

থাকেন, তাবৎ ঐ ব্যক্তি তৎসমীপে অবস্থান করে। যে জন মহাপর্ব্বে কাঞ্চন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গো দান করে, তাহার দানফল ভোগের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। তাদৃশ দানকর্ত্তার দানভোগসমাকুল বিপুল লক্ষ্মী লাভ হয়। তিনি সর্ব্ব বিদ্যাপতি ও বিষ্ণুভক্ত হন। ভূমণ্ডলের স্থিতিকাল যাবৎ তাঁহার বিষ্ণুলোকে বাস হয়। যে জন তীর্থে গিয়া ব্রাহ্মণকে ভূষণ দান করে সে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া ইন্দ্র সহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। মহাপর্ব্ব উপস্থিত হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে শ্রদ্ধার সহিত বস্ত্র, অন্ন ও ভূমিদান করিয়া মানব বৈকুণ্ঠে বিহার করে এবং বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হয়। ৬—২১। শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণকে বস্ত্র কাঞ্চন দান করিয়া মানব স্বেচ্ছায় অগ্নি সদৃশ তেজস্বী হয় এবং বৈকুণ্ঠবাস করে। রৌপ্যপিধানযুক্ত বস্ত্রহারালঙ্কৃত পুষ্পমালামণ্ডিত যজ্ঞোপবীতান্বিত ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ বেদমন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে উহা অলঙ্কৃত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অনন্তর কাংস্যদোহনান্বিত সবস্ত্র ষোড়শ গো, সকাঞ্চন দক্ষিণা এবং অন্য বস্ত্রালঙ্কারভূষিত দ্বাদশ গো আরও এক ব্রাহ্মণকে দান করিবে, হে নৃপনন্দন! এই সকল এবং এই প্রকার অন্যান্য দান কর্ত্তব্য। তীর্থে শুভকাল প্রাপ্ত হইয়া নর শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের বাসোপযোগী গৃহ প্রদান করিবে। এইরূপ দান বহু পুণ্যজনক হইয়া থাকে। বিষ্ণু বলিলেন,—কামনা করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, সেই দানের ভাবে ভাবিত ব্যক্তি তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজোত্তম! যাহা যজ্ঞাদিতে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই যজ্ঞাভ্যুদয় কীর্ত্তন করিতেছি। যজ্ঞাদিপ্রবৃত্ত আভ্যুদয়িক দান

---

(১) "শুদ্ধয়ে চ নৃপোত্তম" ইতি পাঠান্তরম্।

প্রজ্ঞাবৃদ্ধিমবাপ্নোতি নৈব দুঃখঞ্চ বিন্দতি ॥৩২
ভোগান্ভুঙ্‌ক্তে স ধর্ম্মাত্মা জীবমানস্ত
সাম্প্রতম্।
ঐন্দ্রাংস্ত ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ ভোগান্ দাতা দিব্যাং
গতিং গতঃ ॥ ৩৩
স্বকুলং নয়তে স্বর্গং কল্পানাঞ্চ সহস্রকম্।
এবমাভ্যুদয়ং প্রোক্তং প্রাপ্যান্তং তু বদাম্যহম্
কায়স্য চ ক্ষয়ং জ্ঞাত্বা জরয়া পরিপীড়িতঃ।
দানং তেন প্রদাতব্যমাশাং কস্য ন কারয়েৎ ॥
মৃতে ময়ি চ মে পুত্রা অন্যে স্বজনবান্ধবাঃ।
কথমেতে ভবিষ্যন্তি মাং বিনা সুহৃদো মম ॥ ৩৫
তেষাং মোহাৎ প্রমুগ্ধোঽপি ন দদাতি স কিঞ্চন
মৃত্যুং প্রয়াতি মোহাত্মা রুদন্তি মিত্রবান্ধবাঃ ॥
দুঃখেন পীড়িতাঃ সর্ব্বে মায়ামোহেন পীড়িতাঃ
সঙ্কল্পয়ন্তি দানানি মোক্ষং বৈ চিন্তয়ন্তি চ ॥৩৭
তস্মিন্ মৃতে মহারাজ মায়ামোহে গতে সতি।
বিস্মরন্তি চ দানানি লোভাত্মানো দদন্তি ন ॥
যোঽসৌ মৃতো মহারাজ যমপান্থঃ সুদুঃখিতঃ।
তৃষাক্ষুধাসমাক্রান্তো বহুদুঃখৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥৪০
তস্মাদ্দানং প্রদাতব্যং স্বয়মেব ন সংশয়ঃ।
কস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ কস্য ভার্য্যা নৃপোত্তম ॥
সংসারে নাস্তি কঃ কস্য তস্মাদ্দানং প্রদীয়তে।
জ্ঞানবতা প্রদাতব্যং স্বয়মেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
অন্নং পানঞ্চ তাম্বূল মুদকং কাঞ্চনং তথা।
যুগ্মং বস্ত্রঞ্চ ছত্রঞ্চ স্বয়মেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
জলপাত্রাণ্যনেকানি সোদকানি নৃপোত্তম।
বাহনানি বিচিত্রাণি যানান্যেব মহামতে ॥ ৪৪
নানাগন্ধং সকর্পূরং যমপান্থসুখপ্রদে।
উপানহৌ প্রদাতব্যে যদীচ্ছেদ্বিপুলং সুখম্ ॥৪৫
এতৈর্দানৈর্মহারাজ যমমার্গং সুখেন বৈ।
প্রয়াতি মানবো রাজন যমদূতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
নৈমিত্তিকদানকথনং নাম চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

বলিতেছি. সেই শ্রদ্ধা সংকৃত দানের ফলে দাতার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়, তিনি কখনও দুঃখ ভোগ করেন না। তিনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া বর্ত্তমানে বিবিধ ভোগ উপভোগ করেন। পরে ঐন্দ্র ভোগ উপভোগ করিয়া দিব্য গতি লাভ করিয়া থাকেন। ২২—৩৩। তৎকর্ত্তৃক স্বীয় কুল সহস্রকল্পকাল স্বর্গে নীত হয়। এই অভ্যুদয় দান উক্ত হইল। এক্ষণে নর অন্তকালপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপ করিবে, তাহা বলিতেছি। জরাপরিপীড়িত হইয়া মানব বুঝিবে, কায়ক্ষয় উপস্থিত প্রায়। সুতরাং তখন দান করিবে। কাহারও আশা করিবে না। মানব ভাবনা করে, আমি মরিলে আমার এই পুত্রগণ এবং অন্য স্বজন বান্ধবগণ আমার অবসানে কি করিবে? কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? এই ভাবনায় তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানব কিছুই দান করে না। শেষে মোহাপন্ন হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়। মিত্রবান্ধবেরা দুঃখ ও মায়ামোহপীড়িত হইয়া রোদন করিতে থাকে এবং মৃত ব্যক্তির মোক্ষ চিন্তায় দানের সঙ্কল্প করে। হে মহারাজ! কিন্তু মরণের পর মায়ামোহ যখন চলিয়া যায়, তখন সেই লুব্ধাত্মা বান্ধবেরা সেই দানসঙ্কল্প ভুলিয়া যায়, কাহাকেও কিছু প্রদান করে না। যে মরিয়া যায়, সে যমপথে উপনীত হইয়া সুদুঃখিত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় আক্রান্ত এবং বহু দুঃখে প্রপীড়িত হইতে থাকে। অতএব নিজ নিজ কল্যাণের জন্য নিজেরই দান করা কর্ত্তব্য। দেখ নৃপবর! কে কাহার পুত্র, পৌত্র; কে কাহার ভার্য্যা? সংসারে কেহই কাহারও নয়। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্বয়ংই দানানুষ্ঠান করিবেন। অন্ন পান, তাম্বুল, জল, কাঞ্চন, যোগ্য বস্ত্র, ছত্র এবং বহু জলপূর্ণ পাত্র, বিচিত্র বিচিত্র বাহন, যান, কর্পূরযুক্ত নানাগন্ধ, এবং যমপথ-সুখপ্রদ পাদুকাযুগল প্রদান করিবে। হে মহারাজ!

(১) সুগাং সবৎসাং ভূমিঞ্চ ফলানি বিবিধানি চ ইতি পাঠান্তরম্।

মানব এই সকল দান ক'রিয়া যমদূতালঙ্কৃত যমপথ সুখে অতিক্রম করে ৩৪—৪৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বেণ উবাচ ।

পুত্রো ভার্য্যা কথং তীর্থং মাতা পিতা কথং বদ
গুরুশ্চৈব কথং তীর্থং তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

অস্তি বারাণসী রম্যা গঙ্গাযুক্তা মহাপুরী ।
তস্যাং বসতি বৈশ্যো হি কৃকলো নাম নামতঃ
তস্য ভার্য্যা মহাসাধ্বী সাধুব্রতপরায়ণা ।
ধর্ম্মাচারপরা নিত্যং সা বৈ পতিপরায়ণা । ৩
সুকলা নাম পুণ্যাঙ্গী সুপুত্রা চারুমঙ্গলা ।
সত্যংবদা সদা শুদ্ধা প্রিয়াকারা প্রিয়প্রিয়া ॥৪
এবং গুণসমাযুক্তা সুভগা চারুকারিণী ।
স বৈশ্য উত্তমো নাম্না ধর্ম্মজ্ঞো জ্ঞানবান্ গুণী ॥
পুরাণে শ্রৌতধর্ম্মে চ সদা শ্রবণতৎপরঃ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন বহুপুণ্যপ্রদায়কম্ ॥ ৫
শ্রদ্ধয়া নির্গতো যাত্রাং তীর্থানাং পুণ্যমঙ্গলাম্ ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসঙ্গেন সার্থবাহেন তেন বৈ ॥ ৬
প্রস্থিতো ধর্ম্মমার্গং তু তমুবাচ পতিব্রতা ।
পতিস্নেহেন সম্মুগ্ধা ভর্ত্তারং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭

সুকলোবাচ ।

অহং তে ধর্ম্মতঃ পত্নী সৎপুণ্যাকরা প্রিয় ।
পতিমার্গং প্রযাতাহং পতিদেবং যজাম্যহম্ ॥ ৮
কদা নৈব ময়া ত্যাজ্যং সামীপ্যং তে দ্বিজোত্তম
তব চ্ছায়াং সমাশ্রিত্য করিষ্যে ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥ ৯
পতিব্রতাখ্যং পাপঘ্নং নারীণাং গতিদায়কম্ ।
পুণ্যা স্ত্রী কথ্যতে লোকে যা স্যাৎ পতিপরায়ণা
যুবতীনাং পৃথক্তীর্থং বিনা ভর্ত্তুর্ন শোভতে।
সুখদং নাস্তি বৈ লোকে স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্ ॥
সব্যং পাদং স্বভর্ত্তুশ্চ প্রয়াগং বিদ্ধি সত্তম ।
বামং চ পুষ্করং তস্য যা নারী পরিকল্পয়েৎ ॥১২
তস্য পাদোদকস্নানাত্তৎ পুণ্যং পরিজায়তে ।
প্রয়াগপুষ্করসমং স্নানং স্ত্রীণাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
সর্ব্বতীর্থময়ো ভর্ত্তা সর্ব্বপুণ্যময়ঃ পতিঃ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বেণ বলিলেন,—পুত্র, ভার্য্যা, পিতা, মাতা এবং গুরু ইঁহারা কিরূপ তীর্থ, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—বারাণসী নামে গঙ্গাসমন্বিতা এক রম্যা পুরী বিদ্যমান। তথায় কৃকল নামে এক বৈশ্য বাস করিত। তাঁহার ভার্য্যার নাম সুকলা; সুকলা মহাসাধ্বী,—পতিগত-প্রাণা, নিত্য ধর্ম্মাচারপরায়ণা, পুণ্যগাত্রী, সুপুত্রা, চারুমঙ্গলা, সত্যবাদিনী, সদাশুদ্ধা, প্রিয়াকরা ও প্রিয়প্রিয়া। ১—৪। সৌভাগ্য-বতী বৈশ্যপত্নী এইরূপই গুণশালিনী ছিলেন। বৈশ্য কৃকলও উত্তম পুরুষ। তিনি নানা ধর্ম্মজ্ঞ, জ্ঞানবান্, গুণবান্, সর্ব্বদা পুরাণ ও শ্রৌত ধর্ম্ম শ্রবণতৎপর। বৈশ্য তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বহু পুণ্যফল কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা সহ-কারে মঙ্গলাবহ তীর্থযাত্রায় নির্গত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ ও বণিক্‌গণ সঙ্গে ধর্ম্মপথে প্রস্থান করিলে, পতিস্নেহমুগ্ধা পতিব্রতা সুকলা ভর্ত্তাকে বলিলেন,—হে প্রিয়! আমি তোমার সহ পুণ্যকারিণী ধর্ম্মপত্নী, আমি পতিপথের অনুগামিনী ও সতত পতিদেব-তার পূজা করি। হে দ্বিজোত্তম! আমি কদাচ তোমার সামীপ্য পরিত্যাগ করিব না। তোমার ছায়া আশ্রয় করিয়া আমি উত্তম ধর্ম্মাচরণ করিব। পাতিব্রত্যই নারীগণের পাপঘ্ন এবং গতিপ্রদ। পতিপরায়ণা নারীই পুণ্যশ্রী নামে অভিহিতা। ভর্ত্তা বিনা সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ তীর্থ জগতে নারীর অন্য কিছুই নাই। যে নারী ভর্ত্তার দক্ষিণ পাদকে প্রয়াগ এবং বাম পদকে পুষ্কররূপে কল্পনা করে এবং ভর্ত্তার পাদোদকে স্নানাচরণ করে, তাহার পুণ্য হয়। এইরূপ স্নানে নারীগণের প্রয়াগ ও পুষ্করস্নানসম স্নান হইয়া থাকে। ভর্ত্তা সর্ব্বতীর্থময় এবং ভর্ত্তাই সর্ব্বপুণ্যময়।

মখানাং যজনাৎ পুণ্যং যদ্বৈ ভবতি দীক্ষিতে ॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি সেবয়া ভর্ত্তুরেব হি।
গয়াদীনাং সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ ॥ (১)
তৎফলং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণাদপি ॥ ১৫
সমাসেন প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
নাস্ত্যাসাং হি পৃথগ্‌ধর্ম্মঃ পতিশুশ্রূষণং বিনা॥১৬
তস্মাৎ কান্ত সহায়ং তে কুর্ব্বাণা সুখদায়িনী।
তব চ্ছায়াং সমাশ্রিত্য আগমিষ্যামি নান্যথা ॥১৭

বিষ্ণুরুবাচ।

রূপং শীলং গুণং ভক্তিং সমালোক্য চ সর্ব্বথা।
সৌকুমার্য্যং বিচার্য্যৈবং কৃকলঃ স পুনঃপুনঃ ॥ ১৭
যদ্যেবং হি নয়িষ্যামি দুর্গমার্গং সুদুঃখদম্‌।
রূপনাশো ভবেচ্চাস্যাঃ শীতাতপাবলোড়নাৎ ॥
পদ্মগর্ভসমাকাশমস্যাশ্চাঙ্গং প্রবর্ণকম্‌।
ঝঞ্ঝাবাতেন শীতেন কৃষ্ণবর্ণং ভবিষ্যতি ॥ ২০
পন্থাঃ কর্কশসুগ্রাবা পাদৌ চাস্যাঃ সুকোমলৌ
এষোতে বেদনাং তীব্রামথো গন্তুং ন চ ক্ষমা
ক্ষুত্তৃষ্ণাভিপরীতাঙ্গী কীদৃক্‌ চেয়ং ভবিষ্যতি।
বামাঙ্গী মম চ স্থানং সুখস্থানং বরাননা ॥ ২২
মম প্রাণপ্রিয়া নিত্যং নিত্যং ধর্ম্মস্য চাশ্রয়ঃ।
নাশমেতি যদা বালা মম নাশো ভবেদিহ ॥ ২৩
ইয়ং মে জীবিকা নিত্যমিয়ং প্রাণস্য চেশ্বরী।
ন নয়িষ্যে বনং তীর্থমেকশ্চৈব ব্রজাম্যহম্‌ ॥ ২৪
চিন্তয়িত্বা ক্ষণং নূনং কৃকলেন মহাত্মনা।
তস্য চিত্তানুগো ভাবস্তয়া জ্ঞাতো নৃপোত্তম ॥
পুনরূচে মহাভাগা ভর্ত্তারং প্রস্থিতং তদা।
অনঘা নৈব সন্ত্যাজ্যা পুরুষৈঃ শৃণু সত্তম ॥ ২৬
মূলমেবং হি ধর্ম্মস্য পুরুষস্য মহামতে।
জ্ঞাত্বা চৈবং মহাভাগ নয় মামপি সাম্প্রতম্‌ ॥২৭

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রুত্বা সর্ব্বং হি তেনাপি প্রিয়য়া বহুভাষিতম্‌।

দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞযজনে যে পুণ্য হয় একমাত্র ভর্ত্তৃসেবায় সেই পুণ্য হইয়া থাকে। গয়াদি উত্তম তীর্থে যাত্রা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভর্ত্তৃশুশ্রূষায় তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। আমি এ বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পতিশুশ্রূষা ব্যতীত নারীগণের পৃথক্‌ ধর্ম্ম নাই। অতএব হে কান্ত। তোমার ছায়া আশ্রয় করিয়া তোমারই সাহায্য সুখদান করিতে করিতে আমি আগমন করিব। ইহার অন্যথা করিব না। ৫—১৭। বিষ্ণু বলিলেন,—বৈশ্য কৃকল ভার্য্যার রূপ, শীল, গুণ, ভক্তি, বয়স ও অঙ্গসৌকুমার্য্য দেখিয়া পুনঃপুনঃ আলোচনা করিল। যদি আমি ইহাকে অতি দুঃখপ্রদ দুর্গম মার্গে লইয়া যাই, তাহা হইলে শীতাতপসঙ্ঘর্ষে ইহার রূপ নাশ হইবে। ইহার এই যে পদ্মগর্ভপ্রতিম উত্তম বর্ণশালী অঙ্গ, ইহা ঝঞ্ঝাবাতে ও শীতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। কঠিন উপলময় পন্থা, কিন্তু ইহার পাদযুগল অতীব কোমল। এই কোমল পদ পথাতিক্রমণে বেদনাযুক্ত হইবে। এ কিছুতেই পথ চলিতে পারিবে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিকলাঙ্গ হইয়া এ কিম্ভুত কিমাকার হইয়া পড়িবে। এই সুন্দরাঙ্গী বরাননা আমার আশ্রয়, আমার সুখাস্পদ, আমার প্রাণপ্রিয়া এবং নিত্যধর্ম্মের আশ্রয়, এই বালা যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে আমারও নাশ হইবে। এই বালা আমার জীবিকা এই বালাই আমার নিত্য প্রাণেশ্বরী; উহাকে আমি তীর্থে লইয়া যাইব না। আমি একাকীই তীর্থযাত্রা করিব। মহাত্মা কৃকল ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিলে, তাঁহার পত্নী তদীয় হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন সেই মহাভাগা প্রস্থানোদ্যত পতিকে পুনরায় বলিলেন,—হে সত্তম! অপাপা নারীকে পরিত্যাগ করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। হে মহামতে! পত্নীই পুরুষের ধর্ম্মমূল। ইহা বুঝিয়া তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। বিষ্ণু বলিলেন,—বৈশ্য কৃকল প্রিয়ার সমস্ত উক্তি

---

(১) অতঃ পরং মুদ্রযীমুদ্রিতপুস্তকান্তরে—"প্রয়াগং পুষ্করং চৈব যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

প্রহৃষ্টৈব বচো শ্রুত্বে তামেবং কৃকলঃ পুনঃ ॥ ২৮
নৈব ত্যজ্যা ভবেদ্ভার্য্যা প্রাপ্তা ধর্ম্মেণ বৈ প্রিয়ে।
যেন ভার্য্যা পরিত্যক্তা সুনীথা ধর্ম্মচারিণী ॥ ২৯
দশাঙ্গধর্ম্মস্তেনাপি পরিত্যক্তো বরাননে।
তস্মাত্ত্বামেব ভদ্রং তে নৈব ত্যক্ষ্যে কদা প্রিয়ে

বিষ্ণুরুবাচ।

এবমাভাষ্য তাং ভার্য্যাং সম্বোধ্য চ পুনঃপুনঃ
তস্যা অজ্ঞাতমাত্রেণ স সার্থেন তু সঙ্গতঃ ॥ ৩১
গতে তস্মিন্মহাভাগে কৃকলে পুণ্যকর্ম্মণি।
দেবকর্ম্মসুবেলায়াং কালে পুণ্যে শুভাননা ॥৩২
নৈব পশ্যতি ভর্ত্তারমাগতং মন্দিরং নিজম্।
সমুত্থায় ত্বরাযুক্তা রোদমানা সুদুঃখিতা ॥ ৩৩
বয়স্যান্ পৃচ্ছতে ভর্ত্তুর্দুঃখশোকাধিপীড়িতা।
যুষ্মাভির্বৈ মহাভাগা দৃষ্টোঽসৌ কৃকলো মম॥৩৪
প্রাণেশ্বরো গতঃ ক্বাপি ভবন্তু মম বান্ধবাঃ।
যদি দৃষ্টো মহাভাগাঃ কৃকলো মম সাম্প্রতম ॥৩৫

শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—প্রিয়ে! ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাজ্যা নহে; যে জন সুনীতি-যুক্তা ধর্ম্মচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করে, হে বরাননে! তৎকর্ত্তৃক দশাঙ্গ ধর্ম্মও পরিত্যক্ত হয়। অতএব হে প্রিয়ে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। ১৮—৩০। বিষ্ণু বলিলেন,—কৃকল এইরূপ বাক্যে ভার্য্যাকে পুনঃপুনঃ প্রবোধ দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে স্বীয় সঙ্গীদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। মহাভাগ পুণ্যাত্মা কৃকল চলিয়া গেলে ক্রমে দেবার্চ্চনবেলা উপস্থিত হইল। শুভাননা সুকলা সেই পুণ্যকালে পতিকে নিজগৃহে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সত্বর উত্থিত এবং দুঃখ শোক ও মনঃকষ্টে পতিত হইয়া অতি দুঃখে অশ্রু-মোচন করিতে করিতে কৃকলের বয়স্য-দিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাভাগগণ! তোমরাই আমার বান্ধব; আমার প্রাণেশ্বর কৃকল কোথায় গেলেন, তোমরা দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে আমার সেই

ভর্ত্তারং পুণ্যকর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং সত্যপণ্ডিতম্।
কথয়ন্তু মহাত্মানো যদি দৃষ্টো মহামতিঃ ॥ ৩৬
তস্যাস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা তামূচুস্তে মহামতিম্।
ধর্ম্মযাত্রাপ্রসঙ্গেন নাথস্তে কৃকলঃ শুভে ॥ ৩৭
তীর্থযাত্রাং চকারাসৌ কস্মাচ্ছোচসি সুব্রতে।
সাধয়িত্বা মহাতীর্থং পুনরেষ্যতি শোভনে ॥৩৮
এবমাশ্বাসিতা সা চ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
পুনর্গেহং গতা রাজন্ সুকলা চারুভাষিণী ॥৩৯
করোদ করুণং দুঃখং সুকলাপি পরায়ণা।
যাবদায়াতি মে ভর্ত্তা ভূমৌ স্বপ্স্যামি সংস্তরে।
ঘৃতং তৈলং ন ভোক্ষ্যেঽহং দধিক্ষীরন্তথৈব চ
লবণঞ্চ পরিত্যক্তং তাম্বুলং হি তথৈব চ ॥ ৪১
মধুরং চ তথা রাজংস্ত্যক্তং গুড়াদিকং তথা।
একাহারা নিরাহারা তাবৎ স্থাস্যে ন সংশয়ঃ।
যাবচ্চাগমনং ভর্ত্তুঃ পুনরেব ভবিষ্যতি ॥ ৪২
এবং দুঃখান্বিতা ভূত্বা একবেণীধরা পুনঃ।
এককঞ্চুকসংবীতা মলিনা চ বভূব সা ॥ ৪৩
মলিনেনাপি বস্ত্রেণ স্বেকেনৈব স্থিতা পুনঃ।

পুণ্যকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সত্য-পণ্ডিত মহাত্মা ভর্ত্তার কথা বলিয়া দাও। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বয়স্যগণ বলিল,—তোমার ভর্ত্তা কৃকল ধর্ম্মযাত্রা প্রসঙ্গে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, হে সুব্রতে! কি জন্য তুমি শোক করিতেছ? হে শোভনে! তিনি মহাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় আগমন করিবেন। হে রাজন্! সুভাষিণী সুকলা আপ্ত জন কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া পুনর্ব্বার স্বগৃহে গমন করিলেন; গৃহে গিয়া একান্তে করুণ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি স্থির করিলেন, যাবৎ আমার ভর্ত্তা না আইসেন, তাবৎ আমি ভূশয্যায় শয়ন করিব, ঘৃত তৈল, বা দধি, ক্ষীর খাইব না, লবণ, তাম্বুল বা গুড়াদি মধুর বস্তু সমস্তই পরিত্যাগ করিব, নিশ্চয়ই একাহারে বা নিরাহারে কাল কাটাইব। সুকলা সত্য সত্যই ভর্ত্তার পুনরাগমন পর্য্যন্ত এইরূপ দুঃখিতা, এক-বেণীধরা, এককঞ্চুকপরিবৃতা ও মলিনা হইয়া

হাহাকারং প্রমুঞ্চন্তী নিশ্বসন্তী সুদুঃখিতা ॥ ৪৪
বিয়োগবহ্নিনা দগ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী মলধারিণী।
এবং দুঃখসমাচারা সুকৃশা বিহ্বলা তথা ॥ ৪৫
রোদমানা দিবারাত্রৌ নিদ্রাং লেভে ন বৈ নিশি
ক্ষুধা ন বিন্দতে রাজন্ দুঃখেন বিদলীকৃতা ॥ ৪৬
অথ সখ্যঃ সমায়াতাঃ পপ্রচ্ছুঃ সুকলাং তদা(১)
সুকলে চারুসর্ব্বাঙ্গি কস্মাদ্রোদিষি সাম্প্রতম্ ॥
তত্ত্বং কারণং ব্রূহি দুঃখস্যাস্য বরাননে ॥ ৪৮
সুকলোবাচ।
স মাং ত্যক্ত্বা গতো ভর্ত্তা ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মতৎপরঃ
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ত্বটতে মেদিনীং ততঃ ॥৪৯
মাং ত্যক্ত্বা স গতঃ স্বামী নির্দ্দোষাং
পাপবর্জ্জিতাম্।
অহং সাধ্বীসমাচারা সদাপুণ্যা পতিব্রতা ॥ ৫০
মাং ত্যক্ত্বা স গতো ভর্ত্তা তীর্থসাধনতৎপরঃ
তেনাহং দুঃখিতা সখ্যো বিয়োগেনাপি পীড়িতা
জীবনাশো বরং শ্রেষ্ঠো বরং বৈ বিষভক্ষণম্।
বরমগ্নিপ্রবেশো বৈ বরং কায়বিশোষণম্ ॥ ৫২
নারীং প্রিয়াং পরিত্যজ্য ভর্ত্তা যাতি সুনিষ্ঠুরঃ
ভর্তৃত্যাগো বরং নৈব প্রাণত্যাগো বরং সখি
বিয়োগং ন সমর্থাহং সহিতুং নিত্যদারুণম্।
তেনাহং দুঃখিতা সখ্যো বিয়োগেনাপি নিত্যশঃ
সখ্য ঊচুঃ।
তীর্থযাত্রাং গতো ভর্ত্তা পুনরেষ্যতি তে পতিঃ
বৃথা শোষয়সে কায়ং বৃথা শোকং করোষি বৈ॥
বৃথা ত্বং তপ্যসে বালে বৃথা ভোগান্ পরিত্যজেঃ
পিবস্ব পানং ভুঙ্ক্ষ ত্বং স্বপ্রদত্তং হি পূর্ব্বকম্ ॥৫
কস্য ভর্ত্তা সুতাঃ কস্য কস্য স্বজনবান্ধবাঃ।
কঃ কস্য নাস্তি সংসারে সম্বন্ধঃ কেন বৈ নহি
ভক্ষ্যতে ভুজ্যতে বালে সংসারস্য হি তৎফলম্

রহিলেন, একমাত্র মলিন বস্ত্র পরিতে লাগিলেন। হাহাকার করিতে লাগিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিতে লাগিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বিয়োগানলে দগ্ধ ও মলাচিত হইয়া কৃষ্ণাঙ্গী হইলেন। দুঃখ দুঃখে তাহার দেহ কৃশ হইল। তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, দিবারাত্র রোদন করিতে করিতে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না। ক্ষুধার উদ্রেক হইত না, সর্ব্বদা তিনি দুঃখদগ্ধ হইয়া থাকিতেন। ৩১—৪৮। অনন্তর তাঁহার সখীগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অয়ি সুগাত্রি সুকলে! কেন তুমি রোদন করিতেছ? তোমার এই দুঃখের কারণ কি তাহা বল। সুকলা কহিলেন,—ধর্ম্মতৎপর ভর্ত্তা আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; তিনি ধর্ম্মার্থ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পৃথ্বীপর্য্যটন করিতেছেন। আমি অপাপবিদ্ধা, দোষবর্জ্জিতা, আমাকে স্বামী ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি সাধ্বী, সদা পূতাচারা, পতিব্রতা; তীর্থপর্য্যটনপরায়ন পতি আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হে সখীগণ! আমি সেই দুঃখেই সদা দুঃখিত; এবং তাঁহারই বিয়োগে অতি নিপীড়িত। নিষ্ঠুর ভর্ত্তা প্রিয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; আমার এখন জীবননাশ, বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ, কিম্বা কায়-শোষণও বরং শ্রেয়স্কর। সখি! ভর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগও মঙ্গলাবহ। আমি আর এ দারুণ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে সখীগণ! এই জন্যই আমি নিত্য দুঃখিত। সখীগণ কহিল,—তোমার ভর্ত্তা তীর্থযাত্রায় গিয়াছেন, পুনরায় আসিবেন, বৃথা দেহ শোষণ করিতেছ; বৃথা শোক করিতেছ; বৃথা পরিতপ্ত হইতেছ এবং বৃথাই তুমি ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি পান কর, এবং স্বীয় পূর্ব্বপ্রদত্ত বস্তু ভোগ কর। সখি! কে কাহার ভর্ত্তা, কে কাহার পুত্র, কে কাহার স্বজন বান্ধব? এ সংসারে কাহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ? ভোজন করা, ভোগ করা ইহাইতো সংসার-

(১) অতঃপরং "সখ্য ঊচুঃ" ইতি কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকান্তরেঽধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

মৃতে প্রাণিনি কোঽশ্নাতি কো হি পশ্যতি তৎফলম্।
পীয়তে ভুজ্যতে বালে এতৎ সংসারতঃ ফলম্॥

সুকলোবাচ।

ভবতীভিঃ প্রযুক্তং যৎ তন্ন স্যাদ্বেদসম্মতম্।
স্বভর্তুর্বা পৃথগ্ভূতা তিষ্ঠত্যেকা সদৈব হি॥৬০
পাপরূপা ভবেন্নারী তাং ন মন্যন্তি সজ্জনাঃ।
ভর্তুঃ সার্দ্ধং সদা সখ্যো দৃষ্টো বেদেষু সর্ব্বদা॥
সম্বন্ধঃ পুণ্যসংসর্গাজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
নারীণাং চ সদা তীর্থং ভর্ত্তা শাস্ত্রেষু পঠ্যতে॥
তমেবাবাহয়েন্নিত্যং বাচা কায়েন কর্ম্মভিঃ।
মনসা পূজয়েন্নিত্যং সত্যভাবেন তৎপরা॥ ৬৩
ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং মহাতীর্থং দক্ষিণাঙ্গং সদৈব হি।
তমাশ্রিত্য যদা নারী গৃহস্থা পরিবর্ত্ততে॥ ৬৪
যজতে দানপুণ্যৈশ্চ তস্য দানস্য যৎ ফলম্।
বারাণস্যাং চ গঙ্গায়াং যৎফলং ন চ পুষ্করে॥
দ্বারকায়াং ন চাবন্ত্যাং কেদারে শশিভূষণে।
লভতে নৈব সা নারী যজমানা সদা কিল॥৬৬
তাদৃশং ফলমেবং সা ন প্রাপ্নোতি কদা সখি
সুসুখং পুত্রসৌভাগ্যং স্নানং দানঞ্চ ভূষণম্।
বস্ত্রালঙ্কারসৌভাগ্যং রূপং তেজঃ ফলং সদা।
যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি গুণঞ্চ বরবর্ণিনি।
ভর্তুঃ প্রসাদাচ্চ সর্ব্বং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৮
বিদ্যমানে যদা কান্তে অন্যধর্ম্মং করোতি যা।
নিষ্ফলং জায়তে তস্যাঃ পুংশ্চলী পরিকথ্যতে॥
নারীণাং যৌবনং রূপমবতারং স্মৃতং ধ্রুবম্।
একস্যাপি হি ভর্তুশ্চ তস্যার্থে ভূমিমণ্ডলে॥ ৭০
সুপুত্রা সুযশা নারী পরিকথ্যেত বৈ সদা।
তুষ্টে ভর্ত্তরি সংসারে দৃশ্যা নারী ন সংশয়ঃ॥
পতিহীনা ভবেন্নারী ভবেৎ সা ভূমিমণ্ডলে।
কুতস্তস্যাঃ সুখং রূপং যশঃ কীর্ত্তিঃ সুতা ভুবি
সুদৌর্ভাগ্যং মহদ্দুঃখং সংসারে পরিভুজ্যতে।
পাপভাগা ভবেৎ সা চ দুঃখাচারা সদৈব হি॥৭৩
তুষ্টে ভর্ত্তরি তস্যাস্তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
তুষ্টে ভর্ত্তরি তুষ্যন্তি ঋষয়ো দেবমানবাঃ॥ ৭৪
ভর্ত্তা নাথো গুরুর্ভর্ত্তা দেবতা দৈবতৈঃ সহ।
ভর্ত্তা তীর্থঞ্চ পুণ্যঞ্চ নারীণাং নৃপনন্দন॥ ৭৫

ফল। সে ফল মানুষ মরিলে কে ভোগ করে, কেই বা দেখে? হে বালে। পান করা, ভোজন করা ইহাই সংসারফল। ৪৯—৫৯। সুকলা কহিলেন,—তোমাদের উক্তি বেদসম্মত নহে। যে নারী ভর্তৃবিযুক্ত হইয়া একাকী অবস্থান করে, সাধুগণ সে নারীকে পাপিনী বলিয়াই মনে করেন। নারী সর্ব্বদা ভর্ত্তার সহিত থাকিবে, ইহাই বেদদৃষ্ট বিধি। পুণ্যসংসর্গেই পুণ্যসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। ভর্ত্তাই নারীগণের তীর্থ; ইহাই শাস্ত্রের বচন। অতএব কায়-মনো-বাক্যে নারী নিত্য পতিরই আবাহন করিবে এবং পতিরই পূজা করিবে। ভর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্ব মহাতীর্থ; তাহা আশ্রয় করিয়া নারী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং দান, পূজার অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ দানের যে ফল হয় বারাণসী, গঙ্গা, পুষ্কর, দ্বারকা, অবন্তী, কেদার বা চন্দ্রশেখর, কুত্রাপি অর্চ্চনরতা নারী সে ফল লাভ করিতে পারে না; তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি কোন কালেই হয় না। হে সখি! ভর্ত্তার প্রসাদে বরবর্ণিনী সুখ, পুত্রসৌভাগ্য, স্নান, দান, ভূষণ, বস্ত্রালঙ্কার, সৌভাগ্য, রূপ, তেজঃ, যশঃ, কীর্ত্তি, গুণ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভর্ত্তা বিদ্যমানে যে নারী ধর্ম্মান্তর আচরণ করে, তাহার সে ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়, লোকে তাহাকে পুংশ্চলী নামে অভিহিত করে। নারীগণের রূপযৌবন এবং সৃষ্টি সকলই একমাত্র ভর্ত্তার জন্য। সংসারে ভর্ত্তা তুষ্ট থাকিলেই নারী সুপুত্রা এবং সুযশা বলিয়া অভিহিতা হয়। আর যে নারী এ সংসারে পতিহীনা, তাহার সুখ, রূপ, যশ, কীর্ত্তি, পুত্র, কোথায়? সে সংসারে সর্ব্বদাই দৌর্ভাগ্য ও মহাদুঃখ ভোগ করে। সে পাপভাগিনী এবং দুঃখচারিণী হয়। ভর্ত্তা তুষ্ট থাকিলে সর্ব্বদেবতাই নারীর প্রতি তুষ্ট থাকেন। দেব, ঋষি, মানব সকলেই ভর্ত্তার তোষে পরিতুষ্ট; অতএব ভর্ত্তাই নারীর নাথ, ভর্ত্তাই গুরু; ভর্ত্তাই

...ভূষণং রূপং বর্ণং সৌগন্ধমেব চ।
...সান্তিষ্ঠতে নিত্যং বর্জ্জয়িত্বা সুপর্ব্বসু ॥ ৭৬
...ভূষণৈঃ সা তু শুশুভে সা যদা পতিঃ।
...বিনা ভবত্যেবং ক্ষারং সর্পমুখে যথা ॥ ৭৭
...র্থে মহাভাগা সুব্রতা চারুমঙ্গলা।
... ভর্ত্তরি যা নারী শৃঙ্গারং কুরুতে যদি ॥ ৭৮
... বর্ণঞ্চ তৎসর্ব্বং শবরূপেণ জায়তে।
... ভূতলে লোকাঃ পুংশ্চলীয়ং ন সংশয়ঃ ॥
...ভর্ত্তুর্বিযুক্তায়া নার্য্যাঃ শৃণুত ভূতলে।
...চ্ছা বৈ মহাসৌখ্যং ভবিতব্যং কদাচন ॥ ৮০
...র্য্যায়াঃ পরো ধর্ম্মো ভর্ত্তা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
...শাশ্বতো ধর্ম্মো ন ত্যজ্যো ভার্য্যয়া কিল ॥ ৮১
... ধর্ম্মং বিজানামি কথং ভর্ত্তা পরিত্যজেৎ
... শ্রূয়তে সখ্য ইতিহাসং পুরাতনম্।
...দেবায়াশ্চ চরিতং সুপুণ্যং পাপনাশনম্ ॥ ৮২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

... এবং ভর্ত্তাই নারীর তীর্থ এবং পুণ্য। ... ভূষণ, রূপ, বর্ণ সৌগন্ধ্য সমস্তই ... অভাবে নারী বর্জ্জন করিয়া থাকে। ... বিদ্যমানেই নারী শৃঙ্গার ও ভূষণে ...ভিত হয়। পতি বিনা এ সকল সর্প... ক্ষারবৎ হইয়া থাকে। নারী ভর্ত্তৃ... মহাভাগা, সুব্রতা এবং চারু-মঙ্গলা। ... গত হইলে নারী যদি শৃঙ্গার করে, তবে ... রূপ, বর্ণ, সকলই শবরূপ হয়; লোকে ...কে পুংশ্চলী বলে। ৬০—৭৯। সুতরাং ... যুক্ত হইয়া যে নারী মহাসুখ ইচ্ছা করে, ... সে সুখ কদাচ হয় না। সচ্চীলা ... ভর্ত্তাই পরম ধর্ম্ম; ইহাই শাস্ত্রে ...ত। অতএব ভার্য্যা কখন সনাতন ধর্ম্ম ...ত্যাগ করিবে না। আমি এইরূপ ধর্ম্ম ... অথচ ভর্ত্তা আমাকে কেন পরিত্যাগ ...রিলেন? হে সখীগণ! এ সম্বন্ধে এক

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সখ্য উচুঃ।

সুদেবা কা ত্বয়া প্রোক্তা কিমাচারা বদস্ব নঃ।
ত্বয়া প্রোক্তং মহাভাগে বদ নঃ সত্যমেব চ ॥ ১

সুকলোবাচ।

অযোধ্যায়াং মহারাজঃ স আসীদ্ধর্ম্মকোবিদঃ।
মনুপুত্রো মহাভাগঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থতৎপরঃ ॥ ২
ইক্ষ্বাকুর্নাম সর্ব্বজ্ঞো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
তস্য ভার্য্যা সদা পুণ্যা পতিব্রতপরায়ণা ॥ ৩
তয়া সার্দ্ধং যজেদ্‌যজ্ঞং তীর্থানি বিবিধানি চ।
বেদরাজস্য বীরস্য কাশীশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪
সুদেবা নাম বৈ কন্যা সত্যাচারপরায়ণা।
উপযেমে মহারাজ ইক্ষ্বাকুস্তাং মহীপতিঃ ॥ ৫
সুদেবা চারুসর্ব্বাঙ্গী সত্যব্রতপরায়ণা।

পুরাতন ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। ইহা সুদেবার সুপুণ্য পাপহর চরিত। ৮০—৮২।

এক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সখীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—হে মহাভাগে! আপনি যে সুদেবার কথা বলিলেন, সেই সুদেবা কে, তাঁহার আচার কিরূপ, এ সকল আমাদের নিকট যথাবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। সুকলা কহিলেন,—নিখিল ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনুপুত্র মহাভাগ মহারাজ ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন। সেই সর্ব্বধর্ম্ম-তৎপর সর্ব্বজ্ঞ নৃপতি সর্ব্বদা বেদ ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুদেবা, সর্ব্বদা পতিপরায়ণা পূতচরিতা সুদেবা বীর মহাত্মা কাশীপতি বেদরাজের আত্মজা ছিলেন; মহীপতি মহারাজ ইক্ষ্বাকু এই সত্যাচারপরায়ণা সুদেবার পাণিগ্রহণ করেন। সুদেবার সর্ব্বাঙ্গ অতি মনোজ্ঞ ছিল, তিনি সর্ব্বদা সত্যব্রতপরায়ণা ছিলেন।

তয়া সার্দ্ধং স বৈ রাজা জনানাং পুণ্যনায়কঃ(১)।
স রেমে নৃপশার্দ্দূলো নিত্যঞ্চ প্রিয়য়া তদা।
একদা তু মহারাজস্তয়া সার্দ্ধং বনং যযৌ।
গঙ্গারণ্যং সমাসাদ্য মৃগয়াং ক্রীড়তে সদা॥ ৭
সিংহান্ হত্বা বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ মহিষাংস্তথা।
ক্রীড়মানস্য তস্যাগ্রে বরাহশ্চ সমাগতঃ।
বহুশূকরযূথেন পুত্রপৌত্রৈরলঙ্কৃতঃ॥ ৯
একা চ শূকরী তস্য প্রিয়া পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিতা।
বরাহৈঃ শূকরৈস্তস্য তমেব পরিবারিতা॥ ১০
দৃষ্ট্বাথ রাজরাজানং দুর্জ্জয়ং মৃগয়ারতম্।
পর্ব্বতাধারমাশ্রিত্য ভার্য্যয়া সহ শূকরঃ॥ ১১
তিষ্ঠত্যেকঃ সুবীর্য্যেণ পুত্রান পৌত্রান্ গুরূন্ শিশূন
জ্ঞাত্বা তেষাং মহারাজ মৃগাণাং কদনং মহৎ॥ ১২
তানুবাচ সুতান পৌত্রান ভার্য্যাং তাং চ স শূকরঃ।

কোশলাধিপতির্ব্বীরো মনুপুত্রো মহাবলঃ॥ ১৩
ক্রীড়তে মৃগয়াং কান্তে মৃগান্ সংহরতে বহূন্।
স মাং দৃষ্ট্বা মহারাজ এষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪
অন্যেষাং লুব্ধকানাং মে নাস্তি প্রাণভয়ং ধ্রুবম্
মম রূপং নৃপো দৃষ্ট্বা ক্ষমাং নৈব করিষ্যতি। ১৫
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
শ্বভির্যুক্তো মহাতেজা লুব্ধকৈঃ পরিবারিতঃ॥
প্রিয়ে করিষ্যতে ঘাতং মমাপ্যেষ ন সংশয়ঃ॥ ১৬

শূকর্য্যুবাচ।

যদা যদা পশ্যসি লুব্ধকান্ বহূন
মহাবনে কান্ত সমায়ুধান্ বহূন।
এভিস্ত পুত্রৈর্মম পৌত্রকৈঃ সমং
দূরং পরং যাসি পলায়মানঃ॥ ১৮
ত্যক্ত্বা সুধৈর্য্যং বলপৌরুষং মহা-
মহাভয়েনাপি বিষণ্ণচেতসঃ।
দৃষ্ট্বা নৃপেন্দ্রং পুরুষোত্তমোত্তমং
করোষি কিং কান্ত বদস্ব কারণম্॥ ১৯

জননায়ক শুদ্ধস্বভাব নৃপসত্তম ইক্ষ্বাকু প্রিয়া সুদেবার সহিত সতত ক্রীড়া করিতেন। রাজা একদা সুদেবার সহিত বনমধ্যে গমন করেন এবং গঙ্গারণ্যে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হন। ১—৭। অনন্তর তিনি, সিংহ, শূকর, অশ্ব ও মহিষগণকে হনন করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকিলে তাঁহার সম্মুখে এক শূকর আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ শূকর বহু পুত্র-পৌত্র ও অন্য শূকরযূথ দ্বারা সমলঙ্কৃত এবং প্রিয়া পত্নী—শূকরী তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। এইরূপে অনেক শূকর পরিবেষ্টিত ঐ বৃদ্ধ বরাহ মৃগয়ারত দুর্জ্জয় রাজেন্দ্র ইক্ষ্বাকুকে অবলোকন করিয়া পত্নীর সহিত পর্ব্বতের একপ্রান্তে উপবেশন করিল। মহারাজ বীর্য্যবলে একাকীই মৃগগণের মহামারী উপস্থিত করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্র গুরু ও শিশু বিনষ্ট হইতে পারে ইহা বুঝিয়া সেই শূকর তদীয় পুত্র পৌত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া ভার্য্যাকে কহিল,—

হে কান্তে! মনুপুত্র মহাবল বীর কোশলাধিপতি ইক্ষ্বাকু বহু মৃগ মারিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন, সেই মহারাজ আমাকে দেখিয়া নিঃসন্দেহ এ দিকে আগমন করিবেন। অন্যান্য ব্যাধগণের নিকট হইতে আমার প্রাণবধ ভয়ের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু নৃপতি আমার রূপ দেখিতে পাইলে কখনই ক্ষমা করিবেন না; সেই তেজস্বী রাজা মহাহর্ষে আবিষ্ট হইয়া ধনু ও বাণ হস্তে ধারণপূর্ব্বক আগমন করিবেন, তাঁহার সহিত অনেক কুক্কুর আসিবে এবং বহু ব্যাধ তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। প্রিয়ে! আমাকে আঘাত করিবে, সংশয় নাই। শূকরী কহিল,—হে কান্ত! যখনই দেখিতে,—তোমার দিকে যোদ্ধা ব্যাধগণ আগমন করিতেছে, অমনি তুমি উত্তম ধৈর্য্য, বল ও পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পুত্র পৌত্র লইয়া দূরস্থিত মহাবনে পলায়ন করিতে। হে স্বামিন্! এ কি করিতেছ? তুমি পুরুষোত্তম নৃপেন্দ্রকে অবলোকন করিয়া মহাভয়ে ভীত

(১) "তয়া সার্দ্ধং যজেদ্‌যজ্ঞান্ সুপুণ্যান পুণ্যনায়কঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যাস্ত বাক্যং স নিশম্য কোল
উবাচ তাং শূকররাজ উত্তরম্।
যদর্থভীতোঽস্মি সুলুব্ধক'ৎ প্রিয়ে
দৃষ্ট্বা গতো দূরনিশম্য শূকরান॥ ২০
সুলুব্ধকাঃ পাপকরাঃ শঠাঃ প্রিয়ে
কুর্ব্বন্তি পাপং গিরিদুর্গকন্দরে।
সদৈব দুষ্টা বহুপাপচিন্তকা
জাতাশ্চ সর্ব্বে পরিপাপিনাং কুলে॥ ২১
তেষাং হি হস্তান্মরণাদ্বিভেমি
মৃতোঽপি যাস্যামি পুনশ্চ পাপম্।
দূরং গিরিং পর্ব্বতকন্দরঞ্চ
ব্রজামি কান্তে অপমৃত্যুভীতঃ॥ ২২
অয়ং হি পুণ্যো নৃপনাথ আগতো
বিশ্বাধিপঃ কেশবরূপতুল্যঃ।
যুদ্ধং করিষ্যে সমরে মহাত্মনা
সার্দ্ধং প্রিয়ে পৌরুষবিক্রমেণ॥ ২৩
জেষ্যামি ভূপং যদি স্বেন তেজসা
ভোক্ষ্যামি কীর্ত্তিং হ্বতুলাং পৃথিব্যাম্।
তেনাহতো বীরবরেণ সঙ্গরে
যাস্যামি লোকং মধুসূদনস্য॥ ২৪
মমাঙ্গভূতেন পলেন মেদসা
তৃপ্তিং পরাং যাস্যতি ভূমিনাথঃ।
তৃপ্তা ভবিষ্যন্তি সুলোকদেবতা
যস্মাদয়ং চাগতো বজ্রপাণিঃ॥ ২৫
অস্যৈব হস্তান্মরণং যদা ভবে-
ল্লাভশ্চ মে সুন্দরি কীর্ত্তিরুত্তমা।
তস্মাদ্‌যশো ভূমিতলে জগত্ত্রয়ে
ব্রজামি লোকং মধুসূদনস্য॥ ২৬
নৈবং ভীতোঽস্মি ক্ষুব্ধোঽস্মি গতোঽহং
গিরিসানুষু।
পাপাদ্ভীতো গতঃ কান্তে ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা স্থিতো হ্যহম্
ন জানে পাতকং পূর্ব্বমন্যজন্মনি চার্জ্জিতম্।
যেনাহং শৌকরীং যোনিং গতোঽহং
পাপসঞ্চয়াৎ।
ক্ষালয়িষ্যাম্যহং ঘোরং পাতকং পূর্ব্বসঞ্চয়ম্।
বাণোদকৈর্ম্মহাঘোরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চ নিশিতৈঃ শতৈঃ

[যা]চ্ছ না কেন? ইহার কারণ বল। শূকরীর [বা]ক্য শুনিয়া সেই শূকরবর উত্তর করিল,—হে প্রিয়ে! যেজন্য আমি ব্যাধগণ হইতে ভীত [হই], তাহা বলি। ব্যাধগণ এখানে অনেক [শূক]র আছে শুনিয়া আসিবে। ঐ সকল [ব্যা]ধ পাপকারী ও শঠ। হে প্রিয়ে! উহারা [এ]ই দুর্গম গিরিকন্দরে পাপাচরণ করে। [এ]ই দুষ্ট ব্যাধেরা সর্ব্বদাই নানা পাপচিন্তা [ক]রে এবং ইহারা সকলেই পাপিগণের বংশে [জন্ম]গ্রহণ করিয়াছে; আমি ইহাদের হস্তে [যদি] মরণ হইবে, তজ্জন্যই ভীত হই; [কার]ণ, মরিয়াও পুনরায় পাপ আশ্রয় করিতে [হ]ইবে। হে প্রিয়ে অপমৃত্যু ভয়েই পূর্ব্বে [দূর]স্থিত পর্ব্বতকন্দরে গমন করিতাম।৮—২২। [কি]ন্তু এই পুত নরনাথ আগমন করিতেছেন, হে প্রিয়ে! এই কেশবস্বরূপ নৃপতি বিশ্বমধ্যে [শ্রে]ষ্ঠ, আমি বিক্রম ও পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক [এ]ই মহাত্মার সহিত সমর করিব; যদি নিজ-[তে]জে রাজাকে জয় করিতে পারি, তবে ক্ষিতিতলে অতুল কীর্ত্তি ভোগ করিব। আর যদি যুদ্ধে বীরবর রাজা কর্ত্তৃক নিহত হই, তবে বিষ্ণুলোকে গমন করিব। আমার শরীরসম্ভূত মাংস মেদ, দ্বারা নরপতি পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন, দেবগণ অত্যন্ত তৃপ্ত হইবেন; আর এই মাংসের জন্য বজ্রপাণিও আগমন করিবেন। হে সুন্দরি! যদি ইঁহার হস্তে মরণ হয়, তবে আমার উত্তম কীর্ত্তিলাভ হইবে। আর ইহা হইতে ভূমিতলে এমন কি ত্রিজগতে আমার যশ বিস্তারলাভ করিবে, আমি মধুসূদনের সদনে গমন করিব। আমি ভীত বা ক্ষুব্ধ হইয়া গিরিসানুদেশে গমন করিতাম না, হে কান্তে! আমি পাপ হইতে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম এক্ষণ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া এস্থানে অব-স্থান করিব মনে করিয়াছি। জানি না, পূর্ব্ব কিংবা অন্য জন্মে আমি কতই পাপ করিয়া-ছিলাম, সেই পাপসঞ্চয় হইতেই আমার এই শূকরযোনিলাভ হইয়াছে। আজ এই ঘোর-

পুত্রান পৌত্রান বরাং কন্যাং কুটুম্বং বালবৃন্দকম্
গিরিং গচ্ছ গৃহীত্বা ত্বং মম মোহমিমং ত্যজ ॥৩০
মম স্নেহং পরিত্যজ্য হরিরেষ সমাগতঃ।
অস্য হস্তাৎ প্রযাস্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
দেবেনাপি মমাদ্যৈব স্বর্গদ্বারমনুত্তমম্।
উদ্ঘাটিতকপাটং তু যাস্যামি সুমহদ্দিবম্ ॥ ৩২

সুকলোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শূকরস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ তৎপ্রিয়া সখ্যঃ সীদমানাস্তরা তদা ॥ ৩৩

শূকর্য্যুবাচ।

যস্মিন্ যুথে ভবান্ স্বামী পুত্রপৌত্রৈরলঙ্কৃতঃ।
মিত্রৈশ্চ ভ্রাতৃভিশ্চৈব অন্যৈঃ স্বজনবান্ধবৈঃ ॥৩৪
ত্বয়ৈবালঙ্কৃতো যূথো ভবতা পরিশোভতে।
ত্বাং বিনায়ং মহাভাগ কীদৃগ্যূথো ভবিষ্যতি ॥
তবৈব সুবলেনাপি গর্জ্জমানাশ্চ শূকরাঃ।
বিচরন্তি গিরৌ কান্তে তনয়া মম বালকাঃ ॥৩৬
কন্দান্ মূলাংশ্চ ভক্ষন্তি নির্ভয়াস্তব তেজসা।
দুর্গেষু বনকুঞ্জেষু গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৩৭
ন কুর্ব্বন্তি ভয়ং তীব্রং সিংহানামিহ পর্ব্বতে।
মানবানাং মহাবাহো পালিতাস্তব তেজসা ॥ ৩৮
ত্বয়া ত্যক্তা অমী সর্ব্বে বালকা মম দারকাঃ।
দীনাশ্চৈবাকুলাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি বিচেতনাঃ ॥ ৩৯
নিত্যমেব সুখং বর্ত্ম গত্বা পশ্যন্তি বালকাঃ।
পতিহীনা যথা নারী শোভতে নৈব শোভনা ॥
অলঙ্কৃতা যথা দিব্যৈরলঙ্কারৈঃ সুকাঞ্চনৈঃ।
রত্নৈঃ পরিচ্ছদৈর্ব্বস্ত্রৈঃ পিতৃমাতৃসহোদরৈঃ ॥৪০
শ্বশ্রূশ্বশুরকৈশ্চান্যৈঃ পতিহীনা ন ভাতি সা।
চন্দ্রহীনা যথা রাত্রিঃ পুত্রহীনং যথা কুলম্ ॥ ৪০
দীপহীনং যথা গেহং নৈব ভাতি কদা কিল।
ত্বাং বিনায়ং তথা যূথো নৈব শোভেত মানদ ॥
আচারেণ বিনা মর্ত্ত্যো জ্ঞানহীনো যতির্যথা।
মন্ত্রহীনো যথা রাজা তথায়ং নৈব শোভতে ॥৪
কৈবর্ত্তেন বিনা নাবঃ সম্পূর্ণাঃ পারিসাগরে।

দর্শন সুতীক্ষ্ণ শত শত নিশিত শরের উদক-দ্বারা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত দারুণ পাপ ধৌত করিব। আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র পৌত্র কুটুম্ব বালক ও অন্যান্য বর হ-গণকে লইয়া অন্য গিরিকন্দরে গমন কর। এই দেখ, হরিরূপী নৃপ আসিতেছেন, আমি ইঁহার হস্তে মরিয়া বিষ্ণুর পরমপদে প্রস্থান করিব। দৈববশে অদ্য আমার অনুত্তম স্বর্গ-দ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছে, আমি আজ সেই সুমহাস্বর্গে গমন করিব। ২৩—৩২। সুকলা কহিলেন,—হে সখীগণ! সেই মহাত্মা শূকরের কথা শুনিয়া তাহার প্রিয়া শূকরী তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইল। শূকরী কহিল,—তুমি যূথের স্বামী বিশেষতঃ পুত্র পৌত্র দ্বারা অলঙ্কৃত এবং মিত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য স্বজন বান্ধবে শোভিত; তোমা-কর্ত্তৃক এই যূথের শোভা সম্পাদিত হই-য়াছে। হে মহাভাগ! তোমা ব্যতীত এই যূথ বৃথা হইবে। বরাহগণ তোমার বলেই বলীয়ান্ হইয়া গর্জ্জন করে; হে কান্ত! তোমার তেজেই মদীয় বালকগণ নির্ভয়ে গিরিকন্দরে গমন করিয়া কন্দ মূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। হে মহাবাহো। তোমার তেজে পালিত হইয়া ইহারা দুর্গম, বন, কুঞ্জ, গ্রাম ও নগরে বিচরণ করে, মনুষ্যগণের এমন কি, এই পর্ব্বতে সিংহগণের নিকট হইতেও তেমন ভীত হয় না। আমার এই সকল বালক তোমার নিকট বনপথের পরিচয় পাইয়া সুখে নিত্য বিচরণ করিত, সম্প্রতি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দীন দীর্ণ ও বিচেতন হইয়া পড়িবে। দিব্য স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা রত্ন ও বস্ত্রাদি পরিচ্ছদে শোভিতা পিতা মাতা সহোদর শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনে পরিবেষ্টিতা পতিহীনা নারী যেমন শোভা পায় না; চন্দ্রহীন রজনী, পুত্রহীন কুল এবং দীপহীন গৃহ যেরূপ কদাচ শোভা পায় না, হে মানদ! তদ্রূপ তোমা ব্যতীত এই যূথ শোভিত হইবে না। আচারহীন মানব, জ্ঞানহীন যতি এবং মন্ত্রণাহীন মহীপতি যেমন শোভিত হয় না; সেইরূপ এই যূথ তোমা ব্যতীত শোভা পাইবে না। নাবিকবিহীন

...ভাণ্ডৈর যথা সার্থঃ সার্থবাহেন বৈ তথা ॥৪৫
...নাধ্যক্ষেণ চ বিনা যথা সৈন্যং ন ভাতি চ।
... বিনা বৈ তথা সৈন্যং শূকরাণাং মহামতে ॥
...নো ভবিষ্যতি তথা বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।
...ং ভাবং কটুদ্বস্য বিনিবেশ্য প্রগচ্ছসি ॥ ৪৭
...ভং মরণং জ্ঞাত্বা কা প্রতিজ্ঞা ভবেদৃশী।
... বিনাহং ন শক্নোমি ধর্তুং প্রাণান্ প্রিয়েশ্বর
...য়েন সহিতা স্বর্গং ভূমিং বাপি মহামতে।
...বং বা প্রভোক্ষ্যামি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
...ং বা পুত্রাংস্তু পৌত্রাংশ্চ গৃহীত্বা যূথমুত্তমম্।
...বা বজাব যূথেশ ভুর্গমেবং সুকন্দরম্ ॥ ৫০
...বিতব্যং পরিত্যজ্য রণায় পরিগম্যতে।
... কো দৃশ্যতে লাভো মরণে বদ সাম্প্রতম্ ॥

বরাহ উবাচ।

...রাণাং ত্বং ন জানাসি স্বধর্মং শৃণু সাম্প্রতম্।
...গিনা হি বীরেণ বীরং গত্বা প্রযাচিতম্ ॥৫২

দেহি মে যোধনং সম্যগ্ যুদ্ধার্থী ত্বহমাগতঃ।
পরেণ যাচিতং যুদ্ধং ন দদাতি যদা নরঃ ॥ ৫৩
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি মোহান্ধা শৃণু বল্লভে।
কুম্ভীপাকে তু নরকে বসেদ্ যুগসহস্রকম্ ॥ ৫৪
ক্ষত্রিয়াণাং পরো ধর্ম্মো যুদ্ধং দেয়ং ন সংশয়ঃ।
তদ্যুদ্ধং দীয়মানেন রঙ্গভূমিং গতেন বৈ ॥ ৫৫
নির্জ্জিতং তু পরং তত্র যশঃ কীর্ত্তিং প্রভুঞ্জতে।
স বা হতোহপি যুদ্ধেহস্মিন্ পৌরুষেণাতিনির্ভয়ঃ
বীরলোকমবাপ্নোতি দিব্যান্ ভোগান্ প্রভুঞ্জতে
যাবদ্বর্ষসহস্রাণাং বিংশত্যেকাং প্রিয়ে শৃণু ॥ ৫৭
বীরলোকে বসেত্তাবদ্দেবাচারৈঃ প্রপূজ্যতে ॥৫৮
মনুপুত্রঃ সমায়াতঃ স্বয়ং বীরো ন সংশয়ঃ।
সংগ্রামং যাচমানস্তু যুদ্ধং দেয়ং ময়া ধ্রুবম্ ॥৫৯
যুদ্ধার্থিনঃ সমায়াতো বিষ্ণুরূপঃ সনাতনঃ।
সৎকারো যুদ্ধরূপেণ কর্ত্তব্যশ্চ ময়া শুভে ॥ ৬০

শূকর্য্যুবাচ।

যদা যুদ্ধং ত্বয়া দেয়ং রাজ্ঞে চৈব মহাত্মনে।

...সম্ভারপূর্ণ নৌকা যেরূপ সাগরে শোভা ... না, আবার বণিক ব্যতীত বাণিজ্যদ্রব্যের ... শোভা হয় না এবং হে মহামতে! সেনাপতি ব্যতীত সেনার যেরূপ শোভা থাকে ...—তদ্রূপ তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই ...সৈন্যের শোভা থাকিবে না। তনয়গণ বেদহীন দ্বিজের ন্যায় দীন হইয়া যাইবে। ... সুলভ জানিয়া আমার প্রতি কটুম্বের ... অর্পণপূর্ব্বক গমন করিবে, এ তোমার ... প্রতিজ্ঞা। হে প্রিয়েশ্বর! তোমা ব্যতীত আমি প্রাণধারণে সমর্থা হইব না। হে মহামতে! সত্য সত্য বলিতেছি—আমি তোমার সহিত গমন করিয়া স্বর্গই হউক ...ই হউক কিংবা নরকই হউক ভোগ করিব। হে যূথপতে! চল, তুমি ও আমি ...-পৌত্রসমন্বিত এই উত্তম যূথ লইয়া দুর্গম গিরিকন্দরে গমন করি। রণাঙ্গনে গমন করিয়া জীবনত্যাগে তুমি কি লাভ দেখিতেছ, বল। বরাহ বলিল,—তুমি বীরের উত্তম ...ম বিদিত নহ, সম্প্রতি তাহা শ্রবণ কর। যুদ্ধার্থী বীর বীরের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করে যে, আমি যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছি, যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ দাও। কোন বীর অপর বীর যুদ্ধ যাচ্ঞা করিলে কাম মোহ লোভ কিংবা ভয়বশতঃ যে যোদ্ধা যুদ্ধ দান করে না, হে বল্লভে! তাহার ফল শুন। সে ব্যক্তি সহস্রযুগ কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধদান পরমধর্ম্ম, সংশয় নাই। রণভূমিতে গমন করিয়া যুদ্ধদানকালে যদি নির্জ্জিতও হয়, তথাপি যশ ও কীর্ত্তি ... ঘটিয়া থাকে। হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর—...রুষ প্রকাশপূর্ব্বক নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া হত হইলে বীরলোকে গমন পূর্ব্বক একবিংশতি সহস্র বৎসর যাবৎ দিব্য ভোগ উপভোগ করে এবং দেব-ব্যবহারে বীরলোকে বাস করত পূজিত হয়। ঐ মনুতনয় বীর ইক্ষ্বাকু আসিয়াছেন, নিশ্চিতই তিনি যুদ্ধ যাচ্ঞা করিবেন, হে শুভে! ঐরূপ হইলে আমি অবশ্যই সমর করিব। সনাতন বিষ্ণুরূপী যুদ্ধাতিথি সমাগত হইলে যুদ্ধকার্য্য দ্বারা তাঁহার সৎকার আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। ৩৩—৬০। শূকরী

ত্বত্তোঽহং পৌরুষং কান্ত পশ্যে বৈ তব কীদৃশম্ ॥ ৬১

এবমুক্ত্বা প্রিয়ান্ পুত্রান্ সমাহূয় ত্বরান্বিতা।
উবাচ পুত্রকা যূয়ং শৃণুধ্বং বচনং মম ॥ ৬২
যুদ্ধাতিথিঃ সমায়াতো বিষ্ণুরূপঃ সনাতনঃ।
ময়া তত্র প্রগন্তব্যং যত্রায়ং হি গমিষ্যতি।
যাবত্তিষ্ঠতি বৈ নাথো ভবতাং প্রতিপালকঃ ॥৬৩
যূয়ং গচ্ছন্তু বৈ দূরং দুর্গং গিরিগুহামুখম্।
সুখং জীবত মে বৎসা বর্জ্জয়িত্বা সুলুব্ধকান্ ॥৬৪
ময়া তত্রৈব গন্তব্যং যত্রৈব হি গমিষ্যতি।
ভবতাং জ্যেষ্ঠোঽয়ং ভ্রাতা যূথরক্ষাং করিষ্যতি।
এতে পিতৃব্যকাঃ সর্ব্বে ভবতাং ত্রাণকারকাঃ।
দূরং প্রযান্তু বৈ সর্ব্বে মাং বিহায় সুপুত্রকাঃ ॥৬৬

পুত্রা ঊচুঃ।

অয়ং হি পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো বহুমূলফলোদকঃ।
ভয়ং তু কস্য বৈ নাস্তি সুখং জীবনমস্তি বৈ ॥৬৭
যুবাভ্যাং হি অকস্মাদ্ধি ইদমুক্তং ভয়ঙ্করম্।
তন্নো হি কারণং মাতরদ্য সত্যমিহৈব হি ॥ ৬৮

শূকর্য্যুবাচ।

অয়ং রাজা মহারৌদ্রঃ কালরূপঃ সমাগতঃ।
ক্রীড়তে মৃগয়ালুব্ধো মৃগান্ হত্বা বহূন্ বনে ॥
ইক্ষ্বাকুর্নাম দুর্দ্ধর্ষো মনুপুত্রো মহাবলঃ।
সংহরিষ্যতি কালোঽয়ং দূরং যান্তু সুপুত্রকাঃ ॥

পুত্রা ঊচুঃ।

মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা যঃ প্রযাতি স পাপধীঃ।
মহারৌদ্রং সুঘোরং তু নরকং প্রতিপদ্যতে ॥৭১
মাতুঃ পুণ্যং পয়ঃ পীত্বা পুষ্টো ভবতি নির্ঘৃণঃ।
মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা যঃ প্রযাতি সুদুর্ব্বলঃ ॥
পূয়ং নরকমেতীহ কৃমিদুর্গন্ধসঙ্কুলম্।
মাতস্তস্মান্ন যাস্যামো গুরুং ত্যক্ত্বা ইহৈব চ ॥
এবং বিষাদঃ সঞ্জাতস্তেষাং ধর্ম্মার্থসংযুতঃ।
ব্যূহং কৃত্বা স্থিতঃ সর্ব্বে বলতেজঃসমাকুলাঃ ॥

কহিল,—হে কান্ত! তুমি একান্তই যদি সেই মহাত্মা রাজার সহিত যুদ্ধ কর, তবে আমিও তথায় গমন করিয়া তোমার পরাক্রম কিরূপ তাহা দর্শন করিব। শূকরী এই কথা কহিয়া সত্বর প্রিয় পুত্রগণকে আহ্বান করিল এবং বলিল—হে তনয়গণ। তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। বিষ্ণুরূপী যুদ্ধাতিথি রাজা সমাগত, তোমাদের পরিপালক পিতা ইঁহার সহিত যুদ্ধার্থ সেস্থানে উপস্থিত হইবে ও গমন করিবে; আমিও তথায় গমন করিব। এ সময় তোমরা দূরস্থ গিরিদুর্গের মহাগুহায় গমন করিয়া ব্যাধগণের অদৃশ্য হইয়া সুখে বাস কর। তোমাদের জনক যেখানে যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব। তোমাদের এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যূথরক্ষা করিবে; আর তোমাদের এই পিতৃব্যগণ সর্ব্বদা তোমাদিগকে ত্রাণ করিবেন। হে সচ্চরিত্র পুত্রগণ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর। পুত্রগণ কহিল,—এই পর্ব্বত অত্যন্ত বৃহৎ, এখানে বহু ফল মূল ও জল আছে; এখানে কাহারও নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই—আমরা সুখে জীবিত থাকিব; কিন্তু হে মাতঃ! তোমরা কেন অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর বাক্য বলিলে, ইহার কারণ সত্য করিয়া এখনই আমাদিগকে বল। শূকরী কহিল,—হে সাধুশীল পুত্রগণ। এই যে কালরূপী মহাভয়ঙ্কর রাজা আসিতেছেন ইহার নাম ইক্ষ্বাকু। এই মহাদুর্দ্ধর্ষ মনুপুত্র মহাবল ইক্ষ্বাকু বহু মৃগ মারিয়া মৃগয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ইনি কালরূপী সংহর্ত্তা, অতএব তোমরা দূরে গমন কর। পুত্রগণ কহিল,—যে পাপমতি তনয় পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, সে মহারৌদ্র সুঘোর নরকে পতিত হয়। যে দুর্ব্বল পুত্র পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই ঘৃণাহীন তনয় বৃথা মাতার পুণ্য স্তন্য পান করিয়া পুষ্ট হইয়াছে; আর তাদৃশ পুত্র কৃমিসঙ্কুল দুর্গন্ধযুক্ত পূযময় নরকে গমন করে। অতএব হে মাত! আমরা পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া যাইব না। এইরূপে তাহাদের ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বিষাদ উপস্থিত হইলে সকলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া বল তেজ সাহস ও উৎসাহে

সাহসোৎসাহসম্পন্নাঃ পশ্যন্তি নৃপনন্দনম্।
নদন্তঃ পৌরুষৈর্যুক্তাঃ ক্রীড়মানা বনে তদা ॥ ৭৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে শূকরোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুকলোবাচ।

এবং তে শূকরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।
পুরঃস্থিতস্য তে রাজ্ঞো হ্যবতস্থুশ্চ লুব্ধকাঃ ॥ ১
মহাবরাহো রাজেন্দ্র গিরিসানুং সমাশ্রিতঃ।
মহতা যূথভাবেন ব্যূহং কৃত্বা প্রতিষ্ঠতি ॥ ২
কপিলঃ স্থূলপীনাঙ্গো মহাদংষ্ট্রো মহামুখঃ।
ভয়দঃ শূকরো রাজন গর্জ্জতে চাতিভৈরবম্।
তানপশ্যন্মহারাজঃ শালতালবনাশ্রয়ম্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মনুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥
গৃহ্যতাং শূরবারাহো বিধ্যতাং বলদর্পিতম্।
এবমাভাষ্য তান্ বীরো মনুপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অথ তে লুব্ধকাঃ সর্ব্বে মৃগয়ামদমোহিতাঃ।
সন্নদ্ধা দংশিতাঃ সর্ব্বে শ্বানৈঃ সার্দ্ধং
প্রজগ্মিরে ॥ ৬
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো রাজরাজো মহাবলঃ।
অশ্বারূঢ়ঃ স্বসৈন্যেন চতুরঙ্গেণ সংযুতঃ ॥ ৭
গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য মেরুং গিরিবরোত্তমম্।
রত্নধাতুসমাকীর্ণং নানাবৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৮

সুকলোবাচ।

যো বলধামমরীচিচয়করনিকরময়প্রোন্নতো-
হত্যুচ্চং গগনমেব সম্প্রাপ্তো নানানগাচরিত-
শোভো গিরিরাজো ভাতি ॥ ৯

যোজন বহুলবিমলগঙ্গাপ্রবাহসমুচ্চরত্তীর-
বীচীতরঙ্গভঙ্গৈস্তু ক্তাফল-সদৃশৈর্নির্ম্মলাম্বুকণৈঃ
সর্ব্বত্র প্রক্ষালিতধবলতলশিলাতলো গিরীন্দ্রঃ
সুশ্রিয়া যুক্তঃ ॥ ১০
দেবৈশ্চারণকিন্নরৈঃ পরিবৃতো গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরৈঃ

সহিত তথায় বাস করিল। তাহারা সেই অরণ্যে নৃপতনয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পৌরুষসমন্বিত নাদ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬১—৭৫।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—এইরূপে সেই সকল শূকর যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল; লুব্ধকগণ রাজার সম্মুখে অবস্থান করিল, হে রাজসত্তম! শূকর পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইল এবং দৃঢ় দলবদ্ধ হইয়া সেই মহাবরাহ ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সানুদেশের আশ্রয় লইল। সেই বরাহের বর্ণ কপিল, দেহ স্থূল ও পীন, মুখ মহাদংষ্ট্রা-বিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর। হে রাজন! সেই ভয়সহ শূকর অতি ভীমগর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতাপশালী মনুতনয় মহারাজ ইক্ষ্বাকু ব্যাধগণের মুখে শুনিলেন যে, বরাহেরা শাল ও তালবন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তিনি লুব্ধকগণের প্রতি আদেশ করিলেন,—এই বলদর্পিত বীর্য্যবান বরাহকে বিদ্ধ কর ও অন্যান্য বরাহগণকে বিদ্ধ ও বন্দী কর। বীর প্রতাপবান মহাবল রাজসত্তম মনুতনয় ইক্ষ্বাকু এই কথা কহিলে মৃগয়ামদে মোদিত ব্যাধগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দন্ত দ্বারা অধর-দংশনে বীরত্ববিকাশ করত কতকগুলি কুক্কুর সহ গমন করিল। অনন্তর সুশিক্ষিত সৈন্য ও চতুরঙ্গ সেনা সহিত রাজা অশ্বারোহণে রত্ন-ধাতুসমন্বিত ও নানা বৃক্ষে অলঙ্কৃত গিরিবর মেরুর সন্নিহিত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। সুকলা কহিলেন,—গিরিরাজ সুমেরু সৌর-মরীচিনিচয়রূপ করনিকরে অতীব উন্নত হইয়া অত্যুচ্চ গগন দেশে উত্থিত; অন্যান্য বিবিধ শৈলে উহার শোভা সম্পাদিত; বহুবিস্তৃত বিমল গঙ্গাপ্রবাহের তীরবিসর্পী বীচিমালা, তরঙ্গভঙ্গে মুক্তাফলসদৃশ নির্ম্মল অম্বুকণরাজি দ্বারা ধবল সুমেরুর শিলাতল সকল প্রক্ষালিত —তাই গিরীন্দ্র অতীব শ্রীসম্পন্ন। দেব,চারণ

সিদ্ধৈরপ্সরসাং সঙ্ঘৈর্মুনিজৈর্নাগেন্দ্রবিদ্যা-
ধরৈঃ।
শ্রীখণ্ডৈর্ব্বহুচন্দনৈশ্চ সরলৈঃ শালৈস্তমালৈর্গিরী
রুদ্রাক্ষৈর্ব্বরসিদ্ধিদায়কবরৈঃ কল্পদ্রুমৈঃ
শোভতে ॥১১
নানাধাতুবিচিত্রো বৈ নানারত্নবিচিত্রিতৈঃ।
বিমানৈঃ কাঞ্চনৈর্দণ্ডৈঃ কলশৈরুপশোভতে ॥
নারীকেলবনৈর্দিব্যৈঃ পূগবৃক্ষৈর্বিরাজিতে।
দিব্যপুন্নাগবকুলৈঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৩
সুপুষ্পৈশ্চম্পকৈর্বাপি পাটলৈঃ কেতকৈস্তথা।
নানাবল্লীবিতানৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ পদ্মকৈস্তথা ॥১৪
নানাবর্ণৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ নানাবৃক্ষৈরলঙ্কৃতঃ।
দিব্যবৃক্ষৈঃ সমাকীর্ণঃ স্ফাটিকৈশ্চ শিলাতলৈঃ ॥
যোগিযোগীন্দ্রসিদ্ধৈশ্চ কন্দরান্তনিবাসিভিঃ।
নির্ঝরৈঃ রম্যৈশ্চ বহুপ্রস্রবণৈর্গিরিঃ ॥ ১৬
নদীপ্রবাহসংহৃষ্টৈঃ সঙ্গমৈরুপশোভতে।
হ্রদৈশ্চ পল্বলৈঃ কুণ্ডৈর্বিমলোদকবারিভিঃ ॥ ১৭
গিরিরাজো বিভাত্যেকঃ সানুভিঃ শতসংখ্যকৈঃ
শরভৈশ্চৈব শার্দ্দূলৈর্মৃগযূথৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ১৮
মহামত্তৈশ্চ মাতঙ্গৈর্মহিষৈঃ রুরুভিঃ সদা।

কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অপ্সরোগণ, মুনিজন, নাগেন্দ্র ও বিদ্যাধরগণে গিরিবর সুমেরু শোভিত। শ্রীখণ্ড, বহুচন্দন, সরল, শাল, তমাল, গিরি রুদ্রাক্ষ ও বরসিদ্ধিপ্রদ কল্পদ্রুমসমূহে ঐ গিরি সুশোভিত। ১—১১। উহা নানা ধাতুরাগে বিচিত্র। নানা রত্নবিচিত্রিত বিমান কাঞ্চনদণ্ড ও কলসসমূহে সমুদ্ভাসিত। দিব্য নারিকেল বন, পূগবৃক্ষ, কদলীখণ্ডমণ্ডিত দিব্য পুন্নাগ, বকুল, পুষ্পক, চম্পক, পাটল, পুষ্পিত নানা বল্লীবিতান, পদ্ম, নানা-বর্ণশালী সুপুষ্পিত নাগবৃক্ষ, দিব্যবৃক্ষ, স্ফাটিক শিলাতল, গুহাগর্ভবাসী যোগী, যোগীন্দ্র, সিদ্ধগণ, রম্য নির্ঝর, বহু প্রস্রবণ, নদীপ্রবাহ সংহৃষ্ট নানাসরিৎসঙ্গম, বিমলোদক-শালী নানাহ্রদ, পল্বল ও কুণ্ড সহ সংস্থিত বহুসংখ্যক সানু, শরভ, শার্দ্দূল, মৃগযূথ, মহা-মত্ত মাতঙ্গ, মহিষ ও রুরু এবং অন্যান্য বহু

অনেকৈর্দ্দিব্যভাবৈশ্চ গিরিরাজো বিভাতি সঃ
অযোধ্যাধিপতির্ব্বীর ইক্ষ্বাকুর্ম্মনুনন্দনঃ।
তয়া সুভার্য্যয়া যুক্তশ্চতুরঙ্গবলেন বৈ ॥ ২০
পুরতো লুব্ধকা যান্তি শ্বানঃ শূরাশ্চ শীঘ্রগাঃ।
যত্রাস্তে শূকরঃ শূরো ভার্য্যয়া সহিতো বলী ॥
বহুভিঃ শূকরৈর্গুপ্তো শূকরিভিঃ শিশুভিস্তথা।
মেরুভূমিং সমাশ্রিত্য গঙ্গাতীরাৎ সমন্ততঃ ॥২২

সুকলোবাচ।

তামুবাচ বরাহস্তু সুপ্রিয়াং হর্ষসংযুতঃ।
প্রিয়ে পশ্য সমায়াতঃ কোশলাধিপতির্ব্বলী ॥২৩
মামুদ্দিশ্য মহাপ্রাজ্ঞো মৃগয়াং ক্রীড়তে নৃপঃ।
যুদ্ধমেব করিষ্যামি সুরাসুরপ্রহর্ষণম্ ॥ ২৪
অথ ভূপো মহাতেজা বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
সুদেবাং সত্যধর্ম্মাঙ্গীং তামুবাচ প্রহর্ষিতঃ ॥ ২৫
পশ্য কান্তে মহাকায়ং গর্জ্জমানং মহাবলম্।
পরিবারসমাযুক্তং শূকরং মৃগঘাতিভিঃ ॥ ২৬
অদ্যৈবাহং হনিষ্যামি সুবাণৈর্নিশিতৈঃ প্রিয়ে।

দিব্যভাবে ঐ গিরিরাজ সুমেরু প্রতিভাত। এ হেন পর্ব্বতে অযোধ্যাধিপতি মনুনন্দন বীর ইক্ষ্বাকু স্বীয় সুভার্য্যা সুদেবার সহিত মিলিত হইয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে যথায় সেই শূরবল শূকর বহু বিপুল শূকর ও শূকর-শিশুগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মেরুভূমি আশ্রয় করিয়া তত্রত্য গঙ্গাতীরে সমন্তাৎ ভার্য্যাসহ অবস্থিত ছিল, সেইখানে গমন করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে বলবান্ লুব্ধকদল এবং শীঘ্রগামী কুক্কুর সকল যাইতে লাগিল। সুকলা কহিলেন,—যৎকালে শূকর হর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় সুপ্রিয়া শূকরীকে কহিল, —প্রিয়ে! ঐ দেখ, বলবান্ কোশলাধিপতি আসিয়াছেন। ঐ মহাপ্রাজ্ঞ নৃপ আমাকে লক্ষ্য করিয়াই মৃগয়া করিবেন। অতএব আমি সুরাসুরপ্রহর্ষকর যুদ্ধ করিব। এদিকে মহাতেজা ধনুর্ব্বাণধর ভূপতি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় পত্নী সত্যধর্ম্মাঙ্গী সুদেবাকে বলিলেন,— প্রিয়ে! ঐ দেখ, পরিবারপরিবৃত মহাবল মহাশূকর কঠোর গর্জ্জন করিতেছে। মৃগঘাতী

নামেব হি মহাশূরো যুদ্ধায় সমুপাশ্রয়েৎ ॥ ২৭
এবমুক্ত্বা প্রিয়ো ভার্য্যাং লুব্ধকান বাক্যমব্রবীৎ
যথা শূরো মহাশূরাঃ প্রেষয়ধ্বং হি শূকরম ॥২৮
অথ তে প্রেষিতাঃ শূরা বলতেজঃপরাক্রমাঃ ।
গর্জ্জমানাঃ প্রধাবন্তি বলতেজঃপরাক্রমাঃ ॥ ২৯
কোলং প্রতি গতাঃ সর্ব্বে বায়ুবেগেন সাম্প্রতম্
বিধ্যন্তি বাণজালৈস্তে নিশিতৈর্ব্বনচারকাঃ ।
নানাশস্ত্রৈরথাস্ত্রৈশ্চ বরাহং বীররূপিণম্ ॥ ৩০

সুকলোবাচ ।

পতন্তি বাণতোমরা বিমুক্তা লুব্ধকৈঃ শরাঃ ।
ঘনা গিরিং প্রবর্ষিণো যথা তথা বরান্তরে ॥ ৩১
ততো দৃঢপ্রহারিভিঃ স নির্জ্জিতস্ততস্তথা ।
শতৈস্তু যূথপালকঃ স কোলঃ সঙ্গরং গতঃ ॥ ৩২
স্বপুত্রপৌত্রবান্ধবৈঃ পরাংশ্চ সংহরেৎ স বৈ ।
পতন্তি তে স্বদংষ্ট্রয়া হতাহবেহবলুব্ধকাঃ ॥ ৩৩
পতন্তি পাদহস্তকাঃ স্থিতৈঃ সুবেগভ্রামণৈঃ ।
স লুব্ধগর্জ্জমেব তং বরাহোঽপশ্যদাগতম্ ॥ ৩৪
স্বতেজসা বিনাশিতং মুখাগ্রদংষ্ট্রয়া হতম্ ।
গতঃ স যত্র ভূপতিঃ স বাঞ্ছতে ন সঙ্গরম্ (১) ॥

ইক্ষ্বাকুনাথং সুমহৎ প্রসহ্য
সন্ত্রাস্য ক্রুদ্ধঃ স হি শূকরেশঃ ।
যুদ্ধং বনে বাঞ্ছতি তেন সার্দ্ধ-
মিক্ষ্বাকুণা সঙ্গরহর্ষযুক্তঃ ॥ ৩৬

বারাহঃ পুনরেব যুদ্ধকুশলঃ সংবাঞ্ছতে সঙ্গরং,
তুণ্ডাগ্রেণ সুতীক্ষ্ণদন্তনখরৈঃ ক্রুদ্ধো ধরাং
ক্ষোভয়ন্ ।
হুঙ্কারোচ্চারণদর্পাৎ প্রহরতি বিমলং ভূপতিং
তঞ্চ রাজন,
জ্ঞাত্বা বিষ্ণুপরাক্রমং মনুসুতশ্চানন্দরোমাঞ্চিতঃ
দৃষ্ট্বা শূকরপৌরুষং যমতুল্যং মেনে পতি-
র্দেবরাড্

সুতীক্ষ্ণ বাণে অদ্যই আমি ইহাকে বিনাশ করিব। ঐ মহাশূর যুদ্ধার্থ আমারই নিকট উপস্থিত। ১২—২৭। রাজা প্রিয়াকে এই বাক্য বলিয়া লুব্ধকদিগকে বলিলেন, ঐ শূকর যেমন বলবান, তেমন মহাশূরদিগকে ঐ শূকরের অভিমুখে প্রেরণ কর। অনন্তর বল-বিক্রমশালী শূরগণ প্রেরিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বায়ুবেগে শূকরাভিমুখে ধাবিত হইল। বনচর বীরগণ নানা নিশিত শস্ত্র ও বাণজাল দ্বারা বীর বরাহকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সুকলা কহিলেন,—মেঘ-দল যেমন গিরির উপর বারি বর্ষণ করে, তেমনি ব্যাধবিমুক্ত বাণ ও তোমর সকল সেই শূকরের উপর পতিত হইতে লাগিল। যূথপতি শূকর শত শত প্রহারকারী ব্যাধ কর্ত্তৃক হত ও নির্জ্জিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইল এবং পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণের সহিত একযোগে শত্রুকুল সংহার করিতে লাগিল। তাহাদের দংষ্ট্রাহত হইয়া ব্যাধগণ সমরে নিপতিত হইল। ব্যাধগণের হস্ত পদ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বরাহ দেখিল, —ব্যাধগণের গর্জ্জনের সহিত বেগে ইক্ষ্বাকু-পতি আগমন করিতেছেন। তাঁহার প্রেরিত ব্যাধদল শূকরের তেজে বিনাশিত এবং মুখাগ্রদংষ্ট্রায় হত হইয়াছিল। শূকর ভূপতির সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধাভি-লাষী হইল এবং সে ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা ইক্ষ্বাকু-নাথের ত্রাসোৎপাদন করত সমরপ্রহর্ষে অন্বিত হইয়া তাঁহার সহিত বনমধ্যে যুদ্ধ বাসনা করিল। রণকুশল বরাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তুণ্ডাগ্র ও সুতীক্ষ্ণ দন্ত-নখর দ্বারা ভূবিদারণ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সগর্ব্বে হুঙ্কারোচ্চারণপূর্ব্বক ভূপতিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। মনুনন্দন ইক্ষ্বাকু শূকরকে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম-শালী দেখিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইলেন। তিনি শূকরের পৌরুষ দেখিয়া তাহাকে যম-

(১) কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে “পতন্তি” ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধং ন দৃশ্যতে, তত্র “স বাঞ্ছতে ন সঙ্গরম্” ইত্যতঃ পরং “বিবক্ষয়ে স্বপূকান-প্রিয়াংশ্চ পুত্রবান্ধবান্” ইত্যর্দ্ধেন শ্লোকঃ পূর্ণতামিয়াৎ।

দেবারিং মনসা বিচিন্ত্য সহসা বারাহরূপেণ বৈ
সম্প্রেক্ষ্যৈব মহাবলং বলতরং গৃহ্ণুং ত্বরৈর্ব্বারণং,
সৈন্যং কোলবিনাশনায় সহসা সংগৃহ্য সংগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৮
প্রেষিতাশ্ববারণা রথাশ্চ বেগবত্তরাঃ।
সুবাণখড়্গধারিণো ভুশুণ্ডিভিশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৩৯
সপাশপাণিলুব্ধকা নদন্তি তত্র তৎপরাঃ।
নিবারিতা ন তিষ্ঠতো হয়া গজাশ্চ যদ্গতাঃ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্ন দৃশ্যতে ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রদৃশ্যতে।
ক্বচিদ্ভয়ং প্রদর্শয়েৎ ক্বচিদ্ধয়ান্ প্রমর্দ্দয়েৎ ॥ ৪০
মর্দ্দয়িত্বা ভটান্ শূরান্ বারাহো রণদুর্জ্জয়ঃ।
শব্দং চকার দুর্দ্ধর্ষঃ ক্রোধারুণিতলোচনঃ ॥ ৪১
কোশলাধিপতির্বীরস্তং দৃষ্ট্বা রণদুর্জ্জয়ম্।
যুধ্যমানং মহাকায়ং মুঞ্চন্তং মেঘবৎ স্বনম্ ॥ ৪২
গর্জ্জতি সমরং বিচরতি বিলসতি বীরান্ স্বতেজসা বীরঃ।
তড়িদিব মুখে সুদংষ্ট্রস্তস্য বিভাত্যলসত্যেব ॥ ৪৩
মনুপুত্রস্তথা দৃষ্ট্বা কোলঞ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রতিপ্রভিন্নমেকৈকং শস্ত্রাহতং চ বন্ধুভিঃ ॥ ৪৪
নরপতিরুবাচ সৈন্যাঃ কিমিহ ন গৃহ্নন্ত ওজসা শূরাঃ।
যুধ্যধ্বং তত্র নিশিতৈর্ব্বাণৈস্তীক্ষ্ণৈরনেনাপি ॥ ৪৫
সমাকর্ণ্য ততো বাক্যং ক্রুদ্ধস্যাপি মহাত্মনঃ।
ততস্তে সৈনিকাঃ সর্ব্বে যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ৪৬
অনেকৈর্ভটসাহস্রৈর্বনে তং সমরে স্থিতম্।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সংহত্য বিভিদুঃ শূকরং রণে ॥ ৪৭
প্রবিদ্ধশ্চ কৈশ্চিত্তদা বাণজালৈঃ
সুযোধৈশ্চ সংগ্রামভূমৌ বিশালৈঃ।
ক্বচিচ্চক্রঘাতৈঃ ক্বচিদ্বজ্রপাতৈ-
র্হতং দুর্জ্জয়ং সঙ্গবে তং মহাংস্তৈঃ ॥ ৪৮
ততঃ পৌরুষৈঃ ক্রোধযুক্তঃ স কোলঃ
সুবিচ্ছিদ্য পাশান রণে প্রস্থিতঃ সঃ।

তুল্য বলিয়া মনে করিলেন এবং বরাহরূপে দেবরাজ ও দেবগণের শত্রুই সহসা সমাগত হইয়াছে, ইহাই মনে মনে বুঝিয়া ও মহাবল শূকরকে বহুতর বলশালী শত্রুরে পরিবৃত দেখিয়া তাহার বিনাশের জন্য গজসৈন্য প্রেরণ করিলেন ; বলিয়া দিলেন,—তোমরা সত্বর গিয়া আক্রমণ কর। ২৮—৩৮। শ্রেষ্ঠ বেগশালী বারণ, রথ, সুতীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ, ভুশুণ্ডী ও মুদ্গরধারী পাশপাণি ব্যাধগণ প্রেরিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তৎপরতার সহিত ধাবিত হইল। অশ্ব ও গজগণ তদভিমুখে ধাবিত হইয়া চালক কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও গতিরোধ করিল না। তখন রণদুর্জ্জয় বরাহ কখন কখন দৃশ্য এবং কখন কখন অদৃশ্য হইতে লাগিল ; সে কখন ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কখন অশ্বদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্যসমূহ মর্দ্দন করিয়া বরাহ ক্রোধারুণনয়নে বিকট শব্দ করিল। কোশলাধিপতি বীর ইক্ষ্বাকু সেই রণদুর্জ্জয় মহাকায় বরাহকে মেঘবৎ গর্জ্জন করত যুধ্যমান দেখিয়া স্বয়ং গর্জ্জন করিলেন, সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় তেজে স্বপক্ষীয় বীরবৃন্দকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শূর শূকরের মুখে বিদ্যুদ্বৎ বিকট দংষ্ট্রা বিভাত হইতে লাগিল। মনুপুত্র তথাভূত শূকর দর্শনে স্বীয় বন্ধুগণ সহ এক-যোগে নিশিত শর নিক্ষেপ দ্বারা তাহার প্রতি অঙ্গ বিদ্ধ করিলেন ; শূকর শস্ত্রাহত হইল, তখন নরপতি সৈন্যগণকে বলিলেন,—হে শূরগণ! তোমরা উহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছ না কেন ? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিয়া উহার সহিত তোমরা যুদ্ধ কর। ক্রুদ্ধ মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈনিকেরা যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। তৎকালে বহু সহস্র সৈন্য সর্ব্বদিকে সমবেত হইয়া সেই সমরস্থ শূকরকে বিদ্ধ করিল। কোন কোন নিপুণ যোদ্ধা বিশাল বাণজালে শূকরকে বিদ্ধ করিল। শূকরের কোন অঙ্গে চক্রাঘাত এবং কোন কোন অঙ্গে বজ্রাঘাত হইল। দুর্জ্জয় মহাশূকর সেই সকল প্রহারে আহত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং পাশ সকল ছেদন

মহাশূকরৈঃ সার্দ্ধমেব প্রযাত-
স্তুতঃ শোণিতস্যাপি ধারাভিষিক্তঃ ॥ ৪৯
করোতি প্রহারঞ্চ তুণ্ডেন বীরো
হয়ানাং দ্বিপানাং চ চিচ্ছেদ বীরঃ।
স্বদংষ্ট্রাগ্রভাগেণ তীক্ষ্ণেন বীরান
পদাতীন্ হি সম্পাতয়েদ্রোমভাবৈঃ ॥ ৫০
জঘানাস্য শুণ্ডং গজস্যাপি ক্রুষ্টো
ভটানাহতান্ পাদঘাতৈস্তু হৃষ্টঃ ॥ ৫১
ততস্তে শূকরাঃ সর্ব্বে লুব্ধকাশ্চ পরস্পরম্।
যুদ্ধং চক্রুস্ত্বরা রোষাকুলবিলোচনাঃ ॥ ৫২
লুব্ধকৈশ্চ হতাঃ কোলাঃ কোলৈশ্চাপি সুলুব্ধকাঃ
নিহতাঃ পতিতা ভূমৌ রক্তজেনাপি সাকুলাঃ
শোণিতাক্তা হতাঃ কাশ্চিল্লুব্ধকাঃ পতিতা রণে
কোলাশ্চ শূকরাস্তত্র শ্বানঃ প্রাণাংশ্চ তত্যজুঃ ॥ ৫৪
অন্যে তত্র মৃতা ভূমৌ পাতিতা মৃগঘাতকাঃ।
হতাশ্চ শূকরা রাজ্ঞা খড়্গপাতৈর্নিপাতিতাঃ ॥ ৫৫
কেচিন্নষ্টা হতাঃ কোলা ভীতা দুর্গেষু সংশ্রিতাঃ
কুঞ্জেষু কন্দরান্তেষু গুহান্তেষু নৃপোত্তম ॥ ৫৬
লুব্ধকাশ্চ মৃতাঃ কেচিচ্ছিন্না দংষ্ট্রাগ্রশূকরৈঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা গতাঃ স্বর্গং খণ্ডশো বিদলীকৃতাঃ
বাগুরাপাশজালাশ্চ কূটকাঃ পঞ্জরাস্তথা।
নাড্যশ্চ পাতিতা ভূমৌ যত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ৫৮
একো দয়িতয়া সার্দ্ধং বারাহঃ পরিতিষ্ঠতি।
পৌত্রকৈঃ সপ্তপঞ্চৈশ্চ যুদ্ধার্থী বলদর্পিতঃ ॥ ৫৯
তমুবাচ তদা কান্তং শূকরং শূকরী পুনঃ।
গচ্ছ কান্ত ময়া সার্দ্ধমেভিস্তু বালকৈঃ সহ ॥ ৬০
প্রাহ প্রীতো বরাহস্তাং বিহস্যাং স্বপ্রিয়ামিতি।
ক্ব গচ্ছামি প্রভগ্নোহহং স্থানং নাস্তি মহীতলে
ময়ি নষ্টে মহাভাগে কোলযূথং বিনশ্যতি।
দ্বয়োশ্চ সিংহয়োর্মধ্যে শূকরঃ পিবতে জলম্ ॥
দ্বয়োঃ শূকরয়োর্মধ্যে সিংহো নৈব পিবেৎ পয়ঃ।
এবং শূকরজাতীনু দৃশ্যতে বলমুত্তমম ॥ ৬৩
তদহং নাশয়াম্যেব যদা ভগ্না ব্রজাম্যহম।

সহিত রণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু মহাশূকর চলিল। রণদুর্জ্জয় শূকর শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধাবিত হইল এবং তুণ্ডপ্রহারে গজাশ্বদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। বীর পদাতিকগণ তদীয় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্রভাগের আঘাতে পতিত হইল। শূকর রুষ্ট হইয়া গজশুণ্ডে আঘাত করিল এবং পাদাঘাতপ্রহারে ভটদিগকে বিপাতিত করিতে লাগিল। ৪৯—৫১। অনন্তর শূকর এবং ব্যাধগণ ক্রোধাকুলিতনেত্রে পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিল। ব্যাধগণের হস্তে বহু শূকর বিনষ্ট হইল এবং শূকরেরা বহু ব্যাধকে বিনাশ করিল। রক্তাক্রান্ত ব্যাধ ও শূকর সকল নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শূকরহত অসংখ্য ব্যাধ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রণাঙ্গনে পতিত হইল। বহুসংখ্যক শূকর ও কুক্কুর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। রণভূমির যে যে স্থানে ব্যাধগণ মৃতাবস্থায় পতিত ছিল,রাজার খড়্গাঘাতে নিহত হইয়া বহু শূকরও তথায় নিপতিত হইল। কতকগুলি শূকর হত ও নষ্ট হইল। কতকগুলি ভীত হইয়া দুর্গাশ্রয় করিল। কেহ কেহ কুঞ্জ, কন্দর ও গুহাভ্যন্তরে পলায়ন করিল। কতকগুলি ব্যাধ শূকরসমূহের দংষ্ট্রাগ্রে ছিন্ন হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। বাগুরা, পাশজাল, কূটক, পঞ্জর ও নাড়ী সকল রণভূমির ইতস্ততঃ পতিত হইল। ভার্য্যা শূকরী ও তদীয় পাঁচ সাতটী পৌত্রের সহিত একমাত্র বরাহ বলদর্পিত হইয়া যুদ্ধার্থী অবস্থান করিতে লাগিল। তখন শূকরী পতি শূকরকে বলিল,—হে কান্ত! আমার সহিত এবং এই বালকগণসহ এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। বরাহ প্রীত হইয়া ভীতা প্রিয়াকে বলিল,—প্রিয়ে! আমি প্রভগ্ন হইয়া কোথায় যাইব? এ মহীতলে স্থান নাই। হে মহাভাগে! আমি নষ্ট হইলে সমস্ত শূকর বিনষ্ট হইবে। দেখ, সিংহদ্বয়ের মধ্য হইতে শূকর জল পান করিতে পারে; কিন্তু শূকরদ্বয়ের মধ্য হইতে সিংহ জল পান করিতে পারে না। শূকরজাতি মধ্যে এই রূপই উত্তম বল দৃষ্ট হইয়া

জানে ধর্ম্মং মহাভাগে বহুশ্রেয়োবিধায়কম্ ॥ ৬৪
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি যুধ্যমানঃ প্রণশ্যতি ।
রণতীর্থং পরিত্যজ্য স স্যাৎ পাপী ন সংশয়ঃ ॥
নিশিতং শস্ত্রসংব্যূহং দৃষ্ট্বা হর্ষং প্রগচ্ছতি ।
অবগাহ্যামরীং সিন্ধুং তীর্থপারং প্রগচ্ছতি ॥৬৬
স যাতি বৈষ্ণবং লোকং পূরুষাংশ্চ সমুদ্ধরেৎ ।
সমায়াতং কথং ত্যক্ত্বা ভগ্নো ব্রজামি বৈ ॥৬৭
যোধনং শস্ত্রসঙ্কীর্ণং শরীরানন্দদায়কম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রযাতি সংহৃষ্টস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৮
পদে পদে মহৎস্নানং ভাগীরথ্যাঃ প্রজায়তে ।
রণাদ্ভগ্নো গৃহং যাতি যো লোভাচ্চ প্রিয়ে শৃণু
মাতৃদোষং প্রকাশেত স্ত্রীজাতঃ পরিকথ্যতে ।
অত্র যজ্ঞাশ্চ তীর্থাশ্চ অত্র দেবা মহৌজসঃ ॥৭০
পশ্যন্তি কৌতুকং কান্তে মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
ত্রৈলোক্যং বর্ত্ততে তত্র যত্র বীরপ্রকাশনম্ ॥৭১

পশ্যন্তি সমরাদ্ভগ্নং সর্ব্বে ত্রৈলোক্যবাসিনঃ ।
শপন্তি নির্ঘৃণং পাপং প্রহসন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ৭২
দুর্গতিং দর্শয়েত্তস্য ধর্ম্মরাজো ন সংশয়ঃ ।
সম্মুখঃ সমরে যুদ্ধে স্বশিরঃশোণিতং পিবেৎ ।
অশ্বমেধফলং ভুঙ্‌ক্তে ইন্দ্রলোকং প্রগচ্ছতি ॥
যদা জয়তি সংগ্রামে শত্রূন শূরো বরাননে ।
তদা প্রভুঙ্‌ক্তে লক্ষ্মীং নানাভোগান্ন সংশয়ঃ ॥
যদা তত্র ত্যজেৎ প্রাণান্ সম্মুখঃ সন নিরাশ্রয়ঃ
স গচ্ছেৎ পরমং লোকং দেবকন্যাঃ প্রভুঞ্জতে ॥
এবং ধর্ম্মং বিজানামি কথং ভগ্নো ব্রজাম্যহম্ ।
অনেন সমরে যুদ্ধং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬
মনোঃ পুত্রেণ ধীরেণ রাজ্ঞা ইক্ষ্বাকুণা সহ ।
পুত্রান্ গৃহীত্বা যাহি ত্বং সুখং জীব বরাননে ॥
তস্য শ্রুত্বা বচঃ প্রাহ বদ্ধাহং তব বন্ধনৈঃ ।
স্নেহমানরসাদ্যৈশ্চ রতিক্রীড়নকৈঃ প্রিয় ॥ ৭৮

থাকে। ৫২—৬৩। আমি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গমন করিলে সেই বলখ্যাতি বিনষ্ট হইবে। হে মহাভাগে। আমি বহু শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম জানি ; সুতরাং যোদ্ধা ব্যক্তি লোভে বা ভয়ে কি হেতু পলায়ন করিবে? যে রণতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে নিশ্চয়ই পাপী হয় ; যে যোদ্ধা নিশিত শস্ত্রব্যূহ দেখিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়, সে মন্দাকিনীজলে অবগাহন করিয়া তীর্থপারে প্রয়াণ করিয়া থাকে ; তাহার বৈষ্ণব লোকপ্রাপ্তি হয়। সে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করে। সুতরাং সমায়াত শত্রু ত্যাগ করিয়া কি জন্য আমি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইব। যে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বীরগণের আনন্দদায়ক শস্ত্রাকীর্ণ যুদ্ধ দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রণে অবতীর্ণ হয়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তাহার পদে পদে প্রশস্ত গঙ্গাস্নান হয়। যে যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিয়া লোভে গৃহে গমন করে, প্রিয়ে। শ্রবণ কর, ঐ ব্যক্তির মাতৃদোষ প্রকাশ পায়। সে স্ত্রীজাত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ, মহাতেজা দেবগণ, মুনিগণ এবং সিদ্ধচারণ সকলেই রণব্যাপারে কৌতুক দর্শন করেন।

যেখানে বীরের বীরত্ব প্রকাশ, সেইখানেই সমস্ত ত্রৈলোক্য বর্ত্তমান। রণে ভঙ্গ দিলে সমস্ত ত্রিলোকবাসীই তাহাকে দর্শন করে এবং সেই নির্ঘৃণ পাপিষ্ঠকে সকলেই পুনঃপুন উপহাস করে এবং অভিশাপ দেয়। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাহার দুর্গতি বিধান করেন। সমরে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যে যোদ্ধা স্বীয় মস্তকশোণিত পান করে, তাহার অশ্বমেধ-ফল ভোগ হয়। সে ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে বরাননে! যোদ্ধা সংগ্রামে শত্রুজয়ী হইলে নিশ্চয় লক্ষ্মী লাভ করে এবং নানা ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। সমরে সম্মুখবর্ত্তী নিরাশ্রয় যোদ্ধা যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পরমপদে গতি হয় ; সে দেবকন্যা ভোগ করে। আমি এইরূপ ধর্ম্ম জানি। সুতরাং কিরূপে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিব? এই মনুনন্দন ধীর বীর ইক্ষ্বাকুরাজের সহিত নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করিব। তুমি পুত্রদিগকে লইয়া যাও, গিয়া সুখে জীবন ধারণ কর। ৬৪—৭৭। শূকরী সেই বাক্য শুনিয়া বলিল,—প্রিয়! আমি তোমার বন্ধনে বদ্ধ এবং স্নেহরসাদ্য রতিক্রীড়ায় মুগ্ধ

পুরতস্তে সুতৈঃ সার্দ্ধং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি মানদ
এবমেতৌ সুসম্ভাষ্য হিতৈষিণৌ পরস্পরম্ ॥ ৮০
যুদ্ধায় নিশ্চিতৌ ভূত্বা সমালোকয়তো রিপুন্।
কোশলাধিপতিং বীরং তমিক্ষ্বাকুং মহামতিম্ ॥৮১

যথৈব মেঘঃ পরিগর্জ্জতে দিবি
প্রাবৃট্‌কালে সুতড়িৎপ্রকাশৈঃ।
তথৈব সঙ্গর্জ্জতি কান্তয়া সমং
সমাহ্বয়েদ্রাজবরং খুরাগ্রৈঃ ॥ ৮২
তং গর্জ্জমানং দদৃশে মহাত্মা
বারাহমেকং পুরুষার্থযুক্তম্।
সমার অশ্বস্য জবেন যুক্তঃ
সুসম্মুখং তস্য নৃবীরবীরঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
সুকলাচরিত্রে ত্রিচত্বারিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হে মানদ! আমি সুতগণ সহ তোমার অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সেই পরস্পরহিতৈষী শূকরদম্পতি এইরূপ বাক্যালাপ করিয়া যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইল। এবং সেই শূকর কোশলাধিপতি বীর ইক্ষ্বাকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আকাশে বর্ষাকালে বিদ্যুদ্বিকাশের সহিত মেঘ যেমন গর্জ্জন করিতে থাকে, তেমনি কান্তার সহিত শূকর তখন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং রাজশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুকেও খুরাগ্র দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিল। অশ্ববেগযুক্ত মহাত্মা নরবীর ইক্ষ্বাকু সেই পৌরুষান্বিত একমাত্র বরাহকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ৭৮—৮৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুঃচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সুকলোবাচ।

স্বসৈন্যং দুর্দ্ধরং দৃষ্ট্বা নির্জ্জিতং দুর্দ্ধরেণ তম্।
চুকোপ ভূপতিঃ ক্রূরং তংসহং শকরং প্রতি ॥ ১
ধনুরাদায় বেগেন বাণং কালানলোপমম্।
তস্যাভিমুখমেবাসৌ হয়েনাভিসসার সঃ ॥ ২

স যদা নৃপতিং হয়পৃষ্ঠগতং
বরপৌরুষযুক্তমমিত্রহরম্।
পরিপশ্যতি শূকরযূথপতিঃ
প্রগতোহভিমুখং রণভূমিতলে ॥ ৩
নিশিতেন শরেণ হতো হি যদা
নৃপতেহয়পাদতলে প্রগতঃ।
তমিতৈব বিলঙ্ঘ্য সুবেগমনাঃ
প্রবরেণ জবেন চ কোলবরঃ ॥ ৪
ব্যথিতস্তুরগঃ স কিরীটিনা
ন হি যাতি ক্ষিতৌ স হি বিদ্ধগতিঃ।
তুরগঃ পতিতো ভুবি তুণ্ডহতো
লঘু স্যন্দনমেব গতো নৃপতিঃ ॥ ৫
স হি গর্জ্জতি শূকরজাতিরবৈ-
রথ সংস্থিতকোশলয়েন জবৈঃ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ শূকর কর্ত্তৃক স্বীয় দুর্জ্জয় সৈন্য নির্জ্জিত হইল দেখিয়া ভূপতি সেই ক্রূর শূকরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বেগে কালানলোপম ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে তদভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। শূকরযূথপতি যৎকালে অশ্বপৃষ্ঠগত উত্তম পৌরুষান্বিত অমিত্রঘাতী নরপতিকে দেখিল, তখন সেও তাঁহার অভিমুখে রণাঙ্গনে অগ্রসর হইল। শূকর অশ্বপদতলে পতিত ও রাজার নিশিত শরে আহত হইয়া তীব্রবেগে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। রাজতুরঙ্গ শূকরের প্রহারে ব্যথিত হইল। শূকরও বিদ্ধগতি হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল না। তাহার তুণ্ডাহত হইয়া তুরগ ভূপতিত হইল। নরপতি সত্বর স্যন্দনারূঢ় হইলেন। শূকর

গদয়া নিহতঃ কিল ভূপতিনা
রণমধ্যগতঃ স হি যূথপতিঃ॥ ৬
পরিত্যজ্য তনুং চ স্বকাং হি তদা
গত এব হরেগৃহমেব বরম্॥ ৭
কৃত্বা হি যুদ্ধং সমরে হি তেন
রাজ্ঞা সমং শূকররাজরাজঃ।
পপাত ভূমৌ চ হতো যদা তু
ববর্ষিরে দেববরাঃ সুপুষ্পৈঃ॥ ৮
তস্যোদ্ধগাঃ পুষ্পচয়ঃ সুজাতঃ
সন্তানকানামপি সৌরভশ্চ।
স কুঙ্কুমৈশ্চন্দনবৃষ্টিমেব
কুর্ব্বন্তি দেবাঃ পরিতুষ্টমানাঃ॥ ৯
বিমৃশ্যমানঃ স হি তেন রাজ্ঞা।
চতুর্ভুজঃ সোঽপি বভূব রাজন্।
দিব্যাম্বরো ভূষণদিব্যরূপঃ
স্বতেজসা ভাতি দিবাকরো যথা॥ ১০
দিব্যেন যানেন গতো দিবং তদা।
সুপূজ্যমানঃ সুরবাজদেবৈঃ।
গন্ধর্ব্বরাজঃ স বভূব ভূয়ঃ
পূর্ব্বং স্বকং কায়মিহৈব ত্যক্ত্বা॥ ১১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে শূকরবধো নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

স্বীয় জাত্যুচিত রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর ভূপতি সেই যুদ্ধস্থলস্থ যূথপতিকে গদাহত করিলেন। শূকর গদাঘাতে স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে সর্ব্বোত্তম হরি-গৃহে উপনীত হইল। ১—৭। শূকররাজ রাজার সহিত সমরে ঘোর যুদ্ধ করিয়া যৎকালে ভূ-পতিত ও হত হইল, তখন দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন। রাজার মস্তকোপরি সুন্দর পুষ্পপুঞ্জ এবং যেন সন্তানকদ্রুম কুসুমের সৌরভপাত হইতে লাগিল। দেবগণ পরি-তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি সকুঙ্কুম চন্দনবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজার সংস্পর্শে সেই শূকর চতুর্ভুজ হইল এবং দিব্যাম্বরে ভূষিত ও দিব্যরূপী হইয়া স্বীয় তেজে দিবাকরবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ঐ শূকর যখন এ হেন রূপে দিব্যযানে দেবলোকে উপনীত হইল, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বকায় পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বরাজরূপে বিরাজ করিল। ৮—১১।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুকলোবাচ।

অথ তে লুব্ধকাঃ সর্ব্বে শূকরীং প্রতি জগ্মিরে
শূরাশ্চ দারুণাঃ প্রাপ্তাঃ পাশহস্তাশ্চ ভীষণাঃ
চতুরশ্চ ততো ডিম্বান্ কৃত্বা স্থিত্বা চ শূকরী।
কুটুম্বেন সমং কান্তং হতং দৃষ্ট্বা মহাহবে॥ ২
ভর্ত্তুর্মে চিন্তিতং প্রাপ্তমৃষিদেবৈশ্চ পূজিতঃ।
গতঃ স্বর্গং মহাত্মাসৌ বীর্য্যেণানেন কর্ম্মণা॥ ৩
অনেনাপি পথা যাস্যে স্বর্গং ভর্ত্তা স তিষ্ঠতি।
তয়া সুনিশ্চিতং কৃত্বা পুত্রান্ প্রতি বিচিন্তিতম্

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—অনন্তর সেই ব্যাধদল শূকরীর প্রতি ধাবিত হইল। পাশহস্ত ভীষণ ব্যাধগণ শূকরীর নিকট গমন করিল। শূকরী চারিটি পুত্র লইয়া অবস্থান করিতেছিল। সে কুটুম্বগণ সহ স্বীয় পতিকে মহাযুদ্ধে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিল,—ভর্ত্তা আমার ঋষি দেবগণে পূজিত হইয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। স্বীয় কর্ম্মে, স্বীয় বীর্য্যে, মহাত্মা পতি স্বর্গগত হইয়াছেন। আমি পতির অবলম্বিত পথেই ভর্ত্তার অধিষ্ঠিত স্বর্গে প্রয়াণ করিব। শূকরী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুত্রগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল,—আমার

... জীবন্তি মে বালাশ্চত্বারো বংশধারকাঃ।
ভবত্যস্তু সুবীরশ্চ লোকস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ৫
কেনোপায়েন পুত্রান্ বৈ রক্ষায়ুক্তান করোম্যহম্।
ইতি চিন্তাপরা ভূত্বা দৃষ্ট্বা পর্ব্বতসঙ্কটম্ ॥ ৬
তত্র মার্গং সুবিস্তীর্ণং নিষ্কাশায় প্রযাস্যতে।
তয়া সুনিশ্চিতং কৃত্বা পুত্রান্ প্রতি বিচিন্তিতম্
...বাচ মহারাজ পুত্রান্ প্রতি বিমোহিতা।
...বতিষ্ঠাম্যহং পুত্রাস্তাবদ্গচ্ছন্তু শীঘ্রগাঃ ॥ ৮
তেষাং মধ্যে সুতো জ্যেষ্ঠঃ কথং যাস্যামি মাতরম্।
... স্বজীবলোভাচ্চ ধিগ্যাং মাতঃ সুজীবিতম্
...বৈরং করিষ্যামি সাধয়িষ্যে রণে রিপূন।
...ত্বং কনীয়সো ভ্রাতৄংস্থান দুর্গকন্দরম্।
মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা যো যাতি স হি পাপধীঃ
নরকে প্রযাত্যেব কৃমিকোটিসমাকুলম ॥ ১১

তমুবাচ সুদুঃখার্ত্তা ত্বাং ত্যক্ত্বাহং কথং সুত।
প্রযাস্যামি মহাপাপা ত্রয়ো গচ্ছন্তু মে সুতাঃ।
কনীয়সস্ত্রয়স্তেব গতা গিরিবনান্তরম্ (১)
তৌ জগ্মতু রণভুবং তেষামেব সুপশ্যতাম্।
তেজসা সুবলেনাপি গর্জ্জন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥১৩
অথ তে লুব্ধকাঃ শূরাঃ সম্প্রাপ্তা বাতরংহসঃ।
পথা তেনাপি দুর্গেণ ত্রয়স্তে প্রেষিতা নৃপম্ ॥
তিষ্ঠেতে তৎপথং রুদ্ধা দ্বাবেতৌ জননীসুতৌ
লুব্ধকাশ্চ ততঃ প্রাপ্তাঃ খড়্গবাণধনুর্দ্ধরাঃ ॥ ১৫
প্রহন্যুঃ তোমরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চক্রৈশ্চ মুসলৈস্ততঃ।
মাতরং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তনয়ো যুধ্যতে স তৈঃ ॥
দংষ্ট্রয়া নিহতাঃ কেচিৎ কেচিত্তুণ্ডেন ঘাতিতাঃ
সঞ্জঘান খুরাগ্রৈশ্চ শূরাশ্চ পতিতা রণে ॥ ১৭
সুযুধে শূকরঃ সংখ্যে দৃষ্টো রাজ্ঞা মহাত্মনা।

এই বালকচতুষ্টয় যাবৎ জীবিত থাকিবে তাবৎ মদীয় পতি মহাত্মা শূকরের বংশরক্ষা হইবে। কিন্তু কি উপায়ে আমি পুত্রগণকে রক্ষা করিব? এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া শূকরী ...সঙ্কট দর্শনে তত্রত্য সুবিস্তীর্ণ পথে নিষ্ক্রমণ করিবার প্রয়াস করিল। তথাকৃতনিশ্চয়া ... পুত্রগণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তাহার ... সুমোহিত পুত্রগণের প্রতি বলিল,— ... আমি যতক্ষণ হেথায় অবস্থান করি, ... তোমরা শীঘ্র গমনে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ১—৮। সুতগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে বলিল,—আমরা কিরূপে ...কে পরিত্যাগ করিয়া জীবনের আশায় ... করিব! হে মাতঃ! ধিক্ আমাদের ... জীবনে! আমরা পিতৃবৈরি-নির্যাতন ...; সমরে শত্রুর সম্মুখীন হইব। তুমি ...র কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়কে লইয়া দুর্গম গিরি-... অবস্থান কর। যে ব্যক্তি পিতা ...কে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে পাপবুদ্ধি; কৃমি-কোটিসমাকুল নরকে তাহার গতি হইয়া থাকে। দুঃখিনী শূকরী তাহাকে বলিল,—হে সুত! তোমাকে ত্যাগ করিয়া পাপিনী আমি কেমন করিয়া যাইব? আমার কনিষ্ঠ পুত্রত্রয় গমন করিবে। অনন্তর তিন কনিষ্ঠ পুত্র বনান্তরে প্রস্থান করিল। মাতা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদের সমক্ষে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। এবং পুনঃপুন স্বীয় তেজে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর বায়ুবেগশালী ব্যাধ বীরগণ উপস্থিত হইল। শূকরীর কনিষ্ঠ পুত্রত্রয় দুর্গম পথে প্রেরিত হইয়াছিল। শূকরী এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদের বিঘ্নের পথ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিল। তখন খড়্গবাণ-ধনুর্দ্ধর ব্যাধগণ আসিয়া তোমর তীক্ষ্ণ চক্র ও মুষল দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। শূকরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। তখন শূকরসুতের দংষ্ট্রা ও তুণ্ডাঘাতে ব্যাধ-দলের কেহ কেহ নিহত এবং কেহ আহত হইল। তাহার ক্ষুরাগ্রে আহত হইয়া বহু বীর সমরে পতিত হইল। ৯—১৭। মহাত্মা রাজা সমরে শূকরপুত্রকে যুদ্ধ করিতে দেখিলেন।

(১) ত্রয়স্তু পুরতঃ কৃত্বা দ্বাভ্যামপি চ ভূপতে।

পিতুঃ সকাশাচ্ছ্রুবোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স সম্মুখঃ।
বাণপাণির্মহাতেজা মনুসূনুঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
নিশিতেনাপি বাণেন অর্দ্ধচন্দ্রানুকারিণা।
রাজ্ঞা হতঃ পপাতোর্ব্ব্যাং বিদ্ধোরস্কো মহাত্মনা
মমার সহসা ভূমৌ পপাত স হি শূকরঃ।
পুত্রমোহং পরং প্রাপ্তা তস্যোপরিগতা স্বয়ম ॥
তয়া চ নিহতাঃ শূরাস্তুণ্ডঘাতৈর্মহীতলে।
নিপেতুর্লুব্ধকাঃ শূরাঃ কতি নষ্টা মৃতা নৃপ ॥ ২১
দ্রাবয়ন্তী মহৎসৈন্যং দংষ্ট্রয়া শূকরী ততঃ।
যথা কৃত্যা সমুদ্ভূতা মহাভয়বিধায়িকা ॥ ২২
তমুবাচ ততো রাজ্ঞী দেবরাজসুতোপমম্।
অনয়া নিহতং রাজন্মহৎ সৈন্যং তবৈব হি ॥২৩
কস্মাদুপেক্ষসে কান্ত তন্মে ত্বং কারণং বদ ॥ ২৪
তামুবাচ মহারাজো নাহং হন্মি ইমাং স্ত্রিয়ম।
মহাদোষং প্রিয়ে দৃষ্টং স্ত্রীবধে দৈবতৈঃ কিল ॥

তস্মান্ন ঘাতয়ে নারীং প্রেষয়েঽহং ন কঞ্চন।
অস্যা বধনিমিত্তার্থে পাপাদ্বিভেমি সুন্দরি ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা তদা রাজা বিররাম মহামতিঃ।
লুব্ধকো ঝাঝরো (১) নাম দদৃশে স তু শূকরীম্
কুর্ব্বতীং কদনং তেষাং দুঃসহাং সুভটৈরপি।
প্রবিব্যাধ সুবেগেন বাণেন নিশিতেন হি ॥ ২৮
সংলগ্নেন তু বাণেন শোণিতেন পরিপ্লুতা।
শোভমানা তদাং প্রাপ্তা বীরশ্রিয়া সমাকুলা ॥ ২৯
তুণ্ডেনাপি হতঃ সংখ্যে ঝাঝরঃ স তয়া পুনঃ।
পতমানেন তেনাপি ঝাঝরেণাহতা তদা ॥ ৩০
খড়্গেন নিশিতেনাপি পপাত বিদলীকৃতা।
শ্বাসমানা ব্রণে নাপি মূর্চ্ছনাভিপরিপ্লুতা ॥ ৩১
দুঃখেন মহতাবিষ্টা জীবমানা মহীতলে ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিত্রে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

এই শূকরপুত্র স্বীয় পিতার নিকট শৌর্য্য শিক্ষা করিয়াছে। ইহা বুঝিয়া মহাতেজা বাণপাণি মনুপুত্র তাহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি অর্দ্ধচন্দ্রানুকারী নিশিত শরে শূকর-পুত্রকে নিহত করিলেন। রাজা কর্ত্তৃক বক্ষ-স্থলে বাণবিদ্ধ হইয়া শূকরনন্দন ভূ-পতিত এবং মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তখন শূকরী অত্যন্ত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়া পুত্রের মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেল। অনন্তর সেই শূকরীর তুণ্ডাঘাতে বহু বীর নিহত হইয়া ভূ-পতিত হইল। ব্যাধ বীরগণ তাহার আক্রমণে কেহ পলায়িত, এবং কেহ কেহ মৃত্যুগ্রস্ত হইল। মহাভয়বিধায়িনী আবির্ভূতা কৃত্যার ন্যায় শূকরী স্বীয় দংষ্ট্রায় মহাসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। তৎকালে রাজ্ঞী সুদেবা জয়ন্তপ্রতিম রাজাকে বলিলেন,—রাজন। এই শূকরী আপনার মহাসৈন্য বিনাশ করিতেছে। আপনি কি জন্য ইহাকে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা আমার নিকট বলুন। তখন মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমি এই স্ত্রী বধ করিব না। প্রিয়ে! দেবগণ স্ত্রীবধের মহা-দোষ উদ্ঘোষিত করিয়াছেন। তাই আমি নারীহত্যা করিতেছি না এবং উহার বধের জন্য কাহাকে প্রেরণও করিতেছি না। হে সুন্দরি। ইহার বধজন্য পাপ হইতে আমি ভীত হইতেছি। মহীপতি এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। ইত্যবসরে ঝাঝর নামে এক ব্যাধ সেই শূকরীকে মহাযুদ্ধ করিতে দেখিল; দেখিল,—মহাযোদ্ধারাও সেই শূক-রীকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তদ্দ-র্শনে ঐ ব্যাধ এক সুবেগশালী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শূকরীকে বিদ্ধ করিল। ঐ বাণাঘাতে শূকরী শোণিতাপ্লুত হইয়া সুশোভিত হইল। বীরশ্রীসম্পন্না শূকরী সত্বর ধাবিত হইয়া সেই ঝাঝর ব্যাধকে সমরে নিপাতিত করিল ঝাঝর পতনকালে শূকরীকে নিশিত খড়্গে আহত করিল। শূকরী ছিন্নদেহা হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মহাদুঃখে আবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল তাহার জীবন নষ্ট হইল না। ১৮—৩২।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫

(১) ভার্গব ইতি নাম কচিৎ, অন্যত্র ভার্গরো ভৃগুবঃ ইতি চ দৃশ্যতে।

তৎ সর্ব্বং তে প্রবক্ষ্যামি চরিতং পূর্ব্বচেষ্টিতম্ ॥
অয়মেব মহাপ্রাজ্ঞো গন্ধর্ব্বো গীতপণ্ডিতঃ।
রঙ্গবিদ্যাধরো নাম সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ১৬
মেরুং গিরিবরশ্রেষ্ঠং চারুকন্দরনির্ঝরম্ ।
তমাশ্রিত্য মহাতেজাঃ পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৭
তপশ্চচার তেজস্বী নির্ব্যলীকেন চেতসা ।
বিদ্যাধরস্তত্র গতঃ স্বেচ্ছয়া স মহাপ্রভো ॥ ১৮
তমাশ্রিত্য গিরিশ্রেষ্ঠং গীতমভ্যসতে তদা।
স্বরতালসমোপেতং সুস্বরং চারুহাসিনি ॥ ১৯
গীতং শ্রুত্বা মুনিস্তস্য ধ্যানাচ্চলিতমানসঃ।
গায়ন্তং তমুবাচেদং গীতবিদ্যাধরং প্রতি।
ভবদ্গীতেন দিব্যেন দেবা মুহ্যন্তি নান্যথা ॥ ২১
সুস্বরেণ সুপুণ্যেন তালমানেন পণ্ডিত।
লয়যুক্তেন ভাবেন মূর্চ্ছনাসহিতেন চ ॥ ২২
মে মনশ্চলিতং ধ্যানাদ্ গীতেনানেন সুব্রত।
ইমং স্থানং পরিত্যজ্য অন্যৎ স্থানং ব্রজস্ব হ ॥

গীতবিদ্যাধর উবাচ।

আত্মজ্ঞানসমং গীতমন্যস্থানং ব্রজামি কিম্ ।
দুঃখং দদে ন কস্যাপি সুখদো নৃপ সর্ব্বদা ॥ ২৪
গীতেনানেন দিব্যেন সর্ব্বাস্তৃষ্যন্তি দেবতাঃ।
শম্ভুশ্চাপি সমানীতো গীতধ্বনিরতো দ্বিজ ॥২৫
গীতং সর্ব্বরসং প্রোক্তং গীতমানন্দদায়কম্।
শৃঙ্গারাদ্যা রসাঃ সর্ব্বে গীতেনাপি প্রতিষ্ঠিতাঃ।
শোভামায়ান্তি গীতেন বেদাশ্চত্বার উত্তমাঃ।
গীতেন দেবতাঃ সর্ব্বাস্তোষমায়ান্তি নান্যথা ॥২৭
তদেবং নিন্দসে গীতং মামেবং পরিচালয়েঃ।।
অন্যায়োঽয়ং মহাভাগ তবৈব ইহ দৃশ্যতে ॥ ২৮

পুলস্ত্য উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়াদ্যৈব গীতার্থং বহুপুণ্যদম্।
শৃণু ত্বং মামকং বাক্যং মানং ত্যজ মহামতে ॥
নাহং গীতং প্রকুৎসামি গীতং বন্দামি নান্যথা
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশৈবৈতা একীভাবেন ভাবদাঃ ॥ ৩
প্রাণিনাং সিদ্ধিমায়ান্তি মনসা নিশ্চলেন চ।

আমি তোমার নিকট আমাদের চরিত ও পূর্ব্বচেষ্টিত সমুদয় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে আমার ভর্ত্তা, ইনি প্রাজ্ঞ, গীতপণ্ডিত গন্ধর্ব্ব; ইহার নাম রঙ্গবিদ্যাধর; ইনি সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থকোবিদ। একদা মহাতেজা মুনিসত্তম পুলস্ত্য মনোহর-নির্ঝর-কন্দর-পরিশোভিত গিরিবর মেরু আশ্রয় করিয়া অনন্যমনে তপস্যা করিতেছিলেন। ঐ সময় উক্ত বিদ্যাধর স্বেচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া গীত অভ্যাস করিতে থাকেন। এবম্ভূত সময়ে ঐ বিদ্যাধরের স্বর-তাল-লয়োপেত গীত শ্রবণ করিয়া মুনিবরের মন বিচলিত হইল। তিনি তখন গীতকারী গীতবিদ্যাধরকে বলিলেন,—হে পণ্ডিত! তোমার দিব্য গীতে দেবতারাও মুগ্ধ হন সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার গীতের এই সুস্বর সুপুণ্য তালমানে, এবং লয়যুক্ত মূর্চ্ছনা-সহিত ভাবে যে আমার মন চালিত হইতেছে, অতএব তুমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাও। গীতবিদ্যাধর বলিলেন,—হে দ্বিজ। গীত হইল আত্মজ্ঞানসম; অন্য স্থানে যাইব কি জন্য? আমি গান করিয়া কাহাকেও কখন দুঃখ প্রদান করি না; বরং সর্ব্বদা সুখই প্রদান করিয়া থাকি। আমার এই গীতে দেবতাগণ তুষ্ট হন; এমন কি, আমার এই গীতধ্বনি শ্রবণরত শম্ভুকেও আমি সমানয়ন করিয়াছি। গীত সর্ব্বরসময় এবং আনন্দদায়ক শৃঙ্গারাদি সমুদয় রস গীতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অধিক আর কি বলিব, গীত দ্বারাই চতুর্ব্বেদ শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীত দ্বারাই দেবগণ তুষ্টিলাভ করেন, নিশ্চিতই তথাপি আপনি এরূপ গীতনিন্দা ও আমাকে পরিচালিত করিতেছেন। হে মহাভাগ! ইহা আপনারই অন্যায় দেখা যাইতেছে। পুলস্ত্য বলিলেন,—হে মহামতে! গীত যে বহু পুণ্য-প্রদ, তাহা তুমি সত্যই বলিয়াছ; অধুনা তুমি আমার বাক্যে অভিমান পরিত্যাগ কর। আমি গীতের নিন্দা করি না বরং প্রশংসাই করিয়া থাকি। কিন্তু দেখ; বিদ্যা চতুর্দ্দশ প্রকার। সেই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা একনিষ্ঠতা ব্যতীত সিদ্ধি প্রদান করে না।

তপশ্চ তন্মন্ত্রাশ্চ সুসিধ্যন্ত্যেকচিন্তয়া ॥ ৩১
হৃষীকাণাং মহাবর্গশ্চপলোঽয়মসংযতঃ।
বিষয়েষ্বেব সর্ব্বেষু নয়ত্যাত্মানমুচ্চকৈঃ ॥ ৩২
চালয়িত্বা মনস্তস্মাদ্ধ্যানাদেব ন সংশয়ঃ।
যত্র শব্দং ন রূপং চ যুবতী নৈব তিষ্ঠতি ॥ ৩৩
মুনয়স্তত্র গচ্ছন্তি তপঃসিদ্ধার্থমেব হি।
অয়ং গীতঃ পবিত্রস্তে বহুসৌখ্যপ্রদায়কঃ ॥ ৩৪
ন পশ্যেম বয়ং বীর তিষ্ঠামো বনসংস্থিতাঃ।
অন্যস্থানং প্রয়াহি ত্বং নো বা বয়ং ব্রজামহে ॥
গীতবিদ্যাধর উবাচ।
ইন্দ্রিয়াণাং বলং বর্গং জিতং যেন মহাত্মনা।
স জয়ী কথ্যতে যোগী স চ বীরঃ স সাধকঃ ॥৩৬
শব্দং শ্রুত্বাথ বা দৃষ্ট্বা রূপমেবং মহামতে।
চলতে নৈব যো ধ্যানাৎ স ধীরস্তপসাধিকঃ ॥৩৭
ভবাংস্তু তেজসা হীন ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিজিতো যতঃ।
স্বর্গেঽপি নাস্তি সামর্থ্যং মম গীতস্য ধর্ষণে ॥ ৩৮
বর্জ্জয়ন্তি বনং সর্ব্বে হীনবীর্য্যা ন সংশয়ঃ।
ইদং সাধারণং বিপ্র বনমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
দেবানাং সর্ব্বজীবানাং যথা মম তথা তব।
কথং গচ্ছাম্যহং ত্যক্ত্বা বনমেবমনুত্তমম্ ॥ ৪০
যূয়ং গচ্ছন্তু তিষ্ঠন্তু যদ্‌ভব্যং তত্তু নান্যথা।
এবমাভাষ্য তং বিপ্রং গীতবিদ্যাধরস্তদা ॥ ৪১
সমাকর্ণ্য ততস্তেন মুনিনা তস্য উত্তরম্।
চিন্তয়ামাস মেধাবী কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥
ক্ষমাং কৃত্বা জগামাথ অন্যস্থানং দ্বিজোত্তমঃ।
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা যোগাসনগতঃ সদা ॥ ৪৩
কামং ক্রোধং পরিত্যজ্য মোহং লোভং তথৈব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা সমমেব চ ॥ ৪৪
এবং স্থিতস্তদা যোগী পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৪৫
সুকলোবাচ।
গতে তস্মিন্মহাভাগে পুলস্ত্যে মুনিপুঙ্গবে।

মনকে নিশ্চল করিলে ইহারা প্রাণিগণকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। একনিষ্ঠতা দ্বারাই তপ এবং মন্ত্র সুসিদ্ধ হয়। ১৫—৩১। আর ইন্দ্রিয়বর্গ যে চপল, ইহা আমারও সম্মত। ইহারা ধ্যান হইতে চালিত করিয়া নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক মনকে বিষয়ে আসক্ত করে। যেখানে শব্দ, রূপ, বা যুবতী নাই, সেই স্থানেই মুনিগণ তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন। তোমার এই গীত অতি পবিত্র ও সৌখ্যপ্রদায়ক বটে; কিন্তু ইহা আমি শ্রুতিগোচর করিব না, অথচ এই বনে বাস করিব। অতএব তুমি অন্য স্থানে গমন কর; অন্যথা আমাকেই এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। গীতবিদ্যাধর বলিলেন,—হে মহামতে! যে মহাত্মা ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তাহাদের বল জয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই বিজয়ী, যোগী, ধীর, এবং সাধক বলা যায়। যিনি শব্দ শ্রবণ করিয়া অথবা রূপ দর্শন করিয়া বিচলিত না হন, তিনিই ধীর এবং তপস্বিপদবাচ্য। আপনি ইন্দ্রিয়বিজিত; সুতরাং নিস্তেজ। আমার গীতের অবমাননা করিতে স্বর্গেও কাহারও সামর্থ্য নাই। আর দেখুন, হীনবীর্য্য ব্যক্তিরাই যে অরণ্য পরিত্যাগ করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে হেতু অরণ্য প্রদেশ সাধারণের বস্তু; ইহাতে কি দেব, কি জীব, আমিই বা কি আর আপনিই বা কি, সকলেরই সমান অধিকার। অতএব কিজন্য আমি এই অনুত্তম বন প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব? আপনি যান বা থাকুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। গীতবিদ্যাধর মুনিবরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে মুনিবর গীতবিদ্যাধরের এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া কি করিলে শ্রেয় হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি গীতবিদ্যাধরকে ক্ষমা করিয়া অন্য স্থানে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া অন্তঃকরণের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করত কাম-ক্রোধ লোভ মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগাসনে সমাসীন হইয়া সর্ব্বদা তপস্যা করিতে লাগিলেন। সুকলা বলিলেন,—মহাভাগ মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে একদা সেই গীত-

কালাদিষ্টেন তেনাপি গীতবিদ্যাধরেণ চ ॥ ৪৬
চিন্তিতং সুচিরং কালং ন দৃষ্টোঽয়ং ভয়ান্মম।
ক্ব গতস্তিষ্ঠতে ক্বাপি কিং করোতি কথং চ সঃ ॥
জ্ঞাত্বা পদ্মাত্মজসুতমেকান্তবনশালিনম্।
গতো বরাহরূপেণ তস্যাশ্রমমনুত্তমম্ ॥ ৪৮
আসনস্থং মহাত্মানং তেজোজ্বালাসমাবিলম্।
দৃষ্ট্বা চকার বৈ ক্ষোভং বিপ্রস্য তস্য ভামিনি ॥
ধর্ষয়েন্নিয়তং বিপ্রং তুণ্ডাগ্রেণ কুচেষ্টয়া।
পশুং জ্ঞাত্বা মহারাজ ক্ষমতে তস্য দুষ্কৃতম্ ॥ ৫০
মূত্রকে পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ঠাঞ্চ কুরুতে ততঃ।
নৃত্যতে ক্রীড়তে তত্র পততে প্রোচ্চলেৎ পুনঃ
পশুং জ্ঞাত্বা পরিত্যক্তো মুনিনা তেন ভূপতে।
একদা তু তদা যাতস্তেন রূপেণ বৈ পুনঃ ॥ ৫২
অট্টাট্টহাসেন পুনস্তামেবং কৃতং তদা।
রোদনঞ্চ কৃতং তত্র গীতং গায়তি সুস্বরম্ ॥ ৫৩
তথা তমাগতং বিপ্রো গীতবিদ্যাধরং নৃপ।
চেষ্টিতং তস্য বৈ দৃষ্ট্বা যোণিরেষ ভবেন্ন হি ॥৫৪
জ্ঞাত্বা তস্য তু বৃত্তান্তং মামেবং পরিচালয়েৎ।
পশুং জ্ঞাত্বা ময়া ত্যক্তো দুষ্ট এষ সুনির্ঘৃণঃ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহাত্মানং গন্ধর্বাধমমেব হি।
চুকোপ মুনিশার্দ্দূলস্তং শশাপ মহামতিঃ ॥ ৫৬
যস্মাচ্ছূকররূপেণ মামেবং পরিচালয়েঃ।
তস্মাদব্রজ মহাপাপ পাপযোনিঞ্চ শৌকরীম্ ॥৫৭
শপ্তস্তেনাপি বিপ্রেণ গতো দেবং পুরন্দরম্।
তমুবাচ মহাত্মানং কম্পমানো বরাননে ॥ ৫৮
শৃণু বাক্যং সহস্রাক্ষ তব কার্য্যং কৃতং ময়া।
তপ এব হি কুর্ব্বন স দারুণো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫৯
তস্মাত্তপঃপ্রভাবাত্তু চালিতঃ ক্ষোভিতো ময়া।
শপ্তস্তেনাস্মি বিপ্রেণ দেবরূপং প্রণাশিতম্।
পশুযোনিং গতশ্চেন্দ্র মামেবং পরিরক্ষ ॥ ৬০

বিদ্যাধরও কালাদিষ্ট হইয়া সুচিরকাল তদ্বিষয়ক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার ভয়ে সেই মুনিপুঙ্গবকে আর এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় রহিলেন, এবং কিরূপে কি করিতেছেন? এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি মুনিপুঙ্গব যে বনৈকান্তে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিয়া বরাহরূপ ধারণ করত তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর সেই বরাহ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই তেজোজ্বালাসমন্বিত মহাত্মা মুনিপুঙ্গবকে আসনস্থ অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং কুচেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া তুণ্ডাগ্র দ্বারা তাঁহাকে ধর্ষিত করিতে লাগিল। তথাপি মুনিবর পশু বলিয়া তাহার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। বরাহ কিন্তু তাঁহার সম্মুখে প্রস্রাব ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য ও ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং পতিত ও উৎপতিত হইতে থাকিল। হে ভূপতে। মুনি আবার তাহাকে পশু বলিয়া ক্ষমা করিলেন। পুনরায় আর একদিন ঐ বরাহ তাঁহার আশ্রমে পতিত হইয়া অট্টাট্ট হাস্য, ও রোদন করিয়া সুস্বরে গীত গাইতে লাগিল। মুনি আবার ঐ বরাহরূপী গীতবিদ্যাধর ও তাহার চেষ্টিত সন্দর্শন করিয়া "সে যে বরাহ নহে, এবং আবার হয় ত তাঁহাকে পরিচালিত করিবে।" এই দুষ্ট নির্ঘৃণকে পশু বলিয়া আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।" এইরূপ তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত, এবং সেই বরাহকে গন্ধর্ব্বাধম বলিয়া জানিতে পারিয়া মুনিশার্দ্দূল ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, রে মহাপাপ। যে হেতু তুই শূকররূপ ধারণ করিয়া আমাকে পরিচালিত করিয়াছিস্, অতএব তুই পাপময় শূকরযোনি প্রাপ্ত হ। হে বরাননে! অনন্তর ঐ শূকররূপী গন্ধর্ব্ব মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া পুরন্দর সমীপে উপস্থিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে বলিল,—হে সহস্রাক্ষ! আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি আপনার কার্য্য করিয়াছি; সেই মুনিপুঙ্গব তপশ্চরণেই আপনাদের ভীতিপ্রদ হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সেই তপঃপ্রভাব হইতে চালিত ও ক্ষোভিত করিয়াছি; আমার দেবরূপ নষ্ট হইয়াছে; আমি পশু-

স্নাত্বা তস্য স বৃত্তান্তং গীতবিদ্যাধরস্য চ ॥ ৬১
তেন সার্দ্ধং গতশ্চেন্দ্রস্তং মুনিং প্রত্যভাষত।
দীয়তামনুগ্রহো নাথ সুসিদ্ধোঽসি দ্বিজোত্তম ॥
ক্ষম্যতাং মুনিবর্য্যাস্মিন্ ক্রিয়তাং শাপমোক্ষণম্
ইতি সম্প্রার্থিতো বিপ্রো মহেন্দ্রেণাহ হৃষ্টধীঃ(১)
পুলস্ত্য উবাচ।
বচনাত্তব দেবেশ ক্ষন্তব্যং চ ময়াপি হি।
ভাবয্যতি মহারাজ মনুপুত্রো মহাবলঃ। ৬৪
ইক্ষ্বাকুর্নাম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বধর্ম্মানুপালকঃ।
তস্য হস্তাদ্যদা মৃত্যুরস্যৈব চ ভাবয্যতি। ৬৫
তদৈব বৈ স্বকং দেহং প্রাপ্স্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
এতত্তে সর্ব্ববৃত্তান্তং শূকরস্য নিবেদিতম্ ॥ ৬৬
আত্মনশ্চ প্রবক্ষ্যামি পত্যা সার্দ্ধং শৃণুষ্ব হি।
ময়া চ পাতকং ঘোরং যৎকৃতং পাপয়া পুরা ॥৬৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে গীতবিদ্যাধরোপাখ্যানং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুকলোবাচ।
সুদেবা চারুসর্ব্বাঙ্গী তামুবাচাথ শূকরীম্।
পশুযোনিং গতা ত্বং হি কথং বদসি সংস্কৃতম্ ॥
এবংবিধং মহাজ্ঞানং কস্মাদ্ভূতং বদস্ব মে।
কথং জানাসি বৈ ভর্ত্তুশ্চরিত্রমাত্মনঃ শুভে ॥ ২
শূকর্য্যুবাচ।
পশোর্ভাবেন মোহেন মূঢ়াহং বরবর্ণিনি।
নিহতা খড়্গবাণৈশ্চ পতিতা রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩
মূর্চ্ছয়াভিপরিচ্ছন্না জ্ঞানহীনা বরাননে।
ত্বয়াভিষিক্তা তোয়েন পুণ্যহস্তেন সুন্দরি ॥ ৪
পুণ্যোদকেন শীতেন তব হস্তগতেন বৈ।
অভিষিক্তে হি মে কায়ে মোহো নষ্টো বিগত্য মাম্ ॥ ৫
যথা বিনাশং তেজোভিরন্ধকারঃ প্রয়াতি সঃ।
তথা তবাভিষেকেণ মম পাপং গতং শুভে ॥ ৬

যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি; হে শক্র! আপনি আমায় রক্ষা করুন। ৩২—৬০। গীতবিদ্যাধরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র তাহার সহিত মুনিসমীপে উপস্থিত হইয়া মুনিকে বলিলেন,—হে নাথ দ্বিজোত্তম! আপনি সিদ্ধিযুক্ত, আপনি এই গীতবিদ্যাধরকে অনুগ্রহ প্রদান করুন; ইহাকে ক্ষমা করুন; এবং ইহার শাপ মোচন করুন। মহেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া হৃষ্টধী মুনি বলিলেন,—হে দেবেশ! হে সুররাজ! ইক্ষ্বাকু নামে এক পরমধার্ম্মিক সর্ব্বধর্ম্মানুপালক মহাবল মনুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার হস্তে এই বিদ্যাধরের যখন মৃত্যু হইবে, তখন এই বিদ্যাধর স্বীয় দেহপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূকরের সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা পতিবৃত্তান্তের সহিত আত্মবৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। এ পাপিনীও পূর্ব্বজন্মে বহু ঘোর পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ৬১—৬৭।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—চারুসর্ব্বাঙ্গী সুদেবা শূকরীকে বলিলেন,—হে শুভে! তুমি পশুযোনিগত হইয়া কি প্রকারে সংস্কৃত বলিতেছ, তোমার এবংবিধ মহৎ জ্ঞান কিরূপে হইল এবং কিরূপে বা তুমি আত্মচরিত ও ভর্ত্তৃচরিত অবগত হইলে? তাহা বল। শূকরী বলিল,—হে বরবর্ণিনি! আমি পশুভাব বশতঃ মোহের বশবর্ত্তিনী হইয়া খড়্গবাণ দ্বারা নিহত হওয়ায় রণাঙ্গনে পতিত হইয়াছি, মূর্চ্ছা আমায় জ্ঞানহীন করিয়াছিল, এক্ষণে তুমি পুণ্য হস্তযোগে পবিত্র সুশীতল বারি দ্বারা আমায় অভিষিক্ত করিলে, তোমার সেই অভিষেকে আমার দেহ অভিষিক্ত

(১) ক্ষম্যতামস্য বৈ পাপং যদনেন হি তে কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রসাদাত্তব চার্ব্বঙ্গি লব্ধং জ্ঞানং পুরাতনম্ ।
পুণ্যাং গতিং প্রয়াস্যামি ইতি জ্ঞাতং ময়া শুভে ॥ ৭
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মনঃ ।
যৎকৃতং তু ময়া ভদ্রে পাপয়া দুষ্কৃতং বহু ॥ ৮
কলিঙ্গাখ্যে মহাদেশে শ্রীপুরং নাম পত্তনম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিসমাকীর্ণং চতুর্ব্বর্ণনিষেবিতম্ ॥ ৯
বসতি স্ম দ্বিজঃ কশ্চিদ্বসুদত্ত ইতি শ্রুতঃ ।
ব্রহ্মাচারপরো নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১০
বেদবেত্তা জ্ঞানবেত্তা শুচিষ্মান্ গুণবান্ ধনী ।
ধনধান্যসমাকীর্ণঃ পুত্রপৌত্রৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ১১
তস্যাহং তু সুতা ভদ্রে সোদরৈঃ স্বজনবান্ধবৈঃ
অলঙ্কারৈঃ সুশৃঙ্গারৈর্ভূষিতাস্মি বরাননে ॥ ১২
সুদেবা নাম মে তাতশ্চকার স মহামতিঃ ।
তস্যাহং দয়িতা নিত্যং পিতুশ্চাপি মহামতেঃ ॥
রূপেণাপ্রতিমা জাতা সংসারে নাস্তি তাদৃশী ।
রূপযৌবনগর্ব্বেণ মত্তাহং চারুহাসিনী ॥ ১৪
অহং কন্যা সুরূপা বৈ সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা ।
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা ততো লোকাঃ সর্ব্বে স্বজনবর্গকাঃ ॥
মামেবং যাচমানাস্তে বিবাহার্থং বরাননে ।
যাচিতাহং দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈর্ন দদাতি পিতা মম ॥
স্নেহাচ্চৈব মহাভাগে মুমোহ চ মহামতিঃ ।
ন দত্তাহং তদা তেন পিত্রা চৈব মহাত্মনা ॥ ১৭
সম্প্রাপ্তং যৌবনং বালে ময়ি ভাবসমান্বিতম্ ।
রূপং মে তাদৃশং দৃষ্ট্বা মম মাতা সুদুঃখিতা ॥ ১৮
পিতরং মে হ্যবাচাথ কস্মাৎ কন্যা ন দীয়তে ।
ত্বং কস্মৈ সুদ্বিজায়ৈব ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১৯
দেহি কন্যাং মহাভাগ সম্প্রাপ্তা যৌবনং ত্বিয়ম্
বসুদত্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০
মাতরং মে মহাভাগে শ্রূয়তাং বচনং মম ।
মহামোহেন মুগ্ধোঽহম্মি সুতায়া বরবর্ণিনি ॥ ২১
যো মে গৃহস্থো বিপ্রো বৈ ভবিষ্যতি শুভে শৃণু

হওয়ায় মোহ আমায় পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। অন্ধকার যেমন তেজোরাশি দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, হে শুভে। তেমনি তোমার অভিষেকে আমার পাপ গত হইয়াছে। হে চার্ব্বঙ্গি! আমি তোমার প্রসাদে পূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি। অধুনা আমি যে দিব্য গতি লাভ করিব, তাহা জানিতে পারিয়াছি। ১—৭। হে ভদ্রে! এই পাপিনী পূর্ব্বজন্মে যে বহু দুষ্কৃত করিয়াছিল, সেই সকল আত্মবৃত্তান্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কলিঙ্গাখ্য মহাদেশে শ্রীপুর নামে এক নগর ছিল। ঐ নগর সর্ব্বসিদ্ধিসমাকীর্ণ এবং চতুর্ব্বর্ণনিষেবিত। বসুদত্ত নামে কোন দ্বিজ ঐ নগরে বাস করিত। বসুদত্ত নিত্য ব্রহ্মাচারপরায়ণ, সত্যধর্ম্মনিরত, বেদবেত্তা, জ্ঞানবেত্তা, শুচিমান্, গুণবান্, ধনী, ধনধান্যসম্পন্ন এবং পুত্র পৌত্রগণে অলঙ্কৃত। হে ভদ্রে। আমি তাহার তনয়া ছিলাম। আমার বহু সোদর ও স্বজন বান্ধব ছিল। অলঙ্কার ও শৃঙ্গার দ্বারা আমি সর্ব্বদা ভূষিতা থাকিতাম। আমার মহামতি—তাত আমার 'সুদেবা' এই নামকরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিত্য স্নেহপাত্রী ছিলাম। সংসারে আমার রূপের অনুরূপা কেহ জন্মে নাই, আমার সদৃশী কেহ ছিল না। রূপযৌবনগর্ব্বে আমি সর্ব্বদাই মত্ত থাকিতাম। আমার মনোহর হাস্য ছিল। সুরূপা কন্যা আমি সর্ব্বদা সর্ব্বালঙ্কারে শোভিতা থাকিতাম। লোক এবং স্বজনবর্গ আমাকে দেখিয়া বিবাহার্থ আমাকে প্রার্থনা করিত। দ্বিজগণ প্রার্থনা করিলেও পিতা আমায় প্রদান করিতেন না; স্নেহবশতঃ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ক্রমে বাল্যাতিক্রমে ভাবশুদ্ধ যৌবন আমায় প্রাপ্ত হইল। আমার এতাদৃশ রূপ দেখিয়া মাতা দুঃখিতা হইলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন,—কি জন্য কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন না? হে মহাভাগ! আপনি কোন মহাত্মা সুদ্বিজকে কন্যা দান করুন, এ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পিতা দ্বিজোত্তম বসুদত্ত মাতাকে বলিলেন,—হে মহাভাগে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে

তস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি জামাত্রে চ ন সংশয়ঃ
মম প্রাণাৎ প্রিয়া চেয়ং সুদেবা নাত্র সংশয়ঃ।
এবমূচে মদর্থে স বসুদত্তঃ পিতা মম ॥ ২৪
কৌশিকস্য কুলে জাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
ব্রাহ্মণানাং গুণৈর্যুক্তঃ শীলবান্ গুণবান্ শুচিঃ ॥
বেদাধ্যয়নসম্পন্নং পঠমানং হি সুস্বরম্।
ভিক্ষার্থং দ্বারমায়াস্তং পিতৃমাতৃবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং রূপং বীক্ষ্য মহামতিঃ।
তং প্রোবাচ পিতা চৈবং কো ভবান্ বৈ ভাবয্যতি ॥ ২৬
নাম কুলং গোত্রমাচারং বদ সাম্প্রতম্
সমাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং বসুদত্তমুবাচ সঃ ॥ ২৭
কৌশিকস্যান্বয়ে জাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
শিবশর্ম্মেতি মে নাম পিতৃমাতৃবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৮
সন্তি মে ভ্রাতরশ্চান্যে চত্বারো বেদপারগাঃ।
এবং কুলং সমাখ্যাতমাচারঃ কুলসম্ভবঃ ॥ ২৯
এবং সর্ব্বং সমাখ্যাতং পিত্রবং শিবশর্ম্মণা।

শুভে লগ্নে তিথৌ প্রাপ্তে নক্ষত্রে ভগদৈবতে
পিত্রা দত্তাস্মি সুভগে তস্মৈ বিপ্রায় বৈ তদা।
পিতৃগেহং বসাম্যেকা তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥
নৈব শুশ্রূষিতো ভর্ত্তা ময়া স পাপয়া তদা।
পিতৃমাতৃসুদ্রব্যেণ গর্ব্বেণাপি প্রমোহিতঃ ॥ ৩২
অঙ্গসংবাহনং তস্য ন কৃতং হি ময়া কদা।
রতিভাবেন স্নেহেন বচনেন ময়া শুভে ॥ ৩৩
ক্রূরবুদ্ধ্যা হি দৃষ্টোঽসৌ সর্ব্বদা পাপয়া ময়া।
পুংশ্চলীনাং প্রসঙ্গেন তদ্বাক্যং হি গতা শুভে
মাতাপিত্রোশ্চ ভর্ত্তুশ্চ ভ্রাতৃণাং হিতমেব চ।
ন করোম্যহমেবাপি যত্র যত্র ব্রজাম্যহম্ ॥ ৩৫
এবং মে দুষ্কৃতং দৃষ্ট্বা শিবশর্ম্মা পতির্মম।
স্নেহাচ্ছ্বশুরবর্গস্য মম ভর্ত্তা মহামতিঃ ॥ ৩৬
ন কিঞ্চিদ্বদতে সোঽপি ক্ষমতে দুষ্কৃতং মম।
বার্য্যমাণা কুটুম্বেন অহমেব সুপাপিনী ॥ ৩৭

আমি মহামোহে পতিত হইয়াছি; যে বিপ্র আমার গৃহে অবস্থান করিবে, আমি সেই ভাবী জামাতা বিপ্রকেই কন্যা দান করিব; ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। ৮—২৩। এই সুদেবা আমার প্রাণাধিকা; ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমার পিতা বসুদত্ত আমার সম্বন্ধে তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন। অনন্তর একদা কৌশিককুলজাত, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, ব্রাহ্মণ-গুণযুক্ত, শীলবান্, গুণবান, শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, সুস্বরে পঠনশীল কোন এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ আমাদের দ্বারে উপনীত হইলেন। তিনি মাতাপিতৃবর্জ্জিত, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার পিতা বলিলেন,—আপনি কে? আপনার নাম, কুল, গোত্র, এবং আচাব কিরূপ? তাহা বলুন। আমার পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—আমি কৌশিকান্বয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ। আমার নাম শিবশর্ম্মা। আমি মাতাপিতৃ-বর্জ্জিত। আমার বেদপারগ চারিটী ভ্রাতাও আছে। এইরূপে শিবশর্ম্মা আমার পিতার নিকট স্বীয় কুল, আচার, প্রভৃতি সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। হে সুভগে! অনন্তর শুভ লগ্ন, শুভ তিথি এবং শুভ ভগদৈবত নক্ষত্র উপস্থিত হইলে পিতা আমায় সেই বিপ্র শিবশর্ম্মাকে প্রদান করিলেন। আমি তদবধি সেই মহাত্মার সহিত পিতৃগৃহে একা বাস করিতে লাগিলাম। এই পাপিনী আমি কদাপি ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করি নাই। সর্ব্বদাই পিতা মাতার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা থাকিতাম। কখনও আমি প্রেমালাপ, স্নেহ বা রতি-ভাবোপলক্ষিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ সংবাহন করি নাই। পাপমায়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া সর্ব্বদা ক্রূর দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিতাম। ক্রমে পুংশ্চলী প্রসঙ্গে তাহাদের ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলাম। আমি যেখানে যেখানে গমন করিতাম, কুত্রাপি পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভর্ত্তা কাহারও হিতানুষ্ঠান করিতাম না। মহামতি পতি এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও শ্বশুরবর্গের স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমায় কিছুই বলিতেন না; ক্ষমা করিতেন। আত্মীয় স্বজনগণ নিষেধ করিলেও আমি পাপাচরণ

তস্য শীলং বিদিত্বা তে সাধুত্বং শিবশর্ম্মণঃ।
পিতা মাতা ত্বিমে সর্ব্বে মম পাপেন দুঃখিতাঃ॥
ভর্ত্তা মে দুষ্কৃতং দৃষ্ট্বা স্বগৃহান্নির্গতো বহিঃ।
তং দেশং গ্রামমেবং হি পরিত্যজ্য গতস্ততঃ॥৩৯
গতে ভর্ত্তরি মে তাতঃ সঞ্জাতশ্চিন্তয়ান্বিতঃ।
মম দুঃখেন দুঃখাত্মা যথা রোগেণ পীড়িতঃ॥ ৪০
মম মাতা উবাচৈনং ভর্ত্তারং দুঃখপীড়িতম্।
কস্মাচ্চিন্তয়সে কান্ত বদ দুঃখং মমাগ্রতঃ॥৪১
বসুদত্ত উবাচৈনাং মাতরং মম নন্দনে।
সুতাং ত্যক্ত্বা গতো বিপ্রো জামাতা শৃণু বল্লভে
ইয়ং পাপসমাচারা নির্ঘৃণা পাপচারিণী।
অনয়া হি পরিত্যক্তঃ শিবশর্ম্মা মহামতিঃ॥ ৪৩
সমস্তস্য কুটুম্বস্য দাক্ষিণ্যেন মহামতিঃ।
মমায়ং স দ্বিজঃ কান্তে সুদেবাং নৈব ভাষতে
হসতে সৌম্যভাবেন নৈব নিন্দাং কুৎসতি।
সুদেবাং পাপসঙ্কাশাং স বৈ পণ্ডিতবুদ্ধিমান॥

ভবিষ্যতি ত্বিয়ং দুষ্টা সুদেবা কুলনাশিনী।
অহমেনাং পরিত্যজ্য ব্রজামি গৃহবাসিনঃ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

অদ্য জ্ঞাতং ত্বয়া কান্ত সুতায়া গুণদূষণম্।
তব মোহেন স্নেহেন নষ্টেয়ং শৃণু সাম্প্রতম্॥
অপত্যং লালয়েত্তাবদ্‌যাবৎ স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্।
শিক্ষাবুদ্ধ্যা সদা কান্ত পুনর্ম্মোহেন পোষয়েৎ॥
স্নানাচ্ছাদনভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈঃ পেয়ৈর্ন সংশয়ঃ
গুণেষু যোজয়েৎ কান্ত সদ্বিদ্যাসু চ তান সুতান
গুণশিক্ষার্থনির্ম্মোহঃ পিতা ভবতি সর্ব্বদা।
পালনে পোষণে কান্ত সম্মোহঃ পরিজায়তে॥
গুণং ন বর্ণয়েৎ পুত্রং কুৎসয়েচ্চ দিনে দিনে
কঠিনঞ্চ বদেন্নিত্যং বচনৈঃ পরিপীড়য়েৎ॥ ৫১
যথা হি সাধয়েন্নিত্যং সুবিদ্যাং জ্ঞানতৎপরঃ।
অভিমানে ছলেনাপি পাপং ত্যক্ত্বা প্রদূরতঃ॥
নৈপুণ্যং জায়তে নিত্যং বিদ্যাসু চ গুণেষু চ

করিতে ক্ষান্ত থাকিতাম না। ২৪—৩৭। ভর্ত্তার সাধুত্ব দর্শন করিয়া পিতা মাতা আমার পাপাচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। অনন্তর আমার ভর্ত্তা আমায় এইরূপ দুশ্চরিত্রা দর্শন করিয়া গৃহ এমন কি সে দেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পিতা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি যেন রোগপীড়িতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। আমার মাতা তখন তাঁহাকে বলিলেন,—হে কান্ত! কি জন্য চিন্তা করিতেছেন, দুঃখের কারণ বলুন। বসুদত্ত আমার মাতাকে বলেন,—হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর; জামাতা কন্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কন্যা আমার পাপচারিণী ও নির্দ্দয়া। মহামতি শিবশর্ম্মাকে কন্যাই পরিত্যাগ করিয়াছে। মহামতি জামাতা আমার সমস্ত কুটুম্ব পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্যযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সুদেবার সহিত সম্ভাষণ করিতেন না। জামাতা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্; তিনি সৌম্যভাবে হাস্য করিতেন, পাপচারিণী সুদেবার নিন্দা বা কুৎসা করিতেন না। কিন্তু এই দুষ্টা সুদেবা কুলনাশিনী হইবে। আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—হে কান্ত! অদ্য কন্যার গুণদোষ অবগত হইলাম। হে কান্ত! তোমারই মোহে এবং স্নেহে এই কন্যা নষ্ট-চরিত্রা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রবণ কর। পঞ্চ বর্ষ বয়স পর্য্যন্তই সন্তানের পালন করিতে হয়। অনন্তর শিক্ষা বোধার্থ সর্ব্বদা সস্নেহে স্নান, আচ্ছাদন, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় দ্বারা পোষণ করিবে। গুণে এবং সদ্বিদ্যায় সন্তানকে নিয়োজিত করিবে। সন্তানের গুণশিক্ষাবিষয়ে পিতা নির্ম্মোহ হইবেন। পালন ও পোষণ ব্যাপারে সম্মোহ জন্মিয়া থাকে। তৎকালে সন্তানের গুণব্যাখ্যা করিবে না; প্রতিদিন ভর্ৎসনা করিবে। শিক্ষার্থ কঠোর বচন বলিয়া তাহাকে নিত্য পীড়িত করিবে; যাহাতে ছলক্রমেও পাপ দূরে পরিহারপূর্ব্বক সন্তান সর্ব্বদা জ্ঞানার্জ্জনে তৎপর হইয়া নিত্য সুবিদ্যা অভ্যাস করে, এবং যাহাতে নিত্য নানা বিদ্যায় ও নানা সদ্‌গুণে নৈপুণ্য জন্মে,

মাতা চ তাড়য়েৎ কন্যাং স্নুষাং শ্বশ্রূশ্চ তাড়য়েৎ ॥ ৫৩
গুরুশ্চ তাড়য়েচ্ছিষ্যং ততঃ সিধ্যন্তি নান্যথা।
ভার্য্যাঞ্চ তাড়য়েৎ কান্তো হ্যমাত্যং নৃপতিস্তথা
হয়ঞ্চ তাড়য়েদ্বীরো গজং মাত্রো দিনে দিনে।
শিক্ষাবুদ্ধ্যা প্রসিধ্যন্তি তাড়নাৎ পালনাদ্বিভো
ত্বয়েয়ং নাশিতা নাথ সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
সার্দ্ধং সুব্রাহ্মণেনাপি ভবতা শিবশর্ম্মণা। ৫৬
নিরঙ্কুশা কৃতা গেহে তেন নষ্টা মহামতে ॥ ৫৭
তাবদ্ধি ধারয়েৎ কন্যাং গৃহে কান্ত বচঃ শৃণু।
অষ্টবর্ষাধিকা যাবৎ প্রবলা নৈব ধারয়েৎ ॥ ৫৮
পিতৃগেহে স্থিতা পুত্রী যৎ পাপং হি প্রকুর্ব্বতী।
উভাভ্যামপি তৎ পাপং পিতৃভ্যামপি বিন্দতি
তস্মান্ন ধার্য্যতে কন্যা সমর্থা নিজমন্দিরে।
যস্য দত্তা ভবেৎ সা বৈ তস্য গেহে প্রপোষয়েৎ
তত্রস্থা সাধয়েৎ কান্তং সজ্জনং ভক্তিপূর্ব্বকম্।

সেই জন্যই সন্তানের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপে মাতা কন্যাকে শ্বশ্রূ পুত্রবধূকে, এবং গুরু শিষ্যকে তাড়ন করিবেন। ৩৮—৫৩। অন্যথা তাহাদের সৎশিক্ষা হইবে না। এইরূপে ভর্ত্তা ভার্য্যাকে, রাজা অমাত্যকে, এবং পরিচালক গজ ও অশ্বকে প্রতিদিন তাড়না করিবে। হে বিভো। তাড়ন এবং পালন দ্বারাই উহারা সৎশিক্ষা সম্পন্ন হয়। হে নাথ। নিশ্চয় তুমি তোমার কন্যাকে চরিত্রহীনা করিয়াছ। সুব্রাহ্মণ শিবশর্ম্মার সহিত গৃহে রাখিয়া কন্যাকে তুমিই নিরঙ্কুশ করিয়াছিলে। তাই কন্যা নষ্ট হইয়াছে। হে কান্ত। শ্রবণ কর। অষ্টবর্ষ বয়স পর্য্যন্তই কন্যাকে গৃহে রাখিতে হয়। পরে প্রবলা হইলে তাহাকে আর স্বগৃহে রাখিতে নাই। পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা যে পাপাচার করে, পিতামাতা উভয় হইতেই সে পাপ লাভ করিয়া থাকে। অতএব বয়স্থা কন্যাকে নিজ মন্দিরে রাখিতে নাই। কন্যা যাহার করে সম্প্রদান করা হয়, তাহার গৃহে থাকিয়াই পালিত হইবে। জামাতৃগৃহে থাক-

কুলস্য জায়তে কীর্ত্তিঃ পিতা সুখেন জীবতি।
তত্রস্থা কুরুতে পাপং তৎপাপং ভুঞ্জতে পতিঃ।
তত্রস্থা বর্দ্ধতে নিত্যং পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সদৈব সা
পিতা কীর্ত্তিমবাপ্নোতি সুতায়াং সুগুণৈঃ প্রিয়
তস্মান্ন ধারয়েৎ কান্ত গেহে পুত্রীং সভর্ত্তৃকাম্
ইত্যর্থে শ্রূয়তে কান্ত ইতিহাসো ভবিষ্যতি ॥
অষ্টাবিংশতিকে প্রাপ্তে যুগে দ্বাপরকে মহান্ ॥
উগ্রসেনস্য বীরস্য যদুজ্যেষ্ঠস্য যৎপ্রভো।
চরিত্রং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুদেবাচরিতং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

মাথুরে বিষয়ে রম্যে মথুরায়াং নৃপোত্তমঃ।
উগ্রসেনেতি বিখ্যাতো যাদবঃ পরবীরহা ॥ ১

যাই কন্যা ভগবান পতিকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকে। তাহাতে কুলের কীর্ত্তি হয়। পিতা সুখে জীবন ধারণ করেন। পতিগৃহে থাকিয়া কন্যা যে পাপ করে, সে পাপ পতিই ভোগ করিয়া থাকেন। পতিগৃহস্থিতা কন্যা পুত্রপৌত্রে বৰ্দ্ধিত হয়। কন্যার গুণে পিতা কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন। অতএব হে কান্ত ! কন্যাকে কখন জামাতার সহিত গৃহে রাখিবে না। এ সম্বন্ধে এক ভাবী ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগের বীর যদুজ্যেষ্ঠ উগ্রসেনের চরিত্র আমি বলিতেছি। হে দ্বিজ। আপনি একমনে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৪—৬৪।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—রম্য মাথুর দেশে মথুরানগরে উগ্রসেন নামে এক যদুবংশীয়

সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞো বেদজ্ঞঃ শ্রুতবান বলী ।
দাতা ভোক্তা গুণগ্রাহী সদ্‌গুণান বেত্তি
ভূপতিঃ ॥ ২
রাজ্যং চকার মেধাবী প্রজাধর্ম্মেণ পালয়েৎ ।
এবং স চ মহাতেজা উগ্রসেনঃ প্রতাপবান্‌ ॥ ৩
বৈদর্ভে বিষয়ে পুণ্যে সত্যকেতুঃ প্রতাপবান ।
তস্য কন্যা মহাভাগা পদ্মাক্ষী কমলাননা ॥ ৪
নাম্না পদ্মাবতী নাম সত্যধর্ম্মপরায়ণা ।
সা স্ত্রীণাঞ্চ গুণৈর্যুক্তা দ্বিতীয়েব সমুদ্রজা ॥ ৫
বৈদর্ভী শুশুভে রাজন্‌ স্বগুণৈঃ সত্যকারণৈঃ ।
মাথুরস্তূগ্রসেনস্য হ্যুপযেমে সুলোচনাম্‌ ॥ ৬
তয়া সহ মহাভাগঃ সুখং রেমে প্রতাপবান ।
অতিপ্রীতো গুণৈস্তস্যাস্তয়া সহ সুখী ভবেৎ ।
তস্যাঃ স্নেহেন প্রীতা বৈ স মুগ্ধো মাথুরেশ্বরঃ
পদ্মাবতী মহাভাগা তস্য প্রাণপ্রিয়াভবৎ ॥ ৮
তয়া বিনা ন বুভুজে তয়া সহ প্রক্রীড়য়েৎ ।
তয়া বিনা ন সেবেত পরমং সুখমেব সঃ ॥ ৯
এবং প্রীতিকরৌ জাতৌ পরস্পরমনুক্রমৌ ।
স্নেহবন্তৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুখসম্প্রীতিদায়কৌ ॥ ১০

সত্যকেতুশ্চ রাজেন্দ্রঃ সস্মার স পদ্মাবতীম্‌ ।
স্বসুতাস্তাং মহাভাগাং মাতা তস্যাঃ
সুদুঃখিতা ॥ ১১
স দূতান্‌ প্রেষয়ামাস বৈদর্ভো মাথুরং প্রতি ।
উগ্রসেনং নৃবীরেন্দ্রং সাদরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ১২
গত্বা দূতোঽথ মথুরাং রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ।
বিদর্ভাধিপতির্বীরো ভক্ত্যা স্নেহেন নন্দয়ন্‌ ॥ ১৩
আত্মনঃ কুশলং ক্রতে ভবতাং পরিপৃচ্ছতি ।
সত্যকেতুর্ম্মহারাজ ত্বামেবং পরিপৃষ্টবান ॥ ১৪
দর্শনায় প্রেষয়স্ব সুতাং পদ্মাবতীং মম ।
যদি ত্বং মন্যসে নাথ প্রীতিস্নেহং হি তস্য চ ॥১৫
প্রেষয়স্ব মহাভাগাং প্রিয়াং প্রীতিকরাং তব ।
ঔৎকণ্ঠেন মহারাজ স সোৎকণ্ঠেন বর্ত্ততে ॥১৬
সমাকর্ণ্য ততো বাক্যমুগ্রসেনো নৃপোত্তমঃ ।
প্রীত্যা স্নেহেন তস্যাপি সত্যকেতোর্ম্মহাত্মনঃ ।
দাক্ষিণ্যেন চ বিপ্রেন্দ্র প্রেষয়ামাস ভূপতিঃ ।
পদ্মাবতীং প্রিয়াং ভার্য্যামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান

নৃপশ্রেষ্ঠ আছেন। তিনি পরবীরঘাতী, সর্ব্ব-ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শ্রুতবান, বলবান দাতা, ভোক্তা ও সদ্‌গুণগ্রাহী। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য করেন; প্রজা পালন করেন। এইরূপে সেই মহাতেজা উগ্রসেন প্রতাপশালী রাজা হইয়া পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ করেন। পদ্মাবতী বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কন্যা। তিনি পদ্মাক্ষী, পদ্মাননা, মহাভাগা, সত্যধর্ম্মরতা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় নিখিল স্ত্রীগুণে অন্বিতা। হে মহাভাগ! প্রতাপবান্‌ উগ্রসেন তাঁহার সহিত সুখে রমণ করেন, এবং তাঁহার গুণে অত্যধিক প্রীত হইয়া সুখী হন। পদ্মাবতীর প্রেমে মথুরাপতি মোহিত হইয়া পড়েন। প্রিয়া বিনা কোন ভোগ উপভোগ করেন না। তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি পরম সুখও উপভোগ করেন না। এইরূপে পরস্পর অত্যধিক প্রীতিকর স্নেহবান্‌ ও সুখসম্প্রীতিদায়ক হইলেন। রাজেন্দ্র সত্য-কেতু এবং তাঁহার পত্নী সুদুঃখিত হইয়া স্বসুতা পদ্মাবতীকে স্মরণ করেন। বিদর্ভরাজ নরেন্দ্র উগ্রসেনের প্রতি সাদরে মথুরায় দূত পাঠাইয়া দেন। সেই দূত মহারাজ উগ্রসেনকে গিয়া বলিল,—বীর বিদর্ভাধিপতি স্নেহ ও অনুরক্তি সহকারে আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া আত্ম-কুশল জ্ঞাপনপূর্ব্বক আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মহারাজ! সত্য-কেতু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আপনাকে বলিয়াছেন, হে নরনাথ। যদি তুমি প্রিয়-জনের প্রীতিস্নেহ মনে কর, তাহা হইলে দর্শ-নার্থ মৎপুত্রী পদ্মাবতীকে আমার নিকট প্রেরণ কর। সেই তোমার প্রীতিকরী প্রিয়াকে পাঠাও। হে মহারাজ! তিনি কন্যার আগমনোৎকণ্ঠে এইরূপে উৎকণ্ঠিত। ১—১৬। নৃপবর উগ্রসেন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা সত্যকেতুর প্রীতিস্নেহ ও দাক্ষিণ্যহেতু প্রিয়া ভার্য্যা পদ্মাবতীকে প্রেরণ

প্রেষিতানেন রাজেন্দ্র গতা পদ্মাবতী স্বকম্।
পূর্ব্বং গৃহং সতী সা তু মহাহর্ষেণ সংযুতা ॥ ১৯
পিতৃপূর্ব্বং কুটুম্বং তু দদৃশে চারুমঙ্গলা।
পিতুঃ পাদৌ ননামাথ শিরসা সত্যতৎপরা ॥ ২০
আগতায়াং মহারাজ পদ্মাবত্যাং দ্বিজোত্তম।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বিদর্ভাধিপতির্নৃপঃ ॥ ২১
বর্দ্ধিতা মানদানৈশ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
পদ্মাবতী সুখেনাপি পিতুর্গেহে প্রবর্ত্ততে ॥ ২২
সখীভিঃ সহিতা সা তু নিঃশঙ্কং পরিবর্ত্ততে।
রমতে সা তদা তত্র যথা পূর্ব্বং তথৈব চ ॥ ২৩
গৃহে বনে তড়াগেষু প্রাসাদেষু তথৈব চ।
পুনর্ব্বাল্যা বভূবাথ নির্লজ্জা প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪
নিঃশঙ্কা বর্ত্ততে বিপ্র সখীভিঃ সহ সর্ব্বদা।
পতিব্রতা মহাভাগা হর্ষেণ মহতান্বিতা ॥ ২৫
সুখং তু পিতৃগেহস্য দুর্লভং শ্বাশুরে গৃহে।
এবং জ্ঞাত্বা তদা রেমে কদা ঈদৃগ্ভবিষ্যতি ॥
অনেন মোহভাবেন ক্রীড়ালুব্ধা বরাননা।
সখীভিঃ সহিতা নিত্যং বনেষূপবনে তদা ॥ ২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিত্রে
অষ্টচত্বারংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

একদা তু মহাভাগা গতা সা পর্ব্বতোত্তমে।
রমণীয়ং বনং দৃষ্ট্বা কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ১
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ নারিকেলৈস্তথোৎকটৈঃ
পুগীফলৈর্মাতুলুঙ্গৈর্নারঙ্গৈশ্চারুজম্বুকৈঃ ॥ ২
চম্পকৈঃ পাটলৈঃ পুণ্যৈঃ পুষ্পিতৈঃকুটকৈর্ব্বটৈঃ
অশোকবকুলোপেতং নানাবৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
পর্ব্বতং পুণ্যবন্তং চ পুষ্পিতৈশ্চ নগোত্তমৈঃ।
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে রম্যং নানাধাতুসমাকুলম্ ॥ ৪
তড়াগং সর্ব্বতোভদ্রং পুণ্যতোয়েন পূরিতম্।
কমলৈঃ পুষ্পিতৈশ্চান্যৈঃ সুগন্ধৈঃ
কনকোৎপলৈঃ ॥৫

করিলেন। সতী পদ্মাবতী পতি কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মহাহর্ষে স্বীয় পূর্ব্বগৃহে গমন করিলেন। চারুমঙ্গলা পদ্মাবতী পিতৃগৃহে গিয়া পিতৃপূর্ব্ব কুটুম্বদিগকে দেখিলেন। এবং মস্তক দ্বারা পিতার পাদযুগলে প্রণত হইলেন। পদ্মাবতীর আগমনে মহারাজ সত্যকেতু মহাহর্ষে আবিষ্ট হইলেন। পদ্মাবতী দান, মান ও বস্ত্রালঙ্কারে বর্দ্ধিতা হইয়া সুখে পিতার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেমন সুখবিহার করিতেন, এক্ষণেও পুনরায় সখীগণসহ নিঃশঙ্কভাবে তেমনি সুখবিহার করিতে লাগিলেন। গৃহ, বন, তড়াগ, প্রাসাদ, সর্ব্বত্রই তিনি সখীগণসহ সর্ব্বদা নিঃশঙ্কভাবে বালিকাবৎ নির্লজ্জা হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাভাগা পতিব্রতা পদ্মাবতী মহাহর্ষে আবিষ্টা হইয়া ভাবিলেন,—পিতৃগৃহের যে সুখ, শ্বশুরগৃহে তাহা সুদুর্লভ। কবে আবার আমার এইরূপ সুখ হইবে? পদ্মাবতী এইরূপ মনে করিয়া মোহে ক্রীড়ালুব্ধ হইলেন এবং সখী ... পবনে নিত্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৭—২৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—হে মহাভাগ! একদিন পদ্মাবতী এক উত্তম পর্ব্বতে ক্রীড়ার্থ গমন করিলেন। তথায় গিয়া এক রমণীয় বন দেখিতে পাইলেন। ঐ বন কদলীখণ্ডমণ্ডিত; শাল, তাল, তমাল, নারিকেল, পুগ ও মাতুলুঙ্গ, নারঙ্গ, জম্বু, পুষ্পিত চম্পক, পাটল, কুটক, বট, অশোক, বকুল, ইত্যাদি নানা বৃক্ষে সমলঙ্কৃত। এইরূপে সেই পুণ্যবান্ পর্ব্বত বহুপুষ্পিত উত্তম পাদপে অলঙ্কৃত। ঐ পর্ব্বত নানা ধাতু দ্বারা শোভিত হওয়ায় সর্ব্বত্রই রম্যরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১—৪। ঐ পর্ব্বতের নানাস্থানে পুণ্য জলপরিপূর্ণ

শ্বেতোৎপলৈর্বিভাসঞ্চ রক্তোৎপলসুপুষ্পিতৈঃ
নীলোৎপলৈশ্চ কহ্লারৈর্হংসৈশ্চ জলকুক্কুটৈঃ॥ ৬
পক্ষিভির্জলজৈশ্চান্যৈর্নানাধাতুসমাকুলম্।
তড়াগং সর্বতঃ শুভ্রং নানাপক্ষিগণৈর্যুতম্॥ ৭
কোকিলানাং রুতৈঃ পুণ্যৈঃ সুস্বরৈঃ
পরিশোভিতম্।
মধুরাণাং তথা শব্দৈঃ সর্বত্র মধুরায়তে॥ ৮
ষট্পদানাং সুনাদেন সর্বত্র পরিশোভতে।
এবংবিধং গিরিং রম্যং বদেব বনমুত্তমম্॥ ৯
তড়াগং সর্বতোভদ্রং দদৃশে নৃপনন্দিনী।
বৈদর্ভী ক্রীড়মানা সা সখীভিঃ সহিতা তদা॥ ১০
সমালোক্য বনং পুণ্যং সর্বত্র কুসুমাকুলম্।
চাপল্যেন প্রভাবেন স্ত্রীভাবেন চ লীলয়া॥ ১১
পদ্মাবতী সরস্তীরে সখীভিঃ সহিতা তদা।
জলক্রীড়াসমালীনা হসতে গায়তে পুনঃ॥ ১২
সুখেন রমমাণা সা তস্মিন সরসি ভামিনী।
এবং বিশ্বসিতা সা তু সুখেন পরিবর্ত্ততে॥ ১৩

বিষ্ণুরুবাচ।

গোভিলো নাম বৈ দৈত্যো ভৃত্যো (১)
বৈশ্রবণস্য চ।
দিবে নাপি বিমানেন সর্বভোগপরিপ্লুতঃ॥১৪
যাতি চাকাশমার্গেণ গোভিলো দৈত্যসত্তমঃ।
তেন দৃষ্টা বিশালাক্ষী বৈদর্ভী নির্ভয়া তদা॥
সর্বযোষিদ্বরা সা হি উগ্রসেনস্য বৈ প্রিয়া।
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সর্বাঙ্গেষু বিরাজতে॥
রতিঃ কিং মন্মথস্যাপি কিং বাপীয়ং হরিপ্রিয়া।
কিং বাপি পার্বতী দেবী শচী কিংবা ভাবিনী।
যাদৃশী দৃশ্যতে চেয়ং নারীণামুত্তমা বরা।
অন্যা চৈবেদৃশী নাস্তি দ্বিতীয়া ক্ষিতিমণ্ডলে॥
নক্ষত্রৈর্যথা চন্দ্রঃ সম্পূর্ণো ভাতি শোভনঃ।
গুণরূপকলাভিস্তু তথা ভাতি বরাননা॥ ১৯
পুষ্করেষু যথা হংসস্তথেয়ং চারুহাসিনী।
অহো রূপমহো ভাবমস্যাস্তু পরিদৃশ্যতে॥ ২০
কা কস্য শোভনা বালা চারুবৃত্তপয়োধরা।

তড়াগ; উহা পুষ্পিতকমল; অন্য সুগন্ধ কনকোৎপল, শ্বেতোৎপল রক্তোৎপল, নীলোৎপল ও কহ্লারদলে সুশোভিত। উহাতে হংস, জলকুক্কুট ও অন্যান্য জলজ পক্ষী-বিরাজিত এবং উহা নানা ধাতুসমাকুলিত। ঐ তড়াগ নানা পক্ষিযুত হইয়া সর্বথা শুভ্ররূপে পরিদৃষ্ট। মধুরস্বর কোকিলকুলের ও অন্যান্য সুস্বর পক্ষীর মধুর রবে উহার সর্বত্র মধুরায়মাণ। ষট্পদ সকল উহার সর্বত্র মধুর গুঞ্জনে নিরত। এইরূপে এবং বিধ রম্যাগিরি রম্য বন ও রম্য তড়াগ নৃপনন্দিনীর দৃষ্টিগোচর হইল। বিদর্ভনন্দিনী পদ্মাবতী সখীগণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে সর্বত্র কুসুমসমুদ্ভাসিত রম্য বন অবলোকন করিয়া স্ত্রীজনোচিত চাপল্যবশে লীলাক্রমে সেই সরোবরতীরে তৎকালে জলক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি হাসিতে লাগিলেন; গান করিতে লাগিলেন এবং সেই সেই সরোবরে খেলা করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র। এইরূপে তিনি সুখে লীলাবিহারে নিরত হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—কুবেরের ভৃত্য দৈত্য গোভিল সর্বভোগে আসক্ত হইয়া এই সময় দিব্য বিমানে আকাশপথে যাইতেছিল, বিদর্ভনন্দিনী উগ্রসেনপ্রিয়া নারীশ্রেষ্ঠা বিশালাক্ষী পদ্মাবতী তখন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। পদ্মাবতী রূপসৌভাগ্যে জগতে বাস্তবিকই অপ্রতিমা। দৈত্য গোভিল বরাননা পদ্মাবতীকে দেখিয়া ভাবিল, ইনি কি মন্মথের রতি? কিংবা ইনি হরিপ্রিয়া? অথবা ইনি কি সেই পার্বতী দেবী? এই নারীপ্রবরাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, এতাদৃশী নারী ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই। নক্ষত্রগণ মধ্যে সুশোভন পূর্ণচন্দ্র যেমন রূপগুণকলায় বিভাত, এই বরাননাও তেমনি প্রতিভাত হইতেছেন। ৫—১৯। পুষ্করস্থা হংসীর ন্যায় এই চারুহাসিনী সুশোভিতা। অহো ইহার কিরূপ কি ভাবই দৃষ্টি হইতেছে? এই চারুবৃত্তপয়োধরা সুন্দরী বালা কে? কাহার প্রিয়া?

(১) পুত্র ইতি পাঠান্তরম্।

বিমৃশ্য গোভিলো দৈত্যঃ পদ্মাবতীং বরাননাম্‌
চিন্তয়িত্বা ক্ষণং বিপ্র কা কস্যাপি ভবিষ্যতি।
জ্ঞানেন মহতা জ্ঞাত্বা বৈদর্ভীতি ন সংশয়ঃ ॥ ২২
দয়িতা উগ্রসেনস্য পতিব্রতপরায়ণা।
আত্মবলেন তিষ্ঠন্তী দুষ্প্রাপ্যা পুরুষৈরপি ॥২৩
উগ্রসেনো মহামূর্খঃ প্রেষিতা যেন বৈ বরা।
পিতৃগেহমিমং বালা স তু ভাগ্যেন বর্জ্জিতঃ ॥২৪
অনয়া বিনা স জীবেচ্চ কথং কুটমতিঃ সদা।
কিংবা নপুংসকো বাস্মা এনাং যো হি পরি-
ত্যজেৎ ॥ ২৫
এনাং দৃষ্ট্বা স তু কামান্ধো সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদপি।
ইয়ং পতিব্রতা বালা দুষ্প্রাপ্যা পুরুষৈরপি ॥ ২৬
কথং ভোক্ষ্যাম্যহং গত্বা কামো মামতিপীড়য়েৎ
অভুক্তৈনাং যদা যাস্যে তস্মান্মৃত্যুর্মমৈব হি ॥
অনেন হি ন সন্দেহো যতঃ কামো মহাবলঃ।
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা গোভিলো মনসৈক্ষত ॥
তত্র মায়াময়ং রূপমুগ্রসেনস্য ভূপতেঃ।

যাদৃশস্তুগ্রসেনশ্চ সাঙ্গোপাঙ্গো মহানৃপঃ ॥ ২৯
গোভিলস্তাদৃশো ভূত্বা গত্যা চ স্বরভাষয়া।
যথাবস্ত্রো যথাবেশো বয়সা চ তথা পুনঃ ॥ ৩০
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গো যাদৃশো মাথুরেশ্বরঃ ॥ ৩১
ভূত্বা চ তাদৃশো দৈত্য উগ্রসেনময়স্তদা।
মায়য়া পরয়া যুক্তো রূপলাবণ্যসম্পদা ॥ ৩২
পর্ব্বতাগ্রে অশোকস্য চ্ছায়ামাশ্রিত্য সংস্থিতঃ
শিলাতলস্থো দুষ্টাত্মা বীণাং দণ্ডেন বাদকঃ ॥৩৩
সুস্বরং গায়মানস্তু গীতং বিশ্বপ্রমোহনম্‌।
তালমানক্রিয়োপেতং সপ্তস্বরবিভূষিতম্‌ ॥ ৩৪
গীতং গায়তি দুষ্টাত্মা তস্যা রূপেণ মোহিতঃ।
পর্ব্বতাগ্রে স্থিতো বিপ্র হর্ষেণ মহতান্বিতম্‌ ॥ ৩৫
সখীমধ্যগতা সা তু পদ্মাবতী বরাননা।
শুশ্রাব সুস্বরং গীতং তালমানলয়ান্বিতম্‌ ॥ ৩৬
কোঽয়ং গায়তি ধর্ম্মাত্মা মহৎসৌখ্যপ্রদায়কম্‌।
গীতং হি সৎক্রিয়োপেতং সর্ব্বভাবসমন্বিতম্‌ ॥৩৭
সখীভিঃ সহিতা গত্বা ঔৎসুক্যেন নৃপাত্মজা ॥৩৮

দৈত্য গোভিল ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার ভাবিল, কে এই রমণী, এ কাহার হইবে? অনন্তর গোভিল স্বীয় মহাজ্ঞানে জানিল, এ রমণী নিশ্চয়ই বিদর্ভনন্দিনী। ইনি উগ্রসেনের পতিগতপ্রাণা দয়িতা; আত্ম-বলে অবস্থিতা; পুরুষান্তরের দুষ্প্রাপ্যা। উগ্র-সেন মহামূর্খ; কেননা সে এই বালাকে পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করিয়াছে। সেই ভাগ্য বর্জ্জিত রাজা ইহার বিচ্ছেদে কিরূপে জীবন যাপন করিতেছে? অথবা সেই রাজা নপুংসক; তাই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। গোভিল এই-রূপ আলোচনার পর তাঁহাকে দেখিয়া তৎ-ক্ষণাৎ কামার্ত্ত হইল; ভাবিল, এই বালা পতিব্রতা পরপুরুষের দুষ্প্রাপ্যা। আমি ইহাকে কিরূপে ভোগ করিব? কাম আমাকে অতি-মাত্র পীড়িত করিতেছে। ইহাকে ভোগ না করিয়া গেলে অদ্যই আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। যে হেতু কামই এক্ষণে প্রবল। গোভিল এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে দেখিয়া লইল এবং ভূপতি উগ্রসেনের মায়াময় রূপ ধারণ করিল। অঙ্গোপাঙ্গ-সমন্বিত মহা-রাজ উগ্রসেন যাদৃশ, দৈত্য গোভিল আবিকল সেইরূপই হইল। তাহার স্বর, ভাষা, বস্ত্র, বেশ ও বয়স সমস্তই উগ্রসেনবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। মথুরাধিপতি উগ্রসেন যেমন দিব্য মাল্যাম্বরধর, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত ও সর্ব্বাভরণ-শোভিত, সেই দৈত্যও তথাবিধ উগ্রসেনময় হইয়া রূপলাবণ্যসম্পদে ও পরম মায়ায় অন্বিত হইল। ২০—৩২। অনন্তর ঐরূপে সে পর্ব্বতোপরিস্থ অশোকতরুর ছায়ায় এক শিলা-তলে অবস্থানপূর্ব্বক দুষ্টাভিপ্রায়ে বীণা হস্তে সুস্বরে বিশ্ববিমোহন সঙ্গীত আরম্ভ করিল। দুষ্টাত্মা দৈত্য পদ্মাবতীর রূপে মোহিত হইয়া তালমান ও সপ্ত স্বরভূষিত গীত গাহিতে লাগিল। সে মহাহর্ষে অন্বিত হইয়া এইরূপে গিরিশিখরে অবস্থিত হইলে সখীমধ্যগতা পদ্মাবতী সেই তালমানলয়ান্বিত সুস্বর গান শ্রবণ করিলেন; বলিলেন,—কে এই ধর্ম্মাত্মা, মহাসৌখ্যদায়ক গীত গাহিতেছেন? এ গীত

অশোকচ্ছায়ামাশ্রিত্য বিমলেষু শিলাতলে।
দৃষ্ট্বা ভূপালবেশেন গোভিলং দানবাধমম্ ॥ ৩৯
পুষ্পমালাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং পদ্মাবতী পতিব্রতা ॥ ৪০
মাথুরেশঃ সমায়াতঃ কদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ।
মম নাথো মহাত্মা বৈ রাজ্যং ত্যক্ত্বা প্রদূরতঃ
যাবদ্বিচিন্তয়েৎ সা চ তাবৎ পাপেন চেতসা।
সমাহূতাতুরীভূয় এহি ত্বং হি প্রিয়ে মম ॥ ৪২
চকিতা শঙ্কিতা সা চ কথং ভর্ত্তা সমাগতঃ।
লজ্জিতা দুঃখিতা জাতা অধঃকৃত্বা ততো মুখম্ ॥
অহং পাপা দুরাচারা নিঃশঙ্কা পরিবর্ত্তিতা।
কোপমেবং মহাভাগঃ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
যাবদ্ধি চিন্তয়েৎ সা চ তাবত্তেনাপি পাপিনা।
সমাহূতাতুরীভূয় এহ্যেহি ত্বং মম প্রিয়ে ॥ ৪৫
ত্বয়া বিনাকৃতো দেবি প্রাণান্ ধর্ত্তুং বরাননে।
ন হি শক্নোম্যহং কান্তে জীবিতং প্রিয়মেব চ।
তব স্নেহেন লুব্ধোঽস্মি ত্বাং ত্যক্ত্বা নোৎসহে
ভৃশম্ ॥ ৪৭

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

এবমুক্ত্বা গতাপশ্যৎ সুমুখং লজ্জয়ান্বিতা।
সমালিঙ্গ্য ততো দৈত্যঃ সতীং পদ্মাবতীং তদা
একান্তং তু সমানীতা সুভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া ততঃ।
দৈত্যেন গোভিলেনাপি সত্যকেতোঃ সুতা
তদা ॥ ৪৯

সুকলোবাচ।

মুক্তস্থানেঽস্যা সঙ্কেতমবিন্দন্তী বরাননা।
স্ববস্ত্রং সা পরিগৃহ্য শঙ্কিতা দুঃখিতাভবৎ ॥ ৫০
সা সক্রোধমুবাচাথ গোভিলং দানবাধমম্।
কস্ত্বং পাপসমাচারো নির্ঘৃণো দানবাকৃতিঃ ॥৫১
শপ্তুকামা সমুদ্যুক্তা দুঃখেনাকুলিতেক্ষণা।
বেপমানা তদা রাজন্ দুঃখভারেণ পীড়িতা ॥৫২
মম কান্তচ্ছলেনৈব ত্বমাগত্য দুরাত্মবান।
নাশিতং ধর্ম্মমেবাগ্র্যং পাতিব্রাত্যমনুত্তমম্ ॥

সৎক্রিয়ান্বিত ও সর্ব্বভাবযুক্ত। এই বলিয়া নৃপনন্দিনী উৎসুকোর সহিত সখীগণ সমভি-ব্যাহারে দেখিলেন,—অশোকচ্ছায়ায় বিমল শিলাতলে দানবাধম গোভিল রাজবেশে অবস্থিত। তাহার দেহ দিব্য গন্ধানুলিপ্ত; সে পুষ্পমালাম্বরধর ও সর্ব্বাভরণে শোভি-তাঙ্গ। তাহাকে দেখিয়া পদ্মাবতী ভাবিলেন,—আমার প্রাণনাথ ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা মথুরাধীশ্বর তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া কবে এখানে আগমন করিলেন, পদ্মাবতী যেমন এইরূপ চিন্তা করিলেন, অমনি সেই পাপাত্মা ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিল; বলিল,—প্রিয়ে! আগমন কর। পদ্মাবতী এই কথায় চকিত শঙ্কিত হইয়া ভাবিলেন,—কিরূপে আমার ভর্ত্তা হেথায় আসিলেন? এই ভাবিয়া লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইলেন এবং অধোমুখী হইয়া আলোচনা করিলেন, আমি পাপিনী, দুরাচারা; আমি নিঃশঙ্ক হইয়া ভ্রমণ করি-তেছি। ইহাতে নিশ্চয়ই মহাভাগ পতি আমার কুপিত হইবেন। পদ্মাবতী যখন এরূপ ভাবিতেছেন, তখনও ঐ পাপী দৈত্য তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিয়া বলিল,—প্রিয়ে! এস এস। হে কান্তে! তোমা বিনা আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না। তোমার প্রেমে লুব্ধ হইয়াছি; তাই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—উগ্রসেনরূপী দৈত্য এই কথা কহিলে পদ্মাবতী তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জিতা হইলেন। তখন দৈত্য সতী পদ্মাবতীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক একান্তে লইয়া গিয়া ইচ্ছানুসারে উপভোগ করিল সুকলা কহিলেন,—গোভিল এই কার্য্য করিলে সত্যকেতুনন্দিনী পতির মুক্তস্থানীয় সঙ্কেত অবগত হইতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শঙ্কিতা ও দুঃখিতা হইলেন। ৩৯—৫০। তাঁহার ক্রোধোদয় হইল। তিনি দানবাধম গোভি-লকে বলিলেন,—কে রে তুই পাপিষ্ঠ দানব? এই বলিয়া দুঃখাকুলিতনেত্রে কম্পিতকায়ে তাহাকে শাপ প্রদানে উদ্যতা হইলেন, বলিলেন,—রে দুরাত্মা! তুই আমার ভর্ত্তৃচ্ছলে

সুস্বরং রুদিতং কৃত্বা মম জন্ম ত্বয়া হৃতম্।
পশ্য মে বলমত্রৈব শাপং দাস্যে সুদারুণম্।
এবং সম্ভাষমাণা তং শপ্তুকামা তু
গোভিলম্॥ ৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিত্রে
একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সুকলোবাচ।

তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা গোভিলো বাক্যমব্রবীৎ।
ভবতী শপ্তুকামাসি কস্মাত্মে কারণং বদ॥ ১
কেন দোষেণ লিপ্তোহস্মি যস্মাত্ত্বং শপ্তুমুদ্যতা
গোভিলো নাম দৈত্যোহস্মি পৌলস্ত্যস্য ভটঃ
শুভে॥ ২
দৈত্যাচারেণ বর্ত্তামি জানে বিদ্যামনুত্তমাম্।
বেদশাস্ত্রার্থবেত্তাস্মি কলাসু নিপুণঃ পুনঃ॥ ৩
এবং সর্ব্বং বিজানামি দৈত্যাচারং শৃণুষ মে।
পরস্বং পরদারাংশ্চ বলাদ্ভুঞ্জামি নান্যথা॥ ৪
বয়ং দৈত্যাঃ সমাকর্ণ্য দৈত্যাচারেণ সাম্প্রতম্
বর্ত্তামো জ্ঞানিভাবেন সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
ব্রাহ্মণানাং হি ছিদ্রাণি বিপশ্যামো দিনে দিনে
তেষাং হি তপসাং নাশং বিঘ্নৈঃ কুর্ম্মো ন
সংশয়ঃ॥ ৬
ছিদ্রং প্রাপ্য বয়ং দেবি নাশয়ামো ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণান শ্রূয়তাং ভদ্রে দেবযজ্ঞং বরাননে॥ ৭
নাশয়ামো বয়ং যজ্ঞান ধর্ম্মযজ্ঞং ন সংশয়ঃ।
সুব্রাহ্মণান পরিত্যজ্য দেবং নারায়ণং প্রভুম্॥
পতিব্রতাং মহাভাগাং শ্রীমতীং ভর্ত্তৃতৎপরাম্।
দূরেণাপি পরিত্যজ্য তিষ্ঠামো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯
তেজো দেবি সুবিপ্রস্য হরেশ্চৈব মহাত্মনঃ।
নার্য্যাঃ পতিব্রতায়াশ্চ সোঢুং দৈত্যাশ্চ ন
ক্ষমাঃ॥ ১০

আগমন করিয়া আমার উত্তম পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিল; আমার জন্ম কলুষিত করিলি। এই বলিয়া সুস্বরে রোদন করত দৈত্যকে বলিলেন,—তুই এক্ষণে আমার প্রভাব অবলোকন কর। আমি তোকে সুদারুণ অভিশাপ প্রদান করিব। পদ্মাবতী এইরূপ বলিয়া গোভিলকে শাপ দানে উদ্যতা হই-লেন। ৫১—৫৫।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—পদ্মাবতীর বাক্য শুনিয়া গোভিল বলিল,—তুমি আমায় অভিশাপ দানে উদ্যতা হইয়াছ কেন? কারণ বল। আমি কি দোষ করিয়াছি যে, তুমি শাপ দানে উদ্যতা। হে শুভে! আমি কুবেরানুচর; আমার নাম গোভিল; আমি দৈত্যাচারের অনুবর্ত্তী। উত্তম বিদ্যা আমার বিদিত। আমি বেদশাস্ত্রজ্ঞ এবং সকল কলায় সুনিপুণ। এইরূপে আমি সর্ব্ববিষয়েই অভিজ্ঞ। আমার দৈত্যাচার শ্রবণ কর। পরস্ব এবং পরদার বলপূর্ব্বক উপভোগ করাই আমার ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে আমি অভিজ্ঞ। আমরা দৈত্য, দৈত্যাচারে জ্ঞানিভাবে আমরা বিচরণ করি। এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি। আমরা প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের ছিদ্রান্বেষণ করি। বিঘ্ন দ্বারা তাঁহাদের তপস্যা নাশ আমাদের কর্ম্ম। হে দেবি। আমরা ছিদ্র পাইলে ব্রাহ্মণদিগকেও নাশ করিয়া থাকি। হে বরাননে। এক্ষণে দেবযজ্ঞের কথা শ্রবণ কর। আমরা যজ্ঞ বা ধর্ম্মযজ্ঞ সকলই নাশ করি; তবে সুব্রাহ্মণ, দেবপরায়ণ ও মহাভাগা পতিপরায়ণা পতিব্রতা নারী, ইঁহাদের নিকটে আমরা যাই না; ইঁহাদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ১—৯। হে দেবি! সুব্রাহ্মণের, মহাত্মা হরির এবং পতিব্রতা নারীর তেজ দৈত্যগণ সহ্য

পতিব্রতাভয়েনাপি বিষ্ণোঃ সুব্রাহ্মণস্য চ।
নশ্যন্তি দানবাঃ সর্ব্বে দূরং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥ ১১
অহং দানবধর্ম্মেণ বিচরামি মহীতলম্‌।
কস্মাত্ত্বং শপ্তুকামাসি মম দোষো বিচার্য্যতাম
পদ্মাবত্যুবাচ।
মম ধর্ম্মঃ সুকায়শ্চ ত্বয়ৈব পরিনাশিতঃ।
অহং পতিব্রতা সাধ্বী পতিকামা তপস্বিনী ॥১৩
স্বমার্গে সংস্থিতা পাপমায়য়া পরিনাশিতা।
তস্মাত্ত্বামপ্যহং দুষ্ট আধক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪
গোভিল উবাচ।
ধর্ম্মমেব প্রবক্ষ্যামি ভবতী যদি মন্যতে।
অগ্নিচিদ্ব্রাহ্মণস্যাপি শ্রূয়তাং নৃপনন্দিনী ॥ ১৫
জুহ্বন দেবং দ্বিকালং যো ন ত্যজেদগ্নিমন্দিরম্‌
স চাগ্নিহোত্রী ভবতি যজত্যেবং দিনে দিনে ॥
অন্যৈব প্রবক্ষ্যামি ভৃত্যধর্ম্মং বরাননে।
মনসা কর্ম্মণা বাচা বিশুদ্ধো যো হি নিত্যশঃ ॥১৬
নিত্যমাদেশকারী যো পশ্চাত্তিষ্ঠতি চাগ্রতঃ।
স ভৃত্যঃ কথ্যতে দেবি পুণ্যভাগী ন সংশয়ঃ ॥
যঃ পুত্রো গুণবান্‌ জ্ঞাত্বা পিতরং পালয়েচ্ছুভং
মাতরঞ্চ বিশেষেণ মনসা কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১৯
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে।
অন্যথা কুরুতে যো হি স পাপীয়ান্‌ সংশয়ঃ ॥ ২
অন্যচ্চৈবং প্রবক্ষ্যামি পাতিব্রত্যমনুত্তমম্‌।
বাচা সুমনসা চৈব কর্ম্মণা শৃণু ভামিনি ॥ ২১
শুশ্রূষাং কুরুতে যো হি ভর্ত্তুশ্চৈব দিনে দিনে
তুষ্টে ভর্ত্তরি যা প্রীতা ন ত্যজেৎ ক্রোধনং পুনঃ
তস্য দোষং ন গৃহ্ণাতি তাড়িতা তুষ্যতে পুনঃ।
ভর্ত্তুঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু পুরতস্তিষ্ঠতে সদা ॥ ২৩
সা চাপি কথ্যতে নারী পতিব্রতপরায়ণা।
পতিতোঽপি পিতা পুত্রৈর্বহুদোষসমন্বিতঃ ॥২৪
কস্মাদপি চ ন ত্যাজ্যঃ ক্রোধিতঃ কুষ্ঠিতস্তথা
এবং পুত্রাঃ শুশ্রূষন্তি পিতরং মাতরং কিল।
তে যান্তি পরমং লোকং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌
এবং হি স্বামিনং যেঽপ্যুপাচরন্তি ভৃত্যকাঃ।

কহিতে অক্ষম। পতিব্রতা বিষ্ণু এবং সুব্রাহ্মণ ইহাদের ভয়ে দানব ও রাক্ষসেরা দূরে পলায়ন করে। আমি এ মহীতলে দানবধর্ম্মে বিচরণ করি। সুতরাং কেন তুমি আমায় শাপ দানে সমুদ্যতা? আমার দোষ কি, তাহা বিচার কর। পদ্মাবতী কহিলেন,—আমার পবিত্র দেহ এবং ধর্ম্ম তুই নষ্ট করিয়াছিস। আমি পতিব্রতা সাধ্বী, পতিকামা তপস্বিনী; স্বীয় ধর্ম্মপথে অবস্থিতা; তুই পাপ মায়ায় আমাকে নষ্ট করিয়াছিস। সুতরাং রে দুষ্ট! আমি তোকে নিশ্চয়ই শাপদগ্ধ করিব। গোভিল কহিল,—তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকথা কহিতেছি। হে নৃপনন্দিনি। শ্রবণ কর। যিনি সায়ং প্রাতঃ হোম করেন, অগ্নিগৃহ পরিত্যাগ করেন না; তিনি অগ্নিহোত্রী, নিত্য যজননিষ্ঠ। হে বরাননে! অন্য ভৃত্যধর্ম্ম বলিতেছি। কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ হইয়া নিত্য যে ব্যক্তি আদেশ পালন করে, এবং প্রভুর অগ্রে বা পশ্চাতে অবস্থান করে, সেই ভৃত্য পুণ্যভাগী বলিয়া কথিত। যে গুণবান্‌ পুত্র কায়মনঃকর্ম্মে বিশেষরূপে পিতামাতাকে পালন করে, তাহার প্রত্যহ ভাগীরথীস্নান হয়, ইহার অন্যথাকারী পাপভাগী হয় সন্দেহ নাই। হে ভামিনি! অপর উত্তম পাতিব্রতাধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাক্যে, মনে, কর্ম্মে, যে নারী দিনে দিনে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করে, ভর্ত্তা তুষ্ট হইলে যে নারী তুষ্ট হয়, ভর্ত্তা ক্রোধ করিলেও যে তাঁহাকে পরিত্যাগ না করে, তাড়িতা হইয়া যে নারী ভর্ত্তার দোষ গ্রহণ করে না, পরন্তু তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করে, এবং যে নারী সর্ব্বকর্ম্মে ভর্ত্তার অগ্রবর্ত্তিনী, সেই নারী পতিব্রতা বলিয়া কথিত। পিতা পতিত হউন, বহু দোষান্বিত হউন, কুষ্ঠী বা ক্রোধী হউন, পুত্রগণের তিনি কোনক্রমেই ত্যাজ্য নহেন। এইরূপে যে সকল পুত্র পিতামাতার শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০—২৫। এইরূপে যে সকল ভৃত্য প্রভুর পরিচর্য্যা করে, তাহাদেরও

পত্যুর্লোকং প্রযাস্যন্তে প্রসাদাৎ স্বামিনস্তদা
অগ্নিং নৈব ত্যজেদ্বিপ্রো ব্রহ্মলোকং প্রযাতি সঃ
অগ্নিত্যাগকরো বিপ্রো বৃষলীপতিরুচ্যতে ॥ ২৭
স্বামিদ্রোহী ভবেদ্ভৃত্যঃ স্বামিত্যাগান্ন সংশয়ঃ
অগ্নিঞ্চ পিতরং চৈব ন ত্যজেৎ স্বামিনং শুভে
সদা বিপ্রঃ সুতো ভৃত্যঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
পরিত্যজ্য প্রগচ্ছন্তি তে যান্তি নরকার্ণবম্ ॥২৯
পতিতং ব্যাধিতং দেবি বিকলং কুষ্ঠিনং তথা।
সর্ব্বকর্ম্মবিহীনঞ্চ প্রভাবিত্তাদিসঙ্কটম ॥ ৩০
ভর্ত্তারং ন ত্যজেন্নারী যদি শ্রেয় ইহেচ্ছতি।
ত্যক্ত্বা কান্তং ব্রজেন্নারী অন্যৎ কার্য্যমিহেচ্ছতি
সা মতা পুংশ্চলী লোকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতা ॥ ৩১
গতে ভর্ত্তরি যা গ্রাম্যং ভোগং শৃঙ্গারমেব চ।
সৌখ্যাচ্চ কুরুতে নারী পুংশ্চলী বদতে জনঃ ॥
এবং ধর্ম্মং বিজানামি বেদশাস্ত্রৈশ্চ সম্মতম্।
দানবা রাক্ষসাঃ প্রেতা ধাত্রা সৃষ্টা যদাদিতঃ ॥

তত্রেহ কারণং সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণা দানবাশ্চৈব পিশাচাশ্চৈব রাক্ষসাঃ ॥৩৫
ধর্ম্মার্থসকলং প্রোক্তমধীতং তৈস্তু সুন্দরি।
বিন্দন্তি সকলং সর্ব্ব আচরন্তি ন দানবাঃ ॥৩৬
বিধিহীনং প্রকুর্ব্বন্তি দানবা জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
অন্যায়েন দ্রবন্ত্যেতে মানবা বিধিবর্জ্জিতাঃ ॥৩৭
তেষাং শাসনহেত্বর্থং কৃতা এতেঽপি নান্যথা।
বিধিহীনং প্রকুর্ব্বন্তি যে তু ধর্ম্মং নরাধমাঃ।
তান্ বয়ং শাসয়ামো বৈ দণ্ডেন মহতা কিল ॥
ভবত্যা দারুণং কর্ম্ম কৃতমেব সুনির্ঘৃণম্।
গার্হস্থ্যং হি পরিত্যজ্য হ্যত্রায়াতা কিমর্থতঃ ॥৩৯
বদস্যেবং মুখেনাপি অহং হি পতিদেবতা।
কর্ম্মণা নাস্তি তদ্দৃষ্টং পতিদৈবতমেব তে ॥ ৪০
ভর্ত্তারঞ্চ পরিত্যজ্য কিমর্থং ত্বমিহাগতা।
শৃঙ্গারং ভূষণং বেশং কৃত্বা তিষ্ঠসি নির্ঘৃণা ॥ ৪১
কিমর্থং হি কৃতং পাপে কস্য হেতোর্ব্বদস্ব মে।
নিঃশঙ্কা বর্ত্তসে সা বৈ প্রমত্তা গিরিকাননে ॥৪২

সদ্রূপ গতি হইয়া থাকে। স্বামিসেবিনী নারীরাও স্বামীর প্রসাদে পতিলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। অগ্নি-অপরিত্যাগী বিপ্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। অগ্নিত্যাগী বিপ্র বৃষলীপতি নামে অভিহিত। স্বামিত্যাগে ভৃত্য স্বামিদ্রোহী হয়। অতএব হে শুভে! বিপ্র, পুত্র এবং ভৃত্য ইহারা অগ্নি পিতা এবং স্বামীকে কদাচ ত্যাগ করিবে না। আমার এ কথা অতি সত্য। নরগণ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নরকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া থাকে। নারী যদি ইহকালে শ্রেয়ঃ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা পতিত, ব্যাধিত, বিকল, কুষ্ঠী, সর্ব্বকর্ম্মহীন বা বিত্তাদি সঙ্কট-বর্জ্জিত, যাহাই হউন, তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না। যে নারী ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যেচ্ছায় যায়, সংসারে সে সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতা পুংশ্চলী বলিয়া বিদিতা হয়। ভর্ত্তার অনুপস্থিতিতে যে নারী সৌখ্য-বশে ভোগ ও শৃঙ্গার সেবা করে, লোকে তাহাকে পুংশ্চলী বলে। এইরূপে আমি বেদশাস্ত্রসম্মত সমস্ত ধর্ম্মে অভিজ্ঞ। বিধাতা

দানব, রাক্ষস ও প্রেতদিগকে যে অগ্রে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কারণ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, দানব, পিশাচ ও রাক্ষস ইহারা সমস্ত ধর্ম্মার্থ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এবং সমস্তই জানে; কিন্তু দানবেরা তদনুযায়ী আচরণ করে না। জ্ঞানহীন দানবেরা অবৈধ কার্য্য করে। যে সকল বিধিবর্জ্জিত মানব অন্যায় পথে যায়, তাহাদের শাসনার্থই এই সকল দানবের সৃষ্টি। যে সকল নরাধম অবৈধ ধর্ম্ম আচরণ করে, আমরা গুরুতর দণ্ডে তাহাদের শাসনবিধান করি। ২৬—৩৮। তুমি দারুণ কর্ম্ম করিয়াছ, গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে তুমি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি মুখে বল, আমি পতিদেবতা; কিন্তু তোমার কর্ম্ম দ্বারা তোমার পতিদৈবত্ব কিছুই দৃষ্ট হয় না। তুমি পতি পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য হেথায় আসিয়াছিলে? হে পাপে! তুমি শৃঙ্গারযুত বেশভূষা করিয়া কেন হেথায় অবস্থিতা? কোন্ অর্থে কিসের জন্য তুমি ইহা করিয়াছিলে, বল দেখি? তুমি নিঃশঙ্ক

ময়া ত্বং সাধিতা পাপা দণ্ডেন মহতা শৃণু ।
অধর্ম্মচারিণী দুষ্টা পতিং ত্যক্ত্বা সমাগতা ॥ ৪৩
ক্বাস্তে তৎ পতিদৈবত্বং দর্শয় ত্বং মমাগ্রতঃ ।
ভবতী পুংশ্চলী নাম যয়া ত্যক্তঃ স্বকঃ পতিঃ ॥
পৃথক্‌শয্যা যদা নারী তদা সা পুংশ্চলী মতা ।
যোজনানাং শতৈকস্য সোঽন্তরেণ প্রবর্ত্তসে ॥৪৫
ক্বাস্তি তে পতিদৈবত্বং পুংশ্চল্যাচারচারিণি ।
নির্লজ্জে নির্ঘৃণে দুষ্টে কিং মে বদসি সম্মুখী ।
তপসঃ ক্বাস্তি তে ভাবঃ ক্ব তেজো বলমেব চ ।
দর্শয়স্ব মমাদ্যৈব বলবীর্য্যপরাক্রমম্ ॥ ৪৭

পদ্মাবত্যুবাচ ।

স্নেহেনাপি সমানীতা শ্রূয়তামসুরাধম ।
ভর্ত্তুর্গেহাদহং পিত্রা ক্বাস্তে তত্র চ পাতকম্ ॥ ৪৮
নৈব কামান্ন লোভাচ্চ ন মোহান্ন চ মৎসরাৎ ।
আগতাহং পরিত্যজ্য পতিভাবেন সংস্থিতা ॥
ভর্ত্তৃরূপচ্ছলেনাপি ত্বয়ৈব পরিবঞ্চিতা ।
ভবন্তং মাথুরং জ্ঞাত্বা গতাহং সম্মুখং তব ॥ ৫০
মায়াবিনং যদা জানে ত্বামেবং দানবাধম ।
একেন হুঙ্কৃতেনৈব ভস্মীভূতং করোম্যহম্ ॥ ৫১

গোভিল উবাচ ।

চক্ষুর্হীনা ন পশ্যন্তি মানবাঃ শৃণু সাম্প্রতম্ ।
ধর্ম্মনেত্রবিহীনা ত্বং কথং জানাসি মামিহ ॥৫২
যদা তে ভাব উৎপন্নঃ পিতুর্গেহং প্রতি শৃণু ।
পতিধ্যানং পরিত্যজ্য মুক্তা ধ্যানেন ত্বং তদা ॥
জ্ঞানে তত্ত্বং যদা নষ্টং স্ফুটঞ্চ হৃদয়ং তব ।
কথং মাং ত্বং বিজানাসি জ্ঞানচক্ষুর্হতা ভুবি ॥ ৫৪
কন্যা মাতা পিতা ভ্রাতা কস্যাঃ স্বজনবান্ধবাঃ
সর্ব্বস্থানে পতিরেকো ভার্য্যায়াস্ত ন সংশয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা হি প্রহস্যৈব গোভিলো দানবাধমঃ ।
ন ভয়ং বিদ্যতে তেঽদ্য মমাপি শৃণু পুংশ্চলি ॥
কিং ভবেত্তব শাপেন বৃথৈব পরিকম্পসে ।

ও প্রমত্তা হইয়া গিরিকাননে বিচরণ করিতেছ, আমি গুরু দণ্ডে তোমার পাপ ফল বিধান করিলাম। শ্রবণ কর—দুষ্টা অধর্ম্মচারিণী তুমি পতিত্যাগ করিয়া হেথায় আগমন করিয়াছ; কোথায় তোমার পতিদৈবত্য তাহা আমায় দেখাও। তুমি পতি ত্যাগ করিয়াছ; সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি পুংশ্চলী। নারী পৃথক্ শয্যাশায়িনী হইলেই তাহাকে পুংশ্চলী বলা হয়। তুমি পতি হইতে শত যোজন ব্যবধানে বিচরণ করিতেছ; সুতরাং তোমার পতিদৈবত্য কোথায়? তুমি তো পুংশ্চলীর আচার অনুষ্ঠান করিতেছ। তাই বলিতেছি রে নির্লজ্জে, নির্ঘৃণে, দুষ্টে! তুই আমার সম্মুখে কি বলিতেছিস্? তোর তপঃ-প্রভাব কোথায় এবং তেজোবলই বা কোথায়? যদি থাকে, তবে আমায় আজ তোর বলবীর্য্য পরাক্রম প্রদর্শন কর্। পদ্মাবতী বলিলেন,—ওরে অসুরাধম! শ্রবণ কর্, আমি ভর্ত্তৃগৃহ হইতে স্নেহবশে পিতা কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছি; তাহাতে আমার পাতক কোথায়? আমি কামে, লোভে, মোহে বা মাৎসর্য্যে পতি ত্যাগ করিয়া আসি নাই। এখানেও আমি পতিভাবে ভাবিত হইয়াই অবস্থিতা। তুই ছলে আমার ভর্ত্তৃরূপ ধরিয়া আমায় বঞ্চনা করিয়াছিস্। আমি তোকে মথুরাধিপতি জ্ঞানেই তোর্ সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়াছিলাম। রে দানবাধম! আমি যদি তোকে মায়াবী বলিয়া বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটী মাত্র হুঙ্কারেই তোকে ভস্মীভূত করিতাম। গোভিল কহিল,—চক্ষুহীন মানবেরা দেখিতে পায় না। তুমি ধর্ম্মনেত্রহীন, কিরূপে আমাকে অবগত হইবে? পিতৃগৃহে তোমার যে ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল শ্রবণ কর,—তুমি পতিধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমুক্তা হইয়াছিলে।৩৯—৫৩। তখন তোমার জ্ঞাননেত্র নষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং জ্ঞাননেত্রহতা তুমি কিরূপে আমায় জানিবে? কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা স্বজনবান্ধব কাহার? সর্ব্বস্থানে ভার্য্যার একমাত্র পতিই বিদ্যমান। এই বলিয়া দানবাধম গোভিল হাস্যপূর্ব্বক বলিল,—হে পুংশ্চলি! তোমা হইতে আজ আর আমার ভয় নাই। তোমার শাপে

মম গেহং সমাশ্রিত্য ভুঙ্‌ক্ষ ভোগান্মনোঽনুগান্‌।
পদ্মাবত্যুবাচ।
গচ্ছ পাপসমাচার কিং ত্বং বদসি নির্ঘৃণ।
সতীভাবেন সংস্থাস্মি পতিব্রতপরায়ণা ॥ ৫৮
ধক্ষ্যামি ত্বাং মহাপাপ যদ্যেবং তু বদিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা তথৈকান্তে নিষসাদ মহীতলে ॥ ৫৯
দুঃখেন মহতাবিষ্টা তামুবাচ স গোভিলঃ।
তবোদরে ময়া ন্যস্তং স্ববীর্য্যং সুকৃতং শুভে ॥
তস্মাদুৎপৎস্যতে পুত্রস্ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকঃ।
এবমুক্ত্বা জগামাথ গোভিলো দানবস্তদা ॥ ৬১
গতে তস্মিন্ দুরাচারে দানবে পাপচারিণি।
দুঃখেন মহতাবিষ্টা নৃপকন্যা রুরোদ হ ॥ ৬২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

আমার কি হইবে? তুমি বৃথাই কম্পিত হইতেছ। অতএব বলিতেছি,—তুমি আমার গৃহে আসিয়া মনোনুকূল ভোগ সকল উপভোগ কর। পদ্মাবতী কহিলেন,—দূর হ' পাপাচার! তুই নির্ঘৃণের ন্যায় কি বলিতেছিস্? আমি সতীভাবে অবস্থিতা পতিব্রতা যদি আমায় অমন কথা বলিবি, তবে রে মহাপাপ! তোকে আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া পদ্মাবতী মহাদুঃখে একান্তে মহীতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন গোভিল তাঁহাকে বলিল,—হে শুভে! তোমার উদরে আমি স্ববীর্য্য বিন্যস্ত করিয়াছি, সেই বীর্য্য হইতে তোমার এক বিশ্ববিত্রাসক পুত্র উৎপন্ন হইবে। গোভিল দানব এই বলিয়া প্রস্থান করিল। পাপাচার দানব প্রস্থান করিলে নৃপাত্মজা মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৪—৬২।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।
গতে তস্মিন্ দুরাচারে গোভিলে পাপচেতসি
পদ্মাবতী রুরোদাথ দুঃখেন মহতান্বিতা ॥ ১
তস্যাস্তু রুদিতং শ্রুত্বা সখ্যঃ সর্ব্বা দ্বিজোত্তম।
পপ্রচ্ছুস্তাং রাজকন্যাং তাঃ সর্ব্বাশ্চ বরাননাম্
কস্মাদ্রোদিষি ভদ্রন্তে কথয়স্ব হি চেষ্টিতম্।
ক্ব গতোঽসৌ মহারাজো মাথুরাধিপতিস্তব ॥ ৩
যেন ত্বং হি সম হূতা প্রিয়েত্যুক্ত্বা বদস্ব নঃ।
তা উবাচ সুদুঃখেন রোদমানা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
তয়া আবেদিতং সর্ব্বং যজ্জাতং দোষসম্ভবম্।
তাভির্নীতা পিতুর্গেহং বেপমানা সুদুঃখিতা ॥ ৫
মাতুঃ সমক্ষং তস্যাস্তু আচচক্ষুস্তদা স্ত্রিয়ঃ।
সমাকর্ণ্য ততো দেবী গতা সা ভর্ত্তৃমন্দিরম্ ॥ ৬
ভর্ত্তারং শ্রাবয়ামাস সুতাবৃত্তান্তমেব হি।
সমাকর্ণ্য ততো রাজা মহাদুঃখী ত্বজায়ত ॥ ৭

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—পাপাত্মা দুরাচার গোভিল চলিয়া গেলে পদ্মাবতী মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহার রোদন শ্রবণে সমস্ত সখী আসিয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন সখী রোদন করিতেছ? তোমার মঙ্গল তো, কি হইয়াছে বল? যিনি তোমায় প্রিয়া সম্বোধনে আহ্বান করিলেন, সেই মথুরাধিপতি মহারাজ তোমার কোথায় গেলেন? আমাদিগকে বল। পদ্মাবতী পুনঃপুনঃ রোদন করিতে করিতে অতি দুঃখে তাঁহাদিগকে সমস্ত দোষসঙ্ঘটন প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সখীগণ তাঁহাকে পিতৃগৃহে লইয়া গেল। তিনি কুণ্ঠিতকায়ে অতি দুঃখে পিতৃ-গৃহে উপস্থিত হইলেন। ১—৫। তখন পদ্মাবতীর সখীগণ তাঁহার মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। মাতা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভর্ত্তৃমন্দিরে গমন করিলেন এবং কন্যাজনিত সমস্ত বৃত্তান্ত ভর্ত্তাকে শুনাই-

যানাচ্ছাদনকং দত্বা পরিবারসমন্বিতাম্ ।
মথুরা প্রেষয়ামাস গত্বা সা প্রিয়মন্দিরম্ ॥ ৮
সুতাদোষং সমাচ্ছাদ্য পিতা মাতা দ্বিজোত্তম ।
উগ্রসেনস্তু ধর্ম্মাত্মা পদ্মাবতীং সমাগতাম্ ॥ ৯
স দৃষ্ট্বা মুমুদে চাশু উবাচেদং বচঃ পুনঃ ।
ত্বয়া বিনা ন শক্নোমি জীবিতুং হি বরাননে ॥
সত্যপ্রভাসি মে প্রীতা গুণৈঃ শীলৈস্তু সর্ব্বদা ।
ভক্ত্যা সত্যেন তে কান্তে পাতিব্রত্যৈর্গুণৈঃ
সমাভাষ্য প্রিয়াং ভার্য্যাং পদ্মাবতীং নরেশ্বরঃ ।
তয়া সার্দ্ধং স বৈ রেমে উগ্রসেনো নৃপোত্তমঃ ।
ববৃধে দারুণো গর্ভঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ ।
পদ্মাবতী বিজানাতি তস্য গর্ভস্য কারণম ॥ ১৩
সোদরে বর্দ্ধমানস্য চিন্তয়ন্তী দিবানিশম্ ।
অনেন কিমু জাতেন লোকনাশকরেণ বৈ ॥ ১৪
অনেনাপি ন মে কার্য্যং দুষ্টপুত্রেণ সাম্প্রতম্ ।
ঔষধীং পৃচ্ছতে সা তু গর্ভপাতস্য সর্ব্বতঃ ॥১৫
নারী মহৌষধং সা হি বিন্দন্তী চ দিনে দিনে ।
গর্ভস্য পাতনায়ৈব উপায়া বহবঃ কৃতাঃ ॥ ১৬
ববৃধে দারুণো গর্ভঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ ।
তামুবাচ ততো গর্ভঃ পদ্মাবতীঞ্চ মাতরম্ ॥ ১৭
কস্মাত্ত্বং ব্যথসে মাতরৌষধীভির্দ্দিনে দিনে ।
পুণ্যেন বর্দ্ধতে চায়ুঃ পাপেনাল্পং তু জীবিতম্ ।
আত্মকর্ম্মবিপাকেন জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তি চ ।
আমগর্ভাঃ প্রযান্ত্যন্যে ত্বপরাস্তু মহীতলে ॥ ১৯
জাতমাত্রা ম্রিয়ন্ত্যন্যে কতি তে যৌবনান্বিতাঃ
বালবৃদ্ধাশ্চ তরুণা আয়ুষো বশতাং গতাঃ ॥২০
সর্ব্বে কর্ম্মবিপাকেন জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তি চ ।
ঔষধো মন্ত্রদেবাশ্চ নিমিত্তাঃ স্বার্থসংশয়াঃ ॥ ২১
মামেব হি ন জানাসি ভবতী যাদৃশো হ্যহম্ ।
দৃষ্টঃ শ্রুতস্ত্বয়া পূর্ব্বং কালনেমির্মহাবলঃ ॥ ২২
দানবানাং মহাবীর্য্যস্ত্রৈলোক্যস্য ভয়প্রদঃ ।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে হতোহহং বিষ্ণুনা পুরা ॥২৩

লেন। রাজা সত্যকেতু তৎশ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং যথাযোগ্য যানাচ্ছাদনাদি প্রদান করিয়া পরিজন সমভিব্যাহারে কন্যাকে মথুরায় প্রেরণ করিলেন। পিতা, মাতা, কন্যার দোষ ঢাকিয়া দিলেন। কন্যা পতিগৃহে উপস্থিত হইল। ধর্ম্মাত্মা উগ্রসেন পদ্মাবতীকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—অয়ি বরাননে! তুমি বিনা জীবন ধারণে আমি অক্ষম। হে কান্তে! তোমার ভক্তি, সত্য, ও পাতিব্রত্য গুণে এবং অন্যান্য গুণে শীলে আমার নিকট তুমি সর্ব্বদা একান্তই উৎকর্ষযুক্তা। নরেশ্বর উগ্রসেন প্রিয়া ভার্য্যা পদ্মাবতীকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সর্ব্বলোকভয়প্রদ দারুণ গর্ভ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পদ্মাবতী সেই দারুণ গর্ভের কারণ অবগত ছিলেন। তিনি রাত্রিদিন সেই বর্দ্ধমান গর্ভের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন;—ভাবিলেন,—ঐ লোকনাশকর দুষ্ট পুত্র জননে ফল কি? ইহা দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গর্ভপাতের ঔষধের বিষয় সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি নিত্য নিত্য ঐ বিষয়ের অনেক ওষধি লাভ করিলেন এবং গর্ভপাতনের জন্য বহু উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দারুণ গর্ভ বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। তখন গর্ভস্থ পুত্র পদ্মাবতীকে বলিল,—মাতঃ! প্রতিদিন ঔষধি প্রয়োগ করিয়া কেন ব্যথিত হইতেছ। জীবের আয়ু পুণ্যে বর্দ্ধিত এবং পাপে নষ্ট হয়। জীব আত্মকর্ম্মবিপাকে জীবিত এবং মৃত হইয়া থাকে। কেহ আমগর্ভ এবং কেহ বা অপরগর্ভ, কেহ জাতমাত্র এবং কেহ বা প্রাপ্তযৌবন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাল, বৃদ্ধ, যুবক, সকলেই আয়ুষ্কালের বশীভূত; সকলেই কর্ম্মবিপাকে জীবিত এবং মৃত হয়। ঔষধি, মন্ত্র, দেবতা এ সকল নিমিত্ত মাত্র। ৬-২১। আমি কিরূপ, তাহা তোমার অবিদিত। তুমি পূর্ব্বে মহাবল কালনেমিকে দেখিয়াছ এবং তাহার নাম শুনিয়াছ। আমি সেই কালনেমি—দানবগণের মধ্যে মহাবীর্য্য

সাধনায় চ বৈরমাগতোঽস্মি তবোদরম্।
সাহসঞ্চ শ্রমং মা কুর্ণা কুরুষ দিনে দিনে ॥ ২৪
এবমুক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ মাতরং বিররাম সঃ।
সা তোদ্যমং পরিত্যজ্য মহাদুঃখ দভূত্তদা ॥ ২৫
দশাব্দাশ্চ গতা যাবত্তাবদ্বৃদ্ধিমবাপ্তবান।
পশ্চাজ্জজ্ঞে মহাতেজাঃ কংসোঽভূৎ স মহাবলঃ
যেন সন্ত্রাসিতা লোকাস্ত্রৈলোক্যস্থ নিবাসিনঃ
যো হতো বাসুদেবেন গতো মোক্ষং ন
স শয়ঃ (১) ॥ ২৭
এবং শ্রুতা ময়া কান্ত ভবিষ্যন্তু ভবিষ্যতি।
পুরাণেষ্বেব সর্ব্বেষু নিশ্চিতং কথিতং তব ॥ ২৮
পিতৃগৃহে স্থিতা কন্যা নাশমেবং প্রযাতি সা।
গৃহবাসায় মে কান্ত কন্যামেঽহং ন কারয়েৎ ॥২৯
ইমাং দুষ্টাং মহাপাপাং পরিত্যজ্য স্থিরো ভব।
প্রাপ্তব্যং তু মহাপাপং দুঃখং দারুণমেব চ ॥৩০
লোক শ্রেয়স্করং কান্ত তদ্‌ভুঙ্‌ক্ষ ত্বং ময়া সহ

শূকর্য্যুবাচ।

এতদ্বাক্যং সুমন্ত্রং তু শ্রুত্বা স হি দ্বিজোত্তমঃ।
ত্যাগে মতিং চকারসৌ সমাহূতা হ্যহং তদা ॥৩২
সকলং বস্ত্রশৃঙ্গারং মম দত্তং শুভে শৃণু।
তবৈব দুর্নয়ৈর্বিপ্রঃ শিবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৩
গতো বৈ মান্দমান দুষ্টে কুলদুষ্টপ্রচারিণি।
যত্র তে তিষ্ঠতে ভর্ত্তা তত্র গচ্ছ ন সংশয়ঃ ॥৩৪
তব যদ্রোচতে স্থানং যথা দিষ্টং তথা কুরু।
এবমুক্তা মহাভাগে পিতৃমাতৃকুটুম্বকৈঃ।
পরিত্যক্তা গতা শীঘ্রং নির্লজ্জাহং বরাননে ॥ ৩৫
ন লভাম্যহমেবাপি বাসস্থানং সুখং শুভে।
ভর্ৎসয়ন্তি চ মাং লোকাঃ পুংশ্চলীয়ং সমাগতা
আর্ত্তমানা গতা দেশাৎ কুলমানেন বর্জ্জিতা।

এবং ত্রৈলোক্যভয়প্রদ। ঘোর দেবাসুরযুদ্ধে পুরাকালে বিষ্ণু আমায় নিহত করেন। আমি সেই বৈরসাধনোদ্দেশে তোমার উদরে আসিয়াছি। অতএব হে মাতঃ! তুমি এরূপ সাহস এবং শ্রম প্রত্যহ করিও না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! গর্ভস্থ দানব মাতাকে এই বলিয়া বিরত হইল। মাতা গর্ভপাতনোদ্যম পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। দশবর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভ বৃদ্ধি পাইল। পশ্চাৎ সেই গর্ভ হইতে মহাতেজা মহাবল কংস প্রাদুর্ভূত হইল। এই কংস হইতেই ত্রিলোকবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। কংস বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছিল। হে কান্ত! আমি শুনিয়াছি, এইরূপ ভবিষ্য ঘটনা ঘটিবে। সর্ব্ব পুরাণেই এই বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। আমিও তোমার নিকট ইহা বলিলাম। কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া এইরূপে নষ্টচরিত্রা হইয়াছে। অতএব পিতৃগৃহবাসার্থ কন্যাকে নির্ব্বন্ধ সহকারে রাখিবে না। হে কান্ত! আপনি এই দুষ্টা পাপিনী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন। অন্যথা মহাদুঃখ, মহাপাপ প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং লোকে যাহা শ্রেয়স্কর, তাদৃশ সুখ আমার সহিত ভোগ করুন। ২২—৩১। শূকরী কহিল,—সেই দ্বিজোত্তম, ঈদৃশ বাক্য এবং সুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া কন্যাত্যাগে মত করিলেন এবং আমি তখন আহূত হইলাম। পিতা আমাকে বলিলেন,—শ্রবণ কর, তোমায় সমস্ত বসন ভূষণ আমি প্রদান করিয়াছি। হে শুভে! তোমারই দুর্নয়ে মতিমান দ্বিজবর সোমশর্ম্মা চলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে কুলদূষণি! দুষ্টে! তোমার ভর্ত্তা যেখানে আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর। অথবা তোমার যে স্থানে অভিরুচি হয়, গমন কর। হে মহাভাগে! আমি, পিতা মাতা ও কুটুম্বগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিতা ও পরিত্যক্তা হইয়া সত্বর নির্লজ্জার ন্যায় প্রস্থান করিলাম। কিন্তু হে শুভে! আমি কুত্রাপি বাসস্থান বা সুখ লাভ করিতে পারিলাম না। 'ঐ পুংশ্চলী আসিয়াছে' এই বলিয়া লোক সকল আমায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। আমি কুলমান-

---

(১) পুস্তকান্তরে অতঃপরং "ব্রাহ্মণ্যুবাচ" ইতি দৃশ্যতে।

দেশে গুর্জ্জরকে পুণ্যে সৌরাষ্ট্রে শিবমন্দিরে ॥
বনস্থলেতি বিখ্যাতং নগরং বৃদ্ধিসঙ্কুলম্ ।
অতীব পীড়িতা দেবি ক্ষুধয়াহং তদা শৃণু ॥ ৩৮
কর্পরং হি করে গৃহ্য ভিক্ষার্থমুপচক্রমে ।
গৃহিণাং দ্বারদেশেষু প্রবিশামি সুদুঃখিতা ॥ ৩৯
মম রূপং বিপশ্যন্তি লোকাঃ কুৎসন্তি ভামিনি ।
ন দদন্তে চ মে ভিক্ষাং পাপা চেয়ং সমাগতা ॥
এবং দুঃখসমাহারা দারিদ্র্যপরিপীড়িতা ।
অটন্ত্যা চ ময়া দৃষ্টং গৃহমেকমনুত্তমম্ ॥ ৪১
তুঙ্গপ্রাকারসংবেষ্টং বেদশালাসমন্বিতম্ ।
বেদধ্বনিসমাকীর্ণং বহুবিপ্রসমাকুলম্ ॥ ৪২
ধনধান্যসমাকীর্ণং দাসীদাসৈরলঙ্কৃতম্ ।
প্রবিবেশ গৃহং রম্যং লক্ষ্ম্যা মুদিতমেব তৎ ॥
তদ্‌গৃহং সর্ব্বতো ভদ্রং তস্যৈব শিবশর্ম্মণঃ ।
ভিক্ষাং দেহীত্যুবাচাথ সুদেবা দুঃখপীড়িতা ॥
শিবশর্ম্মাথ শুশ্রাব ভিক্ষাশব্দং দ্বিজোত্তমঃ ।
মঙ্গলা নাম বৈ ভার্য্যা লক্ষ্মীরূপা বরাননা ॥ ৪৫
তাং হসন্ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা শিবশর্ম্মা মহামতিঃ ।
ইয়ং হি দুর্ব্বলা প্রাপ্তা ভিক্ষার্থং দ্বারমাগতা ।
সমাহূয় প্রিয়ে চৈনাং দেহি ত্বং ভোজনং শুভে
কৃপয়া পরয়াবিষ্টা জ্ঞাত্বা মাং তু সমাগতাম্ ॥ ৪৭
প্রোবাচ মঙ্গলা কান্তং দাস্যামি প্রিয়ভোজনম্
এবমুক্ত্বা চ ভর্ত্তারং মঙ্গলা মঙ্গলান্বিতা ।
পুনর্মাং ভোজয়ামাস মিষ্টান্নেন সুদুর্ব্বলাম্ ॥৪৮
মামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা শিবশর্ম্মা মহামুনিঃ ।
কা ত্বমত্র সমায়াতা কস্য বা ভ্রমসে জগৎ ॥ ৪৯
কেন কার্য্যেণ সর্ব্বত্র কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ভর্ত্তুশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ৫০
স্বরেণ লক্ষিতঃ কান্তো ময়া বৈ পাপয়া তদা ।
ব্রীড়য়াধোমুখী জাতা দৃষ্টো ভর্ত্তা যদা ময়া ॥ ৫১
মঙ্গলা চারুসর্ব্বাঙ্গী ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ।
কা চেয়ং হি সমাচক্ষ্ব স্বামিন্ দৃষ্টা হি বিলজ্জতি ॥

বর্জ্জিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একদা গুর্জ্জরদেশের অন্তর্গত পবিত্র সৌরাষ্ট্র প্রদেশের সমৃদ্ধ বনস্থল নামক নগরের এক শিবমন্দিরে ক্ষুধায় অতি-পীড়িত হইয়া আমি উপস্থিত হইলাম। তৎ-কালে আর কি হইল, শ্রবণ করুন, আমি করে কর্পর লইয়া ভিক্ষার্থ গৃহিগণের দ্বারে দ্বারে অতি দুঃখে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। হে ভামিনি। আমার আকৃতি দেখিয়াই লোক সকল আমায় নিন্দা করিতে লাগিল। 'এই পাপিনী আসিয়াছে।' এই বলিয়া কেহই ভিক্ষাদানও করিতে লাগিল না। এইরূপে আমি বহু দুঃখের আক্রমণে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক উত্তম গৃহ দেখিতে পাইলাম। সেই গৃহের প্রাকার-বেষ্টন অত্যুন্নত। উহা বেদশালায় অন্বিত, বেদনিনাদে পরিব্যাপ্ত, বিপ্রসমূহে সমলঙ্কৃত, ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও দাসদাসীজনে পরিবৃত। লক্ষ্মী যেন প্রীত হইয়া সেই রম্য গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সর্ব্ব শুভময় গৃহ আমারই পতি সেই শিবশর্ম্মার গৃহ। দুঃখপীড়িতা আমি এই গৃহদ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিলাম। দ্বিজবর শিবশর্ম্মা ভিক্ষা শব্দ শুনিয়া তাঁহার লক্ষ্মী-রূপিণী মঙ্গলানাম্নী সুন্দরী ভার্য্যাকে সহাস্যে বলিলেন,—দুর্ব্বল বালা ভিক্ষার্থে দ্বারে উপ-স্থিত। হে প্রিয়ে! উহাকে আহ্বান করিয়া ভোজন দান কর। লক্ষ্মীরূপিণী মঙ্গলা তৎ-শ্রবণে পরম কৃপাদৃষ্টি হইয়া আমার আগমন অবগত হইলেন এবং কান্তকে বলিলেন,—আমি ভোজন প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া মঙ্গলযুতা মঙ্গলা মিষ্টান্ন দ্বারা আমাকে ভোজন করাইলেন। ৩২—৪৮। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শিবশর্ম্মা আমাকে বলিলেন,—কে তুমি, কাহার নারী, এখানে আসিয়াছ? কি কার্য্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছ? আমার নিকট বল। স্বীয় মহাত্মা ভর্ত্তার এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি-লাম। পাপিনী আমি তৎকালে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ভর্ত্তাকে যখন দেখিলাম, তখন চারুগাত্রী মঙ্গলা ভর্ত্তাকে বলিলেন,—বলুন স্বামিন্! কে এই বালা আপনাকে

কথয়স্ব প্রসাদেন কা চ এষা ভবিষ্যতি ॥ ৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিত্রে
একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ।

মঙ্গলে শ্রূয়তাং বাক্যং যদি পৃচ্ছসি সাম্প্রতম্‌।
যদর্থং হি ত্বয়া পৃষ্টং তন্নিবোধ বরাননে ॥ ১
ইয়ং হি সাম্প্রতং প্রাপ্তা বরাকী ভিক্ষুরূপিণী।
বসুদত্তস্য বিপ্রস্য সুতেয়ং চারুলোচনে ॥ ২ •
সুদেবা নাম ভদ্রেয়ং মম জায়া প্রিয়া সদা।
কেনাপি কারণেনৈব দেশং ত্যক্ত্বা সমাগতা ॥ ৩
মম দুঃখেন দগ্ধেয়ং বিয়োগেন বরাননে।
মাং জ্ঞাত্বা তু সমায়াতা ভিক্ষুরূপেণ তে গৃহম্‌ ॥ ৪
এবং জ্ঞাত্বা ত্বয়া ভদ্রে আতিথ্যং পরিশোভনম্‌
কর্ত্তব্যঞ্চ ন সন্দেহ ইচ্ছন্ত্যা মম সুপ্রিয়ম্‌ ॥ ৫
ভর্ত্তুর্বাক্যং নিশম্যৈব মঙ্গলা পতিদেবতা।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা স্বয়মেব সুমঙ্গলা ॥ ৬
স্নানাচ্ছাদনভোজ্যঞ্চ মম চক্রে বরাননে।
রত্নকাঞ্চনমুক্তৈশ্চাভরণৈশ্চ পতিব্রতে ॥ ৭
অহং হি ভূষিতা ভদ্রে তয়ৈব পতিকাম্যয়া।
তয়াহং সুখিতা দেবি মানস্নানৈশ্চ ভোজনৈঃ ॥৮
ভর্ত্রাহং মানিতা দেবি জাতং দুঃখমনন্তকম্‌।
মমোরসি মহাতীব্রং সর্ব্বপ্রাণবিনাশনম্‌ ॥ ৯
তস্যা মানো ময়া দৃষ্টো দুঃখমাত্মগতং তথা (১)
চিন্তা মে দারুণা জাতা যয়া প্রাণা ব্রজন্তি মে ॥
কদা সুবচনং দত্তং ন ময়া পাপয়া শুভম্‌।
অস্যৈব বিপ্রবর্য্যস্য হ্যাচরন্ত্যা চ দুষ্কৃতম্‌ ॥ ১১
পাদপ্রক্ষালনং নৈব চাঙ্গসংবাহনং ন হি।
একান্তং ন ময়া দত্তং তস্যৈব হি মহাত্মনঃ ॥ ১২
কথং সম্ভাষ্যমস্যৈব করিষ্যে পাপনিশ্চয়া।
রাত্রৌ চৈব তদা তত্র পতিতা দুঃখসাগরে ॥১৩

দেখিয়া লজ্জিতা হইতেছে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এ নারী কে? ৪৯—৫৩।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—মঙ্গলে! যদি জানিতে চাও, তবে সম্প্রতি শ্রবণ কর। অয়ি বরাননে! যে জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছ, শুন। সম্প্রতি এই যে ভিক্ষুরূপিণী বরাকী উপস্থিত হইয়াছে, এ বিপ্র বসুদত্তের কন্যা। ইহার নাম সুদেবা। এই সুদেবাই আমার প্রিয়-পত্নী ছিল। হে বরাননে! এ আমার বিয়োগদুঃখে দগ্ধ হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি এ স্থানে আছি, ইহা জানিয়া এ নারী ভিক্ষুরূপে তোমার গৃহে আসিয়াছে। হে ভদ্রে! তুমি ইহা অবগত হইয়া আমার প্রিয় কামনায় ইহার উত্তম আতিথ্য কর। পতিদেবতা মঙ্গলা ভর্ত্তার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া নিজেই আমার স্নান, বসন ও ভোজন সম্পাদন করিলেন। হে ভদ্রে, পতিব্রতে! আমি সেই পতিব্রতা কর্ত্তৃক রত্ন-কাঞ্চনাভরণে বিভূষিতা হইলাম। পতিব্রতা মঙ্গলা আমাকে স্নানভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। হে দেবি! আমি ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এইরূপে মানিত হইলে আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রাণহর তীব্র দুঃখ উপস্থিত হইল। আমি মঙ্গলার সম্মান দেখিলাম। নিজের দুঃখ অনুভব করিলাম। আমার দারুণ চিন্তা হইল। সেই চিন্তায় শেষে আমার প্রাণ বহির্গত হইল। ১—১০। আমি ভাবিলাম,—পাপিনী দুষ্কৃতকারিণী আমি এই বিপ্রবর্য্যকে কদাচ মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করি নাই। ইঁহার পাদপ্রক্ষালন বা একান্তে অঙ্গসংবাহন করি নাই। পাপচিত্তা আমি কেমনে ইহার সহিত এখন সম্ভাষণ করিব?

---

(১) অত্র পুস্তকান্তরে "অস্যা মানং ময়া দৃষ্টমাত্মনশ্চ সুদুষ্কৃত"মিতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

এবং হি চিন্তমানায়াঃ স্ফুটিতং হৃদয়ং মম ।
গতাঃ প্রাণাঃ শরীরং মে ত্যক্ত্বা তত্র বরাননে
তত্র দূতাঃ সমায়াতা ধর্ম্মরাজস্য বৈ তদা ।
বীরাশ্চ দারুণাঃ ক্রূরা গদাচক্রাসিধারিণঃ ॥১৫
তৈস্তু বদ্ধা মহাভাগে শৃঙ্খলৈর্দৃঢ়বন্ধনৈঃ ।
নীতা যমপুরং তৈস্তু রুদমানা সুদুঃখিতা ॥ ১৬
মুদ্গরৈস্তাড্যমানাহং দুর্গমার্গেণ পীড়িতা ।
ভর্ৎস্যমানা যমস্যাগ্রে তৈস্তত্রাহং প্রবেশিতা ॥
দৃষ্টাহং যমরাজেন সক্রোধেন মহাত্মনা ।
অঙ্গারসঞ্চয়ে ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা নরকসঞ্চয়ে ॥ ১৮
লোহস্য পুরুষং কৃত্বা অগ্নিনা পরিতাপিতা ।
মমোরসি সমুৎক্ষিপ্তো নিজভর্ত্তুশ্চ বঞ্চনাৎ ॥ ১৯
নানাপীড়াভিঃ সংযুক্তা নরকাগ্নিপ্রতাপিতা ।
তৈলদ্রোণ্যাং পরিক্ষিপ্তা করম্ভবালুকোপরি ॥২০
অসিপত্রৈশ্চ সংছিন্না দেহে ব্রণ বাহিতা ।
কূটশাল্মলিবৃক্ষেষু ক্ষিপ্তা তেন মহাত্মনা ॥ ২১
পূয়শোণিতবিষ্ঠায়াং পাতিতা কৃমিসঙ্কুলে ।
সর্ব্বেষ্বেব নরকেষু ক্ষিপ্তাহং নৃপনন্দিনি ॥ ২২
পীড়াযুক্তেষু তীব্রেষু তেনৈবাপি মহাত্মনা ।
করপত্রৈঃ পাটিতাহং শক্তিভিস্তাড়িতা ভৃশম্ ॥
অন্যেষ্বেব নরকেষু পাতিতা নৃপনন্দিনি ।
যোনিগর্ত্তেষু ক্ষিপ্তাস্মি পতিতা দুঃখসঙ্কটে ॥ ২৪
ধর্ম্মরাজেন তেনাহং নরকেষু নিপাতিতা ।
বল্লুনী-যোনিমাসাদ্য ভুক্তং দুঃখং সুদারুণম্ ॥
গতাহং ক্রোষ্টুকীং যোনিং শ্বানযোনিং
পুনর্গতা ।
সকুক্কুটীঞ্চ মার্জ্জারীমাখুযোনিং গতা হ্যহম্ ॥২৬
এবং যোনিবিশেষেষু পাপযোনিষু তেন চ ।
ক্ষিপ্তাস্মি ধর্ম্মরাজেন পীড়িতা সর্ব্বযোনিষু ॥ ২৭
তেনৈবাহং কৃতা ভূমৌ শূকরী নৃপনন্দিনি ।
তব হস্তে মহাভাগে সন্তি তীর্থান্যনেকশঃ ॥২৮
তেনোদকেন সিক্তাস্মি ত্বয়ৈব বরবর্ণিনি ।
মম পাপং গতং দেবি প্রসাদাত্তব সুন্দরি ॥ ২৯
তবৈব তেজঃপুণ্যেন জাতং জ্ঞানং বরাননে ।
ইদানীং মামুদ্ধরস্ব পতিতাং নরকসঙ্কটে ॥ ৩০

এই ভাবিয়া রাত্রিকালে আরও দুঃখ সাগরে পতিত হইলাম। আমার হৃদয় স্ফুটিত হইল। হে বরাননে! তৎকালে আমার প্রাণ সকল দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন গদাচক্রাসিধারী বীর ক্রূর দারুণ যমদূতগণ আসিয়া দৃঢ়বন্ধ-শৃঙ্খলে বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে যমপুরে লইয়া গেল। আমি অতিদুঃখে রোদন করিতে লাগিলাম। আমি দুর্গমমার্গে নীত হইলাম, মুদ্গর দ্বারা তাড়িত হইতে লাগিলাম; যমদূতগণের দুর্ব্বাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া যমের অগ্রে প্রেষিত হইলাম; মহাত্মা যমরাজ আমাকে দেখিয়া সক্রোধে অগ্রে অঙ্গারসঞ্চয় নরকে এবং পরে আন্যান্য বহু নরকে নিক্ষেপ করিয়া একটা অগ্নি-পরিতাপিত লৌহপুরুষ আমার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। পতিবঞ্চনার ফলে আমি তখন নানা পীড়াযুক্ত হইয়া নরকাগ্নি দ্বারা প্রতাপিত হইয়া করম্ভবালুকাপরি এবং তৈল-দ্রোণীতে নিক্ষিপ্ত হইলাম। হে নৃপনন্দিনি! মহাত্মা যম অসিপত্র দ্বারা ছিন্ন, জলযন্ত্রে বাহিত, কূটশাল্মলী বৃক্ষে নিক্ষিপ্ত, পূয়-শোণিতবিষ্ঠায় পাতিত, অন্য বহু পীড়াযুক্ত বীভৎস নরকে নিমজ্জিত, করপত্রে পাটিত, শক্তি দ্বারা তাড়িত, অন্য বহু নরকে পাতিত, ও যোনিগর্ত্তে নিবেশিত করিলেন। ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে বহু নরকে নিপাতিত হইয়া আমি দুঃখসঙ্কটে পতিত হইলাম। অনন্তর আমি বল্লুনী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুদারুণ দুঃখ-ভোগ করিলাম। শেষে যথাক্রমে ক্রোষ্টুকী, শুনী, কুক্কুটী, মার্জ্জারী ও আখুযোনি প্রাপ্ত হইলাম। ১১—২৬। এইরূপে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পাপময় বিবিধ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পীড়িত হইলাম। হে নৃপনন্দিনি! তিনিই আমাকে ভূতলে শূকরী করিয়াছেন। হে মহাভাগে! তোমার হস্তে বহুতীর্থ আছে। সেই তীর্থোদকে আমি সিক্ত হইয়াছি। হে বরবর্ণিনি, দেবি! তোমার প্রসাদে আমার পাপাপগম হইয়াছে এবং তোমারই পুণ্য-তেজে আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি

যদা নোদ্ধরসে দেবি পুনর্যাস্যামি দারুণম্।
নরকঞ্চ মহাভাগে ত্রাহি মাং দুঃখভাগিনীম্।
গতাহং পাপভাবেন দীনাহঞ্চ নিরাশ্রয়া ॥ ৩১
সুদেবোবাচ।
কিং কৃতং হি ময়া ভদ্রে সুকৃতং পুণ্যসম্ভবম্।
যেনাহমুদ্ধরে ত্বাং বৈ তন্মে ত্বং বদ সাম্প্রতম্
শূকর্য্যুবাচ।
অয়ং রাজা মহাভাগ ইক্ষ্বাকুর্মনুনন্দনঃ।
বিষ্ণুরেব মহাপ্রাজ্ঞো ভবতী শ্রীর্ন নান্যথা ॥ ৩৩
পতিব্রতা মহাভাগা পতিব্রতপরায়ণা।
ত্বং সতী সর্ব্বদা ভদ্রে সর্ব্বতীর্থময়ী প্রিয়া ॥ ৩৪
দেবি সর্ব্বময়ী নিত্যং সর্ব্বদেবময়ী সদা।
মহাপতিব্রতা লোক একা ত্বং নৃপতেঃ প্রিয়া ॥
যয়া শুশ্রূষিতো ভর্ত্তা ভবত্যা হি অহর্নিশম্।
একস্য দিবসস্যাপি পুণ্যং দেহি বরাননে ॥ ৩৬
পতিশুশ্রূষিতস্যাপি যদি মে কুরুষে প্রিয়ম্।
মম মাতা পিতা ত্বং বৈ ত্বং মে গুরুঃ সনাতনঃ
অহং পাপা দুরাচারা অসত্যা জ্ঞানবর্জ্জিতা।
মামুদ্ধর মহাভাগে ভীতাহং যমতাড়নৈঃ ॥ ৩৮
সুকলোবাচ।
এবং শ্রুত্বা তয়া প্রোক্তং সমালোক্য নৃপং তদা
কিং করোমি মহারাজ এষা কিং বদতে পশুঃ ॥
ইক্ষ্বাকুরুবাচ।
এনাং দুঃখাং বরাকীং বৈ পাপযোনিং গতাং শুভে।
সমুদ্ধর স্বপুণ্যৈস্ত্বং মহচ্ছ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪০
এবমুক্তা বরা নারী সুদেবা চারুমঙ্গলা।
উবাচৈকাব্দপুণ্যং তে ময়া দত্তং বরাননে ॥ ৪১
এবমুক্তেন বাক্যেন তয়া দেব্যা হি তৎক্ষণাৎ
রূপযৌবনসম্পন্না দিব্যমালাবিভূষিতা ॥ ৪২
দিব্যদেহা চ সম্ভূতা তেজোজ্বালাসমাবৃতা ॥ ৪৩
সর্ব্বভূষণশোভাঢ্যা নানারত্নৈশ্চ শোভিতা।
সঞ্জাতা দিব্যরূপা সা দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ৪৪
দিব্যং বিমানমারূঢা অন্তরিক্ষং গতা সতী।

নরকসঙ্কটনিমগ্না, আমাকে এক্ষণে তুমি উদ্ধার কর। হে দেবি! তুমি উদ্ধার না করিলে পুনরায় আমি দারুণ নরকে নিপতিত হইব। আমি দুঃখভাগিনী; হে মহাভাগে! আমাকে ত্রাণ ক[illegible] আমি পাপভাবগতা, দীনা, নিরাশ্রয়া। সুদেবা কহিলেন,—হে ভদ্রে! আমি কি পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি যে, তোমাকে আমি উদ্ধার করিব? তুমি সে কথা সম্প্রতি ব্যক্ত কর। শূকরী কহিল,—এই মনুনন্দন মহাভাগ ইক্ষ্বাকুরাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণু; আর তুমি সাক্ষাৎ শ্রী; এ কথা নিঃসন্দেহ। তুমি পতিব্রতা পতিপরায়ণা মহাভাগ্যশালিনী সতী; সুতরাং সর্ব্বদাই তুমি সর্ব্বতীর্থময়ী। হে দেবি! তুমি সদা সর্ব্বময়ী ও সর্ব্বদেবময়ী। এ জগতে তুমি একমাত্র নৃপপ্রিয়া মহাপতিব্রতা। হে বরাননে! রাত্রিদিন তুমি ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিতেছ, যদি আমার প্রিয়াচরণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার একটী দিনের পুণ্য আমায় প্রদান কর। তুমিই আমার মাতা-পিতা এবং তুমিই আমার সনাতন গুরু। আমি পাপিনী, দুরাচারিণী, অসত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানহীনা নারী, আমায় তুমি উদ্ধার কর। হে শুভে! আমি যমতাড়নে ভীত হইয়াছি। ২৭—৩৮। সুকলা কহিলেন,—সুদেবা তৎশ্রবণে রাজার দিকে তাকাইয়া তৎকালে বলিলেন,—মহারাজ! আমি কি করিব, এ পশু কি বলিতেছে? ইক্ষ্বাকু বলিলেন,—এই দুঃখিনী বরাকী পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে শুভে! তুমি ইহাকে স্বীয় গুণে উদ্ধার কর; তোমার মহামঙ্গল হইবে। বরাঙ্গনা চারুমঙ্গলা সুদেবা স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া শূকরীকে বলিলেন;—বরাননে! তোমাকে আমি আমার এক বৎসরের পুণ্য প্রদান করিলাম। সুদেবা এই কথা কহিলে শূকরী তৎক্ষণাৎ রূপযৌবন-সম্পন্না, দিব্যমালামণ্ডিতা দিব্যদেহা, তেজঃপ্রকর্ষে পরিবৃতা, সর্ব্বভূষণভূষিতা, নানারত্নে সমলঙ্কৃতা, দিব্যগন্ধানুলিপ্তা, দিব্য রূপা নারী হইল এবং দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন

তামুবাচ ততো রাজ্ঞীং প্রণতা নতকন্ধরা ॥ ৪৫
স্বস্ত্যস্তু তে মহাভাগে প্রসাদাত্তব সুন্দরি ।
ব্রজামি পাতকান্মুক্তা স্বর্গং পুণ্যতমং শুভম্ ॥৪৬
প্রণম্যৈবং গতা স্বর্গং সুদেবা শৃণু সত্তম ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সুকলায়া নিবেদিতম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুদেবাস্বর্গারোহণং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সুকলোবাচ ।

এবং ধর্ম্মং শ্রুতং পূর্ব্বং পুরাণেষু ময়া তদা ।
পতিহীনা কথং ভোগং করিষ্যে পাপনিশ্চয়া ॥
কান্তেন তু বিনা তেন জীবং কায়ে ন ধারয়ে ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

এবমুক্তা পরং ধর্ম্মং পতিব্রতমনুত্তমম্ ।
তাস্তু সখ্যপরা নার্য্যো হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ ॥ ৩
শ্রুত্বা ধর্ম্মং পরং পুণ্যং নারীণাং গতিদায়কম্ ।
স্তুবন্তি তাং মহাভাগাং সুকলাং ধর্ম্মবৎসলাম্ ।
ব্রাহ্মণাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে পুণ্যস্ত্রিয়ো নরোত্তম ।
তস্যা ধ্যানং প্রকুর্ব্বান্তি পাতিকামপ্রভাবতঃ ॥ ৫
অত্যর্থং দৃঢ়তামিন্দ্রঃ সুবিচিন্ত্য সুরেশ্বরঃ ।
সুকলায়াঃ পরং ভাবং সুবিচার্য্যামরেশ্বরঃ ॥ ৬
চালয়েদ্ ধৈর্য্যমস্যাশ্চ পতিস্নেহং ন সংশয়ঃ ।
সস্মার মন্মথং দেবং ত্বরমাণঃ সুরাধিপঃ ॥ ৭
পুষ্পচাপং স সংগৃহ্য মীনকেতুঃ সমাগতঃ ।
প্রিয়য়া চ তয়া যুক্তো রত্যা দৃষ্টো মহাবলঃ ॥ ৮
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সহস্রাক্ষমুবাচ সঃ ॥ ৯
কস্মাদহং ত্বয়া নাথ অধুনা সংস্মৃতো বিভো ।
আদেশো দীয়তাং মেঽদ্য সর্ব্বভাবেন মানদ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

সুকলেয়ং মহাভাগা পতিব্রতপরায়ণা ।
শৃণুষ্ব কামদেব ত্বং কুরুসাহায্যমুত্তমম্ ॥ ১১
নিষ্কর্ষয় মহাভাগ সুকলাং পুণ্যমঙ্গলাম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শক্রস্য তমথাব্রবীৎ ॥ ১২

করিল। তখন সে নতকন্ধরে প্রণত হইয়া রাজ্ঞী সুদেবাকে বলিল,—হে মহাভাগে! তোমার মঙ্গল হউক। সুন্দরি। তোমার প্রসাদে আমি পাতকমুক্ত হইয়া শুভ স্বর্গে প্রয়াণ করিলাম। হে সত্তম! এই বলিয়া শূকরী সুদেবা রাজ্ঞী সুদেবাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। সুকলার নিবেদিত এই সর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ৩৯—৪৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুকলা কহিলেন,—পূর্ব্বে পুরাণে আমি এইরূপেই ধর্ম্ম শুনিয়াছি, সুতরাং পতিহীনা পাপনিশ্চয়া আমি কিরূপে ভোগ উপভোগ করিব? সেই পতি বিনা আমি জীবন ধারণ করিব না। বিষ্ণু বলিলেন,—সুকলা এই অনুত্তম পরম পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বলিলে তাঁহার সখীগণ মহাহর্ষাবিষ্ট হইল। তাহারা নারীগণের গতিদায়ক পরম পুণ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবৎসলা মহাভাগা সুকলাকে স্তব করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ও সুরগণ সকলেই সেই পুণ্যবতী নারীর পত্যনুরক্তিগুণে তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। সুরপতি ইন্দ্র সুকলার অতিমাত্র দৃঢ়তা ও পরমভাব আলোচনা করিয়া মনে করিলেন,—আমি এই নারীর পতিস্নেহ এবং ধৈর্য্য লোপ করাইব। এইরূপ মনে করিয়া সুরাধিপতি সত্বর মন্মথ দেবকে স্মরণ করিলেন। মন্মথ পুষ্পবাণহস্তে প্রিয়া রতি সহ সমাগত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে সহস্রাক্ষকে বলিলেন,—হে নাথ! কি জন্য আপনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন? হে মানদ! আমায় যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করুন। ১—১০। ইন্দ্র কহিলেন,—হে কামদেব! শ্রবণ কর! পর্য্যাপ্ত সাহায্য কর। সুকলা নামে এক পতিপরায়ণা মহাভাগা আছে। ঐ পুণ্যমঙ্গলা মহাভাগ্যবতীকে

এবমস্তু সহস্রাক্ষ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
সাহায্যং দেবদেবেশ তব কৌতুককারণাৎ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ কন্দর্পো মুনিদুর্জ্জয়ঃ।
দেবান্ জেতুং সমর্থোঽহং মুনীনৃষিসত্তমান্॥
কিং পুনঃ কামিনীং দেব যস্যাঙ্গে নাস্তি বৈ বলম্।
কামিনীনামহং দেব অঙ্গেষু নিবসাম্যলম্॥ ১৫
ভালে কুচেষু নেত্রেষু কুচাগ্রেষু চ সর্ব্বদা।
নাভৌ কট্যাং পৃষ্ঠদেশে জঘনে যোনিমণ্ডলে॥
অধরে দন্তভাগেষু কক্ষায়াং তি ন সংশয়ঃ।
অঙ্গেষেবং প্রত্যঙ্গেষু সর্ব্বত্র নিবসাম্যহম্॥১৭
নারী মম গৃহং দেব সদা তত্র বসাম্যহম্।
তত্রস্থঃ পুরুষান সর্ব্বান মারয়ামি ন সংশয়ঃ॥১৮
স্বভাবেনাবলা দেব সন্তপ্তা মম মার্গণৈঃ।
পিতরং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা অন্যং স্বজনবান্ধবম্॥ ১৯
সুরূপং সগুণং দেব মম বাণহতা সতী।
চলতে নাত্র সন্দেহো বিপাকং নৈব চিন্তয়েৎ॥
যোনিঃ স্পন্দতি নারীণাং স্তনাগ্রৌ চ সুরেশ্বর
নাস্তি ধৈর্য্যং সুরেশান সুকলাং নাশয়াম্যহম্॥

ইন্দ্র উবাচ।

পুরুষোঽহং ভবিষ্যামি রূপবান্ গুণবান্ ধনী।
কৌতুকার্থমিমাং নারীং চালয়ামি মনোভব॥ ২২
নৈব কামান্ন সন্ত্রাসান্ন বা লোভান্ন কারণাৎ।
ন বৈ মোহান্ন বৈ ক্রোধাৎ সত্যং সত্যং রতিপ্রিয়॥ ২৩
কথং মে দৃশ্যতে তস্যা মহৎসত্যং পতিব্রতম্।
নিষ্কর্ষিষ্য ইতো গত্বা ভবন্মোহোঽত্র কারণম্॥
এবং কামং চ সন্দিশ্য জগাম সুররাট্ স্বয়ম্।
আত্মবিকৃতিসম্ভূতো রূপবান্ গুণবান্ স্বয়ম্॥ ২৫
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ।
ভোগলীলাসমাকীর্ণঃ সর্ব্বদোদার্য্যসংযুতঃ॥ ২৬
যত্র সা তিষ্ঠতে দেবী কৃকলস্য প্রিয়া নৃপ।
আত্মলীলাং স্বরূপং চ গুণভাবং প্রদর্শয়েৎ॥২৭
নৈব পশ্যতি সা তং তু সুরূপং নৃপসম্পদম্।

আকর্ষণ কর। মদন শক্রের সেই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—'এবমস্তু'। হে দেব-দেবেশ। সহস্রাক্ষ! আমি আপনার কৌতুকের নিমিত্ত সাহায্য করিব, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তেজস্বী কন্দর্প দর্প করিয়া বলিলেন,—দেব! আমি মুনি, ঋষি, দেব সকলকেই জয় করিতে সমর্থ। একজন অবলা কামিনীকে জয় করিব, সে আর কোন্ কথা? আমি কামিনীগণের সর্ব্বাঙ্গে বাস করি। তাহাদের ললাট, কুচ, নেত্র, কেশাগ্র, নাভি, কটি, পৃষ্ঠ, জঘন, যোনিমণ্ডল, অধর দন্তভাগ, কক্ষা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্ব্বত্রই আমার অধিষ্ঠান। দেব! নারী আমার গৃহ; সেই গৃহেই আমার নিত্যবাস। আমি তথায় থাকিয়া সমস্ত পুরুষ বিনাশ করি। নারী স্বভাবতই অবলা; সে আমার বাণে সন্তপ্ত হইয়া পিতা, ভ্রাতা কিম্বা অন্য সুরূপ সুগুণ স্বজন-বান্ধব দর্শনে নিশ্চয়ই বিচলিতা হয়। এ বিষয়ে পরিণাম চিন্তা করে না। হে সুরেশ্বর! নারীগণের স্তনাগ্র ও যোনি স্পন্দিত হইয়া থাকে। তাহাদের ধৈর্য্য নাই। অতএব হে সুরেশ! আমি সুকলাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। ১১—২১। ইন্দ্র কহিলেন,—মনোভব! আমি রূপ-গুণ-ধন-সম্পন্ন পুরুষ হইব এবং কৌতুক নিমিত্ত ঐ নারীকে বিচলিত করিব। হে রতিপ্রিয়! আমি কামে, ত্রাসে, লোভে, মোহে, ক্রোধে বা অন্য কোন কারণে এরূপ করিতেছি না, ইহা ধ্রুব সত্য। তাহার সত্য পাতিব্রত্য কিরূপ? আমি তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, আমি এ স্থান হইতে গিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিব, এ ব্যাপারে ভবৎকৃত মোহোৎপাদনই একমাত্র সহায়। সুররাজ কামকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং স্বীয় রূপোৎকর্ষ সম্পাদন করত দেবী কৃকলপ্রিয়া সুকলার অধিষ্ঠিত স্থানে গমন করিলেন। ইন্দ্র রূপবান, গুণবান, সর্ব্বাভরণ-শোভিত, সর্ব্বভোগান্বিত, ভোগলীলাকীর্ণ ও সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিরূপে প্রতিভাত হইয়া স্বীয় লীলা, স্বীয়রূপ, গুণ, ও স্বীয়ভাব প্রদর্শন

যত্র যত্র ব্রজেৎ সা হি তত্র তাং পশ্যতে নৃপ।
সাভিলাষেণ মনসা তামেবং পরিপশ্যতি।
কামচেষ্টাং সহস্রাক্ষো দর্শয়ন্ সর্ব্বভাবকৈঃ ॥২৯
চতুষ্পথে পথে তীর্থে যত্র দেবী প্রযাতি সা।
তত্র তত্র সহস্রাক্ষস্তামেব পরিপশ্যতি। ৩০
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা দূতী সুকলাং প্রতি সা গতা।
সুকলাং সুভগাভোগাং প্রত্যুবাচ প্রহস্য বৈ॥
অহো সত্যমহো ধৈর্য্যমহো কান্তিরহো ক্ষমা।
অস্যা রূপেণ সংসারে নাস্তি নারী বরাননা॥ ৩২
কা ত্বং ভবসি কল্যাণি কস্য ভার্য্যা ভবিষ্যসি।
যস্য ত্বং সগুণা ভর্য্যা স ধন্যঃ পুণ্যভাগ্ভুবি॥
তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা তামুবাচ মনস্বিনী।
বৈশ্যজাত্যাং সমুৎপন্নো ধর্ম্মাত্মা সত্যবৎসলঃ।
তস্যাহং হি প্রিয়া ভার্য্যা সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ।
কৃকলস্যাপি বৈশ্যস্য সত্যমেব বদামি তে॥ ৩৫
মম ভর্ত্তা স ধর্ম্মাত্মা তীর্থযাত্রাং গতঃ সুধীঃ।
তস্মিন্ গতে মহাভাগে মম ভর্ত্তরি সাম্প্রতম্॥
অতিক্রান্তাঃ শৃণুষ ত্বং ত্রয়শ্চৈবাপি বৎসরাঃ।
ততোঽহং দুঃখিতা জাতা বিনা তেন মহাত্মনা
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমাত্মবৃত্তান্তমেব চ।
ভবতী পৃচ্ছতে মাং কা ভবিষ্যতি বদস্ব মে ॥৩৮
সুকলায়া বচঃ শ্রুত্বা দূত্যা আভাষিতং পুনঃ।
মামেবং পৃচ্ছসে ভদ্রে তত্তে সর্ব্বং বদাম্যহম্ ॥
অহং তবান্তিকং প্রাপ্তা কার্য্যার্থং বরবর্ণিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্ ॥৪০
গতস্তে নির্ঘৃণো ভর্ত্তা ত্বং ত্যক্ত্বা তু বরাননে
কিং করিষ্যসি তেনাপি প্রিয়াঘাতকরেণ চ॥ ৪১
যস্ত্বাং ত্যক্ত্বা গতঃ পাপী সাধ্ব্যাচারসমন্বিতাম্
কিং বা স তে গতো বালে তত্র জীবতি বৈ মৃত
কিং করিষ্যতি তেনৈবং ভবতী খিদ্যতে বৃথা।
কস্মাদ্রাশয়তে চাঙ্গং দিব্যং হেমসমপ্রভম্ ॥ ৪৩
বাল্যে বয়সি সম্প্রাপ্তে মানবো ন চ বিন্দতি।
একং সুখং মহাভাগে বালক্রীড়াং বিনা শুভে

করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সুকলা সেই রূপসমৃদ্ধ পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। হে নৃপ! সুকলা যেখানে যাইতে লাগিল, ইন্দ্র সেই সেইখানে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি সকামচিত্তে তাঁহাকে দেখিলেন এবং সর্ব্বভাবে কামচেষ্টা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পথে পথে বা তীর্থে যেখানেই সেই সুকলা দেবী যাইতে লাগিল, সহস্রাক্ষও সেই সেই স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রেরিত এক দূতী সুকলার নিকট গিয়া হাস্য করিয়া বলিল,—আহা কি সত্য! কি ধৈর্য্য! কি কান্তি! কি ক্ষমা! এরূপ রূপবতী নারী সংসারে নাই। হে কল্যাণি! কে তুমি, কাহার ভার্য্যা? তুমি যাহার গুণবতী ভার্য্যা, এ ভূতলে সে জন ধন্য এবং পুণ্যভাক্। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া মনস্বিনী সুকলা কহিলেন,—ধর্ম্মাত্মা সত্যবৎসল কৃকল নামক বৈশ্য বৈশ্যকুলে উৎপন্ন। সেই সত্যসন্ধ ধীমান্ ভর্ত্তার আমি প্রিয় ভার্য্যা। ইহা তোমার নিকট আমি সত্যই বলিলাম। আমার ধর্ম্মাত্মা ভর্ত্তা তীর্থযাত্রায় গিয়াছেন। সেই ভর্ত্তা চলিয়া যাইবার পর এই তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। সেই মহাত্মা বিনা আমি একান্তই দুঃখিতা। এই আমি তোমার নিকট আত্ম-বৃত্তান্ত বলিলাম। কে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার পরিচয় আমার নিকট বল। ২২—৩৮। সুকলার বাক্য শুনিয়া দূতী বলিল,—তুমি আমায় জিজ্ঞাসিতেছ? ভদ্রে! তোমার নিকট আমি সমস্তই বলিতেছি। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার নিকট কোন কার্য্যার্থ আসিয়াছি; শুন, বলিতেছি; শুনিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর। অয়ি বরাননে! তোমার নির্দ্দয় ভর্ত্তা তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সেই প্রিয়ঘাতী ভর্ত্তা দ্বারা তুমি কি করিবে? সে পাপী; তুমি সাধ্বী পত্নী; তোমাকে সে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। হে বালে! কে জানে, সে তথায় গিয়া বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে! তুমি তাহা দ্বারা কি করিবে? বৃথা কেন খেদ করিতেছ? কেন

বার্দ্ধকে দুঃখসম্প্রাপ্তির্জরা কায়ং প্রহিংসয়েৎ ॥
তারুণ্যে ভুজ্যতে ভোগঃ সুখাৎ সর্ব্বো
বরাননে।
যাবত্তিষ্ঠতি তারুণ্যং তাবদ্ভুঞ্জন্তি মানবাঃ ॥ ৪৬
সুখভোগাদিকং সর্ব্বং স্বেচ্ছয়া রমতে নরঃ।
যাবত্তিষ্ঠতি তারুণ্যং তাবদ্ভোগান্ প্রভুঞ্জতে ॥
বয়স্যপি গতে ভদ্রে তারুণ্যে কিং করিষ্যতি।
সম্প্রাপ্তে বার্দ্ধকে দেবি কিঞ্চিৎ কার্য্যং ন
সিধ্যতি ॥ ৪৮
স্থবিরশ্চিন্তয়েন্নিত্যং শুভকার্য্যং ন গচ্ছতি।
পয়স্যপি গতে বালে ক্রিয়তে সেতুবন্ধনম্ ॥ ৪৯
তাদৃশোঽহয়ং ভবেৎকায়স্তারুণ্যে তু গতে শুভে
তস্মাদ্‌ভুঙক্ষ্ব সুখেনাপি পিবস্ব মধুমাধবীম্ ॥৫০
কামবাণৈর্দহ্যতাঙ্গং তবেমে চারুলোচনে।
অয়মেকঃ সমায়াতঃ পুরুষো রূপবান্ গুণী ॥ ৫১
অয়ং হি পুরুষব্যাঘ্রঃ সর্ব্বজ্ঞো গুণবান্ ধনী।
তবার্থে নিত্যসংযুক্তঃ স্নেহেন বরবর্ণিনি ॥ ৫২

সুকলোবাচ।

বাল্যং নাস্ত্যপি জীবস্য তারুণ্যং নাস্তি
জীবিতে।
বৃদ্ধত্বং নাস্তি চৈবাস্য স্বয়ং সিদ্ধঃ সুসিদ্ধিদঃ ॥
অমরো নির্জ্জরো ব্যাপী সুসিদ্ধঃ সর্ব্ববিত্তমঃ।
অকামঃ কামদো লোকে আত্মরূপেণ বর্ত্ততে ॥
যথা গেহস্য সংস্থানং তথা দেহস্য দৃশ্যতে।
যথা বর্দ্ধকিনা কায়স্তথা সূত্রেণ মন্দিরম্ ॥ ৫৫
অনেককাষ্ঠসঙ্ঘাতৈর্নানাদারুসমুচ্চয়ৈঃ।
মৃত্তিকয়োদকেনাপি সমন্তাৎ পরিণাময়েৎ ॥ (১)
লেপিতং লেপনৈঃ কাষ্ঠং চিত্রং ভবতি চিত্রকৈঃ
প্রথমং রূপমায়াতি গৃহং সূত্রেণ সূত্রিতম্ ॥ ৫৭
পুষ্ণন্তি চ স্বয়ং তত্তু লেপনাদ্যৈ দিনে দিনে।
বায়ুনা চালিতং নিত্যং গৃহং চ মলিনায়তে ॥
মধ্যমো বস্কলঃ কালো গৃহস্য পরিকথ্যতে।

এই দিব্য দেহকান্তি দেহ নষ্ট করিতেছ? মানব বাল্য বয়সে বাল্যক্রীড়া ব্যতীত আর কোন সুখই লাভ করে না। বার্দ্ধক্যে মানবের দুঃখ-প্রাপ্তি। তৎকালে জরা আসিয়া মানবের দেহ নষ্ট করে। হে শুভে, বরাননে! সকল লোকই তারুণ্যে সুখভোগ করিয়া থাকে। যাবৎ যৌবন থাকে, তাবৎ কালই মানবেরা স্বেচ্ছায় সুখ ভোগাদি করে। যাবৎ তারুণ্যস্থিত, তাবৎ কালই মানবের ভোগভুক্তি। কিন্তু হে ভদ্রে! যদি বয়স চলিয়া গেল, তবে আর তারুণ্যে কি প্রয়োজন হইবে? হে দেবি! বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না, স্থবির নিত্য চিন্তাক্রান্ত; সে কখনই সুখ প্রাপ্ত হয় না। হে ভদ্রে! জল চলিয়া গেলে সেতুবন্ধন করা যেমন বিফল, তদ্রূপ যৌবন অতিক্রান্ত হইলে ভোগবিলাসের প্রয়াসও নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যাবৎ তারুণ্য অপগত না হয়, তাবৎ সুখভোগে আসক্ত হও। সাধ্বী মধু পান কর। হে চারুনেত্রে! কামশর তোমার অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। এই এক রূপগুণশালী পুরুষ উপস্থিত। ইনি পুরুষগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ, গুণবান্, ধনাঢ্য এবং তোমার জন্য নিত্য স্নেহযুক্ত। সুকলা বলিলেন,—জীবের বাল্য, তারুণ্য, বার্দ্ধক্য নাই। জীব স্বয়ংসিদ্ধ, সুসিদ্ধিপ্রদ, অমর, নির্জ্জর, ব্যাপক, সুসিদ্ধ, সর্ব্ববিত্তম, অকাম ও কামদ হইয়া লোকে আত্মরূপে বর্ত্তমান। যেমন গৃহের সংস্থান, তেমনি কায়ের সংস্থান দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধকি যেমন সূত্র দ্বারা মন্দিরস্থান মাপিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করে, কায়রচনাও তদ্রূপই জানিবে। ৩৯—৫৫। অনেক কাষ্ঠ, নানা দারু, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হয়। পরে লেপক দ্বারা লেপিত ও চিত্রক দ্বারা কাষ্ঠ চিত্রিত হয়। সূত্র দ্বারা সূত্রিত হইয়া গৃহ প্রথমেই রূপসম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে প্রতিদিন লেপনে তাহা পরিপুষ্ট হয়। বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নিত্য গৃহ মলিন

---

(১) অশ্মকাষ্ঠসুসম্পন্নৈর্নানাদারুসমুদ্ভবৈঃ।
মৃদ্বিকারোদকেনাপি প্রমাতা পরিণাময়েৎ ॥
ইতি পাঠান্তরম্।

রূপহানির্ভবেত্তস্য গৃহস্বামী বিলেপয়েৎ ॥ ৫৯
স্বেচ্ছায়া চ গৃহস্বামী রূপবন্তং নয়েদ্‌গৃহম্‌।
তারুণ্যং তস্য গেহস্য দূতিকে পরিকথ্যতে ॥৬০
কাষ্ঠসঙ্ঘৈশ্চ জীর্ণত্বং বহুকালৈঃ প্রযাতি সঃ (১)
স্থানভ্রষ্টা প্রজায়ন্তে মূলাগ্রে প্রচলন্তি তে ॥ ৬২
ন সহেল্লেপনাভারমাধারেণ প্রতিষ্ঠতি।
এতদ্‌গৃহস্য বার্দ্ধক্যং কথিতং শৃণু দূতিকে ॥ ৬৩
পতমানং গৃহং দৃষ্ট্বা গৃহস্বামী পরিত্যজেৎ।
গেহমন্যং প্রবিশেদ্‌যঃ প্রযাত্যেবং হি সত্বরম্‌ ॥
তথা বাল্যং চ তারুণ্যং নৃণাং বৃদ্ধত্বমেব চ।
স বাল্যে বালরূপশ্চ জ্ঞানহীনং প্রকারয়েৎ ॥৬৫
চিত্রয়েৎ কায়মেবাপি বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
লেপনৈশ্চন্দনৈশ্চান্যৈস্ত স্থূলপ্রভবাদিভিঃ ॥ ৬৬
কায়স্তরুণতাং যাতি অতিরূপো বিজায়তে।
বাহ্যাভ্যন্তরমেবাপি রসৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রপোষয়েৎ ॥

হইতে থাকে। ইহা গৃহের মধ্যমকাল বলিয়া কথিত। গৃহের রূপহানি হইলে গৃহস্বামী তাহাকে লেপন করে। গৃহস্বামীর ইচ্ছায় গৃহ আবার রূপসম্পন্ন হয়। হে দূতি! ইহাই তারুণ্য বলিয়া কথিত। বহুকাল পরে কাষ্ঠ-সমূহনির্ম্মিত গৃহ জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ সকল স্থানভ্রষ্ট হইয়া আমূলাগ্র নড়িতে থাকে। তখন সে লেপনভারও সহ্য করিতে পারে না। কেবলমাত্র আধারেই অবস্থিত হয়। হে দূতিকে! ইহাই গৃহের বার্দ্ধক্য। শ্রবণ কর, অনন্তর গৃহস্বামী গৃহ পতনোন্মুখ দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করে এবং সত্বর অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। নরগণের বাল্য, তারুণ্য ও বার্দ্ধক্যও এইরূপ গৃহেরই তুল্য। নর বাল্যে জ্ঞানহীন থাকে, পরে বস্ত্রালঙ্করাদি দ্বারা দেহকে চিত্রিত করে। চন্দন লেপন ও তাম্বুলরাগাদি অন্যান্য উপকরণে দেহ তরুণতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত রূপসম্পন্ন হয়। তাহার

(১) অতঃপরং কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে—"শুকলোবাচ। বাল্যং নাস্ত্যপি জীবস্য তারুণ্যং নাস্তি দূতিকে।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

তেন পোষণভাবেন পরিপুষ্টঃ প্রজায়তে।
জায়তে মাংসবৃদ্ধিস্তু রসৈশ্চাপি নৃপোত্তম ॥ ৬৮
যান্তি বিস্তরতাং রাজন্নঙ্গান্যাপ্যায়িতান্যপি।
প্রত্যঙ্গানি রসৈশ্চৈব স্বং স্বং রূপং প্রয়ান্তি বৈ
দন্তাধরৌ স্তনৌ বাহূ কটিপৃষ্ঠে উরূ উভে।
হস্তপাদতলৌ তদ্বদ্‌বৃদ্ধিত্বং (১) প্রতিপেদিরে
উভাভ্যামপি তান্যেব বৃদ্ধিমায়ান্তি তানি বৈ।
অঙ্গানি রসমাংসাভ্যাং সুরূপাণি ভবন্তি তে ॥৭১
তৈঃ স্বরূপৈর্ভবেন্মর্ত্ত্যো রসবদ্ধশ্চ দূতিকে।
স্বরূপঃ কথ্যতে মর্ত্ত্যো লোকে কেন প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৭২
বিষ্ঠামূত্রস্য বৈ কোশঃ কায় এষ চ দূতিকে।
অপবিত্রঃ শরীরোঽয়ং সদা স্রবতি নির্ঘৃণঃ ॥৭৩
তস্য কিং বর্ণ্যতে রূপং জলবুদ্‌বুদবচ্ছুভে।
যাবৎপঞ্চাশদ্বর্ষাণি তাবত্তিষ্ঠতি বৈ দৃঢ়ঃ ॥ ৭৪
পশ্চাচ্চ জায়তে হানিস্তস্যৈবাপি দিনে দিনে।

বাহ্য, আভ্যন্তর, সর্ব্ব রসে পরিপুষ্ট হয়। সেই রসপোষণে নর পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তখন মাংসবৃদ্ধি হয় এবং রসাবেশে নবীন মূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময় অঙ্গ সকল বিস্তার প্রাপ্ত হয় এবং রসসঞ্চয়ে প্রত্যঙ্গ সকল নিজ নিজ রূপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দন্ত, অধর স্তন, বাহু, কটি, পৃষ্ঠ, উরুযুগল, হস্ত ও পাদতল এই সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রস ও মাংস এই উভয় দ্বারাই দেহের বৃদ্ধি এবং এই উভয় দ্বারই তাহার স্বরূপ সম্পন্ন হয়। হে দূতিকে! সেই সকল স্বরূপ দ্বারাই মর্ত্ত্য রসবদ্ধ হয় সুতরাং ঈদৃশ মর্ত্ত্যকে কিরূপে সুরূপ বলা যায় এবং কি জন্যই বা সে প্রিয়া হইয়া থাকে? ৫৬—৭২। হে দূতিকে! এই দেহ বিষ্ঠামূত্রের আধার। ইহা অপবিত্র; সদা নির্ঘৃণ ভাবে ক্ষরণশীল। হে শুভে! এমন যে জলবুদ্‌বুদবৎ দেহ, তাহার তুমি রূপবর্ণন কি করিতেছ? পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্তই দেহের দৃঢ়তা। তাহার পরই দিন দিন তাহার হানি

(১) "বৃদ্ধিতত্ত্বং প্রপেদিরে" ইতি পাঠান্তরম্‌।

…স্তাঃ শিথিলতাং যান্তি লালায়তে তথা মুখম্ ॥
চক্ষুর্ভ্যামপি নো পশ্যেৎকর্ণাভ্যাং ন শৃণোতি চ
গতিং কর্ত্তুং ন শক্নোতি হস্তপাদৈশ্চ দূতিকে ॥
অক্ষমো জায়তে কায়ো জরাকালেন পীড়িতঃ।
ততো রসঃ শোষমায়াতি জরাগ্নিতাপশোষিতঃ ॥ ৭৭
অক্ষমো জায়তে দূতি কেন রূপমিহেষ্যতে ॥৭৮
যথা জীর্ণগৃহং যাতি ক্ষয়মেব ন সংশয়ঃ।
তথা সঙ্ক্ষয়মায়াতি বার্দ্ধকে তু কলেবরম্ ॥ ৭৯
মম রূপং সমায়াতং বর্ণয়স্যেবং দিনে দিনে।
কেনাহং রূপসংযুক্তা কেন রূপত্বমিষ্যতে ॥ ৮০
যথা জীর্ণং গৃহং যাতি কেনাসৌ পুরুষো বলী।
যস্যার্থমাগতা দূতি ভবতী কেন সংশতি ॥৮১
কিমত্রৈব ত্বয়া দৃষ্টং মমাঙ্গে বদ সাম্প্রতম্।
তস্যাঙ্গাদিহ হীনঞ্চ দূতি নাস্ত্যধিকং তথা ॥৮২
যথা ত্বং চ তথাসৌ বৈ তথাহং নাত্র সংশয়ঃ।
কস্য রূপং ন বিদ্যেত রূপবান্ নাস্তি ভূতলে ॥
উচ্ছ্রয়াঃ পতনান্তাশ্চ নগাস্তু গিরয়ঃ শুভে।
কালেন পীড়িতা যান্তি তদ্বদ্ভূতানি নান্যথা ॥৮৪
অরূপো রূপবান্ দিব্য আত্মা সর্ব্বগতঃ শুভে।
স্থাবরেষু চ সর্ব্বেষু জঙ্গমেষেব দূতিকে ॥ ৮৫
একো নিবসতে শুদ্ধো ঘটেষেব যথোদকম্।
ঘটনাশাৎ প্রয়াত্যেকমেকত্বং ত্বং ন বুধ্যসে ॥৮৬
পিণ্ডনাশাদয়ং চাত্মা একরূপোঽপি জায়তে।
একং রূপং ময়া দৃষ্টং সংসারে বসতাং সদা ॥৮৭
এবং বদস্ব তং গত্বা যস্যার্থমিহ চাগতা।
দর্শয়স্ব অপূর্ব্বং মে যদি মাং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥৮৮
ব্যাধিনা পীড্যমানস্য কফেনাপি বৃতস্য চ।
অঙ্গাদ্বিচলতে শোণঃ স্থানভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৮৯
অঙ্গসন্ধিষু সর্ব্বাসু পলত্বং চান্তরঙ্গতঃ।
একতো নাশমায়াতি স্বং হি রূপং পরিত্যজেৎ ॥
বিষ্ঠাত্বং জায়তে শীঘ্রং কৃমিভিশ্চ ভবেৎ কিল।

হইতে থাকে; দন্ত শিথিল হয়; মুখ লালা-স্রাব করে; চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি থাকে না; কর্ণ-যুগল শ্রবণশক্তি হীন হয়; এই সময় কলেবর গমনে অক্ষম হয়; জরাকালে পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন জরানলতাপে শোষিত হইয়া সেই রস শুষ্ক হইতে থাকে। দেহের কোন ক্ষমতা থাকে না। সে তখন রূপের লালসা করে না। যেমন জীর্ণ গৃহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি বার্দ্ধক্যে কলেবর নষ্ট হইয়া যায়। আমার রূপ আসিয়াছে; দিনে দিনে চলিয়া যাইবে; সুতরাং কিরূপ আমি রূপসংযুক্তা? যেমন জীর্ণ গৃহের তেমনি এ দেহের ক্ষয়প্রাপ্তি। হে দূতি! তুমি যাহার জন্য আমার নিকট আসিয়া বলিতেছ, কে সেই পুরুষ? তুমি আমার অঙ্গে কি রূপ দেখিয়াছ বল? হে দূতি! তোমার সেই পুরুষের অঙ্গ হইতে আমার এ অঙ্গ হীন বা অধিক নহে। যেমন তুমি, তেমন সে এবং তেমনি আমি। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বল দেখি, এ ভূতলে কাহার রূপ নাই? কে রূপবান্ নহে; জানিবে, এ সংসারে সমস্ত উচ্ছ্রয়ই পতনান্ত। যেমন পাদপ-পর্ব্বত কালে পীড়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই ভূতগণের অবস্থাও সেইরূপই। হে দূতিকে! সমস্ত চরাচরে একমাত্র আত্মাই বাস করেন। তিনি অরূপ, রূপবান, দিব্য, সর্ব্বগত, শুচি ও শুদ্ধ। যেমন ঘটসমূহে জল, তেমনি চরাচরে তাঁহার অবস্থান। যেমন সেই ঘটসমূহের নাশে একই জল একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি পিণ্ডসমূহের নাশে আত্মা একরূপেই বিরাজ করেন। তুমি ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। আমি কিন্তু সংসারবাসীদিগের একই রূপ অবলোকন করিতেছি। ৭৩—৮৭। অতএব তুমি যাহার জন্য হেথায় আসিয়াছ, ইহা জানিয়া, তুমি তাহার পরিচয় প্রদান কর। যদি সে ভোগেচ্ছু হইয়া থাকে, তবে সেই অপূর্ব্ব পুরুষকে আমায় দেখাও। ব্যাধিপীড়িত কফাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে শোণিত বিচলিত ও তাহা স্থানভ্রষ্ট হইতে থাকে। উহা সমস্ত অঙ্গসন্ধিতে বিচরণ করিয়া অভ্যন্তরে মাংসাকারে পরিণত হয়; শেষে ক্রমশঃ নাশ পায়, স্বীয় রূপ পরিহার করে; সত্বর বিষ্ঠাকারে পর্য্যবসিত, কৃমিকুলে পরি-

তদ্বদ্দুঃখকরং বাপি নিজরূপং পরিত্যজেৎ ॥ ৯১
শ্রূয়তাং জায়তে পশ্চাৎ কৃমি দুর্গন্ধিসঙ্কুলম্ ।
জায়ন্তে তত্র বৈ যূকাঃ কৃময়ো বা ন সংশয়ঃ ॥
স কৃমিঃ কুরুতে স্ফোটং কণ্ডুঞ্চ পরিদারুণাম্ ।
ব্যথামুৎপাদয়েদ্যূকাঃ সর্ব্বাঙ্গং পরিচালয়েৎ ॥
নখাগ্রৈর্ঘৃষ্যমাণা সা কণ্ডুশান্তিঃ প্রজায়তে ।
তদ্বত্তেশ্চ শৃণুষ্বৈব সুরতস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪
ভুঞ্জন্ত্যেব রসান্ মর্ত্ত্যাঃ সুভিক্ষান্ পিবতে পুনঃ
বায়ুনা তেন প্রাণেন পাকস্থানং প্রণীয়তে ॥ ৯৫
যদ্ভক্তং প্রাণিভির্দূতি পাকস্থানং গতং পুনঃ
সর্ব্বং তৎ পিহিতং তত্র বায়ুর্বৈ পাতয়েজ্জলম্ ॥
সারভূতো রসস্তত্র তদ্রক্তঞ্চ প্রজায়তে ।
নির্ম্মলং শুদ্ধবীর্য্যঞ্চ ব্রহ্মস্থানং প্রয়াতি চ ॥ ৯৭
আকৃষ্টঃ স সমানেন নীতস্তেনাপি বায়ুনা ।
স্থানং ন লভতে বীর্য্যং চঞ্চলত্বেন বর্ত্ততে ॥ ৯৮
প্রাণিনাং চ কপালেষু কৃময়ঃ সন্তি পঞ্চ বৈ ।
দ্বাবেতৌ কর্ণমূলে তু নেত্রস্থানে ততঃ পুনঃ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন রক্তপুচ্ছাশ্চ দূতিকে ।
নবনীতস্য বর্ণেন কৃষ্ণপুচ্ছা ন সংশয়ঃ ॥ ১০০
তেষাং নামানি ভদ্রং তে মত্তো নিগদতঃ শৃণু
পিঙ্গলী শৃঙ্খলী নাম দ্বৌ কৃমী কর্ণমূলয়োঃ ॥
চপলঃ পিপ্পলশ্চৈব দ্বাবেতৌ নাসিকাগ্রয়োঃ ।
শৃঙ্গলী জঙ্গলী চান্যে নেত্রয়োরন্তরাস্থিতৌ ॥
কৃমীণাং শতপঞ্চাশত্তাদৃগ্ভূতা ন সংশয়ঃ ।
ভালাস্থেহবস্থিতাঃ সর্ব্বে রাজিকায়াঃ প্রমাণতঃ
কপালরোগিণঃ সর্ব্বে বিকুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ ।
অন্যমেবং প্রবক্ষ্যামি পুত্রোৎপত্ত্যাং মহাকৃমিম্
তণ্ডুলস্য প্রমাণেন তদ্বদ্বর্ণো ন সংশয়ঃ ।
কেশদ্বয়ং মুখে তস্য বিদ্যতে শৃণু দূতিকে ॥ ১০
প্রাণিনাং সঙ্ক্ষয়ং বিদ্ধি তৎক্ষণে হি ন সংশয়ঃ
স্বস্থানে সংস্থিতস্যাপি প্রাজাপত্যস্য বৈ মুখে ॥
তস্যৈর্য্যরসরূপেণ পতনেনাত্র সংশয়ঃ ।
মুখেন পিবতে বীর্য্যং তেন মত্তঃ প্রজায়তে ॥

ব্যাপ্ত হয়, এইরূপে দেহ দুঃখকর নিজরূপ পরিত্যাগ করে। শ্রবণ কর, পশ্চাৎ উহা কৃমিদুর্গন্ধে সমাকুলিত হয়। তাহাতে যূকা ও কৃমিকুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃমি বিষম স্ফোটক ও কণ্ডূতির উৎপাদন করে, যূকা ব্যথা জন্মায়, সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। নখাগ্র ঘর্ষণে কণ্ডূর উপশম হইয়া থাকে। শ্রবণ কর, সুরতের ব্যাপারও এইরূপই। মর্ত্ত্য সুভোজ্য খায়, সুরস পান করে। তাহার ভুক্ত-পীত বস্তু প্রাণবায়ু দ্বারা পাকস্থানে নীত হয়। হে দূতি! প্রাণিগণের সমস্ত ভুক্তান্ন পাকস্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়। বায়ু জল নিঃসারণ করিয়া দেয়। তখন তত্রত্য সারভূত রস রক্তাকারে পরিণত হয়। ঐ রক্ত নির্ম্মল শুদ্ধবীর্য্য হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়াণ করে। সেখান হইতে সমান বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট ও নীত হইয়া কুত্রাপি স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া থাকে। প্রাণিগণের কপালে পঞ্চ কৃমি বিদ্যমান। দুই কর্ণ মূলে ও নেত্রদ্বয়েও দুই দুইটী কৃমি রহিয়াছে। হে দূতি! ঐ সকল কৃমির পরিমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সমান? উহারা নবনীতবর্ণ; উহাদের কতকগুলির পুচ্ছ রক্তবর্ণ এবং কতকগুলির কৃষ্ণবর্ণ। হে ভদ্রে! উহাদের নাম বলি, শ্রবণ কর। কর্ণমূলস্থ কৃমিদ্বয়ের নাম পিঙ্গলী ও শৃঙ্খলী। নাসিকাগ্রস্থিত কৃমিদ্বয়ের নাম চপল ও পিপ্পল। নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত কৃমিদ্বয় শৃঙ্গলী ও জঙ্গলী নামে অভিহিত। প্রাণিদেহে এইরূপে শত পঞ্চাশৎ কৃমি বিদ্যমান। ভালাভ্যন্তরে কতকগুলি কৃমি আছে, তাহারা সর্ষপ-প্রমাণ। ৮৮—১০৩। ইহারা দেহিগণের কপাল রোগের উৎপাদক। এতদ্ভিন্ন অন্য এক প্রকার পুত্রোৎপত্তিকর মহাকৃমির কথা বলিতেছি, ঐ কৃমির আকার তণ্ডুলপ্রমাণ, বর্ণও তণ্ডুলবৎ। ঐ কৃমির মুখে যদি দুই গাছি রোম থাকে, তাহা হইলে হে দূতি! সেইরূপ কৃমিযুক্ত দেহী তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিতই জানিবে। হে দূতি! শ্রবণ কর, স্বস্থানস্থ প্রাজাপত্যের মুখে রসরূপে

তালুমধ্যপ্রদেশে চ চঞ্চলত্বেন বর্ত্ততে।
ইড়া চ পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা চ সংস্থিতা॥১০৮
সুবলেনাপি তস্যৈব নাড়িকাজালপঞ্জরে।
কামকণ্ডুর্ভবেদ্দৃপ্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কিল॥
পুংসশ্চ স্ফুরতে লিঙ্গং নার্য্যা যোনিশ্চ দৃকিকে।
স্ত্রীপুংসৌ সম্প্রমত্তৌ তৌ ব্রজতঃ সঙ্গমং পুনঃ॥
কায়েন কায়সঙ্ঘৃষ্টির্মৈথুনেন হি জায়তে।
ক্ষণমাত্রং সুখং কায়ে পুনঃ কণ্ডুশ্চ তাদৃশী॥ ১১১
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে দৃপ্তি ভাবমেবংবিধং কিল।
ব্রজ ত্বমাত্মনঃ স্থানং নৈবাস্ত্যত্র অপূর্ব্বতা॥১১২
অপূর্ব্বং নাস্তি মে কিঞ্চিৎকরোম্যেবং ন সংশয়ঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩॥

বীর্য্যপাত হয়। প্রাজাপত্য মুখ দ্বারা সেই বীর্য্য পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠে। তালুমধ্যে ঐ বীর্য্য তখন চঞ্চলাকারে অবস্থিত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে নাড়ীত্রয় বিদ্যমান। ঐ নাড়ীজালের পঞ্জরে বীর্য্যবশে সর্ব্বপ্রাণীরই কামকণ্ডুতি উৎপন্ন হয়। তাহাতে পুরুষের লিঙ্গস্ফূর্ত্তি এবং নারীর যোনিস্পন্দন হইতে থাকে। তখন স্ত্রী পুরুষ প্রমত্ত হইয়া সঙ্গত হয়। মৈথুনবলে দেহে দেহসঙ্ঘর্ষ হইতে থাকে। তাহাতে দেহে ক্ষণমাত্র সুখোদয় হয়। পরক্ষণেই যে কণ্ডুতি, সেই কণ্ডুতি। সেই দৃপ্তি। সর্ব্বত্রই এবংবিধভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বস্থানে গমন কর। তোমার প্রস্তাবে অপূর্ব্বত্ব কিছুই নাই। বস্তুতঃ আমার কাছে এমন কিছু অপূর্ব্ব উপস্থিত হয় নাই, যাহা আমি করিব।১০৪-১১২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

এবমুক্তা গতা দূতী তয়া সুকলয়া তদা।
সমাসেন সুসম্প্রোক্তমবধার্য্য পুরন্দরঃ॥ ১
তদর্থং ভাষিতং তস্যাঃ সত্যধর্ম্মসমান্বিতম্।
আলোচ্য সাহসং ধৈর্য্যং জ্ঞানমেব পুরন্দরঃ
ঈদৃশং ন বদেৎ কাচিন্নারী ভূত্বা মহীতলে।
যোগরূপং সুসংশ্লিষ্টং ন্যায়াদেঃ শালিতং বচঃ
পবিত্রেয়ং মহাভাগা সত্যরূপা ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যস্য সমস্তস্য ধুরং ধর্ত্তুং ভবেৎক্ষমা॥৪
এতদর্থং বিচার্য্যৈব জিষ্ণুঃ কন্দর্পমব্রবীৎ।
ত্বয়া সহ গমিষ্যামি দ্রষ্টুং তাং কৃকলপ্রিয়াম্॥ ৫
প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং মন্মথো বলদর্পিতঃ।
গম্যতাং তত্র দেবেশ যত্রাস্তে সা পতিব্রতা॥৬
মানং বীর্য্যং বলং ধৈর্য্যং তস্যাঃ সত্যং পতিব্রতম্
গত্বাহং নাশয়িষ্যামি বিবস্বান্‌ সুরেশ্বর॥ ৭
সমাকর্ণ্য সহস্রাক্ষো বচনং মন্মথস্য চ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—সুকলা এই কথা কহিলে ইন্দ্রদূতী তখন ইন্দ্রসমীপে গিয়া সংক্ষেপে সকল কথা কহিল। ইন্দ্র সুকলার সত্যধর্ম্মান্বিত বাক্য অবধারণপূর্ব্বক তাহার সাহস, ধৈর্য্য ও জ্ঞানের আলোচনা করিয়া ভাবিলেন,—এ মহীমণ্ডলে এমন যোগযুক্ত, সুসম্বদ্ধ, ন্যায়জলক্ষালিত বাক্য আর কোন্‌ নারী বলিতে পারে? এই মহাভাগা বাস্তবিকই পবিত্রা সত্যরূপা। এ নারী এই ত্রৈলোক্যেরও ভারবহনে সমর্থা। ইন্দ্র এই নারীচরিত্র আলোচনা করিয়াই কন্দর্পকে বলিলেন,—হে কন্দর্প! আমি তোমার সহিত কৃকলপ্রিয়া সুকলাকে দেখিতে যাইব।১—৫। বলদর্পিত মন্মথ সহস্রাক্ষকে বলিল,—হে দেবেশ! যথায় সেই পতিব্রতা আছে, আপনি সেইখানে গমন করুন। আমি গিয়া তাহার মান, বীর্য্য, বল, ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য, বা সত্য সমস্তই নাশ করিব। হে সুরেশ্বর! সে নারী

ততো ভোঽনঙ্গ শৃণুষ্ব ত্বমধিকং ভাষিতং মুধা ॥৮
সুদৃঢ়া সত্যবীর্য্যেণ সুস্থিরা ধর্ম্মকর্ম্মভিঃ।
সুকলেয়মজেয়া বৈ তত্র তে পৌরুষং ন হি।
ইত্যাকর্ণ্য ততঃ ক্রুদ্ধো মন্মথস্ত্রিদশমব্রবীৎ॥ ৯
ঋষীণাং দেবতানাং চ বলং ময়া প্রণাশিতম্।
অস্যা বলং কিয়ন্মাত্রং ভবতা মম কথ্যতে॥১০
পশ্যতস্তব দেবেশ নাশয়িষ্যামি তাং স্ত্রিয়ম্।
নবনীতং যথা চাগ্নেস্তেজো দৃষ্ট্বা দ্রবং ব্রজেৎ (১)।
তথেমাং দ্রাবয়িষ্যামি রূপেণ স্বেন তেজসা॥ ১১
গচ্ছ তত্র মহৎকার্য্যমুপস্থং সাম্প্রতং ধ্রুবম্।
কস্মাৎকুৎসসি মে তেজস্ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনম্

বিষ্ণুরুবাচ।

আকর্ণ্য বাক্যং তু মনোভবস্য
এতামসাধ্যাং তব কাম জানে।
ধৈর্য্যং সমুদ্যম্য চ পুণ্যদেহাং
পুণ্যেন পুণ্যাং বহুপুণ্যচারাম্ (২)॥ ১৩

আমার কাছে কিয়ন্মাত্র? সহস্রাক্ষ মন্মথ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ভো ভো অনঙ্গ! তুমি বৃথা বহু বাক্য বলিতেছ, সে নারী সত্যবীর্য্যে সুদৃঢ়া; ধর্ম্মকর্ম্মে সুস্থিরা; সুতরাং সকলেরই অজেয়া। সেখানে তোমার পৌরুষ সিদ্ধ হইবে না। মন্মথ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—আমি দেব ও ঋষিগণের বল বিনষ্ট করিয়াছি। এ নারীর বল কিয়ন্মাত্র? আপনি আমার নিকট কি বলিতেছেন? হে দেবেশ! তোমার সমক্ষেই সেই নারীকে নাশ করিব। অগ্নির তেজো-দর্শনে নবনীত যেমন দ্রবীভূত হয়, স্বীয়রূপে এবং তেজে তেমনি ইহাকে আমি দ্রবীভূত করিব। সম্প্রতি এ মহাকার্য্য উপস্থিত, আপনি প্রস্থান করুন। কি জন্য আমার

(১) "ভবন্তং বৈ তথা চাগ্রে ততো দৃষ্ট্বা স্বয়ং ব্রজেৎ।" ইতি পাঠান্তরম্।

(২) "ধর্ম্মেণ বীর্য্যেণ সুসত্যভাষা" ইতি পাঠান্তরম্।

পশ্যামি তে পৌরুষমুগ্রবীর্য্য-
মিতো হি গত্বা চ ধনুষ্মতা বৈ।
তেনাপি সার্দ্ধং প্রজগাম ভূয়ো
রত্যা চ দূত্যা চ পতিব্রতাং তাম্॥ ১৫
একাং সুপুণ্যাং স্বগৃহে স্থিতাং তাং
ধ্যানেন পত্যুশ্চরণে নিযুক্তাম্।
যথা সুযোগী প্রাবধায় চিত্তং
বিকল্পহীনং ন চ কল্পয়েত॥ ১৫
অত্যদ্ভুতং রূপমনন্ততেজো-
যুতং চকারাথ সতী প্রমোহম্।
লীলান্বিতং ভোগযুতং মহাত্মা
ঝষধ্বজশ্চৈব চ পুরন্দরশ্চ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা সুলীলং পুরুষং মহান্তং
চরন্তমেবং পরিকামভাবম্।
জায়া হি বৈশ্যস্য মহাত্মনস্তু
মেনে ন সা রূপযুতং গুণজ্ঞম্॥ ১৭

ত্রিলোকবিমোহন তেজের নিন্দা করিতে ছেন? বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র মনোভবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,— এ নারী তোমার অজেয়া বলিয়াই আমা মনে হইতেছে। সেই বহুপুণ্যচারিণী পুণ্য দেহা পুণ্যপূতা নারী ধৈর্য্যালম্বনেই অজেয়া যাহা হউক, আমি তোমার সহিত গি তোমার পৌরুষ ও তীক্ষ্ণ বীর্য্য অবলোক করিব। এই বলিয়া ইন্দ্র রতি, মদন ও সে দূতীর সহিত সেই পতিব্রতার সমীপে গম করিলেন। সতী সুকলা একাকিনী গৃহমধ্যস্থ নিয়ত পতির চরণধ্যানে নিযুক্তা। যো যেমন অপর সমস্ত কল্পনা পরিহারপূর্ব্বক কেব মাত্র ধ্যেয় বিষয়েই চিত্ত নিবেশ করিয়া অব স্থান করেন, সুকলারও তেমনি পতির চরণ ধ্যান ব্যতীত ধ্যানান্তর ছিল না। ৬—১৫ কন্দর্প এবং পুরন্দর এই দুই মহাত্মা তথ অপূর্ব্বরূপ অনন্ত প্রভাব, ও লীলাবলি ভোগান্বিত নানাভাব প্রকটন করিয়া সতী মোহ জন্মাইবার চেষ্টা করিলেন। কি মহাত্মা বৈশ্যের পত্নী তাহাতে বিচলিত হই

অম্ভো যথা পদ্মদলে গতং বৈ
প্রয়াতি মুক্তাফলকস্য কীর্ত্তিম্।
তদ্বৎ স্বভাবঃ পরিসত্যযুক্তো
জজ্ঞে চ তস্যাস্তু পতিব্রতায়াঃ (১)॥ ১৮
অনেন দূতী পরিপ্রেষিতা পুরা
যা মাং ব্রবত্যাহ গুণজ্ঞমেনম্।
লীলাস্বরূপং বহুধাত্মভাবং
মমৈব সর্ব্বং পরিদর্শয়েদ্‌যঃ॥ ১৯
মমৈব কালং প্রবলং বিচিন্ত্য-
গতো হি মে কান্তগুণৈশ্চ সংখলঃ।
রত্যা সমেতঃ স কথং তু জীবেৎ
সত্যাত্মভারেণ প্রমর্দ্দিতশ্চ॥ ২০
মমাপি ভাবং পরিগৃহ্য কান্তো
জীবেৎ কিয়ান্ বাপি সুবুদ্ধিযুক্তঃ।
শূন্যো হি কায়ো মম চাস্তি সদা-
শ্চেষ্টাবিহীনো মৃতকল্প এব॥ ২১
কামস্য গ্রামস্য প্রজাঃ প্রনষ্টা
সুবিক্রিয়াখ্যং পরিগৃহ্য কর্ম্ম।
মমাধিকেনাপি সমং সুকান্তং
স উর্দ্ধশোভামনয়চ্চ কামঃ॥ ২২
যথা মৃতো বলবান্ হর্ষযুক্তঃ
স্বয়ং দৃশো বৈ পরিনৃত্যমানঃ।
তথা ত্বনেনাপি প্রভাষয়েদ্‌ভুতং
যো মাং হি বাঞ্ছত্যপি ভোক্তুকামঃ (১)॥২৩
এবং বিচার্য্যৈব তদা মহাসতী
সত্যাখ্যরজ্জ্বা দৃঢবদ্ধচেতনা।
গৃহং স্বকীয়ং প্রবিবেশ সা তদা
তৎকান্তভাবং নিয়মেন বেত্তুম্॥ ২৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

লেন না। তিনি কামভাবান্বিত হৃষ্ট, লীলান্বিত এবং সুপুরুষকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাকে রূপবান্ বা গুণজ্ঞ বলিয়া মনে করিলেন না। জলবিন্দু যেমন পদ্মদলগত হইয়া মুক্তাফলকীর্ত্তি লাভ করে, তেমনি সেই পতিব্রতা সত্যনিষ্ঠা হইয়া উৎকর্ষযুক্ত হইয়াছিল। সুকলা আলোচনা করিলেন,—এই ব্যক্তিই আমার নিকট পূর্ব্বে এক যুবতী দূতী প্রেরণ করিয়াছিল, সেই যুবতী ইহাকে আমার নিকট গুণজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা করে এবং ইহার লীলাস্বরূপ বহু ভাব আমায় দেখাইয়া যায়। এই খলস্বভাব ব্যক্তি আমার দুঃসময় আলোচনা করিয়া মদীয় কান্তগুণে অন্বিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সতীর আত্মভরে মর্দ্দিত হইয়া রতি সমেত মন্মথ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? আমার কান্ত আমার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সুবুদ্ধিপূর্ব্বক কিয়দ্দিন বাঁচিয়া থাকিবেন। আমার এ দেহ এখন শূন্য, চেষ্টাহীন ও মৃতকল্প। কামকৃত বিকৃত অবস্থা প্রাপ্তি হইলেও আমার কামবিকার নষ্ট হইয়াছে। চক্ষের সমক্ষে নৃত্যমান হৃষ্ট বলবান্ ব্যক্তি মৃত হইলে যেরূপ হয়, আমাকে ভোগ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও তেমনি প্রতিভাত হইতেছে। সেই মহাসতী সুকলা এইরূপ আলোচনা করিয়া তৎকালে সত্যরূপ রজ্জু দ্বারা স্বীয় চিত্ত দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক স্বকীয় নিয়মবলে নিজ কান্তভাব জানিবার জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ১৬—২৪।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

---

(১) "জলং যথা পদ্মদলে গতং বৈ প্রয়াতি দূরং চ দলং বিহায়। শঙ্কাকুলং মানসমেব সদ্যঃ সঞ্জাতমস্যাস্তু পতিব্রতায়াঃ॥" ইতি পাঠান্তরম্।

(১) "যথা স্মৃতো বচনৈর্হর্ষযুক্তঃ স্বকণ্ঠরস্ত্যোপরি নৃত্যমানঃ। দৃষ্ট্বা অনেনাপি প্রভাষয়েদ্ ধ্রুবং যো মাং হি বাঞ্ছত্যপি ভোক্তুকামঃ॥" ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

ভাবং বিদিত্বা সুররাট্ চ তস্যাং
প্রোবাচ কামং পুরতঃস্থিতং স।
ন চাস্তি শক্যা স্মর তে জয়ায়
সত্যাত্মকধ্যানসুদর্শিতা সতী॥ ১
ধর্ম্মাখ্যচাপং স্বকরে গৃহীত্বা
জ্ঞানাভিধানং বরমেব বাণম্।
যোদ্ধুং রণে সম্প্রতি সংস্থিতা সতী
বীরো যথা দর্পিতবীর্য্যভাবঃ॥ ২
জিগীষতেযং পুরুষার্থমেব
ত্বমাত্মনঃ কুরুষে পৌরুষং তু।
ত্বামদ্য জেতুং সমরে সমর্থা
যদ্ভাব্যমেবং তদিহৈব চিন্ত্যম্॥ ৩
দগ্ধোঽসি পূর্ব্বং ত্বমিহৈব শম্ভুনা
মহাত্মনা তেন সমং বিরোধম্।
কৃত্বা ফলং তস্য বিকর্ম্মণশ্চ
জাতোঽস্যনঙ্গঃ স্মর সত্যমেব॥ ৪
যথা ত্বয়া কর্ম্ম কৃতং পুরা স্মর
ফলন্তু প্রাপ্তং তু তথৈব তীব্রম্।
সুকুৎসিতাং যোনিমবাপ্স্যসি ধ্রুবং
সাধ্ব্যানয়া সার্দ্ধমিহৈব কথ্যসে॥ ৫
যে জ্ঞানবন্তঃ পুরুষা জগত্ত্রয়ে
বৈরং প্রকুর্ব্বন্তি মহাত্মভিঃ সমম্।
ভুঞ্জন্তি তে দুষ্কৃতমেব তৎফলং
দুঃখান্বিতং রূপবিনাশনং চ॥ ৬
ব্যাধুষ্য আবাং তু ব্রজাব কাম
এনাং পরিত্যজ্য সতীং প্রযুজ্য।
সত্যাঃ প্রসঙ্গেন পুরা ময়া তু
লব্ধং ফলং পাপময়ং ত্বসহ্যম্॥ ৭
ত্বমেব জানাসি চরিত্রমেত-
চ্ছপ্তোঽস্মি তেনাপি চ গৌতমেন।
জাতশ্চ সর্ব্বাঙ্গভগাঙ্কিতোঽহং
ভবান্ গতো মাং তু বিহায় তত্র॥ ৮
তেজঃপ্রভাবো হ্যতুলঃ সতীনাং
ধাতা সমর্থঃ সোঢুং ন সূর্য্যঃ।
সুকুৎসিতং রূপমিদং তু রক্ষেৎ
পুরানুসূয়া মুনিনা হি শপ্তম্॥ ৯
নিরুধ্য সূর্য্যং পরিবেগবন্ত-
মুদ্যন্তমেবং প্রভয়া সুদীপ্তম্।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—সুররাজ সুকলার মনোভাব বুঝিয়া সম্মুখস্থ কামকে বলিলেন,—হে স্মর! সত্যস্বরূপের ধ্যাননিবিষ্টা সতী সুকলাকে জয় করিবার তোমার শক্তি নাই। এই সতী বীর্য্যগর্ব্বিত বীরের ন্যায় ধর্ম্মরূপ চাপ ও জ্ঞানরূপ উত্তম শর স্বকরে গ্রহণপূর্ব্বক সম্প্রতি সমরে সমুদ্যতা। এ সতী পুরুষার্থজয়ে সমুৎসুকা। তুমি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু এ সমরে এ সতী তোমাকেই জয় করিতে সমর্থা। অতএব ভবিষ্যৎ চিন্তা কর। তুমি পূর্ব্বে মহাত্মা শম্ভু কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিলে। মহাত্মার সহিত বিরোধ করণের পরিণামফলে তুমি অনঙ্গ হইয়াছ। হে স্মর! পূর্ব্বে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলে, তাহারই তীব্র ফল তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে এই সাধ্বীর সহিত বিরোধ করিলে নিশ্চয়ই তুমি কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইবে। যে সকল পুরুষ জ্ঞানপূর্ব্বক মহাত্মগণের সহিত বৈরাচরণ করে, তাহারা সেই দুষ্কৃতের ফলরূপ হানি ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব আমরা এই সতীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। দেখ, আমি পূর্ব্বে সতীপ্রসঙ্গে অসহ্য পাপফল ভোগ করিয়াছিলাম, এ বৃত্তান্ত তুমি অবগত আছ। গৌতম কর্ত্তৃক আমি অভিশপ্ত হইয়াছিলাম; আমার সর্ব্বাঙ্গ ভগাঙ্কিত হইয়াছিল। তুমি তখন আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলে। ১—৮। সতীগণের তেজঃপ্রভাব অতুলনীয়, ভগবান সূর্য্য তাহা সহ্য করিতে অক্ষম। পুরাকালে সতী অনসূয়া মুনিশপ্ত স্বীয় কুৎসিতরূপী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাবপ্রদীপ্ত উদীয়মান

ভর্তুশ্চ মৃত্যুং পরিবাধমানা
মাণ্ডব্যশাপস্য চ কৌশিকস্য ॥ ১০
অত্রেঃ প্রিয়া সত্যপতিব্রতা তয়া
স্বপুত্রতাং দেবত্রয়ং হি নীতম্।
ন কিং পুরা মন্মথ তে শ্রুতং সদা-
সংস্কারযুক্তাঃ প্রভবন্তি সত্যঃ ॥ ১১
সাবিত্রীনাম্নী দ্যুমৎসেনপুত্ৰী
নীতং প্রিয়ং সা পুনরানিনায়।
যমাদিহৈবাশ্বপতেঃ সুপুত্রং
সতীত্বমেবং পরিসংশ্রুতং চ ॥ ১২
অগ্নেঃ শিখাং কঃ পরিসংস্পৃশেদ্বৈ
তরেদ্ধি কঃ সাগরমেব মূঢ়ঃ।
গলে তু বদ্ধা সুশিলাং ভুজাভ্যাং
কো বা সতীং বঞ্চতি বীতরাগাম্ ॥ ১৩
উক্তে তু বাক্যে বহুনীতিযুক্তে
ইন্দ্রেণ কামস্য সুশিক্ষণার্থম্।
আকর্ণ্য বাক্যং মকরধ্বজস্তু
উবাচ দেবেন্দ্রমথৈনমেব ॥ ১৪
কাম উবাচ।
তবাতিদেশাদহমাগতো বৈ
ধৈর্য্যং সুহৃত্বং পুরুষার্থমেব।
ত্যক্ত্বা তদর্থং পরিভাষসে মাং
নিঃসত্ত্বরূপং বহুভীতিযুক্তম্ ॥ ১৫
ব্যাবর্ত্ত্য যাস্যামি যদা সুরেশ
স্যাল্লোকমধ্যে মম কীর্ত্তিনাশঃ।
উপহাসরো মানবিহীন এব
সর্ব্বে বদিষ্যন্ত্যনয়া জিতং মাম্ ॥ ১৬
যে বৈ জিতা দেবগণাশ্চ দানবাঃ
পূর্ব্বং মুনীন্দ্রাস্তপসঃ প্রযুক্তাঃ।
হাস্যং করিষ্যন্তি মমাপি সদ্যো
নার্য্যা জিতো মন্মথ এব ভীমঃ ॥ ১৭
তস্মাৎ প্রযাস্যামি ত্বয়ৈব সার্দ্ধ-
মস্যা বলং মানমতঃ সুরেশ।
তেজশ্চ ধৈর্য্যং পরিণাশয়িষ্যে
কস্মাত্ত্বমানত্র বিভেতি শক্র ॥ ১৮
সম্বোধ্য চৈবং স সুরাধিনাথং
চাপং গৃহীত্বং সশরং সুপুষ্পম্।
উবাচ ক্রীড়াং পুরতঃস্থিতাং তাং
বিধায় মায়াং ভবতী প্রয়াতু ॥

সূর্য্যকে নিরুদ্ধ করিয়া স্বীয় পতি কৌশিকের প্রতি মাণ্ডব্যের শাপ এবং স্বীয় ভর্ত্তার মৃত্যু নিবারিত করিয়াছিলেন। অত্রিপত্নী পতিব্রতা অনসূয়া স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মন্মথ! পূর্ব্বে তোমার কি এ কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই যে, সতীগণ সর্ব্বদাই সৎকারযোগ্য। দেখ, দ্যুমৎসেননন্দিনী সাবিত্রী তাঁহার মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিকে যমের নিকট হইতে পুনরানয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ সতীমাহাত্ম্য আমি অনেক শুনিয়াছি। কোন্ মূঢ় অগ্নিশিখা স্পর্শ করে? কোন্ মূঢ় গলে শিলাবন্ধন করিয়া ভুজযুগ দ্বারা সাগর সন্তরণে প্রয়াসী হয় এবং কোন্ মূঢ়ই বা বীতরাগা সতীকে বশীভূত করিতে পারে? ইন্দ্র ঈদৃশ বহু নীতিযুক্ত বাক্য কামের শিক্ষার্থ প্রয়োগ করিলে কাম তৎশ্রবণে দেবেন্দ্রকে বলিল,—আমি আপনার আদেশেই আসিয়াছি। আপনি এক্ষণে ধৈর্য্য, সৌহৃদ্য, ও পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বহু ভক্তিযুক্ত বাক্য বলিতেছেন। কিন্তু হে সুরেশ! আমি যদি প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে জগতে আমার কীর্ত্তিনাশ হইবে। আমি মানহীন হইব। সকলে বলিবে, একটা নারী ইহাকে জয় করিয়াছে। যে সকল দেব, দানব ও তপোনিষ্ঠ মুনীন্দ্রকে আমি পূর্ব্বে জয় করিয়াছি, তাহারা আমায় উপহাস করিবে; বলিবে,—ভীষণ মন্মথ এক নারীর হস্তে পরাজিত হইয়াছে। অতএব হে সুরেশ! আমি আপনার সহিত যাইব এবং উহার তেজঃ, বল, ধৈর্য্য সমস্তই নাশ করিব। হে শক্র! আপনি কিসের জন্য ভীত হইতেছেন? ৯—১৮। মন্মথ সুরপতিকে এইরূপ বলিয়া স্বীয় পুষ্পশর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সম্মুখস্থিতা রতিকে বলিলেন,—

বৈশ্যস্য ভার্য্যাং সুকলাং সুপুণ্যাং
সত্যে স্থিতাং ধর্ম্মবিদাং গুণজ্ঞাম্।
ইতো হি গত্বা কুরু কার্য্যমুক্তং
সাহায্যরূপঞ্চ প্রিয়ে সখে শৃণু ॥ ২০
ক্রীড়াং সমাভাষ্য ততো মনোভব-
স্তস্থে স্থিতাং প্রীতিমথাহ্বয়ৎ পুনঃ।
কার্য্যং ভবত্যা মম কার্য্যমুত্তম-
মেতাং সুস্নেহৈঃ পরিভাবয় ত্বম্ ॥ ২১
ইন্দ্রং হি দৃষ্ট্বা সুকলা যথা ভবেৎ
স্নেহানুগা চারুবিলোচনেয়ম্।
তৈস্তৈঃ প্রভাবৈর্গুণবাক্যযুক্তৈ-
র্নয়স্ব বশ্যঞ্চ প্রিয়ে সখে শৃণু ॥ ২২
ভোভোঃ সখে সাধয় গচ্ছ শীঘ্রং
মায়াময়ং নন্দনরূপযুক্তম্।
পুষ্পোপযুক্তং চ ফলপ্রধানং
ঘুষ্টং রুতৈঃ কোকিলষট্পদানাম্ ॥ ২৩
আহূয় বারং মকরন্দমেব
রসায়নং স্বাদুগুণৈরুপেতম্।
সহানিলাদ্যৈর্নিজকর্ম্মযুক্তৈঃ
সম্প্রেষয়িত্বা পুনরেব কামম্ ॥ ২৪
এবং সমাদিশ্য মহৎ সসৈন্যং
ত্রৈলোক্যসম্মোহকরঃ তু কামঃ।
চক্রে প্রয়াণং সুররাজসার্দ্ধং
সম্মোহনায়ৈব মহাসতীং তাম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

তুমি মায়া অবলম্বন করিয়া যাত্রা কর। হে প্রিয়ে! হে সখে! শুন, ঐ যে বৈশ্যবধূ সুপুণ্যা সত্যনিষ্ঠা গুণজ্ঞা ধর্ম্মাভিজ্ঞা সুকলা আছে, তুমি এ স্থান হইতে উহার নিকট গিয়া আমার সাহায্যরূপ কার্য্য সম্পাদন কর। রতিকে এই কথা কহিয়া মনোভব নিকটস্থিতা প্রীতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন কর। ঐ সুকলাকে সুস্নেহে সমন্বিত করিয়া দাও। হে প্রিয়ে! হে সখে! শ্রবণ কর, সুকলা ইন্দ্রকে দেখিয়া যাহাতে প্রসন্নদৃষ্টি ও স্নেহানুরক্তা হয়, গুণবাক্যযুক্ত সেই সেই প্রভাবে তোমরা তাহাই কর; সুকলাকে ইন্দ্রের বশীভূত করিয়া দাও। অনন্তর কাম মকরন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—যাও যাও সখে! শীঘ্র গিয়া নন্দনবৎ এক মায়াময় পুষ্পফলান্বিত বন প্রস্তুত কর। সে বনে যেন কোকিল ও মধুকরকুল মধুর রব করিতে থাকে। কাম এই বলিয়া স্বাদুগুণান্বিত রসায়নকেও অনিলাদি নিজ কার্য্যক্ষম সহচরগণের সহিত প্রেরণ করিলেন। কাম এইরূপে ত্রিলোক-সম্মোহনকর মহাসৈন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্রের সহিত সেই মহাসতীর মোহনের জন্য প্রয়াণ করিলেন। ১৯—২৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

তস্যাঃ সত্যবিনাশায় মন্মথঃ সসুরাধিপঃ।
প্রস্থিতঃ সুকলাং তর্হি সত্যো ধর্ম্মমথাব্রবীৎ ॥ ১
পশ্য ধর্ম্ম মহাপ্রাজ্ঞ মন্মথস্যাপি চেষ্টিতম্।
তবার্থমাত্মনশ্চৈব পুণ্যস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ২
বিসৃষ্টামি মহৎস্থানং বাসরূপং সুখোদয়ম্।
সত্যাখ্যং চ সুপ্রিয়াখ্যং সুদেবাখ্যং গৃহোত্তমম্
তমেব নাশয়েৎ কাম এষ প্রসন্নধীঃ।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—সুকলার সত্যনাশের জন্য সুরাধিপের সহিত মন্মথ প্রস্থান করিলে সত্য ধর্ম্মকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্ম! মন্মথের উদ্যম অবলোকন কর। আমি তোমার আমার এবং মহাত্মা পুণ্যের জন্য সত্য সুপ্রিয়া ও সুদেবাখ্য উত্তম গৃহ সৃষ্টি করিয়াছি। উহা সুখোদর্ক বস্তুরূপ মহাস্থান। প্রমত্তবুদ্ধি কাম গিয়া তাহা নাশ করিবে এই

দ্বিষদ্রূপঃ সুদুষ্টাত্মা অস্মাকং হি ন সংশয়ঃ ॥ ৪
পতিস্তপোধনো বিপ্রঃ সুমতী যা পতিব্রতা।
সুসত্যো ভূপতির্ধর্ম্মো মম গেহং ন সংশয়ঃ ॥ ৫
যত্রাহং বৃদ্ধিসন্তুষ্টস্তত্র বাসো হি তে ভবেৎ।
তত্র পুণ্যং সমায়াতি ক্রীড়তে শ্রদ্ধয়া সহ ॥ ৬
ক্ষমা শান্তিসমাযুক্তমায়াতি মম মন্দিরম্।
যথা সত্যং দমশ্চৈব দয়া সৌহৃদ এব চ ॥ ৭
প্রজ্ঞাযুক্তঃ স নির্লোভো যত্রাহং তত্র সংস্থিতঃ।
শুচিস্বভাবস্তত্রৈব অমী বৈ সত্যবান্ধবাঃ ॥ ৮
অস্তেয়মপ্যহিংসা চ তিতিক্ষা বৃদ্ধিরেব চ।
মম গেহে সমায়াতা ধন্যতাং শৃণু ধর্ম্মরাট্ ॥ ৯
গুরূণাং চাপি শুশ্রূষা বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সমন্বিতঃ।
মদ্গেহং তু সমায়ান্তি দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ ॥
মোক্ষমার্গং প্রকাশেদ্যো জ্ঞানদীপ্ত্যা সমন্বিতঃ
এতৈঃ সার্দ্ধং বসাম্যেব সতীষু ধর্ম্মবৎসু চ ॥ ১১
সাধুষ্বেতেষু সর্ব্বেষু গৃহরূপেষু যে সদা।
উক্তেনাপি কুটুম্বেন বসাম্যেব ত্বয়া সহ ॥ ১২

দুষ্টাত্মা কাম আমাদের রিপুস্বরূপ সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্ম! তপোধন বিপ্র, সুমতী পতিব্রতা এবং সুসত্য ভূপতি এই তিনটী আমার গৃহ। যেখানে আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হই, সেখানে তোমারও বাস হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত পুণ্য গিয়াও তথায় ক্রীড়া করেন। শান্তির সহিত ক্ষমা আমার গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। যেখানে আমি থাকি, সত্য, দান, দয়া, সৌহার্দ্দ, প্রজ্ঞা, নির্লোভ সেইখানেই অবস্থিত। পবিত্র স্বভাবও সেইখানেই বিদ্যমান। ইহাঁরা সকলেই আমার বান্ধব। হে ধর্ম্মরাজ! শ্রবণ করুন, অস্তেয়, অহিংসা, তিতিক্ষা ও অভ্যুদয় ইহারা আমার গৃহেই ধন্য হইয়া থাকেন। গুরুশুশ্রূষা, সলক্ষ্মীক বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ও মোক্ষমার্গপ্রকাশক উজ্জ্বল জ্ঞান আমারই গৃহে আগমন করেন। ইহাঁদের সহিত আমি বাস করি। সতীজন ও ধর্ম্মযুক্ত সাধুলোকগণ ইহাঁরা আমার গৃহস্বরূপ; পূর্ব্বোল্লিখিত কুটুম্ববর্গ এবং তোমার সহিত

সসত্ত্বাঃ সাধুরূপাস্তে বেধসা মে গৃহীকৃতাঃ।
সঞ্চরামি মহাভাগ স্বচ্ছন্দেন চ লীলয়া ॥ ১৩
ঈশ্বরশ্চ জগৎস্বামী ত্রিনেত্রো বৃষবাহনঃ।
মম গেহস্বরূপেণ বর্ত্ততে শিবয়া যুতঃ ॥ ১৪
তদিদং সংস্মৃতেঃ সারং গৃহরূপং মহেশ্বরম্।
সদনং শঙ্করেত্যাখ্যং নাশিতং মন্মথেন বৈ ॥১৫
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তপন্তং তপ উত্তমম্।
মেনকাং হি সমাশ্রিত্য কামোঽয়ং জিতবান্ পুরা ॥ ১৬
সতী পতিব্রতাহল্যা গৌতমস্য প্রিয়া শুভা।
সুসত্যাচ্চালিতা তেন মন্মথেন দুরাত্মনা ॥ ১৭
মুনয়ঃ সত্যধর্ম্মজ্ঞা নানাস্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ।
মদ্গৃহাস্তা ইমাঃ সর্ব্বা দীপিতাঃ কামবহ্নিনা ॥
দুর্দ্ধরো দুঃসহো ব্যাপী যোঽহতিসত্যেষু নিষ্ঠুরঃ।
মামেব পশ্যতে নিত্যং ক সত্যঃ পারিতিষ্ঠতি ॥১৯
স মাং জ্ঞাত্বা সমায়াতি বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।

আমি ঐ সকল গৃহে বাস করিয়া থাকি। বিধাতা সত্ত্বসম্পন্ন সাধুগণকেই আমার আবাসগৃহ করিয়া দিয়াছেন। হে মহাভাগ! আমি সেই সকল গৃহে স্বচ্ছন্দে স্বীয় লীলায় বিচরণ করি। শিবাসমন্বিত, জগৎপ্রভু ত্রিনয়ন বৃষবাহন ঈশ্বরও মদীয় বাসগৃহস্বরূপ। কিন্তু আমার সেই শঙ্করাখ্য-সদনও মন্মথ কর্ত্তৃক নাশিত হইয়াছিল। মহাত্মা বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, কাম মেনকাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে তাঁহাকেও জয় করিয়াছে। গৌতমপ্রিয়া সুশোভনা অহল্যা সতী পতিব্রতা; দুরাত্মা মন্মথ তাঁহাকেও সুসত্য হইতে চালিত করিয়াছিল। ১—১৭। আমার গৃহস্বরূপ যে সকল সত্যধর্ম্মজ্ঞ মুনি ও নানাজাতীয় পতিব্রতা নারী, তাঁহারা প্রায় সকলেই কামানলে দীপিত হইয়াছেন। আমি সত্য,—দুর্দ্ধর, দুঃসহ, ব্যাপক এবং অসত্যের নিতান্ত বিদ্বেষী। কিন্তু দুষ্ট কাম আমার প্রতিও নিত্য দৃষ্টিদান করিতেছে। সুতরাং সত্য আর কোথায় থাকিবে? সে আমাকে জানিয়া ধনু-

নাশয়েন্মদগৃহং পাপে বীতিহোত্রৈশ্চ নামকৈঃ॥
পাপলেশাশ্চ যে কূটা অন্যে পাষণ্ডসংশ্রয়াঃ।
তে তু বুদ্ধ্যাহিতাঃ সর্ব্বে সত্যগেহং বিশন্তি হি
সেনাধ্যক্ষৈরসত্যৈস্তু ছদ্মনা তেন সাধিতঃ।
পাতয়েন্মর্দ্দয়েদ্গেহং পাপঃ শস্ত্রৈর্দুরাত্মভিঃ॥ ২২
মামেবং তাড়য়েৎ পাপো মহাবলমনোভবঃ।
অস্য ধাম্না প্রদগ্ধোঽহং শূন্যতাং হি ব্রজামি বৈ
নূতনং গৃহমিচ্ছামি স্ত্রিয়াখ্যং পতিভূপতিম্।
কৃকলস্যাপি পুণ্যস্য প্রিয়েয়ং শিবমঙ্গলা॥ ২৪
তদ্গৃহং সুকলাখ্যং মে দগ্ধুং পাপঃ সমুত্থিতঃ।
অয়মেষ সহস্রাক্ষঃ কামেন সহিতো বলী॥ ২৫
কামস্য কারণাৎ কস্মাৎ পূর্ব্ববৃত্তং ন বিন্দতি।
অহল্যায়াঃ প্রসঙ্গেন মেষোপস্থো ব্যজায়ত॥
পৌরুষং হি মুনের্দৃষ্ট্বা সত্যাশ্চৈব প্রধর্ষণাৎ।
নষ্টঃ কামস্য দোষেণ সুররাট্ তত্র সংস্থিতঃ॥
ভুক্তবান্ দারুণং শাপং দুঃখেন মহতান্বিতঃ।
কৃকলস্য প্রিয়ামেনাং সুকলাং ধর্ম্মচারিণীম্॥ ২৮
এষ হর্ত্তুং সহস্রাক্ষ উদ্যতঃ কামসংযুতঃ।
যথা চেন্দ্রেণ নায়াতি কাম এষ তথা কুরু।
ধর্ম্মরাজ মহাপ্রাজ্ঞ ভবান্ মতিমতাং বরঃ॥ ২৯

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

ঊনং তেজঃ করিষ্যামি কামস্য মরণং তথা।
একোপায়ো ময়া দৃষ্টস্তামিহৈব প্রপশ্য তু॥ ৩০
প্রজ্ঞা চৈষা মহাপ্রজ্ঞা শকুনীরূপচারিণী।
ভর্ত্তুরাগমনং পুণ্যং শব্দেনাখ্যাতু খে যতঃ॥ ৩১
শকুনস্য প্রভাবেন ভর্ত্তুশ্চাগমনেন চ।
দুষ্টৈর্নষ্টা ন ভূয়েত স্বস্থচিত্তা ন সংশয়ঃ॥ ৩২
প্রজ্ঞা চ প্রেষিতা তেন গতা সা সুকলাগৃহম্।
প্রকুর্ব্বতী বৃহচ্ছব্দং হৃষ্টদেবেব সাবভৌ॥ ৩৩
পূজিতা মানিতা প্রজ্ঞা ধূপদীপাদিভিস্তদা।
ব্রাহ্মণং সুকলাপৃচ্ছৎ কিমেষা চ বদেন্মম (১)॥

বাণ ধারণপূর্ব্বক আসিয়াছে। ঐ পাপাত্মা স্বীয় বাণানলে আমার গৃহ নাশ করিবে। যাহারা স্বল্পপাপ, ক্রূর ও পাষণ্ডশ্রয়ী, অহিত-ব্যক্তি, তাহারাও সকলে বুদ্ধিপূর্ব্বক আমার গৃহে প্রবেশ করিতেছে। অসত্য সেনাধ্যক্ষ-গণ কামের সাহায্যকারী; কাম কৌশলে কার্য্য সাধন করে। পাপী কাম, তাহার দুরাত্মা সেনাপতিগণের সাহায্যে আমার গৃহ পাতিত এবং অর্দ্দিত করিবে। মহাবল পাপিষ্ঠ মনোভব এইরূপে শস্ত্রদ্বারা আমাকেও তাড়িত করিবে। উহার তেজে দগ্ধ হইয়া আমি নিঃশেষ হইয়া যাইব। আমি স্ত্রীজাতীয় পতিদৈবত নূতন গৃহে বাসেচ্ছু হইয়াছিলাম। আমার সেই গৃহ পুণ্যাত্মা কৃকলের প্রিয়পত্নী শিবমঙ্গলা সুকলা। পাপিষ্ঠ আমার এ গৃহও দগ্ধ করিতে উদ্যত। এই বলবান্ সহস্রাক্ষ এক্ষণে কামসহায় হইয়াছেন; কিন্তু তিনি কামকৃত পূর্ব্ব-ঘটনা কেন না উপলব্ধি করিতে-ছেন? অহল্যাপ্রসঙ্গে তাঁহার মেষোপস্থ হইয়াছিল। কামের দোষে সতীর প্রধর্ষণে মুনির পৌরুষ দেখিয়া সুররাজ সেইখানে থাকিয়াই নষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মহাদুঃখে অন্বিত হইয়া মুনিপ্রদত্ত দারুণ শাপ ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুণ্যচারিণী কৃকল-প্রিয়া সুকলাকে কামের সাহায্যে সহস্রাক্ষ হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে মহা-প্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ! এই কাম যাহাতে ইন্দ্রের সহিত না আসিতে পারে, আপনি তাহা করুন। ১৮—১৯। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—আমি কামের তেজোহানি এমন কি মরণ পর্য্যন্তও বিধান করিব। এ সম্বন্ধে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, আপনিও তাহা দেখুন। এই মহাপ্রাজ্ঞা প্রজ্ঞা শকুনির রূপ ধারণ করিয়া আকাশপথে গিয়া সুকলার শুভ ভর্ত্তৃ-আগমন সংবাদ প্রদান করুন। শকুনের প্রভাবে ভর্ত্তার আগমন জানিতে পারিয়া স্বস্থচিত্তা সুকলা নিশ্চয়ই দুষ্টগণের চেষ্টায় নষ্ট হইবেন না। এই বলিয়া তিনি প্রজ্ঞাকে প্রেরণ করিলেন। প্রজ্ঞা সুকলার গৃহোপরি গিয়া দৈবজ্ঞবৎ মহাশব্দ করত প্রতি-

---

(১) "ব্রাহ্মণং পৃচ্ছতি জ্ঞানাৎ কদৈষ্যতি পতির্ম্মম" ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভর্ত্তুশ্চাগমনং ব্রূতে তবৈব সুভগে স্থিরা ।
দিনানাং সপ্তকাৎপূর্ব্বমাগমিষ্যতি নান্যথা ॥ ৩৫
ইত্যেবমাকর্ণ্য সুমঙ্গলং বচঃ
প্রহর্ষযুক্তা সহসা বভূব ।
ধর্ম্মজ্ঞমেকং সগুণং চ কান্তং
শকুনাৎ প্রদিষ্টং হি সমাগতং তম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুরুবাচ ।

ক্রীড়া সতীরূপধরা প্রভূত্বা
গেহং গতা চারু পতিব্রতায়াঃ ।
তামাগতাং সত্যস্বরূপযুক্তা
সা সাদরং বাক্যমুবাচ ধন্যা ॥ ১
বাক্যৈঃ সুপুণ্যৈঃ পরিপূজিতা সা
উবাচ ক্রীড়া সুকলাং বিহস্য ।
মায়ানুগং বিশ্ববিমোহনং সতী
প্রত্যুত্তরং সত্যপ্রমেয়যুক্তম্ ॥ ২
মমাপি ভর্ত্তা প্রবলো গুণজ্ঞো
ধীরঃ সবিদ্যো মহিমপ্রযুক্তঃ ।
ত্যক্ত্বা গতঃ পাপতরাং সুপুণ্যো
মামেব নাথঃ শৃণু পুণ্যকীর্ত্তিঃ ॥ ৩
বাক্যৈস্তু পুণ্যৈরবলাস্বভাবা-
দাকর্ণ্য সর্ব্বং সুকলা সমুক্তা ।
সংশুদ্ধভাবাঞ্চ বিচিন্ত্য চাহ
কস্মাদ্গতঃ সুন্দরি তেঽদ্য নাথঃ ॥ ৪
বিহায় তে রূপমতীব সত্য-
মাচক্ষ্ব সর্ব্বং ভবতী সুভর্ত্তুঃ ।
ধ্যানোপযুক্তা সকলং করোতি
সখীস্বরূপা গৃহমাগতা মে ॥ ৫
ক্রীড়া বভাষে শৃণু সত্যমেতং
চরিত্রভাবং মম ভর্ত্তুরস্য ।
অহং প্রিয়া যস্য সদৈব যুক্তা
যমিচ্ছতে তং প্রতি সান্ত্বয়ামি ॥ ৬

ভাত হইল। তৎকালে প্রজ্ঞা ধূপ দানাদি দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইলেন। সুকলা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন,—এই শকুনি কি বলিতেছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে শুভগে! এ তোমার ভর্ত্তার আগমনসংবাদ প্রদান করিতেছে। তুমি স্থির হও; সাত দিনের মধ্যে তোমার ভর্ত্তা আগমন করিবেন। সুকলা এই সুমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইলেন। শকুন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ, গুণান্বিত কান্তের আগমনসংবাদ প্রদান করিল। ৩০-৩৬

ষটুপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—সতী ক্রীড়া মূর্ত্তিমতী হইয়া পতিব্রতা সুন্দরী সুকলার গৃহে গমন করিলেন। সত্যস্বরূপিণী ধন্যা সুকলা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রীড়া সুকলার সাদরবাক্যে সম্মানিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক সুকলাকে বিশ্ববিমোহন মায়ানুগত সত্য প্রমেয়যুক্ত প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার ভর্ত্তা, বলবান্, গুণজ্ঞ, বিদ্বান্, বিচক্ষণ, অতীব পুণ্যাত্মা ও পুণ্যকীর্ত্তি। আমি মন্দভাগিনী; তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুকলা তাহার সুষ্ঠু বাক্যে অভিহিতা হইয়া অবলাস্বভাববশতঃ সেই সকল শ্রবণমাত্র সমাগতা সুন্দরীকে শুদ্ধস্বভাবা বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুন্দরি! তোমার নাথ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য চলিয়া গিয়াছেন? তোমার সুভর্ত্তৃসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত কর। এই বলিয়া সুকলা চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—এ রমণী সখীরূপেই আমার গৃহে আসিয়াছে। তখন ক্রীড়া বলিলেন,—শ্রবণ কর, মদীয় ভর্ত্তার চরিত্রের বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। আমি

কর্ত্তুং সুপুণ্যং বচনং সুভর্ত্তু-
ধ্যানোপযুক্তা সকলং করোমি।
একান্তশীলা সগুণানুরূপা
শুশ্রূষয়ৈকা ত্বমিহৈব দেবি ॥ ৭
মম পূর্ব্ববিপাকোহয়ং সম্প্রত্যেব প্রবর্ত্ততে।
যতস্ত্যক্ত্বা গতো ভর্ত্তা মামেবং মন্দভাগিনীম্।
সখে ন ধারয়ে জীবং স্বকীয়ং কায়মেব চ।
পত্যা হীনাঃ কথং নার্য্যঃ সুজীবন্তি চ নির্ঘৃণাঃ
রূপশৃঙ্গারসৌভাগ্যং সুখং সম্পচ্চ নান্যথা।
নারীণাং হি মহাভাগো ভর্ত্তা শাস্ত্রেষু গীয়তে ॥
তয়া সর্ব্বং সমাকর্ণ্য যদুক্তং ক্রীড়য়া তদা।
সত্যভাবং বিদিত্বা সা মেনে সম্ভাষিতং তদা ॥
বিশ্বস্তা সা মহাভাগা সুকলা পতিদেবতা।
তামুবাচ পুনঃ সর্ব্বমাত্মচেষ্টানুগং বচঃ ॥ ১২
সমাসেন সমাখ্যাতং পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মনঃ।
যথা ভর্ত্তা গতো যাত্রাং পুণ্যসাধনতৎপরঃ ॥ ১৩
আত্মদুঃখং সুসত্যং চ তপ এব মনস্বিনি।
বোধিতা ক্রীড়য়া সা তু সমাশ্বাস্য পতিব্রতা ॥ ১৪
সূত উবাচ।
একদা তু তয়া প্রোক্তং ক্রীড়য়া সুকলাং প্রতি
সখে পশ্য বনং সৌম্যং দিব্যবৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্ ॥১৫
তত্র তীর্থং পরং পুণ্যমস্তি পাতকনাশনম্।
নানাবল্লীবিতানৈশ্চ সুপুষ্পৈঃ পরিশোভিতম্ ॥
আবাভ্যামপি গন্তব্যং পুণ্যহেতোর্ব্বরাননে।
সমাকর্ণ্য তয়া সার্দ্ধং সুকলা মায়য়া তদা ॥ ১৭
প্রবিবেশ বনং দিব্যং নন্দনোপমমেব সা।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং কোকিলাশতনাদিতম্ ॥১৮
গীয়মানং সুমধুরৈর্নাদৈর্ম্মধুকরৈরপি।
কূজদ্ভিঃ পক্ষিভিঃ পুণ্যৈঃ পুণ্যধ্বনিসমাকুলম্।
চন্দনাদিকবৃক্ষৈশ্চ সৌরভৈশ্চ বিরাজিতম্।
সর্ব্বভোগৈঃ সুসম্পূর্ণং মাধব্যা মাধবেন বৈ ॥ ২০
রচিতং মোহনায়ৈব সুকলায়াশ্চ কারণাৎ।
তয়া সার্দ্ধং প্রবিষ্টা সা তদ্বনং সর্ব্বভাবনম্ ॥ ২১

যাহার প্রিয়া, আমি সদাই তাহার অনুগতা। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেন, আমি তদ্দ্বারাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতাম। ভর্ত্তার পবিত্র বচন পালনে সর্ব্বদাই আমি তন্ময় ছিলাম; সমস্তই পালন করিতাম। হে দেবি! আমি তোমারই ন্যায় নির্জ্জনপ্রিয়া, সগুণা ও পতিশুশ্রূষায় অনুকূলা ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমার এই দুর্ব্বিপাক উপস্থিত যে, ভর্ত্তা মন্দভাগিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হে সখি! আমি জীবন ধারণ করিব না। পতিহীন হইয়া নারীগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? মহাভাগ ভর্ত্তাই নারীর রূপ, শৃঙ্গার সৌভাগ্য, সুখ ও সম্পদ্, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। সুকলা ক্রীড়ার কথিত সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে যথার্থ জ্ঞানে তাঁহার সমস্ত উক্তি সত্য বলিয়া মনে করিলেন। বিশ্বস্তা মহাভাগা পতিদেবতা সুকলা তখন তাঁহার নিকট সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। তিনি সংক্ষেপে স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং যেরূপে তাঁহার ভর্ত্তা পুণ্যসাধনে তৎপর হইয়া তীর্থযাত্রায় গিয়াছেন, সেই সমস্ত বলিলেন। তখন ক্রীড়া পতিব্রতা সুকলাকে আশ্বাসিত করিয়া এইরূপ বুঝাইলেন যে, মনস্বিনি! সম্যক্ সত্যসমন্বিত আত্মদুঃখও তপস্যা। অর্থাৎ তুমি তো তপস্যাই করিতেছ। ১—১৪। সূত কহিলেন,—একদা ক্রীড়া সুকলাকে বলিলেন,—সখি! দিব্য বৃক্ষালঙ্কৃত সুন্দর বন অবলোকন কর। তথায় পরম পুণ্য পাপহর তীর্থ আছে। ঐ বন নানা বল্লীবিতানে ও সুন্দর সুন্দর পুষ্পপুঞ্জে পরিশোভিত আছে। হে বরাননে! চল, আমরাও ঐ বনে পুণ্যার্জ্জনার্থ গমন করি। সুকলা তৎশ্রবণে ক্রীড়ার সহিত নন্দনোপম দিব্য বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণ, শত শত কোকিলনাদিত, মধুকরকুলের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, কূজনপর পবিত্র পক্ষিসমূহের পুণ্যশব্দে সমাকুলিত, চন্দনাদি সৌরভময় বৃক্ষে বিরাজিত, এবং সর্ব্বসুখভোগে পরিপূরিত। এই সুন্দর বন সুকলার মোহনের জন্যই নির্ম্মিত। সুকলা ক্রীড়ার

দদর্শ সৌখ্যদং পুণ্যং মায়াভাবং ন বিন্দতি।
বীক্ষমাণা বনং দিব্যং তয়া সহ জনেশ্বর ॥ ২২
শক্রোঽপি চাভ্যয়াত্তত্র দেবমূর্ত্তিবিরাজিতঃ।
তয়া দূত্যা সমম্প্র প্তঃ কামস্তত্র সমাগতঃ ॥ (১)
সর্ব্বভোগপতির্ভূত্বা কামলীলাসমাকুলঃ।
কামমাহ সমাভাষ্য এষা সা সুকলাগতা ॥ ২৪
প্রহরস্ব মহাভাগ ক্রীড়ায়াঃ পুরতঃ স্থিতাম্।
মায়াং কৃত্বা সমানীতাং ক্রীড়য়া তব সন্নিধৌ।
পৌরুষং দর্শয়াত্যৈব যদ্যস্তি কুরু নিশ্চিতম্ ॥২৫

কাম উবাচ।

আত্মরূপং দর্শয়স্ব চতুরং লীলয়ান্বিতম্।
যেনাহং প্রহরাম্যেতাং পঞ্চবাণৈঃ সহস্রদৃক্ ॥ ২৬

ইন্দ্র উবাচ।

কাস্তে তে পৌরুষং মূঢ় যেন লোকং বিড়ম্বসে।
মমাধারপরো ভূত্বা যোদ্ধুমিচ্ছাসি সাম্প্রতম্ ॥২৭

কাম উবাচ।

কেনাপি দেবদেবেন মহাদেবেন শূলিনা।
পূর্ব্বমেব হৃতং রূপং মম কায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৮
ইচ্ছাম্যহং যদা নারীং হন্তুং শৃণুষ সাম্প্রতম্।
পুংসাং কায়ং সমাশ্রিত্য আত্মরূপং প্রদর্শয়ে।
পুমাংসং বা সহস্রাক্ষ নার্য্যাঃ কায়ং সমাশ্রয়ে॥
পূর্ব্বদৃষ্টা যদা নারী তামেব পরিচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানস্য পুংসস্তু নার্য্যা রূপং পুনঃপুনঃ ॥ ৩১
অদৃষ্টং তু সমাশ্রিত্য পুংসমুন্মাদয়াম্যহম্।
তথাপ্যুন্মাদয়াম্যেবং নারীরূপং ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
সংস্মরণাৎ স্মরো নাম মম জাতং সুরেশ্বর।
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশো রঙ্গবস্তুরূপং সমাশ্রয়ে ॥ ৩৩
আত্মতেজঃপ্রকাশেন বাধ্যবাধকতাং ব্রজেৎ।
নারীরূপং সমাশ্রিত্য ধীরং পুরুষং প্রমোহয়েৎ
পুরুষং তু সমাশ্রিত্য ভাবয়ামি সুযোষিতম্।
রূপহীনোঽস্মি হে ইন্দ্র অস্মাদ্রূপং সমাশ্রয়ে॥

সহিত এই বনে প্রবিষ্ট হইয়া সুখপ্রদ পুণ্য-ভাব দর্শন করিলেন; মায়াভাব কিছুই বুঝিলেন না। হে জনেশ্বর! ক্রীড়ার সহিত সেই দিব্য বন সুকলা দেখিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র সেই দূতীর সহিত দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কামও তথায় সমাগত হইল। তখন ইন্দ্র সর্ব্বভোগযুত ও কামলীলাকুল হইয়া কামকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,—এই সেই সুকলা আসিয়াছে। হে মহাভাগ! ক্রীড়ার সম্মুখবর্ত্তিনী সুকলাকে তুমি শর প্রহার কর। ক্রীড়া মায়া-রচনায় ইহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছে। যদি পৌরুষ থাকে, তবে অদ্য তাহা প্রদর্শন কর। কাম কহিলেন,—আপনি লীলান্বিত চটুল আত্মরূপ ইহাকে প্রদর্শন করুন, যাহার সাহায্যে আমি পঞ্চবাণ দ্বারা ইহাকে প্রহার করিব। ইন্দ্র কহিলেন,—মূঢ়! তুমি যাহা দ্বারা লোকবিড়ম্বনা কর, তোমার সেই পৌরুষ কোথায়? তুমি আমাকে আধাররূপে অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ। কাম কহিলেন,—দেবদেব মহাদেব শূলপাণি পূর্ব্বেই আমার রূপ হরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমার মূর্ত্তি বিদ্যমান নাই। শ্রবণ করুন, ইদানীং আমি যখন নারীজনকে আহত করিতে ইচ্ছা করি, তখন পুরুষ-কলেবর আশ্রয় করিয়া আত্মরূপ প্রকট করিয়া থাকি। হে সহস্রাক্ষ! যখন পুরুষকে আহত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন আবার নারীদেহ আশ্রয় করি। পুরুষ পূর্ব্বে যে নারীকে দর্শন করে; তাহাকে চিন্তা করিতে থাকে। পুরুষ পুনঃপুন নারীরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে আমি অদৃশ্যভাবে তাহাকে উন্মাদিত করি। ২৫—৩২। হে সুরেশ্বর! সংস্মরণ হেতু আমার 'স্মর' নাম হইয়াছে। অনুরূপ নারী দর্শনে অনুরূপ পুরুষ হইয়া বস্তুরূপ আশ্রয় করি। পরে আমার আত্মতেজঃ-প্রকাশে স্ত্রীপুরুষ বাধ্য-বাধকতা প্রাপ্ত হয়। আমি নারীরূপের আশ্রয়ে ধীর পুরুষকেও মোহিত করি; আবার পুরুষ-আশ্রয় করিয়া সতী নারী-

---

(১)"সুকৌতুকান্যনেকানি দৈবযুক্তানি তানি সঃ
তয়া রত্যা সুসংযুক্তঃ কামঃ শক্রঃ সমাগতঃ॥"
ইতি পাঠান্তরম্।

তব রূপং সমাশ্রিত্য তাং স্বধয়ে যথেপ্সিতাম্ ।
এবমুক্তা স দেবেন্দ্রং কায়ং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
সখাসৌ মাধবস্থাপি চাশ্রিত্য কুসুমায়ুধঃ ॥ ৩৭
তামেব হস্তং কুসুমায়ুধোঽপি
সাধ্বীং সুপুণ্যাং কৃকলস্য ভার্য্যাম্ ।
সমুৎসুকস্তিষ্ঠতি বাণলক্ষ্যং
তস্যাশ্চ কায়ং নয়নৈর্বিলোক্য ॥ ৩৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুরুবাচ ।
ক্রীড়াপ্রযুক্তা সুবনং প্রবিষ্টা
বৈশ্যস্য ভার্য্যা সুকলা সুতন্বী ।
দদর্শ সর্বং গহনং মনোরমং
তামেব পপ্রচ্ছ সখীং সতী সা ॥ ১
অরণ্যমেতৎ প্রবরং সুপুণ্যং
দিব্যং সখে কস্য মনোভিরামম্ ।
সিদ্ধং সুকামৈঃ প্রবরৈঃ সমস্তৈঃ
পপ্রচ্ছ হর্ষাৎ সুকলা সখীং তাম্ ॥ ২
ক্রীড়োবাচ ।
এতদ্বনং দিব্যগুণৈঃ প্রযুক্তং
সিদ্ধস্বভাবৈঃ পরিভাবনেন ।
পুষ্পাকুলং কামফলোপযুক্তং
বিপশ্য সর্ব্বং মকরধ্বজস্য ॥ ৩
এবং বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা হর্ষেণ মহতান্বিতা ।
সমালোক্য মহদ্বৃত্তং কামস্য চ দুরাত্মনঃ ॥ ৪
বায়ুনা নীয়মানং তং সমাঘ্রাতি ন সৌরভম্ ।
বাতি বায়ুঃ স্বভাবেন সৌরভেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫
তদ্বাণো বিশতে নাসাং যথা তথা সুশীলয়া ।
সা গন্ধং নৈব গৃহ্লাতি পুষ্পাণাঞ্চ বরাননা ॥ ৬
ন চাস্বাদয়তে সা তু সুরসান সা মহাসতী ।
স সখা কামদেবস্য রমমাণো বিনির্জ্জিতঃ ॥ ৭
লজ্জিতঃ পরাঙ্মুখো ভূত্বা ভুং পপাত লবচ্ছদৈঃ
ফলেভ্যো হি সুপক্কেভ্যঃ পুষ্পমঞ্জরিসংস্কৃতঃ ॥

কণ্ঠ বিচলিত করি। হে ইন্দ্র! আমি রূপহীন, তাই রূপের আশ্রয় লইয়া থাকি। এক্ষণে আপনার রূপ আশ্রয় করিয়া আমি ঐ নারীকে আপনার অনুরাগিণী করিব। মাধবসখা মদন দেবেন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া সেই মহাত্মার দেহ আশ্রয় করিলেন। কুসুমায়ুধ সাধ্বী পুণ্যশীলা কৃকলভার্য্যা সুকলাকে আহত করিতে সমুৎসুক হইয়া নেত্র দ্বারা বিলোকনপূর্ব্বক তদীয় দেহ স্বীয় বাণের লক্ষ্যভূত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩—৩৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—ক্রীড়াসঙ্গিনী বৈশ্যপত্নী সুতন্বী সতী সুকলা সেই সুন্দর বনে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে সমস্ত রম্য বনই নিরীক্ষণ করিলেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গিনী সখীকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে সখি! এই মনোভিরাম পুণ্যাশ্রয় উৎকৃষ্ট অরণ্য কাহার? এ অরণ্য সমস্ত সুখভোগেই সুসম্পন্ন। সুকলা হর্ষভরে এই কথা জিজ্ঞাসিলে ক্রীড়া কহিলেন,—এই যে দিব্য গুণসম্পন্ন কামফলযোগ্য পুষ্পাকুলিত বন দেখিতেছ, এ সমস্তই মকরধ্বজের বন। সুকলা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষে অন্বিত হইলেন এবং দুরাত্মা কামের মহাচেষ্টা সন্দর্শন করিয়া বায়ুবাহিত সৌরভ নাসিকায় গ্রহণ করিলেন না। বায়ু স্বভাবতঃ সৌরভান্বিত হইয়া বহিতে লাগিল। কামের সেই বাণ তাঁহার নাসায় প্রবেশ করিল না, বরাননা সুকলা পুষ্পসমূহেরও গন্ধ লইলেন না।১—৬। মহাসতী তিনি সুরসসমূহেরও স্বাদ গ্রহণ করিলেন না। কামের সখা সুরস, এইরূপে নির্জ্জিত হইল। সে লজ্জিত ও পরাঙ্মুখ হইয়া বিন্দুবিন্দুরূপে ভূপতিত হইল! সুকলা কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া রস তখন সুপক্ক ফল ও

স্বরূপোঽপতদ্ভূমৌ রসস্বেষ তয়া জিতঃ।
মকরন্দঃ সুদীনাত্মা কলাদ্ভূমিং ততঃ পুনঃ॥ ৯
ভক্ষ্যতে মক্ষিকাভিশ্চ যথা মৃতো রণে তথা।
মক্ষিকাভক্ষ্যমাণস্তু প্রবাহেন প্রযাতি সঃ॥ ১০
মন্দং মন্দং প্রযাত্যেব তং হসন্তি চ পক্ষিণঃ।
নানারুতৈঃ প্রচলন্তি সুখমানন্দনির্ভরৈঃ॥ ১১
প্রীত্যা শকুনয়স্তত্র বনমধ্যনগস্থিতাঃ।
সুকলয়া জিতো হ্যেষ নিম্নং পস্থানমাশ্রিতঃ॥

প্রীত্যা সমেতা রতিঃ কামভার্য্যা
গত্বাব্রবীৎ সা সুকলাং বিহস্য।
স্বস্ত্যস্তু তে স্বাগতমেব ভদ্রে
রমস্ব প্রীত্যা নয়নাভিরামম্॥ ১৩

তে রূপমিষ্টমমলমিন্দ্রস্যাপি মহাত্মনঃ।
যদেষ্টং তে তদা ব্রূহি সমানেষ্যে ন সংশয়ঃ॥

সূত উবাচ।

দৃষ্ট্বো তে স্ত্রিয়ৌ দৃষ্ট্বা প্রত্যুবাচ সুভাষিতম্
রতিং প্রতিগৃহীত্বা মে গতো ভর্ত্তা মহামতিঃ।
যত্র মে তিষ্ঠতে ভর্ত্তা তত্রাহং পতিসংযুতা।
তত্র কামশ্চ মে প্রীতিরয়ং কায়ো নিরাশ্রয়ঃ॥ ১৬
দ্বে অপ্যুক্তং সমাকর্ণ্য রতিপ্রীতী বিলজ্জিতে।
ব্রীড়মানে গতে তে দ্বে যত্র কামো মহাবলঃ॥ ১৭
উচতুস্তং মহাবীরমিন্দ্রকায়সমাশ্রিতম্।
চাপমাকর্ষমাণং তং নেত্রলক্ষ্যং মহাবলম্॥ ১৮
দুর্জ্জয়েয়ং মহাপ্রাজ্ঞ ত্যজ পৌরুষমাত্মনঃ।
পতিকামা মহাভাগা পতিব্রতা সদৈব সা॥ ১৯

কাম উবাচ।

অনয়ালোক্যতে রূপমিন্দ্রস্যাস্য মহাত্মনঃ।
যদি দেবি তদা চাহং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ২০
অথ বেষধরো দেবো মহারূপঃ সুরাধিপঃ।
স তয়ানুগতস্তূর্ণং পরয়া লীলয়া তদা॥ ২১
সর্ব্বভোগসমাকীর্ণঃ সর্ব্বাভরণশোভিতঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ॥ ২২

পুষ্পমঞ্জরীসমূহ হইতে রসরূপে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মকরন্দ দীনভাবে ফল হইতে ভূতলে পতিত হওয়ায় মক্ষিকাকুল তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে যেন যুদ্ধ-হত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইল এবং মক্ষিকা-কুল কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া প্রবাহরূপে প্রয়াণ করিতে লাগিল। মকরন্দ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইলে পক্ষিকুল তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহারা আনন্দনির্ভর নানা রবে সুখে প্রচলিত হইল এবং প্রীতিবশে সেই বনমধ্যস্থ বৃক্ষোপরি বসিয়া সোপহাসে বলিল,—এই মকরন্দ সুকলা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে নিম্ন পথের আশ্রয় লইয়াছে। তখন কামপত্নী রতি প্রীতিভরে আগমনপূর্ব্বক সুকলার নিকট গিয়া সহাস্যে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার শুভাগমন হউক; মঙ্গল হউক; তুমি প্রীতিসহকারে নয়নাভিরাম ইন্দ্রের সহিত রমণ কর। তোমার এই অমল-রূপ মহাত্মা ইন্দ্রেরও বাঞ্ছিত। যদি তোমার অভিপ্রায় বল, আমি তাহাকে আনয়ন করি। সূত বলিলেন,—রতি ও প্রীতিকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া সুকলা বলিলেন,—আমার মহামতি ভর্ত্তা আমার রতি প্রতিগ্রহ করিয়া বিদেশগত হইয়াছেন। আমার সেই ভর্ত্তা যেখানে অবস্থিত, আমি সেইখানেই পতিযুতা হইয়া বিরাজিতা। আমার কাম এবং প্রীতি উভয়ই সেই ভর্ত্তার নিকট। এ কলেবর আমার নিরাশ্রয়। সুকলার এই বাক্য শুনিয়া রতি ও প্রীতি উভয়েই লজ্জিতা হইলেন। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া মহাবল কামের নিকট গমন করিলেন এবং সেই ইন্দ্র-দেহাশ্রিত চাপাকর্ষণপরায়ণ মহাবীর কামকে বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ। এ নারী দুর্জ্জয়া; আপনি আত্মপৌরুষ পরিত্যাগ করুন। সুকলা সর্ব্বদাই পতিব্রতা ও পতিকামা। কাম কহিলেন,—হে দেবি! সুকলা যখন মহাত্মা ইন্দ্রের রূপ অবলোকন করিবে, তখন আমি তাহাকে আহত করিব। অনন্তর সুরাধিপতি ইন্দ্র সুরূপ ও সুবেশ ধারণ করিয়া সত্বর পরম লীলাসহকারে রতির অনুগমন করিলেন। ইন্দ্র সর্ব্বভোগে অন্বিত, সর্ব্বাভরণে শোভিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বরে পরিবৃত এবং গন্ধে অনু-

তয়া রত্যা সমায়াতো যত্রাস্তে পতিদেবতা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগাং সুকলাং সত্যচারিণীম্ ॥২৩
পূর্ব্বং দূতীসমক্ষং তে প্রাত্যা চ প্রহিতা ময়া।
কস্মান্ন মন্যসে ভদ্রে ভজন্তং ত্বামিহাগতম্ ॥২৪

সুকলোবাচ।

রক্ষাযুক্তাস্মি ভদ্রন্তে ভর্ত্তুঃ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
একাকিনী সহায়ৈশ্চ নৈব কস্য ভয়ং মম ॥ ২৫
শূরৈশ্চ পুরুষাকারৈঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষিতা।
নাতিপ্রস্তাবয়ে বক্তুং ব্যগ্রা কর্ম্মণি তস্য চ ॥২৬
যাবৎ প্রস্পন্দতে নেত্রং তাবৎকালং মহামতে।
ভবান্ন লজ্জতে কস্মাদ্রমমাণো ময়া সহ ॥ ২৭
ভবান্ কো হি সমায়াতো নির্ভয়ো মরণাদপি ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ত্বামেবং হি প্রপশ্যামি বনমধ্যে সমাগতাম্।
সমাখ্যাতাস্ত্বয়া শূরা ভর্ত্তুশ্চ তনয়াঃ পুনঃ ॥ ২৯
কথং পশ্যাম্যহং তান্ বদ্দর্শয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৩০

সুকলোবাচ।

স নিজসকলবর্গস্যাধিপত্যে নিবেশ্য
ধৃতিমতিগতিবুদ্ধ্যাখ্যেষু সম্যস্য সত্যম্।
অচলসকলধর্ম্মো নিত্যযুক্তো মহাত্মা
শমদমসংধর্ম্মাত্মা সদা মাং জুগোপ ॥ ৩১
মামেবং পরিরক্ষতে দমগুণৈঃ শৌচৈস্তু
ধর্ম্মঃ স...
সত্যং পশ্য সমাগতং মম পুরঃ শান্তি-
ক্ষমাভ্যাং যুতম্
বোধশ্চাতিমহাবলঃ পৃথুযশা যো মাং ন
মুঞ্চেৎ কদা
বদ্ধাহং দৃঢবন্ধনৈঃ স্বগুণজৈঃ সান্নিধ্যমেবং গত
রক্ষাযুক্তাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে সত্যাদ্যা মম সাম্প্রতং
ধর্ম্মলাভাদিকাঃ সর্ব্বে দমবুদ্ধিপরাক্রমাঃ ॥ ৩৩
মামেবং হি প্ররক্ষন্তি কিং মাং প্রার্থয়সে বলাৎ
কো ভবান্নির্ভয়ো ভূত্বা দূত্যা সার্দ্ধং সমাগতঃ
সত্যং ধর্ম্মস্তথা পুণ্যং জ্ঞানাদ্যাঃ প্রবলাস্তথা।

লিপ্ত হইয়া যথায় যেই পতিদেবতা সুকলা অবস্থান করিতেছিলেন, রতির সহিত সেই স্থানে আসিলেন এবং সেই সত্যনিষ্ঠা মহাভাগা সুকলাকে বলিলেন—ভদ্রে। আমি পূর্ব্বে প্রীতিভরে তোমার নিকট এক দূতী প্রেরণ করিয়াছিলাম, কেন তুমি ভজনোদ্যত আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুকলা কহিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক. আমি মহাত্মা পুত্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষাযুক্তা। আমি একাকিনী নহি, সহায়যুক্তা। কাহাকে আমি ভয় করি? পুরুষাকার শূরগণ সর্ব্বত্রই আমাকে রক্ষা করেন। হে মহামতে! যাবৎ আমার নেত্রাশ্রু নির্গলিত হইবে, তাবৎ আপনার প্রস্তাবের উত্তর দানে আমি ব্যগ্র নহি। আমি আমার সেই ভর্ত্তার কর্ম্ম সাধনেই ব্যগ্র হইয়া থাকি। আপনি আমার সহিত রমণ করিতে উদ্যত, এ জন্য আপনি লজ্জিত হইতেছেন না কেন? কে আপনি মরণ হইতেও নির্ভয় হইয়া হেথায় আগমন করিলেন? ইন্দ্র কহিলেন,—আমি মাত্র তোমাকেই এই বনমধ্যগতা দেখিতেছি; কিন্তু তুমি আবার শূর ভর্ত্তৃতনয়দিগের কথা কহিলে। আমি তাহা কিরূপে দেখিতে পারি, তুমি আমাকে প্রদর্শন করাও। ৭—৩০। সুকলা কহিলেন,—যিনি ধৃতি, মতি, গতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীয় আত্মপরিজনের আধিপত্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাঁহার সকল ধর্ম্ম অবিচল, যিনি নিত্যযুক্ত ও মহাত্মা, সেই শমদমসমভিব্যাহারী ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্ম দমগুণে আমার রক্ষক। শান্তি ও ক্ষমার সহিত ঐ দেখ সত্য আমার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত। মহাবল মহাকীর্ত্তি বোধ আমাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। নিজ গুণজাত দৃঢ় বন্ধনে সর্ব্বদাই আমি বদ্ধ। সেই বোধ আমার সন্নিধিগত। সত্যাদি সমস্ত ধর্ম্মকে আমি রক্ষা করিয়াছি! তাঁহারাই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মলাভ, দম, বুদ্ধি, পরাক্রম, সকলেই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি কি আমায় বলাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? কে তুমি নির্ভয়ে দূতীর সহিত আসিয়াছ? আমার ভর্ত্তার সত্য, ধর্ম্ম, পুণ্য ও জ্ঞানাদি প্রবল

মম ভর্ত্তুঃ সহায়াশ্চ তে মাং রক্ষন্তি বেশ্মনি ॥ ৩৫
অহং রক্ষাযুতা নিত্যং দমশান্তিপরায়ণা।
ন মাং জেতুং সমর্থশ্চ অপি সাক্ষাচ্ছচীপতিঃ॥৩৬
যদি বা মন্মথো বাপি সমাগচ্ছতি বীর্য্যবান্।
দংশিতাহং সদা সত্যং সত্যকেনৈব নান্যথা ॥ ৩৭
নিরর্থকাস্তস্য বাণা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
ত্বামেবং হি হনিষ্যন্তি ধর্ম্মাদ্যাস্তে মহাভটাঃ ॥৩৮
দূরং গচ্ছ পলায় ত্বমত্র মাতিষ্ঠ সাম্প্রতম্।
বার্য্যমাণো যদা তিষ্ঠের্ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি ॥৩৯
ভর্ত্রা বিনা নিরীক্ষেত মম রূপং যদা ভবান্।
যথা দারু দহেদ্বহ্নিস্তথা ধক্ষ্যামি নান্যথা ॥ ৪০
এবং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষো মন্মথং প্রাহ সম্মুখম্।
পশ্য পৌরুষমেতস্যা যুধ্যস্ব নিজপৌরুষৈঃ ॥ ৪১
যথাগতাস্তথা সর্ব্বে মহাশাপভয়াতুরাঃ।
স্বং স্বং স্থানং মহারাজ ইন্দ্রাদ্যাঃ প্রযযুস্তদা ॥৪২
গতেষু তেষু সর্ব্বেষু সুকলা সা পতিব্রতা।
স্বগৃহং পুণ্যসংযুক্তা পতিধ্যানেন চাগতা ॥ ৪৩
স্বগৃহং পুণ্যসংযুক্তং সর্ব্বতীর্থময়ং তদা।
সর্ব্বযজ্ঞময়ং রাজন্ সম্প্রাপ্তা পতিদেবতা ॥ ৪৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।
কৃকলঃ সর্ব্বতীর্থানি সাধয়িত্বা গৃহং প্রতি।
প্রস্থিতঃ সার্থবাহেন মহানন্দসমন্বিতঃ ॥ ১
এবং চিন্তয়তে নিত্যং সংসারঃ সফলো মম।
তৃপ্তাঃ স্বর্গং প্রয়াস্যন্তি পিতরো মম নান্যথা।
তাবৎ প্রত্যক্ষরূপেণ বদ্ধা তস্য পিতামহান্।
পুরতস্তস্য সংক্রান্তে ন হি তে পুণ্যমুত্তমম্।
দিব্যরূপো মহাকায়ঃ কৃকলং বাক্যমব্রবীৎ।
তব তীর্থফলং নাস্তি শ্রম এব বৃথা কৃতঃ ॥ ৪

সহায়। তাঁহারাই আমাকে গৃহমধ্যে রক্ষা করেন। আমি নিত্য রক্ষাযুক্ত হইয়া দম ও শান্তিপরায়ণ হইয়াছি। সাক্ষাৎ শচীপতিও আমাকে জয় করিতে সক্ষম নহেন। যদি বীর্য্যবান্ মন্মথও সমাগত হন, তাহা হইলে সদা সত্যধর্ম্মসজ্জিত আমার গাত্রে তাঁহার বাণসমূহ ব্যর্থ হইবে। ধর্ম্মাদি মহাভটগণ তোমাকেই বিনাশ করিবে। অতএব দূরে যাও, পলায়ন কর, এখানে থাকিও না। আমি নিষেধ করিলেও যদি তুমি হেথায় অবস্থান কর, তবে ভস্মীভূত হইবে। ভর্ত্তা ব্যতীত তুমি পরপুরুষ আমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছ, যেমন অগ্নি দারু দাহ করে, তেমনি আমি তোমায় দগ্ধ করিব। সহস্রাক্ষ এইরূপ কথা শুনিয়া মন্মথসমক্ষে বলিলেন,—এ নারীর পৌরুষ দেখ। ইহার সহিত নিজ পৌরুষে যুদ্ধ কর। হে মহারাজ! এই কথার পর তৎকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই মহাশাপ-ভয়ে বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে পতিব্রতা পুণ্যশীলা সুকলা পতিধ্যানে স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন। হে রাজন্! পতিদেবতা তৎকালে পুণ্যযুক্ত সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বযজ্ঞময় স্বীয় গৃহে উপস্থিত হইলেন। ৩১—৪৪।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—কৃকল সমস্ত তীর্থকার্য্য সম্পাদন করিয়া মহানন্দে সঙ্গী বণিক্‌গণ সহ স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার সংসার নিত্য সফল। মদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে প্রয়াণ করিবেন, সন্দেহ নাই। কৃকল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন, এক দিব্যরূপী বিরাট পুরুষ প্রত্যক্ষ রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পিতামহগণকে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, —কৃকল! তোমার উত্তম পুণ্য নাই। তোমার

স্বয়ং সন্তোষমাপ্নোষি ন হি তে পুণ্যমুত্তমম্‌।
এবং শ্রুত্বা ততো বৈশ্যঃ কৃকলো দুঃখপীড়িতঃ।
ভবান্‌ কঃ সংবদত্যেবং কস্মাদ্বদ্ধাঃ পিতামহাঃ
কেন দোষপ্রভাবেন তন্মে ত্বং কারণং বদ। ৬
কস্মাত্তীর্থফলং নাস্তি মম যাত্রা কথং ন হি।
সর্ব্বমেব সমাচক্ষ্ব যদি জানাসি সংস্ফুটম্‌। ৭

ধর্ম্ম উবাচ।

পূতাং পুণ্যতমাং স্বীয়াং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
তস্য পুণ্যফলং সর্ব্বং বৃথা ভবতি নান্যথা। ৮
ধর্ম্মাচারপরাং পুণ্যাং সাধুব্রতপরায়ণাম্‌।
পতিব্রতরতাং ভার্য্যাং সুগুণাং পুণ্যবৎসলাম্‌।
তামেবাপি পরিত্যজ্য ধর্ম্মকার্য্যং প্রযাতি যঃ।
বৃথা তস্য কৃতঃ সর্ব্বো ধর্ম্মো ভবতি নান্যথা।১০
সর্ব্বাচারপরা ভব্যা ধর্ম্মসাধনতৎপরা।
পতিব্রতরতা নিত্যং সর্ব্বদা জ্ঞানবৎসলা। ১১
এবংগুণা ভবেদ্ভার্য্যা যস্য পুণ্যা মহাসতী।
তস্য গেহে সদা দেবাস্তিষ্ঠন্তি চ মহৌজসঃ।১২
পিতরো গেহমধ্যস্থা শ্রেয়ো বাঞ্ছন্তি তস্য চ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পুণ্যাঃ সাগরাস্তত্র নান্যথা।
পুণ্যা সতী যস্য গেহে বর্ত্ততে সত্যতৎপরা।
তত্র যজ্ঞাশ্চ গাবশ্চ ঋষয়স্তত্র নান্যথা। ১৪
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
ভার্য্যাযোগেন তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণ্যেতানি নান্যথা।
পুণ্যভার্য্যাপ্রয়োগেণ গার্হস্থ্যং সম্প্রজায়তে।
গার্হস্থ্যাৎ পরমো ধর্ম্মো দ্বিতীয়ো নাস্তি ভূতলে
গৃহস্থস্য গৃহঃ পুণ্যঃ সত্যপুণ্যসমন্বিতঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ো বৈশ্য সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ। ১৭
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তাদৃশং নৈব পশ্যামি হ্যন্যমাশ্রমমুত্তমম্‌। ১৮
মন্ত্রাগ্নিহোত্রং বেদাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
দানাচারাঃ প্রবর্ত্তন্তে যস্য পুংসশ্চ বৈ গৃহে।১৯
এবং যো ভার্য্যয়া হীনস্তস্য গেহং বনায়তে।

তীর্থফল নাই। কেবল তুমি বৃথা শ্রমই করিয়াছ। ইহাতে তুমি নিজেই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছ। সুতরাং তোমার উত্তম পুণ্য হয় নাই। বৈশ্য কৃকল এই কথা শুনিয়া দুঃখার্ত্ত হইল; জিজ্ঞাসিল,—কে আপনি এরূপ বলিতেছেন? কেন কোন দোষে আমার পিতামহদিগকে বন্ধন করিয়াছেন, কারণ কি বলুন? আর এক কথা, আমার তীর্থফলপ্রাপ্তি কেন হইবে না? আমার যাত্রাসিদ্ধিই বা কেন হয় নাই? যদি জানা থাকে, তবে এ সমস্ত বিশদরূপে বলুন। ধর্ম্ম কহিলেন,—যে ব্যক্তি পূত পুণ্যতমা ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার সমস্ত পুণ্যফল বৃথা হইয়া থাকে। যে পত্নী ধর্ম্মাচারনিরতা, পুণ্যশীলা, সাধুব্রতপরায়ণা, পতিব্রতনিষ্ঠা, সুষ্ঠুগুণযুতা, পুণ্যবৎসলা, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্য সাধনে প্রয়াণ করে, তাহার কৃত সমস্ত ধর্ম্ম বৃথা হইবে নিশ্চয়ই। যে নারী সর্ব্বসদাচারনিরতা, ধর্ম্মসাধনতৎপরা, সর্ব্বদা পতিব্রতনিষ্ঠা ও নিয়তজ্ঞানবৎসলা, এহেন গুণশালিনী মহাসতী পুণ্যচরিতা ভার্য্যা যাহার হয়, তাহার গৃহে সতত মহাতেজা দেবগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। পিতৃগণ গৃহমধ্যস্থ হইয়া তাহার শ্রেয়ো বাঞ্ছা করেন। গঙ্গাদি পুণ্য নদী ও সাগর সকল এই স্থানে অবস্থান করেন। ১—১৪। যাহার গৃহে সত্যনিষ্ঠা পুণ্যশীলা সতী বিরাজমানা, তথায় যজ্ঞ, গো ও ঋষিগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। সেখানে বিবিধ পুণ্যতীর্থসমূহের অধিষ্ঠান হয়। সুভার্য্যার সংশ্রবেই এই সকল পুণ্য প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। পুণ্যভার্য্যার সান্নিধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ভূতলে গার্হস্থ্য হইতে পরম ধর্ম্ম দ্বিতীয় আর নাই; গৃহস্থের গৃহ পুণ্য এবং সত্যপুণ্যময়, উহা সর্ব্বতীর্থময় এবং সর্ব্বদেবসমন্বিত। গার্হস্থ্য আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জীব জীবন ধারণ করে। গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্য উত্তম আশ্রম দেখি না। যে পুরুষের গৃহে মন্ত্র, অগ্নিহোত্র, দেব সকল, সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম ও নানা দানাচার প্রবৃত্ত হয়, সেই পুরুষই পুণ্যাত্মা। এইরূপে যে জন ভার্য্যাহীন, তাহার গৃহ বন-

যজ্ঞাশ্চৈব ন সিধ্যন্তি দানানি বিবিধানি চ ॥ ২০
ভার্য্যাহীনস্য পুংসোঽপি ন সিধ্যন্তি মহাব্রতম্
ধর্ম্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি পুণ্যানি বিবিধানি চ ॥ ২১
নাস্তি ভার্য্যাসমং তীর্থং ধর্ম্মসাধনহেতবে।
শৃণুষ্ব ত্বং গৃহস্থস্য নান্যো ধর্ম্মো জগত্রয়ে ॥ ২২
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র পুরুষস্যাপি নান্যথা।
গ্রামে বাপ্যথবারণ্যে সর্ব্বধর্ম্মস্য সাধনম্ ॥ ২৩
নাস্তি ভার্য্যাসমং তীর্থং নাস্তি ভার্য্যাসমং সুখম্
নাস্তি ভার্য্যাসমং পুণ্যং তারণায় হিতায় চ ॥২৪
ধর্ম্মযুক্তাং সতীং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা যাসি নরাধম।
গৃহং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য কাস্তে ধর্ম্মস্য তে ফলম্ ॥
তয়া বিনা যদা তীর্থে শ্রাদ্ধদানং কৃতং ত্বয়া।
তেন দোষেণ বৈ বদ্ধাস্তব পূর্ব্বপিতামহাঃ ॥২৬
ভবাংশ্চৌরস্ত্বমী চৌরা যৈশ্চ ভুক্তং সুলোলুপৈঃ
ত্বয়া দত্তস্য শ্রাদ্ধস্য অন্নমেবং তয়া বিনা ॥ ২৭
সুপুত্রঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ শ্রাদ্ধদানং দদাতি যঃ।
ভার্য্যাদত্তেন পিণ্ডেন তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥২৮
যথামৃতস্য পানেন নৃণাং তৃপ্তির্হি জায়তে।
যথা পিতৄণাং শ্রাদ্ধেন সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
গার্হস্থ্যস্য চ ধর্ম্মস্য ভার্য্যা ভবতি স্বামিনী।
ত্বয়ৈষা বঞ্চিতা মূঢ় চৌরকর্ম্ম কৃতং বৃথা ॥ ৩০
অমী পিতামহাশ্চৌরা যৈশ্চ ভুক্তং তয়া বিনা।
ভার্য্যা পচতি চেদন্নং স্বহস্তেনামৃতোপমম্ ॥ ৩১
তদন্নমেব ভুঞ্জন্তি পিতরো হৃষ্টমানসাঃ।
তেনৈব তৃপ্তিমায়ান্তি সন্তুষ্টাশ্চ ভবন্তি তে ॥ ৩২
তস্মাদ্ভার্য্যাং বিনা ধর্ম্মঃ পুরুষস্য ন সিধ্যতি।
নাস্তি ভার্য্যাসমং তীর্থং পুংসাং সুগতিদায়কম্
ভার্য্যাং বিনা হি যো ধর্ম্মঃ স এব বিফলো
ভবেৎ ॥৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

স্বরূপ। বিবিধ যজ্ঞ বা দান কিছুই তাহার সিদ্ধ হয় না। ভার্য্যাহীন পুরুষের কোন মহাব্রতই সিদ্ধ হয় না। অন্য যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম বা পুণ্যানুষ্ঠান, তাহাও পণ্ড হইয়া থাকে। ধর্ম্মসাধনার্থ ভার্য্যার তুল্য তীর্থ নাই। তুমি শ্রবণ কর, ত্রিজগতে গৃহস্থের অন্য ধর্ম্ম নাই। যেখানে ভার্য্যা, সেইখানেই পুরুষের গৃহ। গ্রামে হউক বা অরণ্যে হউক, যেখানে ভার্য্যা, সেইখানেই তাহার সর্ব্বধর্ম্ম সাধন হইয়া থাকে। ভার্য্যাসম তীর্থ নাই; ভার্য্যা সম সুখ নাই; ভার্য্যা সম পুণ্য নাই। হে নরাধম! তুমি ধর্ম্মযুক্তা সতী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় তোমার ধর্ম্মফল? তুমি যখন ভার্য্যা বিনা তীর্থে শ্রাদ্ধদানাদি করিয়াছ, সেই দোষে তোমার পূর্ব্ব পিতামহকে বন্ধন করিয়াছি। তুমি চোর আর তোমার এই শ্রাদ্ধভোজী লোভী পিতামহগণও চোর। তুমি ভার্য্যাব্যতীত যে শ্রাদ্ধান্ন দিয়াছ, তাহা বৃথা হইয়াছে। যে সুপুত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ দান করে, স্ত্রী শ্রাদ্ধপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাদৃশ শ্রাদ্ধকর্ত্তা সুপুত্রের পুণ্যকীর্ত্তন করিতেছি। যেমন অমৃতপানে নরগণের তৃপ্তি হয়, তেমনি সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ তৎকৃত সেই শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা আমি ধ্রুব সত্যই বলিতেছি। ভার্য্যাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের স্বামিনী। কিন্তু তুমি তোমার ভার্য্যাকে বঞ্চিত করিয়াছ! রে মূঢ়! তোমার এ কর্ম্ম বৃথা চৌরকর্ম্মই করা হইয়াছে। এই তোমার পিতামহগণও চোর। যেহেতু তোমার ভার্য্যা ব্যতীত অন্ন-প্রস্তুতান্ন ইহারা ভক্ষণ করিয়াছে। ভার্য্যা স্বহস্তে যে অন্ন পাক করে, তাহা অমৃতোপম হয়; পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া সেই অন্নই ভোজন করিয়া থাকেন। সেই অন্নেই তাঁহারা তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হন। সুতরাং ভার্য্যা ব্যতীত পুরুষের ধর্ম্মসিদ্ধি হয় না। ভার্য্যা পুরুষের সুগতিদায়ক পুণ্য তীর্থ আর নাই। ভার্য্যা বিনা যে ধর্ম্ম, তাহা বিফল হইয়া থাকে। ১৫—৩৪।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

কুকল উবাচ ।

কথং মে জায়তে সিদ্ধিঃ কথং পিতৃবিমোচনম্
এতন্মে বিস্তরেণাপি ধর্ম্মরাজ বদাধুনা ॥ ১

ধর্ম্ম উবাচ ।

গচ্ছ গেহং মহাভাগ ত্বাং বিনা দুঃখমাচরৎ ।
সম্বোধয় ত্বং সুকলাং সপত্নীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥ ২
শ্রাদ্ধদানং গৃহং গত্বা তস্যা হস্তেন বৈ কুরু ।
স্মৃত্বা পুণ্যানি তীর্থানি পূজয় ত্বং সুরোত্তমান্
তীর্থযাত্রাকৃতা সিদ্ধিস্তব চৈব ভবিষ্যতি ।
ভার্য্যাং বিনা হি যো লোকে ধর্ম্মংসাধিতুমিচ্ছতি
স গার্হস্থ্যং বিলোপ্যৈব একাকী বিচরেদ্বনম্ ।
বিফলো জায়তে লোকে নান্নমশ্নন্তি দেবতাঃ ॥
যজ্ঞাঃ সিদ্ধিং তদা যান্তি যদা স্যাৎ গৃহিণী গৃহে
স একাকী সমর্থো ন ধর্ম্মার্থসাধনায় চ ॥ ৬

বিষ্ণুরুবাচ ।

এবমুক্তা চ তং বৈশ্যং গতো ধর্ম্মো যথাগতম্ ।
কৃকলোঽপি স ধর্ম্মাত্মা স্বগৃহং প্রতি প্রস্থিতঃ ।
স্বগৃহং প্রাপ্য মেধাবী দৃষ্ট্বা তাঞ্চ পতিব্রতাম্ ।
সার্থবাহেন তেনাপি মুমুদে চান্তরাত্মনা ॥ ৮
তয়া সমাগতং দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং ধর্ম্মকোবিদম্ ।
কৃতং সুমঙ্গলং পুণ্যং ভর্ত্তুরাগমনে তদা ॥ ৯
সমাচষ্ট স ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মস্যাপি বিচেষ্টিতম্ ।
সমাকর্ণ্য মহাভাগা ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং মুদাবহম্ ॥১০
ধর্ম্মবাক্যং প্রশস্যাথ অনুমেনে চ তং তথা ॥১১

বিষ্ণুরুবাচ ।

অথাসৌ কৃকলো বৈশ্যস্তয়া সার্দ্ধং সুপুণ্যকম্ ।
চকার শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধং দেবপূজাং গৃহে স্থিতঃ ॥ ১
পিতরো দেবগন্ধর্ব্বা বিমানৈশ্চ সমাগতাঃ ।
তুষ্টুবুস্তৌ মহাত্মানৌ দম্পতী মুনয়স্তথা ॥ ১৩
অহঞ্চাপি তথা ব্রহ্মা দেব্যা যুক্তো মহেশ্বরঃ ।
সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা বিমানৈশ্চ সমাগতাঃ ॥
অগমেব ততো ব্রহ্মা দেব্যা যুক্তো মহেশ্বরঃ ।
সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাস্তস্য সত্যেন তোষিতা
উচুস্তৌ তু মহাত্মানৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ সত্যপণ্ডিতৌ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

কৃকল কহিলেন,—কিরূপে আমার সিদ্ধিলাভ হইবে, কিরূপে আমার পিতৃমুক্তি ঘটিবে? হে ধর্ম্মরাজ! ইহা অধুনা আপনি আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন। ধর্ম্ম কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি গৃহে যাও। তোমা ব্যতীত গৃহিণী তোমার দুঃখ ভোগ করিতেছে। তোমার সেই ধর্ম্মচারিণী পত্নী সুকলাকে গিয়া সম্বোধিত কর। গৃহে গিয়া তাহারই হস্তে শ্রাদ্ধদানাদি সম্পাদন কর। পুণ্য তীর্থ সকল স্মরণ করিয়া সুরোত্তমগণের অর্চ্চনা কর। তাহাতেই তোমার তীর্থযাত্রাকৃত সিদ্ধিলাভ হইবে। সংসারে ভার্য্যা ব্যতীত যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ সাধন করিতে ইচ্ছা করে, সে গার্হস্থ্য লোপ করিয়াই একাকী বনবিচরণ করিয়া থাকে, সংসারে সে কৃতার্থ হয় না। দেবগণ তাহার অন্ন গ্রহণ করেন না। গৃহিণী গৃহে থাকিলেই যজ্ঞাসিদ্ধ হয়। মানুষ একাকী ধর্ম্মার্থসাধনে সমর্থ হয় না।

বিষ্ণু বলিলেন,—ধর্ম্ম বৈশ্যকে এই বলিয় যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কৃকল স্বগৃহে প্রস্থান করিল। মেধাবী কৃকল সঙ্গি গণসহ স্বগৃহে গিয়া তাঁহার পতিব্রতা পত্নীকে দর্শনপূর্ব্বক মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন সুকলা তখন ধর্ম্মজ্ঞ ভর্ত্তাকে গৃহাগত দেখিয় তৎকালীন পুণ্য মঙ্গলাচরণ করিলেন। অন ন্তর ধর্ম্মাত্মা কৃকল পত্নীর নিকট ধর্ম্মের কৃ কার্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। মহাভাগা সুকল ভর্ত্তার সেই প্রীতিকর বাক্যশ্রবণ ও ধর্ম্ম বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহা অনুমোদ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—অনন্তর সে বৈশ্য কৃকল দেবায়তনে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহা পত্নীর সহিত শ্রদ্ধাযুক্তভাবে অতি পুণ্যাব শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করিলেন। তখন পিতৃ দেব ও গন্ধর্ব্বগণ বিমানে সমাগত হইলেন মুনিগণ সেই মহাত্মা দম্পতীর স্তব করিলেন আমি, ব্রহ্মা এবং পার্ব্বতীসহ মহেশ্বর, এ ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিমা

ভার্য্যয়া সহ ভদ্রন্তে বরং বরয় সুব্রত ॥ ১৬

কৃকল উবাচ ।

বস্য পুণ্যপ্রসঙ্গেন তপসশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
সভার্য্যায় বরান্ দাতুং ভবন্তো 'হ সমাগতাঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

এষা সতী মহাভাগা সুকলা চারুমঙ্গলা ।
অস্যাঃ সত্যেন তুষ্টাঃ স্ম দাতুকামা বরং তব ॥
দমনেন তু তৎ প্রোক্তং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেব চ ।
তস্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভর্ত্তা স হর্ষিতঃ ॥ ১৯
তয়া সহ স ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ ।
ননাম দেবতাঃ সর্ব্বা উবাচ চ পুনঃপুনঃ ॥ ২০
যদি তুষ্টা মহাভাগাস্ত্রয়োঃ দেবাঃ সনাতনাঃ ।
অন্যে চ ঋষয়ঃ পুণ্যাঃ কৃপাংকৃত্বা মমোপরি ॥ ২১
জন্মজন্মনি দেবানাং ভক্তিমেবং করোম্যহম্ ।
ধর্ম্মে সত্যে রতিঃ স্যান্মে ভবতাং হি প্রসাদতঃ
পশ্চাদ্ধি বৈষ্ণবং লোকং সভার্য্যশ্চ পিতামহৈঃ
গন্তুমিচ্ছাম্যহং দেবা যদি তুষ্টা মহৌজসঃ ॥ ২৩

দেবা ঊচুঃ ।

এবমস্তু মহাভাগ সর্ব্বমেব ভবিষ্যতি (১) ।
পুষ্পবৃষ্টিং ততশ্চক্রুস্তয়োরুপরি ভূপতে ॥ ২৪
জগুর্গীতং মহাপুণ্যং ললিতং সুস্বরং ততঃ ।
গন্ধর্ব্বা গীততত্ত্বজ্ঞা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ স্বং স্বং স্থানং নৃপোত্তম
বরং দত্বা প্রজগ্মুস্তে স্তুয়মানাঃ পতিব্রতাম্ ॥২৬
নারীতীর্থং সমাখ্যাতমন্যৎ কিঞ্চিৎ বদামি তে ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্ ॥ ২৭
যঃ শৃণোতি নরো রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
শ্রদ্ধয়া শৃণুয়ান্নারী সুকলাখ্যানমুত্তমম্ ।
সৌভাগ্যেন সুসত্যেন পুত্রপৌত্রৈশ্চ যুজ্যতে

সমাগত হইলেন। অনন্তর সুকলার সত্যধর্ম্মে প্রীত হইয়া সমস্ত দেব সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ তত্ত্বপণ্ডিত দম্পতিকে বলিলেন,—তোমাদের পুত্রপৌত্রের মঙ্গল হউক। হে সুব্রত কৃকল! তুমি বরগ্রহণ কর। কৃকল কহিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আমার কোন তপঃপুণ্যপ্রসঙ্গে আপনারা সস্ত্রীক আমায় বরদানার্থ আগমন করিয়াছেন? ইন্দ্র কহিলেন,—এই সতী মহাভাগা সুকলা পরম মঙ্গলালয়; ইহার সত্যবলে তুষ্ট হইয়া আমরা তোমায় বরদানে উদ্যত হইয়াছি। এই বলিয়া ইন্দ্র সংক্ষেপে সুকলার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিলেন। ভর্ত্তা কৃকল সেই চরিত মাহাত্ম্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পতিপত্নী উভয়েই নেত্র হর্ষ-ব্যাকুলিত হইল। তাঁহারা সর্ব্বদেবকে নমস্কার করিয়া পুনঃপুনঃ বলিলেন,—যদি আপনারা মহাভাগ সনাতন দেবত্রয় এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মা ঋষিগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রতি কৃপা করিয়া এইরূপ করুন, যেন জন্মে জন্মে দেবগণের প্রতি আমি ভক্তিমান হই। ধর্ম্মে এবং সত্যে যেন আমার অনুরাগ থাকে এবং আপনাদের প্রসাদে পশ্চাৎ আমি যেন ভার্য্যা ও পিতামহগণের সহিত বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হই। হে মহাতেজা দেবগণ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অনুজ্ঞা করুন, আমি এক্ষণে যাইতে ইচ্ছা করি। ১—২৩। দেবগণ কহিলেন,—মহাভাগ! ইহাই হউক, তোমার প্রার্থিত সমস্তই সিদ্ধ হইবে। হে ভূপতে। অনন্তর সেই বৈশ্যদম্পতির উপর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। গীততত্ত্বজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে পূত ললিত গীত গাহিতে লাগিল। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ বরদান করিয়া পতিব্রতার স্তব করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহা নারীতীর্থ নামে অভিহিত হইল। হে নৃপোত্তম! তোমাকে এ সম্বন্ধে অন্য আর কি বলিব? তোমার নিকটে এই অনুত্তম পুণ্যাখ্যান আদ্যন্ত কীর্ত্তিত হইল। যে নর ইহা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। যে নারী শ্রদ্ধার

---

(১) অতঃ পরময়মধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে—"সুকলেয়ং মহাপুণ্যা তব পত্নী যশস্বিনী । বিষ্ণুরুবাচ ।"

মোদতে ধনধান্যৈশ্চ সহ ভর্ত্রা সুখীভবেৎ।
পতিব্রতা ভবেৎ সা চ জন্মজন্মনি নান্যথা ॥ ৩০
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
ধনধান্যং ভবেত্তস্য বৈশ্যগেহে ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
ধর্ম্মজ্ঞো জায়তে রাজন্ সদাচারঃ সুখী ভবেৎ
শূদ্রঃ সুখমবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবর্দ্ধতে।
বিপুলা জায়তে লক্ষ্মীর্ধনধান্যৈরলঙ্কৃতা ॥ ৩২
ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে সুকলাচরিতে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বেন উবাচ।
ভার্য্যাতীর্থং সমাখ্যাতং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্
পিতৃতীর্থং সমাখ্যাহি পুত্রাণাং তারণং পরম্ ॥ ১
বিষ্ণুরুবাচ।
কুরুক্ষেত্রে মহাক্ষেত্রে কুণ্ডলো নাম ভূসুরঃ।
সুকর্ম্মা নাম সৎপুত্রঃ কুণ্ডলস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
শুরু তস্য মহাবৃদ্ধৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ শাস্ত্রকোবিদৌ।
দ্ব বেত্তৌ তৌ মহাত্মানৌ জরয়া পরিপীড়িতৌ
তয়োঃ শুশ্রূষণং চক্রে ভক্ত্যা চ পরয়া ততঃ।
ধর্ম্মজ্ঞো ভাবসংযুক্তো হ্যহর্নিশমরিন্দম ॥ ৪
তস্মাদ্বেদানধীতে স পিতুঃ শাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
সর্ব্বাচারপরো দক্ষো ধর্ম্মজ্ঞো জ্ঞানবৎসলঃ ॥ ৫
অঙ্গসংবাহনং চক্রে গুর্ব্বোশ্চ স্বয়মেব সঃ।
পাদপ্রক্ষালনঞ্চৈব স্নানভোজনকীং ক্রিয়াম্ ॥ ৬
ভক্ত্যা চৈব স্বভাবেন তদ্ধ্যানে তন্ময়ো ভবেৎ
মাতাপিত্রোশ্চ রাজেন্দ্র উপচর্য্যাং করোতি সঃ
সূত উবাচ।
তদ্বর্ত্তমানকালে তু বভূব দ্বিজসত্তমঃ।
পিপ্পলো নাম বৈ বিপ্রঃ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
তপস্তেপে নিরাহারো জিতাত্মা জিতমৎসরঃ
দয়াদানদমোপেতঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯
দশারণ্যে গতো ধীমান জ্ঞানশান্তিপরায়ণঃ।

সহিত এই উত্তম সুকলাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার সৌভাগ্য, সত্যধর্ম্ম এবং পুত্র পৌত্র নিত্য বিদ্যমান থাকে। সে ধন-ধান্যে প্রমোদিত হইয়া ভর্ত্তার সহিত সুখভাগিনী হয়। ঐ নারী জন্মে জন্মে পতিব্রতা হইয়া থাকে। এই উপাখ্যান শ্রবণে ব্রাহ্মণ বেদবিদ্বান, ক্ষত্রিয় বিজয়ী এবং বৈশ্য ধনধান্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ সদাচারপরায়ণ ও সুখী হইয়া থাকে। শূদ্র এতৎশ্রবণে পুত্রপৌত্রে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সুখ লাভ করে। তাহার ধনধান্যালঙ্কৃত বিপুল লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে। ২৪—৩২।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বেন বলিলেন,—সর্ব্বতীর্থোত্তম ভার্য্যাতীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে পুত্রগণের পরমতারণ পিতৃতীর্থ কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—মহাক্ষেত্রে পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাত্মা পিঙ্গলের সুকর্ম্মা নামে এক সুপুত্র ছিল। তাহার পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের দেহ জরায় পরিপীড়িত হইয়াছিল তাঁহারা প্রকৃতই মহাত্মা ছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ও ভাবযুক্ত সুকর্ম্মা পরম ভক্তির সহিত রাত্রিদিন তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতেন। তিনি পিতার নিকট হইতে বেদ ও অন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুকর্ম্মা সর্ব্বসদাচারপরায়ণ, ক্রিয়াদক্ষ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং জ্ঞানবৎসল ছিলেন। তিনি নিজেই পিতামাতার অঙ্গসংবাহন, পাদপ্রক্ষালন, স্নান ও ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। ১—৬। পিতামাতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল তিনি স্বভাবতই তাঁহাদের ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে সে সুকর্ম্মা পিতামাতর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সূত বলিলেন,—বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাত্মা কাশ্যপের পুত্র তাঁহার নাম পিপ্পল। তিনি জিতাত্মা, জিতমাৎসর্য্য দয়া দান ও দমগুণান্বিত এবং জ্ঞা

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য তপস্তেপে মহামনাঃ ॥ ১০
তপঃপ্রভাবতস্তস্য জন্তবো গতবিগ্রহাঃ।
বসন্তি স্বযুগে তত্র একোদরগতা ইব ॥ ১১
তত্তপস্তস্য মুনয়ো দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযুঃ।
নেদৃশং কেনচিত্তপ্তং যথাসৌ তপ্যতে মুনিঃ ॥১২
দেবাশ্চ ইন্দ্রপ্রমুখাঃ পরং বিস্ময়মাযযুঃ।
অহো অস্য তপস্তীব্রং শমশ্চেন্দ্রিয়সংযমঃ ॥ ১৩
নির্ব্বিকারো নিরুদ্বেগঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
শীতবাতাতপসহো ধরাধর ইব স্থিতঃ ॥ ১৪
বিষয়ে বিমুখো ধীরো মনসোঽতীতসংগ্রহম্।
ন শৃণোতি যথা শব্দং কস্যচিদ্‌দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১৫
সংস্থানং তাদৃশং গত্বা স্থিত্বা একাগ্রমানসঃ।
ব্রহ্মধ্যানময়ো ভূত্বা সানন্দমুখপঙ্কজঃ ॥ ১৬
অশ্মকাষ্ঠ ইবাত্যর্থং নিশ্চেষ্টো গিরিবৎ স্থিতঃ।
স্থাণুবদ্দৃশ্যতে চাসৌ সুস্থিরো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৭
তপঃক্লিষ্টশরীরোঽতিশ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
এবং বর্ষসহস্রৈকং সঞ্জাতং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৮
পিপীলিকাভির্ব্বহ্বীভিঃ কৃতং মৃত্তারসঞ্চয়ম্।
তস্যোপরি মহাকায়ং বল্মীকানাঞ্চ মন্দিরম্ ॥ ১৯
বল্মীকোদরমধ্যস্থো জড়ীভূত ইব স্থিতঃ।
স এবং পিপ্পলো বিপ্রস্তপ্যতে সুমহত্তপঃ ॥ ২০
কৃষ্ণসর্পৈস্তু সর্ব্বত্র বেষ্টিতো দ্বিজসত্তমঃ।
তমুগ্রতেজসং বিপ্রং দশন্তি স্ম বিষোল্বণাঃ ॥২১
সম্প্রাপ্য গাত্রাণি বিষং ত্বচং তস্য ন ভেদয়েৎ
তেজসা তস্য বিপ্রস্য নাগাঃ শান্তিমথাগমন্ ॥২২
তস্য কায়াৎ সমুদ্ভূতা অর্চ্চিষো দীপ্ততেজসঃ।
নানারূপাঃ সুবহুশো দৃশ্যন্তে চ পৃথক্‌পৃথক্ ॥ ২৩
যথা বহ্নেঃ খরতরাস্তথাবিধা নরোত্তম।
যথা মেঘোদরে সূর্য্যঃ প্রবিষ্টো ভাতি রশ্মিভিঃ
বল্মীকস্থস্তথা বিপ্রঃ পিপ্পলো ভাতি তেজসা।
সর্পা দশন্তি বিপ্রং তং সংক্রোধা দশনৈরপি ॥
ন ভিন্দন্তি চ দংষ্ট্রাগ্রাচ্চর্ম্ম ভিত্বা নৃপোত্তম।

ও শান্তিপরায়ণ হইয়া কামক্রোধপরিহার-পূর্ব্বক নিরাহারে দশারণ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। তাঁহার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছিল। তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রাণিগণ বিগত-বিগ্রহ হইয়া যেন একোদরগতবৎ বাস করিত। মুনিগণ তাঁহার তপস্যা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—এই মুনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, এরূপ তপস্যা কেহই কখনও করে নাই। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অহো! এই মুনির কি তীব্র তপস্যা! ইঁহার শম, ইন্দ্রিয়সংযম কি অপূর্ব্ব! ইনি নির্ব্বিকার, নিরুদ্বেগ, শীতবাতাতপসহিষ্ণু হইয়া ধরাধরের ন্যায় অবস্থিত। ইঁহার বিষয়-লালসা নাই, মনে বৈকল্য নাই। এই দ্বিজ-সত্তম কাহারও শব্দ শ্রবণ করেন না। ইনি একাগ্রমনে যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-ধ্যানময় হওয়ায় ইঁহার মুখপঙ্কজ সদা আনন্দ-যুক্ত। ইনি প্রস্তরকাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট, গিরিবৎ অবস্থিত ও স্থাণুবৎ পরিদৃশ্যমান। ইনি সুস্থির ধর্ম্মবৎসল, তপঃক্লিষ্টদেহ, একান্ত শ্রদ্ধাশীল ও অনসূয়ক। এইরূপ তপস্যায় সেই ধীমান্ পিপ্পল মুনির সহস্র বৎসর অতীত হইল।

৭—১৭। বহু পিপীলিকা তাঁহার গাত্রে মৃত্তিকাস্তর সঞ্চয় করিল। তাঁহার মহাদেহের উপরিস্থ বল্মীকস্তূপ তাহাদের বাসগৃহ হইল। পিপ্পল বল্মীকোদরের মধ্যে থাকিয়া জড়ীভূতবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পিপ্পল বিপ্র মহা তপস্যা করিলেন। কৃষ্ণসর্পগণ দ্বিজোত্তমের সর্ব্বগাত্র বেষ্টন করিল। তীব্রবিষ সর্পগণ সেই উগ্রতেজা বিপ্রকে দংশন করিলে বিষ তাঁহার গাত্র-চর্ম্ম ভেদ করিতে পারিত না। সেই বিপ্রের তেজে সর্পগণ প্রশমিত হইত। তাঁহার দেহ হইতে দীপ্ততেজা অর্চ্চিঃ সকল নানা-রূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যাইত। হে নৃপোত্তম! যেমন বহ্নির খরতর অর্চ্চিঃ, তেমনি ঐ সকল প্রতিভাত হইত। যেমন মেঘোদরে সূর্য্য প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় রশ্মিপুঞ্জে প্রতিভাত হন, তেমনি বল্মীকস্থ হইয়া পিপ্পল বিপ্র স্বীয় তেজে বিভাত হইতে লাগিলেন। সর্পগণ সক্রোধে দংশন করিলেও তাহাদের দংষ্ট্রাগ্রে তাঁহার চর্ম্ম ভেদ হইত

এবং বর্ষসহস্রৈকং তপ আচরতস্ততঃ॥ ২৬
গতস্তু রাজরাজেন্দ্র মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
ত্রিকালং সাধ্যমানস্য শীতবর্ষাতপান্বিতঃ॥ ২৭
গতঃ কালো মহারাজ পিপ্পলস্য মহাত্মনঃ।
তদ্বচ্চ বায়ুভক্ষস্তু কৃতং তেন মহাত্মনা॥ ২৮
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি গতানি তস্য তপ্যতঃ।
তস্য মূর্দ্ধ্নি ততো দেবৈঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ কৃতা পুরা॥২৯
ব্রহ্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞোঽসি ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞানময়োঽসি ত্বং সঞ্জাতঃ স্বেন কর্ম্মণা॥৩০
যং যং ত্বং বাঞ্ছসে কামং তং তং প্রাপ্স্যসি নান্যথা।
সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধস্ত্বং স্বত এব ভবিষ্যসি॥ ৩১
সমাকর্ণ্য মহদ্বাক্যং পিপ্পলোঽপি মহামনাঃ।
প্রণম্য দেবতাঃ সর্ব্বা ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ॥ ৩২
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বচনং প্রত্যুবাচ সঃ।
ইদং বিশ্বং জগৎসর্ব্বং মম বশ্যং যথা ভবেৎ॥
তথা কুরুধ্বং দেবেন্দ্রা বিদ্যাধরো ভবাম্যহম্।
এবমুক্ত্বা স মেধাবী বিররাম নৃপোত্তম॥ ৩৪
এবমস্ত্বিতি তে প্রোচুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠং সুরাস্তদা।
দত্ত্বা বরং মহাভাগ জগ্মুস্তস্মৈ মহাত্মনে॥ ৩৫
গতেষু তেষু দেবেষু পিপ্পলো দ্বিজসত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যং সাধয়েন্নিত্যং বিশ্ববশ্যং প্রচিন্তয়েৎ॥ ৩৬
তদা প্রভৃতি রাজেন্দ্র পিপ্পলো দ্বিজসত্তমঃ।
বিদ্যাধরপদং লব্ধা কামগামী মহীয়তে॥ ৩৭
এবং স পিপ্পলো বিপ্রো বিদ্যাধরপদং গতঃ।
সঞ্জাতো দেবলোকেশঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৩৮
একদা তু মহাতেজাঃ পিপ্পলঃ পর্য্যচিন্তয়ৎ।
বিশ্ববশ্যং ভবেৎ সর্ব্বং মম দত্তো বরোত্তমঃ॥৩৯
তদর্থং প্রত্যয়ং কর্ত্তুমুদ্যতো দ্বিজপুঙ্গবঃ।
যং যং চিন্তয়তে কর্ত্তুং তং তং হি বশমানয়েৎ॥
এবং স প্রত্যয়ে জাতে মনসা পর্য্যকল্পয়ৎ।
দ্বিতীয়ো নাস্তি বৈ লোকে মৎসমঃ পুরুষোত্তমঃ

না। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে সেই ত্রিকালোপাসক মহাত্মা মুনির এক সহস্র বর্ষ অতীত হইল। মহাত্মা পিপ্পলের উপর দিয়া শীতবর্ষাতপান্বিত বহুকাল অতিবাহিত হইল। মহাত্মা পিপ্পল বায়ু ভক্ষণ করিতেন। এই অবস্থায় তপস্যা করত ক্রমে তিন সহস্র বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দেবগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্মজ্ঞ। স্বীয় কর্ম্মবলে তুমি এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞানময় হইয়াছ। অতএব তুমি যে যে বর প্রার্থনা কর, আমাদের নিকট সেই সেই বরই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি স্বভাবতই সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ হইবে। মহাযশা পিপ্পল সেই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিযোগে প্রণতকন্ধরে সমস্ত দেবকে প্রণামপূর্ব্বক মহাহর্ষাবিষ্ট মনে বলিলেন,—এই সমগ্র জগৎ যাহাতে আমার বশ্য হয়, হে দেবেন্দ্রগণ! আপনারা তাহাই করিয়া দিন। আমি বিদ্যাধর হইব। মেধাবী পিপ্পল এই বলিয়া বিরত হইলেন। সুরগণ তখন সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বলিলেন,—'এবমস্তু'। হে মহাভাগ! দেবগণ সেই মহাত্মাকে বর দানপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, দ্বিজসত্তম পিপ্পল নিত্য ব্রাহ্মণ্য সাধন করিতেন, এবং বিশ্বের বশ্যতার বিষয় চিন্তা করিতেন। ১৮—৩৬। তখন হইতে দ্বিজবর পিপ্পল বিদ্যাধরপদ লাভ করিয়া কামগামী হইলেন। এইরূপে পিপ্পল বিপ্র, দিব্য বিদ্যাধরপদ অধিগত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও দেবলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। একদা মহাতেজা পিপ্পল চিন্তা করিলেন,—দেবগণ আমাকে বরদান করিয়াছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার বশ্য হইবে; তাহা হইয়াছে কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি যে যে বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা সত্য সত্যই তাঁহার বশতাপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে আত্মসামর্থ্যে যখন তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল, তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—আমার তুল্য পুরুষোত্তম জগতে আর দ্বিতীয়

সূত উবাচ।
এবং হি কল্পমানস্য পিপ্পলস্য মহাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা মানসিকং ভাবং সারসস্তমুবাচ হ ॥ ৪২
সরস্তীরগতো রাজন্ সুস্বরং ব্যঞ্জনান্বিতম্।
স্বনং সৌষ্ঠবসংযুক্তমুক্তবান্ পিপ্পলং প্রতি ॥ ৪৩
কস্মাত্ত্বদ্বহসে গর্ব্বমেবং ত্বং পরমাত্মকম্।
সর্ব্ববশ্যাত্মিকীং সিদ্ধিং নাহং মন্যে তবৈব হি ॥
বশ্যাবশ্যমিদং কর্ম্ম অর্ব্বাচীনং প্রশস্যতে।
পরাচীনং ন জানাসি পিপ্পল ত্বং হি মূঢ়ধীঃ ॥ ৪৫
বর্ষাণাস্তু সহস্রাণি যাবত্ত্রীণি ত্বয়া তপঃ।
সমাচীর্ণং ততো গর্ব্বং কুরুষে কিং মুধা দ্বিজ ॥
কুণ্ডলস্য সুতো ধীরঃ সুকর্ম্মা নাম যঃ সুধীঃ।
বশ্যাবশ্যং জগৎসর্ব্বং তস্যাসীচ্ছৃণু সাম্প্রতম্ ॥
অর্ব্বাচীনং পরাচীনং স বৈ জানাতি বুদ্ধিমান্।
লোকে নাস্তি মহাজ্ঞানী তৎসমঃ শৃণু পিপ্পল ॥
ন কুণ্ডলস্য পুত্রেণ সদৃশস্ত্বং সুকর্ম্মণা।
ন দত্তং তেন বৈ দানং ন জ্ঞানং পরিচিন্তিতম্
হুতযজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন কৃতং তেন বৈ কদা।
ন গতস্তীর্থযাত্রায়াং ন চ বহ্নেরুপাসনম্ ॥ ৫০
স তথা কৃতবান্ বিপ্র ধর্ম্মসেবার্থমুত্তমম্।
স্বচ্ছন্দচারী জ্ঞানাত্মা পিতৃমাতৃসুহৃৎ সদা ॥ ৫১
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
যাদৃশং তস্য বৈ জ্ঞানং বালস্যাপি সুকর্ম্মণঃ ॥
তাদৃশং নাস্তি তে জ্ঞানং বৃথা ত্বং গর্ব্বমুদ্বহেঃ।
পিপ্পল উবাচ।
কো ভবান্ পক্ষিরূপেণ মামেবং পরিকুৎসয়েৎ
কস্মান্নিন্দসি মে জ্ঞানং পরাচীনন্তু কীদৃশম্।
তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি ত্বয়ি জ্ঞানং কথং ভবেৎ
অর্ব্বাচীনগতিং সর্ব্বাং পরাচীনস্য সাম্প্রতম্।
বদ ত্বমণ্ডজশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপূর্ব্বং সুবিস্তরম্ ॥ ৫৫
কিংবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ কিংবা রুদ্রো ভবিষ্যসি
সারস উবাচ।
নাস্তি তে তপসো ভাবঃ ফলং নাস্তি চ তস্য তু
ত্বয়া ন পরিতপ্তস্য তপসঃ সাম্প্রতং শৃণু।
কুণ্ডলস্যাপি পুত্রস্য বালস্যাপি যথা গুণঃ ॥ ৫৭

ব্যক্তি নাই। সূত কহিলেন,—মহাত্মা পিপ্পল এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া এক সারস তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ঐ সারস সরোবরতীরে ছিল। সে সুস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া সুষ্ঠুভাবে পিপ্পলকে বলিল,—কেন তুমি এরূপ আত্মগর্ব্ব বহন করিতেছ? তোমার সিদ্ধিকে আমি সর্ব্ববশ্যাত্মক সিদ্ধি বলিয়া মনে করি না। এই বশ্যাবশ্য কর্ম্ম অর্ব্বাচীন বলিয়া নিরূপিত। কিন্তু হে পিপ্পল! তুমি মূঢ়বুদ্ধি। তাই প্রশস্ত পরাচীন কর্ম্ম জানিতেছ না। হে দ্বিজ! তিন সহস্রবর্ষ যাবৎ তুমি তপস্যা করিয়াছ, তাহার জন্য বৃথা গর্ব্ব করিতেছ কেন? কুণ্ডলের পুত্র প্রাজ্ঞ সুকর্ম্মা, এ জগৎ তাঁহারই বশ্যাবশ্য হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা শ্রবণ কর। সেই বুদ্ধিমান্ সুকর্ম্মাই অর্ব্বাচীন ও পরাচীন অবগত আছেন। জগতে তাঁহার ন্যায় মহাজ্ঞানী কেহই নাই। হে পিপ্পল! তুমি কুণ্ডলপুত্র সুকর্ম্মার সদৃশ নহ। তিনি দান করেন নাই; জ্ঞান চিন্তা করেন নাই; হোম যজ্ঞাদি কর্ম্মও তৎকর্ত্তৃক কৃত হয় নাই; তিনি তীর্থযাত্রা করেন নাই, বা বহ্নির উপাসনা করেন নাই। তথাচ তিনি উত্তম ধর্ম্মসেবা করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানাত্মা স্বচ্ছন্দচারী, সর্ব্বদা পিতৃমাতৃসুহৃৎ, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্রকোবিদ। তিনি বালক হইলেও তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তাদৃশ জ্ঞান তোমার নাই। তুমি বৃথা গর্ব্ব করিতেছ। ৩৭—৫৩। পিপ্পল বলিলেন,—হে আপনি পক্ষিরূপে আমায় নিন্দা করিতেছেন? কি নিমিত্ত আমার জ্ঞানের নিন্দা করিলেন? পরাচীন কর্ম্ম কিপ্রকার? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন। হে অণ্ডজশ্রেষ্ঠ! তোমার জ্ঞানসঞ্চার হইল কিরূপে? এবং অর্ব্বাচীন ও পরাচীন গতি কিরূপ? তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আপনি কি ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা রুদ্রদেব? সারস কহিল,—সম্প্রতি শ্রবণ কর, তোমার তপোভাব নাই, এবং তোমার কৃত সেই তপস্যার ফলও কিছুই

তথা তে নাস্তি বৈ জ্ঞানং পরিজ্ঞাতং ন তৎপদম্ ।
ইতো গত্বাপি পৃচ্ছ ত্বং মম রূপং দ্বিজোত্তম ॥
স বদিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বং জ্ঞানং তবৈব হি ॥৫৯
বিষ্ণুরুবাচ ।
এবমাকর্ণ্য তৎসর্ব্বং সারসেন প্রভাষিতম্ ।
নির্জগাম স বেগেন দশারণ্যান্মহাশ্রমম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুরুবাচ ।
কুণ্ডলস্যাশ্রমং গত্বা সত্যধর্ম্মসমাকুলম্ ।
সুকর্ম্মাণং ততো দৃষ্ট্বা পিতৃমাতৃপরায়ণম্ ॥ ১
শুশ্রূষন্তং মহাত্মানং শুদ্ধ সত্যপরাক্রমম্ ।
মহারূপং মহাতেজং মহাজ্ঞানসমাকুলম্ ॥ ২
মাতাপিত্রোঃ পদান্তে তমুপবিষ্টং দদর্শ সঃ ।
মহাভক্ত্যান্বিতং শান্তং সর্ব্বজ্ঞানমহানিধিম্ ॥ ৩
কুণ্ডলস্যাপি পুত্রেণ সুকর্ম্মণা মহাত্মনা ।
আগতং পিপ্পলং দৃষ্ট্বা দ্বারদেশে মহামতিম্ ॥ ৪
আসনাত্তূর্ণমুৎথায় অভ্যুত্থানং কৃতং পুনঃ ।
আগচ্ছ ত্বং মহাভাগ বিদ্যাধর মহামতে ॥ ৫
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ দদৌ তস্মৈ মহামতিঃ ।
নির্ব্বিঘ্নোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ কুশলেন প্রবর্ত্তসে ॥৬
নিরাময়ং চ পপ্রচ্ছ পিপ্পলং তং সমাগতম্ ।
যস্মাদাগমনং তেঽদ্য তৎসর্ব্বং প্রবদাম্যহম্ ॥৭
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণি যাবত্ত্বয়া তপঃ ।
তপ্তমেব মহাভাগ সুরেভ্যঃ প্রাপ্তবান্ বরম্ ॥৮
বশ্যত্বং চ ত্বয়া প্রাপ্তং কামচারস্তথৈব চ ।
তেন মত্তো ন জানাসি গর্ব্বমুদ্বহসে বৃথা ॥ ৯
দৃষ্ট্বা তে চেষ্টিতং সর্ব্বং সারসেন মহাত্মনা ।
মমাভিধানং কথিতং মম জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ১০
পিপ্পল উবাচ।
যোঽসৌ মাং সারসো বিপ্র সরিত্তীরে প্রযুক্তবান্

নহে। বালক কুণ্ডলের যাদৃশ গুণ বা জ্ঞান তাহা তোমাতে নাই। তুমি এস্থান হইতে গিয়া আমার স্বরূপের বিষয় সেই দ্বিজোত্তমকে জিজ্ঞাসা কর। সেই ধর্ম্মাত্মা তোমার নিকট সমস্ত বিষয় বলিবেন। বিষ্ণু বলিলেন—সারসোক্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সবেগে মহাশ্রম দশারণ্য হইতে নির্গত হইলেন। ৫৪—৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—অনন্তর পিপ্পল কুণ্ডলাশ্রমে গমন করিয়া সত্যধর্ম্মান্বিত সুকর্ম্মাকে দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—সুকর্ম্মা পিতৃমাতৃপরায়ণ, শুশ্রূষানিরত, মহাত্মা, সত্যপরায়ণ, মহাতেজা ও মহাজ্ঞানী। তিনি মাতাপিতার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট, মহাভক্তিযুক্ত, নিখিল জ্ঞানের মহানিধি। কুণ্ডলপুত্র মহাত্মা সুকর্ম্মা, মহামতি পিপ্পলকে দ্বারদেশে সমাগত দেখিয়া সত্বর আসন হইতে উত্থানান্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন,—হে মহামতে বিদ্যাধর! আগমন করুন। এই বলিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি নির্ব্বিঘ্নে আছেন তো? আপনার কুশল তো? ১—৬। এইরূপে নিরাময় জিজ্ঞাসার পর সুকর্ম্মা বলিলেন,—আপনার যে জন্য এখানে আগমন, তৎসমস্ত আমি বলিব; হে মহাভাগ! আপনি তিন সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া সুরগণের নিকট বর লাভ করিয়াছেন। জগতের বশ্যত্ব আপনার অধিকৃত হইয়াছে। আপনি কামচার হইয়াছেন। তাই মত্ত হইয়া কিছুই জানিতেছেন না, বৃথা গর্ব্ব পোষণ করিতেছেন। মহাত্মা সারস আপনার চেষ্টা দেখিয়া আপনার নিকট আমার এবং আমার উত্তম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। পিপ্পল বলিলেন,—হে বিপ্র! সরোবরতীরে সেই যে সারস

সর্ব্বং জ্ঞানং বদেস্মাং হি স তু কঃ প্রভুরীশ্বরঃ
সুকর্ম্মোবাচ।
ভবন্তমুক্তবান্ যো বৈ সরিত্তীরে তু সারসঃ।
ব্রহ্মাণং ত্বং মহাত্মানং তং বিদ্ধি পরমেশ্বরম্।
অন্যৎ কিং পৃচ্ছসে ব্রূহি তমেবং প্রবদাম্যহম্॥
বিষ্ণুরুবাচ।
এবমুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মা নৃপনন্দন॥ ১৩
পিপ্পল উবাচ।
ত্বয়ি বশ্যং জগৎ সর্ব্বমিতি শুশ্রুম ভূতলে।
তাস্মি ত্বং কৌতুকং বিপ্র দর্শয়স্ব প্রযত্নতঃ॥১৪
পশ্য কৌতুকমেবাদ্য ত্বং বশ্যাবশ্যকারণম্।
তমুবাচ স ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মা পিপ্পলং প্রতি॥ ১৫
অথ সস্মার বৈ দেবান্ সুকর্ম্মা প্রত্যয়ায় বৈ।
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ॥
সমাগতাঃ সমাহূতা নানাবিদ্যাধরাস্তথা।
সুকর্ম্মাণং ততঃ প্রোচুর্দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ॥
কস্মাৎ স্মৃতাস্ত্বয়া বিপ্র ততোহর্থকারণং বদ॥

সুকর্ম্মোবাচ।
অয়মেষ সুসম্প্রাপ্তো বিদ্যাধরো হি পিপ্পলঃ।
মামেবং ভাষতে বিপ্রো বশ্যাবশ্যত্বকারণম্।
প্রত্যয়ার্থং সমাহূতা অস্যৈব চ মহাত্মনঃ॥ ১৯
স্বং স্বং স্থানং প্রগচ্ছধ্বমিত্যুবাচ সুরান্ প্রতি
তমূচুস্তে ততো দেবাঃ সুকর্ম্মাণং মহামতিম্।
অস্মাকং দর্শনং বিপ্র ন মোঘং জায়তে বরম্
বরং বরয় ভদ্রন্তে মনসা যদ্ধি রোচতে॥ ২১
ততস্তে দদ্মো ন সন্দেহস্ত্বেবমূচুঃ সুরোত্তমাঃ।
ভক্ত্যা প্রণম্য তান্ দেবান্ যযাচে দ্বিজোত্তমঃ
অচলাং দত্ত দেবেন্দ্রাঃ সুভক্তিং ভাবসংযুতাম্
মাতাপিত্রোশ্চ মে নিত্যং তদ্বৈ বরমনুত্তমম্॥ ২৩
পিতা মে বৈষ্ণবং লোকং প্রয়াতেতদ্বরোত্তমম্
তদ্বন্মাতা চ দেবেশা বরমন্যং ন যাচয়ে॥ ২৪
দেবা উচুঃ।
পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রেন্দ্র ভক্ত্যা তব বয়ং দ্বিজ

আমার নিকট জ্ঞানের কথা কহিল, সে কে, কোন্ প্রভু বা ঈশ্বর? সুকর্ম্মা কহিলেন,—যে সারস সরসীতীরে আপনার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাহাকে আপনি মহাজ্ঞানী পরমেশ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবেন। আপনার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন, আমি তাহাও বলিব। বিষ্ণু বলিলেন,—হে নৃপনন্দন! ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মা এই কথা কহিলে পিপ্পল বলিলেন,—এই সমস্ত জগৎ আপনারই বশীভূত, এ ভূতলে ইহাই আমি শুনিয়াছি। অতএব হে বিপ্র! আপনি সযত্নে আমাকে সেই কৌতুক-রহস্য প্রদর্শন করুন। ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মা পিপ্পলকে কহিলেন,—এই জগতের বশ্যাবশ্যকর মদীয় কৌতুক আপনি অবলোকন করুন। এই বলিয়া পিপ্পলের প্রত্যয়ার্থ সুকর্ম্মা দেবগণের স্মরণ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এবং বিবিধ বিদ্যাধরগণ আহূত হইয়া সমাগত হইলেন। এবং তাঁহারা আগমনপূর্ব্বক সুকর্ম্মাকে বলিলেন,—হে বিপ্র! কি জন্য আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছ? কারণ কি বল। ৭—১৮। সুকর্ম্মা কহিলেন,—এই বিদ্যাধর পিপ্পল আসিয়া আমার নিকট বশ্যাবশ্যত্ব কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই এই মহাত্মার প্রত্যয়নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। এক্ষণে আপনারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। পিপ্পল দেবগণকে এই কথা কহিলে দেবগণ মহামতি সুকর্ম্মাকে বলিলেন,—হে বিপ্র! আমাদের দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে। তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তুমি সেইরূপ বরই আমাদের নিকট প্রার্থনা কর, তোমাকে আমরা সেইরূপ প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। সুরোত্তমগণের এই কথার পর দ্বিজোত্তম সুকর্ম্মা ভক্তিপূর্ব্বক দেবগণকে প্রণাম করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেবেন্দ্রগণ! পিতামাতার প্রতি আমার যেন নিত্য ভাবময়ী অবিচলা উত্তম ভক্তি থাকে, আপনারা এইরূপ বরই অগ্রে আমাকে প্রদান করুন। অপিচ আমার পিতা মাতার যেন উত্তম বৈষ্ণব লোকপ্রাপ্তি হয়। হে দেবেশগণ! আমি ইহা ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করি না। দেবগণ

সুকর্ম্মন্ শ্রূয়তাং বাক্যং প্রীত্যা যুক্তাঃ সদৈব তে ॥২৫
এবমুক্ত্বা গতা দেবাঃ স্বর্লোকং নৃপনন্দন ।
সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমেতেন তস্যাগ্রে পরিদর্শিতম্ ॥ ২৬
দৃষ্টং তু পিপ্পলেনাপি কৌতুকং চ মহাদ্ভুতম্ ।
তমুবাচ স ধর্ম্মাত্মা পিপ্পলঃ কুণ্ডলাত্মজম্ ॥ ২৭
অর্ব্বাচীনং ত্বিদং রূপং পরাচীনং চ কীদৃশম্ ।
প্রভাবমুভয়োশ্চৈব বদস্ব বদ াং বর ॥ ২৮

সুকর্ম্মোবাচ ।

পরাচীনস্য রূপস্য লিঙ্গমেব বদামি তে ।
যেন লোকাঃ প্রমোদন্তে ইন্দ্রাদ্যাঃ সচরাচরাঃ
অয়মেব জগন্নাথঃ সর্ব্বগো ব্যাপকঃ প্রভুঃ ।
অস্য রূপং ন দৃষ্টং হি কেনাপ্যেব হি যোগিনা
শ্রুতিরেব বদত্যেবং তং বক্তুং শঙ্কিতেব সা ।
অপাণিপাদনাসশ্চ অকর্ণো মুখবৰ্জ্জিতঃ ॥ ৩১
সর্ব্বং পশ্যতি বৈ কর্ম্ম কৃতং ত্রৈলোক্যবাসিনাম্
তেষামুক্তমকর্ণশ্চ স শৃণোতি সুসাক্ষ্যদঃ ॥ ৩২
গতিহীনো ব্রজেৎ সোঽপি স হি সর্ব্বত্র দৃশ্যতে
পাণিহীনোঽপি গৃহ্লাতি পাদহীনঃ প্রধাবতি ॥৩৩
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে বিপ্র ব্যাপকঃ পাদবৰ্জ্জিতঃ ।
যং ন পশ্যন্তি দেবেন্দ্রা মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
স চ পশ্যতি তান সর্ব্বান্ সত্যাসত্যপদে স্থিতান ;
ব্যাপকং বিমলং সিদ্ধং সিদ্ধিদং সর্ব্বনায়কম্ ॥
যং জানাতি মহাযোগী ব্যাসো ধর্ম্মার্থকোবিদঃ
তেজোমূর্ত্তিঃ স চাকাশমেববর্ণমনন্তকম্ ॥ ৩৬
তদেতন্নির্ম্মলং রূপং শ্রুতিব্যাখ্যাতি নিশ্চিতম্ ;
ব্যাসশ্চৈব হি জানাতি মার্কণ্ডেয়শ্চ তৎপদম্ ॥
অর্ব্বাচীনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ।
যদা সংহৃত্য ভূতাত্মা স্বয়মেকঃ প্রগচ্ছতি ॥ ৩৮
অপ্সু শয্যাং সমাস্থায় শেষভোগাসনাস্থিতঃ ।
তমাশ্রিত্য স্বাপিত্যেকে. বহুকালং জনার্দ্দনঃ ॥
জলান্ধকারসন্তপ্তো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
স্থানমিচ্ছন স যোগাত্মা নির্ব্বেদো ভ্রমণেন সঃ

কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! তুমি পিতৃভক্ত। হে সুকর্ম্মন ! শ্রবণ কর, তোমার ভক্তিগুণে আমরা সর্ব্বদাই তোমায় প্রতি প্রীতিযুক্ত। হে নৃপনন্দন ! দেবগণ এই বলিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এইরূপে সুকর্ম্মা কর্তৃক সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রদর্শিত হইল। পিপ্পল এই মহাদ্ভুত কৌতুক দর্শনান্তে কুণ্ডলনন্দন সুকর্ম্মাকে বলিলেন, ইহা অর্ব্বাচীন রূপ। পরাচীন রূপ কি প্রকার ? হে বক্তৃবর ! অর্ব্বাচীন ও পরাচীন উভয়ের প্রভাবই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—পরাচীন রূপের চিহ্ন তোমায় বলিতেছি,—যাহা দ্বারা ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চরাচর লোক প্রমোদিত হইয়া থাকে। প্রভু জগন্নাথ সর্ব্বগ, ও সর্ব্বব্যাপক। কোন যোগী পুরুষই ইঁহার রূপ দর্শনে সমর্থ নহেন। শ্রুতি ভীতচকিতার ন্যায় তাঁহার রূপ বর্ণন করেন। তাঁহার পাণি, পাদ, কর্ণ বা মুখ কিছুই নাই ; অথচ তিনি ত্রিলোকবাসীর সর্ব্ব কর্ম্ম নিরীক্ষণ করেন। তিনি অকর্ণ হইয়াও ত্রিলোকবাসীর সমস্ত উক্তি শ্রবণ করেন। তিনিই একমাত্র সুসাক্ষ্যদাতা। তিনি গতিহীন হইলেও গমনশীল। সর্ব্বত্রই তিনি পরিদৃশ্যমান। তিনি পাণিহীন হইয়াও গ্রহণ করেন এবং পাদহীন হইয়াও গমন করেন। ২৯—৩৩। তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপকরূপে পরিদৃশ্যমান। তাঁহাকে তত্ত্বদর্শী মুনি বা দেবেন্দ্রগণও দেখিতে পান না। কিন্তু জগতের সত্যাসত্য সমস্তই তিনি দেখেন তিনি ব্যাপক, বিমল, সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বনায়ক মহাযোগী ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্যাস তাঁহাকে জানিয়াছেন। তিনি তেজোমূর্ত্তি ; তিনিই অনন্ত একবর্ণ আকাশ। তাঁহার এই নির্ম্মল রূপই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ব্যাস ও মার্কণ্ডেয় তাঁহার পদ অবগত আছেন। এক্ষণে অর্ব্বাচীন রূপ বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। যৎকালে ভূতাত্মা জনার্দ্দন স্বয়ং সমস্ত সংহার করিয়া একরূপে জলমধ্যে শেষভোগাসনে অবস্থানপূর্ব্বক বহু কাল নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন জলান্ধকারসন্তপ্ত মহা-

ভ্রমমাণঃ স দদৃশে শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্‌।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং দিব্যাভরণভূষিতম্‌॥ ৪১
দিব্যমাল্যাম্বরধরং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্‌।
যোগনিদ্রাং গতং কান্তং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌॥ ৪২
একা নারী মহাভাগা কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমা।
দংষ্ট্রাকরালবদনা ভীমরূপা দ্বিজোত্তম॥ ৪৩
তয়োক্তোঽহসৌ মুনিশ্রেষ্ঠো মা ভৈরিতিমহামুনিঃ
পদ্মপত্রং সুবিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনমায়তম্‌॥ ৪৪
তস্মিন্‌ পত্রে মহাদেব্যা মার্কণ্ডেয়ো নিবেশিতঃ
কেশবে সতি সুপ্তেঽপি নাস্ত্যত্র চ ভয়ং তব॥
তামুবাচ স যোগীন্দ্রঃ কা ত্বং ভবসি ভামিনি॥
অস্মিন্‌ বিনিদ্রিতে চৈকা ভবতী পরিরক্ষিতা।
পৃষ্টৈবং মুনিনা দেবী সাদরং প্রাহ ভূসুর।
নাগভোগাঙ্কপর্য্যঙ্কে স যঃ স্বপিতি কেশবঃ॥
অস্মাহং বৈষ্ণবীশক্তিঃ কালরাত্রিরিহোচ্যতে।
মামেবং বিদ্ধি বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বমায়াসমন্বিতাম্‌॥৪৮

মহামায়া পুরাণেষু জগন্মোহায় কথ্যতে।
ইত্যুক্তা সা গতা দেবী অন্তর্দ্ধানং হি পিপ্পল॥৪৯
দেব্যামন্তর্গতায়াং তু মার্কণ্ডেয়স্য পশ্যতঃ।
তস্য নাভ্যাং সমুৎপন্নং পঙ্কজং হাটকপ্রভম্‌॥৫০
তস্মাজ্জজ্ঞে মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তস্মাদ্বিজজ্ঞিরে লোকাঃ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ॥
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ।
অর্ব্বাচীনং স্বরূপং তু দর্শিতং হি ময়া নৃপ॥ ৫২
অর্ব্বাচীনস্বরূপোঽয়ং পরাচীনো নিরাশ্রয়ঃ।
যদা স দর্শয়েৎ কায়ং কায়রূপা ভবন্তি তে॥ ৫৩
ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বলোকাশ্চ অর্ব্বাচীনা হি পিপ্পল।
অর্ব্বাচীনা অমী লোকা যে ভবন্তি জগত্রয়ে॥
পরাচীনঃ স ভূতাত্মা যং সুপশ্যন্তি যোগিনঃ।
মোক্ষরূপং পরং স্থানং পরব্রহ্মস্বরূপকম্‌॥ ৫৫
অব্যক্তমক্ষরং হংসং শুদ্ধং সিদ্ধিসমন্বিতম্‌।
পরাচীনস্য যদ্রূপং বিদ্যাধর তবাগ্রতঃ॥ ৫৬
সর্ব্বমেব ময়াখ্যাতমন্যৎ কিং তে বদাম্যহম্‌॥৫৭

মুনি মার্কণ্ডেয় স্থানলাভেচ্ছায় নির্ব্বেদ সহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই শেষপর্য্যঙ্কশায়ী জনার্দ্দনকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তিনি সূর্য্যকোটিসমুজ্জ্বল, দিব্যাভরণভূষণ, দিব্য-মাল্যাম্বরধর, সর্ব্বব্যাপী, যোগনিদ্রাবলম্বী ও শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী। কমনীয়মূর্ত্তি এক কৃষ্ণাঞ্জনপুঞ্জনিভা দংষ্ট্রাকরালবদনা ভীমরূপা মহাভাগা নারী তখন মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—মা ভৈঃ। অনন্তর এক পঞ্চ-যোজনায়ত সুবিস্তীর্ণ পদ্মপত্রোপরি সেই মহা-দেবী মার্কণ্ডেয়কে স্থাপন করিলেন। পরে বলিলেন,—কেশব এক্ষণে নিদ্রিত আছেন। তোমার হেথায় ভয় নাই। যোগীন্দ্র মার্কণ্ডেয় তৎশ্রবণে সেই মহাদেবীকে বলিলেন,—হে ভামিনি! কে আপনি? ইনি নিদ্রিত রহিয়াছেন, একমাত্র আপনি জাগ্রত আছেন? মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী সাদরে বলিলেন,—হে ভূসুর! কেশব নাগভোগাঙ্ক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত আছেন; আমি ইঁহার বৈষ্ণবী শক্তি; আমারই নাম কালরাত্রি। হে বিপ্রেন্দ্র! জানিবে,—আমিই সর্ব্বমায়াময়ী।

৩৪—৪৮। সমস্ত পুরাণে আমি জগন্মোহিনী মহামায়া নামে অভিহিতা। হে পিপ্পল! এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দেবী অন্তর্হিতা হইলে মার্কণ্ডেয়ের সমক্ষেই কেশ-বের নাভিদেশে এক স্বর্ণপ্রভ পদ্ম উৎপন্ন হইল। লোকপিতামহ মহাতেজা ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক সেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণও তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত। এই আমি অর্ব্বাচীন স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম, ইহাই অর্ব্বাচীন স্বরূপ। পরাচীন নিরাশ্রয়। যখন তিনি কায় প্রদর্শন করেন, তখন উল্লিখিত সকল কায়রূপ হইয়া থাকে। হে পিপ্পল! ব্রহ্মাদি সর্ব্বলোকই অর্ব্বাচীন। জগত্রয়ের এই সমস্ত লোকই অর্ব্বাচীন। সেই একমাত্র ভূতাত্মা পরাচীন। যোগিগণ তাঁহাকেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি মোক্ষরূপ, পরমপদ, পরব্রহ্মস্বরূপ, অব্যক্ত, অক্ষয়, হংস, শুদ্ধ, ও সিদ্ধিসমন্বিত। হে বিদ্যাধর! পরাচীনের যাহা রূপ, তাহা

পিপ্পল উবাচ।

কস্মাদেতন্মহাজ্ঞানমুদ্ভূতং তব সুব্রত।
অর্ব্বাচীনগতিং বিদ্বন্ পরাচীনগতিং তথা॥ ৫৮
ত্রৈলোক্যস্য পরং জ্ঞানং ত্বয্যেব পরিবর্ত্ততে।
তপসো নৈব পশ্যামি পরাং নিষ্ঠাং হি সুব্রত॥
যজনং যাজনং তীর্থং তপো বা কৃতবানসি।
তৎপ্রভাবং বদস্বৈবং কেন জ্ঞানং তবাখিলম্॥

সুকর্ম্মোবাচ।

তপ এব ন জানামি ন কৃতং কায়শোষণম্।
যজনং যাজনং বাপি ন জানে তীর্থসাধনম্।
ন ময়া সাধিতং ধ্যানং পুণ্যকালং সুকর্ম্মজম্॥
স্ফুটমেকং প্রজানামি পিতৃমাতৃপ্রপূজনম্।
উভয়োরপি হস্তেন মাতাপিত্রোস্তু নিত্যশঃ॥
পাদপ্রক্ষালনং পুণ্যং স্বয়মেব করোম্যহম্।
অঙ্গসংবাহনং স্নানং ভোজনাদিকমেব চ॥ ৬৩
ত্রিকালধ্যানসংলীনঃ সাধয়ামি দিনে দিনে॥
পাদোদকং তয়োশ্চৈব মাতাপিত্রোর্দিনে দিনে
ভক্তিভাবেন বিন্দামি পূজয়ামি সুভাবতঃ।
গুরু মে জীবমানৌ তু যাবৎকালং হি পিপ্পল॥
তাবৎকালং হি মে লাভো হ্যতুলশ্চ প্রজায়তে
ত্রিকালং পূজয়াম্যেতৌ শুদ্ধভাবেন চেতসা॥
স্বচ্ছন্দলীলাসঞ্চারী বর্ত্তাম্যেব হি পিপ্পল।
কিং মে চান্যেন তপসা কিং মে কায়স্য শোষণৈঃ
কিং মে সুতীর্থযাত্রাভিরন্যৈঃ পুণ্যৈশ্চ সাম্প্রতম্
মখানামেব সর্ব্বেষাং যৎফলং প্রাপ্যতে দ্বিজ॥
তৎফলং তু ময়া দৃষ্টং পিতুঃ শুশ্রূষণাদপি।
মাতুঃ শুশ্রূষণং তদ্বৎ পুত্রাণাং গতিদায়কম্॥
সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বস্বং সারভূতং জগত্রয়ে।
পুত্রস্য জায়তে লোকো মাতুঃ শুশ্রূষণাদপি॥
পিতুঃ শুশ্রূষণে তদ্বন্মহৎ পুণ্যং প্রজায়তে।
তত্র গঙ্গাগয়াতীর্থং তত্র পুষ্করমেব চ॥ ৭১
যত্র মাত্রা পিতা তিষ্ঠেৎ পুত্রস্যাপি ন সংশয়ঃ।
অন্যানি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি বিবিধানি চ॥
ভবন্ত্যেতানি পুত্রস্য পিতুঃ শুশ্রূষণাদপি।

আপনার নিকট সমস্তই আখ্যাত হইল। এক্ষণে অন্য আর কি আপনাকে বলিব? পিপ্পল কহিলেন.—হে সুব্রত! কিরূপে আপনার এই মহাজ্ঞান উদ্ভূত হইল? হে বিদ্বন্! অর্ব্বাচীন ও পরাচীন জ্ঞান তথা ত্রৈলোক্যের পরম জ্ঞানই আপনাতে বিদ্যমান। হে সুব্রত! আপনার তপস্যায় পরম নিষ্ঠা দেখি না এবং যজন, যাজন, তীর্থ বা তপস্যাও আপনি কিছুই করেন নাই; অথচ আপনাতে অখিল জ্ঞান বিদ্যমান। ইহার কারণ কি বলুন? সুকর্ম্মা কহিলেন,—আমি তপস্যা জানি না; তদ্দ্বারা কায়শোষণও করি নাই; যজন, যাজন বা তীর্থসাধনও আমি জানি না; কোনরূপ ধ্যান সাধনও আমি করি নাই; একমাত্র পিতৃমাতৃপূজনই আমি বিশেষরূপে জানি। আমি নিত্য নিত্য পিতামাতার পুণ্যপাদ-প্রক্ষালন স্বয়ং স্বহস্তে সম্পাদন করি। প্রতি-দিন ত্রিসন্ধ্যায় এক ধ্যানে পিতামাতার অঙ্গ সংবাহন স্নান ও ভোজনাদি সমাধান করিয়া থাকি। প্রতিদিন পিতামাতার পাদোদক ভক্তিভাবে পান ক'র, এবং তাঁহাদিগকে পূজা করি। হে পিপ্পল! আমার পিতামাতা যতকাল জীবিত থাকেন, ততকালই আমার অতুল লাভ। আমি কালত্রয়ে শুদ্ধভাবে শুদ্ধ চিত্তে পিতামাতার পূজা করি। স্বচ্ছন্দ লীলা-সঞ্চারে অবস্থান করি। আমার অন্য তপস্যা বা কায়শোষণে প্রয়োজন কি? উত্তম তীর্থ-যাত্রা বা অন্যবিধ পুণ্যসঞ্চয়েরই বা আমার আবশ্যক কি? হে দ্বিজ! সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, একমাত্র পিতৃ-শুশ্রূষণেই সেই ফল আমার প্রত্যক্ষ হই-য়াছে। মাতার শুশ্রূষাও ঐরূপ ফলপ্রদ, পুত্রগণের গতিদায়ক, এবং সর্ব্ব কর্ম্ম ও সর্ব্ব জগতের সার। পিতামাতার শুশ্রূষায় পুত্রের শুভ লোক ও মহাপুণ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেখানে পিতামাতা অবস্থিত, পুত্রের পক্ষে সেই স্থান গয়া-গঙ্গা ও পুষ্করতীর্থ। পিতৃ-শুশ্রূষায় অন্যান্য বিবিধ পুণ্যতীর্থসমূহের সান্নিধ্যও পুত্রের নিমিত্ত সেই স্থানে হইয়া থাকে। পিতার শুশ্রূষাতেই পুত্রের দানফল

পিতুঃ শুশ্রূষণাত্তস্য দানস্য তপসঃ ফলম্ ॥ ৭৫
সৎপুত্রস্য ভবেদ্বিপ্র অন্যধর্ম্মঃ শ্রমায় তে।
পিতুঃ শুশ্রূষণাৎ পুণ্যং পুত্রঃ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্
স্বকর্ম্মণস্তু সর্ব্বস্বমিহৈব চ পরত্র চ।
জীবমানৌ গুরূ যেতৌ স্বমাতাপিতরৌ তথা ॥
শুশ্রূষতে সুতো ভূত্বা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
দেবাস্তস্যাপি তুষ্যন্তি ঋষয়ঃ পুণ্যবৎসলাঃ ॥ ৭৬
ত্রয়োলোকাস্তু তুষ্যন্তি পিতুঃ শুশ্রূষণাদিহ।
মাতাপিত্রোস্তু যঃপাদৌ নিত্যমেব হি ক্ষালয়েৎ
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে।
পুণ্যৈর্মিষ্টান্নপানৈর্যঃ পিতরং মাতরং তথা ॥ ৭৮
ভক্ত্যা ভোজয়তে নিত্যং তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পুত্রস্য জায়তে ॥ ৭৯
তাম্বূলৈশ্ছাদনৈশ্চৈব পানৈশ্চাশনকৈস্তথা।
ভক্ত্যা চান্নেন পুণ্যেন গুরূ যেনাভিপূজিতৌ ॥
সর্ব্বজ্ঞানী ভবেৎ সোঽপি যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নুয়াৎ
মাতরং পিতরং দৃষ্ট্বা হর্ষাৎ সম্ভাষয়েৎ সুতঃ ॥৮১
নিধয়স্তস্য সন্তুষ্টাস্তস্য গেহে বসন্তি তে।
গাবঃ সৌহৃদ্যমায়ান্তি পুত্রস্য সুখদাঃ সদা ॥৮২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
মাতৃপিতৃতীর্থমাহাত্ম্যে দ্বিষষ্টিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ও তপঃফল হয়। হে বিপ্র! সৎপুত্রের পক্ষে পিতামাতার শুশ্রূষা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম কেবল শ্রমেরই নিমিত্ত। পুত্র পিতৃশুশ্রূষণে উত্তম পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুত্রের পিতৃম ভৃশুশ্রূষাই ইহপরকালের সর্ব্বকর্ম্ম-সর্ব্বস্ব। স্বীয় পিতামাতার জীবদ্দশায় যে পুত্র তাঁহাদের শুশ্রূষা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। পিতৃশুশ্রূষাপরায়ণ পুত্রের প্রতি পুণ্য-বৎসল দেব, ঋষি, এমন কি এই সমস্ত ত্রৈলোক্যও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে পুত্র পিতামাতার পাদযুগল নিত্য প্রক্ষালন করে, অহরহঃ তাহার গঙ্গাস্নানপুণ্য হয়। ভক্তি-পূর্ব্বক পিতামাতাকে যে পুত্র নিত্য নিত্য উত্তম মিষ্টান্নপানে পরিতৃপ্ত করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি। ঈদৃশ পুত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে পুত্র তাম্বূল, আচ্ছাদন ও পান ভোজন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পিতামাতাকে পূজা করে, সে সর্ব্বজ্ঞানী হইয়া কীর্ত্তি লাভ করে। যে পুত্র পিতামাতাকে দেখিয়া সহর্ষে সম্ভাষণ করে, নিধিগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার গৃহে বাস করেন এবং গোগণ সৌহৃদ্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখ-প্রদ হইয়া থাকে। ৪৯—৮২।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুকর্ম্মোবাচ।

তয়োশ্চাপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মাতাপিত্রোশ্চ স্নাতয়োঃ
পুত্রস্যাপি হি সর্ব্বাঙ্গে পতন্ত্যম্বুকণা যদা ॥ ১
সর্ব্বতীর্থসমং স্নানং পুত্রস্যাপি সুজায়তে।
পতিতং বিকলং বৃদ্ধমশক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২
ব্যাধিতং কুষ্ঠিনং তাতং মাতরঞ্চ তথাবিধাম্।
উপাচরতি যঃ পুত্রস্তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩
বিষ্ণুস্তস্য প্রসন্নাত্মা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রয়াতি বৈষ্ণবং লোকং যদপ্রাপ্যং হি
যোগিভিঃ ॥ ৪
পিতরৌ বিকলৌ দীনৌ বৃদ্ধাবেতৌ গুরূ সুতঃ

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্নাত পিতামাতার স্নানাম্বুকণা যে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে পতিত হয়, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নান হইয়া থাকে। যে পুত্র পতিত, বিকল, বৃদ্ধ সর্ব্বকর্ম্মাশক্ত, ব্যাধিত, বা কুষ্ঠযুক্ত পিতা এবং তথাবিধ মাতার পরিচর্য্যা করে, তাহার পুণ্যফল বলি-তেছি, স্বয়ং বিষ্ণু তৎপ্রতি প্রসন্ন হন এবং সে যোগিজনদুর্লভ বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পাপাত্মা পুত্র বিকলাঙ্গ, দীন,

মহাগদেন সম্প্রাপ্তৌ পরিত্যজতি পাপধীঃ ॥ ৫
পুত্রো নরকমাপ্নোতি দারুণং কৃমিসঙ্কুলম্।
বৃদ্ধাভ্যাঞ্চ সমাহূতো গুরুভ্যামিহ সাম্প্রতম্ ॥৬
ন প্রয়াতি সুতো ভূত্বা তস্য পাপং বদাম্যহম্।
বিষ্ঠাশী জায়তে মূঢো গ্রামঘোণী ন সংশয়ঃ ॥ ৭
যাবজ্জন্মসহস্রন্তু পুনঃ শ্বা চাভিজায়তে।
পুত্রগেহে স্থিতৌ বৃদ্ধৌ মাতা চ জনকস্তথা ॥ ৮
অভোজয়িত্বা তাবন্নং স্বয়মত্তি চ যঃ সুতঃ।
মূত্রং বিষ্ঠাং স ভুঞ্জীত যাবজ্জন্মসহস্রকম্ ॥ ৯
কৃষ্ণসর্পো ভবেৎ পাপী যাবজ্জন্মশতদ্বয়ম্।
মাতরং পি[?]ং বৃদ্ধমবজ্ঞায় প্রবর্ত্ততে ॥ ১০
গ্রাহোঽপি জায়তে দুষ্টো জন্মকোটিশতৈরপি।
তাবেতৌ কুৎসতে পুত্রঃ কটুকৈর্বচনৈরপি ॥১১
স চ পাপী ভবেদ্ব্যাঘ্রঃ পশ্চাদৃক্ষঃ প্রজায়তে।
মাতরং পিতরং পুত্রো যে ন মন্যেত দুষ্টধীঃ ॥১২
কুম্ভীপাকে বসেত্তাবদ্যাবদ্যুগসহস্রকম্।
নাস্তি মাতৃসমং তীর্থং পুত্রাণাঞ্চ পিতুঃ সমম্ ॥
তারণায় হিতায়ৈব ইহৈব চ পরত্র চ।
তস্মাদহং মহাপ্রাজ্ঞ পিতৃদেবং প্রপূজয়ে ॥ ১৪
মাতৃদেবীং সর্ব্বদৈব যোগযোগী তথাভবম্।
মাতৃপিতৃপ্রসাদেন সঞ্জাতং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ১৫
ত্রিলোকীয়ং সমস্তা তু সংযাতা মম বশ্যতাম্।
অর্ব্বাচীনগতিং জানে দেবস্যাস্য মহাত্মনঃ ॥১৬
বাসুদেবস্য তস্যৈব পরাচীনং মহামতে।
সর্ব্বং জ্ঞানং সমুদ্ভূতং পিতৃমাতৃপ্রসাদতঃ ॥ ১৭
কো ন পূজয়তে বিদ্বান্ পিতরং মাতরং তথা।
সাঙ্গোপাঙ্গৈরধীতৈস্তৈঃ শ্রুতিশাস্ত্রসমন্বিতৈঃ ॥[?]
বেদৈরপি চ কিং বিপ্র পিতা যেন ন পূজিতঃ।
মাতা ন পূজিতা যেন তস্য বেদা নিরর্থকাঃ ॥[?]
যজ্ঞৈশ্চ তপসা বিপ্র কিং দানৈঃ কিঞ্চ পূজনৈঃ
প্রয়াতি তস্য বৈফল্যং ন মাতা যেন পূজিতা।
ন পিতা পূজিতো যেন জীবমানো গৃহে স্থিতঃ
এষ পুত্রস্য বৈ ধর্ম্মস্তথা তীর্থং নরেষ্বিহ ॥ ২১
এষ পুত্রস্য বৈ মোক্ষস্তথা জন্মফলং শুভম্।
এষ পুত্রস্য বৈ যজ্ঞো দানমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২[?]

বৃদ্ধ, বা মহারোগগ্রস্ত, পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে, সে কৃমিসঙ্কুল ভীষণ নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতামাতা আহ্বান করিলে যে পুত্র তাঁহাদের নিকট গমন করে না, তাহার পাপের কথা বলিতেছি। ঐ পুত্র বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর হয়। সহস্র জন্ম যাবৎ পুনর্বার কুক্কুর হইয়া থাকে। যে পুত্র স্বীয় গৃহস্থিত বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অন্ন ভক্ষণ করে, সহস্র জন্ম যাবৎ তাহাকে মূত্র ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে হয়। অনন্তর দুইশত জন্ম যাবৎ সে পাপিষ্ঠ কৃষ্ণ সর্প হইয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিয়া যে জন সংসারব্যবহার করে, শতকোটি জন্ম যাবৎ সে দুষ্টগ্রাহ হইয়া থাকে। যে পুত্র পিতা-মাতাকে কটু কথায় তিরস্কার করে, সে পাপী অগ্রে ব্যাঘ্র এবং পশ্চাৎ ঋক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে দুষ্টবুদ্ধি পুত্র পিতা-মাতাকে গ্রাহ্য করে না, সহস্র যুগ পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তাহার বাস হইয়া থাকে। পুত্রগণের পক্ষে উদ্ধার ও হিতের নিমিত্ত পিতা-মাতার সমান তীর্থ আর নাই। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই জন্যই আমি পিতৃদেব মাতৃদেবীকে সর্ব্বদা পূজা করি। তাঁহাদের প্রসাদেই আমি যোগযোগী হইয়াছি; তাঁহাদের প্রসাদেই আমার উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রসাদেই এই ত্রৈলোক্য আমার বশীভূত। আমি মহাত্মা বাসুদেবদেবের অর্ব্বাচীন ও পরাচীন গতি অব[?] হইয়াছি। পিতৃমাতৃপ্রসাদেই আমার সর্ব্ব জ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে। কোন্ বিদ্বান্ পিতা-মাতার না পূজা করেন? সাঙ্গোপাঙ্গ অধী[?] বেদ বা শাস্ত্রজ্ঞানের তাহার প্রয়োজন কি[?] যে পুত্র পিতৃপূজা করে না, যে পুত্র মাতৃপূজা করে না—তাহারত বেদজ্ঞান অনর্থক। [?] পুত্র গৃহস্থিত পিতা মাতার পূজা পরিচর্য্যা করে না, যজ্ঞ, তপস্যা, দান বা পূজন দ্বা[?] তাহার প্রয়োজন কি? তাহার ঐ সমস্তই বিফল হইয়া থাকে। পিতা-মাতার পূজা-পরিচর্য্যাই পুত্রের ধর্ম্ম; তাহাই তীর্থ, তাহাই

পিতরং পূজয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা ভাবেন তৎপরঃ।
তস্য জাতং সমস্তং তদ্‌যদুক্তং পূর্ব্বমেব হি ॥ ২৩
দানস্যাপি ফলং তেন তীর্থস্যাপি ন সংশয়ঃ।
যজ্ঞস্যাপি ফলং প্রাপ্তং মাতা যেনাপ্যুপাসিতা ॥
পিতা যেন সুভক্ত্যা চ নিত্যমেবাপ্যুপাসিতঃ।
তস্য সর্ব্বাঃ সুসংসিদ্ধা যজ্ঞাদ্যাঃ পুণ্যদাঃ ক্রিয়াঃ
এতদর্থং সমাজ্ঞাতং ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং ময়া।
পিতৃভক্তিপরো নিত্যং ভবেৎ পুত্রো হি পিপ্পল
তুষ্টে পিতরি সম্প্রাপ্তং যদুরাজ্ঞা পুরা সুখম্‌।
রুষ্টে পিতরি চ প্রাপ্তং মহৎপাপং পুরা শৃণু ॥ ২৭
রুরুণা পৌরবেণাপি পিত্রা শপ্তেন ভূতলে।
এবং জ্ঞানং ময়া চাপ্তং হ্যবেতৌ যদুপাসিতৌ
এতয়োশ্চ প্রসাদেন প্রাপ্তং ফলমনুত্তমম্‌ ॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থমাহাত্ম্যে ত্রিষষ্টিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিপ্পল উবাচ।

পিতুঃ প্রসাদভাবাদ্বৈ যদুনা সুখমুত্তমম্‌।
কথং প্রাপ্তং সুভুক্তঞ্চ তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১
কস্মাৎ পাপপ্রভাবঞ্চ রুরুর্ভুক্তে দ্বিজোত্তম।
সকলং বিস্তরেণাপি বদ মে কুণ্ডলাত্মজ ॥ ২

সুকর্ম্মোবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি চরিত্রং পাপনাশনম্‌।
নহুষস্য সুপুণ্যস্য যযাতেশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
সোমবংশাৎ প্রভূতো হি নহুষো মেদিনীপতিঃ
দানধর্ম্মাননেকাংশ্চ চকার হ্যতুলানপি ॥ ৪
শতানামশ্বমেধানামিযাজ শতমুত্তমম্‌।
বাজপেয়শতঞ্চাপি অন্যান্ যজ্ঞাননেকধা ॥ ৫
আত্মনঃ পুণ্যভাবেন ইন্দ্রলোকমবাপ সঃ।
পুত্রং ধর্ম্মগুণোপেতং প্রজাপালং চকার সঃ ॥ ৬
যযাতিং সত্যসম্পন্নং ধর্ম্মবীর্য্যং মহামতিম্‌।
ঐন্দ্রং পদং গতো রাজা তস্য পুত্রঃ পদে স্বকে

লাভ, তাহাই শুভ জন্মফল, তাহাই যজ্ঞ এবং তাহাই দান; এ কথা নিঃসন্দেহ। ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃপূজক ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফলই হয়। দান, তীর্থ, যজ্ঞফল, মাতৃপূজকের হইয়া থাকে. ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য পিতৃসেবকের যজ্ঞাদি সমস্ত পুণ্যপ্রদ ক্রিয়া সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছি এবং এই বিষয়ই আমি অধিগত হইয়াছি। হে পিপ্পল! পুত্র নিত্য পিতৃভক্তিপরায়ণ হইবে। যদু-রাজা পূর্ব্বে পিতার পরিতোষেই সুখ সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পিতৃশপ্ত রুরু পিতার রোষেই মহাপাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার বলে এক-মাত্র পিতামাতাই আমার উপাস্য হইয়াছেন। পিতামাতার প্রসাদেই আমি অনুত্তম ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। ১০—২৯।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পিপ্পল কহিলেন,—পিতার প্রসাদে যদু-রাজা কিরূপে উত্তম সুখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। অপিচ হে দ্বিজোত্তম! রুরুই বা কিরূপে পাপের ফল ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি বলুন। হে কুণ্ডলনন্দন! আপনি উক্ত দুইটী বিষয়ই আমার নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—পুণ্যাত্মা নহুষ ও মহাত্মা যযাতির পাপহর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মেদিনীপতি নহুষ চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অতুল দানধর্ম্ম অনেক করিয়াছিলেন। শত অশ্ব-মেধযজ্ঞ, এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ ও অন্যান্য বহুযজ্ঞ বহুবার তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি আত্মপুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যযাতি সত্যসম্পন্ন ধর্ম্মবীর্য্য মহামতি এবং ধর্ম্মগুণান্বিত ছিলেন। নহুষ তাঁহাকেই রাজ্যপদ প্রদান করেন এবং

যযাতিঃ সত্যসম্পন্নঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ।
স্বয়মেব প্রপশ্যেৎ স প্রজাকর্ম্মাণি তান্যপি ॥ ৮
যাজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মমনুত্তমম্ ।
যজ্ঞতীর্থাদিকং সর্ব্বং দানপুণ্যং চকার সঃ ॥ ৯
রাজ্যং চকার মেধাবী সত্যধর্ম্মেণ বৈ তদা ।
যাবদশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং নৃপনন্দনঃ ॥ ১০
তাবৎ কালং গতং তস্য যযাতেস্তু মহাত্মনঃ ।
তস্য পুত্রাশ্চ চত্বারস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥ ১১
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ।
তস্যাসীজ্জ্যেষ্ঠপুত্রস্তু রুরুর্নাম মহাবলঃ ॥ ১২
পুরুর্নাম দ্বিতীয়োহভূৎ কুরুশ্চান্যস্তৃতীয়কঃ ।
যদুর্নাম স ধর্ম্মাত্মা চতুর্থো নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ১৩
এবং চত্বারঃ পুত্রাশ্চ যযাতেস্তু মহাত্মনঃ ।
তেজসা পৌরুষেণাপি পিতৃতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৪
এবং রাজ্যং কৃতং তেন ধর্ম্মেণাপি যযাতিনা ।
তস্য কীর্ত্তির্যশোভাবস্ত্রৈলোক্যে প্রচুরোহভবৎ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

একদা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠো নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ ।
ঐন্দ্রং লোকং গতো রাজন্ দ্রষ্টুঞ্চৈব পুরন্দরম্
সহস্রাক্ষস্ততোহপশ্যদ্ধুতাশনসমপ্রভম্ ।
দেবো বিপ্রং সমায়াতং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানপণ্ডিতম্ ॥
পূজিতং মধুপর্কাদ্যৈর্ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ ।
নিবেশ্য চাসনে পুণ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৮

ইন্দ্র উবাচ ।

কস্মাদাগমনং তেহদ্য কিমর্থমিহ চাগতঃ ।
কিং তে হি সুপ্রিয়ং বিপ্র করোম্যদ্য মহামুনে

নারদ উবাচ ।

দেবরাজ কৃতং সর্ব্বং ভক্ত্যা যচ্চ প্রভাষিতম্ ।
সন্তুষ্টেঽস্মি মহাপ্রাজ্ঞ প্রশ্নোত্তরং বদাম্যহম্ ॥ ২০
মহীলোকাৎ সুসম্প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং তব মন্দিরম্
ত্বামন্বেষ্টুং সমায়াতো দৃষ্ট্বা নাহুষমেব চ ॥ ২১

ইন্দ্র উবাচ ।

সত্যধর্ম্মেণ কো রাজা প্রজাঃ পালয়তে সদা ।
সর্ব্বধর্ম্মসমাযুক্তঃ শ্রুতবান্ জ্ঞানবান্ গুণী ।
পৃথিব্যামস্তি কো রাজা বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মণ্যো বেদবিচ্ছূরো যজ্বা দাতা সুভক্তিমান্ ॥

স্বয়ং ঐন্দ্রপদ প্রাপ্ত হন। পুত্র যযাতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যধর্ম্মে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন এবং প্রজার সমস্ত কার্য্য স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ যযাতি উত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ, তীর্থ ও দানপুণ্যাদি সমস্ত কার্য্য করিলেন। এইরূপে তিনি সত্যধর্ম্মানুসারে অশীতিসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন। অনন্তর মহাত্মা যযাতির চারি পুত্র উৎপন্ন হইল। চারিজনই বীর্য্য-বল ও বিক্রমসম্পন্ন হইলেন। তাঁহাদের নাম বলিতেছি; একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। মহাবল রুরু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; পুরু দ্বিতীয়; কুরু তৃতীয়; ধর্ম্মাত্মা যদু তাঁহার চতুর্থ পুত্র। যযাতির এই চারিপুত্রই মহাত্মা, তেজে এবংপৌরুষে পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী। যযাতি এইরূপে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্যে তাঁহার প্রচুর যশঃখ্যাতি হইল। ১—১৫। বিষ্ণু বলিলেন,—একদা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন নারদ পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। সহস্রাক্ষ হুতাশন-সমপ্রভ, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানপণ্ডিত দ্বিজ নারদকে সমাগত দেখিয়া পুণ্যাসনে উপবেশন করাইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক নমিতমস্তকে মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া সেই মুনিপুঙ্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র, হে মহামুনে! কি জন্য আপনার হেথায় আগমন? আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? নারদ কহিলেন,—দেবরাজ। আপনি যে ভক্তিপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন, ইহাতেই আপনার সমস্তই করা হইয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রশ্নোত্তর বলিতেছি। সম্প্রতি আমি নহুষাত্মজ যযাতিকে দেখিয়া আপনার তত্ত্ব লইবার জন্য ভূলোক হইতে আপনার আলয়ে আসিয়াছি। ইন্দ্র কহিলেন,—ভূলোকে কোন্ রাজা সত্যধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা প্রজা পালন করিতেছেন। ভূতলে সর্ব্বধর্ম্মসমাযুক্ত, শ্রুতবান্, জ্ঞানবান্, গুণী,

নারদ উবাচ।
এভিশ্চ গুণৈস্তু সংযুক্তো নহুষস্যাত্মজো বলী।
যস্য সত্যেন বীর্য্যেণ সর্ব্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
ভবাদৃশো হি ভূর্লোকে যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
ভবান্ স্বর্গে স চৈবাস্তি ভূতলে ভূতিবর্দ্ধনঃ। ২৫
পিতুঃ শ্রেষ্ঠো মহারাজো হ্যশ্বমেধশতং তথা।
বাজপেয়শতং চক্রে যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ। ২৬
দত্তান্যনেকরূপাণি দানানি তেন ভক্তিতঃ।
গবাং লক্ষসহস্রাণি গবাং কোটিশতানি চ। ২৭
কোটিহোমাংশ্চকারাথ লক্ষহোমাংস্তথৈব চ।
ভূমিদানাদি-দানানি ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদাচ্চ যঃ।
সর্ব্বং যেন স্বরূপং হি ধর্ম্মস্য পরিপালিতম্।
এবং গুণৈঃ সমাযুক্তো যযাতির্নহুষাত্মজঃ। ২৯
বর্ষাণাং তু সহস্রাণি অশীতির্নৃপসত্তমঃ।
রাজ্যং চকার সত্যেন যথা দিবি ভবানিহ। ৩০
সুকর্ম্মোবাচ।
এবমাকর্ণ্য দেবেন্দ্রো নারদাৎ স মুনীশ্বরাৎ।
সমালোচ্য স মেধাবী সম্ভীতো ধর্ম্মপালনাৎ। ৩১
শতযজ্ঞপ্রভাবেন নহুষো হি পুরা মম।
ঐন্দ্রং পদং গতো বীরো দেবরাজোঽভবৎ পুরা। ৩২
শচীবুদ্ধিপ্রভাবেন পদভ্রষ্টো ব্যজায়ত।
তাদৃশোঽয়ং মহারাজঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ। ৩৩
প্রাপ্স্যতে নাত্র সন্দেহঃ পদমৈন্দ্রং ন সংশয়ঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তং ভূপং দিবমানয়ে। ৩৪
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস তস্মাদ্ভীতঃ সুরেশ্বরঃ।
ভূপালস্য নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতেঃ সুমহাভয়াৎ। ৩৫
সমানেতুং ততো দূতং প্রেষয়ামাস দেবরাট্।
নহুষস্য বিমানং তু সর্ব্বকামসমন্বিতম্। ৩৬
সারথিং মাতলিং নাম বিমানেন সমন্বিতম্।
গতো হি মাতলিস্তত্র যত্রাস্তে নহুষাত্মজঃ। ৩৭
প্রাহিতঃ সুররাজেন সমানেতুং মহামতিম্।
সভায়াং বর্ত্তমানস্তু যথা ইন্দ্রঃ প্রশোভতে। ৩৮
তথা যযাতির্ধর্ম্মাত্মা স্বসভায়াং বিরাজতে।

বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ব্রহ্মণ্য, বেদবিৎ, বীর, যজ্ঞ, দাতা, ভক্তিমান্ রাজা কে আছেন? নারদ কহিলেন,—নহুষাত্মজ বলবান্ যযাতি এই সকল গুণে গুণবান্। তাঁহারই সত্যবীর্য্যে সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নহুষনন্দন যযাতি ভূলোকে আপনারই ন্যায় বিদ্যমান। আপনি স্বর্গে এবং সেই ভূতিবর্দ্ধন রাজা ভূতলে এইটুকুমাত্র পার্থক্য। মহারাজ যযাতি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনিও শত অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছেন। ভক্তিপূর্ব্বক বহুবিধ দান তিনি করিয়াছেন। সহস্র লক্ষ শতকোটি গোদান, কোটি হোম এবং লক্ষ হোম তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানাদি বহুদান করিয়াছেন। এককথায় সমস্ত ধর্ম্মস্বরূপই তৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াছে। নহুষাত্মজ যযাতি এইরূপই গুণসম্পন্ন। তিনি অশীতিসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গস্থ আপনার ন্যায় সত্যধর্ম্মানুসারে রাজ্য করিয়াছেন। ১৬—৩০। সুকর্ম্মা কহিলেন,—মুনিবর নারদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া মেধাবী দেবেন্দ্র ভীত হইলেন; ভাবিলেন, ধর্ম্মপালনে—শত যজ্ঞপ্রভাবে পুরাকালে নহুষ আমার ঐন্দ্রপদ লাভ করিয়া দেবরাজ হইয়াছিল। শচীর বুদ্ধিপ্রভাবে সে ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই যে মহারাজের কথা শুনিলাম, ইনিও সেইরূপই হইবেন। ইঁহার পরাক্রমাদিইন্দ্রতুল্যই হইবে। ইনিও নিশ্চয়ই ইন্দ্রপদ লাভ করিবেন, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়সন্দেহ নাই। অতএব যে কোন উপায়ে সেই ভূপতিকে আমার স্বর্গে আনিতে হইবে। সুরেশ্বর নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতির মহাভয়ে এইরূপ চিন্তাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য মাতলিকে দূত পাঠাইলেন। নহুষের সর্ব্বকামান্বিত বিমানও প্রেরিত হইল। সারথি মাতলি সেই বিমানসহ যথায় নহুষাত্মজ যযাতি অবস্থিত ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সুররাজ মহামতি যযাতিকে আনিবার জন্য মাতলিকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইন্দ্র যেমন স্বীয় সভায় শোভমান হন, ধর্ম্মাত্মা যযাতি তেমনি স্বীয় সভায় বিরাজ করিতে-

তমুবাচ মহাত্মানং রাজানং সত্যভূষণম্। ৩৯
সারথির্দেবরাজস্য শৃণু রাজন্ বচো মম।
প্রহিতো দেবরাজেন সকাশং তব সাম্প্রতম্॥
যদব্রবীত্তে দেবরাজস্তু তৎসর্ব্বং সুমনাঃ কুরু।
আগন্তব্যং ত্বয়া দেব ঐন্দ্রং লোকং হি নান্যথা
পুত্রে রাজ্যং বিসৃজ্যৈব কৃত্বা চান্ত্যেষ্টিমুত্তমাম্
ইলো রাজা মহাতেজা বসতে নহুষাত্মজ॥ ৪২
পুরূরবা মহাবীর্য্যো বিপ্রচিত্তির্মহামনাঃ।
শিবির্বসতি তত্রৈব মনুরিক্ষ্বাকুভূপতিঃ॥ ৪৩
সগরো নাম মেধাবী নহুষশ্চ পিতা তব।
ঋতবীর্য্যঃ কৃতজ্ঞশ্চ শান্তনুশ্চ মহামনাঃ॥ ৪৪
ভরতো যুবনাশ্বশ্চ কার্ত্তবীর্য্যো নরেশ্বরঃ।
যজ্ঞানাহৃত্য বহুধা মোদন্তে দিবি ভূভৃতঃ॥ ৪৫
অন্যে চৈব তু রাজানো যজ্ঞকর্ম্মসু তৎপরাঃ।
সর্ব্বে তে দিবি চেন্দ্রেণ মোদন্তে স্বেন কর্ম্মণা॥
ত্বং পুনঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু সংস্থিতঃ।
শক্রেণ সহ মোদস্ব স্বর্গলোকে মহীপতে॥ ৪৭

যযাতিরুবাচ।
কিং ময়া তৎ কৃতং কর্ম্ম যেন মষ্যর্থিতা তব।
ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য তৎসর্ব্বং মে বদস্ব চ॥ ৪৭
মাতলিরুবাচ।
যদশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং হি ত্বয়া নৃপ।
দানপুণ্যাদিকং কর্ম্ম যজ্ঞৈস্তু পরিসাধিতম্॥ ৪৯
দিবং গচ্ছ মহারাজ কর্ম্মণা স্বেন ভূপতে।
সখিত্বং দেবরাজেন কুরু গচ্ছ সুরালয়ম্॥ ৫০
পঞ্চাত্মকং শরীরঞ্চ ভূমৌ ত্যজ মহামতে।
দিব্যরূপং সমাস্থায় ভুঙ্ক্ষ ভোগান্মনোনুগান্
যথা যথা কৃতা ভূমৌ যজ্ঞা দানং তপশ্চ তে।
তথা তথা স্বর্গভোগাঃ প্রার্থয়ন্তে নরেশ্বর॥ ৫২
যযাতিরুবাচ।
যেন কায়েন সিধ্যেত সুকৃতং দুষ্কৃতং ভুবি।
মাতলে তৎকথং ত্যক্ত্বা গচ্ছেল্লোকমুপার্জ্জিতম্
মাতলিরুবাচ।
যত্রৈবোপার্জ্জিতং কায়ং পঞ্চাত্মকমিদং নৃপ।

ছিলেন। দেবরাজসারথি মাতলি সেই সত্যভূষণ মহাত্মা রাজাকে গিয়া বলিলেন,—রাজন্ আমার বাক্য শুনুন, সম্প্রতি দেবরাজ ভবৎসমীপে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আপনি প্রসন্নচিত্তে সম্পাদন করুন। হে দেব! আপনি ইন্দ্রলোকে আগমন করুন, ইহার অন্যথা করিবেন না। হে নহুষাত্মজ! মহাতেজা ইল রাজা পুত্রে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এবং উত্তম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সাধন করিয়া এক্ষণে স্বর্গে বাস করিতেছেন; মহাবীর্য্য পুরূরবা, মহামনা বিপ্রচিত্তি, শিবি, মনু, এবং ইক্ষ্বাকু ইঁহারা সকলেই স্বর্গে বাস করিতেছেন। মেধাবী সগর, তোমার পিতা নহুষ, কৃতবীর্য্য, কৃতজ্ঞ মহামনা শান্তনু, ভরত, যুবনাশ্ব, নরেশ্বর কার্ত্তবীর্য্য, এই সকল ভূপতি বহু যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু যজ্ঞকর্ম্মনিষ্ঠ রাজা স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে ইন্দ্রসহ বিহার করিতেছেন। হে মহামতে! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মনিষ্ঠ; স্বর্গলোকে গিয়া, আপনিও শক্রসহ বিহার করুন ৩১—৪৭। যযাতি কহিলেন,—আমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছি—যাহাতে তোমার এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মৎপ্রতি এইরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছে। হে মাতলে! আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। মাতলি বলিলেন,—হে নৃপ আপনি যে অশীতি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে দানপুণ্যাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন হে মহারাজ! সেই স্বীয় কর্ম্মগুণে আপনি স্বর্গে গমন করুন; সেখানে গিয়া সুররাজের সহিত সখ্য স্থাপন করুন; সুরালয়ে চলুন। হে মহামতে! এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করুন। দিব্যরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়া মনোনুকুল ভোগ সকল উপভোগ করিতে থাকুন। হে নরেশ্বর! ভূতলে যথা যথা যজ্ঞ, দান, ও তপস্যা করিয়াছেন, তথা তথা স্বর্গভোগ সকল আপনাকে প্রার্থনা করিতেছে। যযাতি কহিলেন,—যে দেহে ভূতলে সুকৃত বা দুষ্কৃত সুসিদ্ধ হয়, হে মাতলে! সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে উপার্জ্জিত লোকে

তত্তৈব পরিত্যজ্য দিব্যৈনৈব ব্রজন্তি তম্॥
ইতরে মানবাঃ সর্ব্বে পাপপুণ্যপ্রসাধকাঃ।
তেঽপি কায়ং পরিত্যজ্য অধ ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি বৈ

যযাতিরুবাচ।

পঞ্চাত্মকেন কায়েন সুকৃতং দুষ্কৃতং নরাঃ।
উৎপাদ্যৈব প্রয়াস্ত্যেব অধঊর্দ্ধন্তু মাতলে॥ ৫৬
কো বিশেষো হি ধর্ম্মজ্ঞ ভূয়ো কায়পরিত্যজেৎ
পাপপুণ্যপ্রভাবাদ্ধৈ কায়স্য পতনং ভবেৎ॥ ৫৭
দৃষ্টান্তো দৃশ্যতে সূত প্রত্যক্ষং মর্ত্ত্যমণ্ডলে।
বিশেষং নৈব পশ্যামি পাপপুণ্যস্য চাধিকম্॥৫৭
সত্যধর্ম্মাদিকং কর্ম্ম যেন কায়েন মানবঃ।
সমর্জ্জয়তি বৈ মর্ত্ত্যস্তং কস্মাদ্বিপ্রসর্জ্জয়েৎ॥ ৬৯
আত্মা কায়শ্চ দ্বাবেতৌ মিত্ররূপাবুভাবপি।
কায়ং মিত্রং পরিত্যজ্য আত্মা যাতি সুনিশ্চিতঃ

মাতলিরুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন্ কায়ং ত্যক্ত্বা প্রয়াতি সঃ
সম্বন্ধো নাস্তি তেনাপি সমং কায়েন চাত্মনঃ॥
যস্মাৎ পঞ্চস্বরূপোঽয়ং সন্ধিজর্জ্জরিতঃ সদা।
জরয়া পীড্যমানস্তু ব্যাধিভির্দূষিতঃ সদা॥ ৬২
জরাদোষৈঃ প্রভগ্নোঽসৌ অত্র স্থাতুং স নেচ্ছতি।
আকুলব্যাকুলো ভূত্বা জীবং ত্যক্ত্বা প্রয়াতি সঃ
সত্যেন ধর্ম্মপুণ্যৈশ্চ দানৈর্নিয়মসংযমৈঃ।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈস্তীর্থৈঃ সংযমৈস্তথা॥ ৬৪
সুপুণ্যৈঃ সুকৃতৈশ্চান্যৈর্জরা নৈব প্রধার্য্যতে।
পাতকৈশ্চ মহারাজ দ্রবতে কায়মেব সা॥ ৬৫

যযাতিরুবাচ।

কস্মাজ্জরা সমুৎপন্না কস্মাৎকায়ং প্রপীড়য়েৎ।
মম বিস্তরতস্ত্বঞ্চ বক্তুমর্হসি সত্তম॥ ৬৬

মাতলিরুবাচ।

ইন্তু তে বর্ণয়িষ্যামি জরায়াঃ পরিকারণম্।
যস্মাচ্চেয়ং সমুদ্ভূতং কায়মধ্যে নৃপোত্তম॥ ৬৭
যস্মভূতাত্মকঃ কায়ো বিষয়ৈঃ পঞ্চভিঃ শ্রিতঃ।
যমাত্মা ত্যজতে রাজন্ স কায়ঃ পরিধক্ষ্যতে॥
বহ্নিনা দীপ্যমানস্তু সরসঃ প্রজ্বলেন্নৃপ।

গমন করিবে? মাতলি বলিলেন—নরগণ এই পঞ্চাত্মক দেহ যেখানে অর্জ্জন করিয়াছে, সেই স্থানেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহে গমন করিয়া থাকে। পাপপুণ্যপ্রসাধক ইতর মানবেরাও দেহ পরিত্যাগ করিয়া অধঃ বা ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যযাতি কহিলেন—হে মাতলে! নরগণ পাঞ্চভৌতিক দেহে সুকৃত বা দুষ্কৃত করিয়াই অধঃ বা ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ভূতলে কায়পরিত্যাগীর বিশেষত্ব কি? পাপপুণ্যপ্রভাবেই কায়ের পতন হইয়া থাকে। হে সারথে! মর্ত্ত্যমণ্ডলে ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পাপপুণ্যে অধিক বিশেষত্ব তো আমি কিছুই দেখি না। মানব যে দেহে সত্য ধর্ম্মাদি কর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহা কেন পরিত্যাগ করিবে? আত্মা এবং দেহ উভয়ই মিত্র স্বরূপ। আত্মা দেহ-মিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন,ইহা নিশ্চিতই। ৪৮–৬০। মাতলি কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে,আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান,দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধই থাকে না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ সর্ব্বদা সন্ধি-জর্জ্জরিত, জরাপীড়িত,ব্যাধি-দূষিত ও জরাদোষে প্রভগ্ন, তাই আত্মা এ দেহে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। জীব আকুল ব্যাকুল হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া যান। সত্য, ধর্ম্ম, পুণ্য, দান, নিয়ম, সংযম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, তীর্থপর্য্যটন, এবং অন্যান্য পুণ্যানুষ্ঠান হেতু দেহ জরাগ্রস্ত হয় না। হে মহারাজ! কেবল পাতকবশেই জরা দেহ গ্রাস করে। যযাতি কহিলেন,—কি জন্য জরা উৎপন্ন হয়, কেনই বা সে দেহকে পীড়িত করে? হে সত্তম! আমার নিকট ইহা সবিস্তরে বলুন। মাতলি কহিলেন,—হে নৃপবর! যে জন্য এই জরা কায়মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়, আমি সে জরার কারণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে রাজন্! পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিষয়পঞ্চকের আশ্রয়। যখন আত্মা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন ইহা শ্মশানানলে দগ্ধ হয়। হে নৃপ! এ দেহ সরস হইলেও বহ্নি দ্বারা দীপ্যমান

তস্মাদ্বিজায়তে ধূমো ধূমান্মেঘশ্চ জায়তে।
মেঘাৎপ্রবর্ত্ততে চাম্ভস্ততঃ পৃথ্বী প্রবর্ত্ততে।
জলমায়াতি সা সাধ্বী যথা নারী রজস্বলা॥ ৭০
তস্মাৎ প্রজায়তে গন্ধো গন্ধ দ্রসো নৃপোত্তম
রসাৎ প্রভবতে চান্নমন্নাচ্ছুক্রং ন সংশয়ঃ॥ ৭১
শুক্রাদ্ধি জায়তে কায়ঃ কুরূপঃ কায় এব চ।
যথা পৃথ্বী সৃজেদ্‌গন্ধান্ রসৈশ্চরতি ভূতলে॥
তথা কায়শ্চরেন্নিত্যং রসাধারো হি সর্ব্বশঃ।
গন্ধশ্চ জায়তে তস্মাদ্‌গন্ধাদ্রসো ভবেৎ পুনঃ
তস্মাজ্জজ্ঞে মহাবহ্নির্দৃষ্টান্তং পশ্য ভূপতে।
যথা কাষ্ঠাদ্ভবেদ্বহ্নিঃ পুনঃ কাষ্ঠং প্রকাশয়েৎ॥৭৪
কায়মধ্যে রসাদগ্নিস্তদ্বদেব প্রজায়তে।
তত্র সঞ্চরতে নিত্যং কায়ং পুষ্ণাতি ভূপতে॥
যাবদ্রসস্য চাধিক্যং তাবজ্জীবঃ প্রশান্তিমান্।
চরিত্বা তাদৃশং বহ্নিঃ ক্ষুধারূপেণ বর্ত্ততে॥ ৭৬
অন্নমিচ্ছত্যসৌ তীব্রঃ পয়সা চ সমন্বিতম্।
প্রদানং লভতে চান্নমুদকং চাপি ভূপতে॥ ৭৭
শোণিতং চরতে বহ্নিস্তদ্বদ্বীর্য্যং ন সংশয়ঃ।
যক্ষ্মরোগো ভবেত্তস্মাৎ সর্ব্বকায়প্রণাশকঃ॥ ৭৮
রসাধিক্যং ভবেদ্রাজন্নথ বহ্নিঃ প্রশাম্যতি।
রসেন পীড্যমানস্তু জ্বররূপোঽভিজায়তে॥ ৭৯
গ্রীবা পৃষ্ঠং কটিং পায়ুং সর্ব্বাস্বেব তু সন্ধিষু।
আরুধ্য তিষ্ঠতে বহ্নিঃ কায়ে বহ্নিঃ প্রবর্ত্ততে।
তস্যাধিক্যং চরেন্নিত্যং কায়ং পুষ্ণাতি সর্ব্বতঃ।
রসস্তু বদ্ধমায়াতি বলরূপো ভবেত্তদা॥ ৮১
অতিরিক্তো বলেনৈব বীর্য্যান্মর্ম্মাণি চালয়েৎ
তেনৈব জায়তে কামঃ শল্যরূপো ভবেন্নৃপ॥৮২
স কামাগ্নিঃ সমাখ্যাতো বলনাশকরো নৃপ।
মৈথুনস্য প্রসঙ্গেন বিনাশস্তু কলেবরে॥ ৮৩
নারীঞ্চ সংশ্রয়েৎ প্রাণী পীড়িতঃ কামবহ্নিনা।
মৈথুনস্য প্রসঙ্গেন মূর্চ্ছিতঃ কামকর্ষিতঃ॥ ৮৪
তেজোহীনো ভবেৎ কায়ো বলহানিশ্চ জায়তে

হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহা হইতে ধূম হয়। ধূম হইতে মেঘ সকল, মেঘ হইতে জলরাশি এবং জলরাশি হইতে পৃথ্বী প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সাধ্বী রজস্বলা নারীর ন্যায় পৃথ্বী জল ক্ষরণ করে। সেই ভৌম জল হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে রস, রস হইতে অন্ন, অন্ন হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে দেহ উৎপন্ন হয়। দেহ পার্থিবাংশবহুল বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। যেমন পৃথ্বী গন্ধ সৃজন করে, এবং জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি এই দেহও নিত্য রসাধার হইয়া অবস্থিত। তাহা হইতে গন্ধ উৎপন্ন হয়; গন্ধ হইতে রস জন্মে এবং রস হইতে মহাবহ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। হে ভূপতে! দৃষ্টান্ত দেখুন, যেমন কষ্ঠে হইতে বহ্নি উৎপন্ন হইয়া পুনরায় কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, তেমনি কায়মধ্যে রস হইতে অগ্নি প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ অগ্নি নিত্য দেহে বিচরণ করে এবং দেহের পোষণ করিয়া থাকে। ৬১-৭৫। যাবৎ রসের আধিক্য, তাবৎ কালই জীব শান্তিসম্পন্ন। বহ্নি পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্চরণ করিয়া ক্ষুধারূপে বর্ত্তমান হয়। তখন সে তীব্র হইয়া অন্ন পানীয় ইচ্ছা করে। হে ভূপতে। অনন্তর সে অন্ন-পানীয় লাভ করিয়া থাকে। পরে বহ্নি শোণিত ও বীর্য্য আশ্রয় করিয়া বিচরণ করে। তাহা হইতে সর্ব্বদেহশোষক যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয়। হে রাজন্! অনন্তর রসাধিক্য হইলে বহ্নি প্রশমিত হয়। উহা রস দ্বারা পীড়্যমান হইয়া শেষে জ্বররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীবা, পৃষ্ঠ, কটি, পায়ু ও সর্ব্ব সন্ধি অবরোধ করিয়াই বহ্নি অবস্থান করে। কায়ে বহ্নিরই প্রবৃত্তি; কায়ে তাহারই আধিক্য বিধান করিবে। বহ্নি আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিত্য কায়-পোষণ করে। আবদ্ধ রস বলরূপে পরিণত হয়। বীর্য্যাতিরিক্ত অগ্নি বল দ্বারা মর্ম্মচালনা করে। হে নৃপ! তাহাতেই কামের উৎপত্তি হয়। এই কামই শল্যরূপী। ইহাই কামাগ্নি নামে খ্যাত; ইহা বলনাশকর। মৈথুনের প্রসঙ্গেই দেহের বিনাশ। কামাগ্নি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রাণী নারী আশ্রয় করে। পরে মৈথুনপ্রসঙ্গে মূর্চ্ছিত ও কামকর্ষিত হয়। দেহ তেজোবিহীন হইয়া পড়ে; বলহানি হয়,

বলহীনো যদা স্যাদ্বৈ তুষ্টিনো বাহ্নেরিতঃ ॥
স বহ্নিঃ প্রচরেৎ কায়ে শোণিতং শুক্রমেব চ
শুক্রশোণিতয়োর্নাশাচ্ছুষ্কদেহো বিজায়তে ॥ ৮৬
অতীব জায়তে বায়ুঃ প্রচণ্ডো দারুণাকৃতিঃ।
বিবর্ণো দুঃখসন্তপ্তঃ শূন্যবুদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥৮৭
দৃষ্টা শ্রুত্বা তু যা নারী তচ্চিত্তো ভ্রমতে সদা।
তৃপ্তির্ন জায়তে কায়ে লোলুপে চিত্তবর্ত্মনি ॥৮৮
বিরূপশ্চ সুরূপশ্চ ধ্যানামধ্যে প্রজায়তে।
বলহীনো যদা কামী মাংসশোণিতসঙ্ক্ষয়াৎ ॥
পলিতং জায়তে কায়ে নাশিতে কামবহ্নিনা।
তস্মাৎ সঞ্জায়তে কামী বৃদ্ধো ভূত্বা দিনে দিনে
স্মরতে চিন্তয়ে নারীং যথা বার্দ্ধুষিকো নরঃ।
তথা তথা ভবেদ্ধানিস্তেজসোহস্য নরেশ্বর ॥৯১
তস্মাৎ প্রজায়তে কায়ো নাশরূপং সমৃচ্ছতি।
অগ্নিঃ প্রজায়তে ভূয়ো জরারূপো ন সংশয়ঃ ॥
প্রাণিনাং ক্ষয়রূপেণ জরো ভবতি দারুণঃ।

বলহীন দেহ কামাগ্নি দ্বারা বিশেষরূপেই আক্রান্ত হয়। তাহাতে সে দেহ ক্রমে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন কামাগ্নি শুক্র-শোণিত আশ্রয় করিয়া দেহে বিচরণ করে। তাহাতে শুক্র-শোণিতের ক্ষয় হয়। শুক্র-শোণিতক্ষয়ে দেহ শুষ্ক হইয়া পড়ে। তখন দারুণাকার প্রচণ্ড বায়ু অতিমাত্র আবির্ভূত হয়। তাহাতে প্রাণী বিবর্ণ দুঃখসন্তপ্ত ও শূন্যবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্ট বা শ্রুত নারীর বিষয় চিন্তা করিয়া সে তন্ময়চিত্তে ভ্রমণ করে। তখন চিত্ত চঞ্চল হওয়ায় দেহে আর তৃপ্তি হয় না। নারীধ্যানে দেহ কখনও বিরূপ, কখনও সুরূপ হইয়া পড়ে। কামাকুল প্রাণী মাংস-শোণিতক্ষয়ে যখন বলহীন হয়, তখন কামাগ্নি নাশিত কলেবরে পলিত জন্মিয়া থাকে। অনন্তর কামী হইলে দিন দিন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। ৭৬—৯০। বার্দ্ধুষিকের ধন-চিন্তার ন্যায় সুরতনিমিত্ত নারীচিন্তায় ক্রমশঃ নরের তেজোহানি হয়। তদনন্তর যে দেহ-স্থিতি তাহা ক্রমে নাশের অবস্থায় উপনীত হয়। অগ্নি পুনর্ব্বার জরারূপে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রাণিগণের ক্ষয়রূপে অতি দারুণ জর হইয়া থাকে। সমস্ত স্থাবর জঙ্গমই জর-পীড়িত হয় এবং বহুপীড়াপ্রসারিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য আর কি তোমায় বলিব? মাতলি এই কথা কহিলে মহারাজ যযাতি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৯১—৯৫।

স্থাবরা জঙ্গমাঃ সর্ব্বে জরেণ পরিপীড়িতাঃ ॥৯৩
নাশমায়ান্তি তে সর্ব্বে বহুপীড়াপ্রপীড়িতঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমন্যৎ কিং তে বদাম্যহম্ ॥
এবমুক্তো মহারাজো মাতলিং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে মাতাপিতৃতীর্থকথনে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

চতুষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

বর্ত্মস্থ রক্ষকঃ কায়ো মাতলে চাত্মনা সহ।
নাকমেয় ন প্রয়াতি তন্মে ত্বং কারণং বদ ॥ ১

মাতলিরুবাচ।

পঞ্চানামপি ভূতানাং সঙ্গতির্নাস্তি ভূপতে।
আত্মনা সহ বর্ত্তন্তে সঙ্গতা নৈব পঞ্চ তে ॥ ২
সর্ব্বেষাং তত্র সঙ্ঘাতঃ কায়গ্রামে প্রবর্ত্ততে ॥
জরয়া পীড়িতাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্থানং প্রয়ান্তি তে

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে মাতলে! দেহ আত্মার সহিত ধর্ম্ম রক্ষা করে। এ দেহ স্বর্গে যায় না কেন? তাহার কারণ আমার নিকট বল। মাতলি বলিলেন,—হে ভূপতে পঞ্চভূতের আত্মার সহিত সঙ্গতি নাই। উহারা সঙ্গতিক্রমে আত্মার সহিত থাকে না। ভূতপঞ্চকের সঙ্ঘাত কায়গ্রামে থাকে। পরে জরাপীড়িত হইয়া তাহারা স্বস্বস্থানে প্রয়াণ

যথা রসাধিকা পৃথ্বী মহারাজ প্রসন্নিণা।
রসৈঃ ক্লিন্না ততঃ পৃথ্বী মৃতত্বং যাতি ভূপতে ॥ ৪
ভিদ্যতে পিপীলিকাভির্মূষকাভিস্তথৈব চ।
ছিদ্রাণ্যেব প্রজায়ন্তে বল্মীকাশ্চ মহোদরাঃ ॥ ৫
তদ্বৎ কায়ে প্রজায়ন্তে গণ্ডমালা বিচর্চ্চিকাঃ।
ক্রিমিভির্ভিদ্যমানশ্চ কায় এষ নরোত্তমঃ ॥ ৬
গুল্মাস্তত্র প্রজায়ন্তে সদাঃ পীড়াকরাস্তদা।
এভির্দোষৈঃ সমাযুক্তঃ কায়োহয়ং নহুষাত্মজ ॥
কথং প্রাণসমাযোগাদ্দিবং যাতি নরেশ্বর ॥ ৭
কায়ে পার্থিবভাগোহয়ং সমানার্থং প্রতিষ্ঠিতঃ।
ন কায়ঃ স্বর্গমায়াতি যথা পৃথ্বী তথা স্থিতঃ ॥ ৮
এতৎ তে সমাখ্যাতং দোষো বৈ পার্থিবস্য হি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে মাতাপিতৃতীর্থ-
মাহাত্ম্যে পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

করে। মহারাজ! যেমন পৃথিবী রসাধিক্য-যুক্ত হয়; রস দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া মৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন পিপীলিকা ও মূষিকসমূহ তাহাকে ভেদ করে, তাহার গাত্রে নানাছিদ্র ও অতি-বড় শূন্যগর্ভ বল্মীক সকল প্রাদুর্ভূত হয়, সেই-রূপ দেহে গণ্ডমালা বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। ক্রিমিসমূহ কর্তৃক এই দেহ ভিদ্যমান হয়, তখন দেহে পীড়াকর গুল্ম সকল উৎপন্ন হয়। হে নহুষনন্দন; এই সকল দোষযুক্ত দেহ প্রাণ-সংযোগে কিরূপে স্বর্গে গমন করিবে? পার্থিব অংশ দেহে সমানার্থ প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দেহ স্বর্গে যায় না, যেমন পৃথ্বী, তেমনি অবস্থান করে। পার্থিবদোষ-দুষ্ট দেহের কথা এই তোমার নিকট সমস্তই বলিলাম। ১—৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

পাপাচ্চ পততে কায়ো ধর্ম্মাচ্চ শৃণু মাতলে।
বিশেষং নৈব পশ্যামি পুণ্যস্যাপি মহাতলে ॥ ১
পুনঃ প্রজায়তে কায়ো যথা হি পতনং পুরা।
কথমুৎপদ্যতে দেহস্তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ২

মাতলিরুবাচ।

অথ নারকিণাং পুংসামধর্ম্মাদেব কেবলাৎ।
ক্ষণমধ্যে ভূতেভ্যঃ শরীরমুপজায়তে ॥ ৩
তদ্বদ্ধর্ম্মেণ চৈকেন দেবত্বমেবোপপাদিকম্।
সদ্যঃ প্রজায়তে দিব্যং শরীরং ভূতসারতঃ ॥ ৪
কর্ম্মণা ব্যতিমিশ্রেণ যচ্ছরীরং মহাত্মনাম্।
তদ্রূপপরিণামেন বিজ্ঞেয়ং হি চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৫
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরা জ্ঞেয়াস্তৃণগুল্মাদিরূপিণঃ।
ক্রিমিকীটপতঙ্গাদ্যাঃ স্বেদজা নাম দেহিনঃ ॥ ৬
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বে সর্পা নক্রাশ্চ ভূপতে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে মাতলে। শ্রবণ কর। পাপ এবং ধর্ম্ম উভয়হেতুই যখন কলেবর পতিত হয়, তখন পুণ্যের বিশেষত্ব তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে দেহের যেমন পতন হয়, তেমনি পুনর্ব্বার তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে বলুন। মাতলি বলিলেন,—কেবল অধর্ম্ম-বশতঃ নরকপ্রাপ্ত পুরুষদিগের ক্ষণমধ্যে ভূতসমূহ হইতে শরীরোৎপত্তি হয়। এইরূপ কেবল ধর্ম্ম দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত জীবগণের ভোগযোগ্য দেহ সদ্যঃ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দিব্যদেহের ভূতসার হইতে উৎপত্তি হয়। মিশ্র কর্ম্মফলে মহাত্মগণের যে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা রূপপরিণামে চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ দেহের নাম—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। উদ্ভিজ্জ—স্থাবর তৃণগুল্মাদি; স্বেদজ—ক্রমি, কীট ও পত-

জরায়ুজাশ্চ বিজ্ঞেয়া মানুষাঃ সচতুষ্পদাঃ ॥ ৭
তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিকৃষ্টে উপ্তাবিপাচিতা।
বায়ুনা ধম্যমানা চ ক্ষেত্রে বীজং প্রপদ্যতে ॥৮
যথা উপ্তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভস পুনঃ।
উপগম্য মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং প্রযান্তি চ ॥ ৯
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণান্নালং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রভবঃ পুনঃ॥
প্রভবাচ্চ ভবেৎ ক্ষীরং ক্ষীরাত্তণ্ডুলসম্ভবঃ।
তণ্ডুলাচ্চ ততঃ পক্বাৎ ভবন্ত্যোষধয়স্তদা॥
যবাদ্যাঃ শালিপর্য্যন্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ।
ওষধ্যঃ ফলসারাঢ্যাঃ শেষাঃ ক্ষুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
এতা লূন মৰ্দ্দিতাশ্চ মুনিভিঃ পূজিতাঃ স্মৃতাঃ।
শূর্পোলূখলপাত্রাদ্যৈ স্থালিকোদকবহ্নিভিঃ ॥ ১৩
ষড়্বিধা তু প্রভেদেন পরিণামং ব্রজন্তি তাঃ।
অন্যান্যরসসংযোগাদনেকস্বাদতাং গতাঃ ॥১৪
ভক্ষ্যং ভোজ্যং পেয়লেহ্যং চোষ্যং খাদ্যঞ্চ
ভূপতে।

তাসাং ভেদাঃ ষড়্জ্ঞাশ্চ মধুরাদ্যাশ্চ ষড়গুণাঃ ॥
তদন্নং পিণ্ডকবলৈর্গ্রাসৈর্ভুক্তং চ দেহিভিঃ।
অন্নং মূলাশয়ে সর্ব্বপ্রাণান্ স্থাপয়তি ক্রমাৎ ॥১৬
অপক্বং ভুক্তমাহারং স বায়ুঃ কুরুতে দ্বিধা।
সম্প্রাবিশ্যান্নমধ্যে তু পক্বং কৃত্বা পৃথগ্গুণম্ ॥১৭
অগ্নেরূর্দ্ধং জলং স্থাপ্য তদন্নঞ্চ জলোপরি।
জলস্যাধঃ স্বয়ং প্রাণঃ স্থিত্বাগ্নিং ধমতে শনৈঃ ॥
বায়ুনা ধম্যমানোঽগ্নিরত্যুষ্ণং কুরুতে জলম্।
তদন্নমুষ্ণযোগেন সমন্তাৎ পচ্যতে পুনঃ ॥ ১৯
দ্বিধা ভবতি তৎপক্বং পৃথক্ কিট্টং পৃথগ্রসঃ।
মলৈর্দ্বাদশভিঃ কিট্টং ভিন্নং দেহাদ্বহির্ব্রজেৎ ॥২০
কর্ণাক্ষিনাসিক জিহ্বাদন্তৌষ্ঠপ্রজননং গুদম্।
মলান স্বেদশ্চ শ্লেষ্মা বিমূত্রং দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥২১
হৃৎপদ্মে প্রতিবদ্ধাশ্চ সর্ব্বা নাড্যঃ সমন্ততঃ।
তাসাং মুখে ততঃ সূক্ষ্মং প্রাণঃ স্থাপয়তে রসম্
রসেন তেন নাড্যস্তাঃ প্রাণঃ পূরয়তে পুনঃ।
সন্তর্পয়ন্তি তা নাড্যঃ পূর্ণা দেহং সমন্ততঃ ॥ ২৩

দ্যাদি; অণ্ডজ—পক্ষী, সর্প নক্র প্রভৃতি; জরায়ুজ—মানুষ ও চতুষ্পদ জীব। অগ্নিপ্রাবিত, জলসিক্ত, বায়ুবিচালিত ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হয়। সেই উপ্ত বীজ সকল পুনরায় জল দ্বারা সিক্ত হইলে মৃদুত্ব প্রাপ্ত হইয়া মূলভাবে পরিণত হয়। পরে সেই মূল হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে। অনন্তর অঙ্কুর হইতে পর্ণ; পর্ণ হইতে নাল, তাহা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে গর্ভকোষ, তাহা হইতে ক্ষীর, ক্ষীর হইতে তণ্ডুল, তণ্ডুল হইতে যবাদি শালি পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ সপ্তদশ ওষধির উৎপত্তি হয়। এই সকল ওষধি জলসারাঢ্য, ইহা ভিন্ন অপর আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষধি আছে। এই সকল ওষধি ছিন্ন মর্দ্দিত এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক শূর্প, উলূখল, পাত্র, স্থালী, জল ও বহ্নি দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ষড়্বিধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য রসসংযোগে ইহাদের বিবিধ স্বাদ হয় এবং ইহারা ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, লেহ্য, চূষ্য এবং খাদ্য, এই ষড়্বিধ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভূপতে! এই সকল ওষধির ভেদ ষড়্বিধ এবং ইহাতে মধুরাদি ষড়্গুণ বিদ্যমান। দেহিগণ এই অন্ন—পিণ্ড, কবল ও গ্রাসাকারে ভোজন করে। অন্ন মূলাশয়ে গিয়া সমুদায় প্রাণকে যথাক্রমে স্থাপন করে। ভুক্ত অপক্ব আহার, বায়ু দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দেয়। অন্নমধ্যে প্রবেশ করিয়া পক্ক অন্ন পৃথক্ গুণাবিশিষ্ট করে। অগ্নির উপর জল, জলের উপর অন্ন এবং জলের নিম্নে প্রাণ স্বয়ং অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। বায়ু দ্বারা ধম্যমান হইয়া অগ্নি জলকে অত্যুষ্ণ করিয়া দেয়। তখন সেই অন্ন উষ্ণযোগে সর্ব্বতোভাবে পাচিত হইতে থাকে। অনন্তর পক্ক অন্ন দ্বিধা ভিন্ন হয়। উহার রসাংশ ও মলাংশ পৃথক্ পৃথক হইয়া যায়! দ্বাদশধা বিভক্ত মল—কর্ণ, অক্ষি নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, লিঙ্গাদি পথে দেহ হইতে নির্গত হয়। হৃৎপদ্মে সমস্ত নাড়ী সমন্তাৎ প্রতিবদ্ধ। প্রাণ সেই সকল নাড়ীর মুখে সূক্ষ্ম রস স্থাপন করে। সেই রস দ্বারা নাড়ী-

ততঃ স নাড়ীমধ্যস্থঃ শারীরেণোষ্মণা রসঃ ।
পচ্যতে পচ্যমানস্য ভবেৎ পাকদ্বয়ং পুনঃ ॥২৪
ত্বঙ্মাংসাস্থি মজ্জা মেদো রুধিরং চ প্রজায়তে
রক্তাল্লোমানি মাংসঞ্চ কেশাঃ স্নায়ুশ্চ মাংসতঃ
স্নায়োর্মজ্জা তথাস্থীনি বসা মজ্জাস্থিসম্ভবা ।
মজ্জাকারেণ বৈ কল্যাং শুক্রঞ্চ প্রসবাত্মকম্ ॥২৫
ইতি দ্বাদশ অন্নস্য পরিণামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
শুক্রং তস্য পরিণামঃ শুক্রাদ্দেহস্য সম্ভবঃ ॥ ২৭
ঋতুকালে যদা শুক্রং নির্দ্দোষং যোনিসংস্থিতম্
তদা তদ্বায়ুসংসৃষ্টং স্ত্রীরক্তেনৈকতাং ব্রজেৎ ॥
বিসর্গকালে শুক্রস্য জীবঃ কারণসংযুতঃ ।
নিত্যং প্রবিশতে যোনিং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ
শুক্রঞ্চ সহ রক্তস্য একাহাৎ কললং ভবেৎ ।
পঞ্চরাত্রেণ কললে বুদ্বুদত্বং ততো ভবেৎ ॥৩০
মাংসত্বং মাসমাত্রেণ পঞ্চধা জায়তে পুনঃ ।
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্ । ৩১
পাণী পাদৌ তথা পার্শ্বৌ কটির্গাত্রং তথৈব চ ।
মাসদ্বয়েন পর্ব্বাণি ক্রমশঃ সম্ভবন্তি চ ॥ ৩২
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে শতশোঽঙ্কুরসন্ধয়ঃ ।
মাসৈশ্চতুর্ভির্জ্জায়ন্তে অঙ্গুল্যাদি যথাক্রমম্ ॥৩৩
মুখং নাসা চ কর্ণৌ চ মাসৈর্জ্জায়ন্তি পঞ্চভিঃ ।
দন্তপঙ্‌ক্তিস্তথা জিহ্বা জায়ন্তে তু নখাঃ পুনঃ ॥
কর্ণয়োশ্চ ভবেচ্ছিদ্রং ষণ্মাসাভ্যন্তরে পুনঃ ।
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ শিশ্নশ্চাপ্যুপজায়তে ॥ ৩৫
সন্ধয়ো যে চ গাত্রেষু মাসৈর্জ্জায়ন্তি সপ্তভিঃ ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণং শিরঃ কেশসমন্বিতম্ ॥ ৩৬
বিভক্তাবয়বং স্পষ্টং পুনর্মাসাষ্টমে ভবেৎ ।
পঞ্চাত্মকসমাযুক্তঃ পরিপক্কঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৩৭
মাতুরাহারবীর্য্যেণ ষড়্‌বিধেন রসেন চ ।
নাভিসূত্রনিবন্ধেন বর্দ্ধতে স দিনে দিনে ॥৩৮
ততঃ স্মৃতিং লভেজ্জীবঃ সম্পূর্ণোঽস্মিঞ্ছরীরকে
সুখং দুঃখং বিজানাতি নিদ্রাং স্বপ্নং পুরাকৃতম্
মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ ।
নানাযোনিসহস্রাণি ময়া দৃষ্টান্যনেকধা ॥ ৪০

সমূহ পূরিত হয়। পূর্ণ নাড়ীগণ দেহকে সর্ব্বতোভাবে সন্তর্পণ করে। অনন্তর সেই নাড়ীমধ্যস্থ রস দৈহিক উষ্মায় পচিতে থাকে। পচ্যমান রস দ্বিবিধ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। পরে ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও রুধির উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত হইতে লোম, এবং মাংস, মাংস হইতে কেশ ও স্নায়ু, স্নায়ু হইতে মজ্জা ও অস্থি, এবং মজ্জাস্থি হইতে বসা উৎপন্ন হয়। মজ্জাকারে প্রসবাত্মক শুক্র জন্মিয়া থাকে। অন্নের এই দ্বাদশ পরিণাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুক্র তাহার শেষ পরিণাম। এই শুক্র হইতেই দেহের উৎপত্তি। ১—২৭।

ঋতুকালে নির্দ্দোষ শুক্র যখন যোনিমধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহা বায়ুসংসৃষ্ট হইয়া স্ত্রীরক্তের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্র পরিত্যাগকালে কারণসমন্বিত জীব স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। শুক্র স্ত্রীরক্তে মিশ্রিত হইয়া একাহ মধ্যেই কলল হয়। পঞ্চরাত্রে কললে বুদ্বুদ হইয়া থাকে। মাসমধ্যে মাংস হয়, পরে গ্রীবা, শীর্ষ, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ, উদর, পাণি, পাদ, পার্শ্ব, কটি এবং গাত্র হইয়া থাকে। মাসদ্বয়ে ক্রমশঃ পর্ব্ব সকল সম্ভূত হয়। তিন মাসে শত শত অঙ্কুরসন্ধি হইয়া থাকে। চারিমাসে অঙ্গুল্যাদি জন্মে। পাঁচমাসে মুখ, নাসা, কর্ণ, দন্তপঙ্‌ক্তি, জিহ্বা ও নখ সকল উৎপন্ন হয়। ষণ্মাস মধ্যে উভয় কর্ণে ছিদ্র হয়। এবং পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ ও শিশ্ন জন্মিয়া থাকে। সমস্ত গাত্রসন্ধি সপ্তমাসে হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অষ্টমাসে সুসম্পূর্ণ, মস্তক কেশসমন্বিত এবং অবয়ব সকল বিভক্ত ও সুস্পষ্ট হয়। পরে সেই জীব পঞ্চভূতান্বিত হইয়া পরিপক্ক হইতে থাকে। জননীর নাভিসূত্রনিবদ্ধ আহারসার ষড়্‌বিধ রসে জীব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনন্তর সর্ব্ব শরীর সুসম্পূর্ণ হইলে জীব স্মৃতি লাভ করে। পুরাকৃত সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, স্বপ্ন, সকলই তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হয়; সে ভাবিতে থাকে, আমি মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিয়াছি; জন্মিয়া পুনরায় মরিয়াছি। আমি

অধুনা জাতমাত্রোঽহং প্রাপ্তসংস্কার এব চ।
ততঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভে ন সম্ভবঃ ॥ ৪১
গর্ভস্থশ্চিন্তয়ত্যেবমহং গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ।
অধ্যেষ্যামি পরং জ্ঞানং সংসারবিনিবর্ত্তকম্ ॥ ৪২
অবশ্যং গর্ভদুঃখেন মহতা পরিপীড়িতঃ।
জীবঃ কর্ম্মবশাদাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়েৎ
যথা গিরিবরাক্রান্তঃ কশ্চিদ্দুঃখেন তিষ্ঠতি।
তথা জরায়ুণা দেহী দুঃখং তিষ্ঠতি দুঃখিতঃ ॥ ৪৪
পতিতঃ সাগরে যদ্বদ্দুঃখমাস্তে সমাকুলঃ।
গর্ভোদকে সিক্তাঙ্গস্তথাস্তে ব্যাকুলাত্মকঃ ॥ ৪৫
লোহকুম্ভে যথা ন্যস্তঃ পচ্যতে কশ্চিদগ্নিনা।
গর্ভকুম্ভে তথা ক্ষিপ্তঃ পচ্যতে জঠরাগ্নিনা ॥ ৪৬
সূচীভিরগ্নিবর্ণাভির্বিভিন্নগাত্রো নিরন্তরম্।
যদ্দুঃখং জায়তে তস্য তদ্গর্ভেঽষ্টগুণং ভবেৎ ॥
গর্ভবাসাৎ পরং বাসং কষ্টং নৈবাস্তি কুত্রচিৎ।
দেহিনাং দুঃখমতুলং সুঘোরমপি সঙ্কটম্ ॥ ৪৮
ইত্যেতদ্গর্ভদুঃখং হি প্রাণিনাং পরিকীর্ত্তিতম্।
চরস্থিরাণাং সর্ব্বেষামাত্মগর্ভানুরূপতঃ ॥ ৪৯
গর্ভাৎ কোটিগুণা পীড়া যোনিযন্ত্রনিপীড়নে।
সম্মূর্চ্ছিতস্য জায়েত জায়মানস্য দেহিনঃ ॥ ৫০
ইক্ষুবৎ পীড্যমানস্য পাপমুদ্গরপেষণাৎ।
গর্ভান্নিষ্ক্রম্যমাণস্য প্রবলৈঃ সূতিবায়ুভিঃ ॥ ৫১
জায়তে সুমহদ্দুঃখং পরিত্রাণং ন বিন্দতি।
যন্ত্রেণ পীড্যমানাঃ স্যুর্নিঃসারাশ্চ যথেক্ষবঃ ॥ ৫২
তথা শরীরং যোনিস্থং পাত্যতে যন্ত্রপীড়নাৎ।
অস্থিমদ্বর্ত্তুলাকারং স্নায়ুবন্ধনবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩
রক্তমাংসবসালিপ্তং বিণ্মূত্রদ্রব্যভাজনম্।
কেশরোমনখচ্ছন্নং রোগায়তনমুত্তমম্ ॥ ৫৪
বদনৈকমহাদ্বারং গবাক্ষাষ্টকভূষিতম্।
ওষ্ঠদ্বয়কপাটং তু দন্তজিহ্বাগলান্বিতম্ ॥ ৫৫
নাড়ীস্বেদপ্রবাহঞ্চ কফপিত্তপরিপ্লুতম্ ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং কালবক্ত্রানলে স্থিতম্ ॥

বহুবার নানা সহস্র যোনি দেখিয়াছি। অধুনা জন্মিবামাত্র সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আমি এরূপ শ্রেয়ঃসাধন করিব, যাহাতে পুনর্ব্বার আমাকে গর্ভে জন্ম লইতে না হয়। গর্ভস্থ জীব আরও চিন্তা করে যে, আমি গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া সংসারনিবারক পরম জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব। কর্ম্মবশতঃ অন্যান্য গর্ভদুঃখে পরিপীড়িত হইয়া গর্ভস্থ জীব এইরূপে মোক্ষোপায় চিন্তা করিতে থাকে। যেমন কোন জন গিরিভরে আক্রান্ত হইয়া অতি-দুঃখে অবস্থান করে, তেমনি জরায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব অতিদুঃখে অবস্থান করিতে থাকে। ২৮—৪৪। সাগরে পতিত ব্যক্তি যেমন ব্যাকুলভাবে দুঃখভোগ করে, তেমনি জীব গর্ভোদকে সিক্তাঙ্গ হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতাপন্ন হয়। যেমন কেহ লোহকুম্ভে ন্যস্ত হইয়া অগ্নি দ্বারা পাচিত হইতে থাকে, তেমনি জীব গর্ভকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া জঠরানলে পাচিত হয়। অগ্নিবর্ণ সূচিসমূহ দ্বারা ভিন্নগাত্র হইলে লোকের যেরূপ দুঃখ হয়, গর্ভে জীবের তাহা অপেক্ষা অষ্টগুণ দুঃখ হইয়া থাকে। গর্ভবাস হইতে ক্লেশকর বাস আর কুত্রাপি নাই। গর্ভে দেহিগণের অতি ঘোর অতুল দুঃখসঙ্কট উপস্থিত হয়। চর, স্থির, সমস্ত প্রাণীরই আত্মগর্ভানুসারে এইরূপ গর্ভদুঃখ নির্দ্দিষ্ট আছে। যোনি-যন্ত্র-নিপীড়নে মূর্চ্ছিত জায়মান জীবের গর্ভ হইতে কোটিগুণ পীড়া জন্মিয়া থাকে। পাপমুদ্গর-পেষণে ইক্ষুবৎ পীড্যমান হইয়া জীব যখন প্রবল সূতিমারুতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ করে, তখন তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। সে তখন আর পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। ইক্ষু সকল যন্ত্রপীড়িত হইয়া যেমন নিঃসার হইয়া পড়ে, সেইরূপ যোনিস্থ শরীর যন্ত্রপীড়নে পাতিত হয়। এই কলেবর অস্থিপঞ্জরের সঙ্ঘাতমাত্র। ইহা রক্ত মাংস ও বসালিপ্ত, বিষ্ঠামূত্রের আধার, কেশ-লোম নখাচ্ছন্ন, রোগায়তন, বদনরূপ মহাদ্বারবিশিষ্ট, অষ্ট অষ্টাচ্ছিদ্ররূপ অষ্ট গবাক্ষে ভূষিত, ওষ্ঠদ্বয়রূপ কপাটযুক্ত দন্ত জিহ্বা গলান্বিত, নাড়ী ও স্বেদ প্রবাহময় কফপিত্তপরিপ্লুত, জরাশোকপরি-ব্যাপ্ত, কালের বক্ত্রানলে অবস্থিত, কাম-

কামক্রোধসমাক্রান্তং শ্বসনৈশ্চোপমর্দ্দিতম্ ।
ভোগতৃষ্ণাতুরং গূঢ়ং রাগদ্বেষবশানুগম্ ॥ ৫৩
সবর্ণিতাঙ্গপ্রত্যঙ্গং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।
সঙ্কটেনাবিবিক্তেন যোনিমার্গেণ নির্গতম্ ॥ ৫৮
বিণ্মূত্ররক্তসিক্তাঙ্গং ষট্‌কৌশিকসমুদ্ভবম্ ।
অস্থিপঞ্জরসঙ্ঘাতং জ্ঞেয়মস্মিন কলেবরে ॥ ৫৯
শতত্রয়ং শতাধিকং পঞ্চ পেশীশতানি চ ।
সার্দ্ধাভিস্তিসৃভিশ্ছন্নং সমস্তাদ্রোমকোটিভিঃ ॥
শরীরং স্থূলসূক্ষ্মাভির্দৃশ্যাদৃশ্যাভিরন্তরঃ ।
এতাভির্মাংসনাড়ীভিঃ কোটিভিস্তৎ সমন্বিতম্ ।
প্রস্বেদমশুচিং তাভিরন্তরস্থং চ তেন হি ।
দ্বাত্রিংশদ্দশনাঃ প্রোক্তা বিংশতিশ্চ নখাঃ স্মৃতাঃ
পিত্তস্য কুড়বং জ্ঞেয়ং কফস্যার্দ্ধাঢকং তথা ।
বসায়াশ্চ পলাঃ পঞ্চ তদর্দ্ধং কলকস্য চ ॥ ৬৩
পঞ্চার্ব্বুদপলা জ্ঞেয়াঃ পলানি দশ মেদসঃ ।
পলত্রয়ং মহারক্তং মজ্জা রক্তাচ্চতুর্গুণা ॥ ৬৪
শুক্রার্দ্ধকুড়বং জ্ঞেয়ং তদর্দ্ধং দোষো বলম্ ।
মাংসস্য চৈকং পিণ্ডেন পলসাহস্রমুচ্যতে ॥ ৬৫
রক্তং পলশতং জ্ঞেয়ং বিণ্মূত্রস্যাপ্রমাণতঃ ।
ইতি দেহগৃহে রাজন্ বাসঃ স্যান্নিত্যমাত্মনঃ ।
অশুদ্ধশ্চ বিশুদ্ধস্য কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মিতম্ ।
শুক্রশোণিতসংযোগাদ্দেহঃ সঞ্জায়তে কচিৎ ॥
নিত্যং বিণ্মূত্রসংযুক্তস্তেনায়মশুচিঃ স্মৃতঃ ।
যথা বৈ বিষ্ঠয়া পূর্ণঃ শুচির্নান্তর্বহির্ঘটঃ ॥ ৬৮
শৌচেন শোধ্যমানোঽপি দেহোঽয়মশুচির্ভবেৎ
যং প্রাপ্যাতিপবিত্রাণি পঞ্চগব্যহবীংষি চ ॥ ৬৯
অশুচিত্বং প্রয়াস্যাশু দেহোঽয়মশুচিস্ততঃ ।
হৃদ্যান্নপানপানানি যং প্রাপ্য সুরভীণি চ ॥ ৭০
অশুচিত্বং প্রয়াস্যাশু কো হন্যঃ স্যাদশুচিস্ততঃ ।
হে জনাঃ কিং ন পশ্যধ্বং যন্নির্যাতি দিনে দিনে
দেহানুগো মলঃ পূতিস্তদাধারঃ কথং শুচিঃ ।
দেহঃ সংশোধ্যমানোঽপি পঞ্চগব্যকুশাম্ভসা ॥
ম্রিয়মাণ ইবাঙ্গারো নির্ম্মলত্বং ন গচ্ছতি ।
স্রোতাংসি যস্য সততং প্রবহন্তি গিরেরিব ॥ ৭৩
কফমূত্রাদ্যমশুচিঃ স দেহঃ শোধ্যতে কথম্ ।
সর্ব্বাশুচিনিধানস্য শরীরস্য ন বিদ্যতে ॥ ৭৪
শুচিরেকপ্রদেশোঽপি শুচির্ন স্যাদতোঽপি বা ।

ক্রোধাক্রান্ত, শ্বসন দ্বারা উপমর্দ্দিত, ভোগ-তৃষ্ণাকুলিত, রাগদ্বেষানুগত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, জরায়ুপরিবেষ্টিত, সঙ্কটময় বিবিক্ত যোনিমার্গ দ্বারা নির্গত, বিষ্ঠামূত্ররক্তসিক্ত, ও ষট্‌কোষ-সম্ভূত। এ দেহে শতত্রয় ও শতাধিক অস্থি-পঞ্জর ও পঞ্চশত পেশী বিরাজিত। সার্দ্ধ-ত্রিকোটি রোম দ্বারা ইহা সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত। স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্যাদৃশ্য কোটি কোটি মাংসনাড়ী এ দেহে বিদ্যমান, ইহাতে দ্বাত্রিংশৎ দন্ত ও বিংশতি নখ অবস্থিত। ৪৫—৬২। দেহে পিত্ত এক কুড়ব, কফ অর্দ্ধাঢক, বসা পঞ্চ পল, কলক তদর্দ্ধ, অর্ব্বুদ পাঁচ পল, মেদ দশ পল, মহারক্ত তিন পল মজ্জা রক্তের চতুর্গুণ, শুক্র অর্দ্ধ কুড়ব, বল তদর্দ্ধ, মাংস সহস্র পল এবং রক্ত শত পল। বিষ্ঠামূত্রের কোন প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। হে রাজন্! এইরূপ দেহগৃহে আত্মা সর্ব্বদা বাস করেন। আত্মা বিশুদ্ধ; এ কর্ম্ম-বন্ধবিনির্ম্মিত দেহ অশুদ্ধ। শুক্রশোণিতের সংযোগে দেহোৎপত্তি হয়। এই দেহ নিত্য বিষ্ঠা-মূত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে; তাই ইহাকে অশুচি বলা হয় যেমন বিষ্ঠাপূর্ণ ঘট অন্তরে বাহিরে শুচি হয় না, এইরূপ দেহ শৌচশোধিত হইলেও অশুচি হইয়া থাকে। অতি পবিত্র পঞ্চগব্য যাহার সংস্রবে অশুচি হয়, এই দেহ সেই মলের জন্যই অশুচি। অন্ন-পান সকল হৃদ্য হইলেও যাহার সংস্রবে দুর্গন্ধ হইয়া অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই মল হইতে কে আর অশুচি আছে? হে নরগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না, যাহা নিত্য নিত্য নির্গত হয়, এবং যাহা পূতিগন্ধময়, সেই মলের আধার দেহ কিরূপে শুচি হইতে পারে? পঞ্চগব্য ও কুশোদক দ্বারা সংশোধ্যমান হইয়াও ম্রিয়মাণ অঙ্গারের ন্যায় দেহ কদাচ নির্ম্মল হয় না। গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় যাহার স্রোতোরাশি সতত কফমূত্রাদি বহন করে, সে অশুচিদেহ কিরূপে শুচি হইতে পারে? ফলতঃ সর্ব্বা-

বা যদি বা রাত্রৌ মৃত্তোয়ৈঃ শোধ্যতে করঃ ॥ ৭৫
তথাপি শুচিভাক্‌ ন স্যান্ন বিরজ্যন্তি তে নরাঃ
কায়োঽয়মগ্র্যধূপাদৈর্যত্নেনাপি সুসংস্কৃতঃ ॥ ৭৬
ন জহাতি স্বভাবং হি শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্‌।
যথা জাত্যৈব কৃষ্ণোর্ণা ন শুক্লা জাতু জায়তে।
সংশোধ্যমানাপি তথা ভবেন্মূর্তির্ন নির্মলা।
জিঘ্রন্নপি স্বদুর্গন্ধং পশ্যন্নপি মলং স্বকম্‌ ॥ ৭৮
ন বিরজ্যতি লোকোঽয়ং পীড়য়ন্নপি নাসিকাম্‌।
অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যেন ব্যামোহিতং জগৎ ॥ ৭৯
জিঘ্রন পশ্যন স্বকান দোষান কায়স্য ন বিরজ্যতে।
স্বদেহস্য বিগন্ধেন বিরজ্যেত ন যো নরঃ ॥ ৮০
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে।
সর্বমেব জগৎ পূতং দেহমেকাশুচিঃ পরম ॥৮১
যন্মলাবয়বস্পর্শ চ্ছুচিরপ্যশুচি ভবেৎ।
গন্ধলেপাপনোদায় শৌচং দেহস্য কীর্তিতম্‌ ॥
দ্বয়স্যাপগমাৎ পশ্চাদ্ভাবশুদ্ধ্যা বিশুধ্যতি।
গঙ্গাতোয়েন সর্বেণ মৃদ্ভারৈর্গাত্রলেপনৈঃ ॥ ৮৩
মর্ত্ত্যো দুর্গন্ধদেহোঽসৌ ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি।
তীর্থস্নানৈস্তপোভিশ্চ দুষ্টাত্মা ন চ শুধ্যতি ॥
স্বমূর্তিঃ ক্ষালিতা তীর্থে ন শুদ্ধিমধিগচ্ছতি।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য বিশতোঽপি হুতাশনম্‌ ॥ ৮৫
ন স্বর্গো নাপবর্গশ্চ দেহনির্দহনং পরম্‌।
ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচং প্রমাণং সর্বকর্মসু ॥৮৬
অন্যথালিঙ্গ্যতে কান্তা ভাবেন দুহিতান্যথা।
মনসা ভিদ্যতে বৃত্তিরভিন্নেষ্বপি বস্তুষু ॥ ৮৭
অন্যথৈব সতী পুত্রং চিন্তয়েদন্যথা পতিম্‌।
যথা যথা স্বভাবস্য মহাভাগ উদাহৃতম্‌ ॥ ৮৮
পরিষ্বক্তোঽপ যন্নার্যাং ভাবহীনাং ন কারয়েৎ
নাদ্যাৎ বিবিধমন্নাদ্যং বস্তূনি সুরভীণি চ ॥ ৮৯

শুচিবিধান শরীরের একদেশও শুচি হয় না। দিবা অথবা রাত্রিতে যদি মৃত্তিকা বা তোয় দ্বারা কর শোধিত করা হয়, তথাপি কর শুচি হয় না; কিন্তু নর তথাপি সে দেহে বিরক্ত হয় না; এই দেহ উত্তম ধূপাদি দ্বারা যত্নপূর্বক সুসংস্কৃত হইলেও কুণ্ডলীকৃত কুকুরপুচ্ছের ন্যায় স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না। স্বভাব-কৃষ্ণ ঊর্ণা যেমন কদাপি শুক্লবর্ণ হয় না, সংশোধিত হইলেও দেহও তেমনি কখনও নির্মল হয় না। লোক স্বদুর্গন্ধ আঘ্রাণ এবং স্বকীয় মল দর্শন করিয়াও দেহবিষয়ে বিরাগ-ভাজন না হইয়া নাক টিপিয়া থাকে। আহা মোহের কি মাহাত্ম্য। যাহাতে এই জগৎ মুগ্ধ রহিয়াছে। ৬৩-৭৯। স্বীয় মলজনিত দোষ ঘ্রাণ ও দর্শন করিয়াও লোক দেহের প্রতি বিরক্ত হয় না। যে নর স্বদেহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও দেহের প্রতি বিরক্ত হয় না, তাহাকে অন্য আর কি বিরাগকারণ উপদেশ দেওয়া যাইবে? এই সমুদয় জগৎই পবিত্র,—কেবল যে দেহের মলাবয়ব স্পর্শে শুচিও অশুচি হইয়া যায়, সেই দেহই অত্যন্ত অশুচি। দুর্গন্ধলেপাপনোদনের জন্যই কেবল দেহের শৌচ কথিত হইয়াছে। শৌচাশৌচভাব-দ্বয়ের অপগমে পশ্চাৎ ভাবশুদ্ধি হেতু মর্ত্ত্য বিশুদ্ধি লাভ করে। দুর্গন্ধদেহভাবদুষ্ট মানব গঙ্গাতোয়, সকল প্রকার মৃদ্ভার ও অন্যান্য গাত্রলেপনাদি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কেবল ভাবশুদ্ধি দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। তীর্থস্নান বা তপস্যা দ্বারা দুষ্টাত্মা নর শুদ্ধি লাভ করে না। স্বীয়দেহ তীর্থজল-ক্ষালিত হইলেও শুদ্ধ হয় না। অন্তর্ভাবদুষ্ট ব্যক্তি হুতাশনে প্রবেশ করিলেও স্বর্গ বা অপবর্গ লাভে সক্ষম হয় না। তাহাতে তাহার কেবল দেহদহনই হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধিই পরম শৌচ। সর্বকর্মেই ইহার প্রমাণ। দৃষ্টান্ত—লোকে স্বীয় প্রণয়িনীকে একরূপে আলিঙ্গন করে, এবং স্বীয় দুহিতাকে অন্যরূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অভিন্ন বস্তুসমূহে বৃত্তিভেদ মন দ্বারাই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—সতী নারী পুত্রকে এবং পতিকে ভিন্ন ভিন্নরূপই চিন্তা করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! স্বভাবের উদাহরণ এইরূপই। আলিঙ্গিত

অভাবেন নরস্তস্মাদ্ভাবঃ সর্ব্বত্র কারণম্ ।
চিত্তং শোধয় যত্নেন কিমন্যৈর্বাহ্যশোধনৈঃ ॥ ৯০
ভাবতঃ শুচিশুদ্ধাত্মা স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ।
জ্ঞানামলাম্ভসা পুংসঃ সবৈরাগ্যমৃদা পুনঃ ॥ ৯১
অবিদ্যারাগবিণ্মূত্রলেপো নশ্যেদ্বিশোধনৈঃ ।
এবমেতচ্ছরীরং হি নিসর্গাদশুচিং বিদুঃ ॥ ৯২
বিদ্যাদসারনিঃসারং কদলীসারসন্নিভম্ ।
জ্ঞাত্বৈবং দোষবদ্দেহং যঃ প্রাজ্ঞঃ শিথিলীভবেৎ
সোঽতিক্রামতি সংসারং দৃঢ়গ্রাহোঽবতিষ্ঠতি ।
এবমেতন্মহাকষ্টং জন্মদুঃখং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৪
পুংসামজ্ঞানদোষেণ নানাকর্ম্মবশেন চ ।
গর্ভস্থস্য মতির্যাসীৎ সা জাতস্য প্রণশ্যতি ॥৯৫
মূর্চ্ছিতস্য দুঃখেন যোনিযন্ত্রনিপীড়নাৎ ।
বাহ্যেন বায়ুনা চাস্য মোহসঙ্গেন দেহিনাম্ ॥ ৯৬
স্পৃষ্টমাত্রস্য ঘোরেণ জ্বরঃ সমুপজায়তে ।
তেন জ্বরেণ মহতা মহামোহঃ প্রজায়তে ॥ ৯৭

সম্মূঢ়স্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাত্ততস্তস্য পূর্ব্বকর্ম্মবশেন চ ॥ ৯৮
রতিঃ সঞ্জায়তে তস্য জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি ।
রক্তো মূঢ়শ্চ লোকোঽয়মকার্য্যে সম্প্রবর্ত্ততে ॥
ন চাত্মানং বিজানাতি ন পরং ন চ দৈবতম্ ।
ন শৃণোতি পরং শ্রেয়ঃ সচক্ষুরপি নেক্ষতে ॥
সমে পথি শনৈর্গচ্ছন স্খলতীব পদে পদে ।
সত্যাং বুদ্ধৌ ন জানাতি বোধ্যমানো বুধৈরপি
সংসারে ক্লিশ্যতে তেন রাগলোভবশানুগঃ
গর্ভস্মৃতেরভাবে চ শাস্ত্রমুক্তং শিবেন চ ॥ ১০
তদ্দুঃখকথনার্থায় স্বর্গমোক্ষপ্রসাধনম্ ।
যেন তস্মিন্থিতে জ্ঞাতে ধর্ম্মকামার্থসাধনে ॥ ১০
ন কুর্ব্বত্যাত্মনঃ শ্রেয় স্তদত্র মহদদ্ভুতম্ ।
অব্যক্তেন্দ্রিয়বৃদ্ধিত্বাদ্বাল্যে দুঃখং মহৎ পুনঃ ॥
ইচ্ছন্নপি ন শক্নোতি বক্তুং কর্ত্তুং ন সৎক্রিয়াঃ ।
দন্তজন্ম মহদ্দুঃখং [illegible] তথা ॥ ১০

হইয়াও নর ভাব্যাকে ভাবহীন করিবে না। ভাব ব্যতিরেকে বিবিধ সুমিষ্টান্ন ভক্ষণ বা সুগন্ধ রসাদি পান করে না। অতএব ভাবই সর্ব্বত্র কারণ। যত্নপূর্ব্বক চিত্ত-শোধন কর, অন্য বাহ্য শোধনে প্রয়োজন কি? ভাবশুদ্ধ শুচি ব্যক্তি স্বর্গ এবং মোক্ষ-লাভ করে। জ্ঞানরূপ অমল জলে এবং বৈরাগ্যরূপ মৃত্তিকায় মানবের অবিদ্যারাগরূপ বিষ্ঠামূত্রলেপ নষ্ট হয়। এইরূপে এই শরীর স্বভাবতই অশুচি বলিয়া বিদিত। ৮০—৯২। এই দেহকে কদলীসারসন্নিভ অসার নিঃসার জানিবে। এইরূপ দোষযুক্ত জানিয়া যে প্রাজ্ঞ জন, সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তিনিই সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন। দৃঢ়গ্রাহ ব্যক্তি এই সংসারেই অবস্থান করে। মানবের অজ্ঞানদোষে নানা কর্ম্মবশে এইরূপে কঠোর জন্ম-দুঃখ ভোগ হয়। এই মহা কষ্টকর জন্মদুঃখের কথা কীর্ত্তিত হইল। গর্ভস্থ জীবের মতি যেরূপ হয়, জন্মিবামাত্র সে মতি নষ্ট হইয়া যায়। যোনিযন্ত্রনিপীড়ন হেতু জাত জীব দুঃখে মূর্চ্ছিত হয়। পরে ঘোর বাহ্য বায়ু যোগে মোহ সঙ্গ লাভ। জ্বর জন্মিয়া থাকে। সেই মহাজ্বরে তাহার মহামোহ হয় সম্মূঢ় হইলেই সত্বর স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। স্মৃতি-ভ্রংশ বশতঃ পূর্ব্ব কর্ম্ম হেতু সেই জাত জীবের সেই জন্মেই অনুরক্তি হইয়া পড়ে অনুরক্ত মূঢ় লোক অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সে আত্মাকে বা পরম দেবতাকে জানে না পরমমঙ্গলকর কথা শুনে না। চক্ষু থাকিতেও তত্ত্ব বস্তু দেখিতে পায় না। সমান পথে ধীরে ধীরে চলিয়াও পদে পদে স্খলিত হইতে থাকে। বুদ্ধি সত্ত্বেও বুধগণ কর্ত্তৃক বোধ্যমান হইয়াও বুঝিতে পারে না। তাই লোভবশী-ভূত হইয়া নর সংসারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে জীবের গর্ভস্মৃতি থাকে না; তাই শিব তাহার দুঃখ বর্ণনার্থ স্বর্গমোক্ষসাধক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। জীবগণ সেই ধর্ম্মকামার্থসাধক শিবকে অবগত হইয়া আপনার শ্রেয়ঃ সাধন যে করে না, ইহা এ বিষয়ে একান্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাল্যে জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অব্যক্ত থাকে। তাই তাহার মহদ্দুঃখ হয়। সে ইচ্ছা করিলেও কোন কিছু বলিতে বা করিতে

বালরোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়া বালগ্রহৈরপি।
তৃড়্‌বুভুক্ষাপরীতাঙ্গঃ ক্বচিত্তিষ্ঠতি গচ্ছতি ॥ ১০৬
বিষ্ঠামূত্রভক্ষণাদ্যঞ্চ মোহাদ্বালঃ সমাচরেৎ।
কৌমারঃ কর্ণবেধেন মাতাপিত্রোশ্চ তাড়নৈঃ ॥
অক্ষরাধ্যয়নাদ্যৈশ্চ দুঃখং গুর্ব্বাদিশাসনাৎ।
প্রমত্তেন্দ্রিয়বৃত্তেশ্চ কামরাগপ্রপীড়িনঃ ॥ ১০৮
রাগার্দ্দিতস্য সততং কুতঃ সৌখ্যং হি যৌবনে
ঈর্ষয়া সুমহদ্দুঃখং মোহাদ্দুঃখং প্রজায়তে ॥ ১০৯
তত্র স্যাৎ কুপিতস্যৈব রাগো দুঃখায় কেবলম্
রাত্রৌ ন বিন্দতে নিদ্রাং কামাগ্নিপরিশোষিতঃ
দিবা বাপি কুতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জ্জনচিন্তয়া।
স্ত্রীষ্বায়াসিতদেহস্য যে পুংসঃ শুক্রবিন্দবঃ ॥ ১১১
ন তে সুখায় মন্তব্যাঃ স্বেদজা ইব বিন্দবঃ।
কৃমিভিস্তাড্যমানস্য কুষ্ঠিনঃ পামরস্য চ ॥ ১১২
কণ্ডূয়নাগ্নিতাপেন যৎ সুখং স্ত্রীষু তদ্বিদুঃ।
তাদৃশং মন্যতে কোঽপি নামর্থোপার্জ্জনচিন্তয়া ॥ ১১৩

তাদৃশং স্ত্রীষু গন্তব্যমধিকং নৈব বিদ্যতে।
মর্ত্ত্যস্য বেদনা সৈব যাং বিনা চিত্তনির্বৃতিঃ ॥
ততোঽন্যোহন্যং পুরা প্রাপ্তমন্তে সৈবান্যথা ভবেৎ
তদেবং জরয়া গ্রস্তমাময়ব্যাপ্তমপ্রিয়ম্ ॥ ১১৫
অপূর্ব্ববৎ স্বমাত্মানং জরয়া পরিপীড়িতম্।
যঃ পশ্যন্ন বিরজ্যেত কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥ ১১৬
জরাভিভূতোঽপি জন্তুঃ পত্নীপুত্রাদিবান্ধবৈঃ।
অশক্তত্বাদ্দুরাচারৈর্ভৃত্যৈশ্চ পরিভূয়তে ॥ ১১৭
ন ধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ জরয়া যুতঃ।
শক্তঃ সাধয়িতুং তস্মাদ্যুবা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥
বাতপিত্তকফাদীনাং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
বাতাদীনাং সমূহেন দেহোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
তস্মাদ্ব্যাধিময়ং জ্ঞেয়ং শরীরমিদমাত্মনঃ।
বাতাদীনামতিরিক্তত্বাদ্ব্যাধীনাং পঞ্জরস্য চ ॥ ১২০
রোগৈর্নানাবিধৈর্যাতি দেহী দুঃখান্যনেকধা।
তানি চ স্বাত্মবেদ্যানি কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্ ॥ ১২১

পায় না। বাল্যে লীলা বায়ুবশতঃ জীব বিবিধ বালরোগে এবং বালগ্রহ দ্বারা পীড়িত হয়, দন্তজন্মকালীন মহাদুঃখ অনুভব করে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পরিব্যাপ্ত হইয়া কোথাও যায়, কোথাও বসিয়া পড়ে। বালক মোহক্রমে বিষ্ঠা-মূত্র ভক্ষণাদিও করিয়া থাকে। কৌমার অবস্থায় কর্ণবেধে, মাতা-পিতার তাড়নে, অক্ষরাধ্যয়নে প্রভৃতি এবং গুরুজনাদির শাসনে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যৌবনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রমত্ততায় কামরাগে প্রপীড়িত ও রাগার্দ্দিত জীবের সুখ কোথায়? তখন ঈর্ষায় এবং মোহে মহাদুঃখ জন্মিয়া থাকে। তৎকালে কুপিত হওয়ায় তাহার রাগ কেবল দুঃখনিমিত্তই হয়। কামাগ্নি দ্বারা পরিশোষিত হইয়া তখন রাত্রিতে সে নিদ্রালাভ করে না। অর্থোপার্জ্জনচিন্তায় দিবসেই বা তাহার সুখ কোথায়? স্ত্রীজনে আয়াসিত ব্যক্তির স্বেদজ বিন্দুবৎ যে শুক্রবিন্দুপাত তাহাও সুখজনক নহে। কৃমিকুলতাড়িত কুষ্ঠী বা পামর ব্যক্তির কণ্ডূয়নাগ্নিতাপে যে সুখ হয়, স্ত্রীরতিসুখও সেইরূপই জানিবে। অর্থোপার্জ্জনচিন্তায় যাদৃশ সুখ মনে হয়, স্ত্রীসুখও সেইরূপ বুঝিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ ইহাতে নাই। মানবের তাহাই বেদনা—যাহা বিনা চিত্তনিবৃত্তি ঘটে না। অনন্তর জীবের পূর্ব্বপ্রাপ্ত যাহা কিছু অন্তে সমস্তই অন্যথা হইয়া যায়। এইরূপে জরাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ ও রোগব্যাপ্ত সুতরাং অপ্রিয়, স্বীয় দেহকে অপূর্ব্ববৎ অবলোকন করিয়া, যে নর তাহাতে বিরক্ত না হয়, তাহা হইতে অন্য কে আর অচেতন আছে? জীব জরাভিভূত হইয়া অশক্ত হেতু পত্নী, পুত্র ও বান্ধব এবং দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যের নিকটও পরাভূত হইয়া থাকে। জরাযুক্ত ব্যক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই সাধনে সমর্থ নহে। অতএব যৌবন কালেই ধর্ম্মাচরণ করিবে। বাত, পিত্ত ও কফ প্রভৃতির বৈষম্যই ব্যাধি নামে নির্দ্দিষ্ট। এ দেহ বাত-পিত্তাদির সমষ্টি বলিয়াই কীর্ত্তিত। সুতরাং ব্যাধি বাতাদির অব্যতিরিক্ত বলিয়া জানিতে হইবে, এ দেহ ব্যাধিময়রূপেই অবস্থিত। বিবিধ পঞ্জর রোগেও দেহী বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল দুঃখ আত্মবেদ্য।

একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাশ্চাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি ॥ ১২৩
যদিবাপমৃত্যুর্ন স্যাদ্বিষাস্বাদাদশঙ্কিতঃ।
ন চাস্তি পুরুষস্তস্মাদপমৃত্যোর্বিভেতি সঃ ॥ ১২৪
বিবিধা ব্যাধয়স্তত্র সর্পাদ্যাঃ প্রাণিনস্তথা।
বিষাণি চাভিচারাশ্চ মৃত্যোর্দ্বারাণি দেহিনাম্ ॥
পীড়িতং সর্ব্বরোগাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
স্বস্থীকর্তুং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং ন চান্যথা ॥
নৌষধং ন তপো দানং ন মাতা ন চ বান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্ ॥১২৭
রসায়ন-তপোজাপ্য-যোগসিদ্ধৈর্মহাত্মভিঃ।
অবান্তরিতশান্তিঃ স্যাৎ কালমৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥১২৮
জায়তে যোনিকীটেষু মৃতঃ কর্ম্মবশাৎ পুনঃ।
দেহভেদেন যঃ পুংসো বিয়োগঃ কর্ম্মসংক্ষয়াৎ ॥
মরণং তদ্বিনির্দ্দিষ্টং ন নাশঃ পরমার্থতঃ।
মহাতমঃ প্রবিষ্টস্য ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু ॥ ১৩০
যদ্দুঃখং মরণে জন্তোর্ন তস্যেহোপমা ক্বচিৎ।
হা তাত মাতঃ কান্তেতি ক্রন্দত্যেবং সুদুঃখিতঃ।
মণ্ডূক ইব সর্পেণ গ্রস্যতে মৃত্যুনা জগৎ।
বান্ধবৈঃ স পরিত্যক্তঃ প্রিয়ৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥১৩১
নিঃশ্বসন্ দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ মুখেন পরিশুষ্যতা।
খট্বায়াং পরিবর্ত্তেত মুহুর্মোহং চ মূর্চ্ছিতঃ ॥১৩২
সম্মূঢ়ঃ ক্ষিপতে চাত্যর্থং হস্তপাদাবিতস্ততঃ।
খট্বাতো বাঞ্ছতে ভূমিং ভূমেঃ খট্বাং পুনর্মহীম্
বিবশস্ত্যক্তলজ্জশ্চ মূত্রবিষ্ঠানুলেপিতঃ।
যাচমানশ্চ সলিলং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥ ১৩৩
চিন্তয়ানঃ স্ববিত্তানি কস্যৈতানি মৃতে ময়ি।
যমদূতৈর্নীয়মানঃ কালপাশেন কর্ষিতঃ ॥ ১৩৬

এ সম্বন্ধে অন্য আর কি কহিব ? ৯৭—১২২ । এ দেহে একাধিক শত মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে একটী মাত্র কালানুগত; অবশিষ্ট সমস্ত মৃত্যুই আগন্তুক বলিয়া বিদিত। যে সকল আগন্তুক মৃত্যু, তাহা ভেষজে, জপে, হোমে, দানে প্রশমিত হইতে পারে। পরন্তু যাহা কালমৃত্যু, তাহা প্রশমিত হয় না। বিষাস্বাদে যদিও অপমৃত্যু না হউক, তথাচ অশঙ্কিত হইয়া তাহা কেহ পান করে না, সে অপমৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে। বিবিধ ব্যাধি, সর্পাদি প্রাণী, নানা বিষ ও নানা অভিচার ক্রিয়া এই সমস্তই দেহিগণের মৃত্যুদ্বার। সর্ব্বরোগে প্রপীড়িত কালপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং ধন্বন্তরিও স্বাস্থ্যযুক্ত করিতে পারেন না। ঔষধ, তপস্যা, দান, মাতা বা বান্ধবগণ কেহই কালাক্রান্ত নরের পরিত্রাণে সমর্থ নহে। রসায়ন, তপস্যা, জপ, বা যোগসিদ্ধ মহাত্মগণের সাহায্যে জীব অবান্তর শান্তি লাভ করে; পরন্তু কালমৃত্যু নিবারিত হয় না। জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম বশতঃ পুনরায় কীটাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মক্ষয়ে দেহভেদে যে বিয়োগ দেখা যায়, তাহাই মরণ নামে নির্দ্দিষ্ট; পরন্তু তাহা পরমার্থতঃ নাশ নহে। মরণে জীব মহাতমে প্রবিষ্ট হয়; মর্ম্ম সকল ছিদ্যমান হইতে থাকে। এই অবস্থায় জীবের যেরূপ দুঃখ হয়, তাহার উপমা কোথাও নাই। জীব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া "হা তাত, হা মাতঃ, কান্তে" বলিয়া রোদন করিতে থাকে। সর্প যেমন মণ্ডূক গ্রাস করে, তেমনি মৃত্যু কর্ত্তৃক এই জগৎ কবলিত হয়। প্রিয় বান্ধবগণ কর্ত্তৃক মুমূর্ষু জীব পরিত্যক্ত ও পরিবারিত হইয়া দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। তাহার মুখ শুকাইয়া যায়। খট্বার উপর এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। মুহুর্মুহুঃ মোহাপন্ন হয়। সম্মূঢ় অবস্থায় ইতস্ততঃ হস্তপদ ক্ষেপন করিতে থাকে। একবার খট্বা হইতে ভূতলে এবং আরবার ভূতল হইতে খট্বায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করে; বিবশ হইয়া পড়ে; ত্যক্ত-লজ্জ ও মূত্রবিষ্ঠায় লেপিত হয় শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালু হইয়া জল প্রার্থনা করে, চিন্তা করিতে থাকে,—আমি মরিলে আমার এই সকল বিত্ত কাহার হইবে ? পরে কালপাশে কর্ষিত ও যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইলে

...পশ্চাদেবং গলো ঘুরুঘুরায়তে।
...জলৌকেব দেহাদ্দেহং বিশেৎ ক্রমৎ॥
...ত্যক্তবমঙ্গং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
...প্রার্থনাদ্দুঃখমধিকং হি বিবেকিনাম্॥
...মরণে দুঃখমনন্তং প্রার্থনাকৃতম্।
...পতির্বিষ্ণুর্ব্বামনতাং গতঃ॥১৩৯
...কোঽপরস্তস্মাদ্যো ন যাস্যতি লাঘবম্
...যদেদমধুনা মৃত্যোর্জ্ঞাতং যদগুরুঃ॥১৪০
...প্রার্থয়েত্তুষ্ণা লাঘবকারণম্
...দুঃখং তথা মধ্যে দুঃখমন্তে চ দারুণম্॥
...সর্ব্বভূতানামিতি দুঃখপরম্পরা।
...তীতানি দুঃখান্যেতানি যানি তু॥১৪২
...শোচয়েজ্জন্ম ন বিরজ্যতি তেন বৈ।
...দুঃখমল্পাহারাত্তদন্তরম্॥১৪৩
...ভোজনে কণ্ঠে ভোজনে চ কুতঃ সুখম্
...সর্ব্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ॥

ষৎকামৌষধলেপেন ক্ষণমাত্রং প্রশাম্যতি।
ক্ষুদ্ব্যাধিবেদনা তীব্রা নিঃশেষবলকৃন্তনী॥১৪৫
তয়াভিভূতো ম্রিয়তে যথান্যৈর্ব্যাধিভির্নরঃ।
তদ্রসেঽপি হি কিং সৌখ্যং জিহ্বাগ্রপরিবর্ত্তিনি
তৎক্ষণাদর্দ্ধকালেন কণ্ঠং প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।
ইতি ক্ষুদ্ব্যাধিতপ্তানামন্নমৌষধং স্মৃতম্॥১৪৭
ন তৎ সুখায় মন্তব্যং পরমার্থেন পণ্ডিতৈঃ।
মৃতোপমশ্চ যঃ শেতে সর্ব্বকার্য্যবিবর্জ্জিতঃ॥১৪৮
তত্রাপি চ কুতঃ সৌখ্যং তমসা চোদিতাত্মনঃ।
প্রবোধেঽপি কুতঃ সৌখ্যং কার্য্যেষু পীড়িতাত্মনঃ
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্য-গোরক্ষাদিপরিশ্রমৈঃ।
প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া॥
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে নিদ্রয়া নিশি জন্তবঃ।
অর্থস্যোপার্জ্জনে দুঃখং দুঃখমর্থস্য রক্ষণে॥১৫১
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখমর্থস্যৈব কুতঃ সুখম্।

...তে ঘুরঘুর ধ্বনি হইতে থাকে, এইরূপ ... জনসমক্ষে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। জীব জলৌকার ন্যায় ক্রমে দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করে। ১২২-১৩১। পূর্ব্বদেহ পরি-... করিয়া পরবর্ত্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। ...বেকীদিগের প্রার্থনায় মরণ হইতে অধিক দুঃখ হয়। মরণে ক্ষণিক দুঃখ, প্রার্থনায় অনন্ত দুঃখ। জগৎপতি বিষ্ণু অর্থির হেতু বামন হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে কে আর শ্রেষ্ঠ আছে? যিনি প্রার্থনায় লঘুত্ব লাভ করিবেন না। যাহা মৃত্যু হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা অধুনা আমি জানিয়াছি। অতএব পরের নিকট প্রার্থনা ক'রবে না, কারণ তৃষ্ণাই লোকগণের লাঘবের হেতু হইয়া থাকে। অগ্রে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ, অন্তে দুঃখ, ভূতগণের এই দুঃখপরম্পরা স্বভাবতই। ...সারে জীবের অতীতে দুঃখ, বর্ত্তমানে দুঃখ, ভবিষ্যতে দুঃখ। এজন্য জীব শোক করে না, বিরক্ত হয় না। অত্যাহারে মহাদুঃখ আবার অল্পাহারেও দুঃখ। ভোজনেও কণ্ঠ রুটিত হয়; সুতরাং ভোজনেই বা সুখ

কোথায়? সর্ব্বরোগের মধ্যে ক্ষুধাই মানবের শ্রেষ্ঠ রোগ। উত্তম কাম্য ঔষধ ব্যবহারে কিছু কালের জন্য উহা প্রশমিত হয়। ক্ষুদ্ব্যাধির তীব্র বেদনা উহা অশেষ বলবিনাশিনী, ঐ বেদনায় অভিভূত হইয়া যেমন অন্য ব্যাধির প্রকোপে মানুষ মরে তেমনি মরিয়া থাকে। জিহ্বাগ্র-সঞ্চারী রসেই বা মানুষের কি সুখ আছে? তাহাত সেই ক্ষণার্দ্ধেই কণ্ঠে পৌঁছিয়া নিবৃত্ত হয়। এইরূপে ক্ষুদ্ব্যাধিতপ্ত নরগণের পক্ষে অন্ন ঔষধিবৎ নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং পণ্ডিতগণ পরমার্থ পক্ষে তাহা সুখের বলিয়া মনে করিবেন না। মানুষ সর্ব্ব কার্য্যবিহীন হইয়া মৃতের ন্যায় নিদ্রা যায়। তৎকালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহাতেই বা সুখ কোথায়? নিদ্রাভঙ্গেই বা কার্য্যব্যাপৃত জীবের সুখ কোথায়? কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, ও গোরক্ষাদি ব্যাপারে পরিশ্রম; প্রাতে মূত্র-পুরীষোৎসর্গে প্রয়াস, মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসা, কাম্য ভোগে তৃপ্ত হইয়া রাত্রে নিদ্রার বাধ্যতা, এই তো জন্তুগণের ব্যবহার। তার পর অর্থার্জ্জন,—অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, সুতরাং অর্থ হই-

চৌরেভ্যঃ সলিলে অগ্নেঃ স্বজনাৎ পার্থিবাদপি ॥ ১৫২
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোর্দেহভৃতামিব।
খে যথা পক্ষিভির্মাংসং ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈর্ভুবি ॥
জলে চ ভক্ষ্যতে মৎস্যৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্।
বিমোহয়ন্তি সম্পৎসু পাতয়ন্তি বিপৎসু চ ॥১৫৩
খেদয়ন্ত্যর্জনে কালে কদার্থাঃ সুখাবহাঃ।
প্রাগর্থপতিরুদ্বিগ্নঃ পশ্চাৎ সর্বার্থনিঃস্পৃহঃ ॥১৫৫
তয়োরর্থপতির্দুঃখী সুখী মন্যে বিরক্তধীঃ।
বসন্তগ্রীষ্মতাপেন দারুণং বর্ষপর্বসু ॥ ১৫৬
বাতাতপেন বৃষ্ট্যা চ কালেঽপ্যেবং কুতঃ সুখম্
বিবাহবিস্তবে দুঃখং গর্ভোদ্বহনে পুনঃ ॥১৫৭
স্থিতিবৈষম্যদুঃখৈশ্চ দুঃখং বিষ্ঠাদিকর্মভিঃ।
দন্তাক্ষিরোগে পুত্রস্য হা কষ্টং কিং করোম্যহম্
গাবো নষ্টাঃ কৃষিভগ্না ভার্য্যা চ প্রপলায়িতা।
অমী প্রাঘূর্ণিকাঃ প্রাপ্তা ভয়ং মে শাসনে গৃহান ॥ ১৫৯

বালাপত্যা চ মে ভার্য্যা বঃ করিষ্যতি বন্ধনম্
বিবাহকালে কন্যায়াঃ কীদৃশশ্চ বরো ভবেৎ ॥
এতচ্চিন্তাভিভূতানাং কুতঃ সৌখ্যং কুটুম্বিনাম্
কুটুম্বচিন্তাকুলিতস্য পুংসঃ
শ্রুতঞ্চ শীলঞ্চ গুণাশ্চ সর্বে।
অপক্বকুম্ভনিহিতা ইবাপঃ
প্রয়ান্তি দেহেন সমং বিনাশম্ ॥ ১৬১
রাজ্যেঽপি হি কুতঃ সৌখ্যং সন্ধিবিগ্রহচিন্তয়া।
পুত্রাদপি ভয়ং যত্র তত্র সৌখ্যং হি কীদৃশম্ ॥
স্বজাতীয়াদ্ভয়ং প্রায়ঃ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
একদ্রব্যাভিলাষিত্বাচ্ছুনামিব পরস্পরম্ ॥ ১৬৪
ন প্রবিশ্য বনং কশ্চিন্নগং খ্যাতোঽস্য ভূতলে
নিখিলং যস্তিরস্কৃত্য সুখং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥
যুদ্ধে বাহুসহস্রং হি পাতয়ামাস ভূতলে ॥
শ্রীমতঃ কার্তবীর্য্যস্য ঋষিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥
স্বাংশপুত্রস্য রামস্য রামো দশরথাত্মজঃ।
ভঙ্গমানং দদৌ মত্তমূর্দ্ধগং সুমহাত্মনঃ ॥ ১৬৭

কোথা বা সুখ কোথায়? যেমন দেহগণের মৃত্যু হইতে ভয়, তেমনি অর্থশালীদিগের চোর জল, অগ্নি, স্বজন, ও পার্থিব হইতে নিত্য ভয়। মাংস যেমন আকাশে পক্ষিগণের, ভূতলে শ্বাপদগণের, এবং জলে মৎস্যগণের ভক্ষ্য, তেমনি বিত্তবান্ ব্যক্তি সর্বত্রই বিপদ্গ্রস্ত। অর্থ—সম্পদে মোহিত, বিপদে পাতিত এবং অর্জনে খেদান্বিত করে। সুতরাং কোন-কালে সুখাবহ? যিনি পূর্বে উদ্বিগ্ন থাকিয়া পশ্চাৎ অর্থপতি হন এবং যিনি পূর্বে অর্থ-পতি থাকিয়া পশ্চাৎ সর্বার্থনিঃস্পৃহ হন, এতদুভয়ের মধ্যে অর্থপতিই দুঃখী এবং বিরক্ত-বুদ্ধিই সুখী। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে তাপ, আতপ, বাত, বৃষ্টি, সুতরাং এসব কালেই বা সুখ কোথায়? বিবাহব্যাপার, গর্ভোদ্বহন, স্থিতিবৈষম্য, বিষ্ঠাদিপ্রক্ষালন ইত্যাদি সর্বত্রই দুঃখ! পরে পুত্রের দন্ত বা অক্ষিরোগ জন্মিলেও দুঃখ হয়। হা কষ্ট! আমি কি করিব। এই বলিয়া আর্তনাদ করিতে হয়; এই গো সকল নষ্ট হইল, এই কৃষি ধ্বস্ত হইল, এই ভার্য্যা পলাইল, ঐ অতিথিগণ আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইল, এই আমার ভয়, এই আমার ভার্য্যা শিশু সন্তান লইয়া কিরূপে রক্ষা করিবে? বিবাহকালে কন্যাটীর কিরূপ বর হইবে? এইরূপ চিন্তাভিভূত পরিজন পরিবৃত সম্পন্ন মনুষ্যগণের সুখ কোথায়? কুটুম্ব-চিন্তাকুলিত পুরুষের শাস্ত্রজ্ঞান, শীল, গুণ সমস্ত অপক্ব কুম্ভনিহিত জলরাশিবৎ দেহের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সন্ধি-বিগ্রহের চিন্তায় রাজ্যেই বা সুখ কোথায়? যাহাতে পুত্র হইতেও ভয় তথায় সৌখ্য কীদৃশ? এক দ্রব্যে অভিলাষী হওয়ায় কুক্কুর-কুলের যেমন পরস্পর পরস্পর হইতে ভয় তেমনি সর্ব দেহীরই প্রায়ই স্বজাতীয় হইতে ভয় উপস্থিত হয়। দেখুন কে জাই বনে প্রবেশ না করিয়া ভূতলে বিখ্যাত হয় নাই। রাজা সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া সেইখানেই নির্ভয়ে সুখে অবস্থান করেন ১৬৮—১৬৫। শ্রীমান কার্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ঋষিপুত্র রাম যুদ্ধে পাতিত করিয়া

জরাসন্ধেন রামস্য তেজসা নাশিতং যশঃ।
জরাসন্ধস্য ভীমেন তস্যাপি পবনাত্মজঃ॥১৬৮
হনুমানপি সূর্য্যেণ বিক্ষিপ্তঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
নিবাতকবচান সর্ব্বদানবান্ বলদর্পিতান্॥১৬৯
হতবানর্জ্জুনঃ শ্রীমান্ গোপালৈঃ স বিনির্জ্জিতঃ
সূর্য্যঃ প্রতাপযুক্তোঽপি মেঘৈঃ সচ্ছাদ্যতে
ক্বচিৎ॥১৭০
ক্ষিপ্যতে বায়ুনা মেঘো বায়োর্ব্বীর্য্যং নগৈর্জ্জিতম্
দহ্যতে বহ্নিনা শৈলাঃ স বহ্নিঃ শাম্যতে জলৈঃ
তজ্জলং শোষ্যতে সূর্য্যৈস্তে সূর্য্যাঃ সহ বারিণা
ত্রৈলোক্যেন সমস্তাশ্চ নশ্যন্তি ব্রহ্মণো দিনে॥
ব্রহ্মাপি ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধমুপসংহ্রিয়তে পুনঃ।
পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে শিবেন পরমাত্মনা॥১৭৩
এবং নৈবাস্তি সংসারে যচ্চ সর্ব্বোত্তমং বলম্
বিহায়ৈকং জগন্নাথং পরমাত্মানমব্যয়ম্॥১৭৪
জ্ঞাত্বা সাতিশয়ং সর্ব্বমভিমানং বিবর্জ্জয়েৎ।
এবম্ভূতে জগত্যস্মিন্ কঃ শূরঃ পণ্ডিতোঽপি বা
নহ্যস্তি সর্ব্ববিৎ কশ্চিন্নবা মূর্খোঽপি সর্ব্বতঃ।
যাবদ্যস্য বিজানাতি তাবত্তত্র স পণ্ডিতঃ॥১৭৬
সমাধানে তু সর্ব্বত্র প্রভাবঃ সদৃশঃ স্মৃতঃ।
বিত্তস্যাতিশয়ত্বেন প্রভাবঃ কস্যচিৎ ক্বচিৎ॥
দানবৈর্নির্জ্জিতা দেবাস্তে দেবৈর্নির্জ্জিতাঃ পুনঃ
ইত্যন্যোন্যং স্থিতো লোকো ভাগ্যৈর্জয়-
পরাজয়ৈঃ॥ ১৭৮
এবং বস্ত্রযুগং রাজ্ঞাং প্রস্থমাত্রান্নভোজনম্।
যানং শয্যাসনং চৈব শেষং দুঃখায় কেবলম্॥
সপ্তমে চাপি ভবনে খট্বামাত্রপরিগ্রহঃ।
উদকুম্ভসহস্রেভ্যঃ ক্লেশায়াসপ্রবিস্তরঃ॥১৮০
প্রত্যূষে তূর্য্যনির্ঘোষঃ সমং পুরনিবাসিভিঃ।
রাজ্যোঽভিমানমাত্রং হি মমেদং বাদ্যতে গৃহে
সর্ব্বমাভরণং ভারঃ সর্ব্বমালেপনং মলম্।
সর্ব্বং প্রলপিতং গীতং নৃত্যমুন্মত্তচেষ্টিতম্॥১৮২

ছিলেন। ঋষিপুত্র রঘুরামের অতুল বীর্য্য দাশরথি রাম খর্ব্ব করিয়া দেন। জরাসন্ধ স্বীয় তেজে বলরামের যশ নাশ করেন। জরাসন্ধের যশ ভীম এবং ভীমের যশ হনুমান নাশ করেন। হনুমান্ সূর্য্য কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পাতিত হন। নিবাতকবচ দানবগণ অত্যন্ত বলদর্পিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিনাশ করেন। সেই অর্জ্জুন গোপালদিগের নিকট পরাজিত হন। সূর্য্য প্রতাপযুক্ত হইলেও কখন কখন মেঘ দ্বারা আক্রান্ত হন। মেঘ বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত হয়। বায়ুর বীর্য্য পর্ব্বতের নিকট নির্জ্জিত হয়। পর্ব্বতগণ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। বহ্নি জল দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। সেই জল সূর্য্যতেজে শুষ্ক হয়। সমস্ত সূর্য্য জল ও ত্রৈলোক্য সহ ব্রহ্মার দিনে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মাও ত্রিদশগণের সহিত পরার্দ্ধদ্বয় কালের অবসানে পরমাত্মা শিব কর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়া থাকেন। এইরূপে সংসারে একমাত্র পরমাত্মা অব্যয় জগন্নাথ ব্যতীত সর্ব্বোত্তম বল কিছুই নাই। অতএব সকলেরই প্রধান আছে জানিয়া স্বাভিমান পরিত্যাগ করিবে। জগৎ যখন এইরূপ, তখন ইহাতে কে শূর, কেই বা পণ্ডিত? এ জগতে কেহই সর্ব্ববিৎ নাই, একান্ত মূর্খও কেহ নাই। যে যাবৎ বস্তু জানে, সে তাহাতে তাবৎ পরিমাণ পণ্ডিত। সমাধানে কিন্তু সর্ব্বত্রই সকলের সমান প্রভাব? বিত্তের আতিশয্যেই বা কাহার কোথায় প্রভাব? দানবেরা দেবগণকে জয় করে, দেবগণ আবার তাহাদিগকে জয় করিয়া থাকেন। এইরূপে ভাগ্যক্রমে সমস্ত লোক পরস্পর জয়-পরাজয়-যুক্ত। রাজগণের বস্ত্রযুগল, প্রস্থ মাত্র অন্নভোজন, যান, শয্যা, আসন, সকলই অবসানে কেবল দুঃখদায়ক। সপ্ততল গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন, সহস্র উদকুম্ভে ক্লেশায়াসে স্নান, পুরবাসিগণের জয়ধ্বনির সহিত প্রত্যূষে তূর্য্যনির্ঘোষ, আমার গৃহে এই তূর্য্যনাদ হইতেছে, এইরূপে স্বীয়রাজ্যে অভিমান, সমস্ত আভরণভার, সমস্ত সুগন্ধলেপন, সমস্ত প্রলপিত, গীত, নৃত্য এই সকলই উন্মত্তচেষ্টা।

ইত্যেবং রাজ্যসম্ভোগৈঃ কুতঃ সৌখ্যং বিচারতঃ
নৃপাণাং বিগ্রহে চিন্তা বান্যোন্যবিজিগীষয়া ॥
প্রায়েণ শ্রীমদাক্ষেপান্নহুষাদ্যা মহানৃপাঃ ।
স্বর্গং প্রাপ্তা নিপতিতাঃ কঃ শ্রিয়া বিন্দতে সুখম্
স্বর্গেঽপি চ কুতঃ সৌখ্যং দৃষ্ট্বা দীপ্তাং পরশ্রিয়ম্
উপর্য্যুপরি দেবানামন্যোন্যোঽতিশয়স্থিতাম্ ॥
নরৈঃ পুণ্যফলং স্বর্গে মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম সোঽত্র দোষঃ সুদারুণঃ
ছিন্নমূলতরুবদ্বাদিবসৈঃ পতন্তি ক্ষিতৌ ।
পুণ্যস্য সংক্ষয়াত্তদ্বন্নিপতন্তি দিবৌকসঃ ॥ ১৮৭
সুখাভিলাষনিষ্ঠানাং সুখভোগাদিসম্প্লবৈঃ ।
অকস্মাৎ পতিতং দুঃখং কষ্টং স্বর্গে দিবৌকসাম্
দেবানাং নাস্তি সৌখ্যং বিচারতঃ
ক্ষয়শ্চ বিষয়াসক্তৌ স্বর্গে ভোগায় কর্ম্মণাম্ ॥
তত্র দুঃখং মহৎ কষ্টং নরকাগ্নিষু দেহিনাম্ ।
ঘোরৈশ্চ বিবিধৈর্ভাবৈবাঙ্মনঃকায়সম্ভবৈঃ ॥ ১৯০

এইরূপ রাজ্যসম্ভোগে বাস্তবিক বিচার করিলে সুখ আছে কোথায়? নৃপগণের বিদ্রোহের চিন্তা, অন্যোন্য জিগীষার চিন্তা, এইরূপে নহু যাদি মহারাজগণ প্রায়শই সমৃদ্ধিমদগর্ব্বে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াও নিপতিত হইয়াছেন। সুতরাং সম্পদ্ দ্বারাই বা কে কোথায় সুখ-লাভ করিয়াছে? ১৬৬—১৮৪। দেবগণের উপর্য্যুপরি অন্যোন্যাতিশায়িনী দীপ্তশ্রী দর্শনে স্বর্গেই বা সুখের অস্তিত্ব কোথায়? নরগণ স্বর্গে সমূলে পুণ্যফল ভোগ করে। সেথায় অন্য কর্ম্ম করা হয় না ইহাও একটা দারুণ দোষ। ছিন্নমূল তরু যেমন ক্ষিত-পতিত হয় তেমনি পুণ্যক্ষয়ে দেবগণ পতিত হইয়া থাকেন। স্বর্গে সুখাভিলাষনিষ্ঠ দেব-গণেরও সুখভোগাদি সম্প্লবে অকস্মাৎ দুঃখ উপস্থিত হয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায়, স্বর্গেও দেবগণের সৌখ্য কিছুই নাই। স্বর্গে পুণ্যক্ষয়েই বিষয়াসিদ্ধি হয়। তৎপরে কর্ম্মভোগার্থ ক্ষয় হইয়া থাকে তাহাতে নরকা-গ্নিতে দেহিগণের কায় মনঃ কায়সম্ভব বিবিধ ভীষণভাবে মহাকষ্ট উপস্থিত হয়।

কুঠারচ্ছেদনং তীব্রং বল্কলানাঞ্চ ভক্ষণম্ ।
পর্ণশাখাফলানাঞ্চ পাতশ্চণ্ডেন বায়ুনা ॥ ১৯
উন্মূলনান্নদীভিশ্চ গজৈরন্যৈশ্চ দেহিভিঃ ।
দাবাগ্নিহিমশোষৈশ্চ দুঃখং স্থাবরজাতিষু ॥
তদ্বদ্ভুজঙ্গসর্পাণাং ক্রোধে দুঃখঞ্চ দারুণম্ ।
দুষ্টানাং ঘাতনং লোকে পাশেন চ নিবন্ধনম্
অকস্মাজ্জন্মমরণং কীটানাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ।
সরীসৃপানিকায়ানামেবং দুঃখান্যনেকধা ॥
পশূনামাশ্বশমনং দণ্ডতাড়নমেব চ ।
নাসাবেধেন সন্ত্রাসঃ প্রতোদেন সুতাড়নং ॥
বেত্রকাষ্ঠাদিনিগড়ৈরঙ্কুশেনাঙ্গবন্ধনম্ ।
ভারেণ মনসা ক্লেশৈর্ভিক্ষাগবাদিপীড়নম্ ॥
আত্মযূথবিয়োগৈশ্চ বলান্নয়নবন্ধনে ।
পশূনাং সন্তি কায়ানামেবং দুঃখান্যনেকশঃ ॥
বর্ষাশীতাতপাদ্দুঃখং সুকষ্টং গ্রহপক্ষিণাম্
ক্লেশমন্যৎকায়ানামেবং দুঃখান্যনেকধা ॥
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং জন্মদুঃখং তথা নৃণাম্ ।
সুবাল্যদুঃখং চাজ্ঞানং কৌমারে গুরুশাসন
যৌবনে কামরাগান্ধ্যং দুঃখং চৈবেষ্যয়া পু

স্থাবরজাতিরও অশেষ দুঃখ;—তীব্রকু চ্ছেদন, বল্কলভক্ষণ, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগে শাখা ও ফলসমূহের পতন, নদী গজ অন্যান্য দেহী কর্তৃক উন্মূলন, দাবাগ্নি হিমাদি দ্বারা অশেষ ক্লেশভোগ। এ ভুজঙ্গ ও সর্পজাতির ক্রোধে দারুণ দুঃখ, জীবের হস্তে আঘাতপ্রাপ্তি এবং পাশাদি বন্ধন। কীটসমূহেরও অকস্মাৎ মুহুর্মুহু মরণ। সরীসৃপ প্রভৃতিরও এইরূপ অনেকবিধ। পশুসমূহেরও বহু দুঃখ; তাড়ন, নাসাবেধ, সন্ত্রাস, প্রতোদ দ্বারা প্রহার, বেত্রকাষ্ঠাদিনিগড়ে বন্ধন, অঙ্কুশপ্র মানসিক নানা ক্লেশ, আত্মযূথবিয়োগ, বলপূর্ব্বক নয়ন ও বন্ধন, এইরূপে পশুজ দেহেও অনেকবিধ দুঃখ। এইরূপে প দিগেরও বর্ষা, শীত ও আতপ হইতে অতি ও অতিকষ্ট। অন্যান্তিকায় প্রাণীদিগেরও রূপ অনেক দুঃখ, জন্মে দুঃখ, বাল্যে অজ্ঞা

কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যৈর্গোরক্ষাদিককর্ম্মভিঃ ॥
বার্দ্ধক্যে চ জরয়া ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়নাৎ ।
মরণে চ মহদ্দুঃখং প্রার্থনায়াং ততোঽধিকম্ ॥
রাজাগ্নিজলদাঘাতচৌরশত্রুভয়ং মহৎ ।
অর্থার্জ্জনরক্ষায়াং ভয়ং নাশে ব্যয়ে পুনঃ ॥
কার্পণ্যং মৎসরো দম্ভো ধনাধিক্যে ভয়ং মহৎ
অকার্য্যে সম্প্রবৃত্তিশ্চ দুঃখানি ধনিনাং সদা ॥
ভৃত্যবৃত্তিঃ কুসীদঞ্চ দাসত্বং পরতন্ত্রতা ।
ইষ্টানিষ্টাভিযোগশ্চ সংযোগাশ্চ সহস্রশঃ ॥২০৪
দুর্ভিক্ষং দুর্ভগত্বঞ্চ মূর্খত্বঞ্চ দরিদ্রতা ।
অধরোত্তরভাগশ্চ নারকং বাজবিক্রমম ॥ ২০৫
অন্যোন্যাভিভবং দুঃখমন্যোন্যতো ভয়ং মহৎ
অন্যোন্যাচ্চ প্রকোপশ্চ রাজ্ঞো দুঃখং
মহীভৃতাম ॥ ২০৬
অনিত্যতাত্র ভাবানাং কৃতকামস্য দেহিনঃ ।
অন্যোন্যমর্ম্মভেদাশ্চ অন্যোন্যকরপীড়নাৎ ॥২০৭
দুষ্কার্শ্চ পাপভেদেন অন্যোন্যস্য চ ভক্ষণম ।
ইত্যেবমাদিভির্দুঃখৈর্যস্মাদ্ধীকং চরাচরম্ ॥২০৮

নিরয়াদি মনুষ্যান্তং তস্মাৎ সর্ব্বং ত্যজেদ্‌বুধঃ
স্কন্ধাৎ স্কন্ধে নয়ন্ ভারং বিশ্রামং মন্যতে যথা ॥
তদ্বৎ সর্ব্ববিদং লোকে দুঃখং দুঃখেন শাম্যতি
অন্যোন্যাতিশয়োপেতাঃ সর্ব্বদা ভোগসম্প্লবাঃ
ধর্ম্মক্ষয়াচ্চ দেবানাং দিবি দুঃখমবাস্তুতম্ ।
নানাযোনিসহস্রেষু সম্ভবঃ পুণ্যসঙ্ক্ষয়াৎ ॥২১১
রোগাশ্চ বিবিধাকারা দেবলোকেঽপি সংস্মৃতাঃ
যজ্ঞস্য হি শিরশ্ছিন্নমশ্বিভ্যাং সন্ধিতং পুনঃ ॥
তেন দোষেণ যজ্ঞস্য শিরোরোগঃ সদৈব হি ।
মার্ত্তণ্ড-ভানোঃ কুষ্ঠঞ্চ বরুণস্য জলোদরম্ ॥
পূষ্ণো দশনবৈকল্যং ভুজস্তম্ভঃ শচীপতেঃ ।
সুমহান্ ক্ষয়রোগশ্চ সোমস্য পরিকীর্ত্তিতঃ॥২১৪
জ্বরশ্চ সুমহানাসীদ্দক্ষস্যাপি প্রজাপতেঃ ।
কল্পে কল্পে চ দেবানাং মহতামপি সঙ্ক্ষয়ঃ ।
পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতা ।
দক্ষস্য দুহিতাং পৌত্রীং ব্রহ্মা কামিতবান্ পুনঃ
ক্রোধেন চ জয়াং দেবীং যোগজ্ঞাং শপ্তবান
প্রভুঃ ।

কৌমারে গুরুশাসন দুঃখ, যৌবনে কামনা ও তজ্জনিত দুঃখ কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও গো-রক্ষাদি কর্ম্মে দুঃখ। ১৮৫—২০০। বার্দ্ধক্যে জরা ও ব্যাধিজনিত দুঃখ; অনন্তর মরণে মহাদুঃখ, মরণ হইতেও অধিক দুঃখ প্রার্থনায়। রাজা অগ্নি, বজ্রাঘাত, চোর ও শত্রু হইতে মহাভয়। অর্থের অর্জ্জন-রক্ষায় ভয়, নাশে ভয় ও ব্যয়ে ভয়। কার্পণ্য, মাৎসর্য্য, দম্ভ, ধনাধিক্যে অকার্য্যে প্রবৃত্ত, ধনিগণের এই সকল নানা দুঃখ। ভৃত্যবৃত্তি, কুসীদবৃত্তি, দাসত্ব, পরতন্ত্রতা, ইষ্টানিষ্ট অভিযোগ, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভাগ্য মূর্খতা, দরিদ্রতা, রভাগ, নরকপ্রাপ্তি, বাজবিক্রম অধরোত্তরভাগ—মানবের ইত্যাদি নানা দুঃখ। অন্যোন্য অভিভবজনিত দুঃখ, অন্যোন্য হইতে মহাভয়, অন্যোন্য রাজার প্রকোপ, ভূপতিগণের ইত্যাদি নানা দুঃখ। কৃতকাম্য দেহীর ভাবসমূহের অনিত্যতা, অন্যোন্য কর্ম্মভেদ, অন্যোন্য করপীড়ন, অন্যো-ন্যের ভক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ দুঃখে এই চরাচর নিত্য ভীত, এই হেতু বুধজন এই সমস্ত দুঃখই পরিত্যাগ করিবেন। গমনকারী ব্যক্তি যেমন এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ভারার্পণ করিয়া বিশ্রাম মনে করে, তেমনি সংসারে এই সমস্ত দুঃখই দুঃখ দ্বারা প্রশমিত হয়। ভোগসংপ্লব সর্ব্বদাই অন্যোন্যাতিশায়ী। ধর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গে দেবগণেরও দুঃখ উপস্থিত হয় এবং পুণ্যক্ষয়ে নানাযোনি-সহস্রে উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিবিধাকার রোগ সকল দেবলোকেও বদ্ধপ্রসর। যজ্ঞের ছিন্ন মস্তক অশ্বিনীকুমার দ্বয় পুনরায় যোজনা করিয়াছিলেন। সেই দোষে যজ্ঞের শিরো-রোগ সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ভানুর কুষ্ঠ, বরুণের জলোদর, পুষার দন্তবৈকল্য, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভন চন্দ্রের প্রবল ক্ষয়রোগ, ও দক্ষপ্রজাপতির ঘোরতর জ্বর, এই তো গেল দেবগণের রোগ-নিদর্শন। কল্পে কল্পে প্রধান প্রধান দেব-গণেরও সংক্ষয়, পরার্দ্ধদ্বয় কালের অবসানে ব্রহ্মারও অনিত্যতা, স্বীয় পৌত্রী দক্ষদুহিতাকে ব্রহ্মা কামনা করিয়াছিলেন,—পুনরায় যোগজ্ঞা

কামক্রোধৌ স্থিতৌ যত্র তত্র দোষাস্তদাত্মকাঃ
দুঃখানি চ সমস্তানি সংস্থিতানি ন সংশয়ঃ॥২১৭
বিশীর্ণজন্মমরণং সর্ব্বাশিত্বং হবির্ভুজঃ॥ ২১৮
স্ত্রীবধঃ কামসক্তিশ্চ সারথ্যং পাণ্ডবে বলে।
রুদ্রেণ ত্রিপুরং দগ্ধং দক্ষযজ্ঞো বিনাশিতঃ॥২১৯
স্কন্দস্য জন্ম শিব শুক্রাৎ ক্রৌড়াদীনাং সহস্রশঃ।
এবং ত্রয়োঽপি রাগাদৈর্দ্দোষৈর্দ্দেবাঃ সমন্বিতাঃ
এভ্যঃ পরঃ প্রভুঃ শান্তঃ পরিপূর্ণঃ স মুক্তিদঃ।
এবমেতজ্জগৎ সর্ব্বমন্যোন্যাতিশয়ে স্থিতম্॥
দুঃখৈরাকুলিতং জ্ঞাত্বা নির্ব্বেদং পরমং ব্রজেৎ
নির্ব্বেদাচ্চ বিরাগঃ স্যাদ্বিরাগাজ্‌জ্ঞানসম্ভবঃ॥
জ্ঞানেন তৎ পরং জ্ঞানং শিবং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ
সমস্তদুঃখনির্ম্মুক্তঃ স্বস্থাত্মা স সুখী তদা॥২২৩
সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণশ্চ মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥ ২২৪
মাতলিরুবাচ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্॥২২৫
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকো হি সর্ব্বজ্ঞানসমুদ্ভবঃ।
ইন্দ্রলোকে প্রগন্তব্যং দেবরাজস্য শাসনে॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
পিতৃমাতৃতীর্থমাহাত্ম্যে ষট্‌ষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৬॥

জয়দেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—যেখানে কামক্রোধের অবস্থিতি, তথায় তদাত্মক দোষেরই উৎপত্তি এবং নিশ্চয়ই সমস্ত দুঃখেরই সংস্থিতি। ২০১—২১৭। অগ্নির বিশীর্ণজন্মমরণ ও সর্ব্বভক্ষ্যত্ব, বিষ্ণুর স্ত্রীবধ, কামাসক্তি ও পাণ্ডববলে সারথ্য, রুদ্রের ত্রিপুরদাহ ও দক্ষযজ্ঞনাশ, তদীয় শুক্র হইতে স্কন্দের জন্ম তাঁহার সহস্র সহস্র ক্রৌড়াদি। এইরূপে প্রধান দেবত্রয়ও রাগাদি দোষে অন্বিত। যিনি ইঁহাদের হইতে প্রধান পরম-পুরুষ, তিনি শান্ত পরিপূর্ণ ও মুক্তিপ্রদ। এই-রূপে এই সমস্ত জগৎ অন্যোন্যাভিশয়ে অবস্থিত এবং বহু দুঃখে আকুলিত। ইহা বুঝিয়া নর পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে। নির্ব্বেদ হইতেই বিরাগ, বিরাগ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞান দ্বারা সেই পরম শিবজ্ঞান মুক্তি লাভ হয়। তখন সমস্ত দুঃখ হইতে জীব নির্ম্মুক্ত, স্বস্থাত্মা, সুখী, সর্ব্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ ও মুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মাতলি বলিলেন,—আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ-সমস্তই বলিলাম। হে রাজন! দেবরাজের শাসনে আপনাকে ইন্দ্রলোকে গমন করিতে হইবে। ২১৮—২২৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

অস্মদ্ভাগ্যপ্রসঙ্গেন ভবতো দর্শনং মম।
সঞ্জাতং শক্রসংবাহ এতচ্ছ্রেয়ো মমাতুলম্॥ ১
মানবা মর্ত্ত্যলোকে চ পাপং কুর্ব্বন্তি দারুণম্।
তেষাং কর্ম্মবিপাকঞ্চ মাতলে বদ সাম্প্রতম্॥
মাতলিরুবাচ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পাপাচারস্য লক্ষণম্।
শ্রুতে সতি মহজ্‌জ্ঞানমত্র লোকে প্রজায়তে
বেদনিন্দাং প্রকুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাচারস্য কুৎসনম্।
মহাপাতকমেবাপি জ্ঞাতব্যং জ্ঞানপণ্ডিতৈঃ॥ ৪
সাধূনামপি সর্ব্বেষাং যঃ পীড়াং হি সমাচরেৎ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে ইন্দ্রসারথে! আমার ভাগ্যবলেই আপনার দর্শন ঘটিয়াছে। আপ-নার এ দর্শন আমার পক্ষে অনুপম শ্রেয়স্কর। হে মাতলে! মানবগণ মর্ত্ত্যলোকে দারুণ পাপ করে। সম্প্রতি তাহাদের কর্ম্মবিপাক বলুন। মাতলি বলিলেন,—শ্রবণ করুন, পাপা-চারলক্ষণ বলিতেছি, যাহা শুনিলে সংসারে মহাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বেদ-নিন্দা ও ব্রহ্মাচারের কুৎসা রটনা করে, তাহা-দের ঐ কার্য্য মহাপাতক বলিয়াই পণ্ডিত-

মহাপাতকমেবাপি প্রায়শ্চিত্তেন চ ব্রজেৎ ॥ ৫
কুলাচারং পরিত্যজ্য অন্যাচারং ব্রজন্তি চ।
এতচ্চ পাতকং ঘোরং কথিতং কৃতাবেদিভিঃ॥৬
মাতাপিত্রোশ্চ যো নিন্দাং তাড়নং ভগিনীষু চ
পিতৃস্বসৃনিন্দনঞ্চ তদেব পাতকং ধ্রুবম্ ॥ ৭
সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকালেঽপি পঞ্চক্রোশান্তরে স্থিতম্
জামাতরং পরিত্যজ্য তথা চ দুহিতুঃ সুতম্ ॥ ৮
স্বসারঞ্চৈব স্বস্রীয়ং পরিত্যজ্য প্রবর্ত্ততে।
কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদ্বাপি অন্যং ভোজয়তে যদা
পিতরো নৈব ভুঞ্জন্তি দেবাশ্চৈব ন ভুঞ্জতে।
এতচ্চ পাতকং তস্য পিতৃঘাতসমং কৃতম্ ॥ ১০
দানকালেঽপি সম্প্রাপ্তে আগতে ব্রাহ্মণে কিল
ভূরি দানং পরিত্যজ্য কতিভ্যো হি প্রদীয়তে ॥
একস্মৈ দীয়তে দানমন্যেভ্যোঽপি ন দীয়তে।
এতচ্চ পাতকং ঘোরং দানভ্রংশকরং স্মৃতম্ ॥
যজমানগৃহে সেবা সংস্থিতান্ ব্রাহ্মণান্দ্বিজান্।
পরিত্যজ্য হি যদ্দানং ন দানস্য চ লক্ষণম্ ॥১৩
সমাশ্রিতং হি যং বিপ্রং ধর্ম্মাচারসমন্বিতম্।
সর্ব্বোপায়ৈঃ সুপুষ্যেত্তং সুদানৈর্বহুভির্নৃপ ॥১৪
ন গণয়েন্মূর্খং বিদ্বাংসং পোষ্যো বিপ্রঃ সদা
ভবেৎ।
সর্ব্বৈঃ পুণ্যৈঃ সমাযুক্তং সুদানৈর্বহুভির্নৃপ ॥১৫
তং সমভ্যর্চ্চ্য বিদ্বাংসংপ্রাপ্তং বিপ্রং সদার্চ্চয়েৎ
তং হি ত্যক্ত্বা দদেদ্দানমন্যস্মৈ ব্রাহ্মণায় বৈ ॥
দত্তং হুতং ভবেত্তস্য নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপি চতুর্থকঃ ॥১৭
পুণ্যকালেষু সর্ব্বেষু সংশ্রিতং পূজয়েদ্দ্বিজম্।
মূর্খং বাপি হি বিদ্বাংসং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥১৮
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং তস্য প্রজায়তে।
কস্মাদ্ধি কারণাদ্রাজন্শক্তিং প্রাপ্য ন কারয়েৎ
অন্যো বিপ্রঃ সমায়াতস্তৎকালং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
উভৌ তৌ পূজয়েত্তত্র ভোজনাচ্ছাদনৈস্ততঃ ॥
তাম্বূলদক্ষিণাভিশ্চ পিতরস্তস্য হর্ষিতাঃ।

গণের অভিমত। যে ব্যক্তি সর্ব্বসাধুর পীড়া উৎপাদন করে, তাহারও মহাপাতক হয়। এ পাতকে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। কুলাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যাচার অবলম্বনও ঘোর মহাপাতক বলিয়া কৃতাবেদিগণের কথন।১—৭। মাতা-পিতার নিন্দা,ভগিনীজনে তাড়ন ও পিতৃস্বসার নিন্দা, ইহাও নিশ্চিত পাতক। শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে পঞ্চক্রোশাভ্যন্তরস্থিত জামাতা, দৌহিত্র, স্বসা বা স্বস্রীয়কে পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং কাম ক্রোধ বা ভয়ে অন্য জনকে ভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না, এবং দেবগণও সে শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করেন না। ইহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃহত্যাতুল্য পাতক হইয়া থাকে। দানকালে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ভূরি দান না করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকে যদি সেই দান দেওয়া হয়, কিম্বা একজনকে দান করিয়া অন্য সকলকে যে দান না করা হয়, ইহাও দানভ্রংশকর ঘোর পাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যজমানগৃহে সেবানিরত আত্মীয় ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে যে দান করা হয়, তাহা দানের লক্ষণ নহে। আশ্রিত ধর্ম্মাচারান্বিত ব্রাহ্মণকে বহু উত্তম দানে ও অন্য সর্ব্ব উপায়ে পোষণ করিতে হয়। হে নৃপ! বিপ্র মূর্খ কি বিদ্বান এ বিচার করিবে না। তিনি সর্ব্বদাই পরিপোষ্য। সর্ব্বপুণ্যান্বিত বিদ্বান্ বিপ্র উপস্থিত হইলে বিবিধ উত্তম দানে সর্ব্বদা তাঁহার সৎকার করিবে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যদি অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তবে তাহার সেই দান বা হোম সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব শূদ্র—পুণ্যকালোপস্থিত দ্বিজ মূর্খ বা বিদ্বান্ হউন, তাঁহাকে পূজা করিবে। এরূপ পূজার পুণ্যফল শ্রবণ করুন, এরূপ পূজকের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। হে রাজন! শক্তি সত্ত্বে কেন না ইহা করিবে? শ্রাদ্ধকালে যদি অন্য বিপ্র উপস্থিত হন, তবে পূর্ব্বাগত ও পশ্চাদাগত উভয় ব্রাহ্মণকেই ভোজন, আচ্ছাদন, তাম্বূল ও দক্ষিণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া

শ্রাদ্ধভুক্তায় দাতব্যং সদা দানঞ্চ দক্ষিণা ॥ ২১
ন দদেচ্ছ্রাদ্ধকর্ত্তা যো গোহত্যাদিসমং ভবেৎ।
দ্বাবেতৌ পূজয়েত্তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া নৃপসত্তম ॥ ২২
নির্দ্ধনত্বপ্রভাবাদ্বৈ তমেকং হি প্রপূজয়েৎ।
ব্যতীপাতেঽপি সম্প্রাপ্তে বৈধৃতৌ চ নৃপোত্তম
অমাবাস্যাং তথা রাজন্ ক্ষয়াহেঽপরপক্ষকে।
শ্রাদ্ধমেবং প্রকর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণাদিত্রিবর্ণৈঃ ॥ ২৪
যজ্ঞে তথা মহারাজ ঋত্বিজশ্চ প্রকারয়েৎ।
তথা বিপ্রাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ শ্রাদ্ধদানায় সর্ব্বদা ॥২৫
অবিজ্ঞাতঃ প্রকর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণো নৈব জানতা
যস্যাপি জ্ঞায়তে বংশঃ কুলং ত্রিপুরুষং তথা ॥
আচারশ্চ তথা রাজংস্তং বিপ্রং সন্নিমন্ত্রয়েৎ।
কুলং ন জ্ঞায়তে যস্য আচারেণ বিচারয়েৎ ॥
শ্রাদ্ধদানে প্রকর্ত্তব্যো বিশুদ্ধো মূর্খ এব হি।
অবিজ্ঞাতো ভবেদ্বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
শ্রাদ্ধদানং প্রকর্ত্তব্যং তস্মাদ্বিপ্রং নিমন্ত্রয়েৎ।
আতিথ্যং তু প্রকর্ত্তব্যমপূর্ব্বং নৃপসত্তম ॥ ২৯
অন্যথা কুরুতে পাপী স যাতি নরকং ধ্রুবম্।
তস্মাদ্বিপ্রঃ প্রকর্ত্তব্যো দানে শ্রাদ্ধে চ পর্ব্বসু ॥
আদৌ পরীক্ষয়েদ্বিপ্রং শ্রাদ্ধে দানে প্রকারয়েৎ
নাশ্নন্তি তস্য বৈ গেহে পিতরো বিপ্রবর্জ্জিতাঃ
শাপং দত্ত্বা ততো যান্তি শ্রাদ্ধাদ্বিপ্রবিবর্জ্জিতাৎ
মহাপাপী ভবেৎ সোঽপি ব্রহ্মণঃ সদৃশো যদি
পৈত্র্যাচারং পরিত্যজ্য যো বর্ত্তেত নরোত্তম।
মহাপাপী স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩৩
যে ত্যজন্তি শিবাচারং বৈষ্ণবং ভোগদায়কম্।
নিন্দন্তি ব্রাহ্মণং ধর্ম্মং বিজ্ঞেয়াঃ পাপবর্দ্ধনাঃ ॥
যে ত্যজন্তি শিবাচারং শিবভক্তান্ দ্বিষন্তি চ।
হরিং নিন্দন্তি যে পাপা ব্রহ্মদ্বেষকরাঃ সদা ॥৩৫
আচারনিন্দকা যে তে মহাপাতককৃত্তমাঃ।
আদ্যং পূজ্যং পরং জ্ঞানং পুণ্যং ভাগবতং তথা ॥ ৩৬
বৈষ্ণবং হরিবংশং বা মৎস্যং বা কৌর্ম্মমেব চ।
পাদ্মং বা যে পূজয়ন্তি তেষাং শ্রেয়ো বদাম্যহম্

থাকেন। শ্রাদ্ধাভুক্ ব্যক্তিকে নিত্য দক্ষিণা দান করিতে হয়। ৮—২১। যে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ইহা না দেয়, তাহার গো-হত্যাদিতুল্য পাতক হয়। হে নৃপবর! এজন্য উভয় ব্রাহ্মণকেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতে হয়। যদি ধনাভাব থাকে, তবে এক জনকেই পূজা করিবে। ব্যতীপাত ও বৈধৃতিযোগে এবং অমাবস্যায় বা অপরপক্ষে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ এইরূপে শ্রাদ্ধ করিবেন। হে মহারাজ! যজ্ঞে যেমন ঋত্বিক্ বরণ করিতে হয়, তেমনি শ্রাদ্ধদানার্থ ব্রাহ্মণ-কল্পনা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞজন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বরণ করিবেন না। যাহার বংশ কুল ও আচার ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত বিদিত, তাদৃশ ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। যাহার কুল অবিদিত, তাহাকে আচার দ্বারা বিদিত হইবে। শ্রাদ্ধদানে বিশুদ্ধ মূর্খ ব্রাহ্মণও বরণীয়। যে বিপ্র অবিজ্ঞাত, কিন্তু তিনি বেদবেদাঙ্গের পারগত, তাঁহাকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। অতএব শ্রাদ্ধে অগ্রে বিপ্র-নিমন্ত্রণ আবশ্যক। হে নৃপবর! অপরিচিত অতিথিরই আতিথ্য করিবে। অন্যথা সেই পাপী নিশ্চয় নরক প্রাপ্ত হইবে। অতএব শ্রাদ্ধে পুণ্য পর্ব্বে ব্রাহ্মণবরণ কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে দানের অগ্রেই ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে। পিতৃগণ বিপ্রবর্জ্জিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার গৃহে ভোজন করেন না। তাঁহারা শাপ প্রদান করিয়া বিপ্রবর্জ্জিত শ্রাদ্ধস্থান হইতে চলিয়া যান। এই শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রহ্মতুল্য হইলেও মহাপাপী হয়। হে নরোত্তম! যে নর পৈতৃক আচার পরিত্যাগ করিয়া চলে, তাহাকে মহাপাপী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া জানিবে। যাহারা শিবাচার ও ভোগদায়ক বৈষ্ণবাচার পরিত্যাগ করে, এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের নিন্দা করে, তাহারা পাপবর্দ্ধন বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাহারা শিবাচার ত্যাগ করে, শিবভক্তদিগকে দ্বেষ করে এবং হরিকে নিন্দা করে ও ব্রহ্মদ্বেষী হয় তাহারাও সদা পাপযুক্ত। ২২—৩৫। আচারনিন্দক ব্যক্তিগণ ঘোর মহাপাতককৃৎ। আদ্য পূজ্য পরমজ্ঞান, পুণ্যভাগবত, বৈষ্ণব হরিবংশ, মৎস্য,

প্রত্যক্ষং তেন বৈ দেবঃ পূজিতো মধুসূদনঃ।
তস্মাৎ প্রপূজয়েজ্‌জ্ঞানং বৈষ্ণবং বিষ্ণুবল্লভম্
দেবস্থানে চ নিত্যং বৈ বৈষ্ণবং পুস্তকং নৃপ।
তস্মিন্ প্রপূজিতে বিপ্র পূজিতঃ কমলাপতিঃ
অসম্পূজ্য হরের্জ্ঞানং যে গায়ন্তি লিখন্তি চ।
অজ্ঞায় তৎ প্রযচ্ছন্তি শৃণ্বন্ত্যুচ্চারয়ন্তি চ ॥ ৪০
বিক্রীণন্তি চ লোভেন কুজ্ঞানান্নয়মেন চ।
অসংস্কৃতপ্রদেশেষু যথেষ্টং স্থাপয়ন্তি চ ॥ ৪১
হরিজ্ঞানং যথা ক্ষেমং প্রত্যক্ষাচ্চ প্রকাশয়েৎ
অধীতে চ সমর্থশ্চ যঃ প্রসাদং করোতি চ ॥ ৪২
অশুচিশ্চাশুচৌ স্থানে যঃ প্রবক্তি শৃণোতি চ।
ইতি সর্ব্বং সমাসেন জ্ঞাননিন্দাসমং স্মৃতম্ ॥৪৩
গুরুপূজামকৃত্বৈব যঃ শাস্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছতি।
ন করোতি চ শুশ্রূষামাজ্ঞাভঙ্গঞ্চ ভাবতঃ ॥ ৪৪
নাভিনন্দতি তদ্বাক্যমুত্তরঞ্চ প্রযচ্ছতি।
গুরুকর্ম্মণি সাধ্যে চ তদুপেক্ষাং করোতি চ ॥
গুরুমার্ত্তমশক্তঞ্চ বিদেশং প্রস্থিতং তথা।

অরিভিঃ পরিভূতং বা যঃ সন্ত্যজতি পাপকৃৎ ॥
পঠমানং পুরাণন্তু তস্য পাপং বদাম্যহম্।
কুম্ভীপাকে বসেত্তাবদ্‌যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৭
পঠমানং গুরুং যো হি উপেক্ষয়তি পাপধীঃ।
তস্যাপি পাতকং ঘোরং চিরং নরকদায়কম্ ॥৪৮
ভার্য্যাপুত্রেষু মিত্রেষু যশ্চাবজ্ঞাং করোতি চ।
ইত্যেতৎপাতকং জ্ঞেয়ং গুরুনিন্দাসমং মহৎ ॥
ব্রহ্মহা স্বর্ণস্তেয়ী চ সুরাপী গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনশ্চৈতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥৫০
ক্রোধাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাদ্ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
মর্ম্মান্তিকৃন্তকো যশ্চ ব্রহ্মঘ্নঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১
ব্রাহ্মণং যঃ সমাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ স চ বৈ ব্রহ্মহা নৃপ ॥
যস্তু বিদ্যাভিমানেন নিস্তেজয়তি বৈ দ্বিজম্।
উদাসীনং সভামধ্যে ব্রহ্মহা স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৩
মিথ্যাগুণৈরথাত্মানং নয়ত্যুৎকর্ষতাং পুনঃ।
গুরুং বিরোধয়েদ্‌যস্তু স চ বৈ ব্রহ্মহা স্মৃতঃ ॥৫৪

কুম্ম বা পদ্মপুরাণের যাহারা পূজা করে, তাহাদের মঙ্গলবার্ত্তা বলিতেছি। তাহারা সাক্ষাৎ মধুসূদনকেই পূজা করিয়া থাকে। অতএব বিষ্ণুবল্লভ বৈষ্ণবের পূজা করিবে। দেবস্থানে নিত্য বৈষ্ণবপুস্তক রাখিবে এবং নিত্য তাহার পূজা করিবে। এই পুস্তকপূজায় স্বয়ং কমলাপতি পূজিত হইয়া থাকেন। হরিজ্ঞান-গ্রন্থের পূজা না করিয়া যাহারা তাহা গান-লিখন করে, এবং তাহার তত্ত্ব না জানিয়া তাহা অন্যকে প্রদান করে, স্বয়ং শ্রবণ করে বা উচ্চারণ করে অথবা লোভে বিক্রয় করে, কিংবা কুজ্ঞানবশে অসংস্কৃত প্রদেশে যথেচ্ছ স্থাপন করে, যেমন সামর্থ্যসত্ত্বেও প্রমাদ আচরণ করে, এবং অশুচি হইয়া অশুচি স্থানে উহা ব্যক্ত করে বা শ্রবণ করে, তাহাদের এই সমস্তেই জ্ঞাননিন্দাতুল্য পাপ হয়। যে জন গুরুপূজা না করিয়া শাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে, গুরুশুশ্রূষা করে না, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে না, গুরুবাক্য অভিনন্দন করে না, গুরুবাক্যে উত্তর দেয় না গুরুর কার্য্যে উপেক্ষা করে, এবং পীড়িত অশক্ত বিদেশ-প্রস্থিত ও শত্রুপরিভূত গুরুকে পরিত্যাগ করে এরূপ পুরাণপাঠী ব্যক্তির পাপের কথা আমি বলিতেছি। সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি পাঠকারী গুরুকে উপেক্ষা করে, তাহার চির নরকদায়ক ঘোর পাতক হয়। যে জন ভার্য্যা পুত্র ও মিত্রে অবজ্ঞা করে, তাহারও গুরুনিন্দাতুল্য মহৎ পাপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মহা, স্বর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী এবং মহাপাতকিসংসর্গী, ইহারা সকলেই মহাপাতকী। ক্রোধ, দ্বেষ, ভয় এবং লোভ বশতঃ যে জন ব্রাহ্মণের মর্ম্মচ্ছেদন করে, তাহাকে 'ব্রহ্মঘ্ন' বলা যায়। যে জন অকিঞ্চন যাচমান বিপ্রকে (দানার্থ) আহ্বান করিয়া 'নাই' বলে, সেও ব্রহ্মহা বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি বিদ্যাভিমানে সভামধ্যে উদাসীন বিপ্রের তেজোহানি করে, তাহাকেও ব্রহ্মহা বলে। ৩৬—৫২। যে জন মিথ্যা গুণখ্যাপনে আত্মোৎকর্ষ-সম্পাদন করে

ক্ষুত্তৃষ্ণাতপ্তদেহানামন্নভোজনমিচ্ছতাম্।
যঃ সমাচরতে বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৫৫
পিশুনঃ সর্ব্বলোকানাং রন্ধ্রান্বেষণতৎপরঃ।
উদ্বেজনকরঃ ক্রূরঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা স্মৃতঃ॥ ৫৬
দেবদ্বিজগবাং ভূমিং পূর্ব্বদত্তাং হরেত্তু যঃ।
প্রনষ্টামপি কালেন তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৫৭
দ্বিজবিত্তাপহরণং ন্যাসেন সমুপার্জ্জিতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়ং তস্য পাতকমুত্তমম্॥ ৫৮
অগ্নিহোত্রং পরিত্যজ্য পঞ্চযজ্ঞীয়কর্ম্মণি।
মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ কূটসাক্ষ্যঞ্চ যশ্চরেৎ॥ ৫৯
অপ্রিয়ং শিবভক্তানামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্।
বনে নিরপরাধানাং প্রাণিনাঞ্চ প্রমারণম্॥ ৬০
গবাং গোষ্ঠে বনে চাগ্নেঃ পুরে গ্রামে চ দীপ-ম্
ইতি পাপানি ঘোরাণি সুরাপানসমানি তু॥৬১
দীনসর্ব্বস্বহরণং পরস্ত্রীগজবাজিনাম্।
গোভূরজতবস্ত্রাণামোষধীনাং রসস্য চ॥ ৬২
চন্দনাগুরুকর্পূর-কস্তূরীপট্টবাসসাম্।
পরন্যাসাপহরণং রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ৬৩
কন্যায়া বরযোগ্যায়া অদানং সদৃশে বরে।
পুত্রমিত্রকলত্রেষু গমনং ভগিনীষু চ॥ ৬৪
কুমারীসাহসং ঘোরমন্ত্যজস্ত্রীনিষেবণম্।
সবর্ণায়াশ্চ গমনং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্॥ ৬৫
মহাপাতকতুল্যানি পাপান্যুক্তানি যানি তু।
তানি পাতকসংজ্ঞানি তন্ন্যূনমুপপাতকম্॥ ৬৬
দ্বিজায়ার্থং প্রতিজ্ঞায় ন প্রযচ্ছতি যঃ পুনঃ।
তত্র বিস্মরতে বিপ্রস্তুল্যং তদুপপাতকম্॥ ৬৭
দ্বিজদ্রব্যাপহরণং মর্য্যাদায়া ব্যতিক্রমম্।
অতিমানাতিকোপশ্চ দাম্ভিকত্বং কৃতঘ্নতা॥ ৬৮
অন্যত্র বিষয়াসক্তিঃ কার্পণ্যং শাঠ্যমৎসরম্।
পরদারাভিগমনং সাধ্বীকন্যাভিদূষণম্॥ ৬৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্॥ ৭০
পুত্রমিত্রকলত্রাণামভাবে স্বামিনস্তথা।
ভার্য্যাণাঞ্চ পরিত্যাগঃ সাধূনাঞ্চ তপস্বিনাম্
গবাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ ঘাতনম্

এবং গুরুর সহিত বিরোধ করে, সেও ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া কথিত। ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ভোজনপ্রার্থী জনের যে জন বিঘ্নাচরণ করে; সে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া অভিহিত। পিশুন সকল লোকের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ও উদ্বেজনকর এবং ক্রূর ব্যক্তি ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া কথিত। দেবতা এবং গো ব্রাহ্মণের উদ্দেশে পূর্ব্বপ্রদত্ত ভূমি যে জন হরণ করে, তাহার ঐ হৃত ভূমি কালে প্রনষ্ট হয় এবং তাহাকে ব্রহ্মঘাতক কহে। দ্বিজবিত্তাপহরণ এবং ন্যাসীকৃত ধনাপহরণ ব্রহ্মহত্যাসম ঘোর পাতক অগ্নিহোত্রত্যাগ, পঞ্চযজ্ঞকর্ম্মত্যাগ, এবং মাতা পিতা গুরুর প্রতি কাপট্য কূটসাক্ষ্য, শিবভক্তের প্রতি অপ্রিয়াচরণ, অভক্ষ্য ভক্ষণ, বনে নিরপরাধ প্রাণিগণের হত্যা, এবং গোষ্ঠ বন পুর ও গ্রামে অগ্নিপ্রদান, এইগুলি সুরাপানসম ঘোর পাতক। দীন ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণ, পরস্ত্রী-গজ-বাজিহরণ, গো-ভূ-রজত-বস্ত্র-ওষধি ও রস-হরণ, এবং চন্দন-অগুরু-কর্পূর-কস্তূরী পট্টবস্ত্র ও পরন্যস্ত দ্রব্যাপহরণ স্বর্ণচৌর্য্যসম পাতক জানিবে। বরযোগ্যা কন্যাকে সদৃশ বরে অপ্রদান, পুত্র এবং মিত্রের কলত্রগমন, ভগিনীগমন কুমারীগমন, অন্ত্যজাতি স্ত্রীগমন এবং সবর্ণা স্ত্রীগমন, এই সকল গুরুতল্প-গমন-সদৃশ পাতক কথিত। মহাপাতক তুল্য যে সকল পাতক উক্ত হইল, উক্ত পাতক সংজ্ঞাগুলি তন্ন্যূন ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে উপপাতক হয়। বিপ্র প্রতি অর্থদান প্রতিশ্রুত হইয়া যদি দান না করে আর এই প্রতিশ্রুতার্থ যদি বিপ্র প্রতিগ্রহ করিতে বিস্মৃত হয়, তবে এতদুভয়েই তুল্য উপপাতক হয়। ৫৩—৬৭। দ্বিজদ্রব্যাপহরণ, মর্যাদার ব্যতিক্রম, অতিমান, অতিকোপ, দাম্ভিকত্ব, কৃতঘ্নতা অন্যত্র বিষয়াসক্তি, কার্পণ্য, শঠতা মাৎসর্য্য, পরদারাভিগমন, সাধ্বীকন্যাভিদূষণ, কন্যা কর্ত্তৃক পরিবিত্তি বা পরিবেত্তার পাণিগ্রহণ, পরিবিত্তি বা পরিবেত্তাকে কন্যাদান, পরিবিত্তি বা পরিবেত্তাকে যাজন, পুত্র মিত্র কলত্র স্বামী ভার্য্যা সাধু ও তপস্বিত্যাগ, গো ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রী ও শূদ্র-

শিবায়তনবৃক্ষাণাং পুণ্যারামবিনাশনম্ ॥ ৭২
যঃ পীড়ামাশ্রমস্থানামাচরেদল্পিকামপি।
তদ্ভৃত্যপরিবর্গস্থ পশুধান্তবনস্থ চ ॥ ৭৩
বস্ত্রধান্তপশুস্তেয়মযাজ্যানাঞ্চ যাজনম্।
যজ্ঞারামতড়াগানাং দারাপত্যস্থ বিক্রয়ঃ ॥ ৭৪
তীর্থযাত্রোপবাসানাং ব্রতানাঞ্চ সুকর্ম্মণাম্।
স্ত্রীধনান্যুপজীবন্তি স্ত্রীভগাত্যন্তজীবিতা ॥ ৭৫
স্বধর্ম্মং বিক্রয়েদ্ যস্ত অধর্ম্মং বর্ণতে নরঃ।
পরদোষপ্রবাদী চ পরচ্ছিদ্রাবলোককঃ ॥ ৭৬
পরদ্রব্যাভিলাষী চ পরদারাবলোককঃ।
এতে গোঘ্নসমানাশ্চ জ্ঞাতব্যা নৃপনন্দন ॥ ৭৭
যঃ কর্ত্তা সর্ব্বশস্ত্রাণাং গোহর্ত্তা গোশ্চ বিক্রয়ী।
নির্দ্দয়োঽতীব ভৃত্যেষু পশূনাং দমকশ্চ যঃ ॥ ৭৮
মিথ্যা প্রবদতে বাচমাকর্ণয়তি যঃ পরৈঃ।
স্বামিদ্রোহী গুরুদ্রোহী মায়াবী চপলঃ শঠঃ ॥
যো ভার্য্যাপুত্রমিত্রাণি বালবৃদ্ধকৃশাতুরান্।
ভৃত্যানতিথিবন্ধূংশ্চ ত্যক্তাশ্নাতি বুভুক্ষিতান্ ॥
যে তু মৃষ্টং সমশ্নন্তি নো বাঞ্ছন্তং দদন্তি চ।
পৃথকপাকী স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥ ৮১

হত্যা, শিবায়তন বৃক্ষ ও পুণ্যারামবিনাশ, অল্পমাত্রও আশ্রম-পীড়াচরণ, আশ্রম সম্বন্ধীয় ভৃত্য.পরিজন, পশু,ধান্ত ও বনপীড়া,বস্ত্র-ধান্ত-পশুস্তেয়, অযাজ্য-যাজন, যজ্ঞ আরাম তড়াগ ও দারাপত্যবিক্রয়, তীর্থযাত্রা উপবাস ব্রত ও সুকর্ম্ম বিক্রয়, স্ত্রীধনোপজীবিকা, স্ত্রীভগ দ্বারা সুচারুরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ, স্বধর্ম্ম-বিক্রয়, অধর্ম্ম-বর্ণনা, পরদোষপ্রবাদ, পরচ্ছিদ্রাবলোকন, পরদ্রব্যাভিলাষ এবং পরদারাবলোকন, হে নৃপনন্দন! এই সকল পাপ গো-হত্যা তুল্য। যে সর্ব্ব শস্ত্রের নির্ম্মাতা, গোহর্ত্তা, গোবিক্রয়ী, ভৃত্যের প্রতি নির্দ্দয়, পশুদমনকারী, মিথ্যাবাদী, পরমুখশ্রাবী, স্বামিদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, মায়াবী, চপল, শঠ, এবং যে বুভুক্ষিত ভার্য্যা পুত্র মিত্র বালক বৃদ্ধ কৃশ আতুর ভৃত্য বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করে, এবং যে প্রার্থীকে না দিয়া মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, এই সকল ব্যক্তি পৃথক্ পাকী বলিয়া

নিয়মান্ স্বয়মাদায় যে ত্যজন্ত্যজিতেন্দ্রিয়াঃ।
প্রব্রজ্যা গমিতা যৈশ্চ সংযুক্তা যে চ মদ্যপৈঃ ॥
যে চাপি ক্ষয়রোগার্ত্তা গাং পিপাসাক্ষুধাতুরাম্
ন পালয়ন্তি যত্নেন তে গোঘ্নাঃ নারকাঃ স্মৃতাঃ ॥
সর্ব্বপাপরতা যে চ চতুষ্পাৎক্ষেত্রভেদকাঃ।
সাধূন্ বিপ্রান্ গুরূংশ্চৈব যশ্চ গাং হি প্রতাড়য়েৎ
যে তাড়য়ন্ত্যদোষাঞ্চ নারীং সাধুপথে স্থিতাম্
আলস্যবদ্ধসর্ব্বাঙ্গো যঃ স্বপিতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৫
দুর্ব্বলাংশ্চ ন পুষ্ণন্তি নষ্টান্নান্বেষয়ন্তি চ।
পীড়য়ন্ত্যতিভারেণ সক্ষতান্ বাহয়ন্তি চ ॥ ৮৬
সর্ব্বপাপরতা যে চ সংযুক্তা যে চ ভুঞ্জতে।
ভগ্নাঙ্গীং ক্ষতরোগার্ত্তাং গোরূপাং চ ক্ষুধাতুরাম্
ন পালয়ন্তি যত্নেন তে জনা নারকাঃ স্মৃতাঃ ॥
বৃষাণাং বৃষণৌ যে চ পাপিষ্ঠা ঘাতয়ন্তি চ ॥৮৮
বাধয়ন্তি চ গোবৎসান্মহানারকিণো নরাঃ।
আশয়া সমনুপ্রাপ্তং ক্ষুত্তৃষাশ্রমপীড়িতম্ ॥ ৮৯

কথিত এবং ইহারা ব্রহ্মবাদীদিগের মধ্যে গর্হিত। যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি স্বয়ং নিয়ম গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করে, যাহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করে, যাহারা মদ্যপায়ীদিগের সহিত সংসর্গ করে, এবং যাহারা ক্ষুধাপিপাসাতুরা ক্ষয়রোগার্ত্তা গাভীকে যত্নপূর্ব্বক পালন না করে, সেই সকল ব্যক্তিকে গোঘ্ন ও নারকী বলা যায়। যে সকল লোক সর্ব্বপাপরত, চতুষ্পাৎ-ক্ষেত্রভেদক, সাধু বিপ্র গুরু ও গোতাড়নাকারী, সাধুপথে স্থিত নারীর পীড়াদায়ক, আলস্য-বদ্ধসর্ব্বাঙ্গ হইয়া মুহুর্মুহু নিদ্রাশীল, দুর্ব্বল গো সকলের অপোষক, হারান গো সকলের অন্বেষণবিমুখ, নৃশংসরূপে গো-প্রহারক, ক্ষতযুক্ত গোসমূহের বাহক, সর্ব্বপাপরত, সংযুক্ত অবস্থায় ভোজনকারী, এবং ক্ষুধাতুরা ক্ষতরোগার্ত্তা ভগ্নাঙ্গী গাভীর অপালক, তাহারা নারকী বলিয়া অভিহিত। ৬৮ ৮৭। যে সকল নর বৃষসমূহের বৃষণ-যুগল আহত করে এবং গোবৎসগণের দুগ্ধ-পানে বাধা প্রদান করে, তাহারা মহানারকী। যাহারা আশায় আগত ক্ষুৎতৃষা-শ্রমপীড়িত

যে চাতিথিং ন মন্যন্তে তে বৈ নিরয়গামিনঃ।
অনাথং বিকলং দীনং বালং বৃদ্ধং ভৃশাতুরম্ ॥
নানুকম্পন্তি যে মূঢ়াস্তে যান্তি নরকার্ণবম্।
অজাবিকো মাহিষিকো যঃ শূদ্রাবৃষলীপতিঃ ॥
শূদ্রো বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য য আচারেণ বর্ত্ততে।
শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যাস্তথা দেবলকা নরাঃ ॥
ভৃতকামাত্যকর্ম্মাণঃ সর্ব্বে নিরয়গামিণঃ।
যশ্চোদিতমতিক্রম্য স্বেচ্ছয়া আহরেৎ করম্ ॥৯৩
নরকেষু স পচ্যেত যশ্চ দণ্ডং বৃথা নয়েৎ।
উৎকোচকৈরধিকৃতৈস্তস্করৈশ্চ প্রপীড্যতে ॥ ৯৪
যস্য রাজ্ঞঃ প্রজা রাজ্যে পচ্যতে নরকেষু সঃ।
যে দ্বিজাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি নৃপস্য পাপবর্ত্তিনঃ ॥ ৯৫
প্রয়ান্তি তেঽপি ঘোরেষু নরকেষু ন সংশয়ঃ।
পারদারিকচৌরাণাং যৎ পাপং পার্থিবস্য চ ॥৯৬
ভবত্যরক্ষতো ঘোরো রাজ্ঞস্তস্য পরিগ্রহঃ।
অচৌরং চৌরবদ্‌যশ্চ চৌরং চাচৌরবৎ পুনঃ ॥
অবিচার্য্য নৃপঃ কুর্য্যাৎ সোঽপি বৈ নরকং ব্রজেৎ

ঘৃততৈলান্নপানাদি-মধুমাংসসুরাসবম্ ॥ ৯৮
গুড়েক্ষুক্ষীরশাকাদি-দধিমূলফলানি চ।
তৃণকাষ্ঠং পুষ্পপত্রং কাংস্যভাজনমেব চ ॥ ৯৯
উপানচ্ছত্রকটক-শিবিকামাসনং মৃদু।
তাম্রং সীসং ত্রপুং কাংস্যং শঙ্খাদ্যঞ্চ জলোদ্ভবম্
বাদিত্রং বেণুবংশাদ্যং গৃহোপস্করণানি চ।
ঊর্ণাকার্পাসকৌশেয়-রঙ্গপদ্মোদ্ভবানি চ ॥ ১০১
তুলং সূক্ষ্মাণি বস্ত্রাণি যে লোভেন হরন্তি চ।
এবমাদীনি চান্যানি দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
নরকেষু ধ্রুবং গচ্ছেদপহৃত্যাল্পকান্যপি ॥ ১০২
যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপি সর্ষপমাত্রকম্।
অপহৃত্য নরো যাতি নরকে নাত্রসংশয়ঃ।
বহ্বল্পকান্যপি তথা পরস্য মমতাকৃতম্ ॥ ১০৪
অপহৃত্য নরো যাতি নরকে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৩
এবমাদ্যৈর্নরঃ পাপৈরুৎক্রান্তিসমনন্তরম্ ॥ ১০৫
শরীরযাতনার্থায় পূর্ব্বাকারমবাপ্নুয়াৎ।
যমলোকং ব্রজন্ত্যেতে শরীরস্থা যমাজ্ঞয়া ॥১০৬
যমদূতৈর্মহাঘোরৈর্নীয়মানাঃ সুদুঃখিতাঃ।

অতিথিকে বঞ্চিত করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। যে সকল মূঢ়, অনাথ বিকল দীন বালক ও অতিশয় আতুর বৃদ্ধ জনকে দয়া করে না, তাহারা নরকার্ণবে গমন করিয়া থাকে। অজাজীবী মহিষজীবী এবং বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ, বিপ্র বা ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন শূদ্র, এবং-শিল্পী কারু বৈদ্য দেবল ভৃতক ও অমাত্য কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ, ইহারা সকলে নিরয়গামী। যে রাজা নিয়ম অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছায় কর আহরণ করেন এবং বৃথা দণ্ডাদেশ দেন, সেই রাজা নরকে পচিতে থাকে। যে রাজার রাজ্যে প্রজা সকল উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারী ও তস্করগণ কর্তৃক পীড়িত হয়, সেই রাজা নরকে পাক প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্বিজ পাতকী রাজার প্রতিগ্রহ করে, তাহারা নিশ্চিতই নিরয়গামী হইয়া থাকে। পারদারিক এবং চোর প্রজা সকলের যে পাপ হয়, ধর্ম্মানুসারে অরক্ষক রাজাকে সেই পাপ পরিগ্রহ করিতে হয়। যে রাজা অবিচারে অচোরকে চোর এবং চোরকে অচোর করেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকেন। ঘৃত, তৈল, অন্নপানাদি, মধু মাংস, সুরা, আসব, গুড়, ইক্ষু, ক্ষীর, শাকাদি, দধি, মূল, ফল, তৃণ, কাষ্ঠ, পুষ্প, পত্র, কাংস্যভাজন, পাদুকা, ছত্র, কট, শিবিকা, মৃদু আসন, তাম্র, সীস, ত্রপু, কাংস্য, শঙ্খাদি জলোদ্ভব দ্রব্য, বেণু বংশী আদি বাদিত্র' গৃহোপকরণ, ঊর্ণা কার্পাস কৌশেয় রঙ্গ পদ্ম প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলজাত বস্ত্র সকল, এবং অন্যান্য আরও বিবিধ দ্রব্যসমূহ যদি কেহ অল্পমাত্রও অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে নরকে গমন করিতে হয়। যেমন তেমন পরদ্রব্য সর্ষপমাত্র অপহরণ করিয়াও নর নিঃসংশয়ে, নরকে গমন করে।৮৮—১০৩। বহুই হউক আর অল্পই হউক, পরের বস্তু 'আমার হউক' মনে করিয়া অপহরণ করিলে মানবকে নরকে গমন করিতে হয়, সংশয় নাই। প্রাণবিয়োগের পর নর এই সকল পাপোপলক্ষিত হইয়া শরীরযাতনার্থ পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যমের আজ্ঞায় শরীর-

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণামধর্ম্মনিয়তাত্মনাম্॥ ১০৭
ধর্ম্মরাজঃ স্মৃতঃ শাস্তা সুঘোরৈর্ব্বিবিধৈর্ব্বধৈঃ।
বিনয়াচারযুক্তানাং প্রমাদান্মলিনাত্মনাম্॥ ১০৮
প্রায়শ্চিত্তৈর্গুরুঃ শাস্তা ন চ তৈরীক্ষ্যো তে যমঃ
পারদারিকচৌরাণামন্যায়ব্যবহারিণাম্॥ ১০৯
নৃপতিঃ শাসকঃ প্রোক্তঃ প্রচ্ছন্নানাঞ্চ ধর্ম্মরাট্
তস্মাৎ কৃতস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
নাভুক্তস্যান্যথা নাশঃ কল্পকোটি-শতৈরপি।
যঃ করোতি স্বয়ং কর্ম্ম কারয়েদ্বানুমোদয়েৎ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্য চাধোগতিঃ ফলম্।
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তাঃ পাপভেদাস্ত্রিধাধুনা
কথ্যন্তে গতয়শ্চিত্রা নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
এতত্তে নৃপতে ধর্ম্মফলং প্রোক্তং সুবিস্তরাৎ।
অন্যৎ কিং তে প্রবক্ষ্যামি তন্মে ব্রূহি নরোত্তম
অধর্ম্মস্য ফলং প্রোক্তং ধর্ম্মস্যাপি বদাম্যহম্॥

যুক্ত হইয়া যমালয়ে গমন করে। ভয়ঙ্কর যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়। ধর্ম্মরাজ, অতীব ভীষণ বিবিধ বধ বিধানে অধর্ম্মনিরত দেব-তির্য্যক্ মনুষ্যদিগের শাসন করিয়া থাকেন, ইহাই স্মৃত হইয়াছে। গুরু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বনয়াচারযুক্ত, প্রমাদ বশে পাপকারী জনগণের শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যম দেখিতে হয় না। নৃপতি, পারদারিক চোর ও অন্যায়ব্যবহারিগণের শাসক; কিন্তু যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করে, (রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্ত হয় না,) ধর্ম্মরাজ তাহাদের শাসক। অতএব কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অন্যথা অকৃত-প্রায়শ্চিত্তের কল্পকোটিশত কালেও পাপ-নাশের সম্ভব নাই। যে জন কায়মনোবাক্যে পাপানুষ্ঠান করে বা করায়, পরিণামে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। হে নৃপতে! এই আমি তোমায় সংক্ষেপে ত্রিবিধ পাপের কথা কহিলাম, অধুনা পাপকর্ম্মা নরগণের বিচিত্র গতির কথা কীর্ত্তন করিতেছি। হে নৃপ! এই ত সুবিস্তীর্ণরূপে আপনার নিকট অধর্ম্মফল

ইত্যুক্ত্বা মাতলিস্তত্র রাজানং সর্ব্ববৎসলম্।
তস্মিন্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গেন ইত্যাখ্যাতং মহাত্মনা॥১১৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিতে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

অধর্ম্মস্য ফলং সূত শ্রুতং সর্ব্বং ময়া বিভো।
ধর্ম্মস্যাপি ফলং ব্রূহি শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥১
মাতলিরুবাচ।
অথ পাপৈরিমে যান্তি যমলোকং চতুর্ব্বিধাঃ।
সন্ত্রাসজননং ঘোরং বিবশাঃ সর্ব্বদেহিনঃ॥ ২
গর্ভস্থৈর্জ্জায়মানৈশ্চ বালৈস্তরুণমধ্যমৈঃ।
পুংস্ত্রীনপুংসকৈর্বৃদ্ধৈর্য্যাতব্যং জন্তুভিস্ততঃ॥ ৩
শুভাশুভফলং তত্র দেহিনাং প্রাবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ম্মধ্যস্থৈঃ সর্ব্বদর্শিভিঃ॥ ৪

কথিত হইল, এক্ষণে আর কি বলিব, তাহা বলুন? আমি আপনার নিকট অধর্ম্মের ফল বলিলাম, অতঃপর ধর্ম্মের ফল বলিব। মাতলি ধর্ম্মবৎসল রাজাকে ধর্ম্মকথা-প্রসঙ্গে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। ১০৪—১১৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে সূত! আমি অধর্ম্মের ফলসমুদয় শ্রুত হইলাম; কিন্তু ধর্ম্মের ফল কিরূপ? তাহা বলুন, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। মাতলি কহিলেন—হে রাজন্! চতুর্ব্বিধ দেহী এই সব পাপাচরণ দ্বারা বিবশ হইয়া ঘোর যন্ত্রণাজনক যমলোকে গমন করিয়া থাকে। পুং-স্ত্রী নপুংসক—গর্ভস্থ, বালক, তরুণ ও বৃদ্ধ, এই সর্ব্ববিধ জীবকে যমালয়ে গমন করিতে হয়

ন তেঽত্র প্রাণিনঃ সন্তি যে ন যান্তি যমক্ষয়ম্।
অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যং তদ্বিচারিতম্॥
যে তত্র শুভকর্ম্মাণঃ সৌম্যচিত্তা দয়ান্বিতাঃ।
তে নরা যান্তি সৌম্যেন পথা যমনিকেতনম্॥৬
যঃ প্রদদ্যাচ্চ বিপ্রাণামুপানৎকাষ্ঠপাদুকে।
স বিমানেন মহতা সুখং যাতি যমালয়ম্॥ ৭
ছত্রদানেন গচ্ছন্তি পথা সাভ্রেণ দেহিনঃ।
দিব্যবস্ত্রপরীধানা যান্তি বস্ত্রপ্রদায়িনঃ॥ ৮
শিবিকায়াঃ প্রদানেন বিমানেন সুখং ব্রজেৎ
সুখাসনপ্রদানেন সুখং যান্তি যমালয়ম্॥ ৯
আরামকর্ত্তা চ্ছায়াসু শীতলাসু সুখং ব্রজেৎ।
যান্তি পুষ্পকযানেন পুষ্পারামপ্রদায়িনঃ॥ ১০
দেবায়তনকর্ত্তা চ যতীনামাশ্রমস্য চ।
অনাথমণ্ডপানাঞ্চ ক্রীড়ন যাতি গৃহোত্তমৈঃ॥১১
দেবাগ্নিগুরুবিপ্রাণাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজকঃ।
[সর্ব্বেষাং কাম্যবস্তূনাং ভাজনং নিশ্চিতং ভবেৎ]
বিপ্রেষু দীনেষু গুণান্বিতেষু
যচ্ছ্রদ্ধয়া স্বল্পমপি প্রদত্তম্।
তৎসর্ব্বকামান্ সমুপৈতি লোকে
শ্রাদ্ধে চ দানং প্রবদন্তি সন্তঃ॥ ১৩
শ্রদ্ধা দানেন বি জ্ঞেয়মপি বালাগ্রমাত্রকম্।
যৎপাত্রাদিচতুষ্টয়ং শ্রদ্ধা তেষু সদা মম॥ ১৪
শ্রদ্ধীয়তে সদা তস্মাচ্ছ্রদ্ধায়াস্তৎ ফলং ভবেৎ।
গুণান্বিতেষু দীনেষু যচ্ছতাবসথান্যপি॥ ১৫
স প্রয়াতি সর্ব্বকামং স্থানং পৈতামহং নৃপ।
শ্রদ্ধয়া যেন বিপ্রায় দত্তং কাকিণিমাত্রকম্॥১৬
স স্বর্গাদিব্যতিথির্ভূপ দেবানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
তস্মাচ্ছ্রদ্ধান্বিতৈর্দেয়ং তৎফলং ভবতি ধ্রুবম্॥১৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতৃপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিতেঽষ্ট-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৮॥

চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মদর্শী মধ্যস্থগণ কর্ত্তৃক তথায় দেহিগণের শুভাশুভ কর্ম্মফলের বিচার হইয়া থাকে। সেরূপ প্রাণী এখানে নাই, যাহাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইবে না। চিত্রগুপ্তাদিবিচারিত কৃতকর্ম্মের ফল প্রাণিগণকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। তথায় যাহারা শুভকর্ম্মা সৌম্যচিত্ত ও দয়াবান্ থাকে তাহারা শুভ পথে যমসন্নিধানে গমন করিয়া থাকে। যে জন বিপ্রকে চর্ম্মপাদুকা ও কাষ্ঠপাদুকা প্রদান করে, সে বিরাট বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুখে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। ছত্রদানকারী দেহী আকাশপথে, বস্ত্রদাতা ব্যক্তি দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শিবিকা প্রদাতা ব্যক্তি বিমানারোহণে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। সুখাসনপ্রদাতা ব্যক্তি সুখে এবং আরামকর্ত্তা ব্যক্তি শীতল ছায়াময় স্থান দিয়া স্বচ্ছন্দে যমালয়ে গমন করে। পুষ্পারামপ্রদায়ী ব্যক্তি পুষ্পকযানারোহণে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। দেবায়তনকর্ত্তা, যতিগণের আশ্রয়বিধাতা এবং অনাথমণ্ডপপ্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি উত্তম গৃহে উপলক্ষিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যমনিকেতনে গমন করিয়া থাকে। ১—১১। দেব, অগ্নি, গুরু, বিপ্র, মাতা ও পিতা ইহাদের পূজাকারী ব্যক্তি সর্ব্ব কাম্য বস্তু লাভ করে। গুণান্বিত দীন বিপ্রকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিঞ্চিন্মাত্র দান করিলেও সর্ব্বাভিলষিত লাভ হয়। সুধীগণ শ্রাদ্ধে দান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বালাগ্রপরিমিত দান দ্বারাও শ্রদ্ধা জানা যায়। আর শ্রাদ্ধে যে পাত্রচতুষ্টয় উক্ত আছে, তাহাতে আমার সদা শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই শ্রাদ্ধ করি; শ্রদ্ধার ফলই এইরূপ। যে জন শক্তি অনুসারে গুণান্বিত জীর্ণ বিপ্রকে আবাস প্রদান করে, সে সর্ব্ব কাম্য বস্তু লাভ করিয়া পৈতামহ ধামে গমন করিয়া থাকে। যে জন শ্রদ্ধা বশতঃ বিপ্রকে কাকিণী পরিমিত বস্তু প্রদান করে, সে স্বর্গে দেবতাদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন অতিথি হয়। অতএব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সকলেরই দান করা কর্ত্তব্য, দানের ফল অবশ্যম্ভাবী। ১২—১৭

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাতলিরুবাচ।

অথ ধর্ম্মাঃ শিবেনোক্তাঃ শিবধর্ম্মাগমোত্তমাঃ।
জ্ঞেয়া বহুবিধাস্তে চ কর্ম্মযোগপ্রভেদতঃ॥ ১
হিংসাদিদোষনির্ম্মুক্তাঃ ক্লেশায়াসবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতাঃ শুদ্ধাঃ সূক্ষ্মায়াসা মহৎফলাঃ॥ ২
অনন্তশাখাকলিতাঃ শিবমূলৈকসংশ্রিতাঃ।
জ্ঞানধ্যানসুপুষ্পাঢ্যাঃ শিবধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ॥ ৩
ধারয়ন্তি শিবং যস্মাদ্ধার্য্যন্তে শিবভাষিতৈঃ।
শিবধর্ম্মাঃ স্মৃতাস্তস্মাৎ সংসারার্ণবতারকাঃ॥ ৪
অহিংসা ক্ষমা সত্যং হ্রীঃ শ্রদ্ধেন্দ্রিয়সংযমঃ।
দানমিজ্যা তপো দানং দশকং ধর্ম্মসাধনম্॥৫
অথ ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্ব্বা শিবধর্ম্মৈরনুষ্ঠিতৈঃ।
শিবৈকরস্যসম্প্রাপ্তৈর্গতিরেকৈব কল্পিতা॥৬
যথা ভূঃ সর্ব্বভূতানাং স্থানং সাধারণং স্মৃতম্।
তথা শিবভক্তানাং তুল্যং শিবপুরং স্মৃতম্॥
যথেহ সর্ব্বভূতানাং ভোগাঃ সাতিশয়াঃ স্মৃতাঃ
স্থানপুণ্যবিশেষেণ ভোগাঃ শিবপুরে তথা॥
শুভাশুভফলং চাপি ভুজ্যতে সর্ব্বদেহিভিঃ।
শিবধর্ম্মস্য চৈকস্য ফলং তত্রোপভুজ্যতে॥ ৯
যস্য যাদৃগ্ভবেৎ পুণ্যং শ্রদ্ধা পাত্রবিশেষতঃ।
ভোগাঃ শিবপুরে তস্য জ্ঞেয়াঃ সাতিশয়াঃ শুভাঃ
স্থানপ্রাপ্তিঃ পরংতুল্যাভোগাঃশান্তিময়াঃস্থিতাঃ
কুর্য্যাৎ পুণ্যং মহত্তস্মান্মহাভোগজিগীষয়া॥ ১১
সর্ব্বাতিশয়মেবৈকং ভাবিতঞ্চ সুরোত্তমৈঃ।
আত্মভোগাধিপত্যং স্যাচ্ছিবং সর্ব্বজগৎপতিঃ
কেচিত্তত্রৈব মুচ্যন্তে জ্ঞানযোগরতা নরাঃ।
আবর্ত্তন্তে পুনশ্চান্যে সংসারে ভোগতৎপরাঃ
তস্মাদ্বিমুক্তিমিচ্ছংস্তু ভোগাসক্তিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বিরক্তঃ শান্তচিত্তাত্মা শিবজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪
যে চাপীশান্যহৃদয়া যজন্তীশং প্রসঙ্গতঃ।
তেষামপি দদাতীশঃ স্থানং ভাবানুরূপতঃ॥১৫

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

মাতলি কহিলেন,—শিব কর্ত্তৃক আগমোত্তম ধর্ম্ম সকল উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ-ভেদে বহুবিধ এবং হিংসাদিদোষরহিত, ক্লেশায়াসবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতকর, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম মহাফল, অনন্তশাখাযুক্ত, শিবমূল, জ্ঞান ধ্যানসুপুষ্পাঢ্য ও সনাতন। শিবকে ধারণা করায় অথবা শিবভাষিত দ্বারা ধার্য্যমাণ হয়, এই জন্যই এই ধর্ম্মের নাম শিবধর্ম্ম হইয়াছে, ইহা সংসারার্ণবতারক। অহিংসা, ক্ষমা, সত্য, হ্রী, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, ইজ্যা, তপ, ও দান—এই দশটী ধর্ম্মসাধন। শিবৈকরসতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক ব্যস্তসমস্ত শিবধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের একই গতি কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী সর্ব্বভূতের সাধারণ স্থান; তেমনি শিবলোক শিবভক্তগণের সাধারণ স্থান বলিয়া জানিবে; এখানে যেমন সকল জীবেরই ভোগ সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, শিবলোকেও তেমনি পুণ্যবিশেষে শিবভক্তগণের ভোগ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। শিবভক্তগণ শুভাশুভ ফল এবং একমাত্র শিবধর্ম্মের ফল তথায় ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাপাত্র-বিশেষে যাঁহার যেরূপ পুণ্য হয়, শিবপুরেও তাঁহার তেমনি শুভ সাতিশয় ভোগ সকল উপভোগ হইয়া থাকে। শিবলোকে শিবভক্তগণের তুল্যস্থানপ্রাপ্তি আর শান্তিময় ভোগ সকল নিত্য বিরাজিত। সুতরাং সেই মহাভোগ সকল জয় করিবার জন্য মহৎ পুণ্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাতিশয় একমাত্র শিবকেই সুরোত্তমগণ ভাবনা করিয়া থাকেন, সেই শিবই সর্ব্বজগৎপতি; এজন্য শিবলোকে আত্মভোগাধিপত্য নিত্য বিদ্যমান। জ্ঞানযোগনিরত কোন কোন নর শিবলোকেই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, আর সংসারভোগতৎপর কোন কোন জীব পুনরায় সংসারে আবর্ত্তিত হয়। অতএব বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া ভোগাসক্তি বর্জ্জন করিবে। বিরক্ত ব্যক্তি শান্তচিত্তাত্মা হইয়া শিব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১৪। অশিবাসক্তহৃদয় ব্যক্তিগণও যদি প্রসঙ্গবশে শিবপূজা করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও

তত্রার্চ্চয়ন্তি যে রুদ্রং সকৃদুচ্ছিন্নকল্মষাঃ ।
তেষাং পিশাচলোকেষু ভোগানীশঃ প্রযচ্ছতি
সন্তপ্তা দুঃখভারেণ ম্রিয়ন্তে সর্ব্বদেহিনঃ ।
অন্নদঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদশ্চাপি সর্ব্বদঃ ॥
তস্মাদন্নপ্রদানেন সর্ব্বদানফলং লভেৎ ।
ত্রৈলোক্যে যানি রত্নানি ভোগস্ত্রীবাহনানি চ
অন্নপানপ্রদঃ সর্ব্বমিহামুত্র ফলং লভেৎ ।
যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে পুণ্যসঞ্চয়ম্ ॥ ১৯
তন্নপ্রদাতুস্তস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দেহঃ পরমসাধনম্ ॥ ২০
স্থিতিস্তস্যান্নপানাভ্যামতস্তৎ সর্ব্বসাধনম্ ।
অন্নং প্রজাপতিঃ সাক্ষাদন্নং বিষ্ণুঃ শিবঃ স্বয়ম্
তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুদকং জীবনং স্মৃতম্ ॥২২
পবিত্রমুদকঃ দিব্যং শুদ্ধং সর্ব্বরসায়নম্ ।
অন্নপানাশ্বগোবস্ত্রশয্যাসূত্রাসনানি চ ॥ ২৩

তাহাদের ভাবানুরূপ স্থান প্রদান করেন। বিগতকল্মষ ব্যক্তিগণ যদি তথায় একবার মাত্র রুদ্রার্চ্চনা করে, তাহা হইলে ঈশ, পিশাচলোকে তাহাদের ভোগ বিধান করিয়া থাকেন। দুঃখভারসন্তপ্ত হইয়াই দেহিগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। অন্নদ ব্যক্তি পুণ্যদ, প্রাণদ ও সর্ব্বদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব অন্নদানে সর্ব্বদানফল লব্ধ হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যে যে সকল রত্ন ও ভোগবস্তু-স্ত্রী বাহন প্রভৃতি আছে, অন্নপানদ ব্যক্তি উক্ত সমস্তেরই দানফল ইহামুত্র লাভ করিয়া থাকে। যাঁহার অন্নপানে অঙ্গ পুষ্ট করিয়া পুণ্যার্জ্জন করা যায়, ঐ অর্জ্জিত পুণ্য তাঁহার অর্দ্ধেক ও কর্ত্তার অর্দ্ধেক হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দেহ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের পরম সাধন, কিন্তু অন্নপান দ্বারা ঐ দেহের স্থিতি হয়, সুতরাং অন্নপানই সর্ব্বসাধন জানিবে। অন্নই সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং অন্নই সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও শিব ; সুতরাং অন্নদান সম দান ছিলও না এবং হইবেও না। উদক ত্রিলোকের জীবন স্বরূপ এবং উহা পবিত্র, স্বর্গীয় বিশুদ্ধ রসায়ন

প্রেতলোকে প্রশস্তানি দানান্যষ্টৌ বিশেষতঃ
এবং দানবিশেষেণ ধর্ম্মরাজপুরং নরঃ ॥ ২৪
যস্মাদ্যাতি সুখেনৈব তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ।
যে পুনঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ পাপা দানবিবর্জ্জিতাঃ ।
ভুঞ্জতে দারুণং দুঃখং নরকে নৃপনন্দন ॥ ২৫
যথা সুখং প্রভুঞ্জন্তি দানকর্ত্তার এব তু ॥ ২৬
তথা তু সম্ভবেৎ সৌখ্যং কর্ম্মযোগরতাত্মনাম্
অপ্রমেয়গুণৈর্দিব্যৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥২৭
অসংখ্যেয়স্তৎপুরং ব্যাপ্তং প্রাণিনামুপকারকৈঃ
সহস্রসোমদিব্যং বা সূর্য্যতেজঃসমপ্রভম্ ॥ ২৮
রুদ্রলোকমিতি প্রোক্তমশেষগুণসংযুতম্ ।
সর্ব্বেষাং শিবভক্তানাং তৎপুরং পরিকীর্ত্তিতম্
রুদ্রক্ষেত্রে মৃতানাঞ্চ জঙ্গমস্থাবরাত্মনাম্ ।
অপ্যেকদিবসং ভক্ত্যা যঃ পূজয়তি শঙ্করম্ ॥৩
সোঽপি যাতি শিবস্থানং কিং পুনর্বহুশোঽর্চ্চ
বৈষ্ণবা বিষ্ণুভক্তাশ্চ বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩
তেঽপি গচ্ছন্তি বৈকুণ্ঠে সমীপং দেবচক্রিণঃ ।

তুল্য। অন্ন, পান, গো, বস্ত্র, শয্যা, সূত্র আসন, এই অষ্টবিধ দান প্রেতলোকে প্রশস্ত এই সকল দান বিশেষ দ্বারা নর ধর্ম্মরাজ নিকেতনে সুখে গমন করিয়া থাকে ; অতএ এই সকল দানধর্ম্ম সদাচরণ করিবে। সকল ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তি পাপবশতঃ দা বিবর্জ্জিত, হে নৃপনন্দন! তাহারা নর গমন করিয়া দারুণ দুঃখ উপভোগ করে ১৫—২৫। দানকর্ত্তা জনগণ যেমন সু অনুভব করে, কর্ম্মযোগরতাত্মা ব্যক্তিগণ সেইরূপই সুখভোগ করিয়া থাকে। প্রা গণের উপকারক অসংখ্য অপরিমিত গুণসম্প কামদায়ক দিব্য বিমানে শিবলোক পরিব্যা আছে। সহস্র চন্দ্র বা সূর্য্যসন্নিভ রুদ্রলো অশেষ গুণসংযুত বলিয়া জানিবে। স্থা অথবা জঙ্গম যে কোন মৃত শিবভক্তগণে জন্যই ঐ পুর বিরাজিত রহিয়াছে। একদি মাত্রও শিব পূজা করিলে যখন শিবলোে গতি হইয়া থাকে, তখন বহুবার পূজা কর কথা আর কি বলিব ? বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ বি

ব্রহ্মবাদী চ ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রযাতি সঃ ॥৩২
পুণ্যকর্ত্তা স্বপুণ্যেন পুণ্যলোকং প্রযাতি চ।
তস্মাদীশে সদা ভক্তিং ভাবয়েদাত্মনাত্মনি ॥
হরৌ বাপি মহারাজ যুক্তাত্মা জ্ঞানবান্ স্বয়ম্।
তস্মাৎ সর্ব্ববিচারেণ ভাবদোষবিচারিতঃ ॥৩৪
এবং বিষ্ণুপ্রভাবেন বিশিষ্টেনাপি কর্ম্মণা।
নরঃ স্থানমবাপ্নোতি দশ ভাবানুরূপতঃ ॥৩৫
ইত্যেতদপরং প্রোক্তং শ্রীমচ্ছিবপুরং মহৎ।
দেহিনাং কর্ম্মনিষ্ঠানাং পুনরাবর্ত্তকং স্মৃতম্ ॥৩৬
ঊর্দ্ধে শিবপুরাজ্জ্ঞেয়ং বৈষ্ণবং লোকমুত্তমম্।
বৈষ্ণবা মানবা যান্তি বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥৩৭
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মলোকন্তু সদাচারা নরোত্তমাঃ।
প্রযান্তি যজ্বিনঃ সর্ব্বে পুরীং তাং তত্ত্বকোবিদাঃ
ঐন্দ্রলোকং তথা যান্তি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধশালিনঃ।
অন্যে চ পুণ্যকর্ত্তারঃ পুণ্যলোকান্ প্রযান্তি তে

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে মাতা-
পিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে একোন-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

— —

ভক্ত বৈষ্ণবগণও বৈকুণ্ঠে দেব চক্রীর নিকট গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মলোকে এবং পুণ্যকারী ব্যক্তিগণ পুণ্য-প্রভাবে পুণ্যলোকে গমন করেন। অতএব পরমাত্মা ঈশে সদা ভক্তি রাখিবে। হে মহারাজ। এইরূপে হরিতে যুক্তাত্মা ব্যক্তিও স্বয়ং জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন। সর্ব্বতো-ভাবে ভাবদোষ বিচারপূর্ব্বক বিশিষ্ট কর্ম্ম ও বিষ্ণুপ্রভাবে নরগণ ভাবানুরূপ দশবিধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অপর মহৎ শিবপুর উক্ত হইল। এই পুর কর্ম্মনিষ্ঠ দেহিগণের পুনরাবর্ত্তক জানিবে। শিবপুরের উর্দ্ধে উত্তম বৈষ্ণব লোক বিরাজিত। বিষ্ণু-ধ্যানপরায়ণ বৈষ্ণব মানবগণ সেই পুরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। নরোত্তম সদাচার ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মলোকে এবং তত্ত্বকোবিদ যাজ্ঞিকগণও সেই লোকেই গমন করিয়া থাকেন। যুদ্ধশীল ক্ষত্রিয়গণ ইন্দ্রলোকে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ পুণ্য লোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ২৬—৩৭।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

——

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাতলিরুবাচ।

যমপীড়াং প্রবক্ষ্যামি মহাতীব্রাং সুদারুণাম্।
ভুঞ্জন্তি পাপিনঃ সর্ব্বে ক্রূরাস্তে ব্রহ্মঘাতকাঃ ॥১
কচিৎ পাপাঃ প্রপচ্যন্তে তীব্রেণ কারিষাগ্নিনা।
কচিৎ সিংহৈর্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈর্দংশৈঃ কীটৈশ্চ দারুণৈঃ
কচিন্মহাজলৌকাভিঃ কচিদাজগরৈঃ পুনঃ।
মক্ষিকাভিশ্চ রৌদ্রাভিঃ কচিৎ সর্পৈর্বিষোল্বণৈঃ
মত্তমাতঙ্গযূথৈশ্চ বলোৎকৃষ্টৈঃ প্রমাথিভিঃ।
পন্থানমুল্লিখদ্ভিশ্চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গমহাবৃষৈঃ ॥ ৪
মহাশৃঙ্গৈশ্চ মাহিষৈর্দুষ্টগাত্রপ্রবাধকৈঃ।
ডাকিনীভিশ্চ রৌদ্রাভির্বিকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ ॥
ব্যাধিভিশ্চ মহাঘোরৈঃ পীড্যমানা ব্রজন্তি তে
মহাতুলাং সমারূঢ়া দহ্যমানা দবানলে ॥ ৬

সপ্ততিতম অধ্যায়।

মাতলি কহিলেন,—অধুনা আমি অতি-তীব্র সুদারুণ যমপীড়া বর্ণন করিতেছি। ব্রহ্মঘাতী ক্রূর পাপী সকল ঐ পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। কোথাও পাপিগণ তীব্র করকাগ্নিতে পচ্যমান হয়। কোথাও সিংহ, বৃক, ব্যাঘ্র, দংশ, ও দারুণ কীট কর্ত্তৃক—কোথাও মহা জলৌকা সকল কর্ত্তৃক—কোথাও—অজগরসমূহ কর্ত্তৃক কোথাও—ভীষণ মক্ষিকাকুল কর্ত্তৃক—কোথাও তীব্র বিষ সর্পগণ কর্ত্তৃক—কোথাও—বলোদ্রিক্ত প্রমাথী মত্ত মাতঙ্গসঙ্ঘ কর্ত্তৃক—কোথাও শৃঙ্গদ্বারা মার্গোল্লিখনকারী তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহাবৃষ কর্ত্তৃক—কোথাও দুষ্টগাত্রপ্রবাধক বিশালশৃঙ্গ মহিষ-সমূহ কর্ত্তৃক—কোথাও ভীষণ ডাকিনীগণ কর্ত্তৃক—কোথাও বিকরাল নিশাচরগণ কর্ত্তৃক

মহাবেগপ্রধূতাস্তে মহাচণ্ডেন বায়ুনা।
মহাপাষাণবর্ষেণ ভিদ্যমানাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৭
পতন্তির্বজ্রনির্ঘোষৈরুল্কাপাতৈশ্চ দারুণৈঃ।
প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষেণ হন্যমানা ব্রজন্তি তে ॥ ৮
মহতা পাংসুবর্ষেণ পূর্য্যমাণা যমং গতাঃ।
যে নরাঃ পাপকর্ম্মাণঃ পাপং ভুঞ্জন্তি দারুণম্ ॥ ৯
এবং পাপবিশেষেণ পাপিষ্ঠাঃ পাপকারকাঃ।
নরকং প্রাতভুঞ্জন্তি বহুপীড়াসমাকুলম্ ॥ ১০
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বিবেকং পুণ্যপাপয়োঃ।
অন্যৎ কিং তে প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

এবং কোথাও মহাঘোর ব্যাধি সকল কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া পাপিগণ গমন করে। কেহ কেহ মহাতুলায় আরোহণ করত দাবানলে দগ্ধ হইয়া—কেহ কেহ প্রচণ্ড বায়ুর মহাবেগে কম্পিত হইয়া—কেহ কেহ সর্ব্বদিক্ হইতে মহাপাষাণবর্ষণে ভিদ্যমান হইয়া, কেহ কেহ বা বজ্রনির্ঘোষ দারুণ উল্কাপাত ও প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণে দহ্যমান হইয়া প্রস্থান করে। কোন কোন পাপী মহাপাংশুবর্ষে পূর্য্যমাণ হইয়া যমসমীপে যায়। যে সকল নর পাপাচরণ করে, তাহারা দারুণ পাপফল উপভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে পাপবিশেষে পাপিগণ বহু পীড়াকর প্রতি নরকই ভোগ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদয় পুণ্যপাপবিবেক কীর্ত্তন করিলাম, অন্য আর কোন্ অনুত্তম ধর্ম্মশাস্ত্র আপনাকে বলিব? তাহা বলুন। ১—১১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

যত্ত্বয়া সর্ব্বমাখ্যাতং ধর্ম্মাধর্ম্মমনুত্তমম্।
শৃণ্বতোঽথ মম শ্রদ্ধা পুনরেব প্রবর্ত্ততে ॥ ১
দেবানাং লোকসংস্থানং বদ সংখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
যস্য পুণ্যপ্রসঙ্গেন যেন প্রাপ্তশ্চ মাতলে ॥ ২

মাতলিরুবাচ।

যোগযুক্তং প্রবক্ষ্যামি তপসা যদুপার্জ্জিতম্।
দেবানাং লোকসংস্থানং সুখভোগপ্রদায়কম্ ॥
ধর্ম্মভাবং প্রবক্ষ্যামি আয়াসৈরর্জ্জিতং পৃথক্।
উপরিষ্টাচ্চ লোকানাং স্বরূপং চাপ্যনুক্রমাৎ ॥৩
তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং পার্থিবং পিশিতাশিনাম্।
তস্মাৎ সদ্যোগতানাঞ্চ নরাণাং তৎসমং স্মৃতম্
রক্ষসাং ষোড়শগুণং পার্থিবানাঞ্চ তদ্বিধম্।
এবং নিরবশেষঞ্চ যচ্ছেষং কুলতেজসাম্ ॥ ৬
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ বায়ব্যং যাক্ষঞ্চ সকলং স্মৃতম্।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে মাতলে! আপনি যে সকল অনুত্তম ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত শ্রবণ করিলেও পুনরায় আমার শ্রবণে শ্রদ্ধা হইতেছে। অধুনা আপনি দেবতাগণের লোকসংস্থিতির সংখ্যা বলুন। যে হেতু দেব-পুণ্যপ্রসঙ্গনিমিত্তই আপনি এ স্থলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাতলি কহিলেন,—আমি দেবতাগণের সুখভোগপ্রদায়ক যোগযুক্ত লোকসংস্থান বলিতেছি, ইহা তপস্যা দ্বারা অর্জ্জিত হয়। আর যে ধর্ম্মভাব বলিব, ইহা আয়াস দ্বারা পৃথক্‌ভাবে অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে লোকসকলের উপরি উপরিভাবে এই লোকসংস্থানের স্বরূপ অবস্থিত। ১-৪। পিশিতাশীদিগের পার্থিব ঐশ্বর্য্য অষ্টগুণ; সদ্যোগত নরগণের তৎসম; রাক্ষসদিগের ষোড়শগুণ; এবং পার্থিবগণের তত্তুল্য। এইরূপ অবশিষ্ট দেবাদি সংস্থান ও ঐশ্বর্য্য তাহাদের বংশ ও তেজস্বিতা অনুসারে বোদ্ধব্য। গন্ধর্ব্বগণের বায়ব্য ও যাক্ষ

পাঞ্চভৌতিকমিন্দ্রস্য চত্বারিংশদ্গুণং মহৎ ॥ ৭
সোমস্য মানসং দিব্যং বিশেষং পাঞ্চভৌতিকম্
সৌম্যং প্রজাপতীশানামহঙ্কারগুণাধিকম্ ॥ ৮
চতুঃষষ্টিগুণং ব্রাহ্মং বোধমৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
বিষ্ণোঃ প্রাধানিকং তন্মৈশ্বর্য্যং ব্রহ্মণঃ পদম্
শ্রীমচ্ছিবপুরে দিব্যে ঐশ্বর্য্যং সার্ব্বকামিকম্।
অনন্তগুণমৈশ্বর্য্যং শিবস্যাত্মগুণং মহৎ ॥ ১০
অনাদিমধ্যান্তরহিতং বিশুদ্ধং তত্ত্বলক্ষণম্।
সর্ব্বাবভাসকং সূক্ষ্মমনৌপম্যং পরাৎপরম্ ॥ ১১
সুসম্পূর্ণং জগদ্বেষং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
যো যৎস্থানমনুপ্রাপ্তস্তস্য ভোগস্তদাত্মকঃ ॥ ১২
বিমানং তৎসমানঞ্চ ভবেদীশপ্রসাদতঃ।
নানারূপাণি তারাণাং দৃশ্যন্তে কোটয়স্ত্বিমাঃ ॥
অষ্টাবিংশতিরেবস্তে সন্দীপ্তাঃ সুকৃতাত্মনাম্।
যে কুর্ব্বন্তি নমস্কারমীশ্বরায় কচিৎ কচিৎ ॥ ১৪
সম্পর্কাৎ কৌতুকাল্লোভাত্তদ্বিমানং লভন্তি তে
নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্বাপি প্রসঙ্গেন শিবস্য যঃ ॥ ১৫
কুর্য্যাদ্বাপি নমস্কারং ন তস্য বিলয়ো ভবেৎ।
ইত্যেতা গতয়স্তত্র মহত্যঃ শিবকর্ম্মণি ॥ ১৬
কর্ম্মণাভ্যন্তরেণাপি পুংসামীশানভাবতঃ।
প্রসঙ্গেনাপি যে কুর্য্যুঃ শঙ্করস্মরণং নরাঃ ॥ ১৭
তৈর্লভ্যং ত্বতুলং সৌখ্যং কিং পুনস্তৎপরায়ণৈঃ
বিষ্ণুচিন্তাং প্রকুর্ব্বন্তি ধ্যানেন গতমানসাঃ ॥১৮
তে যান্তি পরমং স্থানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
শৈবঞ্চ বৈষ্ণবং রূপমেকরূপং নরোত্তম ॥ ১৯
দ্বয়োশ্চ অন্তরং নাস্তি একরূপমহাত্মনোঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে ॥ ২০
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।
একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ২১
ত্রয়াণামন্তরং নাস্তি গুণভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
শিবভক্তোঽসি রাজেন্দ্র তথা ভাগবতোঽসি বৈ
তেন দেবাঃ প্রসন্নাস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।

লোক জানিবে। ইন্দ্রের লোকসংস্থানাদি পাঞ্চভৌতিক, চত্বারিংশৎ গুণ ও মহৎ। সোমের দিব্য মানস বিশেষ পাঞ্চভৌতিক লোক। প্রজাপতিগণের অহঙ্কার ও গুণাধিক সৌম্য লোক। ব্রহ্মলোক উত্তম চতুঃষষ্টিগুণ বোধ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত। বিষ্ণুর প্রাধানিক লোক ও ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মপদ। দিব্য শিবলোক সার্ব্বকামিক। শিবের ঐশ্বর্য্য অনন্তগুণসম্পন্ন এবং তাঁহার আত্মগুণ মহৎ, আদিমধ্যান্তরহিত, বিশুদ্ধ, তত্ত্বলক্ষণ, সর্ব্বাবভাসক, সূক্ষ্ম, অনুপম, পরাৎপর, সুসম্পূর্ণ, জগৎকারণ, এবং পশুপাশবিমোক্ষণ। যে ব্যক্তি যে লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই লোকানুযায়ী ভোগ সকল হইয়া থাকে। ঈশপ্রসাদে তাহার সেই লোকানুযায়ী বিমান লাভ হয়। ঐ সকল বিমান নানা প্রকার এবং উহার সংখ্যা বহু কোটি দৃষ্ট হয়। সুকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের ঐ উক্তরূপ অষ্টাবিংশতি সুদীপ্ত বিমান আছে। যে সকল ব্যক্তি সম্পর্ক, কৌতূহল ও লোভ বশতঃ কখনও কখনও শিবকে নমস্কার করে, তাহারা ঐ বিমান লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রসঙ্গাধীন শিবের নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, বা তাঁহাকে নমস্কার করে, তাহার কদাপি বিলয় হয় না। যাহারা শিবলোকে কায়মনোবাক্যে তদ্ভাবভাবিত হইয়া শিবকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা উক্ত প্রকার মহতী গতি সকল লাভ করে। প্রসঙ্গবশতঃ শিবস্মরণকারী ব্যক্তিদিগেরও যখন অতুল সৌখ্য লাভ হইয়া থাকে, তখন আর শিবপরায়ণ ব্যক্তিদের সৌখ্য লাভের কথা কি বলিব? যাহারা ধ্যানগতমানস হইয়া বিষ্ণুচিন্তা করে, তাহারা বিষ্ণুর পরমস্থান পরম পদে গমন করিয়া থাকে। হে নরোত্তম! শৈবরূপ আর বৈষ্ণবরূপ একইরূপ, এই একরূপ মহাত্মদ্বয়ের কিছুমাত্র অন্তর নাই। শিব বিষ্ণুরূপ, আর বিষ্ণু শিবরূপ; শিবের হৃদয় বিষ্ণু, আর বিষ্ণুর হৃদয় শিব—একই মূর্ত্তি—তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর।৫—২১। এই তিনের অন্তর নাই; কেবল গুণভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। রাজেন্দ্র! আপনি শিবভক্তই হউন, আর বিষ্ণুভক্তই হউন, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আপনার

সুপ্রীতা বরদা রাজন্ কর্ম্মণস্তব সুব্রত ॥ ২৩
ইন্দ্রাদেশাৎ সমায়াতঃ সন্নিধৌ তব মানদ ।
ঐন্দ্রমেনং পদং যাহি পশ্চাদ্ ব্রাহ্মং মহেশ্বরম্ ॥
বৈষ্ণবঞ্চ প্রয়াহি ত্বং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ।
অনেনাপি বিমানেন দিব্যেন সর্ব্বগামিনা ॥২৫
দিব্যমূর্ত্তিরতো ভুঙ্ক্ষ্ব দিব্যভোগান্ মনোরমান্
সমারুহ্য বিমানং ত্বং পুষ্পকং সুখগামিনম্ ॥২৬

সুকর্ম্মোবাচ ।

এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ মৌনবান্ মাতলিস্তদা ।
রাজানং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞং যযাতিং নহুষাত্মজম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেদোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পিপ্পল উবাচ ।

মাতলেশ্চ বচঃ শ্রুত্বা স রাজা নহুষাত্মজঃ ।
কিং চকার মহাপ্রাজ্ঞস্তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১

প্রতি প্রসন্ন হইবেন। হে সুব্রত! তোমার কর্ম্মে ইঁহারা সুপ্রীত ও বরদ হইবেন। ইন্দ্রাদেশে আমি ভবৎসন্নিধানে আসিয়াছি; অতএব প্রথমে আপনি ইন্দ্রলোকেই গমন করুন, পশ্চাৎ এই সর্ব্বগামী দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক, মাহেশ্বর লোক এবং দাহপ্রলয়বর্জ্জিত বৈষ্ণবলোকে প্রস্থান করিবেন। আপনি দিব্যমূর্ত্তি, অতএব সুখগামী পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া, মনোহর ভোগ সকল উপভোগ করুন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মাতলি, নহুষাত্মজ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ রাজা যযাতিকে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ২২—২৭।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

পিপ্পল বলিলেন,—হে সুকর্ম্মন্! মাতলির বাক্য শ্রবণ করিয়া, নহুষাত্মজ মহাপ্রাজ্ঞ

সর্ব্বপুণ্যময়ী পুণ্যা কথেয়ং পাপনাশিনী ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রাজ্ঞ নৈব তৃপ্যামি সর্ব্বদা

সুকর্ম্মোবাচ ।

সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্নৃপসত্তমঃ ।
তমুবাচাগতং দূতং মাতলিং শক্রসারথিম্ ॥

যযাতিরুবাচ ।

শরীরং নৈব ত্যক্ষ্যামি গমিষ্যে ন দিবং পুনঃ
শরীরেণ বিনা দূত পার্থিবেন ন সংশয়ঃ ॥৪
যদ্যপ্যেবং মহাদোষাঃ কায়স্যৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ
পূর্ব্বং চাপি সমাখ্যাতং ত্বয়া সর্ব্বং শুভাশুভম্ ॥
নাহং ত্যক্ষ্যে শরীরং বৈ নাগমিষ্যে দিবং পু
ইত্যাচক্ষ্ব ইতো গত্বা দেবদেবং পুরন্দরম্ ॥
একাকিনা হি জীবেন কায়েনাপি মহামতে ।
নৈব সিদ্ধিং প্রয়াত্যেবং সাংসারিকমিহৈব হি
নৈব প্রাণং বিনা কায়ো জীবঃ কায়ং বিনা ন
উভয়োশ্চাপি মিত্রত্বং নয়িষ্যে নাশমিন্দ্র ন ॥
যস্য প্রসাদভাবাদ্ বৈ সুখমশ্নাতি কেবলম্ ।
শরীরস্যাপ্যয়ং প্রাণো ভোগানন্যান্মনোঽনুগান্

রাজা যযাতি কি করিলেন? তাহা আমা বল। এই সর্ব্বপুণ্যময়ী পাপনাশিনী ক আমি শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতে না। সুকর্ম্মা বলিলেন,—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নৃ সত্তম রাজা যযাতি সমুপাগত শক্রসার মাতলিকে কহিলেন,—হে দূত! আ শরীর ত্যাগ করিব না; পার্থিবশরীর ব্যতি রেকে আমি স্বর্গে গমন করিব না, ই নিঃসংশয় জানিবে। যদিও দেহের মহাদো সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে, আপনি পূর্ব্বে দেহে শুভাশুভ সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথা আমি শরীর ত্যাগ করিব না এবং স্বর্গে যাইব না। আপনি এ স্থান হইতে প্রস্থা করিয়া পুরন্দরকে এই কথা বলুন। ১—৬

হে মহামতে! এখানে জীব বা দেহ একাকী সাংসারিক সিদ্ধি লাভ করিতে পা না। জীব ব্যতিরেকে দেহ এবং দেহ ব্যতি রেকে জীব অবস্থান করে না, আমি এতদু ভয়ের মিত্রত্বাপাদন করিব, নাশ করিব না

বং জ্ঞাত্বা স্বর্গভোগ্যং ন ভোজ্যং দেবদূতক
ভবন্তি মহাতুষ্টা ব্যাধয়ো দুঃখদায়কাঃ ॥ ১০
...লে কিল্বিষাচ্চৈব জরাদোষাৎ প্রজায়তে।
...শ্য মে পুণ্যসংযুক্তং কায়ং ষোড়শবার্ষিকম্ ॥১১
...ন্মপ্রভৃতি মে কায়ঃ শতার্দ্ধাব্দং প্রয়াতি চ।
...থাপি নূতনো ভাবঃ কায়স্যাপি প্রজায়তে ॥ ১
...ম কালো গতো দূত অব্দানন্তামনুত্তমম্।
...থা ষোড়শবর্ষস্য কায়ঃ পুংসঃ প্রশোভতে ॥ ১৩
...থা মে শোভতে দেহো বলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
...ন গ্লানির্ন মে হানির্ন শ্রমো ব্যাধয়ো জরা ॥১৪
...তলে মম কায়েঽপি ধর্ম্মোৎসাহো ন বর্দ্ধতে।
...র্ব্বামৃতময়ং দিব্যমৌষধং পরমৌষধম্ ॥ ১৫
...পব্যাধিপ্রণাশার্থং ধর্ম্মাখ্যং হি কৃতং পুরা।
...তন মে শোধিতঃ কায়ো গতদোষস্তু জায়তে
...হৃষীকেশস্য সন্ধানং নামোচ্চারণমুত্তমম্।
...তদ্রসায়নং দূত নিত্যমেবং করোম্যহম্ ॥ ১৭

তেন মে ব্যাধয়ো দোষাঃ পাপাদ্যাঃ প্রলয়ং গতাঃ।
বিদ্যমানে হি সংসারে কৃষ্ণনাম্নি মহৌষধে ॥ ১৮
মানবা মরণং যান্তি পাপব্যাধিপ্রপীড়িতাঃ।
ন পিবন্তি মহামূঢ়াঃ কৃষ্ণনামরসায়নম্ ॥ ১৯
তেন ধ্যানেন জ্ঞানেন পূজাভাবেন মাতলে।
সত্যেন দানপুণ্যেন মম কায়ো নিরাময়ঃ ॥ ২০
পাপর্দ্ধেরাময়াঃ পীড়াঃ প্রভবন্তি শরীরিণঃ।
পীড়াভ্যো জায়তে মৃত্যুঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ প্রকর্ত্তব্যঃ পুণ্যসত্যাশ্রয়ৈর্নরৈঃ।
পঞ্চভূতাত্মকঃ কায়ঃ শিরাসন্ধিবিজর্জ্জরঃ ॥ ২২
এবং সন্ধীকৃতো মর্ত্ত্যো হেমকারীব টঙ্কণৈঃ।
তত্র ভাতি মহানগ্নির্ধাতুরেব চ ঃ সদা ॥ ২৩
শতখণ্ডময়ে বিপ্র যঃ সন্ধত্তে স বুদ্ধিমান্।
হরের্নাম্না চ দিব্যেন সৌভাগ্যেনাপি পিপ্পল ॥
পঞ্চাত্মকা হি যে খণ্ডাঃ শতসন্ধিবিজর্জ্জরাঃ।
তেন সন্ধারিতাঃ সর্ব্বে কায়ো ধাতুসমো ভবেৎ

...হে দেবদূত! এই প্রাণ শরীরের প্রসাদেই ...যে কেবল সুখ ও অন্যান্য মনোনুকূল ভোগ সকল উপভোগ করে, ইহা জানিয়া স্বর্গ-ভোগ্যও ভোজ্য নহে। পাপ ও জরাদোষ হইতেই শরীরে মহাতুষ্ট দুঃখদায়ক ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। এই দেখ, আমার পুণ্যময় ষোড়শবর্ষীয় দেহ। জন্মাবধি আমার দেহ (দেবমানের) শতার্দ্ধ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আমার দেহের কেমন নূতন ভাব জন্মাইতেছে দেখ। হে দূত! আমার বয়ঃ-ক্রমের অনন্তকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি যেমন ষোড়শবর্ষ বয়স্ক পুরুষের কায় শোভা পায়, তেমনি আমার কায় বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে। গ্লানি, হানি, শ্রম, ব্যাধি বা জরা কিছুই নাই; ধর্ম্মোৎসাহ নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে, সর্ব্বামৃতময় দিব্য ধর্ম্মার্থ পর-মৌষধ আমি পূর্ব্বে পাপব্যাধি বিনাশের নিমিত্ত সেবন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার কায় শোধিত হইয়াছে। হে দূত! আমি নিত্য হৃষীকেশের ধ্যান ও নামোচ্চারণরূপ উত্তম রসায়ন পান করিয়াছি, তাহাতেই আমার পাপাদি ব্যাধি বিলয় পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মহৌষধ এই সংসারে বিদ্যমান থাকিতে মানবগণ পাপব্যাধিপ্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মহামূঢ় তাহারা কৃষ্ণনাম-রসায়ন পান করে না। ৭—১৯। ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, ভাব, সত্য, দান, ও পুণ্যপ্রভাবে আমার কায় নিরাময় হইয়াছে। পাপঋদ্ধি হইতেই শরীরীদিগের রোগ ও পীড়া জন্মে, আর ঐ পীড়াতেই তাহাদের মৃত্যু হয়, সংশয় নাই। অতএব সত্যের আশ্রয়ে থাকিয়া নর-গণের ধর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। পঞ্চভূতাত্মক দেহ শিরাসন্ধি দ্বারা জর্জ্জরীভূত। সুতরাং মর্ত্ত্য জন টঙ্কণচয় (সোহাগা) দ্বারা সুবর্ণালঙ্কারের ন্যায় সন্ধীকৃত। উহাতে মহান্ অগ্নি বিরাজ করে, দেহরাজ্যে ঐ অগ্নিই বিধাতার চরস্বরূপ। হে পিপ্পল! হরিনামপ্রভাবে এই শতখণ্ডময় দেহকে যে জন সন্ধীকৃত করে, সেই বুদ্ধিমান্। এবং দিব্য সৌভাগ্যবলে শতসন্ধিবিজর্জ্জর পঞ্চভূতাত্মক খণ্ডরূপ যে দেহ, ঐ দেহ লোকে ধারণ করে, উহার ধাতুর সমতা থাকে বলিয়াই

হরেঃ পুজোপচারেণ ধ্যানেন নিয়মেন চ।
সত্যভাবেন দানেন নূত্নঃ কায়ো বিজায়তে ॥২৬
দোষা নশ্যন্তি কায়স্থ ব্যাধয়ঃ শৃণু মাতলে।
বাহ্যাভ্যন্তরশৌচং হি দুর্গন্ধির্নৈব জায়তে ॥ ২৭
শুচিস্তত্তো ভবেৎ সূত প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ।
নাহং স্বর্গং গমিষ্যামি স্বর্গমত্র করোম্যহম্ ॥ ২৮
তপসা চৈব ভাবেন স্বধর্ম্মেণ মহীতলম্।
স্বর্গরূপং করিষ্যামি প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ ॥ ২৯
এবং জ্ঞাত্বা প্রয়াহি ত্বং কথয়স্ব পুরন্দরম্ ॥

সুকর্ম্মোবাচ।

সমাকর্ণ্য ততঃ সূতো নৃপতেঃ পরিভাষিতম্।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ আমন্ত্র্য নৃপতিং গতঃ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস ইন্দ্রায় চ মহাত্মনে ॥ ৩১
সমাকর্ণ্য সহস্রাক্ষো যয়াতেস্তু মহাত্মনঃ।
তস্যাথ চিন্তয়ামাসানয়নার্থং দিবস্প্রতি ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

উহা বিদ্যমান থাকে। হরির পুজোপচার, ধ্যান, নিয়ম, সত্যভাব ও দান দ্বারা কায় নূতন হইয়া থাকে। কায়ের দোষ, ব্যাধি, ও দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, এবং বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচ জন্মে। সেই চক্রীর প্রসাদে এইরূপ দেহ-শৌচ জন্মে বলিয়াই আমি আর স্বর্গে গমন করিব না, এই স্থানেই স্বর্গ করিয়া লইব। আমি সেই চক্রীর প্রসাদে তপ, ভাব ও স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা এই মহীতলকে স্বর্গ করিব। ইহা অবগত হইয়া আপনি স্বর্গে গিয়া পুরন্দরকে বলুন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—দেবদূত নৃপতির এইরূপ ভাষিত শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত ও আমন্ত্রিত করত ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ নৃপতিবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সহস্রাক্ষ মহাত্মা যযাতির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গানয়নার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিপ্পল উবাচ।

গতে তস্মিন্মহাভাগে দূত ইন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।
কিং চকার স ধর্ম্মাত্মা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ১

সুকর্ম্মোবাচ।

তস্মিন্ গতে দেববরস্য দূতে
স চিন্তয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ।
আহূয় দূতান্ প্রবরান্ স সত্বরং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচ আদিদেশ ॥ ২
গচ্ছন্তু দূতাঃ প্রবরাঃ পুরোত্তমে
দেশেষু দ্বীপেষ্বখিলেষু লোকে।
কুর্ব্বন্তু বাক্যং মম ধর্ম্মযুক্তং
ব্রজন্তু লোকাঃ সুপথা হরেশ্চ ॥ ৩
ভাবৈঃ সুপুণ্যৈরমৃতোপমানৈ-
র্ধ্যানৈশ্চ জ্ঞানৈর্যজনৈস্তপোভিঃ।
যজ্ঞৈশ্চ দানৈর্মধুসূদনৈক-
মর্চ্চন্তু লোকা বিষয়ান্ বিহায় ॥ ৪
সর্ব্বত্র পশ্যন্তু মুরারিমেকং
শুষ্কেষু চার্দ্রেষ্বপি স্থাবরেষু।
অভ্রেষু ভূমৌ সচরাচরেষু
স্বীয়েষু কায়েষ্বপি জীবরূপম্ ॥ ৫

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

পিপ্পল কহিলেন,—মহাভাগ দেবদূ[ত] প্রস্থান করিলে নহুষাত্মজ ধর্ম্মাত্মা যযাতি কি করিলেন? সুকর্ম্মা কহিলেন,—দেবদূ[ত] প্রস্থান করিলে পর রাজা যযাতি চিন্তা কর[ত] স্বীয় শ্রেষ্ঠ দূতগণকে সত্বর আহ্বান করি[য়া] এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত আদেশ করিলেন যে, [হে] দূতগণ। তোমরা উত্তম নগর, দেশ, দ্বী[প] এমন কি অখিল লোকে গমনপূর্ব্বক এরূপ ভাবে আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত আদেশ প্রচা[র] কর যে, যাহাতে লোক সকল হরিপথে গমন করে। প্রজা সকল যেন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অমৃতোপম ভাব, সুপুণ্য, ধ্যান, জ্ঞান যজন, তপ, যজ্ঞ ও দান দ্বারা একমাত্র মধুসূদনের অর্চ্চনা করে। তাহারা যেন শু[ষ্ক]

দেবং তমুদ্দিশ্য দদন্তু দান-
মাতিথ্যভাবৈঃ পরিপৌষ্টিকৈশ্চ।
নারায়ণং দেববরং যজধ্বং
দোষৈর্বিমুক্তা অচিরাত্তবিষ্যথ ॥ ৬
যো মামকং বাক্যমিহৈব মানবো
লোভাদ্বিমোহাদপি নৈব কারয়েৎ।
স শাস্যতাং যাস্যতি নির্ঘৃণো ধ্রুবং
মমাপি চৌরো হি যথা নিকৃষ্টঃ ॥ ৭
আকর্ণ্য বাক্যং নৃপতেশ্চ দূতাঃ
সংহৃষ্টভাবাঃ সকলাং চ পৃথ্বীম্।
আচখ্যুরেবং নৃপতেঃ প্রণীত-
মাদেশভাবং সকলং প্রজাসু ॥ ৮
বিপ্রাদিমর্ত্ত্যাঃ অমৃতং সুপুণ্য-
মানীতমেবং ভুবি তেন রাজ্ঞা।
পিবন্তু পুণ্যং পরিবৈষ্ণবাখ্যং
দোষৈর্বিহীনং পরিণামমিষ্টম্ ॥ ৯
শ্রীকেশবং ক্লেশহরং বরেণ্য-
মানন্দরূপং পরমার্থমেবম্।
নামামৃতং দোষহরং তু রাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১০
সশঙ্খপাণিং মধুসূদনাখ্যং
তং শ্রীনিবাসং সগুণং সুরেশম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১১
শ্রীপদ্মনাভং কমলেক্ষণং চ
আধাররূপং জগতাং মহেশম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১২
পাপাপহং ব্যাধিবিনাশরূপ-
মানন্দদং দানবদৈত্যনাশনম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১৩
যজ্ঞাঙ্গরূপং চ রথাঙ্গপাণিং
পুণ্যাকরং সৌখ্যমনন্তরূপম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১৪
বিশ্বাধিবাসং বিমলং বিরামং
রামাভিধানং রমণং মুরারিম্।
নামামৃতং দোষহরন্তু রাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১৫

বা আর্দ্র স্থাবরে, অভ্রে, ভূমিতে, চরাচর সকলে এবং স্বীয় দেহেও জীবরূপী একমাত্র মুরারি অসুরারিকে অবলোকন করে। বলিবে, সেই মুরারি-উদ্দেশে দান কর, আতিথ্য কর এবং তাঁহার পূজা কর, তোমরা অচিরাৎ দোষবিমুক্ত হইবে। আর যে মানব লোভ বা মোহ বশতঃ আমার আদেশ পালন করিবে না, সেই নির্ঘৃণকে নিকৃষ্ট চোরের ন্যায় শাসন করিবে। দূতগণ রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সমগ্র পৃথিবীতে প্রজামণ্ডলীর নিকট এইরূপে তাঁহার আদেশ প্রচার করিতে লাগিল।—হে বিপ্রাদি মর্ত্ত্যগণ! রাজা যযাতি পবিত্র নির্দ্দোষ পরিণাম-মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মরূপ অমৃত ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন, আপনারা পান করুন। পরমার্থ-স্বরূপ, আনন্দরূপ বরেণ্য ক্লেশহর এবং সর্ব্ব-দোষহর শ্রীকেশব রূপ নামামৃত, রাজা যযাতি এই পৃথিবীতে আনিয়া রাখিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা পান কর। শঙ্খপাণি মধুসূদন, শ্রীনিবাস, সগুণ, সুরেশ এই সকল দোষহর নামামৃত রাজা আনিয়া রাখিয়াছেন, লোক সকল পান কর।১—১১। শ্রীপদ্মনাভ, কমলেক্ষণ, জগদাধার, মহেশ এই সকল দোষহর নামামৃত রাজা, পৃথিবীতে আনিয়া রাখিয়াছেন, হে জনগণ। তোমরা পান কর। পাপাপহ, ব্যাধিবিনাশরূপ, অনন্দদ, দানবদৈত্য-নাশন, এই সকল দোষহর নামামৃত রাজা কর্ত্তৃক আনীত রহিয়াছে, হে লোক সকল! তোমরা পান কর। যজ্ঞাঙ্গরূপ, রথাঙ্গপাণি, পুণ্যাকর, সৌখ্য, অনন্তরূপ এই সকল দোষহর নামামৃত রাজা আনয়ন করিয়া রাখিয়াছেন, লোক সকল! তোমরা পান কর। বিশ্বাধিবাস, বিমল, বিরাম, রামাভিধান, রমণ, মুরারি, এই সকল নামামৃত রাজা পৃথিবীতে আনিয়া

আদিত্যরূপং তমসাং বিনাশং
বন্ধস্য নাশং মতিপঙ্কজানাম্ ।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥ ১৬
নামামৃতং সত্যমিদং সুপুণ্য-
মধীত্য যো মানববিষ্ণুভক্তঃ ।
প্রভাতকালে নিয়তো মহাত্মা
স যাতি মুক্তিং ন হি কারণং চ ॥ ১৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে মাতা-
পিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিতে ত্রিসপ্ততি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

—

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সুকর্ম্মোবাচ ।

দূতাস্তু গ্রামেষু বদন্তি সর্ব্বে
দ্বীপেষু দেশেষথ পত্তনেষু ।
লোকাঃ শৃণুধ্বং নৃপতেস্তদাজ্ঞাং
সর্ব্বপ্রভাবৈর্হরিমর্চ্চয়ন্তু ॥ ১
দানৈশ্চ যজ্ঞৈর্ব্বহুভিস্তপোভি-
র্ধর্ম্মাভিলাষৈর্যজনৈর্ম্মনোভিঃ ।
ধ্যায়ন্তু লোকা মধুসূদনং তু
আদেশমেবং নৃপতেস্তু তস্য ॥ ২
এবং সুঘুষ্টং সকলং তু পুণ্য-
মাকর্ণিতং ভূমিমণ্ডলেষু লোকৈঃ ।
তদাপ্রভৃত্যেব যজন্তি বিষ্ণুং
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি জপন্তি মর্ত্ত্যাঃ ॥ ৩
বেদপ্রণীতৈশ্চ সুসূক্তমন্ত্রৈঃ
স্তোত্রৈঃ সুপুণ্যৈরমৃতোপমানৈঃ ।
শ্রীকেশবং তদ্গতমানসাস্তে
ব্রতোপবাসৈর্নিয়মৈশ্চ দানৈঃ ॥ ৪
বিহায় দোষান্নিজকায়চিত্ত-
বাগুদ্ভবান্ প্রেমরতাঃ সমস্তাঃ ।
লক্ষ্মীনিবাসং জগতাং নিবাসং
শ্রীবাসুদেবং পরিপূজয়ন্তি ॥ ৫
ইত্যাজ্ঞা তস্য ভূপস্য বর্ত্ততে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
বৈষ্ণবেনাপি ভাবেন জনাঃ সর্ব্বে যজন্তি তে ॥
নামভিঃ কর্ম্মভির্বিষ্ণুং যজন্তে জ্ঞানকোবিদাঃ ।
তদ্ধ্যানাস্তদ্ভাবসিতা বিষ্ণুপূজাপরায়ণাঃ ॥ ৭

রাখিয়াছেন, লোক সকল ! পান কর। আদিত্যরূপ, তমোবিনাশন, মতিপঙ্কজের বন্ধনাশক, এই সকল নামামৃত রাজা কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে, লোক সকল ! পান কর। যে বিষ্ণুভক্ত মানব সত্য সুপুণ্য এই নামামৃত প্রভাতে সংযত হইয়া পাঠ করে, সে নিশ্চিতই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; সংশয় নাই।১২-১৭

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

—

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—দূত সকল গ্রাম, দ্বীপ দেশ ও নগর সকলে গমন করিয়া বলিতে লাগিল, হে লোক সকল। তোমরা রাজা যযাতির আদেশে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির অর্চ্চনা কর। হে লোক সকল ! তোমরা দান, যজ্ঞ বহু তপস্যা, ধর্ম্মাভিলাষ, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যজন—এই সকল দ্বারা মধুসূদনের ধ্যান কর, রাজা যযাতির এইরূপই আদেশ। রাজা যযাতির এই প্রকার ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ প্রজা সকল তদবধি বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান, বিষ্ণুগুণগান, ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ১-৩। বেদপ্রণীত সূক্তমন্ত্র, ও সুপুণ্য অমৃতোপম স্তোত্র দ্বারা লোক সকল তদ্গতমানসে ব্রতোপবাস, নিয়ম ও দান নিরত হইয়া শ্রীকেশবের পূজা করিতে লাগিল। তাহারা কায়মনোবাক্যোদ্ভব দোষ সকল পরিত্যাগ করত প্রেমনিরত হইয়া শ্রীনিবাস জগন্নিবাস বাসুদেবকে পূজা করিতে লাগিল। ক্ষিতিমণ্ডলে এইরূপে রাজাজ্ঞা বিরাজ করিতে থাকিলে প্রজাগণ বৈষ্ণ ভাবভাবিত হইয়া জয়যুক্ত হইতে লাগিল। জ্ঞানকোবিদগণ

যাবদ্ভূমণ্ডলং সর্ব্বং যাবত্তপতি ভাস্করঃ।
তাবদ্ধি মানবা লোকাঃ সর্ব্বে ভাগবতা বভুঃ ॥
বিষ্ণোর্ধ্যানপ্রভাবেন পূজাস্তোত্রেণ নামতঃ।
আধিব্যাধিবিহীনাস্তে সঞ্জাতা মানবাস্তদা ॥ ৯
বীতশোকাশ্চ পুণ্যাশ্চ সর্ব্বে চৈব তপোধনাঃ।
সঞ্জাতা বৈষ্ণবা বিপ্র প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ ॥ ১০
আময়ৈশ্চ বিহীনাস্তে দোষৈ রোষৈশ্চ বর্জ্জিতাঃ
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাপন্নাঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য সঞ্জাতা মানবাস্তদা।
অমরা নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥ ১২
মর্ত্ত্যা বিষ্ণুপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রৈরলঙ্কৃতাঃ।
তেষামেব মহাভাগ গৃহদ্বারেষু নিত্যদা ॥ ১৩
কল্পদ্রুমাঃ সুপুণ্যাস্তে সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ সচিন্তামণয়স্তথা ॥ ১৪
সন্তি তেষাং গৃহে পুণ্যাঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কাঃ।
অমরা মানবা জাতাঃ পুত্রপৌত্রৈরলঙ্কৃতাঃ ॥১৫
সর্ব্বদোষবিহীনাস্তে বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্নাঃ পুণ্যমঙ্গলসংযুতাঃ ॥ ১৬
সুপুণ্যা দানসম্পন্না জ্ঞানধ্যানপরায়ণাঃ।
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্ ॥১৭
তস্মিন্ শাসতি ধর্ম্মজ্ঞে যযাতৌ নৃপতৌ তদা
বৈষ্ণবা মানবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুব্রতপরায়ণাঃ ॥ ১৮
তদ্ধ্যানাস্তদ্গতাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতা ভাবতৎপরাঃ।
তেষাং গৃহাণি দিব্যানি পুণ্যানি দ্বিজসত্তম ॥ ১৯
পতাকাভিঃ সুশুভ্রাভিঃ শঙ্খযুক্তানি তানি বৈ।
গদাঙ্কিতধ্বজাভিশ্চ নিত্যং চক্রাঙ্কিতানি চ ॥
পদ্মাঙ্কিতানি ভাসন্তে বিমানপ্রতিমানি চ।
গৃহাণি ভিত্তিভাগেষু চিত্রিতানি সুচিত্রকৈঃ ॥
সর্ব্বত্র গৃহদ্বারেষু পুণ্যস্থানেষু সত্তমাঃ।
বনানি সন্তি দিব্যানি শাদ্বলানি শুভানি চ ॥২২
তুলস্যা চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তেষু কেশবমন্দিরৈঃ।
ভাসন্তে পুণ্যদিব্যানি গৃহাণি প্রাণিনাং সদা ॥
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবো ভাবো মঙ্গলো বহু দৃশ্যতে।
শঙ্খশব্দাশ্চ ভূলোকে মিথঃ স্ফোটরবৈঃ সুখে ॥
শ্রূয়ন্তে তত্র বিপ্রেন্দ্র দোষপাপবিনাশকাঃ।
শঙ্খস্বস্তিকপদ্মানি গৃহদ্বারেষু ভিত্তিষু ॥ ২৫
বিষ্ণুভক্ত্যা চ নারীভির্লিখিতানি দ্বিজোত্তম।
গীতরাগসুবর্ণৈশ্চ মূর্চ্ছনাতানসুস্বরৈঃ ॥ ২৬

তদ্ধ্যাননিরত, তদ্বাবসিত ও তৎপরায়ণ হইয়া নাম কীর্ত্তন ও তদনুকূল কর্ম্মসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। যাবৎ ভূমণ্ডলস্থিতি এবং যাবৎ ভাস্কর তাপ প্রদান করেন, তাবৎকাল যাবৎ লোক সকল ভগবৎপরায়ণ হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকিল। এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, পূজা, স্তোত্রপাঠ ও নামমহিমায় মানবগণ আধিব্যাধিবিহীন হইয়া উঠিল। এইরূপে চক্রীর প্রসাদে সকলে বীতশোক, পবিত্র, তপোধন, বৈষ্ণব, নীরোগ, নির্দোষ, রোষবর্জ্জিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, অমর, নির্জ্জর, ধনধান্যসমন্বিত, ও পুত্রপৌত্রবান, হইয়া উঠিল। হে মহাভাগ! তাঁহাদের গৃহদ্বারে সর্ব্বকামফলপ্রদ কল্পদ্রুম ও চিন্তামণি কামদুঘা ধেনু সকল নিত্য বিরাজিত হইল। বিষ্ণুপ্রসাদে সর্ব্বদোষবিহীন মানবগণ পুত্রপৌত্রে অলঙ্কৃত, অমর, সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন, পুণ্যমঙ্গলসংযুক্ত, সুপুণ্য, দানসম্পন্ন ও জ্ঞান-ধ্যানপরায়ণ হইয়া উঠিল। রাজা যযাতি এইরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে তখন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, এবং প্রজাগণের অকালমরণ ছিল না। সমস্ত মানব বৈষ্ণব, বিষ্ণুব্রতপরায়ণ, বিষ্ণুধ্যাননিরত, বিষ্ণুগতচিত্ত এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়াছিল। হে দ্বিজসত্তম! তাহাদের শঙ্খচক্রপদ্মাঙ্কিত পবিত্র গৃহ সকল শুভ্র পতাকা ও গদাঙ্কিত ধ্বজ সকল দ্বারা বিমান সদৃশ শোভিত হইয়াছিল। সুচিত্রকগণ গৃহ সকলের ভিত্তিভাগ এইরূপে চিত্রিত করিয়াছিল। ৪—২১। সর্ব্বত্রই গৃহদ্বারসমূহে এবং পুণ্যস্থানসমূহে দিব্য উপবন সকল ও মনোরম শাদ্বল সকল শোভা পাইয়াছিল। প্রজাগণের প্রতিগৃহেই তুলসী ও বিষ্ণুমন্দির দ্বারা শোভিত হইত। সেই সময় মঙ্গলজনক বৈষ্ণবভাব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইত, স্ফোটরবের সহিত সর্ব্বত্রই দোষপাপবিনাশক শঙ্খশব্দ শ্রুত হইত, এবং বিষ্ণুভক্তিমতী নারীগণ গৃহদ্বারসমূহে

গায়ন্তি কেশবং লোকা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৭
হরিং মুরারিং প্রবদন্তি কেশবং
শ্রীত্যাজিতং মাধবমেব চান্যে ।
শ্রীনারসিংহং কমলেক্ষণং তং
গোবিন্দমেকং কমলাপতিঞ্চ ॥ ২৮
কৃষ্ণং শরণ্যং শরণং জপন্তি
রামঞ্চ জপৈঃ পরিপূজয়ন্তি ।
দণ্ডপ্রণামৈঃ প্রণমন্তি বিষ্ণুং
তদ্ধ্যানযুক্তাঃ পরবৈষ্ণবাস্তে ॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিতে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সুশর্ম্মোবাচ ।

বিষ্ণুং কৃষ্ণং হরিং রামং মুকুন্দং মধুসূদনম্‌ ।
নারায়ণং বিষ্ণুরূপং নারসিংহং তমচ্যুতম্‌ ॥ ১
কেশবং পদ্মনাভঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বামনম্‌ ।
বারাহং কমঠং মৎস্যং হৃষীকেশং সুরাধিপম্‌ ॥
বিশ্বেশং বিশ্বরূপঞ্চ অনন্তমনঘং শুচিম্‌ ।
পুরুষং পুষ্করাক্ষঞ্চ শ্রীধরং শ্রীপতিং হরিম্‌ ॥ ৩
শ্রীনিবাসং পীতবাসং মাধবং মোক্ষদং প্রভুম্‌ ।
ইত্যেবং হি সমুচ্চারং নামভির্ম্মানবাঃ সদা ॥ ৪
প্রকুর্ব্বন্তি নরাঃ সর্ব্বে বালবৃদ্ধাঃ কুমারিকাঃ ।
স্ত্রিয়ো হরিং সুগায়ন্তি গৃহকর্ম্মরতাঃ সদা ॥ ৫
আসনে শয়নে যানে ধ্যানে বচসি মাধবম্‌ ॥
ক্রীড়মানাস্তথা বালা গোবিন্দং প্রণমন্তি তে ।
দিবারাত্রৌ সুমধুরং রুবন্তি হরিনাম চ ।
বিষ্ণুচ্চারো হি সর্ব্বত্র শ্রূয়তে দ্বিজসত্তম ॥ ৭
বৈষ্ণবেন প্রভাবেন মর্ত্ত্যা বর্ত্তন্তি ভূতলে ।
প্রাসাদকলশাগ্রেষু দেবতায়তনেষু চ ॥ ৮
যথা সূর্য্যস্য বিম্বানি তথা চক্রাণি ভান্তি চ ।
বৈকুণ্ঠে দৃশ্যতে ভাবস্তদ্ভাবং জগতীতলে ॥ ৯
তেন রাজ্ঞা কৃতং বিপ্র পুণ্যঞ্চাপি মহাত্মনা ।
বিষ্ণুলোকস্য সমতাং তথা নীতং মহীতলম্‌ ॥ ১০
নহুষস্যাপি পুত্রেণ বৈষ্ণবেন যযাতিনা ।

শঙ্খস্বস্তিকপদ্মাদিচিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ লোক সকল মুচ্ছনাতালনয়যুক্ত সুপদরচিত কেশবমহিমা সুস্বরে গান করিত। পরম বৈষ্ণব লোক সকল ধ্যাননিরত হইয়া হরি, মুরারি, কেশব, মাধব, শ্রীনারসিংহ, কমলেক্ষণ, গোবিন্দ, কমলাপতি, কৃষ্ণ, শরণ্য, শরণ এবং রামকে কীর্ত্তন করিত, জপ করিত, পূজা করিত এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিত। ২২—২৯।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সুশর্ম্মা কহিলেন,—বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হরি, রাম, মুকুন্দ, মধুসূদন, নারায়ণ, বিষ্ণুরূপ, নারসিংহ, অচ্যুত, কেশব, পদ্মনাভ বাসুদেব, বামন, বারাহ, কমঠ, মৎস্য, হৃষীকেশ, সুরাধিপ, বিশ্বেশ, বিশ্বরূপ, অনন্ত, অনঘ, শুচি, পুরুষ, পুষ্করাক্ষ, শ্রীধর, শ্রীপতি, হরি, শ্রীনিবাস, পীতবাস, মাধব, মোক্ষদ ও প্রভু, এই সকল নাম বালবৃন্দ, কুমারী ও সকল মানব সর্ব্বদা উচ্চারণ করিত। যোষিদ্‌গণ গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিত; উপবেশন, শয়ন, যান, ধ্যান, কথন, ইত্যাদিতে সবলে মাধব স্মরণ করিত; বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে গোবিন্দকে প্রণাম করিত। দিবারাত্রি সকলে হরিনাম গান করিত। কেবল বিষ্ণুনামোচ্চারণ তখন সর্ব্বত্র শ্রুত হইত। মর্ত্ত্যগণ ভূতলে সর্ব্বদা বৈষ্ণবভাবেই বিভোর থাকিত; প্রাসাদকলশাগ্রে এবং দেবায়তন সকলে সূর্য্যবিম্বের ন্যায় বিষ্ণুচক্র দীপ্ত পাইত; বৈকুণ্ঠে যেরূপ ভাব, এই জগতীতলেও ঠিক সেইভাব হইয়াছিল। সে নহুষপুত্র বৈষ্ণব রাজা যযাতি এইরূপে মহৎ পুণ্য করিয়াছিলেন। তিনি এই মহীতলকে বিষ্ণুলোক সদৃশ করিয়া-

উভয়োর্লোকয়োর্ভাবমেকীভূতং মহীতলম্ ॥ ১১
ভূতলস্যাপি বিষ্ণোশ্চ অন্তরং নৈব দৃশ্যতে।
বিষ্ণুচ্চারং তু বৈকুণ্ঠে যথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥
ভূতলে তাদৃশোচ্চারং প্রকুর্ব্বন্তি চ মানবাঃ।
উভয়োর্লোকয়োর্বিপ্র একভাবঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ১৩
জরারোগভয়ং নাস্তি মৃত্যুহীনা নরা বভুঃ।
দানভোগপ্রভাবশ্চ অধিকো দৃশ্যতে ভুবি ॥ ১৪
পুত্রাণাস্তু সুখং পুণ্যমধিকং পৌত্রজং নরাঃ।
প্রভুঞ্জন্তি সুখেনাপি মানবা ভুবি সত্তম ॥ ১৫
বিষ্ণোঃ প্রসাদদানেন উপদেশেন তস্য চ।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তা মানবা বৈষ্ণবাঃ সদা ॥ ১৬
স্বর্গলোকপ্রভাবে হি কৃতো রাজ্ঞা মহীতলে
পঞ্চবিংশপ্রমাণেন বর্ষাণি নৃপসত্তম ॥ ১৭
গদৈহীনা নরাঃ সর্ব্বে জ্ঞানধ্যানপরায়ণাঃ।
যজ্ঞদানপরাঃ সর্ব্বে দয়াভাবাশ্চ মানবাঃ ॥ ১৮
উপকাররতাঃ পুণ্যা ধন্যাস্তে কীর্ত্তিভাজনাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মপরা বিপ্র বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ।
রাজ্ঞা তেনোপদিষ্টাস্তে সঞ্জাতা বৈষ্ণবা ভুবি ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল চরিত্রং তস্য ভূপতেঃ ॥ ২০
সর্ব্বধর্ম্মপরো নিত্যং বিষ্ণুভক্তশ্চ নাহুষিঃ।
অব্দানাং তত্র লক্ষং হি তস্যাপোবং গতং ভুবি
নূতনো দৃশ্যতে কায়ঃ পঞ্চবিংশাব্দিকো যথা।
পঞ্চবিংশাব্দিকো ভাতি রূপেণ বয়সা তদা ॥ ২২
প্রবলঃ প্রৌঢ়সম্পন্নঃ প্রসাদাৎ তস্য চক্রিণঃ।
মানুষা ভুবমাস্থায় যমং নৈব প্রয়ান্তি তে ॥ ২৩
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তাঃ ক্লেশপাশবিবর্জ্জিতাঃ।
সুখিনো দানপুণ্যৈশ্চ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ২৪
বিস্তারং তে জনাঃ সর্ব্বে সন্ততাপি গতা নৃপ
যথা দূর্ব্বা বটাশ্চৈব বিস্তারং যান্তি ভূতলে ॥ ২৫
তথা তে মানবাঃ সর্ব্বে পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবিস্তৃতাঃ
মৃত্যুদোষবিহীনাস্তে চিরং জীবন্তি বৈ জনাঃ
স্থিরকায়াশ্চ সুখিনো জরারোগবিবর্জ্জিতাঃ।
পঞ্চবিংশাব্দিকাঃ সর্ব্বে নরা দৃশ্যন্তি ভূতলে ॥

ছিলেন। এই লোকে উভয় লোকের ভাব একীভূত হইয়াছিল, ভূতল ও বিষ্ণুর অন্তর দেখা যায় নাই, বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠে যেরূপ বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, মানবগণ ভূতলে সেইরূপ করিত। ফলতঃ তখন উভয় লোকের একীভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। জরা, রোগ ভয় ছিল না; নরগণ মৃত্যুহীন হইয়া দীপ্তি পাইত; দানভোগের প্রভাব ভূরি পরিমাণে দেখা যাইত। মানবগণ পুত্রপৌত্রজনিত সুখ অবাধে ভোগ করিত, বিষ্ণুপ্রসাদ ও তদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব লোক সকল সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত হইত। এইরূপে তিনি মহীতলকে স্বর্গলোক তুল্য করিয়াছিলেন। জনগণ তখন সকলেই পঞ্চবিংশবয়স্কবৎ তরুণ শরীরে বহুবর্ষ জীবিত থাকিত। সকল লোকেই নীরোগ, জ্ঞানবান, ধ্যাননিরত, যজ্ঞদানপরায়ণ, দয়ালু, পরোপকারী, পুণ্য, ধন্য, কীর্ত্তিভাজন, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও বিষ্ণুধ্যানতৎপর হইয়াছিল। এইরূপে লোক সকল সেই রাজা যযাতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ৭—১৯। বিষ্ণু কহিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! সেই রাজা যযাতির চরিত্র শ্রবণ করুন, সেই রাজা যযাতি নিত্য সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি ভূতলে লক্ষ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক তরুণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। তিনি চক্রীর প্রভাবে বহুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মানবগণ যমালয়ে যাইত না, সকলে রাগ-দ্বেষ বর্জ্জিত ছিল। ক্লেশপাশে কাহাকেও আবদ্ধ হইতে হইত না, সকলেই সুখী, দানী, পুণ্যবান্ ও সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তখন সন্তানসন্ততি দ্বারা সকলেরই বংশবিস্তৃতি হইত, দূর্ব্বা ও বটবৃক্ষ যেমন বিস্তৃতি লাভ করে, তেমনি মানববংশ পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিত। সকলেই মৃত্যুদোষবর্জ্জিত হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিত, সকলেই স্থিরকায়, সুখী ও জরারোগবর্জ্জিত ছিল, সকলকেই পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্কবৎ দেখা যাইত, এবং সকলেই

সত্যাচারপরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ।
এবং সর্ব্বে চ মর্ত্ত্যাস্তে প্রসাদাৎ তস্য চক্রিণঃ
সঞ্জাতা মানবাঃ সর্ব্বে দানভোগপরায়ণাঃ।
মৃতো ন শ্রূয়তে লোকে মর্ত্ত্যঃ কোঽপি নরোত্তম॥ ২৯
শোকং নৈব প্রপশ্যন্তি দোষং নৈব প্রয়ান্তি তে
যদ্রূপং স্বর্গলোকস্য তদ্রূপং ভূতলস্য চ॥ ৩০
সঞ্জাতং মানবশ্রেষ্ঠ প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ।
বিভ্রষ্টা যমদূতাস্তে বিষ্ণুদূতৈশ্চ তাড়িতাঃ॥৩১
রুদমানা গতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মরাজং পরস্পরম্।
তৎসর্ব্বং কথিতং দূতৈশ্চেষ্টিতং ভূপতেস্তু তৈঃ
অমৃত্যু ভূতলং জাতং দানভোগেন ভাস্করে॥
নহুষস্যাত্মজেনাপি কৃতং দেব যযাতিনা॥ ৩৩
বিষ্ণুভক্তেন পুণ্যেন স্বর্গরূপং প্রদর্শিতম্।
এবমাকর্ণিতং সর্ব্বং ধর্ম্মরাজেন বৈ তদা॥ ৩৪
ধর্ম্মরাজস্তদা তত্র দূতেভ্যঃ শ্রুতবিস্তরঃ।
চিন্তয়ামাস সর্ব্বার্থং শ্রুত্বৈবং নৃপচেষ্টিতম্॥ ৩৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

সত্যাচার ও বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ছিল। চক্রীর প্রসাদে সকলেই তখন সর্ব্বদা দানভোগপরায়ণ থাকিত। হে নরোত্তম! তখন 'কেহ মরিয়াছে' বলিয়া এমন কথা শ্রুতিগোচর হইত না, শোক ছিল না, দোষ ছিল না, স্বর্গও যেমন, ভূতলও তেমনি ছিল। সুতরাং বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক যমদূতগণ বিভ্রষ্ট ও তাড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে যমরাজের নিকট গিয়া যযাতির চেষ্টিত বিজ্ঞাপন করে। তাহারা বলে, হে রবিনন্দন! ভূতলে আর মৃত্যু নাই, দান-ভোগ দ্বারা রাজা যযাতি নহুষের পুত্র এরূপ করিয়াছে। সে বিষ্ণুভক্ত, অতি পবিত্র; সে পৃথিবীকে স্বর্গের মত করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ দূতগণের নিকট হইতে রাজা যযাতির এবম্ভূত প্রভাব অবগত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।২০-৩৫

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুশর্ম্মোবাচ।

সৌরির্দ্দূতৈস্তথা সর্ব্বৈঃ সহ স্বর্গং জগাম সঃ।
দ্রষ্টুং তত্র সহস্রাক্ষং দেববৃন্দৈঃ সমাবৃতম্॥ ১
ধর্ম্মরাজং সমায়ান্তং দদর্শ সুররাট্ তদা।
সমুত্থায় ত্বরাযুক্তো দত্ত্বা চার্ঘ্যমনুত্তমম্॥ ২
পপ্রচ্ছাগমনং তস্য ধর্ম্মস্য মমাগ্রতঃ।
সমাকর্ণ্য মহদ্বাক্যং দেবরাজস্য ভাষিতম্।
ধর্ম্মরাজোঽব্রবীৎ সর্ব্বং যযাতেশ্চরিতং মহৎ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

শ্রূয়তাং দেবদেবেশ যস্মাদাগমনং মম॥ ৪
কথয়াম্যহমত্রাপি যেনাহমাগতস্তব।
নহুষস্যাত্মজেনাপি বৈষ্ণবেন মহাত্মনা॥ ৫
বৈষ্ণবাশ্চ কৃতা মর্ত্ত্যা যে বসন্তি মহীতলে।
বৈকুণ্ঠস্য সমং রূপং মর্ত্ত্যলোকস্য বৈ কৃতম্॥ ৬
অমরা মানবা জাতা জরারোগবিবর্জ্জিতাঃ।
পাপমেব ন কুর্ব্বন্তি অসত্যং ন বদন্তি তে॥ ৭

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

সুকর্ম্মা কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ সৌরি স্বীয় দূতগণপরিবৃত হইয়া দেববৃন্দপরিবৃত দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। সুররাজ সভায় ধর্ম্মরাজকে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বর গাত্রোত্থান করত উত্তম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আপনার আগমনকারণ ব্যক্ত করুন। ধর্ম্মরাজ সুররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যযাতির সমস্ত চেষ্টিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আমার আগমনকারণ শ্রবণ করুন, আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি। পরম বৈষ্ণব মহাত্মা নহুষাত্মজ রাজা যযাতি মহীতলস্থ সমুদয় মর্ত্ত্যকে বৈষ্ণব করিয়াছেন। তিনি মর্ত্ত্যলোককে বৈকুণ্ঠের ন্যায় করিয়াছেন। মানবগণ জরারহিত হইয়া অমর হইয়াছে। তাহারা

কামক্রোধবিহীনাস্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতাঃ।
দানশীলা মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৮
সর্ব্বধর্ম্মৈঃ সমর্চ্চন্তি নারায়ণমনাময়ম্।
তেন বৈষ্ণবধর্ম্মেণ মানবা জগতীতলে॥ ৯
নিরাময়া বীতশোকাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ।
দূর্ব্বা বটা যথা দেব বিস্তারং যান্তি ভূতলে॥ ১০
তথা তে বিস্তরং প্রাপ্তাঃ পুত্রপৌত্রৈঃ প্রপৌত্রকৈঃ।
তেষাং পুত্রৈঃ প্রপৌত্রৈশ্চ বংশাদ্বংশান্তরং গতাঃ॥ ১১
এবং হি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
মর্ত্ত্যলোকঃ কৃতস্তেন নহুষস্যাত্মজেন বৈ॥ ১২
পদভ্রষ্টোঽস্মি সঞ্জাতো ব্যাপারেণ বিবর্জ্জিতঃ
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং মম কর্ম্মবিনাশনম্॥১৩
এবং জ্ঞাত্বা সহস্রাক্ষ লোকস্যাস্য হিতং কুরু।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা পৃষ্টোঽস্মি বৈ ত্বয়া
এতস্মাৎ কারণাদিন্দ্র আগতস্তব সন্নিধৌ ১৪

ইন্দ্র উবাচ।
পূর্ব্বমেব ময়া দূত আগমায় মহাত্মনঃ॥ ১৫
প্রেষিতো ধর্ম্মরাজেন্দ্র দূতেনাস্যাপি ভাষিতম্
নাহং স্বর্গসুখস্যার্থী নাগমিষ্যে দিবং পুনঃ॥১৬
স্বর্গরূপং করিষ্যামি সর্ব্বং তদ্ভূমিমণ্ডলম্।
ইত্যাচচক্ষে ভূপালঃ প্রজাপাল্যং করোতি সঃ
তস্য ধর্ম্মপ্রভাবেন ভীতস্তিষ্ঠামি সর্ব্বদা॥ ১৭

ধর্ম্ম উবাচ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তমানয় সুভূপতিম্॥ ১৮
দেবরাজ মহাভাগ যদীচ্ছসি মম প্রিয়ম্।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ধর্ম্মস্যাপি সুরাধিপঃ॥ ১৯
চিন্তয়ামাস মেধাবী সর্ব্বতত্ত্বেন ভূপতে।
কামদেবং সমাহূয় গন্ধর্ব্বাংশ্চ পুরন্দরঃ॥ ২০
মকরন্দং রতিং দেব আনিনায় মহামনাঃ।
তথা কুরুত বৈ যূয়ং যথাগচ্ছতি ভূপতিঃ॥ ২১
যূয়ং গচ্ছন্তু ভূর্লোকং ময়াদিষ্টা ন সংশয়ঃ॥ ২২

কাম উবাচ।
যুবয়োস্ত প্রিয়ং পুণ্যং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।

আর কেহ পাপ করে না বা অসত্য কথাও কেহ মুখে আনে না। সকলেই কামক্রোধ-বিহীন এবং লোভমোহবর্জ্জিত হইয়াছে। সকলেই দানশীল মহাত্মা এবং সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে অনাময় নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেছে। সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা নিরাময়, বীতশোক, ও স্থিরযৌবন হইয়া দূর্ব্বা বা বটরক্ষের ন্যায় পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ বংশ হইতে বংশান্তরগত হইয়াছে। এইরূপে রাজা যযাতি সকল মর্ত্ত্যকেই বৈষ্ণব ও জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমি পদভ্রষ্ট ও ব্যাপার-বর্জ্জিত হইয়াছি। এই আমি আমার কর্ম্মযোগের কথা সমুদয় ব্যক্ত করিলাম, এখন আপনি অবগত হইয়া লোকহিত বিধান করুন। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। হে দেবেন্দ্র! এই কারণেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ১—১৪। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ। আমি পূর্ব্বেই রাজা যযাতিকে স্বর্গে আনয়ন জন্য দূত পাঠাইয়াছিলাম। দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার কথা আমায় এইরূপ বলিয়াছিল, "আমি স্বর্গসুখার্থী নহি, সুতরাং আমি স্বর্গে গমন করিব না। আমি ভূমণ্ডল-কেই স্বর্গতুল্য করিব।" ভূপাল যযাতি তখন এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি উক্ত প্রকারে প্রজাপালন করিতেছেন; তাঁহার প্রভাবে আমি ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ধর্ম্ম-রাজ কহিলেন,—হে সুররাজ! আপনি যদি আমার হিত কামনা করেন, তবে যে কোন উপায়ে তাঁহাকে আনয়ন করুন। সুররাজ ধর্ম্মরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতো-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কামদেব, গন্ধর্ব্বগণ, মকরন্দ ও রতিকে আন-য়ন করাইলেন; এবং বলিলেন,—ভূপতি যযাতি যাহাতে আগমন করেন, আপনারা তাহা করুন। আপনারা আমার আদেশে

রাজানং পশ্য মাক্ষৈব স্থিতক্ষৈব সমায়ুধি।
তথেত্যুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে যত্র রাজা স নাহুষঃ।
নটরূপেণ তে সর্ব্বে কামাদ্যাঃ কর্ম্মণা দ্বিজ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈব তে চ উচুঃ সুনাটকম্ ॥২৪
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
সভাং চকার মেধাবী দেবরূপাং সুপণ্ডিতৈঃ ॥২৫
সমায়াতঃ স্বয়ং ভূপো জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদঃ।
তেষাং তু নাটকং রাজা পশ্যমানঃ স নাহুষিঃ
চরিত্রং বামনস্যাপি উৎপত্তিং বিপ্ররূপিণঃ।
রূপেণাপ্রতিমা লোকে সুস্বরং গীতমুত্তমম্ ॥ ২৭
গায়মানা জরা রাজন নার্য্যা রূপেণ বৈ তদা।
তস্যা গীতবিলাসেন হাস্যেন ললিতেন চ ॥ ২৮
মধুরালাপতস্তস্য কন্দর্পস্য চ মায়য়া।
মোহিতস্তেন ভাবেন দিব্যেন চরিতেন চ ॥ ২৯
বলেশ্চৈব যথা রূপং বিন্ধ্যাবল্যা যথা পুরা ॥
বামনস্য যথা রূপং চক্রে মারোঽথ তাদৃশম্ ॥
সূত্রধারঃ স্বয়ং কামো বসন্তঃ পারিপার্শ্বকঃ।
নটীবেষধরা জাতা সা রতিহৃষ্টবল্লভা ॥ ৩১
নেপথ্যান্তশ্চরী রাজন সা তস্মিন্ নৃত্যকর্ম্মণি
মকরন্দো মহাপ্রাজ্ঞঃ ক্ষোভয়ামাস ভূপতিম্ ॥
যথা যথা পশ্যতি নৃত্যমুত্তমং
গীতং সমাকর্ণতি স ক্ষিতীশঃ।
তথা তথা মোহিতবান স ভূপতি-
র্নটীপ্রণীতেন মহানুভাবঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

ভূলোকে গমন করুন, অন্যথা করিবেন না। কাম বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই আপনাদের উভয়ের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব, রাজাকে ও আমাকে যুদ্ধোপস্থিত বলিয়াই জানুন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা যথায় রাজা যযাতি অবস্থিত, তথায় গমন করিলেন। নটরূপে তাঁহারা রাজা যযাতির সভায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করত নাটকাভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহাদের সেই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতি রাজা যযাতি সুপণ্ডিতগণ দ্বারা দেবসভা তুল্য সভা নির্ম্মাণ করিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞান-পণ্ডিত বলিয়া নাটকাভিনয় দর্শন জন্য তিনি স্বয়ং ঐ সভায় সমুপস্থিত হইলেন। বিপ্ররূপী বামন-চরিত ও তাঁহার উৎপত্তি বিষয়ক অভিনয় হইতে লাগিল। জরা অপ্রতিম রূপবতী নারীর বেশ ধারণ করিয়া সুস্বরে উত্তম গান গাহিতে লাগিল। তাহার সেই কন্দর্পমায়াময় গীতবিলাস, হাস্য ললিত, মধুরালাপ, দিব্য চরিত ও দিব্যভাবে রাজা মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে বলি, বিন্ধ্যাবলি ও বামনের যেরূপ রূপ ছিল, কন্দর্প ও ঠিক সেইরূপই অভিনয় করিতে লাগিলেন। এই অভিনয়ে সূত্রধার স্বয়ং কাম, বসন্ত পারিপার্শ্বিক আর হৃষ্টবল্লভা স্বয়ং রতি হইলেন নটী। নেপথ্যান্তরচারিণী রতি নৃত্যকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মকরন্দ রাজাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। রাজা যযাতি যেমন যেমন সেই উত্তম নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি নটীপ্রণীত অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৫—৩৩।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুকর্ম্মোবাচ।
কামস্য গীতলাস্যেন হাস্যেন ললিতেন চ।
মোহিতো রাজরাজেন্দ্রো নটরূপেণ পিপ্পল ॥ ১
কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ স রাজা নহুষাত্মজঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাসনে উপবিষ্টবান্ ॥ ২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,— হে পিপ্পল! রাজেন্দ্র যযাতি এইরূপে কন্দর্পের নৃত্য লাস্য হাস্য ও ললিত দ্বারা মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে তিনি মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাদ-

তদনন্তরং তু সম্প্রাপ্য সঞ্চচার জরা নৃপম্।
কামেনাপি নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকার্য্যং কৃতং হিতম্॥ ৩
নিবৃত্তে নাটকে তস্মিন্ গতেষু তেষু ভূপতিঃ।
জরাভিভূতো ধর্ম্মাত্মা কামসংসক্তমানসঃ॥ ৪
মোহিতঃ কামমোহেন বিহ্বলো বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
অতীবমুগ্ধো ধর্ম্মাত্মা বিষয়েশ্চাপবাহিতঃ॥ ৫
একদা তু গতো রাজা মৃগয়াব্যসনাতুরঃ।
বনে চ ক্রীড়তে সোঽপি মোহবাগবশং গতঃ॥
সরসং ক্রীড়মানস্য নৃপতেশ্চ মহাত্মনঃ।
মৃগশ্চৈকঃ সমায়াতশ্চতুঃশৃঙ্গো হ্যনোপমঃ॥ ৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রাজন্ হেমরূপতনূরুহঃ।
রত্নজ্যোতিঃ সুচিত্রাঙ্গো দর্শনীয়ো মনোহরঃ॥
অভ্যধাবৎ স বেগেন বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
ইতি মন্যত মেধাবী কোঽপি দৈত্যঃ সমাগতঃ॥
মৃগেণ চ স কেনাপি দূরমাকর্ষিতো নৃপঃ।
অনুঃ স রথবেগেন শ্রমেণ পরিপীড়িতঃ॥ ১০
বীক্ষমাণস্য তস্যাপি মৃগশ্চান্তরধীয়ত।

স পশ্যতি বনং তত্র নন্দনোপমমদ্ভুতম্॥ ১১
চারুবৃক্ষসমাকীর্ণং ভৃতপঙ্ককশোভিতম্।
গুরুভিশ্চন্দনৈঃ পুণ্যৈঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ॥ ১২
বকুলাশোকপুন্নাগৈর্নারিকেলৈশ্চ তিন্দুকৈঃ।
পূগীফলৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ কুমুদৈঃ সপ্তপর্ণকৈঃ॥ ১৩
পুষ্পিতৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ নানাবৃক্ষৈঃ সদাফলৈঃ।
পুষ্পিতামোদসংযুক্তৈঃ কেতকৈঃ পাটলৈস্তথা॥
বীক্ষমাণো মহারাজ দদর্শ সর উত্তমম্।
পুণ্যোদকেন সম্পূর্ণং বিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনম্॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং জলপক্ষিবিনাদিতম্।
কমলৈশ্চাপি মুদিতং শ্বেতোৎপলবিরাজিতম্॥
রক্তোৎপলৈঃ শোভমানং হাটকোৎপলমণ্ডিতম্।
নীলোৎপলৈঃ প্রকাশিতং কহ্লারৈরতিশোভিতম্
মত্তৈর্মধুকরৈশ্চাপি সর্ব্বত্র পরিনাদিতম্।
এবং সর্ব্বগুণোপেতং দদর্শ সর উত্তমম্॥ ১৮
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং দশযোজনদীর্ঘকম্।
তড়াগং সর্ব্বতোভদ্রং দিব্যভাবৈরলঙ্কৃতম্॥ ১৯

শোচনা করয়াই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই অবকাশে জরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কাম এইরূপে দেবেন্দ্রের হিতসাধন করিলেন। নাটকাভিনয় সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলে ধর্ম্মাত্মা নৃপতি যযাতি জরাভিভূত হইয়া অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তিনি কামমোহিত, বিহ্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়কর্ম্মে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন। একদা তিনি ঐরূপ অবস্থাতেই মৃগয়াব্যসনাতুর হইয়া বনগমন করত মোহবাগবশে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নৃপ এই ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকিলে এক মৃগ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ মৃগ চতুঃশৃঙ্গ, অনুপম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, স্বর্ণময় লোমরাজি বিরাজিত রত্নজ্যোতিঃ সুচিত্রাঙ্গ, দর্শনীয় ও মনোহর। রাজা ঐ মৃগকে দেখিয়া কোন দৈত্য সমাগত, মনে করিয়া সশর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। মৃগও রাজাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিল। বহুদূর অনুসরণ করিয়া রাজা রথবেগজনিত শ্রমে খিন্ন হইয়া পড়িলেন। ১—১০। এদিকে দেখিতে দেখিতে মৃগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। নৃপতি তথায় এক নন্দনোপম অদ্ভুত বন দেখিতে পাইলেন। ঐ বন চারুবৃক্ষসমাকীর্ণ, ভৃতপঙ্ককশোভিত, এবং পুণ্য গুরুচন্দন-কদলীখণ্ড মণ্ডিত, বকুল, অশোক, পুন্নাগ, নারিকেল, তিন্দুক, পূগীফল, খর্জ্জুর, কুমুদ, সপ্তপর্ণক, পুষ্পিত কর্ণিকার, সদাফল নানাবৃক্ষ, পুষ্পিতামোদসংযুক্ত কেতক, পাটল প্রভৃতি বৃক্ষে শোভিত। মহারাজ যযাতি এহেন বন দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে এক উত্তম সরোবর দর্শন করিলেন। ঐ সরোবর পুণ্যজলে পরিপূর্ণ, পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ, হংস কারণ্ডবাদি জলবিহঙ্গকুলে আকীর্ণ ও নিনাদিত; কমলকুলে প্রমোদিত, শ্বেতোৎপল রক্তোৎপল স্বর্ণোৎপল নীলোৎপল ও কহ্লার-দলে পরিশোভিত। ঐ সরোবরের সর্ব্বত্র মত্ত মধুকরকুল গুঞ্জন করিতেছে। উহা পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ, দশযোজন দীর্ঘ। এ হেন সর্ব্বগুণোপেত দিব্য ভাবমণ্ডিত সর্ব্বতোভদ্র উত্তম তড়াগ সন্দর্শনপূর্ব্বক

রথবেগেন সংখিন্নঃ কিঞ্চিচ্ছ্রমনিপীড়িতঃ ।
নিষসাদ তটে তস্য চূতচ্ছায়াং সুশীতলাম্ ॥২০
স্নাত্বা পীত্বা জলং শীতং পদ্মসৌগন্ধবাসিতম্ ।
সর্ব্বশ্রমোপশমনমমৃতোপমমেব তৎ ॥ ২১
বৃক্ষচ্ছায়ে ততস্তস্মিন্ প্রবিষ্টেন ভূভৃতা ।
গীতধ্বনিঃ সমাকর্ণি গীয়মানো যথা তথা ॥ ২২
যথা স্ত্রী গায়তে দিব্যা তথায়ং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ
গীতপ্রিয়ো মহারাজ এবং চিন্তাং পরাং গতঃ ॥
চিন্তাকুলস্তু ধর্ম্মাত্মা যাবচ্চিন্তয়তে ক্ষণম্ ।
তাবন্নারী বরা কাচিৎ পীনশ্রোণীপযোধরা ॥ ২৪
নৃপতেঃ পশ্যতস্তস্য বনে তাস্মিন্ সমাগতা ।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যা শীললক্ষণসম্পদা ॥ ২৫
তস্মিন্ বনে সমায়াতা নৃপতেঃ পুরতঃ স্থিতা ।
তামুবাচ মহারাজঃ কাসি কস্য ভবিষ্যসি ॥ ২৬
কিমর্থং হি সমায়াতা তন্মে ত্বং কারণং বদ ।
পৃষ্টা সতী তদা তেন ন কিঞ্চিদপি পিপ্পল ॥ ২৭
শুভাশুভঞ্চ ভূপালং প্রত্যবোচদ্বরাননা ।
প্রহস্যৈব গতা শীঘ্রং বীণাদণ্ডকরাবলা ॥ ২৮
বিস্ময়েনাপি রাজেন্দ্রো মহতা ব্যাপিতস্তদা ।
ময়া সম্ভাষিতা চেয়ং মাং ন ব্রূতে স্ম সোত্তরম্
পুনশ্চিন্তাং সমাপেদে যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
যো বৈ মৃগো ময়া দৃষ্টশ্চতুঃশৃঙ্গঃ সুবর্ণকঃ ॥ ৩০
তস্মান্নারী সমুদ্ভূতা তৎ সত্যং প্রতিভাতি মে
মায়ারূপমিদং সত্যং দানবানাং ভবিষ্যতি ॥ ৩১
চিন্তয়িত্বা ক্ষণং রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ।
যাবচ্চিন্তয়তে রাজা তাবন্নারী মহাবনে ॥ ৩২
অন্তর্দ্ধানং গতা বিপ্র প্রহস্য নৃপনন্দনম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে গীতং সুস্বরং পুনরেব তৎ ॥ ৩৩
শুশ্রূবে পরমং দিব্যং মূর্চ্ছনাতানসংযুতম্ ।
জগাম সত্বরং রাজা যত্র গীতধ্বনির্মহান্ ॥ ৩৪
জলান্তে পুষ্করং চৈব সহস্রদলমুত্তমম্ ।
তস্যোপরি বরা নারী শীলরূপগুণান্বিতা ॥ ৩৫

রথবেগখিন্ন কিঞ্চিৎ শ্রমনিপীড়িত রাজা তাহার তটদেশে সুশীতল চূতচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন এবং সেই সরোবরে স্নানান্তে তাহার পদ্মসৌগন্ধবাসিত সর্ব্বশ্রমাপহর অমৃতোপম শীতল জল পান করিলেন। অনন্তর বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট রাজা গীতধ্বনি শুনিলেন। যেন কোন দিব্য স্ত্রীই গান করিতেছে, এই রূপই সেই গীতধ্বনি শ্রুত হইল। তখন সেই গীতপ্রিয় মহারাজ একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজা চিন্তাকুল হইয়া যেমন ক্ষণকাল চিন্তা করিতেছেন, অমনি এক পীনশ্রোণিপযোধরা দিব্য নারী তাঁহার সমক্ষে সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ নারী সর্ব্বাভরণে শোভিত এবং শীল ও সুলক্ষণ-সম্পদে অন্বিত। ১১—২৫। দিব্য নারী তথায় আসিয়া রাজার অগ্রে অবস্থান করিল। তখন মহারাজ যযাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কাহার কামিনী? কি জন্য এখানে আসিয়াছ? তোমার আগমনকারণ আমার নিকট বল। হে পিপ্পল! সেই সাধুশীলা নারী রাজা কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়াও শুভাশুভ কোন কথাই তাঁহাকে কহিল না। সেই বীণাদণ্ডধারিণী অবলা কেবল হাস্য করিয়াই সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিল। রাজেন্দ্র যযাতি তখন একান্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, —আমি সম্ভাষণ করিলাম, তথাচ এ নারী আমাকে কোনই উত্তর প্রদান করিল না; এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন,—আমি যে চতুঃশৃঙ্গশালী সুবর্ণমৃগ দেখিয়াছিলাম, সেই মৃগ হইতেই এ নারীর উৎপত্তি। ইহা আমার নিকট সত্যই প্রতিভাত হইতেছে নিশ্চয়ই ইহা দানবকুলের মায়ারূপ নহুষনন্দন ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার যেমন চিন্তামগ্ন হইবেন, অমনি সেই মহাবনে সেই দিব্য নারী রাজার দিকে তাকাইয়া হাস্য করত অন্তর্হিত হইল ইত্যবসরে আবার সেইরূপ মূর্চ্ছনা-তান সংযুক্ত পরম দিব্য সুস্বর গীত রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা সত্বর সেই মহাগীতধ্বনির দিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন জলোপরি এক সহস্রদলশালী সুন্দর পদ্ম সেই পদ্মের উপর এক রূপশীলগুণান্বিত

দিব্যলক্ষণসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা।
দিব্যৈর্ভাবৈঃ প্রভাত্যেকা বীণাদণ্ডকরাবলা ॥
গায়ন্তী সুস্বরং গীতং তালমানলয়ান্বিতম্।
তেন গীতপ্রভাবেন মোহয়ন্তী চরাচরান্ ॥ ৩৭
দেবান্মুনিগণান্ সর্ব্বান্ দৈত্যান্ গন্ধর্ব্বকিন্নরান্
তাং দৃষ্ট্বা স বিশালাক্ষীং রূপতেজোপশালিনীম্
সংসারে নাস্তি চৈবান্যা নারীদৃশী চরাচরে।
পুরা নটো জরাযুক্তো নৃপতেঃ কায়মেব হি ॥৩৯
সঞ্চারিতো মহাকামস্তদাসৌ প্রকটোঽভবৎ।
ঘৃতং স্পৃষ্ট্বা যথা বহ্নী রশ্মিবান সম্প্রজায়তে ॥
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা তথা কামস্তৎ কায়াৎপ্রকটোঽভবৎ
মন্মথাবিষ্টচিত্তোঽসৌ তাং দৃষ্ট্বা চারুলোচনাম্
ঈদৃগ্রূপা ন দৃষ্টা মে যুবতী বিশ্বমোহিনী।
চিন্তয়িত্বা ক্ষণং রাজা কামসংসক্তমানসঃ ॥ ৪২
তস্যাঃ স বিরহেণাপি লুব্ধোঽভূন্নৃপতিস্তদা।
কামাগ্নিনা দহ্যমানঃ কামজ্বরেণ পীড়িতঃ ॥ ৪৩
কথং স্যান্মম চৈবেয়ং কথং ভাবো ভবিষ্যতি।
যদা মাং গূহতে বালা পদ্মাস্যা পদ্মলোচনা ॥৪৪
যদীয়ং প্রাপ্যতে তর্হি সফলং জীবিতং ভবেৎ
এবং বিচিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৪৫
তামুবাচ বরারোহাং কা ত্বং কস্যাপি বা শুভে
পূর্ব্বং দৃষ্টা তু যা নারী সা দৃষ্টা পুনরেব চ ॥৪৬
তাঞ্চ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কা চেয়ং তব পার্শ্বগা।
সর্ব্বং কথয় কল্যাণি অহং হি নহুষাত্মজঃ ॥ ৪৭
সোমবংশপ্রসূতোঽহং সপ্তদ্বীপাধিপঃ শুভে।
যযাতির্নাম মে দেবি খ্যাতোঽহং ভুবনত্রয়ে ॥
তব সঙ্গমনে চেতো ভাবমেবং প্রবাঞ্ছতে।
দেহি মে সঙ্গমং ভদ্রে কুরুষ প্রিয়মেব মে ॥ ৪৯
যং যং হি বাঞ্ছসে ভদ্রে তং দদানি ন সংশয়ঃ
দুর্জ্জয়েনাপি কামেন হতোঽহং বরবর্ণিনি ॥ ৫০
তস্মাত্ত্রাহি সুদীনং মাং প্রপন্নং শরণং তব।
রাজ্যঞ্চ সকলামুর্ব্বীং শরীরঞ্চাপি চাত্মনঃ ॥৫১

দিব্য নারী তালমানলয়ান্বিত সুস্বরে গান করিতেছে। ঐ নারী দিব্যলক্ষণান্বিত ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া বীণাদণ্ড-হস্তে দিব্যভাবে প্রতিভাত হইতেছে। তাহার গীতপ্রভাবে দেব, মুনি, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর এমন কি নিখিল চরাচরকেই যেন সে মোহিত করিয়া তুলিয়াছে। রাজা সেই রূপলাবণ্যশালিনী বিশালাক্ষী ললনাকে দেখিয়া ভাবিলেন, চরাচর সংসারে ঈদৃশ অন্য নারী নাই। পূর্ব্বে নটরূপী জরাযুক্ত মহাকাম রাজার দেহে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ঘৃতসংযোগে বহ্নি যেমন প্রদীপ্ত হয়, তেমনি এক্ষণে সে প্রকটিত হইল। সেই নারী-দর্শনে যযাতির দেহে কামসঞ্চার ঘটিল। রাজা সেই চারুনয়না কামিনীকে দেখিয়া মন্মথাবিষ্ট হইলেন। ২৬—৪১। ভাবিলেন,—ঈদৃশ বিশ্ববিমোহিনী রূপশালিনী যুবতী কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নৃপতি কামাক্রান্তচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহার বিরহে চঞ্চল হইলেন। তিনি তখন কামানলে দগ্ধ ও কামজ্বরে পীড়িত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে এ কামিনী আমার ভোগ্যা হইবে? কিরূপে ভাবসঞ্চার হইবে? এই পদ্মাননা পদ্মনয়না বালা যদি আমায় আলিঙ্গন করে, আমি যদি ইহাকে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই আমার জীবন সফল হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাত্মা যযাতি নৃপতি সেই বরারোহাকে বলিলেন,—হে শুভে! কে তুমি, কাহার তুমি? আমি পূর্ব্বে যে নারীকে দেখিয়াছি, সেই নারীই কি তুমি পুনরায় দৃষ্ট হইতেছ? তোমার পার্শ্বচারিণী কে ঐ নারী? হে কল্যাণি! এ সকল আমার নিকট বল। হে শুভে! আমি চন্দ্রবংশোৎপন্ন নহুষনন্দন সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর যযাতি, ভুবনত্রয়ে আমি বিখ্যাত। আমার চিত্ত তোমার সঙ্গমাকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হে ভদ্রে! আমায় সঙ্গম দান কর, আমার প্রিয়াচরণ কর। হে ভদ্রে! তুমি যাহা যাহা কামনা করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিব। অয়ি! বরবর্ণিনি! আমি দুর্জ্জয় কামকর্ত্তৃক হত হইয়াছি, অতীব দীন শরণাপন্ন আমাকে

সঙ্গমে তব দাস্যামি ত্রৈলোক্যমিদমেব তে।
তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সা স্ত্রী পদ্মনিভাননা॥
বিশালাং স্বসখীং প্রাহ ব্রূহি রাজানমাগতম্।
নাম চোৎপত্তিস্থানঞ্চ পিতরং মাতরং শুভে॥
মমাপি ভাবমেকাগ্রমস্যাগ্রে চ নিবেদয়।
তস্যাশ্চ কাঙ্ক্ষিতং জ্ঞাত্বা বিশালা ভূপতিং তদা।
উবাচ মধুরালাপৈঃ শ্রূয়তাং নৃপনন্দন॥ ৫৫

বিশালোবাচ।

কাম এষ পুরা দগ্ধো দেবদেবেন শম্ভুনা।
রুরোদ সা রতির্দুঃখাদ্ভর্ত্তৃহীনা হি সুস্বরম্।
অস্মিন্ সরসি রাজেন্দ্র রতির্হি ন্যবসৎ সদা॥ ৫৬
তস্য প্রলাপমেবং স সুস্বরং করুণান্বিতম্।
সমাকর্ণ্য ততো দেবাঃ কৃপয়া পরয়ান্বিতাঃ॥ ৫৭
সঞ্জাতা রাজরাজেন্দ্র শঙ্করং বাক্যমব্রুবন্।
জীবয়স্ব মহাদেব পূর্ব্ববৎ মনোভবম্॥ ৫৮
বরাকীয়ং মহাভাগ ভর্ত্তৃহীনা হি কীদৃশী।
কামেনাপি সমাযুক্তামস্মৎস্নেহাৎ কুরুষ হি॥ ৫৯

তচ্ছ্রুত্বা চ বচঃ প্রাহ জীবয়ামি মনোভবম্।
কায়েনাপি বিহীনোঽয়ং পঞ্চবাণো মনোভবঃ॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মাধবস্য সখা পুনঃ।
দিব্যেনাপি শরীরেণ বর্ত্তয়িষ্যতি নান্যথা॥ ৬২
মহাদেবপ্রসাদেন মীনকেতুঃ স জীবিতঃ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈবং দেব্যা কামং নরোত্তম॥
গচ্ছ কাম প্রবর্ত্তস্ব নিত্যং হি প্রিয়য়া সহ।
এবমাহ মহাতেজাঃ স্থিতিসংহারকারকঃ॥ ৬৩
পুনঃ কামঃ সরঃ প্রাপ্তো যত্রাস্তে দুঃখিতা রতিঃ
ইদং কামসরো রাজন্ রতিরত্র সুসংস্থিতা॥ ৬৪
দগ্ধে সতি মহাভাগে মন্মথে দুঃখধর্ষিতা।
তস্যাঃ কোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাবকো দারুণাকৃতিঃ
অতীব দগ্ধা তেনাপি সা রতির্মোহমূর্চ্ছিতা।
অশ্রুপাতং মুমোচাথ ভর্ত্তৃহীনা নরোত্তম॥ ৬৬
নেত্রাভ্যাং হি জলে তস্যাঃ পতিতা অশ্রুবিন্দবঃ

পরিত্রাণ কর। আমি সমস্ত রাজ্য, সমস্ত ধরা, এমন কি নিজের দেহ এবং এই ত্রৈলোক্যও তোমার সঙ্গমার্থ দান করিতে পারি। পদ্মানিভাননা দিব্য নারী রাজার বাক্য শুনিয়া স্বীয় সখী বিশালাকে বলিল,—সখি! তুমি সমাগত রাজাকে আমার নাম, উৎপত্তিস্থান, পিতা, মাতা, এবং রাজার প্রতি আমারও যে একাগ্রভাব আছে, তৎসমস্ত নিবেদন কর। বিশালা তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া রাজাকে মধুর বাক্যে বলিল,—নৃপনন্দন। শ্রবণ করুন। দেবদেব শম্ভু পুরাকালে কামকে দগ্ধ করেন। সেই দুঃখে ভর্ত্তৃহীনা রতি সুস্বরে সর্ব্বদা রোদন করিতে থাকেন। হে রাজেন্দ্র! এই সরোবরেই সেই রতির বসতি। রতি সুস্বরে করুণকণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলে দেবগণ তৎশ্রবণে কৃপাপরবশ হইয়া শঙ্করকে বলিলেন,—হে মহাদেব! আপনি পুনরায় মনোভবকে জীবিত করুন। হে মহাভাগ! এই বরাকী ভর্ত্তৃহীনা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? আপনি আমাদের প্রীতি স্নেহ বশতঃ ইহাকে কামযুক্ত করুন।৪২—৫৯। তৎশ্রবণে মহাদেব বলিলেন,—আমি মনোভবকে জীবিত করিব; কিন্তু মনোভব কায়বিহীন হইবে এবং মাধবের সখা হইবে। এইরূপে পঞ্চবাণ দিব্যদেহে বিরাজ করিবে। ইহার আর অন্যথা হইতে পারিবে না। অনন্তর মহাদেবের প্রসাদে মীনকেতু জীবিত হইলেন। স্থিতিসংহারক মহাতেজা মহাদেব দেবীর সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া কহিলেন,—হে কাম! প্রস্থান কর, তুমি প্রিয়ার সহিত নিত্য বিহার করিতে থাক। এই কথার পর যেখানে দুঃখিতা রতি অবস্থিতা ছিলেন, কাম পুনরায় সেই সরোবরে আগমন করিলেন। হে রাজন্! ইহাই সেই কামসরোবর। এই স্থানেই রতি অবস্থান করেন। মহাভাগ মন্মথ দগ্ধ হইলে দুঃখপীড়িতা রতির কোপ হইতে দারুণাকৃতি পাবক উত্থিত হইয়াছিল। সেই পাবকে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া রতি মোহমূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। হে নরোত্তম! তিনি ভর্ত্তৃহীন হইয়া অশ্রু মোচন করিতে থাকেন। তাঁহার নেত্র-

তেভ্যো জাতো মহাশোকঃ সর্ব্বসৌখ্যপ্রণাশকঃ
জরা পশ্চাৎ সমুৎপন্না অশ্রুভ্যো নৃপসত্তম।
বিয়োগো নাম দুর্দ্ধর্ষস্তেভ্যো জজ্ঞে প্রণাশকঃ
দুঃখসন্তাপকৌ চোভৌ জজ্ঞাতে দারুণৌ তদা।
মূর্চ্ছা নাম ততো জজ্ঞে দারুণা সুখনাশিনী ॥ ৮
শোকাজ্জজ্ঞে মহারাজ কামজরোঽথ বিভ্রমঃ।
প্রলাপো বিহ্বলশ্চৈব উন্মাদো মৃত্যুরেব চ ॥ ৭০
তস্যাশ্চ অশ্রুবিন্দুভ্যো জজ্ঞিরে বিশ্বনাশকাঃ।
রতাঃ পার্শ্বে সমুৎপন্না সর্ব্বে তাপাঙ্গধারিণঃ ॥ ৭১
মূর্ত্তিমন্তো মহারাজ সদ্ভাবগুণসংযুতাঃ।
কাম এষ সমায়াতঃ কেনাপ্যুক্তং তদা নৃপ ॥ ৭২
মহানন্দেন সংযুক্তা দৃষ্ট্বা কামং সমাগতম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং পতিতা অশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭
অপ্সু মধ্যে মহারাজ চাপল্যাজ্জজ্ঞিরে প্রজাঃ।
প্রীতির্নাম তদা জজ্ঞে খ্যাতির্লজ্জা নরোত্তম ॥
তেভ্যো জজ্ঞে মহানন্দঃ শান্তিশ্চান্যা নৃপোত্তম

জজ্ঞাতে দ্বে শুভে কন্যে সুখসম্ভোগদায়িকে ॥
লীলা ক্রীড়া মনোভাবসংযোগস্তু মহান্নৃপ।
রত্যাস্ত্ব বামনেত্রাদ্বৈ হ্যানন্দাদশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭৬
জলাস্তে পতিতা রাজংস্তস্মাজ্জজ্ঞে সুপঙ্কজম্।
তস্মাৎ সুপঙ্কজাজ্জাতা চেয়ং নারী বরাননা ॥
অশ্রুবিন্দুমতী নাম রতিপুত্রী নরোত্তম।
তস্যাঃ প্রীত্যাঃ সুখং কৃত্বা নিত্যং বর্ত্তে সমীপগা
সখিভাবস্বভাবেন সংহৃষ্টা সর্ব্বদা শুভা।
বিশালা নাম মে খ্যাতং বরুণস্য সুতা নৃপ।
অস্যাশ্চাস্তে প্রবর্ত্তেঽহং স্নেহাৎ স্নিগ্ধাস্মি সর্ব্বদা
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমস্যাশ্চাত্মন এব তে ॥ ৮০
তপশ্চচার রাজেন্দ্র পতিকামা বরাননা ॥ ৮১

রাজোবাচ।

সর্ব্বমেব ত্বয়াখ্যাতং ময়া জ্ঞাতং শুভে শৃণু।
মামেবং হি ভজত্বেষা রতিপুত্রী বরাননা।

দ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল জলে নিপতিত হয়। তাহা হইতে সর্ব্বসৌখ্যনাশক মহাশোক সমুৎপন্ন হয়। হে নৃপবর! পশ্চাৎ অশ্রুসমূহ হইতে জরার উৎপত্তি হয়। অনিষ্টকারক বিয়োগ নামে দুর্দ্ধর্ষ তাহা হইতেই জন্মগ্রহণ করে। দারুণ দুঃখ ও সন্তাপক নামক ভ্রাতৃদ্বয় তখন উৎপন্ন হয়। অনন্তর সুখনাশিনী দারুণা মূর্চ্ছা জন্মগ্রহণ করে। হে মহারাজ! শোক হইতে কামজ্বরের উৎপত্তি হয়। অনন্তর রতির সেই অশ্রুবিন্দুসমূহ হইতেই বিশ্বনাশক বিভ্রম, প্রলাপ বিহ্বল, উন্মাদ ও মৃত্যু এই কয়েকটীর উৎপত্তি হয়। রতির পার্শ্বে এই সমস্তই মূর্ত্তিমান্ ও সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। হে মহারাজ! তখন কেহ বলিল, এই কাম আসিয়াছেন। ৬০—৭২। রতি কামকে সমাগত দেখিয়া মহানন্দে অন্বিত হইলেন। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় হইতে আবার আনন্দাশ্রুবিন্দু সকল জলমধ্যে পতিত হইল। তাহাতে আরও অনেক প্রজা জন্মিল। হে নরোত্তম! প্রীতি, খ্যাতি, লজ্জা এবং শান্তি, ইহারা সেই

অনন্দাশ্রু হইতে উৎপন্ন হইল। অনন্তর সুখসম্ভোগদায়ক দুইটী শুভ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম লীলা ও ক্রীড়া। হে নৃপ! মনোভবের সহিত যখন একান্ত সংযোগ ঘটিল, তখন রতির বামনেত্র হইতে জলোপরি আরও অনেক আনন্দাশ্রুবিন্দু পতিত হইল। তাহা হইতে একটী সুন্দর পঙ্কজ উৎপন্ন হইল। সেই সুপঙ্কজ হইতে এই বরাননা নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে নরোত্তম। ইহাঁর নাম—অশ্রুবিন্দুমতী; ইনি রতিপুত্রী। আমি ইহাঁর প্রীতিবশতঃ নিত্য শুভাচরণ করিয়া ইহাঁরই সমীপে অবস্থান করিতেছি। সখীভাবস্বভাবে সর্ব্বদাই আমি সন্তুষ্টা। আমার নাম বিশালা। আমি বরুণের কন্যা। এই সখীর নিকট সর্ব্বদাই আমি স্নেহাসিক্ত হইয়া বাস করি। এই আমি আপনার নিকট ইহাঁর এবং আমার সর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিলাম। হে রাজেন্দ্র। আমার এই বরাননা সখী পতিকামনায় তপস্যা করিয়াছেন। রাজা কহিলেন,—হে শুভে! তুমি সমস্তই বলিয়াছ, আমিও সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রবণ কর, এই বরাননা রতি-

যদেষা বাঞ্ছতে বালা তৎ সর্ব্বন্তু দদাম্যহম্ ॥ ৮২
তথা কুরুষ কল্যাণি যথা মে বশগা ভবেৎ ॥৮৩

বিশালোবাচ।

অস্যা ব্রতং প্রবক্ষ্যামি তদাকর্ণয় ভূপতে।
পুরুষং যৌবনোপেতং সর্ব্বজ্ঞং বীরলক্ষণম্।
দেবরাজসমং রাজন্ ধর্ম্মাচারসমন্বিতম্ ॥ ৮৪
তেজস্বিনং মহাপ্রাজ্ঞং দাতারং যাজ্ঞিনাং বরম্।
গুণানাং ধর্ম্মভাবস্য জ্ঞাতারং পুণ্যভাজনম্ ॥ ৮৫
লোক ইন্দ্রসমং রাজন্ সুযজ্ঞধর্ম্মতৎপরম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমোপেতং নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ৮৬
দেবানাং সুপ্রিয়ং নিত্যং ব্রাহ্মণানামতিপ্রিয়ম্।
ব্রহ্মণ্যং বেদতত্ত্বজ্ঞং ত্রৈলোক্যে খ্যাতবিক্রমম্
এবংগুণৈঃ সমোপেতং ত্রৈলোক্যে চ প্রপূজিতম্
সুমতিং সুপ্রিয়ং কান্তং মনসা বরমীপ্সতি ॥৮৮

যযাতিরুবাচ।

এভির্গুণৈঃ সমোপেতং বিদ্ধি মামিহ চাগতম্।
অস্যানুরূপো ভর্ত্তাহং সৃষ্টো ধাত্রা ন সংশয়ঃ ॥

বিশালোবাচ।

ভবন্তং পুণ্যসম্বন্ধং জানে রাজন্ জগত্রয়ে।
পূর্ব্বে তু যে গুণাঃ সর্ব্বে ময়োক্তাঃ সন্তি তে ত্বয়ি
একেনাপি চ দোষেণ ত্বামেষা হি ন মন্যতে।
এষ মে সংশয়ো জাতো ভবান্ বিষ্ণুময়ো নৃপঃ

যযাতিরুবাচ।

সমাচক্ষ্ব মহাদোষং যমেষা নানুমন্যতে।
তত্ত্বেন চারুসর্ব্বাঙ্গি প্রসাদসুমুখী ভব ॥ ৯২

বিশালোবাচ।

আত্মদোষং ন জানাসি কর্ম্মাত্ম্য জগতীপতে।
জরয়া ব্যাপ্তকায়স্ত্বমনেনেমং ন মন্যতে ॥ ৯৩
এবং শ্রুত্বা মহদ্বাক্যমপ্রিয়ং জগতীপতিঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টস্তামুবাচ পুনর্নৃপঃ ॥ ৯৪
জরাদোষো ন মে ভদ্রে সংসর্গাৎ কস্যচিৎ কদা
সম্ভূতো মমাঙ্গে বৈ তং ন জানে জরাগমম্ ॥
যং যং হি বাঞ্ছতে চৈষা ত্রৈলোক্যেষু দুর্লভং শুভে

পুত্রী আমাকেই ভজনা করুন। এই বালা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিব। হে কল্যাণি! যাহাতে ইনি আমার বশীভূতা হন, তাহাই তুমি করিয়া দাও। বিশালা বলিলেন,—হে ভূপতে। শ্রবণ করুন, আমার এই সখীর এক ব্রত আছে, তাহা বলিতেছি। যে পুরুষ যৌবনান্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, বীরলক্ষণাক্রান্ত, দেবরাজসদৃশ, ধর্ম্মাচারপরায়ণ, তেজস্বী, দাতা মহাপ্রাজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞা, গুণসমূহ ও ধর্ম্মভাবের জ্ঞাতা, পুণ্যভাজন, জগতে ইন্দ্রপ্রতিম, শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানধর্ম্মনিষ্ঠ, দ্বিতীয় নারায়ণবৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, নিত্য দেবগণের ও ব্রাহ্মণগণের একান্ত প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, বেদতত্ত্বজ্ঞ, ত্রিলোকে বিখ্যাতবিক্রম, ত্রিলোকপূজিত, সুমতি, সুপ্রিয় ও কমনীয়, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বরকেই ইনি মনে মনে কামনা করিতেছেন। ৮৩—৮৮। যযাতি কহিলেন,—উপস্থিত আমাকেই এবংবিধ গুণসম্পন্ন জানিবে। বিধাতা ইঁহার অনুরূপ ভর্ত্তা আমাকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বিশালা বলিলেন,—রাজন্! ত্রিজগতে আপনাকেই পুণ্যসম্পন্ন বলিয়া জানি। আমি পূর্ব্বে যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই আপনাতে বিদ্যমান। কিন্তু একটী মাত্র দোষে আপনাকে আমার সখী মনোনীত করিবেন কিনা ইহাই আমার সন্দেহ। যযাতি কহিলেন,—যাহার জন্য তোমার চারুসর্ব্বাঙ্গী সখী আমায় মনোনীত করিবেন না, আমার সেই মহাদোষ কি? তাহা যথার্থই বল, আমার প্রতি প্রসাদসুমুখী হও। বিশালা বলিলেন,—হে জগতীপতে! আপনি আত্মদোষ কি জন্য জানিতেছেন না? আপনি জরাপরিব্যাপ্তদেহ, তাই আমার সখী আপনাকে মনোনীত করিবেন না। মহারাজ যযাতি এই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাদুঃখাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভদ্রে! কাহারও সংসর্গে কদাচ আমার জরাদোষ ঘটে নাই। আমার অঙ্গে উহা উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমার জরার আগমন আমি জানি না। হে শুভে! এ ত্রৈলোক্যে যে কিছু দুর্লভ বস্তু তোমার সখী

তস্মৈ দাতুকামোঽহং ব্রিয়তাং বর উত্তমঃ ॥ ৯
বিশালোবাচ।
জরাহীনো যদা স্যাস্ত্বং তদা তে সুপ্রিয়া ভবেৎ
এতদ্বিনিশ্চিতং রাজন সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
শ্রুতিরেবং বদেদ্রাজন্ পুত্রে ভ্রাতরি ভৃত্যকে
জরা সংক্রাম্যতে যস্য তস্যাঙ্গে পরিসঞ্চরেৎ ॥
তারুণ্যং তস্য বৈ গৃহ্য তস্মৈ দত্ত্বা জরাং পুনঃ।
উভয়োঃ প্রীতিসংবাদঃ শুভদো জায়তে শুভঃ ॥
যথাত্মদানপুণ্যাস্য কৃপয়া যো দদাতি চ।
ফলং রাজন্ হি তৎ তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ
দুঃখেনোপার্জ্জিতং পুণ্যমন্যস্মৈ হি প্রদীয়তে।
সুপুণ্যং তদ্ভবেত্তস্য পুণ্যস্য ফলমশ্নুতে ॥ ১০১
পুত্রায় দীয়তাং রাজংস্তস্মাত্তারুণ্যমেব চ।
প্রগৃহ্যৈব সমাগচ্ছ সুন্দরত্বেন ভূপতে ॥ ১০২
যথা ত্বমিচ্ছসে ভোক্তুং তথা ত্বং কুরু ভূপতে।
এবমাভাষ্য সা ভূপং বিশালা বিররাম হ ॥

সুকর্ম্মোবাচ।
এবমাকর্ণ্য রাজেন্দ্রো বিশালামবদত্তদা ॥ ১০৪
রাজোবাচ।
এবমস্তু মহাভাগে করিষ্যে বচনং তব।
কামাসক্তঃ স মূঢ়স্তু যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
গৃহং গত্বা সমাহূয় সুতান্ বাক্যমুবাচ হ ॥ ১০৫
তুরুং পূরুং কুরুং রাজা যদুঞ্চ পিতৃবৎসলম্।
কুরুধ্বং পুত্রকাঃ সৌখ্যং যূয়ং হি মম শাসনাৎ ॥
পুত্রা ঊচুঃ।
পিতৃবাক্যং প্রকর্ত্তব্যং পুত্রৈশ্চাপি শুভাশুভম্
উচ্যতাং তাত তচ্ছীঘ্রং কৃতং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং পুত্রাণাং পৃথিবীপতিঃ।
আচচক্ষে পুনস্তেষু হর্ষেণাকুলমানসঃ ॥১০৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৭ ॥

বাঞ্ছা করিবেন, তাহাই ইঁহাকে আমি দান করিতে সমুৎসুক আছি। ইনি উত্তম বর গ্রহণ করুন। বিশালা বলিলেন,—রাজন্! আপনি যখন জরাহীন হইবেন, তখনই ইনি আপনার সুপ্রিয়া হইবেন, ইহাই নিশ্চিত কথা। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। হে রাজন্। শ্রুতি বলেন,—পুত্র ভ্রাতা বা ভৃত্য,ইহার যাহার উপর জরা সংক্রামিত করা যায়, তাহারই অঙ্গে জরাসঞ্চার হয়। তাহার তারুণ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে জরা দানপূর্ব্বক পুনরায় সদ্ভিপ্রায়ে উভয়েরই শুভপ্রীতিসংবাদ ঘটিয়া থাকে। কৃপা করিয়া যে আত্মদান করে, তাহার সেই দানপুণ্যের ফল তদনুরূপই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। দুঃখোপার্জ্জিত পুণ্য অন্য ব্যক্তিকে যে দান করে, সেই দাতার সুপুণ্যলাভ হয়, সে পুণ্যফল ভোগ করে। অতএব হে রাজন্। আপনি পুত্রকে জরা দান করিয়া তাহার তারুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক সুন্দররূপে সমাগত হউন। যতকাল আপনার ভোগেচ্ছা হইবে ততকাল আপনি ভোগ করুন। বিশালা ভূপালকে এই কথা কহিয়া বিরত হইল। ৮৯—১০৩। সুকর্ম্মা কহিলেন,—রাজেন্দ্র যযাতি এই কথা শুনিয়া বিশালাকে বলিলেন, —হে মহাভাগে। ইহাই হউক, আমি তোমার কথানুযায়ী কার্য্য করিব। এই বলিয়া কামাসক্ত মূঢ় যযাতি ভূপতি গৃহগমনপূর্ব্বক পিতৃবৎসল তুরু পূরু, কুরু ও যদুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎসগণ। আমার আদেশে তোমরা আমার সুখানুষ্ঠান কর। পুত্রগণ কহিলেন,—শুভ হউক, অশুভ হউক, পিতৃবাক্য পুত্রগণের অবশ্যপাল্য; অতএব হে তাত! আপনি শীঘ্র বলুন, আপনার আদেশ পালিত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা করুন। পৃথ্বীপতি যযাতি পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষাকুলমনে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ১০৪—১০৮।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যযাতিরুবাচ।

একেন গৃহ্যতাং পুত্রা জরা মে দুঃখদায়িনী।
ধীরেণ ভবতাং মধ্যে তারুণ্যং মম দীয়তাম্‌ ॥ ১
স্বকীয়ং হি মহাভাগাঃ স্বরূপমিদমুত্তমম্‌।
সন্তপ্তং মানসং মেঽদ্য স্ত্রিয়াং সক্তং সুচঞ্চলম্‌ ॥
ভাজনস্থা যথা আপ আবর্ত্তয়তি পাবকম্‌।
তথা মে মানসং পুত্রাঃ কামানলসুচালিতম্‌ ॥ ৩
একো গৃহ্নাতু মে পুত্রা জরাং দুঃখপ্রদায়িনীম্‌।
স্বকং দত্ত্বা তু তারুণ্যং যথাকামং চরাম্যহম্‌ ॥ ৪
যো মে জরাপসরণং করিষ্যতি সুতোত্তমঃ।
স চ মে ভোক্ষ্যতে রাজ্যং ধনুর্ব্বংশং ধরিষ্যতি
তস্য সৌখ্যং সুসম্পত্তির্ধনং ধান্যং ভবিষ্যতি।
বিপুলা সন্ততিস্তস্য যশঃ কীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৬

পুত্রা উচুঃ।

ভবান্‌ ধর্ম্মপরো রাজন্‌ প্রজাঃ সত্যেন পালকঃ
কস্মাত্তে হীদৃশো ভাবো জাতঃ প্রকৃতিচাপলঃ

রাজোবাচ।

আগতা নর্ত্তকাঃ পূর্ব্বং পুরং মে হি প্রনর্ত্তকাঃ।
তেভ্যো মে কামসম্মোহো জাতো মোহশ্চেদৃশঃ
জরয়া ব্যাপিতঃ কায়ো মন্মথাবিষ্টমানসঃ।
সম্ভব সুতশ্রেষ্ঠাঃ কামেনাকুলব্যাকুলঃ ॥ ৯
কাচিদ্দৃষ্টা ময়া নারী দিব্যরূপা বরাননা।
ময়া সম্ভাষিতা পুত্রাঃ কিঞ্চিন্নোবাচ মে সতী ॥
বিশালা নাম তস্যাশ্চ সখী চারুবিচক্ষণা।
সা মামাহ শুভং বাক্যং মম সৌখ্যপ্রদায়কম্‌ ॥ ১
জরাহীনো যদা স্যাস্ত্বং তদা তে সুপ্রিয়া ভবেৎ
এবমঙ্গীকৃতং বাক্যং তয়োক্তং গৃহমাগতঃ ॥ ১২
ময়া জরাপনোদার্থং ভবদেবং সমুদাহৃতম্‌।
এবং জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তধ্বং মৎসুখং হি সুপুত্রকাঃ ॥

তুরুরুবাচ।

শরীরং প্রাপ্যতে পুত্রৈঃ পিতুর্মাতুঃ প্রসাদতঃ।
ধর্ম্মশ্চ ক্রিয়তে রাজন শরীরেণ বিপশ্চিতা ॥ ১৪

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন,—হে পুত্রগণ! তোমাদের মধ্য হইতে ধৈর্য্যশালী কোন পুত্র আমার এই দুঃখদায়িনী জরা গ্রহণ কর এবং নিজ তারুণ্য আমায় প্রদান কর। হে মহাভাগগণ! আমার এই নিজের শরীর উত্তম, তথাচ অদ্য আমার স্ত্রীজনসংসক্ত সুচঞ্চল মানস সন্তপ্ত হইয়াছে। ভাজনস্থ জল যেমন অগ্নিকে আবর্ত্তন করে, হে পুত্রগণ! তেমনি আমার মানস কামানলে সুচালিত হইয়াছে। হে পুত্রগণ! তোমাদের মধ্যে একজন আমার এই দুঃখদায়িনী জরা গ্রহণ কর এবং স্বীয় তারুণ্য প্রদান কর; আমি যথেচ্ছ বিচরণ করি। যে সুতশ্রেষ্ঠ আমার জরাপসারণ করিবে, সে-ই আমার এই রাজ্য ভোগ করিবে এবং বংশধর হইবে। তাহার সৌখ্য, সম্পত্তি, ধন, ধান্য, বিপুল সন্ততি, যশ এবং কীর্ত্তি হইবে। ১—৬। পুত্রগণ কহিলেন,—হে রাজন্‌! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, এবং সত্যানুসারে প্রজাপালক, আপনার কেন এরূপ প্রকৃতিচাপল ভাব উপস্থিত হইল? রাজা কহিলেন,—পূর্ব্বে আমার পুরে কতিপয় নর্ত্তক আসিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টাতেই আমার এইরূপ কামসম্মোহ জন্মিয়াছে। আমার দেহ জরাব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি মন্মথাবিষ্টচিত্ত হইয়াছি। হে সুতশ্রেষ্ঠগণ। কামবশে আমি আকুল ব্যাকুল হইয়াছি। কোন দিব্যরূপিণী নারী আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি তাহাকে সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু হে পুত্রগণ! সেই সতী আমায় কিছুই বলিলেন না। তাঁহার বিশালনাম্নী বিচক্ষণা সখী আমায় এই সৌখ্যদায়ক শুভ বাক্য বলিলেন যে, আপনি যখন জরাহীন হইবেন, তখন আমার সখী আপনার সুপ্রিয়া হইবে। আমি তাঁহার এই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া জরাপনোদনার্থ গৃহে আসিয়াছি। এই তোমাদের নিকট সমস্ত বলিলাম। হে বৎসগণ! ইহা বুঝিয়া তোমরা আমার সুখাচরণ কর। তুরু কহিলেন,—পিতামাতার প্রসাদে পুত্র শরীর

পিত্রোঃ শুশ্রূষণং কার্য্যং পুত্রৈশ্চাপি বিশেষতঃ
ন চ যৌবনদানস্য কালোঽয়ং মে নরাধিপ॥ ১৫
প্রথমে বয়সি ভোক্তব্যং বিষয়ং মানবৈর্নৃপ।
ইদানীং তন্ন কালোঽয়ং বর্ত্ততে তব সাম্প্রতম্
জরাং তাত প্রদত্ত্বা বৈ পুত্রে তাত মহদ্ধনাম্।
পশ্চাৎ সুখং প্রভোক্তব্যং ন তু স্যাত্তব জীবিতম্
তস্মাদ্বাক্যং মহারাজ করিষ্যে নৈব তে পুনঃ।
এবমাভাষত নৃপং তুরুর্জ্যেষ্ঠসুতস্তদা॥ ১৮
তুরোর্ব্বাক্যন্ত তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধো রাজা বভুব সঃ।
তুরুং শশাপ ধর্ম্মাত্মা ক্রোধেনারুণলোচনঃ॥১৯
অপধ্বস্তস্ত্বং যা দেশো মমায়ং পাপচেতনঃ।
তস্মাৎ পাপী ভবস্ব ত্বং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ২০
শিখয়া ত্বং বিহীনশ্চ বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
সদাচারবিহীনস্ত্ব ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ২১
ব্রহ্মঘ্নস্ত্বং দেবদুষ্টঃ সুরাপঃ সত্যবর্জ্জিতঃ।
চণ্ডকর্ম্মপ্রকর্ত্তা ত্বং ভবিষ্যসি নরাধমঃ॥ ২২
সুরালীনঃ ক্ষুধী পাপী গোঘ্নশ্চ ত্বং ভবিষ্যসি।
দুশ্চর্ম্মা মুক্তকচ্ছশ্চ ব্রহ্মদ্বেষ্টা নিরাকৃতিঃ॥ ২৩
পরদারাভিগামী ত্বং মহাচণ্ডঃ প্রলম্পটঃ।
সর্ব্বভক্ষশ্চ দুর্ম্মেধাঃ সদা ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি॥ ২৪
সগোত্রাং রমসে নারীং সর্ব্বধর্ম্মপ্রণাশকঃ।
পুণ্যজ্ঞানবিহীনাত্মা কুষ্ঠবাংশ্চ ভবিষ্যসি॥ ২৫
তব পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
ঈদৃশাঃ সর্ব্বপুণ্যঘ্না ম্লেচ্ছাঃ সুকলুষীকৃতাঃ॥২৬
এবং তুরুং সুশপ্ত্বৈব যদুং পুত্রমথাব্রবীৎ।
জরাং বৈ ধারয়স্বেহ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যমকণ্টকম্॥২৭
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা যদু রাজানমব্রবীৎ॥ ২৮

যদুরুবাচ।

জরাভারং ন শক্নোমি বোঢ়ুং তাত কৃপাং কুরু
শীতমধ্বা কদন্নঞ্চ বয়োতীতাশ্চ যোষিতঃ।
মনসঃ প্রাতিকূল্যঞ্চ জরায়াঃ পঞ্চ হেতবঃ॥ ২৯
জরাদুঃখং ন শক্নোমি নবে বয়সি ভূপতে।
কঃ সমর্থো হি বৈ ধর্ত্তুং ক্ষমস্ব ত্বং মমাধুনা॥৩০
যদুং ক্রুদ্ধো মহারাজঃ শশাপ দ্বিজনন্দন।
রাজ্যার্হো ন চ তে বংশঃ কদাচিদ্বৈ ভবিষ্যতি

প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুত্র সেই শরীরে ধর্ম্মাচরণ করে। পুত্রগণের পিতামাতার শুশ্রূষা করাই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। হে নরাধিপ! আমার যৌবনদানের কাল ইহা নয়। মানবগণ প্রথম বয়সেই বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে আপনার সে কাল নাই। হে তাত! পুত্রে জরা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ আপনি সুখ ভোগ করিবেন। আপনার ত জীবন থাকিবে না। অতএব হে মহারাজ! আপনার বাক্য রক্ষা আমি করিব না। জ্যেষ্ঠ পুত্র তুরু তখন এই কথা কহিলেন।১৭-১৮। তুরুর বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজা ক্রোধারুণনয়নে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—রে পাপচেতা, তুই অপধ্বস্ত হইয়া যা; এ দেশ আমার! তুই পাপী হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হ। তুই শিখাহীন, বেদশাস্ত্রে বর্জ্জিত ও সদাচারহীন হইবি। তুই ব্রহ্মঘ্ন, দেবদুষ্ট সুরাপ সত্যবর্জ্জিত, প্রচণ্ড কর্ম্মকর্ত্তা, নরাধম সুরাব্যাপ্ত গোঘ্ন, ক্ষুধী এবং পাপী হইবি। তোর সর্ব্বগাত্রে দুশ্চর্ম্ম হইবে। তুই মুক্তকচ্ছ ব্রহ্মদ্বেষ্টা, পরদারাভিগামী, মহাচণ্ড, লম্পট, সর্ব্বভক্ষ্য ও দুর্ম্মেধা হইবি। তুই সগোত্রা নারীকে রমণ করিবি এবং সর্ব্বধর্ম্মপ্রণাশক, পুণ্যজ্ঞানবিহীন কুষ্ঠী হইবি! তোর পুত্র পৌত্রগণ নিশ্চিতই উক্ত প্রকার সর্ব্বপুণ্যঘ্ন সুকলুষীকৃত ম্লেচ্ছ হইবে। রাজা যযাতি পুত্র তুরুকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া যদু নামক পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র যদো! আমার এই জরা গ্রহণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। কৃতাঞ্জলিপুটে যদু রাজাকে বলিলেন,—হে তাত! আমি জরাভার বহন করিতে পারিব না, ক্ষমা করুন। দেখুন শীতল পথ, কুৎসিৎ অন্ন,বয়োতীতা নারী ও মনের প্রাতিকূল্য, এই পাচটী জরার কারণ। হে নরপতে! এই নূতন বয়সে আমি জরা গ্রহণ করিতে পারিব না, কেহই বা পারে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। যদুর এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, আমার শাপ বশতঃ তোর বংশ কদাচ রাজ্যার্হ হইবে

বলতেজঃক্ষমাহীনঃ ক্ষাত্রধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মচ্ছাসনপরাঙ্মুখঃ॥ ৩২

যদুরুবাচ।

নির্দ্দোষোহহং মহারাজ কস্মাচ্ছপ্তস্ত্বয়াধুনা।
কৃপাং কুরুষ দীনস্য প্রসাদসুমুখো ভব॥ ৩৩

রাজোবাচ।

মহাদেবঃ কুলে তে বৈ স্বাংশেনাপি হি পুত্রক
করিষ্যতি বিসৃষ্টিঞ্চ তদা পূতং কুলং তব॥ ৩৪

যদুরুবাচ।

অহং পুত্রো মহারাজ নির্দ্দোষঃ শাপিতস্ত্বয়া।
অনুগ্রহো দীয়তাং মে যদি মে বর্ত্ততে দয়া॥৩৫

রাজোবাচ।

যো ভবেজ্জ্যেষ্ঠপুত্রস্তু পিতুর্দুঃখাপহারকঃ।
রাজ্যদায়ং স ভুঙ্ক্তে চ ভারবোঢা ভবেৎসহি
ত্বয়া ধর্ম্মং ন প্রবৃত্তমভাগ্যোহসি ন সংশয়ঃ।
ভবতা নাশিতাজ্ঞা মে মহাদণ্ডেন ঘাতিনঃ॥৩৭
তস্মাদনুগ্রহো নাস্তি যথেষ্টঞ্চ তথা কুরু॥৩৮

যদুরুবাচ।

যস্মান্মে নাশিতং রাজ্যং কুলং রূপং ত্বয়া নৃপ
তস্মাদ্দুষ্টো ভবিষ্যামি তব বংশপতির্নৃপ।
তব বংশে ভবিষ্যন্তি নানাভেদাস্তু ক্ষত্রিয়াঃ॥
তেষাং গ্রামান্ সুদেশাংশ্চ স্ত্রিয়ো রত্নানি যানি বৈ।
ভোক্ষ্যন্তি চ ন সন্দেহো হ্যতিচণ্ডা মহাবলাঃ
মম বংশাৎ সমুৎপন্নাস্তুরুষ্কা ম্লেচ্ছরূপিণঃ।
ত্বয়া যে নাশিতাঃ সর্ব্বে শপ্তাঃ শাপৈঃ সুদারুণৈঃ॥ ৪১
এবং বভাষে রাজানং যদুঃ ক্রুদ্ধো নৃপোত্তম
অথ ক্রুদ্ধো মহারাজঃ পুনশ্চৈবং শশাপ হ॥৪২
মৎপ্রজানাশকাঃ সর্ব্বে বংশজাস্তে শৃণুষ হি।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ পৃথ্বীনক্ষত্রতারকাঃ॥ ৪৩
তাবন্ম্লেচ্ছাঃ প্রপক্ষ্যন্তে কুম্ভীপাকে চ রৌরবে
কুরুং দৃষ্ট্বা ততো বালং ক্রীড়মানং সুলক্ষণম্॥
সমাহ্বয়তি তং রাজা ন সুতং নৃপনন্দনম্।
শিশুং জ্ঞাত্বা পরিত্যক্তঃ স কুরুস্তেন বৈ তদা
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতং পুণ্যং তং পুরুং জগদীশ্বরঃ।

না, পরন্তু বলতেজঃক্ষমাহীন ও ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইবে। যদু বলিল,—হে মহারাজ! আমি নির্দ্দোষ, কি জন্য আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন? এ দীনকে কৃপা করুন প্রসন্ন হউন। রাজা বলিলেন,—অয়ি পুত্রক মহাদেব যখন তোমার কুলে স্বীয় অংশ সৃষ্টি করিবেন তখন কুল পবিত্র হইবে। যদু বলিল,—হে মহারাজ আমি আপনার নির্দ্দোষ পুত্র, অ মাকে শাপ দিলেন, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে অনুগৃহীত করুন। ১৯—৩৫। রাজা বলিলেন —দেখ, যে জ্যেষ্ঠপুত্র হয়, সে-ই পিতার দুঃখ হরণ করিয়া থাকে; রাজ্যধনও সে-ই ভোগ করে এবং সে-ই সমুদয় ভার বহন করে। তোমা কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইলনা, তুমি অভাগ্য সংশয় নাই। তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিলে না এজন্য শাপরূপ মহাদণ্ড তোমার উপর পতিত হইল। অনুগ্রহ হইবার নহে, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। যদু বলিল,—হে নৃপ! যেহেতু আপনি আমার রাজ্য কুল রূপ নাশ করিলেন, অতএব আমি আপনার দুষ্ট বংশপতি হইব। আপনার বংশে নানা-জাতীয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবে তাহাদের গ্রাম, দেশ, স্ত্রী, রত্ন ও অন্যান্য যাহা কিছু সমস্তই মদীয় বংশসমুৎপন্ন তুরুস্ক নামক অতিচণ্ড মহাবল ম্লেচ্ছগণ—আপনি সুদারুণ শাপে অভিশপ্ত করিয়া যে সকলকে নাশিত করিলেন—তাহারা ভোগ করিবে। যদু ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে এই কথা বলিল। অনন্তর রাজা যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় এইরূপ অভিশাপ দিলেন যে, আমার প্রজানাশক তোর বংশজ-দিগের সম্বন্ধে যাহা হইবে, বলিতেছি শ্রবণ কর। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য পৃথ্বী নক্ষত্র ও তারকারাজি বিরাজ করিবে, তাবৎ তোর বংশধর ম্লেচ্ছগণ কুম্ভীপাকে ও রৌরব নরকে পচিতে থাকিবে। অনন্তর রাজা ক্রীড়াপরায়ণ সুলক্ষণ কুরুকে বালক দেখিয়াও আহ্বান করিলেন না। তিনি শিশুজ্ঞানে কুরুকে পরি

সমাহূয় বভাষে চ জরা মে গৃহ্যতাং পুনঃ॥ ৪৬
ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং ময়া দত্তং সুপুণ্যং হতকণ্টকম্

পূরুরুবাচ।

রাজ্যং দেবেন ভোক্তব্যং পিত্রা ভুক্তং যথা তব
ত্বদাদেশং করিষ্যামি জরা মে দীয়তাং নৃপ।
তারুণ্যেন মমাদ্যৈব ভূত্বা সুন্দররূপধৃক্॥ ৪৮
ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ সুকর্ম্মাণি বিষয়াসক্তচেতসা।
যাবদিচ্ছা মহাভাগ বিহরস্ব তয়া সহ॥ ৪৯
যাবজ্জীবাম্যহং তাত জরাং তাবদ্ধরাম্যহম্।
এবমুক্তস্তু তেনাপি পূরুণা জগতীপতিঃ॥ ৫০
হর্ষেণ মহতাবিষ্টস্তং পুত্রং প্রত্যুবাচ সঃ।
যস্মাৎ বৎস মমাজ্ঞা বৈ ন হতা কৃতবানিহ॥৫১
তস্মাদহং বিধাস্যামি বহুসৌখ্যপ্রদায়কম্।
যস্মাজ্জরা গৃহীতা মে দত্তং তারুণ্যকং স্বকম্॥
তেন রাজ্যং প্রভুঙ্ক্ষ ত্বং ময়া দত্তং মহামতে।
এবমুক্তঃ স পূরুশ্চ তেন রাজ্ঞা মহীপতে॥ ৫৩
তারুণ্যং দত্তবানস্মৈ জগ্রাহাস্মাজ্জরাং নৃপ।
ততঃ কৃতে বিনিময়ে বয়সোস্তাতপুত্রয়োঃ॥ ৫৪
তস্মাদ্ বৃদ্ধতরঃ পূরুঃ সর্ব্বাঙ্গেষু ব্যদৃশ্যত।
নূতনত্বং গতো রাজা যথা ষোড়শবার্ষিকঃ॥৫৫
রূপেণ মহতাবিষ্টো দ্বিতীয় ইব মন্মথঃ।
ধনু রাজ্যঞ্চ ছত্রঞ্চ ব্যজনং চাসনং গজম্॥৫৬
কোশং দেশং বলং সর্ব্বং চামরং স্যন্দনং তথা।
দদৌ তস্মৈ মহারাজঃ পূরবেশ্চৈব মহাত্মনঃ॥ ৫৭
কামাসক্তশ্চ ধর্ম্মাত্মা তাং নারীমনুচিন্তয়ন্।
তৎসরঃ সাগরপ্রখ্যং কামাখ্যং নহুষাত্মজঃ॥ ৫৮
অশ্রুবিন্দুমতী যত্র জগাম লঘুবিক্রমঃ।
তাং দৃষ্ট্বা তু বিশালাক্ষীং চারুপীনপয়োধরাম্॥
বিশালাঞ্চ মহারাজঃ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ॥ ৬০

রাজোবাচ।

আগতোঽস্মি মহাভাগে বিশালে চারুলোচনে
জরাত্যাগঃ কৃতো ভদ্রে তারুণ্যেন সমন্বিতঃ॥

ত্যাগ করিলেন। তখন পৃথ্বীপতি, শর্ম্মিষ্ঠা-নন্দন পুণ্যাত্মা পূরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, মৎপ্রদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। পূরু বলিলেন,—আপনার পিতা যেরূপ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি সেইরূপ রাজ্য ভোগ করিবেন। হে নৃপ! আমি আপনার আদেশ পালন করিব। আমাকে জরা প্রদান করুন। আপনি আমার তারুণ্য লইয়া সুন্দর রূপ ধারণপূর্ব্বক বিষয়াসক্তচিত্তে সুখভোগ সকল উপভোগ করুন। হে মহাভাগ। আপনার যতকাল ইচ্ছা, আপনি সেই কামিনীর সহিত বিহার করুন। ৩৬—৪৯। হে তাত! আমি যাবজ্জীবন জরা ধারণ করিব। পূরু এই কথা কহিলে পৃথ্বীপতি যযাতি মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তরে তাহাকে বলিলেন,—বৎস! যেহেতু তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া পালন করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার বহু সৌখ্য বিধান করিব। তুমি আমার জরা গ্রহণ করিয়াছ এবং স্বীয় তারুণ্য প্রদান করিয়াছ, এই জন্য হে মহামতে! তুমি মৎপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর! রাজা যযাতি পূরুকে এই কথা কহিলে পূরু তাঁহাকে তারুণ্য প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পিতাপুত্রের এইরূপ বয়সের বিনিময় হইলে পূরুর সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্য দৃষ্ট হইল। রাজা যযাতি ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় নব কলেবর ধারণ করিলেন। রূপাধিক্যে তিনি দ্বিতীয় মন্মথবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনু, রাজ্য, ছত্র, ব্যজন, আসন, গজ, কোষ, দেশ, বল, চামর, স্যন্দন, সমস্তই মহাত্মা পূরুকে প্রদান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নহুষনন্দন কামাসক্ত হইয়া সেই নারীকে ধ্যান করিতে করিতে সেই সাগরসদৃশ কামসরোবরের সমীপে সত্বর গমন করিলেন। সেই সরোবরতীরেই তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্রুবিন্দুমতী অবস্থান করিতেছিল। মহারাজ যযাতি তথায় গিয়া কামাকৃষ্টচিত্তে সেই চারুপীনপয়োধরা বিশালনয়না অশ্রুবিন্দুমতী ও তাঁহার সখী বিশালাকে দেখিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগে বিশালে! আমি আসিয়াছি। হে ভদ্রে, আমি জরা ত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে তারুণ্যসমন্বিত হইয়া

যুবা ভূত্বা সমায়াতো ভবত্বেষা মমাধুনা ।
যং যং হি বাঞ্ছতে চৈষা তং তং দদ্মি ন সংশয়ঃ

বিশালোবাচ ।

যদা ভবান্ সমায়াতো জরাং দুষ্টাং বিহায় চ ।
দোষেণৈকেন লিপ্তোহসি ভবন্তং নৈব মন্যতে ॥

রাজোবাচ ।

মম দোষং বদস্ব ত্বং যদি জানাসি নিশ্চিতম্ ।
তন্তু দোষং পরিত্যক্ষ্যে গুরুরূপং ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে মাতা-পিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিতেঽষ্ট-সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বিশালোবাচ ।

শর্ম্মিষ্ঠা যস্য বৈ ভার্য্যা দেবযানী বরাননা ।
সৌভাগ্যং তত্র বৈ দৃষ্টমন্যথা নাস্তি ভূপতে ॥ ১

তৎকথং ত্বং মহাভাগ অস্যাঃ কার্য্যবশো ভবেঃ
সপত্নজেন ভাবেন ভবান্ ভর্ত্তা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২
সসর্পোঽসি মহারাজ ভূতলে চন্দনং যথা ।
সর্পৈশ্চ বেষ্টিতো রাজন্ মহাচন্দন এব হি ॥ ৩
তথা ত্বং বেষ্টিতঃ সর্পৈঃ সপত্নীনামসংজ্ঞকৈঃ ।
বরমগ্নিপ্রবেশশ্চ শিখাগ্রাৎ পতনং বরম্ ॥ ৪
রূপতেজঃসমাযুক্তং সপত্নীসহিতং প্রিয়ম্ ।
ন বরং তাদৃশং কান্তং সপত্নীবিষসংযুতম্ ॥ ৫
তস্মান্ন মন্যতে কান্তং ভবন্তং গুণসাগরম্ ॥ ৬

রাজোবাচ ।

দেবযান্যা ন মে কার্য্যং শর্ম্মিষ্ঠয়া বরাননে ।
ইত্যর্থং পশ্য মে কোশং সত্ত্বধর্ম্মসমন্বিতম্ ॥ ৭

অশ্রুবিন্দুমত্যুবাচ ।

অহং রাজ্যস্য ভোক্ত্রী চ তব কায়স্য ভূপতে ।
যদ্যদ্বদামাহং ভূপ তত্তৎ কার্য্যং ত্বয়া ধ্রুবম্ ॥ ৮
ইত্যর্থে মম দেহি স্বং করং ত্বং ধর্ম্মবৎসল ।
বহুধর্ম্মসমোপেতং চারুলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৯

রাজোবাচ ।

অন্যভার্য্যাং ন বিন্দামি ত্বাং বিনা বরবর্ণিনি ।

যুবকরূপে উপস্থিত হইয়াছি; অধুনা তোমার সখী আমায় ভজনা করুন। সখী তোমার যাহা যাহা চাহিবেন, আমি নিশ্চয়ই তৎসমস্ত প্রদান করিব। বিশালা বলিলেন,—দুষ্টা জরা পরিত্যাগ করিয়া আপনি আসিয়াছেন বটে; কিন্তু একটী দোষে এখনও লিপ্ত আছেন, তাই সখী আমার আপনাকে মনোনীত করিতেছেন না। যযাতি বলিলেন,—যদি জানা থাকে, তবে আমার সেই দোষ কীর্ত্তন কর, আমি নিশ্চয়ই সেই দোষ পরিত্যাগ করিব। ৫০—৬৪।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

বিশালা বলিলেন,—যাঁহার ভার্য্যা শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবযানী, তাঁহার সৌভাগ্য ত তাঁহাদিগেরই, ইহার অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে মহাভাগ! আপনি কিরূপে ইহার বশীভূত হইবেন? আপনি সপত্নজ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ভর্ত্তা, সুতরাং হে মহারাজ! আপনি ত ভূতলে সসর্প চন্দনবৎ প্রতিভাত। মহাচন্দন যেমন সর্পবেষ্টিত হয়, আপনিও তেমনি সপত্নী নামক সর্পসমূহে পরিবেষ্টিত। অগ্নিপ্রবেশ, কিংবা পর্ব্বতের শিখাগ্র হইতে পতনও ভাল, তথাচ সপত্নীবিষসংযুত কান্ত রূপে ও তেজে সমাযুক্ত হইলেও প্রিয় নহে। অতএব আপনি গুণের সাগর হইলেও আপনাকে কান্ত বলিয়া মনোনীত করা যায় না। রাজা কহিলেন,—হে বরাননে! দেবযানী বা শর্ম্মিষ্ঠায় আমার প্রয়োজন নাই। এ নিমিত্ত আমার সত্ত্বধর্ম্ম-সমন্বিত কোষ অবলোকন কর। অশ্রুবিন্দুমতী কহিলেন,—হে ভূপতে! আমি আপনার রাজ্যের এবং দেহের ভোক্ত্রী হইব এবং আমি যাহা যাহা বলিব তৎসমস্ত আপনাকে করিতে হইবে। হে ধর্ম্মবৎসল! আপনি এই

রাজ্যঞ্চ সকলামুর্ব্বীং মম কায়ং বরাননে ॥ ১০
সকোশং ভুঙ্ক্ষ্ব চার্ব্বঙ্গি এষ দত্তঃ করস্তব।
যদেব ভাষসে ভদ্রে তদেবস্তু করোম্যহম্ ॥ ১১

অশ্রুবিন্দুমত্যুবাচ।

অনেনাপি মহাভাগ তব ভার্য্যা ভবাম্যহম্ ॥ ১২
এতমাকর্ণ্য রাজেন্দ্রো হর্ষব্যাকুললোচনঃ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৩
উপযেমে সুতাং পুণ্যাং মন্মথস্য নরোত্তম।
তয়া সার্দ্ধং মহাত্মা বৈ রমতে নৃপনন্দনঃ ॥ ১৪
সাগরস্য চ তীরেষু বনেষূপবনেষু চ।
পর্ব্বতেষু চ রম্যেষু সরিৎসু চ তয়া সহ ॥ ১৫
রমতে রাজরাজেন্দ্রস্তারুণ্যেন মহীপতিঃ।
এবং বিংশৎসহস্রাণি গতানি নিরতস্য চ ॥ ১৬
ভূপস্য তস্য রাজেন্দ্র যযাতেস্তু মহাত্মনঃ ॥ ১৭

বিষ্ণুরুবাচ।

এবং তয়া মহারাজো যযাতির্মোহিতস্তদা।
কন্দর্পস্য প্রপঞ্চেন ইন্দ্রস্যার্থে মহামতে ॥ ১৮

সুকর্ম্মোবাচ।

এবং পিপ্পল রাজাসৌ যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্যা মোহেন কামেন রতেন ললিতেন চ ॥ ১৯
ন জানাতি দিনং রাত্রিং মুগ্ধঃ কামস্য কন্যয়া।
একদা মোহিতং ভূপং যযাতিং কামনন্দিনী।
উবাচ প্রণতং নম্রং বশগং চারুলোচনা ॥ ২০

অশ্রুবিন্দুমত্যুবাচ।

সঞ্জাতং দোহদং কান্ত তন্মে কুরু মনোরথম্।
অশ্বমেধমখশ্রেষ্ঠং যজস্ব পৃথিবীপতে ॥ ২১

রাজোবাচ।

এবমস্তু মহাভাগে করোমি তব সুপ্রিয়ম্।
সমাহূয় সুতশ্রেষ্ঠং রাজ্যভোগে বিনিঃস্পৃহম্ ॥
সমাহূতঃ সমায়াতো ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণামমকরোত্তদা ॥ ২৩
তস্যাঃ পাদৌ ননামাথ ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
আদেশো দীয়তাং রাজন্ যেনাহূতঃ সমাগতঃ
কিং করোমি মহাভাগ দাসস্তে প্রণতোঽস্মি চ

অঙ্গীকারে আমাকে আপনার বহু ধর্ম্মযুত চারুলক্ষণান্বিত কর প্রদান করুন। রাজা কহিলেন,—বরবর্ণিনি! আমি তোমা বিনা ভার্য্যান্তর-সঙ্গ করিব না। এই রাজ্য, এই সমস্ত ধরা, এই আমার দেহ সকলই তুমি ভোগ কর। হে চার্ব্বঙ্গী! এই আমি তোমায় করপ্রদান করিলাম। অপিচ তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব। ১—১১। অশ্রুবিন্দুমতী কহিলেন,—হে মহাভাগ। এই অঙ্গীকারে আমি আপনার ভার্য্যা হইলাম। রাজেন্দ্র যযাতি এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল-নেত্রে গান্ধর্ব্ব বিবাহক্রমে সুন্দরী মন্মথদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহীপতি যযাতি তারুণ্যযুক্ত হইয়া সাগরতীরে, বনে, উপবনে, রম্য পর্ব্বতে ও সরিৎসমূহে সেই কামিনীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুখ-বিহারে মহাত্মা যযাতির বিংশতি সহস্রবর্ষ অতীত হইল। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহামতে! ইন্দ্রের নিমিত্ত কন্দর্পের প্রপঞ্চরচনায় মহারাজ মহাত্মা যযাতি এইরূপে তখন মোহিত হইয়া পড়িলেন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—হে পিপ্পল। এইরূপে পৃথ্বীপতি যযাতি রাজা সেই কামকন্যা কামিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া কামক্রিয়ায় রতি-বিলাসে এবং কেলিক্রিয়ায় রাত্রিদিন কিছুই জ্ঞান করিতে লাগিলেন না। একদা চারু-লোচনা কামনন্দিনী প্রণত, বশীভূত, মোহিত ভূপতি যযাতিকে বলিলেন,—হে কান্ত। আমার একটী সাধ হইয়াছে, অতএব আমার মনোরথ পূরণ কর। হে পৃথিবীপতে! আপনি শ্রেষ্ঠযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করুন। রাজা কহিলেন,—হে মহাভাগে! তথাস্তু। আমি তোমার প্রিয়াচরণ করিব। এই বলিয়া রাজ্যভোগনিঃস্পৃহ সুতশ্রেষ্ঠ পূরুকে আহ্বান করিলেন। পূরু আহূত হইয়া ভক্তিভরে নমিতকন্ধরে বদ্ধাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতার প্রিয়া সেই কামনন্দিনীরও পাদবন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—রাজন্! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আদেশ প্রদান করুন। হে মহাভাগ! আমি কি করিব? দাস

রাজোবাচ।

অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য সম্ভারং কুরু পুত্রক ॥ ২৫
সমাহূয় দ্বিজান্ পুণ্যানৃত্বিজো ভূমিপালকান্।
এবমুক্তো মহাতেজাঃ পূরুঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ২৬
সর্ব্বং চকার সম্পূর্ণং যথোক্তং তু মহাত্মনা।
তয়া সার্দ্ধং স জগ্রাহ সুদীক্ষাং কামকন্যয়া ॥২৮
অশ্বমেধযজ্ঞবাটে দত্ত্বা দানান্যনেকধা।
ব্রাহ্মণেভ্যো মহারাজ ভূরিদানমনন্তকম্ ॥২৯
দীনেষু চ বিশেষেণ যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
যজ্ঞান্তে চ মহারাজস্তামুবাচ বরাননাম্ ॥ ৩০
অন্যত্তে সুপ্রিয়ং বালে কিং করোমি বদস্ব মে
তৎসর্ব্বং দেবি কর্ত্তাস্মি সাধ্যাসাধ্যং বরাননে ॥

সুকর্ম্মোবাচ।

ইত্যুক্তা তেন সা রাজ্ঞা ভূপালং প্রত্যুবাচ হ।
জাতো মে দোহদো রাজংস্তৎ কুরুষ মমানঘ ॥
ইন্দ্রলোকং ব্রহ্মলোকং শিবলোকং তথৈব চ।
বিষ্ণুলোকং মহারাজ দ্রষ্টুমিচ্ছামি সুপ্রিয়ম্ ॥৩৩
দর্শয়স্ব মহাভাগ যদ্যহং সুপ্রিয়া তব।
এবমুক্তস্তয়া রাজা তামুবাচ স সুপ্রিয়াম্ ॥ ৩৪
সাধু সাধু বরারোহে পুণ্যমেব প্রভাষসে।
স্ত্রীস্বভাবাচ্চ চাপল্যাৎ কৌতুকাচ্চ বরাননে ॥৩৫
যত্তবোক্তং মহাভাগে তদসাধ্যং বিভাতি মে।
তৎসাধ্যং পুণ্যদানেন যজ্ঞেন তপসাপি চ ॥ ৩৬
অন্যথা ন ভবেৎ সাধ্যং যত্ত্বয়োক্তং বরাননে।
অসাধ্যন্তু ভবত্যা বৈ ভাষিতং পুণ্যমিশ্রিতম্ ॥
মর্ত্ত্যলোকাচ্ছরীরেণ অনেনাপি চ মানবঃ।
শ্রুতো দৃষ্টো ন মেঽদ্যাপি গতঃ স্বর্গং সুপুণ্যকৃৎ
ততোঽসাধ্যং বরারোহে যত্ত্বয়া ভাষিতং মম।
অন্যদেব করিষ্যামি প্রিয়ন্তে তদ্বদ প্রিয়ে ॥ ৩৯

দেব্যুবাচ।

অন্যৈশ্চ মানুষৈ রাজন্ ন সাধ্যং স্যান্ন সংশয়ঃ
ত্বয়ি সাধ্যং মহারাজ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৪০

আমি আপনার নিকট প্রণত। ১২—২৪। রাজা কহিলেন,—বৎস! পুণ্যাত্মা দ্বিজ ঋত্বিক্‌গণকে, ও ভূমিপালদিগকে আহ্বান করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন কর। পিতা এই কথা কহিলে পরমধার্ম্মিক পূরু মহাত্মা পিতার আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলেন। তখন যযাতি সেই কামকন্যার সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং যজ্ঞবাটে ব্রাহ্মণদিগকে ও দীন-দুঃখীদিগকে বিশেষরূপে বিবিধ ভূরি-দান করিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহারাজ যযাতি বরাননা কামকন্যাকে কহি-লেন,—হে বালে! তোমার অন্য আর কি প্রিয়াচরণ করিব, তাহা বল! তোমার ইষ্ট বিষয় সাধ্য হউক আর অসাধ্য হউক, আমি সমস্তই সম্পাদন করিব। সুকর্ম্মা কহিলেন,—রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কামকামিনী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাজন্! আমার আর একটী সাধ হইয়াছে, আপনি তাহা সম্পাদন করুন। হে অনঘ মহারাজ! আমি ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক এবং বিষ্ণুলোক দেখিতে ইচ্ছা করি, হে মহাভাগ! যদি আপনার সুপ্রিয়া হইয়া থাকি, তবে আমাকে ঐ সকল সুপ্রিয় স্থান প্রদর্শন করুন। কামকামিনী এই কথা কহিলে রাজা সেই সুপ্রিয়াকে কহিলেন,—হে বরারোহে! সাধু সাধু, তুমি পুণ্য প্রস্তাবই করিয়াছ। হে বরা-ননে! তুমি স্ত্রীস্বভাব-চাপল্যে বা কৌতুক বশে যাহা বলিয়াছ, তাহা আমার পক্ষে উপ-স্থিত অসাধ্য বলিয়াই প্রতিভাত। পুণ্য দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারাই উহা সাধ্য হইয়া থাকে। অন্যথা তোমার প্রস্তাবিত বিষয় সাধ্য হইবার নহে। তোমার পুণ্যাশ্রিত প্রস্তাবিত বিষয় অসম্ভব। কেননা, এমন কোনও পুণ্যকর্ত্তা মানব আমি দেখি নাই বা শুনি নাই, যিনি মর্ত্ত্যলোক হইতে এই শরী-রেই স্বর্গে গিয়াছেন। অতএব হে বরারোহে! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা আমার একান্ত অসাধ্য। অতএব অন্য যদি তোমার কিছু প্রিয় থাকে বল, আমি তাহা করিব। দেবী বলিলেন,—রাজন্। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্য মানুষের অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু আপনার পক্ষে তাহা সুসাধ্য, ইহা আমি সত্য

তপসা যশসা ক্ষাত্রৈর্দ্দানৈর্যজ্ঞৈশ্চ ভূপতে।
নাস্তি ভবাদৃশশ্চান্যো মর্ত্ত্যলোকে চ মানবঃ ॥৪১
ক্ষাত্রং বলং সুতেজশ্চ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাদেবং প্রকর্ত্তব্যং মৎপ্রিয়ং নহুষাত্মজ ॥ ৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিপ্পল উবাচ।
কামকন্যাং যদা রাজা উপযেমে দ্বিজোত্তম।
কিং চক্রাতে তদা তে দ্বে পূর্ব্বভার্য্যে সুপুণ্যকে
দেবযানী মহাভাগা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
তয়োশ্চরিত্রং তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ২
সুকর্ম্মোবাচ।
যদানীতা কামকন্যা স্বগৃহং তেন ভূভুজা।
অত্যর্থং স্পর্দ্ধতে সা তু দেবযানী মনস্বিনী ॥ ৩
তস্যার্থে তু সুতৌ শপ্তৌ ক্রোধেনাকুলিতাত্মনা
শর্ম্মিষ্ঠাং চ সমাহূয় শব্দং চক্রে যশস্বিনী ॥ ৪
রূপেণ তেজসা দানৈঃ সত্যপুণ্যব্রতৈস্তথা।
শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানী চ স্পর্দ্ধেতে স্ম তয়া সহ ॥ ৫
দুষ্টভাবং তয়োশ্চাপি সাজ্ঞাসীৎ কামজা তদা।
রাজ্ঞে সর্ব্বং তযা বিপ্র কথিতং তৎক্ষণাদিহ ॥৬
অথ ক্রুদ্ধো মহারাজঃ সমাহূয়াব্রবীদ্‌যদুম্।
শর্ম্মিষ্ঠা বধ্যতাং গত্বা শুক্রপুত্রী তথা পুনঃ ॥ ৭
সুপ্রিয়ং কুরু মে বৎস যদি শ্রেয়ো হি মন্যসে।
এবমাকর্ণ্য তত্তস্য পিতুর্ব্বাক্যং যদুস্তদা ॥ ৮
প্রত্যুবাচ নৃপেন্দ্রং তং পিতরং প্রতি মানদ।
নাহন্তু ঘাতয়ে তাত মাতরৌ দোষবর্জ্জিতে ॥ ৯
মাতৃঘাতে মহাদোষঃ কথিতো বেদপণ্ডিতৈঃ।
তস্মাদ্‌ঘাতং মহারাজ এতয়োর্ন করোম্যহম্ ॥১০
দোষাণাস্তু সহস্রেণ মাতা লিপ্তা যদা ভবেৎ।
ভগিনী চ মহারাজ দুহিতা চ তথা পুনঃ ॥ ১১

সত্যই বলিতেছি। হে ভূপতে! তপস্যায়, যশস্বিতায়, বীর্য্যে, দানে, এবং যজ্ঞে আপনার ন্যায় অন্য মানব মর্ত্ত্যলোকে নাই। বল, বীর্য্য, তেজ, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব হে নহুষনন্দন! আমার এই প্রিয়ানুষ্ঠান আপনার কর্ত্তব্য। ২৫—৪২।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

অশীতিতম অধ্যায়।

পিপ্পল বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! রাজা যযাতি যৎকালে কামকন্যার পাণিপীড়ন করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বভার্য্যা পুণ্যবতী দেবযানী এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা মহাভাগা শর্ম্মিষ্ঠা কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদের সমস্ত চরিত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সুকর্ম্মা কহিলেন,—যৎকালে রাজা যযাতি সেই কামকন্যাকে গৃহে লইয়া যান, তখন মনস্বিনী দেবযানী অত্যন্ত স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য ক্রোধাকুলিতচিত্তে তাঁহার দুই পুত্রকে রাজা অভিশপ্ত করেন। যশস্বিনী দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে থাকেন; শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবযানী রূপে, তেজে, দানে, সত্য-পুণ্যব্রতে কামকন্যার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। কামকন্যা তাহাতে দুষ্টভাব বুঝিলেন; বুঝিয়া রাজার নিকট তৎক্ষণাৎ সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর মহারাজ যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎস! যদি মঙ্গল চাও, আর আমার সুপ্রিয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শর্ম্মিষ্ঠাকে এবং দেবযানীকে গিয়া বধ কর। যদু পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে নরপতি পিতার প্রতি বলিলেন,—হে মানদ! আমি নির্দ্দোষ মাতৃদ্বয়কে বধ করিতে পারিব না। বেদবিজ্ঞগণ মাতৃবধে মহাদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহারাজ! আমি ইহাঁদের বধসাধন করিতে পারিব না। মহারাজ! মাতা, ভগিনী, বা দুহিতা যদি সহস্র দোষেও

পুত্রৈর্ব্বা ভ্রাতৃভিশ্চৈব নৈব বধ্যা ভবেৎ কদা।
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ মাতরৌ নৈব ঘাতয়ে ॥ ১২
যদোর্ব্বাক্যং তদা শ্রুত্বা রাজা ক্রুদ্ধো বভূব হ।
শশাপ তং সুতং পশ্চাদ্‌যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ
যস্মাদাজ্ঞা হতা ত্বদ্য ত্বয়া পাপিসমোঽপি হি।
মাতুরংশং ভজস্ব ত্বং মচ্ছাপকলুষীকৃতঃ ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা যদুং পুত্রং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
পুত্রং শপ্ত্বা মহারাজস্তয়া সার্দ্ধং মহাযশাঃ ॥ ১৫
রমতে সুখভোগেন বিষ্ণোর্ধ্যানে ন তৎপরঃ
অশ্রুবিন্দুমতী সা চ তেন সার্দ্ধং সুলোচনা ॥১৬
বুভুজে চারুসর্ব্বাঙ্গী পুণ্যান ভোগান্মনোঽনুগান
এবং কালো গতস্তস্য যযাতেস্তু মহাত্মনঃ। ১৭
অক্ষয়া নিজ্জরাঃ সর্ব্বা অপরাস্তু প্রজাস্তথা।
সর্ব্বে লোকা মহাভাগ বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৮
তপসা সত্যভাবেন বিষ্ণোর্ধ্যানেন পিপ্পল।
সর্ব্বে লোকা মহাভাগ সুখিনঃ সাধুসেবকাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

লিপ্তা হন, তথাচ পুত্র বা ভ্রাতৃবর্গ কখনও তাহাদের বধ সাধন করিবে না। ইহা জানিয়া মহারাজ! আমি মাতৃযুগলের বধসাধন করিব না। ১—১২। রাজা যযাতি যদুর বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পরে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—যেহেতু তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এজন্য পাপীর তুল্য তুমি মদীয় শাপে কলুষীকৃত হইয়া মাতৃ-অংশ ভজনা কর অর্থাৎ মাতুলসুতা ভোগ করিবে। যযাতি পুত্র যদুকে এই কথা কহিয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কামকন্যার সহিত সুখ-ভোগে রমণ করিতে লাগিলেন; বিষ্ণুধ্যানে আর তৎপর রহিলেন না। কামকন্যা সুলোচনা অশ্রুবিন্দুমতী তাঁহার সহিত মনোনুকূল পবিত্র ভোগ সকল উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা যযাতির বহুকাল অতীত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রজাগণ অক্ষয় ও নিজ্জর হইয়া সকলেই বিষ্ণুধ্যানে নিরত হইল। হে পিপ্পল! তপস্যায়, সত্যে, বিষ্ণুধ্যানে, সর্ব্বলোকেই সাধুসেবক ও সুখভোগী হইল।১৩-১৯

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুকর্ম্মোবাচ।

অথেন্দ্রোঽহসৌ মহাপ্রাজ্ঞঃ সদাভীতো মহাত্মনঃ।
যযাতের্বিক্রমং দৃষ্ট্বা দানপুণ্যাদিকং বহু ॥ ১
মেনকাং প্রেষয়ামাস অপ্সরাং দূতকর্ম্মণি।
গচ্ছ ভদ্রে মহাভাগে মমাদেশং বদস্ব হ ॥ ২
কামকন্যামিতো গত্বা দেবরাজবচো বদ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন রাজানং ত্বামিহানয় ॥ ৩
এবং শ্রুত্বা গতা সা চ মেনকা তত্র প্রেষিতা।
সমাচষ্ট তু তৎসর্ব্বং দেবরাজস্য ভাষিতম্ ॥ ৪
এবমুক্ত্বা গতা সা চ মেনকা তৎপ্রচোদিতা।
গতায়াং মেনকায়াস্তু রতিপুত্রী মনস্বিনী ॥ ৫
রাজানং ধর্ম্মসঙ্কেতং প্রত্যুবাচ যশস্বিনী।
রাজ ত্বয়াহমানীতা সত্যবাক্যেন বৈ পুরা ॥ ৬

একাশীতিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ ইন্দ্র, রাজা যযাতির বিক্রম ও বহু দানপুণ্যাদি দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি অপ্সরা মেনকাকে দূত-কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন; বলিলেন,—হে ভদ্রে মহাভাগে! তুমি গিয়া আমার এই আদেশ কামকন্যাকে বল যে, তুমি যে কোন উপায়ে রাজা যযাতিকে স্বর্গে দেবরাজসমীপে প্রেরণ কর। দেবেন্দ্রের এইরূপ আদেশে মেনকা তথায় গমনপূর্ব্বক দেবরাজের আদেশ কামকন্যার নিকট যথাযথ বিজ্ঞাপন করিল। মেনকা ইন্দ্রাদেশ কামকন্যাকে বলিয়া প্রস্থান করিলে মনস্বিনী রতিপুত্রী ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতিকে বলিল,—রাজন্! আপনি সত্য বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আমায় আনিয়াছেন

স্বকরশ্চাহরে দত্তো ভবনঞ্চ সমাহৃতা।
যদ্যদ্বদাম্যহং রাজংস্তত্তৎ কার্য্যং হি বৈ ত্বয়া ॥
তদেবং হি ত্বয়া বীর ন কৃতং ভাষিতং মম।
ত্বামেবন্তু পরিত্যক্ষ্যে যাস্যামি পিতৃমন্দিরম্ ॥ ৮
রাজোবাচ।
যথোক্তং হি ত্বয়া ভদ্রে তত্তে কর্ত্তা ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যন্তু পরিত্যজ্য সাধ্যং দেবি বদস্ব মে ॥ ৯
অশ্রুবিন্দুমত্যুবাচ।
এতদর্থে মহীকান্ত ভবানিহ ময়া কৃতঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ ॥ ১০
সর্ব্বং সাধ্যমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বকর্ত্তারমেব চ।
কর্ত্তারং সর্ব্বধর্ম্মাণাং স্রষ্টারং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ১০
ত্রৈলোক্যসাধকং জ্ঞাত্বা ত্রৈলোক্যেহপ্রতিমঞ্চ বৈ
বিষ্ণুভক্তমহং জানে বৈষ্ণবানাং মহাবরম ॥ ১২
ত্বদাশয়া ময়া ভর্ত্তা ভবানঙ্গীকৃতঃ পুরা।
যস্য বিষ্ণুপ্রসাদোহস্তি স সর্ব্বত্র পরিব্রজেৎ ॥ ১৩
দুর্লভং নাস্তি রাজেন্দ্র ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
সর্ব্বেষেব সুরলোকেষু বিদ্যতে তব সুব্রত ॥ ১৪
বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদেন গগনে গতিরুত্তমা।
মর্ত্ত্যলোকং সমাসাদ্য ত্বয়ৈব বসুধাধিপ ॥ ১৫
জরাপলিতহীনাস্তু মৃত্যুহীনা জনাঃ কৃতাঃ।
গৃহদ্বারেষু সর্ব্বেষ মর্ত্ত্যানাঞ্চ নরর্ষভ ॥ ১৬
কল্পদ্রুমা অনেকাশ্চ ত্বয়ৈব পরিকল্পিতাঃ।
যেষাং গৃহেষু মর্ত্ত্যানাং মুনয়ঃ কামধেনবঃ ॥ ১৭
ত্বয়ৈব প্রেষিতা রাজন্ স্থিরীভূতাঃ সদাকৃতাঃ।
সুখিনঃ সর্ব্বকামৈশ্চ মানবাশ্চ ত্বয়া কৃতাঃ ॥ ১৮
গৃহৈকমধ্যে সাহস্রং কুলীনানাং প্রদৃশ্যতে।
এবং বংশবিবৃদ্ধিশ্চ মানবানাং ত্বয়া কৃতা ॥ ১৯
যমস্যাপি বিরোধেন ইন্দ্রস্য চ নরোত্তম।
ব্যাধিপাপবিহীনস্তু মর্ত্ত্যলোকস্ত্বয়া কৃতঃ ॥ ২০
স্বতেজসাহঙ্কারেণ স্বর্গরূপন্তু ভূতলম্।
দর্শিতং হি মহারাজ ত্বৎসমো নাস্তি ভূপতিঃ ॥

—

[আপনি] সত্যাঙ্গীকারে স্বীয় কর প্রদানপূর্ব্বক এই [প্রতি]জ্ঞায় আমায় গৃহে আনয়ন করিয়াছেন যে, [আ]মি যাহা যাহা বলিব, আপনি তৎসমস্ত [স]ম্পাদন করিবেন। কিন্তু হে বীর! আপনি [এ]ক্ষণে আমার বাক্য রক্ষা করিতেছেন না। [অ]তএব আপনাকে আমি পরিত্যাগ করিয়া [পি]তৃমন্দিরে প্রয়াণ করিব। রাজা কহিলেন,—[হে] ভদ্রে! আমার কথিত বিষয় নিশ্চয়ই [আ]মি সম্পাদন করিব; কিন্তু অসাধ্য পরি[ত্য]াগ করিয়া যাহা সাধ্য, তাহাই আমাকে [বল]। ১—৯। অশ্রুবিন্দুমতী কহিলেন,—হে [মহ]ীপাল! আমি এইরূপ জ্ঞানেই আপনাকে [বর]ণ করিয়াছি যে, আপনি সর্ব্ব লক্ষণসম্পন্ন, [সর্ব্ব]ধর্ম্মান্বিত, আপনার নিকট সমস্তই সুসাধ্য, [আ]পনি সমস্তকর্ত্তা, সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা, পুণ্যকর্ম্ম[সমূ]হের স্রষ্টা, ত্রৈলোক্যসাধক, ত্রৈলোক্যে [অ]প্রতিম এবং বিষ্ণুভক্ত ও সর্ব্ববৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। [আ]পনাকে আমি এইরূপই জানিয়াছিলাম। [আ]পনি বাস্তবিকই উক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন। [আ]মি এই আশাতেই আপনাকে ভর্তৃরূপে [অঙ্গী]কার করিয়াছিলাম। যাহার প্রতি বিষ্ণুর প্রসন্নতা আছে, সে সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! সচরাচর ত্রৈলোক্যে তাহার দুর্লভ কিছুই নাই। হে সুব্রত! বিষ্ণুর প্রসাদে সমস্ত সুরলোকে এবং গগনেও আপনার উত্তম গতিই বিদ্যমান। হে বসুধাধিপ। আপনি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সমস্ত জনকে জরাপলিতহীন ও মৃত্যুবর্জ্জিত করিয়াছেন; আপনি সমস্ত মর্ত্ত্যবাসীর গৃহদ্বারে বহুকল্পদ্রুম স্থাপন করিয়াছেন; আপনারই কর্ত্তৃত্বে মুনিগণ ও কামধেনু সকল প্রেরিত হইয়া মর্ত্ত্যগণের গৃহে গৃহে সর্ব্বদা স্থিরীভূত হইয়াছে; মানবগণকে আপনি, সর্ব্বকামসুখসংযুক্ত করিয়াছেন; একই গৃহমধ্যে সহস্র কুলীন দৃষ্টিগোচর হইতেছে; এইরূপে মানবগণের বংশবৃদ্ধি আপনিই বিধান করিয়াছেন! হে নরোত্তম! আপনি যম ও ইন্দ্রের সহিত বিরোধ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোক ব্যাধি ও পাপহীন করিয়াছেন; আপনি স্বীয় তেজে স্বীয় অহঙ্কারে ভূতলকে স্বর্গরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন; অতএব হে মহাভাগ! আপ-

নরো নৈব প্রসূতো হি নোৎপৎস্যতি ভবাদৃশঃ
ভবন্তমিত্যহং জানে সর্ব্বধর্ম্মপ্রভাকরম্ ॥ ২২
তস্মান্ময়া কৃতো ভর্ত্তা বদস্বৈবং মমাগ্রতঃ।
নর্ম্ম মুক্ত্বা নৃপেন্দ্র ত্বং বদ সত্যং মমাগ্রতঃ ॥ ২৩
যদি তে সত্যমস্তীহ ধর্ম্মমস্তি নরাধিপ।
দেবলোকেষু মে নাস্তি গগনে গতিরুত্তমা ॥২৪
সত্যং ত্যক্ত্বা যদা চ ত্বং নৈব স্বর্গং গমিষ্যসি।
তদা কূটং তব বচো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
পূর্ব্বং কৃতং হি যচ্ছ্রেয়ো ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি।

রাজোবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সাধ্যাসাধ্যং ন চাস্তি মে
সর্ব্বং সাধ্যং সুলোকং মে সুপ্রসাদাজ্জগৎপতেঃ
স্বর্গং দেবি যতো নৈমি তত্র মে কারণং শৃণু ॥২৭
আগন্তুস্ত ন দাস্যন্তি লোকে মর্ত্ত্যে চ দেবতাঃ।
ততো মে মানবাঃ সর্ব্বে প্রজাঃ সর্ব্বা বরাননে
মৃত্যুযুক্তা ভবিষ্যন্তি ময়া হীনা ন সংশয়ঃ।
গন্তুং স্বর্গং ন বাঞ্ছামি সত্যমুক্তং বরাননে ॥২৯

দেব্যুবাচ।

লোকান্ দৃষ্ট্বা মহারাজ আগমিষ্যসি বৈ পুনঃ।
পূরয়স্ব মমাদ্য ত্বং জাতাং শ্রদ্ধাং মহাতুলাম্ ॥৩০

রাজোবাচ।

সর্ব্বমেবং করিষ্যামি যত্ত্বয়োক্তং ন সংশয়ঃ।
সমালোক্য মহাতেজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ৩১
এবমুক্ত্বা প্রিয়াং রাজা চিন্তয়ামাস বৈ তদা।
অন্তর্জ্জলচরো মৎস্যঃ সোঽপি জালেন বধ্যতে
মরুৎসমানবেগোঽপি মৃগঃ প্রাপ্নোতি বন্ধনম্
যোজনানাং সহস্রস্থমামিষং বীক্ষতে খগঃ ॥৩২
স কণ্ঠলগ্নপাশঞ্চ ন পশ্যেদ্দৈবমোহিতঃ।
কালঃ সমবিষমকৃৎ কালঃ সম্মানহানিদঃ ॥ ৩৩
পরিভাবকরঃ কালো যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠতঃ।
নরং করোতি দাতারং যাচিতারঞ্চ বৈ পুনঃ ॥
ভূতানি স্থাবরাদীনি দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্ব্বং কলয়তে কালঃ কালো হ্যেক ইদং জগৎ

নার সমান ভূপতি নাই। ভবাদৃশ নর এ পর্য্যন্ত কেহই জন্মে নাই এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে না। আমি আপনাকে এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মপ্রভাকর বলিয়াই জানি। অতএব মৎকৃত ভর্ত্তা আপনি আমার অগ্রে এইরূপ নর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই বলুন। হে নরাধিপ! যদি আপনার সত্য এবং ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে আপনি বলুন—দেবলোকে আমার বিশিষ্ট গতি নাই। যদি সত্য ত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গগমন না করেন, তাহা হইলে আপনার বাক্য কূট বাক্য হইবে, সন্দেহ নাই। অপিচ আপনার পূর্ব্বকৃত যে কিছু শ্রেয়, সমস্তই ভস্মীভূত হইবে। রাজা কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমার সাধ্য বা অসাধ্য কিছুই নাই। জগৎপতির সুপ্রসাদে সমস্ত সুলোকই আমার সাধ্য। হে দেবি! আমি যে জন্য স্বর্গে যাইতেছি না, তাহার কারণ বলি, শ্রবণ কর। আমি স্বর্গে গেলে দেবগণ আমাকে মর্ত্ত্যলোকে আসিতে দিবেন না। আমি না আসিলে আমার সর্ব্ব প্রজা মদ্বিরহে নিশ্চয়ই মৃত্যুযুক্ত হইবে। দেবী কহিলেন,—মহারাজ! আপনি আমার ইচ্ছা লোক সকল দেখিয়া পুনরায় আগমন করিবেন। আমার অতুল শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে আপনি অদ্য তাহা পূরণ করুন। রাজা কহিলেন,—তোমার কথিত সমস্তই আমি করিব, সন্দেহ নাই। নহুষনন্দন মহাতেজা যযাতি প্রিয়াকে এই কথা কহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—জলাভ্যন্তরচারী মৎস্যও জালবদ্ধ হয়; বায়ুতুল্য বেগশালী মৃগও বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যে পক্ষী সহস্রযোজন দূরস্থ আমিষও দর্শন করিতে পারে; পরন্তু সেও দৈবমোহিত হইয়া স্বীয় কণ্ঠলগ্ন পাশও দেখিতে পায় না; কালই সমবিষমকর্ত্তা এবং কালই সম্মানহানিপ্রদ যে কোন স্থানেই থাকা যাউক, কাল পরিভূত করিবেই। কাল নরকে দাতা করে এবং কালই আবার তাহাকে যাচক করিয়া দেয়। স্থাবরাদি যে কিছু প্রাণী স্বর্গে বা ভূতলে অবস্থিত, কাল সকলেরই কলয়িতা। একমাত্র

অনাদিনিধনো ধাতা জগতঃ কারণং পরম্।
লোকান্ কালঃ স পচতি বৃক্ষে ফলমিবাহিতম্
ন মন্ত্রা ন তপো দানং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্॥
ত্রয়ঃ কালকৃতাঃ পাশাঃ শক্যন্তে নাতিবর্ত্তিতুম্
বিবাহো জন্ম মরণং যদা যত্র তু যেন চ॥ ৩৯
যথা জলধরা ব্যোম্নি ভ্রাম্যন্তে মাতরিশ্বনা।
তথেদং কর্ম্মযুক্তেন কালেন ভ্রাম্যতে জগৎ॥

সুকর্ম্মোবাচ।

কালোহয়ং কর্ম্মযুক্তস্তু যো নরৈঃ সমুপাসিতঃ।
কালস্তু প্রেরয়েৎ কর্ম্ম ন তং কালঃ করোতি সঃ
উপদ্রবা ঘাতদোষাঃ সর্পাশ্চ ব্যাধয়স্তথা।
সর্ব্বে কর্ম্মনিযুক্তাস্তে প্রচরন্তি চ মানুষে॥ ৪২
সুখস্য হেতবো যে চ উপায়াঃ পুণ্যমিশ্রিতাঃ।
তে সর্ব্বে কর্ম্মসংযুক্তা ন পশ্যেয়ুঃ শুভাশুভম্।
কর্ম্মদা যদি বা লোকে কর্ম্ম সম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
কর্ম্মাণি চোদয়ন্তীহ পুরুষং সুখদুঃখয়োঃ॥ ৪৪
সুবর্ণং রজতং বাপি যথা রূপং বিনিশ্চিতম্।
তথা নিবধ্যতে জন্তুঃ স্বকর্ম্মণি বশানুগঃ॥ ৪৫
পঞ্চৈতানীহ সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ।
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ॥ ৪৬
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥ ৪৭
দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতা তথা।
তির্য্যক্ত্বং স্থাবরত্বঞ্চ প্রাপ্যতে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৪৮
স এব তত্তথা ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনা।
আত্মনা বিহিতং দুঃখং চাত্মনা বিহিতং সুখম্॥
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঙ্‌ক্তে পূর্ব্বদৈহিকম্।
সন্ত্যজন্তি স্বকং কর্ম্ম ন ক্বচিৎ পুরুষা ভুবি॥ ৫০
বলেন প্রজ্ঞয়া বাপি সমর্থাঃ বর্ত্তুমন্যথা।
সুকৃতান্যুপভুঞ্জন্তি দুঃখানি চ সুখানি চ॥ ৫১
হেতুং প্রাপ্য নরো নিত্যং কর্ম্মবন্ধৈস্তু বধ্যতে

কালই এই জগৎ-স্বরূপে বিদ্যমান। কাল অনাদিনিধন, জগতের ধাতা এবং পরম কারণ। বৃক্ষগত ফলের ন্যায় কালই লোক সকলকে পরিণামিত করে। মন্ত্র, তপস্যা, দান, মিত্র বা বান্ধব কেহই কালকবলিত নরকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। কালকৃত তিনটী পাশ অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে তিনটী পাশ—বিবাহ, জন্ম এবং মরণ। এই তিনটী যেখানে যৎকালে যদ্দ্বারা সংঘটিত হইবে, তাহার অন্যথা কিছুতেই হইবে না। যেমন জলধর সকল আকাশে বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রামিত হয়, তেমনি এই জগৎ কর্ম্মযুক্ত কাল কর্ত্তৃক ভ্রামিত হইতেছে। সুকর্ম্মা কহিলেন,—এই কর্ম্মযুক্ত কাল নরগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হয়। কাল কর্ম্ম প্রেরণ করে, কিন্তু সে নিজে তাহা করে না। বিবিধ উপদ্রব, আঘাত, দোষ, সর্প ও ব্যাধি সকল কর্ম্মনিযুক্ত হইয়াই মানবোপরি বিচরণ করে। সুখের হেতুভূত পুণ্যমিশ্রিত উপায় সকলও কর্ম্মযুক্ত, কর্ম্ম-বিরোধিগণ শুভাশুভ কিছুই অবলোকন করে না। সংসারে কর্ম্মই সব; কর্ম্মই সম্বন্ধী বান্ধব। কর্ম্ম-সকলই পুরুষকে সুখ-দুঃখে প্রেরণ করে। সুবর্ণের এবং রজতের রূপ যেমন নিশ্চয়ই আছে, বশতাপন্ন জীব স্ব স্ব কর্ম্মে সেইরূপ বদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে। আয়ুঃ, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা, নিধন, এই পাঁচটী দেহীর গর্ভাবস্থায়ই নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে কর্ত্তৃপুরুষ যেমন যেমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করিয়া থাকে। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব তির্য্যক্ত্ব বা স্থাবরত্ব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই লব্ধ হয়। যে নিজে যেমন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে সেই কর্ম্মানুরূপই ফল ভোগ করিয়া থাকে। আত্মকৃত সর্ব্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ জীব গর্ভশয্যাগত হইয়াই ভোগ করে। পুরুষগণ স্বীয় কর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না। বলে বা প্রজ্ঞায় ঐ কর্ম্মের অন্যথা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। স্বকৃত সুখদুঃখ তাহারা ভোগ করিয়া থাকে। নর হেতুপ্রাপ্ত হইয়া নিত্য কর্ম্মবন্ধনে

যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ॥৫২
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
উপভোগাদৃতে যস্য নাশ এব ন বিদ্যতে ॥৫৩
প্রাক্তনং বন্ধনং কর্ম্ম কোঽন্যথা কর্ত্তুমর্হতি।
সুশীঘ্রমপি ধাবন্তং বিধানমনুধাবতি ॥ ৫৪
শেতে সহ শয়ানেন পুরা কর্ম্ম যথা কৃতম্।
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫৫
করোতি কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম চ্ছায়েবানুবিধীয়তে।
যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ পরস্পরম্॥
তদ্বৎ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ সুসম্বদ্ধৌ পরস্পরম্।
গ্রহা রোগা বিষাঃ সর্পাঃ শাকিন্যো রাক্ষসাস্তথা
পীড়য়ন্তি নরং পশ্চাৎ পীড়িতং পূর্ব্বকর্ম্মণা।
যেন যত্রোপভোক্তব্যং সুখং বা দুঃখমেব বা॥
স তত্র বদ্ধা রজ্জ্বা বৈ বলাদ্দৈবেন নীয়তে।
দৈবঃ প্রভুর্হি ভূতানাং সুখদুঃখোপপাদনে ॥৫৯
অন্যথা চিন্ত্যতে কর্ম্ম জাগ্রতা স্বপতাপি বা।
অন্যথা স তথা প্রাজ্ঞ দৈব এবং জিঘাংসতি॥
শস্ত্রাগ্নিবিষদুর্গেভ্যো রক্ষিতব্যঞ্চ রক্ষতি।
অরক্ষিতং ভবেৎ সত্যং তদেবং দৈবরক্ষিতম্
দৈবেন নাশিতং যত্তু তস্য রক্ষা ন দৃশ্যতে।
যথা পৃথিব্যাং বীজানি উপ্তানি চ ধনানি চ॥
তথৈবাত্মনি কর্ম্মাণি তিষ্ঠন্তি প্রভবন্তি চ।
তৈলক্ষয়াদ্‌যথা দীপো নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥ ৬৩
কর্ম্মক্ষয়াত্তথা জন্তুঃ শরীরান্নাশমৃচ্ছতি।
কর্ম্মক্ষয়াত্তথা মৃত্যুস্তত্ত্ববিদ্ভিরুদাহৃতঃ ॥ ৬৪
বিবিধাঃ প্রাণিনস্তস্য মৃত্যো রোগাশ্চ হেতবঃ
তথা মম বিপাকোঽয়ং পূর্ব্বং কৃতস্য নান্যথা॥
সম্প্রাপ্তো নাত্র সন্দেহঃ স্ত্রীরূপোঽয়ং ন সংশয়ঃ
ক মে গেহং সমায়াতা নাটকা নটনর্ত্তকাঃ ॥ ৬৬
তেষাং সঙ্গপ্রসঙ্গেন জরা দেহং সমাশ্রিতা।
সর্ব্বং কর্ম্মকৃতং মন্যে যন্মে সম্ভাবিতং ধ্রুবম্॥
তস্মাৎ কর্ম্ম প্রধানঞ্চ উপায়াশ্চ নিরর্থকাঃ।
পুরা বৈ দেবরাজেন মদর্থে দূতসত্তমঃ ॥ ৬৮

বদ্ধ হয়। যেমন সহস্র ধেনুমধ্যে বৎস তাহার মাতাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম কর্ত্তার অনুকরণ করে। উপভোগ ব্যতীত ঐ কর্ম্মের নাশ নাই। ২৭—৫৩। প্রাক্তন বন্ধন-কর্ম্মের কে অন্যথা করিতে পারে? অতি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তিকেও বিধি অনুধাবন করিয়া থাকেন। পুরাকৃত কর্ম্ম শয়ান ব্যক্তির সহিত শয়ন করে; অবস্থিত হইলে অবস্থিত হয়; গমন করিলে অনুগমন করে, কোন কিছু করিলে কার্য্যব্যাপৃত হয়। ফলতঃ কর্ম্ম জীবের ছায়ার ন্যায়ই অনুবিহিত। যেমন ছায়া এবং আতপ পরস্পর নিত্য-সম্বদ্ধ, তেমনি কর্ম্ম এবং কর্ত্তা পরস্পর সুসম্বদ্ধ। গ্রহ, রোগ, বিষ, সর্প, শাকিনী এবং রাক্ষস, ইহারা পূর্ব্ব-কর্ম্ম-পীড়িত নরকেই পশ্চাৎ পীড়িত করিয়া থাকে। যে যেখানে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে, সে সবলে রজ্জুবদ্ধ হইয়াই যেন দৈব কর্ত্তৃক তথায় নীত হয়। প্রাণিগণের সুখ-দুঃখবিধানে দৈবই প্রভু। মানুষ জাগ্রদবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় একরূপ কর্ম্ম চিন্তা করে। দৈব তাহা অন্যরূপে নাশ করিয়া থাকে। শস্ত্র, অগ্নি, বিষ ও দুর্গ হইতে যাহা রক্ষিতব্য, তাহা দৈব রক্ষা করেন, যাহা একান্তই অরক্ষিত, তাহাও দৈবরক্ষিত হয়। কিন্তু যাহা দৈব কর্ত্তৃক নাশিত, তাহার রক্ষা দৃষ্ট হয় না। যেমন পৃথিবীতে উপ্ত বীজ সকল ও ধন সকল থাকে, তেমনি আত্মায় কর্ম্ম সকল অবস্থিত ও প্রভাবসম্পন্ন। যেমন তৈলক্ষয়ে দীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি কর্ম্মক্ষয়ে জীব দেহ হইতে অদৃশ্য হইয়া থাকেন। তত্ত্ববিদ্গণ কর্ম্মক্ষয়েই দেহীর মৃত্যু নির্দ্দেশ করেন। বিবিধ জন্তু এবং বিবিধ রোগই সেই মৃত্যুর হেতু। এইরূপ আমারও এই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে স্ত্রীরূপ বিপাক উপস্থিত, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার অন্যথা হইবারও সম্ভাবনা নাই। কোথায় আমার গৃহে নটনর্ত্তক নাটক সকল আসিয়াছিল, তাহাদেরই সঙ্গপ্রসঙ্গে জরা আমার দেহ আশ্রয় করে। আমার যাহা কিছু সম্ভাবিত, সমস্তই নিশ্চিত কর্ম্মকৃত। অতএব কর্ম্মই প্রধান, অন্য সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ। পূর্ব্বে

প্রেষিতো মাতলির্নাম ন কৃতং তস্য তদ্বচঃ।
তস্য কর্ম্মবিপাকোঽয়ং দৃশ্যতে সাম্প্রতং মম॥
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা দুঃখেন মহতান্বিতঃ।
যদ্যস্যা হি বচঃ প্রীত্যা ন করোমি হি সর্ব্বথা॥
সত্যধর্ম্মাবুভাবেতৌ যাস্যতস্তৌ ন সংশয়ঃ।
সদৃশঞ্চ সমায়াতং যদ্দিষ্টং মম কর্ম্মণা॥ ৭১
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো দৈবো হি দুরতিক্রমঃ।
এবং চিন্তাপরো ভূত্বা যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ॥৭২
কৃষ্ণং ক্লেশাপহং দেবং জগাম শরণং হরিম্।
ধ্যাত্বা নত্বা ততঃ স্তুত্বা মনসা মধুসূদনম্॥ ৭৩
ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তস্ত্বামহং কমলপ্রিয়। ৭৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
মাতাপিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

দেবরাজ আমার জন্য দূতশ্রেষ্ঠ মাতলিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার বাক্য রক্ষা করি নাই, এই সেই কর্ম্মবিপাক অদ্য আমার পরিদৃশ্যমান। ৫৪—৬৯। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া রাজা যযাতি মহাদুঃখিত হইলেন; ভাবিলেন, যদি প্রীতিপূর্ব্বক ইহার বাক্য রক্ষা না করি, তাহা হইলে আমার সত্য এবং ধর্ম্ম উভয়ই নিশ্চয় নষ্ট হইবে। আমার কর্ম্মে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুরূপই বিপাক উপস্থিত। এ বিপাক আমার ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কেন না, দৈব দুরতিক্রমণীয়। পৃথ্বীপতি যযাতি এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া ক্লেশাপহ কৃষ্ণদেব হরির শরণাপন্ন হইলেন এবং মনে মনে মধুসূদনকে ধ্যান, প্রণাম ও স্তব করিয়া বলিলেন,—হে কমলাপ্রিয় আমি তোমার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্রাণ কর। ৭০—৭৪।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুকর্ম্মোবাচ।

এবং চিন্তয়তে যাবদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
তাবৎ প্রোবাচ সা দেবী রতিপুত্রী বরাননা॥১
কিন্নু চিন্তয়সে রাজংস্ত্বমিহৈব মহামতে।
প্রায়েণাপি স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাশ্চপলাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥২
নাহং চাপল্যভাবেন ত্বামেবং প্রবিচালয়ে।
নাহং হি কারয়ামাদ্য ভবৎপার্শ্বং নৃপোত্তম॥ ৩
পণ্যস্ত্রিয়ো যথা লোকে চপলত্বাদ্বদন্তি চ
অকার্য্যং রাজরাজেন্দ্র লোভান্মোহাচ্চ লম্পটাঃ
লোকানাং দর্শনায়ৈব জাতা শ্রদ্ধা মমোরসি।
দেবানাং দর্শনং পুণ্যং দুর্লভং হি সুমানুষৈঃ॥
তেষাঞ্চ দর্শনং রাজন্ কারয়ামি বদস্ব মে।
দোষং পাপকরং যত্তু মৎসঙ্গাদিহ চেদ্ভবেৎ॥ ৬
এবং চিন্তয়সে দুঃখং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
মহাভয়াদ্ যথা ভীতো মোহগর্ত্তে গতো যথা॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—পরম ধার্ম্মিক রাজা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সেই বরাননা রতিপুত্রী বলিলেন, হে মহামতে রাজন্! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? প্রায় সকল স্ত্রীলোকই চপল হইয়া থাকে। কিন্তু আমি চপলতা বশতঃ আপনাকে এইরূপে পরিচালিত করিতেছি না, পণ্যস্ত্রীগণ যেমন চাপল্যবশতঃ অভীষ্ট প্রকাশ করে, অথবা লম্পটগণ যেমন লোভে মোহে অকার্য্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, আমি আপনার নিকট সেরূপ কমি নাই। দেবলোক-দর্শনে আমার একান্ত শ্রদ্ধা হইয়াছে, দেবদর্শন মানুষের পক্ষে দুর্লভ, পুণ্যানুষ্ঠানও বটে। হে রাজন্! এই জন্যই তাঁহাদের দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আপনি কি বলেন, বলুন। আমার সংসর্গে আপনার কি কিছু পাপজনক দোষ-সঞ্চার হইয়াছে! আপনি কি সেই জন্যই মহাভয়ভীত অথবা মোহগর্ত্তে

ত্যজ চিন্তাং মহারাজ ন গন্তব্যং ত্বয়া দিবি।
যেন তে জায়তে দুঃখং তন্ন কার্য্যং ময়া কদা ॥৮
এবমুক্তস্তথা রাজা তামুবাচ বরাননাম্।
চিন্তিতং যন্ময়া দেবি তচ্ছৃণুষ্ব হি সাম্প্রতম্ ॥ ৯
মানভঙ্গো ময়া দৃষ্টো নৈব স্বস্য মনঃপ্রিয়ে।
ময়ি স্বর্গং গতে কান্তে প্রজা দীনা ভবিষ্যতি ॥
ত্রাসয়িষ্যতি দুষ্টাত্মা যমস্তু ব্যাধিভিঃ প্রজাঃ।
ত্বয়া সার্দ্ধং প্রয়াস্যামি স্বর্গলোকং বরাননে ॥ ১১
এবমাভাষ্য তাং রাজা সমাহূয় সুতোত্তমম্।
পূরুং তং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং জরাযুক্তং মহামতিম্ ॥১২
এহ্যেহি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মং জানাসি নিশ্চিতম্।
মমাজ্ঞয়া হি ধর্ম্মাত্মন্ ধর্ম্মঃ সম্পালিতস্ত্বয়া ॥ ১৩
জরা মে দীয়তাং তাত তারুণ্যং গৃহ্যতাং পুনঃ
রাজ্যং কুরু মমেদং ত্বং সকোশবলবাহনম্ ॥
আসমুদ্রাং প্রভুঙ্‌ক্ষ্ব ত্বং রত্নপূর্ণাং বসুন্ধরাম্।
ময়া দত্তাং মহাভাগ সগ্রামবনপত্তনাম্ ॥ ১৫
প্রজানাং পালনং পুণ্যং কর্ত্তব্যঞ্চ সদানঘ।
দুষ্টানাং শাসনং নিত্যং সাধূনাং পরিপালনম্ ॥
কর্ত্তব্যঞ্চ ত্বয়া বৎস ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রমাণতঃ।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বিধিনাপি স্বকর্ম্মণা ॥ ১৭
ভক্ত্যা চ পালনং কার্য্যং যস্মাৎ পূজ্যা জগত্ত্রয়ে
পঞ্চমে সপ্তমে ঘস্রে কোশং পশ্য বিপশ্চিতা ॥
বলঞ্চ নিত্যং সম্পূজ্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
চারচক্ষুর্ভবস্ব ত্বং নিত্যং দানপরো ভব ॥ ১৯
ভবস্ব নিয়তো মন্ত্রে সদা গোপ্যঃ সুপণ্ডিতৈঃ।
নিয়তাত্মা ভবস্ব ত্বং মা গচ্ছ মৃগয়াং সুত ॥ ২০
বিশ্বাসঃ কস্য নো কার্য্যঃ স্ত্রীষু কোশে মহাবলে
পাত্রাণাং ত্বস্তু সর্ব্বেষাং কলানাং কুরু সংগ্রহম্
যজ্ঞ যজ্ঞৈর্হৃষীকেশং পুণ্যাত্মা ভব সর্ব্বদা ॥
প্রজানাং কণ্টকান সর্ব্বান মর্দ্দয়স্ব দিনে দিনে
প্রজানাং বাঞ্ছিতং সর্ব্বমর্পয়স্ব দিনে দিনে।
প্রজাসৌখ্যং প্রকর্ত্তব্যং প্রজাঃ পোষয় পুত্রক

পতিত প্রাকৃত জনবৎ দুঃখ চিন্তা করিতেছেন। মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনাকে স্বর্গে যাইতে হইবে না। আপনার যাহাতে দুঃখ হয়, সে কার্য্য আমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। কামকন্যা এই কথা কহিলে রাজা যযাতি তাঁহাকে কহিলেন,—দেবি! আমি যাহা চিন্তা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! আমি নিজের মানভঙ্গ দেখিতেছি না। আমি স্বর্গে গমন করিলে আমার প্রজাবর্গ দীন হইবে। দুষ্টাত্মা যম ব্যাধি দ্বারা তাহাদিগের ত্রাস জন্মাইবে। যাহা হউক, আমি তোমার সহিত স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিব। ১-১১। রাজা এই বলিয়া সুতশ্রেষ্ঠ জরাযুক্ত মহামতি ধর্ম্মজ্ঞ পূরুকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এস এস, তুমি নিশ্চয় ধর্ম্মজ্ঞ। হে ধর্ম্মাত্মন! আমার আদেশে তুমিই ধর্ম্ম পালন করিয়াছ। হে তাত! এক্ষণে আমার জরা আমায় প্রদান কর, তোমার তারুণ্য তুমি গ্রহণ কর। হে অনঘ! তুমি সর্ব্বদা পবিত্র প্রজাপালন করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে নিত্য তুমি দুষ্টের শাসন ও সাধুর পরিপালন করিবে। হে মহাভাগ! ব্রাহ্মণগণ জগত্ত্রয়ে পূজ্য; তুমি যথাবিধি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পালন করিবে। প্রতি পঞ্চম বা সপ্তম দিনে বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত স্বীয় কোষাগার পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রসাদ, ধন এবং ভোজন দানে নিত্য স্বীয় সৈন্যদিগকে সম্মানিত করিবে। নিত্য চারচক্ষু হইবে; নিত্য দান তৎপর হইবে। পণ্ডিতবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিয়ত নিজ মন্ত্র গোপনে রাখিবে; নিজে সংযতাত্মা হইবে। হে সুত! তুমি কখনও মৃগয়ায় গমন করিও না। স্ত্রীজন, কোষ ও মহাবলশালী জনে কদাচ বিশ্বাস করিও না। সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সমস্ত কলাবিদ্যার সংগ্রহ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবে; সর্ব্বদা পুণ্যাত্মা হইবে। প্রজাগণের যে কিছু কণ্টক, তাহা প্রতিদিন তুমি মর্দ্দিত করিবে। প্রজার বাঞ্ছিত সমস্ত বিষয় দিনে দিনে অর্পণ করিবে; প্রজাপুঞ্জের সৌখ্য বিধান করিবে। হে পুত্র! তুমি প্রজা-

স্বকো বংশঃ প্রকর্ত্তব্যঃ পরদারেষু মা কৃথাঃ ।
মতিং দুষ্টাং পরস্বেষু পূর্ব্বানবেহি সর্ব্বদা ॥ ২৪
বেদানাং হি সদা চিন্তা শাস্ত্রাণাং হি চ সর্ব্বদা ।
কুরুষ্বৈবং সদা বৎস শাস্ত্রাভ্যাসরতো ভব ॥২৫
সন্তুষ্টঃ সর্ব্বদা বৎস স্বশয্যানিরতো ভব ।
গজস্য বাজিনোঽভ্যাসং স্যন্দনস্য চ সর্ব্বদা ॥২৬
এবমাদিশ্য তং পুত্রমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ।
স্বহস্তেন চ সংস্থাপ্য করে দত্তং স্বমায়ুধম্‌ ॥২৭
স্বাং জরান্তু সমাগৃহ্য দত্ত্বা তারুণ্যমস্য চ ।
গন্তুকামস্ততঃ স্বর্গং যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
পিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে দ্ব্যশীতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দিগকে পোষণ কর। স্বীয় বংশের মঙ্গল বিধান করিবে। পরস্বে এবং পরদারে কদাচ দুষ্টমতি করিবে না। সর্ব্বথা পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুসরণ করিবে। বৎস! তুমি সর্ব্বদা বেদ ও শাস্ত্র চিন্তা কর; শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত হও এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় শয্যাতেই নিরত হইও। গজ, বাজী, ও রথ পরিচালন অভ্যাস সর্ব্বথা তোমার কর্ত্তব্য। পৃথ্বীপতি যযাতি পুত্রকে এই সকল উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা পুত্রের অভিনন্দন করত স্বীয় হস্তে তাঁহাকে রাজাসনে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে নিজ অস্ত্র প্রদান করিয়া স্বীয় জরা গ্রহণ ও পুত্রের তারুণ্য প্রতিদানান্তে স্বর্গগমনে সমুদ্যত হইলেন। ১২—২৮।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সুকর্ম্মোবাচ ।

সমাহূয় প্রজাঃ সর্ব্বা দ্বীপানাং বসুধাধিপঃ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
ইন্দ্রলোকং ব্রহ্মলোকং রুদ্রলোকমতঃ পরম্‌ ।
বৈষ্ণবং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রাণিনাং গতিদায়কম্‌ ॥ ২
ব্রজাম্যহং ন সন্দেহো হ্যনয়া সহ সত্তমাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সশূদ্রাশ্চ প্রজা মম ॥
সুখেনাপি সকুটুম্বৈঃ স্থাতব্যং তু মহীতলে ।
পুরুরেষ মহাভাগো ভবতাং পালকস্ত্বিহ ॥ ৪
স্থাপিতোঽস্তি ময়া লোকা রাজা ধীরঃ সদণ্ডকঃ
এবমুক্তাস্তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা রাজানমব্রুবন্‌ ॥৫
শ্রূয়তে সর্ব্ববেদেষু পুরাণেষু নৃপোত্তম ।
ধর্ম্ম এবং যতো লোকে ন দৃষ্টঃ কেন বৈ পুরা
দৃষ্টোঽস্মাভিরসৌ ধর্ম্মো দশাঙ্গঃ সত্যবল্লভঃ ।
সোমবংশসমুৎপন্নো নহুষস্য মহাগৃহে ॥ ৭
হস্তপাদমুখৈর্যুক্তঃ সর্ব্বাচারপ্রচারকঃ ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—বসুধাধিপতি যযাতি দ্বীপপুঞ্জবাসী স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করিয়া মহাহর্ষে বলিলেন,—আমি ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক এবং সর্ব্বপাপঘ্ন গতি দায়ক বৈষ্ণবলোকে আমার এই ভার্য্যার সহিত প্রয়াণ করিব, সন্দেহ নাই। হে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় আমার প্রজাপুঞ্জ! আপনারা কুটুম্ববর্গসহ সুখে মহীতলে অবস্থান করুন। এই মহাভাগ পুরু আপনাদের পরিপালক হইবে। প্রজাগণ! আমি এই ধীর দণ্ডধর রাজাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছি। রাজা যযাতি এই কথা কহিলে প্রজাগণ সকলেই রাজাকে বলিলেন,—নৃপোত্তম! আমরা সর্ব্ববেদে এবং সর্ব্বপুরাণে শুনিতে পাই, জগতে ধর্ম্মকে এরূপভাবে কেহই দেখিতে পায় নাই। আমরা নহুষগৃহে দানাদি মূর্ত্তিমান্‌ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ পুণ্যানাঞ্চ মহানিধিঃ ॥ ৮
গুণানাং হি মহারাজ আকরঃ সত্যপণ্ডিতঃ ।
কুর্ব্বন্তি চ মহাধর্ম্মং সত্যবন্তো মহৌজসঃ ॥ ৯
তং ধর্ম্মং দৃষ্টবন্তঃ স্ম ভবন্তং কামরূপিণম্ ।
ভবন্তং কামকর্ত্তারমীদৃশং সত্যবাদিনম্ ॥ ১০
কর্ম্মণা বিবিধেনাপি বয়ং ত্যক্তুং ন শক্নুমঃ ।
যত্র ত্বং তত্র গচ্ছামঃ সুসুখং পুণ্যমেব চ ॥ ১১
নরকেঽপি ভবান যত্র বয়ং তত্র ন সংশয়ঃ ।
কিং দারৈর্ধনভোগৈশ্চ কিং জীবৈর্জীবিতেন চ
ত্বাং বিনা সুমহারাজ তেন নাস্ত্যত্র কারণম ।
ত্বয়ৈব সহ রাজেন্দ্র বয়ং যাস্যাম নান্যথা ॥ ১৩
এবং শ্রুত্বা বচস্তাসাং প্রজানাং পৃথিবীপতিঃ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ প্রজা বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৪
আগচ্ছন্তু ময়া সার্দ্ধং সর্ব্বে লোকাঃ সুপুণ্যকাঃ
নৃপো রথং সমারুহ্য তয়া বৈ কামকন্যয়া ॥ ১৪
রথেন হংসবর্ণেন চন্দ্রবিম্বানুকারিণা ।
চামরৈর্ব্যজনৈশ্চাপি বীজ্যমানো গতব্যথঃ ॥১৬
কেতুনা তেন পুণ্যেন শুভ্রেণাপি মহীয়সা ।
শোভমানো যথা দেবো দেবরাজঃ পুরন্দরঃ ॥১৭
ঋষিভিঃ স্তূয়মানস্তু বন্দিভিশ্চারণৈস্তথা ।
প্রজাভিঃ স্তূয়মানশ্চ যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ১৮
প্রজাঃ সর্ব্বাস্ততো যানৈঃ সমায়াতা নরেশ্বরম্ ।
গজৈরশ্বৈ রথৈশ্চান্যৈঃ প্রস্থিতাশ্চ দিবং প্রতি ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে পৃথগ্জনাঃ
সর্ব্বে চ বৈষ্ণবা লোকা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২০
তেষাং তু কেতবঃ শুভ্রা হেমদণ্ডৈরলঙ্কৃতাঃ ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতাঃ সর্ব্বে সদণ্ডাঃ সপতাকিনঃ ॥ ২১
প্রজাবৃন্দেষু ভাসন্তে পতাকা মারুতেরিতাঃ ।
দিব্যমালাধরাঃ সর্ব্বে শোভিতাস্তুলসীদলৈঃ ॥ ২২
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ।
দিব্যবস্ত্রকৃতাশোভা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ২৩

সেই সোমবংশসমুৎপন্ন, সত্যপ্রিয়, হস্তপদমুখযুক্ত, সর্ব্বসদাচারপ্রচারক, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, পুণ্যপুঞ্জের মহানিধি, গুণসমূহের আকর, সত্য পণ্ডিত মহারাজ আপনিই। সত্যনিষ্ঠ, মহাতেজা ব্যক্তিগণ মহাধর্ম্ম আচরণ করেন। আমরা কামরূপী, কামকর্ত্তা, সত্যবাদী আপনকেই সেই ধর্ম্মরূপে দেখিতেছি। আমরা কায়মনোবাক্যে আপনাকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি যেখানে, আমরাও সেইখানে যাইব, সেইখানেই আমাদের পরম সুখ; সেইখানেই আমাদের পুণ্য। আপনি যদি নরকেও গমন করেন, আমরাও তথায় গমন করিব। মহারাজ! আমাদের স্ত্রীপুত্র-ধনভোগ ও জীবন দ্বারা প্রয়োজন কি? আপনি বিনা আমাদের এই সমুদয়ে কোনই প্রয়োজন নাই। হে রাজেন্দ্র! আমরা আপনারই সহিত গমন করিব। ১—১৩। পৃথ্বীপতি যযাতি প্রজাবর্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষাবেশে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার সহিত সমস্ত পুণ্যাত্মা লোকই আগমন করুন। এই বলিয়া রাজা যযাতি সেই কামকন্যার সহিত চন্দ্রবিম্বানুকারী হংসবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্ব ব্যথা অপগত হইল। তিনি চামর-ব্যজনে বীজ্যমান হইতে লাগিলেন। সুন্দর শুভ্রবর্ণ সুদীর্ঘ পতাকায় তাঁহার রথ সমলঙ্কৃত হইল। তিনি দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। ঋষিগণ, বন্দিগণ, চারণগণ, প্রজাগণ, নহুষনন্দন যযাতির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রজা বিবিধ যানবাহনে পৃথ্বীপতি যযাতির অনুগমন করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় বিভিন্ন প্রজাগণ গজে অশ্বে রথে ও অন্য যান-বাহনে স্বর্গে প্রস্থান করিল। যাঁহারা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ বৈষ্ণব প্রজা, তাঁহাদের শুভ্রবর্ণ পতাকা সকল হেমদণ্ডে অলঙ্কৃত। সেই প্রজাগণ সকলেই শঙ্খচক্রাঙ্কিত দণ্ড ও পতাকাধারী। তাঁহাদের পতাকা সকল মারুতচালিত হইয়া প্রজাপুঞ্জ মধ্যে সুন্দর শোভা ধারণ করিল। তাঁহারা সকলেই তুলসীদলে শোভিত, দিব্যমালায় মণ্ডিত, দিব্য চন্দনে দিগ্ধাঙ্গ, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্য বস্ত্রে শোভিত এবং দিব্য

সর্ব্বে লোকাঃ স্বরূপাস্তে রাজানমনুজগ্মিরে।
প্রজাশতসহস্রাণি লক্ষকোটিশতানি চ ॥ ২৪
অর্ব্বখর্ব্বসহস্রাণি তে জনাঃ প্রতিজগ্মিরে।
তে তু রাজ্ঞা সমং সর্ব্বে বৈষ্ণবাঃ পুণ্যকারিণঃ
বিষ্ণুধ্যানপরাঃ সর্ব্বে জপদানপরায়ণাঃ ॥ ২৬

সুকর্ম্মোবাচ।

এবং তে প্রস্থিতাঃ সর্ব্বে হর্ষেণ মহতান্বিতাঃ।
পুরুং পুত্রং মহারাজ স্বরাজ্যে পরিষিচ্য তম্।
ঐন্দ্রং লোকং জগামাথ যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥
তেজসা তস্য পুণ্যেন ধর্ম্মেণ তপসা তদা।
তে জনাঃ প্রস্থিতাঃ সর্ব্বে বৈষ্ণবং লোকমুত্তমম্
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চারণাস্তথা।
সহিন্দ্রা দেবরাজেন আগতাঃ সম্মুখং তদা ॥২৯
তস্যৈবাপি নৃপেন্দ্রস্য পূজয়ন্তো নৃপোত্তমম্ ॥ ৩০

ইন্দ্র উবাচ।

স্বাগতং তে মহারাজ মম গেহং সমাবিশ।
অত্র ভোগান্ প্রভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং দিব্যান্ কামান্
মনোহনুগান্ ॥ ৩১

রাজোবাচ।

সহস্রাক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্।
নমস্কারাম্যহং দেব ব্রহ্মলোকং ব্রজাম্যহম্।
দৈবৈঃ সংস্তূয়মানশ্চ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৩২
পদ্মযোনির্মহাতেজাঃ সার্দ্ধং মুনিবরৈস্তদা।
আতিথ্যঞ্চ চকারাস্য পাদার্ঘ্যাদি সুবিষ্টরৈঃ ॥৩৩
উবাচ বিষ্ণুলোকং হি প্রযাহি ত্বং স্বকর্ম্মণা।
এবমাভাষিতে ধাত্রা জগাম শিবমন্দিরম্ ॥৩৪
চক্রে আতিথ্যপূজাঞ্চ উময়া সহ শঙ্করঃ।
তস্যৈবাপি নৃপেন্দ্রস্য রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৫
কৃষ্ণভক্তোঽহসি রাজেন্দ্র মমাপি সুপ্রিয়ো ভবান্
ততো যযাতে রাজেন্দ্র বস ত্বং মম মন্দিরম্ ॥ ৩৬
সর্ব্বান ভোগান প্রভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং দুঃখপ্রাপ্যান্ হি
মানুষৈঃ।
অন্তরং নাস্তি রাজেন্দ্র মম বিষ্ণোর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
যোঽসৌ বিষ্ণুস্বরূপেণ স বৈ রুদ্রো ন সংশয়ঃ।
যো রুদ্রো বিদ্যতে রাজন স চ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ

আভরণে ভূষিত। সেই সুন্দরাকৃতি প্রজাগণ সকলেই রাজার অনুগমন করিল। এই প্রজাগণের সংখ্যা—শত-সহস্র লক্ষকোটিশত-খর্ব্ব-সহস্র। প্রজাগণ সকলেই পুণ্যকর্ত্তা, বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ, জপদানতৎপর বৈষ্ণব জন। ১৪—২৬। সুকর্ম্মা কহিলেন,—এইরূপে তাঁহারা সকলে মহাহর্ষে অন্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পৃথ্বীপতি যযাতি, পুত্র পুরুকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। তাঁহার তেজে, পুণ্যে ধর্ম্মে এবং তপঃপ্রভাবে তাঁহার প্রজাগণ সকলেই উত্তম বৈষ্ণব লোকে প্রস্থান করিল। যযাতি ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ দেবরাজ সহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ! শুভাগমন হউক, মদ্গৃহে প্রবেশ করুন। এখানে থাকিয়া আপনি মনোনুকুল দিব্য ভোগ সকল উপভোগ করুন। রাজা যযাতি কহিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ সহস্রাক্ষ! আপনার পাদাম্বুজ যুগলে আমি নমস্কার করি। হে দেব! আমি এক্ষণে ব্রহ্মলোকে যাইব। অনন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া যযাতি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মহাতেজা পদ্মযোনি মুনিগণ সহ পাদ্য, অর্ঘ্য ও সুন্দর আসনদানে তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করাইলেন এবং বলিলেন,—আপনি এক্ষণে স্বীয় কর্ম্মফলে বিষ্ণুলোকে গমন করুন। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে যযাতি শিবমন্দিরে গমন করিলেন। সেখানে উমা সহ শঙ্কর তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিয়া কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি কৃষ্ণভক্ত, আমারও অতি প্রিয়। অতএব হে যযাতি! আপনি আমারই মন্দিরে বাস করুন। এইখানে থাকিয়াই মানুষদুর্লভ ভোগ সকল আপনি উপভোগ করুন। হে রাজেন্দ্র! আমি বিষ্ণু—আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ কিছুই নাই। যিনি বিষ্ণুস্বরূপে বিরাজিত, তিনিই রুদ্ররূপে বিভাত। যিনি

উভয়োরন্তরং নাস্তি তস্মাচ্চৈব বদাম্যহম্।
বিষ্ণুভক্তস্য পুণ্যস্য স্থানমেব দদাম্যহম্ ॥ ৩৯
তস্মাদত্র মহারাজ স্থাতব্যং হি ত্বয়ানঘ।
এবমুক্তঃ শিবেনাপি যযাতির্হরিবল্লভঃ ॥ ৪০
ভক্ত্যা প্রণম্য দেবেশং শঙ্করং নতকন্ধরঃ।
এতৎ সর্ব্বং মহাদেব ত্বয়োক্তমিহ সাম্প্রতম্ ॥ ৪১
যুবয়োরন্তরং নাস্তি একা মূর্ত্তির্দ্বিধাভবৎ।
বৈষ্ণবং গন্তুমিচ্ছামি পাদৌ তব নমাম্যহম্ ॥ ৪২
এবমস্তু মহারাজ গচ্ছ লোকন্তু বৈষ্ণবম্।
সমাদিষ্টঃ শিবেনাপি প্রতস্থে বসুধাধিপঃ ॥ ৪৩
পৃথু শস্তৈর্মহাপুণ্যৈর্বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণুবল্লভৈঃ।
নৃত্যমানৈস্ততস্তস্য পুরতস্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪৪
শঙ্খশব্দৈঃ সুশাপদ্মৈঃ সিংহনাদৈঃ সুপুষ্কলৈঃ।
জগাম নিঃস্বনৈ রাজা পূজ্যমানঃ সুচারণৈঃ ॥ ৪৫
সুস্বরৈর্গীয়মানস্তু পাঠকৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
গায়ন্তি পুরতস্তস্য গন্ধর্ব্বা গীততৎপরাঃ ॥ ৪৬
ঋষিভিঃ স্তূয়মানশ্চ দেববৃন্দৈঃ সমন্বিতৈঃ।
অপ্সরোভিঃ সুরূপাভিঃ সেব্যমানঃ স নাহুষিঃ
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈঃ সিদ্ধৈশ্চারণৈঃ পুণ্যমঙ্গলৈঃ।
সাধ্যৈর্ব্বিদ্যাধরৈ রাজা মরুদ্ভির্ব্বসুভিস্তথা ॥ ৪৮
রুদ্রৈশ্চাদিত্যবর্গৈশ্চ লোকপালৈর্দিগীশ্বরৈঃ।
স্তূয়মানো মহারাজস্ত্রৈলোক্যেন সমন্ততঃ ॥ ৪৯
দদৃশে বৈষ্ণবং লোকমনৌপম্যমনাময়ম্।
বিমানৈঃ কাঞ্চনৈ রাজন সর্ব্বশোভাসমন্বিতৈঃ
হংসকুন্দেন্দুধবলৈর্নৈকাম নৈকরূপশোভিতৈঃ।
প্রাসাদৈঃ শতভৌমৈশ্চ মেরুমন্দরসন্নিভৈঃ ॥ ৫০
শিখরৈরুল্লিখদ্ভিশ্চ স্বর্ব্যোম হাটকান্বিতৈঃ।
জাজ্বল্যমানৈঃ কলশৈঃ শোভতে সুপুরোত্তমম্
তারাগণৈর্যথাকাশং তেজঃশ্রিয়া প্রকাশতে।
প্রজ্বলত্তেজোজ্বালাভির্লোচনৈরিব লোকতে ॥
নানারত্নৈর্হরের্লোকঃ প্রহসদ্দশনৈরিব।
সমাহ্বয়তি তান্ পুণ্যান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুবল্লভান্

রুদ্র, তিনিই সনাতন বিষ্ণু। উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। এই জন্যই আমি এখানে আপনাকে থাকিতে বলিতেছি। আমি বিষ্ণুভক্ত পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে স্থান দান করিয়া থাকি। সুতরাং হে অনঘ মহারাজ! আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। শিব এই কথা কহিলে হরিপ্রিয় যযাতি ভক্তিভরে, নতস্কন্ধে দেবদেব শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাদেব! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই যুক্তিযুক্ত। আপনাদের মধ্যে ভেদ নাই। আপনারা একই মূর্ত্তি দ্বিধাভূত। তথাপি বৈষ্ণবলোকে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার পদযুগলে আমার নমস্কার। যযাতি এই কথা কহিলে শিব কহিলেন,—মহারাজ! আপনি বৈষ্ণবলোকে প্রস্থান করুন। শিবাদিষ্ট হইয়া বসুধাপতি যযাতি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। সেখানে মহাপুণ্যশালী বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার অগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুপাপদ্ম শঙ্খশব্দ ও সুপুষ্কল সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। রাজা চারণগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান, ও স্তুতিপাঠক শাস্ত্রকোবিদগণ কর্ত্তৃক সুস্বরে গীয়মান হইয়া যাইতে লাগিলেন। গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। দেববৃন্দ-সমন্বিত ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। সুরূপা অপ্সরারা সেবা করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ, সাধ্য, বিদ্যাধর, মরুৎ, বসু, রুদ্র, আদিত্য, লোকপাল ও দিগীশ্বরগণ কর্ত্তৃক মহারাজ যযাতি চারিদিক্ হইতে স্তুত হইতে লাগিলেন। ক্রমে যযাতি অনুপম অনাময় বৈষ্ণবলোক দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—তথায় কত নানা শোভান্বিত কাঞ্চন-বিমান, কত হংসকুন্দেন্দু-ধবল সুন্দর বিমান এবং কত মেরুমন্দরসন্নিভ শতভৌমিক প্রাসাদে ঐ পুরী সমলঙ্কৃত। ঐ সকল প্রাসাদের কাঞ্চনময় শিখর-গুলি যেন স্বর্গ ও ব্যোম উল্লেখন করিতেছে। তাহাতে জাজ্বল্যমান কলস সকল শোভা পাইতেছে। আকাশ যেমন তারাগণ দ্বারা তেজ ও শ্রীযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তেমনি ঐ উত্তম পুরী লোচনবৎ প্রজ্বলিত তেজোজ্বালামালায় শোভিত হইতেছে। হরিলোক নানা রত্ন দ্বারা যেন দশনবিকাশী হাস্য

ধ্বজব্যাজেন রাজেন্দ্র চলিতাগ্রৈঃ সুপল্লবৈঃ।
শ্বসনান্দোলিতৈশ্চৈব ধ্বজাগ্রৈশ্চ মনোহরৈঃ॥
হেমদণ্ডৈশ্চ ঘণ্টাভিঃ সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতম্।
সূর্য্যতেজঃপ্রকাশৈশ্চ গোপুরাট্টালকৈস্তথা॥
গবাক্ষৈর্জ্জালমালৈশ্চ বাতায়নমনোহরৈঃ।
প্রতোলীনাং প্রকাশৈশ্চ প্রাকারৈর্হেমরূপকৈঃ
তোরণৈঃ সুপতাকাভির্নানাশব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
কলশাগ্রৈশ্চন্দ্রবিম্বৈ রবিবিম্বসমপ্রভৈঃ॥ ৫৮
সুভোগৈঃ শতকক্ষৈশ্চ নিজ্জলাম্বুদসন্নিভৈঃ।
দণ্ডচ্ছত্রসমাকীর্ণৈঃ কলশৈরূপশোভিতৈঃ॥ ৫৯
প্রাবৃট্কালাম্বুদাকারৈর্ম্মন্দিরৈরুপশোভিতৈঃ।
কলশৈঃ শোভমানৈস্তৈশ্চ ঋক্ষৈর্দ্যৌরিব ভূতলম্॥
দণ্ডজালপতাকাভির্ঋক্ষজালসমপ্রভৈঃ।
তাদৃশৈঃ স্ফাটিকাকারৈঃ কান্ত্যা শঙ্খেন্দুসন্নিভৈঃ
হেমপ্রাসাদসম্বাধৈর্নানাধাতুময়ৈস্তথা।
বিমানৈরর্ব্বুদসংখ্যৈঃ শতকোটিসহস্রকৈঃ॥ ৬২
সর্ব্বভোগযুতৈশ্চৈব শোভতে হরিপত্তনম্।
যৈঃ সমারাধিতো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৬৩
তে প্রসাদাত্তস্য তেষু নিবসন্তি গৃহেষু চ।
সর্ব্বপুণ্যেষু দিব্যেষু ভোগাঢ্যেষু চ মানবাঃ॥
বৈষ্ণবাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো নির্দ্ধূতাশেষকল্মষাঃ।
এবংবিধৈর্গৃহৈঃ পুণ্যৈঃ শোভিতং বিষ্ণুমন্দিরম্
নানাবৃক্ষৈঃ সমাকীর্ণং বনৈশ্চন্দনশোভিতৈঃ।
সর্ব্বকামফলৈ রাজন্ সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতম্॥ ৬৬
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ সারসৈরূপশোভিতৈঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ কহ্লারৈরুপশোভিতৈঃ॥
শতপত্রৈর্ম্মহাপদ্মৈঃ পদ্মোৎপলবিরাজিতৈঃ।
কনকোৎপলবর্ণৈশ্চ সরোভিশ্চ বিরাজতে॥ ৬৮
বৈকুণ্ঠং সর্ব্বশোভাঢ্যং দেবোদ্যানৈরলঙ্কৃতম্
দিব্যশোভাসমাকীর্ণং বৈষ্ণবৈরূপশোভিতম্॥
বৈকুণ্ঠং দদৃশে রাজা মোক্ষস্থ সমনুত্তমম্।
দেববৃন্দৈঃ সমাকীর্ণং যযাতির্নহুষাত্মজঃ॥ ৭০
প্রবিবেশ পুরং রম্যং সর্ব্বদাহবিবর্জ্জিতম্।
দদৃশে সর্ব্বক্লেশঘ্নং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৭১
বিমানৈরূপশোভস্থং সর্ব্বাভরণশালিনম্।
পীতবাসং জগন্নাথং শ্রীবৎসাঙ্কং মহাদ্যুতিম্॥৭২
বৈনতেয়সমারূঢং শ্রিয়া যুক্তং পরাৎপরম্।

করিতেছে। পবনান্দোলিত চলিতাগ্র সুপল্লব ও মনোহর ধ্বজাগ্র দ্বারা ঐ পুরী যেন পুণ্যাত্মা বিষ্ণুবল্লভ বৈষ্ণবদিগকে আহ্বান করিতেছে ।৪৩—৫৫। হেমদণ্ড ও হেমঘণ্টাসমূহ দ্বারা ঐ পুরী সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃত। পুরীর গোপুর অট্টালিকা সূর্য্যতেজে প্রকাশমান। জালমালাযুক্ত গবাক্ষ, বাতায়ন, মনোহর প্রতোলীপ্রকাশ, হেমরূপময় প্রাকার তোরণ, সুন্দর সুন্দর পতাকা, নানা সুমঙ্গল শব্দ চন্দ্র বিম্ব ও রবিবিম্ব সমপ্রভ কলশাগ্র সুভোগান্বিত নির্জ্জলাম্বুদসন্নিভ শতকক্ষ, দণ্ডচ্ছত্রপরিবৃত সুশোভিত কলস, বর্ষাকালীন অম্বুদাকার সুন্দর সুন্দর মন্দির ও সুন্দর সুন্দর কলস, এই সকলে অন্বিত হইয়া নক্ষত্রপরিবৃত আকাশস্থলীর ন্যায় সেই বৈষ্ণব ভূমি প্রতিভাত হইতেছে। দণ্ড,জাল ও পতাকা শঙ্খেন্দুসন্নিভ স্ফটিকাকার নানা ধাতুময় হেমপ্রাসাদসম্বাধ এবং নক্ষত্রজালসমপ্রভ শতকোটিসহস্র অর্ব্বুদসংখ্য সর্ব্বভোগান্বিত বিমানসমস্ত দ্বারা সেই হরিপত্তন শোভমান হইয়াছে।

যাঁহারা শঙ্খচক্রগদাধর দেবের আরাধনা করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা নির্দ্ধূতপাপ্মা বৈষ্ণব মানবই তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপুণ্যময় দিব্য ভোগাঢ্য গৃহসমূহে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণুভবন নানা পুণ্যগৃহে শোভিত, চন্দনাদি নানাবৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং সর্ব্ববিধ কামফলে সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃত। হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সারসোপশোভিত বাপী কূপ তড়াগ, সুন্দর সুন্দর কহ্লার, শতপত্র, মহাপদ্ম ও কনকোৎপল তথায় বিরাজমান। সর্ব্বশোভাঢ্য বৈকুণ্ঠ দেবোদ্যানে অলঙ্কৃত, দিব্য শোভায় সমাকীর্ণ ও বৈষ্ণববৃন্দ পরিশোভিত। রাজা যযাতি এ হেন অনুত্তম মোক্ষস্থান দেবপরিবৃত বৈকুণ্ঠ সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্বদাহবিবর্জ্জিত রম্যপুরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বক্লেশহর অনাময় নারায়ণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন,—জগন্নাথ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত সর্ব্বাভরণান্বিত পীতপট্টপরিহিত মহাদ্যুতিসম্পন্ন

সর্ব্বেষাং দেবলোকানাং যো পতিঃ পরমেশ্বরঃ
পরমানন্দরূপেণ কৈবল্যেন বিরাজতে ।
সেব্যমানং মহালোকৈঃ সুপুণ্যৈর্বৈষ্ণবৈর্হরিম্‌ ॥
দেববৃন্দৈঃ সমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্‌ ।
অপ্সরোভির্মহাত্মানং দুঃখক্লেশাপহং হরিম্‌ ॥৭৫
নারায়ণং ননামাথ স্বপত্ন্যা সহ ভূপতিঃ ।
প্রণেমুর্মানবাঃ সর্ব্বে বৈষ্ণবা মধুসূদনম্‌ ॥ ৭৬
গতা যে বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সহ রাজ্ঞা মহামতে ।
পাদাম্বুজদ্বয়ং তস্য নেমুর্ভক্ত্যা মহামতে ॥ ৭৭
প্রণমন্তং মহাত্মানং রাজানং দীপ্ততেজসম্‌ ।
তমুবাচ হৃষীকেশস্তুষ্টোঽহং তব সুব্রত ॥ ৭৮
বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে ।
তত্তে দদাম্যসন্দেহং মদ্ভক্তোঽসি মহামতে ॥

রাজোবাচ ।

যদি ত্বং দেবদেবেশ তুষ্টোঽসি মধুসূদন ।
দাসত্বং দেহি সততমাত্মনশ্চ জগৎ তে ॥ ৮০

বিষ্ণুরুবাচ ।

এবমস্তু মহাভাগ মম ভক্তো ন সংশয়ঃ ।
লোকে মম মহারাজ স্বাতব্যমনয়া সহ ॥ ৮১
এবমুক্তো মহারাজো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণুলোকং প্রসাধিতম্‌ ॥
নিবসত্যেষ ভূপালো বৈষ্ণবং লোকমুত্তমম্‌ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে পিতৃতীর্থবর্ণনে যযাতিচরিত্রে যযাতিস্বর্গারোহণং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীসম্পন্ন পরাৎপর নারায়ণদেব গরুড়োপরি সমাসীন। যিনি সর্ব্বলোকের একমাত্র গতি পরমেশ্বর, সেই দেব পরমানন্দময় কৈবল্যরূপে বিরাজমান। পুণ্যশালী মহাত্মা বৈষ্ণবগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন ; দেববৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন ; গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ সেবা করিতেছেন। ভূপতি পত্নীর সহিত সেই মহান্‌ মহাত্মা নিখিলদুঃখক্লেশহারী নারায়ণ হরিকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বৈষ্ণবগণও মধুসূদনের চরণে প্রণত হইলেন। হে মহামতে ! যে সকল বৈষ্ণব, রাজার সহিত বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভক্তিভরে ভগবৎপদাম্বুজযুগলে প্রণিপাত করিলেন ।৭৬-৭৭। মহাত্মা দীপ্ততেজা রাজা প্রণাম করিবার পর হৃষীকেশ তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুব্রত! আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে মহামতে। তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমাকে অবশ্যই তাহা প্রদান করিব। রাজা কহিলেন,—দেবদেবেশ, মধুসূদন। আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার সার্ব্বকালিক দাসত্ব আমায় প্রদান করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহাভাগ! ইহাই হউক। মহারাজ! তুমি আমার অকপট ভক্ত, এই পত্নীর সহিত আমার লোকে তুমি বাস কর। মহারাজ যযাতি বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে উত্তম বৈষ্ণবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। ৭৮—৮৩।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সুকর্ম্মোবাচ ।

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং চরিত্রং পাপনাশনম্‌ ।
পুত্রাণাং তারকং দিব্যং বহুপুণ্যপ্রদায়কম্‌ ॥ ১
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে যযাতিচরিতে শ্রুতে ।
পূরুণাপ্তং মহদ্রাজ্যং দুর্গতিং গতশঙ্কয়া ॥ ২
পিতৃপ্রসাদাৎ কোপাচ্চ যথাজাতং তথা পুনঃ
পুত্রাণাং তারকং পুণ্যং যশস্যং ধনধান্যদম্‌ ॥ ৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন,—এই আমি তোমার নিকট পাপহর চরিত্র সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পুত্রগণের উদ্ধারক, দিব্য ও বহু পুণ্যপ্রদ। প্রসিদ্ধ যযাতিচরিতের আলোচনায় ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, পিতার প্রসাদে পুরু মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পিতার

শাপযুক্তাবিমৌ চোভৌ তুরুশ্চ যদুরেব চ।
পিতৃমাতৃসমং নাস্তি অভীষ্টফলদায়কম্ ॥ ৪
সাভিলাষেণ ভাবেন পিত্রা পুত্রং সমাহ্বয়েৎ।
মাতা চ পুত্রপুত্রেতি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫
সমাহূতো যথা পুত্রঃ প্রয়াতি মাতরং প্রতি।
যো যাতি হর্ষসংযুক্তো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৬
পাদপ্রক্ষালনং যস্তু কুরুতে চ মহাযশাঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং ভুঙ্ক্তে প্রসাদাত্তু তয়োঃ সুতঃ
অঙ্গসংবাহনাচ্চাপ্যশ্বমেধফলং লভেৎ।
ভোজনাচ্ছাদনস্নানৈস্তুরুং যঃ পোষয়েৎ সুতঃ
পৃথ্বীদানসমং পুণ্যং তৎপুত্রে হি প্রজায়তে।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা তথা মাতা ন সংশয়ঃ ॥৯
বহুপুণ্যময়ঃ সিন্ধুর্যথা লোকে প্রতিষ্ঠিতঃ।
অস্মিল্লোঁকে পিতা তদ্বৎপুরাণকবয়ো বিদুঃ ॥
সুকর্ম্মোবাচ।
ভ্রংশতে ক্রোশতে যস্তু পিতরং মাতরং পুনঃ।
স পুত্রো নরকং যাতি রৌরবাখ্যং ন সংশয়ঃ ॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধৌ গৃহস্থো যো ন পোষয়েৎ
স পুত্রো নরকং যাতি বেদনাং প্রাপ্নুয়াদ্ ধ্রুবম্
কুৎসতে পাপকর্ত্তা যো গুরুং পুত্রঃ সুদুর্ম্মতিঃ
নিষ্কৃতির্নৈব দৃষ্টা বৈ পুরাণৈঃ কবিভিঃ কদা ॥
এবং জ্ঞাত্বা হ্যহং বিপ্র পূজয়ামি দিনে দিনে।
মাতরং পিতরং নিত্যং ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ ॥
কৃত্যাকৃত্যং বদেচ্চৈব সমাহূয় গুরুর্মম।
তৎকরোম্যবিচারেণ শক্ত্যা স্বস্য চ পিপ্পল ॥১৫
তেন মে পরমং জ্ঞানং সঞ্জাতং গতিদায়কম্।
এতয়োশ্চ প্রসাদেন সংসারে পরিবর্ত্ততে ॥ ১৬
যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রকুর্ব্বন্তি মানবা ভুবি সংস্থিতাঃ
গৃহস্থস্তদহং জানে যচ্চ স্বর্গে প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭
নাগানাঞ্চ ইহস্থোঽপি চারং জানামি পিপ্পল।
এতয়োশ্চ প্রসাদাচ্চ ত্রৈলোক্যং মম বশ্যতাম্
গতং বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ ভবানর্চ্চতু মাধবম্ ॥ ১৯

কোপে তরু দুর্গতি লাভ করেন। এই যযাতি-চরিত্র পুত্রগণের তারক, পবিত্র, যশস্য এবং ধনধান্যপ্রদ। পিতার কোপে যদু এবং তুরু উভয় পুত্র শাপযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব পিতামাতার সমান ইষ্টফলদাতা আর নাই। পিতামাতা সম্পূর্ণচিত্তে যে পুত্রকে 'পুত্র' বলিয়া আহ্বান করেন, তাহার পুণ্যফল বলি, শ্রবণ কর। যে পুত্র আহূত হইয়া মাতার নিকট সহর্ষে প্রয়াণ করে, তাহার গঙ্গাস্নান তুল্য ফললাভ হয়। ১—৬। যে মহামনা পুত্র পিতা-মাতার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, পিতামাতার প্রসাদে তাহর সর্ব্বতীর্থফলভোগ হয়। পুত্র পিতামাতার অঙ্গসংবাহনে অশ্বমেধফল লাভ করে। যে পুত্র ভোজন, আচ্ছাদন, স্নান দ্বারা পিতার পোষণ করে, তাহার পৃথ্বীদান সমান পুণ্য হয়। গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, মাতাও তাদৃশী সন্দেহ নাই। জগতে যেমন বহু পুণ্য-ময় সিন্ধু প্রতিষ্ঠিত, পুরাণ কবিগণ বলেন—এ লোকে পিতাও সেইরূপ বিরাজিত। সুকর্ম্মা কহিলেন,—যে পুত্র ক্রোধে পিতামাতর নিকট হইতে চলিয়া যায়, পিতামাতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, নিশ্চয়ই তাহার রৌরব নরকে পতন হইয়া থাকে। যে নর বৃদ্ধ পিতা-মাতার পোষণ করে না, তাহার নরকপ্রাপ্তি হয়। সে ঘোর বেদনা অনুভব করে। যে পাপকর্ত্তা দুর্ম্মতি পুত্র পিতার নিন্দাবাদ করে, পুরাণ কবিগণ কদাচ তাহার নিষ্কৃতি দেখেন না। হে বিপ্র! আমি এইরূপ জানিয়াই নিত্য নিত্য ভক্তিভরে নমিতকন্ধরে পিতা-মাতার পূজা করি। হে পিপ্পল! গুরু আমার আহ্বান করিয়া কৃত্যাকৃত্য যাহাই আদেশ করেন, আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে অবিচারে তাহা সম্পাদন করি। তাই ইঁহাদের প্রসাদে সংসারে আমার গতিদায়ক পরম জ্ঞান জন্মি-য়াছে। ভূতলস্থ মানবগণ যাহা কিছু করে, এবং স্বর্গপুরে যাহা কিছু হইয়া থাকে, আমি গৃহে থাকিয়াই তৎসমস্ত অবগত হই। হে পিপ্পল! আমি এই স্থানে থাকিয়া নাগগণের গতিবিধিও অবগত আছি। পিতামাতার প্রসাদে এই ত্রৈলোক্যই আমার বশীভূত। হে বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ! আপনি মাধবের অর্চ্চনা

বিষ্ণুরুবাচ।

এবং সঞ্চোদিতস্তেন পিপ্পলো হি স্বকর্ম্মণা।
আনম্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং লজ্জিতোঽপি দিবং যযৌ ॥ ২০
সুকর্ম্মা সোঽপি ধর্ম্মাত্মা গুরুং শুশ্রূষতে নৃপ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পিতৃতীর্থানুগং ময়া।
অন্যৎ কিং তে প্রবক্ষ্যামি বদ বেন মহামতে ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে মাতাপিতৃতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বেন উবাচ।

ভগবন দেবদেবেশ প্রসাদাচ্চ মম ত্বয়া।
ভার্য্যাতীর্থং সমাখ্যাতং পিতৃতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১
মাতৃতীর্থং হৃষীকেশ বহুপুণ্যপ্রদায়কম্।
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা গুরুতীর্থং বদস্ব মে ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

কথয়িষ্যাম্যহং রাজন গুরুতীর্থমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং শিষ্যাণাং গতিদায়কম্।
শিষ্যাণাং পরমং পুণ্যং ধর্ম্মরূপং সনাতনম্।
পরং তীর্থং পরং জ্ঞানং প্রত্যক্ষফলদায়কম্ ॥ ৪
যস্য প্রসাদাৎ রাজেন্দ্র ইহৈব ফলমশ্নুতে।
পরলোকে সুখং ভুঙ্‌ক্তে যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নুয়াৎ
প্রসাদাৎ যস্য রাজেন্দ্র গুরোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শিষ্যৈস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
ব্যবহারং চ লোকানামাচারং নৃপনন্দন।
বিজ্ঞানং বিন্দতে শিষ্যো মোক্ষং চৈব প্রযাতি চ ॥ ৭
সর্ব্বেষামেব লোকানাং যথা সূর্য্যঃ প্রকাশকঃ।
গুরুঃ প্রকাশকস্তদ্বচ্ছিষ্যাণাং গতিরুত্তমা ॥ ৮
রাত্রাবেব প্রকাশেচ্চ সোমো রাজা নৃপোত্তম
তেজসা স্বয়মেব সর্ব্বমেব চরাচরম্ ॥ ৯
গৃহে প্রকাশয়েদ্দীপঃ সম্যক্ নৃপসত্তম।
তেজসা নাশয়েৎ সর্ব্বমন্ধকারং ঘনাবিলম্ ॥ ১০

করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—পিপ্পল সুকর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক লজ্জিতভাবে স্বর্গে প্রয়াণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মাও পূর্ব্ববৎ গুরুশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই আমি পিতৃতীর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিলাম। হে মহামতে বেন! তোমার নিকট আর কি বলিব, বল? ৭—২১।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বেন বলিলেন,—হে দেবদেব ভগবন্! আপনি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অনুত্তম ভার্য্যাতীর্থ, পিতৃতীর্থ, এবং বহু পুণ্য প্রদায়ক মাতৃতীর্থ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে হে হৃষীকেশ! আপনি প্রসাদসুমুখ হইয়া আমার নিকট গুরুতীর্থের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ভগবান বলিলেন,—হে রাজন। আমি অনুত্তম গুরুতীর্থ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এই তীর্থ সর্ব্বপাপহর, শিষ্যগণের গতিপ্রদ ও পরমপুণ্য সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ। ইহা পরমতীর্থ এবং প্রত্যক্ষফলপ্রদ পরম জ্ঞান স্বরূপ। হে রাজেন্দ্র। এই তীর্থপ্রসাদে ইহকালীন ফলভোগ করা যায় এবং পরকালে সুখ হয় ও যশঃকীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা গুরুর প্রসাদে শিষ্যগণ এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সমস্তই প্রত্যক্ষ করে। গুরুর প্রসাদেই শিষ্য লোকব্যবহার, লোকাচার ও বিজ্ঞান লাভ করে এবং অবশেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সকল লোকের প্রকাশক, গুরু তেমনি শিষ্যসমূহের প্রকাশক। গুরুই শিষ্যগণের উত্তম গতি। হে নৃপবর! রাত্রিকালে সোমরাজ প্রকাশিত হইয়া স্বীয় তেজে সমস্ত চরাচর প্রকাশ করেন। গৃহস্থিত প্রদীপ স্বীয় তেজে সন্নিহিত সমস্ত

অজ্ঞানতমসা ব্যাপ্তং শিষ্যং দ্যোতয়তে গুরুঃ
শিষ্যপ্রকাশ উদ্দ্যোতৈরুপদেশৈর্ম্মহামতে ॥ ১১
দিবা প্রকাশকঃ সূর্য্যঃ শশী রাত্রৌ প্রকাশকঃ
গৃহপ্রকাশকো দীপস্তমোনাশকরঃ সদা ॥ ১২
রাত্রৌ দিবা গৃহস্যান্তে গুরুঃ শিষ্যং সদৈব হি
অজ্ঞানাখ্যং তমস্তস্য গুরুঃ সর্ব্বং প্রণাশয়েৎ ॥
তস্মাদ্‌গুরুঃ পরং তীর্থং শিষ্যাণামবনীপতে।
এবং জ্ঞাত্বা ততঃ শিষ্যঃ সদা তং প্রপূজয়েৎ
গুরুং পুণ্যময়ং জ্ঞাত্বা ত্রিবিধেনাপি কর্ম্মণা।
ইত্যর্থে শ্রূয়তে বিপ্র ইতিহাসঃ পুরাতনঃ ॥ ১৫
সর্ব্বপাপহরঃ প্রোক্তশ্চ্যবনস্য মহাত্মনঃ।
ভার্গবস্য কুলে জাতশ্চ্যবনো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৬
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না একদা তু নৃপোত্তম।
কদাহং জ্ঞানসম্পন্নো ভবিষ্যামি মহীতলে ॥ ১৭
দিবারাত্রৌ প্রচিন্তেৎ স জ্ঞানার্থং মুনিসত্তমঃ।
এবন্তু চিন্তমানস্য মতিরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১৮
তীর্থযাত্রাং প্রযাস্যামি অভীষ্টফলদায়িনীম্‌।
গৃহক্ষেত্রাদি সন্ত্যজ্য ভার্য্যাং পুত্রং ধনং ততঃ
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন অটতে মেদিনীং তদা।
লোমানুলোমযাত্রাং স গঙ্গায়াং কৃতবান্ নৃপ ॥
স তত্ত্বনর্ম্মদায়াশ্চ সরস্বত্যা মুনীশ্বরঃ।
গোদাবর্য্যাদি-সর্ব্বাসাং নদীনাং সাগরস্য চ ॥ ২১
অন্যেষাং সর্ব্বতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চ নৃপোত্তম।
দেবানাং পুণ্যলিঙ্গানাং যাত্রাব্যাজেন সোহভ্রমৎ
ভ্রমমাণস্য তস্যাপি তীর্থেষু পবমেষু চ।
কায়শ্চ নির্ম্মলো জাতঃ সূর্য্যতেজঃসমপ্রভঃ ॥২৩
চ্যবনঃ কাশতে দীপ্ত্যা পুণ্যাখ্যানেককর্ম্মণা।
ভ্রমমাণঃ সমায়াতঃ ক্ষেত্রাণামুত্তমং তদা ॥ ২৪
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে নাম্না অমরকণ্টকম্‌।
দদর্শ সুমহালিঙ্গং সর্ব্বেষাং গতিদায়কম্‌ ॥ ২৫
নত্বা স্তুত্বা তু সম্পূজ্য সিদ্ধনাথং মহেশ্বরম্‌।
জ্বালেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা চাপামরেশ্বরম্‌ ॥ ২৬

অন্ধকার নাশ করে; কিন্তু গুরু অজ্ঞানান্ধকারব্যাপ্ত শিষ্যকে সমুদ্দ্যোতিত করিয়া থাকেন। উপদেশরূপ রশ্মিজালে শিষ্য প্রকাশিত হয়। সূর্য্য দিবাপ্রকাশক; শশী রাত্রিপ্রকাশক; এবং গৃহস্থ দীপ গৃহপ্রকাশক ও সর্ব্বদা তমোনাশক। কিন্তু গুরু কি দিবা, কি রাত্রি, কি গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বদাই শিষ্যের প্রকাশক; অর্থাৎ গুরু শিষ্যের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার সর্ব্বদাই নাশ করিয়া থাকেন। অতএব হে ধরাপতে! এ জগতে গুরুই শিষ্যগণের পরমতীর্থ। শিষ্য ইহা বুঝিয়া সর্ব্বদাই গুরুর পূজা করিবে। ১—১৪ গুরুকে পুণ্যময় জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে সেবা করিবে। এ সম্বন্ধে এক পুরাতন ইতিহাস শ্রুত হওয়া যায়। ইহা মহাত্মা চ্যবন সম্বন্ধীয় ইতিহাস। এই ইতিহাস সর্ব্বপাপহর। পূর্ব্বে ভার্গবকুলে মুনিসত্তম চ্যবন জন্ম গ্রহণ করেন, হে নৃপবর! একদা তাঁহার অন্তরে এইরূপ চিন্তা হইল যে, কবে আমি জ্ঞানসম্পন্ন হইব? মুনিবর জ্ঞানার্থী হইয়া দিবারাত্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা চ্যবনের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, আমি ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টফলদায়ক তীর্থযাত্রায় প্রয়াণ করিব। এই ভাবিয়া চ্যবন তখন তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সমস্ত মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! চ্যবন গঙ্গার প্রতিলোমানুলোম যাত্রা সমাধা করিলেন। এইরূপ নর্ম্মদা সরস্বতী, গোদাবরী ও অন্যান্য সমস্ত পুণ্য নদী এবং সাগর ও অন্যান্য সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে প্রতিলোমানুলোম যাত্রা তৎকর্ত্তৃক সমাহিত হইল। তিনি যাত্রাচ্ছলে পুণ্যলিঙ্গ দেবগণের ক্ষেত্রেও ভ্রমণ করিলেন। পরম তীর্থসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার দেহ নির্ম্মল এবং সূর্য্যতেজের ন্যায় প্রভাসসম্পন্ন হইল। পুণ্যাত্মা চ্যবন তীর্থসেবায় অপূর্ব্ব প্রভায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে তৎকালে নর্ম্মদার দক্ষিণকূলস্থিত ক্ষেত্রোত্তম অমরকণ্টকে উপস্থিত হইলেন। এ স্থানে সর্ব্ব লোকের গতিদায়ক মহালিঙ্গ মহেশ্বর সিদ্ধনাথকে সন্দর্শন করিলেন এবং স্তুতি-নতি ও পূজা করিয়া অনন্তর জ্বালেশ্বর,

ব্রহ্মেশং কাপিলেশঞ্চ মার্কণ্ডেশ্বরমুত্তমম্।
এবং যাত্রাং ততঃ কৃত্বা ওঙ্কারং সমুপাগতঃ ॥২৭
বটচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য শীতলাং শ্রমনাশিনীম্।
সুখেন সংস্থিতো বিপ্রশ্চ্যবনো ভৃগুনন্দনঃ ॥
তত্র স্বনং স শুশ্রাব সমুক্তং পক্ষিণা তদা।
দিব্যভাষাসমাযুক্তং জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতম ॥ ২৯
শুকশ্চ একস্তত্রাস্তে বহুকালপ্রজীবকঃ।
কুঞ্জলো নাম ধর্ম্মাত্মা চতুঃপুত্রঃ সভার্য্যকঃ ॥ ৩০
আসংস্তস্য হি পুত্রাশ্চ চত্বারঃ পিতৃনন্দনাঃ।
তেষাং নামানি রাজেন্দ্র কথয়িষ্যে তবাগ্রতঃ ॥
জ্যেষ্ঠস্তু উজ্জ্বলো নাম দ্বিতীয়স্তু সমুজ্জ্বলঃ।
তৃতীয়ো বিজ্বলো নাম চতুর্থশ্চ কপিঞ্জলঃ ॥ ৩২
এবং পুত্রাস্তু চত্বারঃ কুঞ্জলস্য মহামতে।
শুকস্য তস্য পুণ্যস্য পিতৃমাতৃপরায়ণাঃ ॥ ৩৩
ভ্রমন্তি গিরিকুঞ্জেষু দ্বীপেষু চ সমাহিতাঃ।
ভোজনার্থন্তু সংক্রুদ্ধাঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতাঃ ॥৩৪
খোদরস্থাং ক্ষুধাং সৌম্যা ফলৈরমৃতসন্নিভৈঃ।
অমৃতস্বাদুতোয়েন শময়ন্তি নৃপোত্তম ॥ ৩৫
ফলং পক্বং রসাঢ্যং তু আহারার্থং সুপুত্রকঃ।
দত্ত্বা ফলানি দম্পত্যোর্নিক্ষিপন্তি প্রযত্নতঃ ॥৩৬
মাতুরর্থে মহাভাগা ভক্তিভাবসমন্বিতাঃ।
তুষ্টা আহারমুৎপাদ্য ভক্ষয়ন্তি পঠন্তি চ ॥৩৭
তত্র ক্রীড়ারতাঃ সর্ব্বে বিলসন্তি রমন্তি চ।
সন্ধ্যাকালং সমাজ্ঞায় পিতুরন্তিকমুত্তমম্ ॥ ৩৮
আয়ান্তি ভক্ষ্যমাদায় শুকার্থন্তু প্রযত্নতঃ।
পশ্যতস্তস্য বিপ্রস্য চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৯
আগতাস্তু শুকাঃ সর্ব্বে পিতুর্নীড়ং সুশোভনম্
পিতরং মাতরং চোভৌ প্রণমন্তে মহামতে ॥
তাভ্যাং ভক্ষ্যং সমাসাদ্য উপতস্থুস্তয়োঃ পুরঃ
সর্ব্বে সম্ভাষিতাঃ পিত্রা মানিতাস্তে সুতোত্তমাঃ
মাত্রা চ কৃপয়া রাজন্ বচনৈঃ প্রীতিহর্ষিতৈঃ।
পক্ষবাতেন শীতেন মাতাপিত্রোশ্চ তে তদা ॥
তেষামাপ্যায়নং তৌ দ্বৌ চক্রাতে পক্ষিণৌ নৃপ
আশীর্ব্বিরভিনন্দ্যৈব দ্বাভ্যামপি সুপুত্রকান ॥৪০

অমরেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, কপিলেশ্বর ও মার্কণ্ডেয়-শ্বরকে সন্দর্শন করিলেন। চ্যবন এইরূপে যাত্রা করিয়া ওঙ্কার ক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আসিয়া শ্রমহারিণী শীতল বটচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিয়া তৎকালে তিনি এক পক্ষীর উক্তি শ্রবণ করিলেন। ঐ উক্তি দিব্য ভাষাময় ও জ্ঞানবিজ্ঞানযুত। তত্রত্য বটবৃক্ষে কুঞ্জল নামে এক বহুকাল-জীবী শুক ছিল। ঐ শুক ধর্ম্মাত্মা, সস্ত্রীক ও পুত্র চতুষ্টয়ান্বিত। শুকের চারি পুত্র, সকলেই পিতার প্রীতিদায়ক। হে রাজেন্দ্র! তাহাদের নামনিচয় তোমার নিকট বলিতেছি। জ্যেষ্ঠের নাম উজ্জ্বল, দ্বিতীয় সমুজ্জ্বল, তৃতীয় বিজ্বল এবং চতুর্থ কপিঞ্জল। হে মহামতে! পুণ্যাত্মা কুঞ্জল শুকের—এই চারি পুত্র, চারি জনই পিতৃমাতৃপরায়ণ। এই শুকপুত্রগণ ক্ষুধাপীড়িত ও সংক্রুদ্ধ হইয়া ভোজনার্থ গিরিকুঞ্জে নানা দ্বীপে ভ্রমণ করিত। তাহারা অমৃতোপম সুন্দর ফলে ও অমৃতবৎ স্বচ্ছ জলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত এবং পক্ব রসাল ফল সযত্নে আনয়নপূর্ব্বক পিতামাতাকে প্রদান করিত। তুষ্টচিত্ত, ভক্তিভাবান্বিত মহাভাগ শুকপুত্রগণ এইরূপে পিতামাতার জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া নিজেরা ভক্ষণ করে ও পাঠ করে। সেখানে ক্রীড়ানিরত হইয়া সকলেই তাহারা পরম সুখে বিহার করে। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া সকলেই পিতার নিকট সযত্নে ভক্ষ্য লইয়া আইসে। মহাত্মা চ্যবন এই সমস্তই দেখিতে লাগিলেন।১৫—৩৯। দেখিলেন,—সমস্ত শুকনন্দন পিতার সুশোভন নীড়ে উপস্থিত হইয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিল এবং তাহাদিগকে ভক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল। পিতা, সকল পুত্রকে সম্ভাষণ ও সমাদর করিল। মাতার সস্নেহপ্রীতি বচনে পুত্রগণ আপ্যায়িত হইল। তখন তাহারা শীতল পক্ষবাতে পিতামাতার আপ্যায়ন করিল। পিতামাতা সুপুত্রদিগকে

তৈশ্চ দত্তং সুসম্পুষ্টমাহারমমৃতোপমম্।
তাবেব হি সুসম্প্রীতিং চক্রাতে দ্বিজসত্তম ॥৪৪
পিবতো নির্ম্মলং তোয়ং তীর্থকোটিসমুদ্ভবম্।
স্বস্থানং তু সমাশ্রিত্য সুখসন্তুষ্টমানসৌ ॥ ৪৫
চক্রাতে চ কথাং দিব্যাং সুপুণ্যাং
পাপনাশিনীম্ ॥ ৪৬

বিষ্ণুরুবাচ।

পিত্রা তু কুণ্ডলেনাপি পৃষ্ট উজ্জ্বলঃ আত্মজঃ
ক্ব গতোঽস্যদ্য পুত্র ত্বং কিমপূর্ব্বং ত্বয়া পুনঃ।
তত্র দৃষ্টং শ্রুতং পুণ্যং তন্মে কথয় নন্দন ॥৪৭
কুণ্ডলস্য পিতুর্ব্বাক্যং সমাকর্ণ্য স উজ্জ্বলঃ।
পিতরং প্রত্যুবাচাথ ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
প্রণামমকরোন্মূর্দ্ধ্না কথাং চক্রে মনোহরাম্ ॥ ৪৮

উজ্জ্বল উবাচ।

প্লক্ষদ্বীপং মহাভাগ নিত্যমেব ব্রজাম্যহম্ ॥ ৪৯
মহতা উদ্যমেনাপি আহারার্থং মহামতে।
প্লক্ষে দ্বীপে মহারাজ সন্তি দেশা অনেকশঃ ॥
পার্ব্বতঃ সরিদুদ্যান-বনানি চ সরাংসি চ।
গ্রামাশ্চ পত্তনাশ্চান্যে সুপ্রজাভিঃ প্রমোদিতাঃ
সদা সুখেন সন্তুষ্টা লোকা হৃষ্টা বসন্তি তে।
দানপুণ্যজপোপেতাঃ শ্রদ্ধাভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৫২
প্লক্ষদ্বীপে মহারাজ আসীৎ পুণ্যমতিঃ সদা।
দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা তৎসুতা দীনুপমা ॥ ৫৩
গুণরূপসমাযুক্তা সুশীলা চারুমঙ্গলা।
দিব্যা দেবীতি বিখ্যাতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি
পিত্রা বিলোকিতা সা তু রূপতারুণ্যমঙ্গলা।
প্রথমে বয়সি সা চ বর্ত্ততে চারুমঙ্গলা ॥ ৫৫
স তাং দৃষ্ট্বা দিবোদাসো দিব্যাং দেবীং
সুতাং তদা।
কস্মৈ প্রদীয়তে কন্যা সুবরায় মহাত্মনে ॥ ৫৬
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা সমালোক্য নরোত্তমঃ।
রূপদেশস্য রাজানং সমালোক্য মহীপতিঃ ॥ ৫৭
চিত্রসেনং মহাত্মানং সমাহূয় নরোত্তমঃ।
কন্যাং দদৌ মহাত্মাসৌ চিত্রসেনায় ধীমতে ॥
তস্যা বিবাহকালে তু সম্প্রাপ্তে সময়ে নৃপ।

আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিল। পুত্রগণ পিতামাতাকে সুপুষ্ট আহার দিল। পিতা-মাতা অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিল। অনন্তর পুত্রগণের আনীত তীর্থকোটিসমুদ্ভব নির্ম্মল জল পান করিয়া শুকদম্পতি স্বস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুখসন্তুষ্টমনে পাপহারিণী পবিত্র দিব্য কথার অবতারণ করিল। ৪০—৪৬। বিষ্ণু বলিলেন,—পিতা কুণ্ডল, পুত্র উজ্জ্বলকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পুত্র! অদ্য তুমি কোথায় গিয়াছিলে? হে নন্দন! তথায় তুমি কি অপূর্ব্ব দেখিলে এবং কিই বা পুণ্য-কথা শ্রবণ করিলে? পিতা কুণ্ডলের বাক্য শুনিয়া উজ্জ্বল ভক্তিভরে নমিত-কন্ধরে পিতাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল এবং প্রণামান্তে মনোহর কথা কহিতে লাগিলেন। উজ্জ্বল কহিল,—হে মহামতে, মহাভাগ! আমি বিপুল উদ্যমে প্রত্যহ আহারার্থ প্লক্ষদ্বীপে গমন করিয়া থাকি। সেখানে বহু দেশ বিদ্যমান। ঐ সকল দেশে পর্ব্বত, নদী, উদ্যান, বন, সরোবর এবং সুপ্রজাপ্রমোদিত গ্রাম পত্তন আছে। তথায় লোক সকল সর্ব্বদা হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে সুখে বাস করে। এই দ্বীপবাসীরা দান, পুণ্য, জপ ও শ্রদ্ধা-সম্বিত। প্লক্ষদ্বীপে দিবোদাস নামে এক পুণ্যধর্ম্মাত্মা মহারাজ আছেন। তাঁহার এক রূপগুণসম্পন্না অনুপমা কন্যা। কন্যার নাম দিব্যাদেবী। পিতা কন্যাকে প্রথম বয়সে রূপযৌবনশালিনী অবলোকন করিলেন। দিবোদাসনন্দিনী দিব্যাদেবী যৌবনে সত্য সত্যই সুন্দর মঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দিবোদাস স্বীয় সুতা দিব্যাদেবীকে এইরূপ রূপশালিনী দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—কোন্ মহাত্মা সুপাত্রের করে কন্যা প্রদান করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া মহীপতি বরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রূপদেশের রাজা মহাত্মা চিত্রসেনকে বর স্থির করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ধীমান্ চিত্র-সেনের করে মহাত্মা দিবোদাসকর্ত্তৃক কন্যা অর্পিত—বাগ্দত্তা হইল। কিন্তু বিবাহকাল

মৃতোঽসৌ চিত্রসেনস্তু কালধর্ম্মেণ বৈ কিল ॥
দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা চিন্তয়ামাস ভূপতিঃ।
সুব্রাহ্মণান সমাহূয় পপ্রচ্ছ নৃপনন্দনঃ ॥ ৬০
অস্যা বিবাহকালে তু চিত্রসেনো দিবং গতঃ।
অস্যাস্তু কীদৃশং কর্ম্ম ভাবিষ্যতি বদন্তু মে ॥৬১
ব্রাহ্মণা উচুঃ।
বিবাহো দৃশ্যতে রাজন কন্যায়াস্তু বিধানতঃ।
পতিম্রিয়তে প্রয়াত্যন্যো চেৎ সঙ্গং করোতি চ
মহাধিব্যাধিনা গ্রস্তস্ত্যাগং কৃত্বা প্রযাতি চ।
প্রব্রাজিতো ভবেদ্রাজন্ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দৃশ্যতে ॥
অনুদ্বাহিতায়াং কন্যায়া উদ্বাহঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
ন স্যাদ্রজস্বলা যাবদন্যঃ পরিবির্বীয়তে ॥ ৬৪
বিবাহস্তু বিধানেন পিতা কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ।
এবং রাজন সমাদিষ্টং ধর্ম্মশাস্ত্রং বুধৈর্জনৈঃ ॥৬
বিবাহঃ ক্রিয়তামস্যা ইত্যূচুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা দ্বিজবাক্যপ্রণোদিতঃ ॥
বিবাহার্থং মহারাজ উদ্যমং কৃতবান্ নৃপ।
পুনর্দিত্তা তু দানেন দিব্যা দেবী দ্বিজোত্তম ॥৬৮
রূপসেনায় পুণ্যায় তস্মৈ রাজ্ঞে মহাত্মনে।
মৃত্যুধর্ম্মং গতো রাজা বিবাহে তু মহীপতিঃ ॥
যদা যদা মহাভাগ দিব্যাদেব্যাশ্চ ভূপতিঃ।
ভর্ত্তা চ ম্রিয়তে কালে প্রাপ্তে লগ্নস্য সর্ব্বদা ॥
একবিংশতিভর্ত্তারঃ কালে কালে মৃতাঃ পিতঃ
ততো রাজা মহাদুঃখী সঞ্জাতঃ খ্যাতবিক্রমঃ ॥
সমালোচ্য সমাহূয় সমামন্ত্র্য সমন্ত্রিভিঃ।
স্বয়ংবরে মহীবুদ্ধিঞ্চকার পৃথিবীপতিঃ ॥ ৭১
প্লক্ষদ্বীপস্য রাজানঃ সমাহূতা মহাত্মনা।
স্বয়ংবরাগমাহূতাস্তথা তে ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭২
তস্যাস্তু রূপসংমুগ্ধা রাজানো মৃত্যুনোদিতাঃ।
সংগ্রামং চক্রিরে মূঢ় স্তে মৃতাঃ সমরাঙ্গনে ॥ ৭৩
এবং তাত ক্ষয়ো যাতঃ ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
দিব্যাদেবী সুদুঃখার্ত্তা গতা সা বনকন্দরম্ ॥৭৪

উপস্থিত হইলে চিত্রসেন কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস রাজা চিন্তিত হইলেন এবং সুব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার এই কন্যার বিবাহকালে ভাবী বর চিত্রসেন স্বর্গগমন করিয়াছেন। কিন্তু এই কন্যার সম্বন্ধে এক্ষণে কিরূপ কর্ম্ম করা হইবে, তাহা আপনারা বলুন। ৫৭—৬১। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—রাজন! কন্যার বৈধ বিবাহই দৃষ্টি হয়। পতি যদি স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কিম্বা অতিমাত্র আধিব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী-পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায়, অথবা যদি প্রব্রাজিত হয় তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান এই যে, অনুদ্বাহিত কন্যার উদ্বাহ করা হয়। ইহাই বুধগণের মত। অপিচ যে পর্য্যন্ত না রজঃস্বলা হয়, তাবৎ তাহার অন্য পতি-গ্রহণ বিধি সঙ্গত। পিতা এই-রূপ কন্যার যথাবিধি বিবাহ দিবেন। হে রাজন্! ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ বুধজনের ইহাই অভি-মত। অতএব আপনি আপনার এই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে পারেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এইরূপ বিধান প্রদান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস দ্বিজবাক্যে প্রণোদিত হইয়া কন্যার বিবাহার্থ পুনরুদ্যোগ করিলেন এবং রূপসেন নামক এক পবিত্রস্বভাব মহাত্মা রাজার করে কন্যা দিব্যাদেবীকে দান—বাগ্দান করিলেন। কিন্তু বিবাহকালে মহীপতি রূপসেন মৃত্যুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! ভূপতি দিবো-দাস এইরূপে যখন দিব্যাদেবীর জন্য বর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, লগ্নকাল উপস্থিত হইবামাত্র অমনি সেই সেই বর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। হে পিতঃ! এইরূপে দিব্যাদেবীর একবিংশতি ভর্ত্তা মৃত্যুগ্রস্ত হইল। অনন্তর রাজা মহাদুঃখিত হইয়া মন্ত্রি-গণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত আলো-চনা করিয়া স্থির করিলেন, কন্যার স্বয়ম্বরায়ো-জন করিবেন। কর্ত্তব্য স্থির হইল। মহাত্মা রাজা দিবোদাস কর্তৃক প্লক্ষদ্বীপস্থ সমস্ত ধর্ম্ম-তৎপর রাজা স্বয়ম্বরার্থ সমাহূত হইলেন। মৃত্যু-প্রেরিত রাজগণ রাজকন্যা দিব্যাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হে তাত! এইরূপে

রোদ করুণং বালা দিব্যাদেবী মনস্বিনী।
এবং তাত ময়া দৃষ্টমপূর্ব্বং তত্র বৈ তদা ॥ ৭৫
ব্রূহি সুবিস্তরং তাত তস্যাঃ কথয় কারণম্ ॥৭৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থবর্ণনে চ্যবনোপাখ্যানে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

—

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

চরিতঞ্চ চেষ্টিতং বৎস দিব্যাদেব্যা বদাম্যহম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং সর্ব্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১
অস্তি বারাণসী পুণ্যা নগরী পাপনাশিনী।
তস্যামাস্তে মহাপ্রাজ্ঞঃ সুবীরো নাম নামতঃ ॥২
বৈশ্যজাত্যাং সমুৎপন্নো ধনধান্যসমাকুলঃ।
তস্য ভার্য্যা মহাপ্রাজ্ঞ চিত্রা নাম সুবিশ্রুতা ॥ ৩
কুলাচারং পরিত্যজ্য অনাচারেণ বর্ত্ততে।
ন মন্যতে হি ভর্ত্তারং স্বৈরবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪
ধর্ম্মপুণ্যবিহীনা তু পাপমেব সমাচরেৎ।
ভর্ত্তারং কুৎসতে নিত্যং নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়া ॥৫
নিত্যং পরগৃহে বাসো ভ্রমতে সা গৃহে গৃহে।
পরচ্ছিদ্রং সমাপশ্যেৎ সদা দুষ্টা চ প্রাণিষু ॥ ৬
সাধুনিন্দাপরা দুষ্টা সদা হাস্যকরা চ সা ॥
অনাচারাং মহাপাপাং জ্ঞাত্বা ধীরেণ নিন্দিতা ॥
স তাং ত্যক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞ উপযেমে মহামতিঃ।
অন্যাং বৈশ্যস্য বৈ কন্যাং তয়া সহ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮
ধর্ম্মাচারেণ পুণ্যাত্মা সত্যধর্ম্মমতিঃ সদা।
নিরস্তা তেন সা চিত্রা প্রচণ্ডা ভ্রমতে মহীম্ ॥ ৯
দুষ্টানাং সঙ্গতিং প্রাপ্য নরাণাং পাপিনাং সদা
দূতীকর্ম্ম চকারাথ সা তেষাং পাপনিশ্চয়া ॥ ১০
গৃহভঙ্গঞ্চকারাথ সাধূনাং পাপকারিণী।
সাধ্বীং নারীং সমাহূয় পাপবাক্যৈঃ সুলোভয়েৎ

মহাত্মা কাক্রগোণের ক্ষয় হইলে দিব্যাদেবী অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা হইয়া বনকন্দরে প্রবেশ করিলেন। বনে গিয়া মনস্বিনী দিব্যাদেবী করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। হে তাত! আমি এইরূপ এক অপূর্ব্ব ঘটনা প্রত্যক্ষীপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে তাত! এই দিব্যাদেবী সম্বন্ধে কেন এইরূপ ঘটিল? তাহার কারণ আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। ৬২—৭৬।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

—

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—বৎস! আমি দিব্যাদেবীর পূর্ব্বজন্মকৃত সমস্ত চেষ্টিত কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। বারাণসীনাম্নী এক পাপনাশিনী পুণ্যা নগরী আছে। তথায় সুধীর নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বৈশ্যকুলোৎপন্ন এবং ধনধান্যসমাকুল ছিলেন। চিত্রা নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিলেন। তিনি কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া কদাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভর্ত্তাকে তিনি মানিতেন না, স্বৈরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাপাচরণ করিতেন। তিনি নিত্য ভর্তৃনিন্দা করিতেন এবং অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন। পরগৃহে বাস তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। তিনি গৃহে গৃহে কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, প্রাণিগণের প্রতি দুষ্ট ব্যবহার, সাধুনিন্দা এবং সদা হাস্য, এই সকল তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। বৈশ্যবর সুধীর নিজ প্রিয়াকে এইরূপ কদাচারিণী ও পাপকারিণী জানিয়া নিন্দা করত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং সত্যধর্ম্মান্বিত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে প্রবর্ত্তিত হইলেন। ক্রমে সুধীর কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়া চিত্রা অতি প্রচণ্ডরূপে পাপমতি দুষ্ট নরগণের সহিত ভূতলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১—৯। ক্রমে সেই পাপকারিণী তাহাদের দূতীকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। সে সাধুব্যক্তিগণের গৃহভঙ্গ করিতে লাগিল; সাধ্বী রমণীগণকে পাপ-

ধর্ম্মভঙ্গকরাথ বাক্যৈঃ প্রত্যয়কারকৈঃ।
সাধ্বীনাং সা স্ত্রিয়ং চিত্রা অন্তস্থে প্রতিপাদয়েৎ।
এবং গৃহশতং ভগ্নং চিত্রয়া পাপনিশ্চয়াৎ।
সংগ্রামং সা মহাদুষ্টাকারয়ৎপতিপুত্রকৈঃ ॥ ১৩
মনাংসি চালয়েৎ পাপা পুরুষাণাং স্ত্রিয়ঃ প্রতি
অকারয়চ্চ সংগ্রামং যমগ্রামবিবর্দ্ধনম্‌ ॥ ১৪
এবং গৃহশতং ভঙ্‌ক্ত্বা পশ্চাৎ সা নিধনং গতা
শাসিতা যমরাজেন বহুদণ্ডৈঃ সুনন্দন ॥ ১৫
অভোজয়ৎ সুনরকান্‌ রৌরবাংস্তরণেঃ সুতঃ।
পাচিতা রৌরবে চিত্রা চিত্রাঃ পীড়াঃ প্রদর্শিতাঃ
যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম্ম তাদৃশং পরিভুজ্যতে।
তয়া গৃহশতং ভগ্নং চিত্রয়া পাপনিশ্চায়ৎ ॥ ১৭
তত্তৎকর্ম্মবিপাকোঽয়ং তয়া ভুক্তো দ্বিজোত্তম।
যস্মাদ্‌গৃহশতং ভগ্নং তস্মাদ্দুঃখং প্রভুঞ্জতি ॥ ১৮
বিবাহসময়ে প্রাপ্তে দৈবঞ্চ পাকতাং গতম্‌।
প্রাপ্তে বিবাহসময়ে ভর্ত্তা মৃত্যুং প্রয়াতি চ ॥১৯
যথা গৃহশতং ভগ্নং তথা বরশতং মৃতম্‌।
স্বয়ংবরে তদা বৎস বিবাহে চৈকবিংশতিঃ ॥ ২০
দিব্যাদেব্যা ময়াখ্যাতং যথা মে পৃচ্ছিতং ত্বয়া।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং তস্যাঃ পূর্ব্ববিচেষ্টিতম্‌ ॥

উজ্জ্বল উবাচ।

দিব্যাদেব্যাস্ত্বমাখ্যাতং যৎপূর্ব্বং পূর্ব্বচেষ্টিতম্‌।
তথা পাপং কৃতং ঘোরং গৃহভঙ্গাখ্যমেব চ ॥২৩
প্লক্ষদ্বীপস্য ভূপস্য দিবোদাসস্য বৈ সুতা।
কেন পুণ্যপ্রভাবেণ তয়া প্রাপ্তং মহাকুলম্‌ ॥ ২২
এতন্মে সংশয়ং তাত তদেতৎ প্রব্রবীতু মে।
এবং পাপসমাচারা কথং জাতা নৃপাত্মজা ॥ ২৪

কুঞ্জল উবাচ।

চিত্রায়াশ্চেষ্টিতং পুণ্যং তৎসর্ব্বং প্রবদাম্যহম্‌।
শৃণুষ্বাত্মুজ্জ্বলসুত চিত্রয়া যৎ কৃতং পুরা ॥ ২৫
ভ্রমমাণো মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্চিৎ সিদ্ধঃ সমাগতঃ।

বাক্যে আহ্বান করিয়া প্রলোভিত করিতে থাকিল; এইরূপে সে প্রত্যয়কারক বাক্য দ্বারা সকলের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে লাগিল। সাধ্বী-পত্নীদিগকে সে অন্তের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। এই ভাবে সেই পাপকারিণী চিত্রা শত শত গৃহ ভগ্ন করিল। সে পতিপুত্রের সহিত সংগ্রাম ঘটাইতে লাগিল। স্বরূপ পুরুষগণের মন স্ত্রীলোকের প্রতি চালিত করিতে থাকিল। এইরূপ পাপানুষ্ঠানে সে যমগ্রামবিবর্দ্ধন সংগ্রাম সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই প্রকারে সে শত শত গৃহ ভঙ্গ করিয়া স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হইল। যমরাজ তাহাকে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে সুদারুণ রৌরব নরকে পাতিত করিয়া বিবিধ পীড়া প্রদানে পাচিত করিলেন। এইরূপে পাপিনী যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাদৃশ ফলভোগ করিতে লাগিল। চিত্রা যেমন পাপবুদ্ধি বশতঃ শত শত গৃহ ভঙ্গ করিয়াছিল, হে দ্বিজোত্তম! তেমনি সে কর্ম্মবিপাক ভোগ করিতে লাগিল। যেহেতু সে শত গৃহ ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই কারণে দুঃখ ভোগ করিল। এই কারণে দিব্যাদেবীর বিবাহসময় প্রাপ্ত হইলেই দৈবও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া উঠে। বিবাহসময় উপস্থিত হইলেই ভর্ত্তা মৃত্যুগ্রস্ত হয়। যেমন সে শতগৃহ ভঙ্গ করিয়াছিল, তেমনি তাহার শত বর ও বিবাহে একবিংশতি ভর্ত্তা মৃত্যুগ্রস্ত হইল। হে বৎস! এই আমি ত্বৎপৃষ্ট দিব্যাদেবীর স্বয়ংবর ও একবিংশতি বিবাহের কথা কীর্ত্তন করিলাম। দিব্যাদেবীর পূর্ব্ববিচেষ্টিত এই সমস্ত আখ্যাত হইল। উজ্জ্বল কহিল,—দিব্যাদেবীর পূর্ব্বচেষ্টিত এবং তৎকৃত গৃহভঙ্গ নামক ঘোর পাপের কথা আপনি কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু আমার এই একটা সংশয় উপস্থিত যে, কোন পুণ্যবলে দিব্যাদেবী প্লক্ষদ্বীপাধিপতি দিবোদাসের কন্যা হইয়াছিল? কিরূপে তাহার এই মহাকুলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল? হে তাত! আপনি আমার এই সংশয় অপনোদন করুন। এরূপ পাপচারিণী কিরূপে নৃপাত্মজা হইল? ইহাই আমার সংশয়। ১০—২৪। কুঞ্জল কহিল,—চিত্রার সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম আমি বলিতেছি। হে পুত্র উজ্জ্বল! চিত্রা পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। একদা এক মহাপ্রাজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষ

চৈলো বস্ত্রহীনশ্চ সন্ন্যাসী স চ দণ্ডধৃক্ ॥ ২৬
কৌপীনেন সমাযুক্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
দ্বারং সমাশ্রিত্য চিত্রায়াঃ পরিসংশ্রিতঃ ॥ ২৭
মৌনী সর্ব্বমুণ্ডশ্চ বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিরাহারো জিতাহারঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শকঃ ॥ ২৮
অধ্বগমনপরিশ্রান্ত আতপাকুলমানসঃ।
শ্রমেণ খিদ্যমানশ্চ তৃষাক্রান্তঃ সুপুত্রক ॥ ২৯
চিত্রাদ্বারং সমাশ্রিত্য ছায়ামাশ্রিত্য সংস্থিতঃ।
তয়া দৃষ্টো মহাত্মা স চিত্রয়া শ্রমপীড়িতঃ ॥ ৩০
সবাং চক্রে চ চিত্রা সা তস্যৈব সুমহাত্মনঃ।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা দত্ত্বা আসনমুত্তমম্ ॥ ৩১
উপস্কৃতামাসনে তাত সুখেনাপি সুকোমলে।
শ্রমাপনোদনার্থং হি ভুজ্যতামন্নমুত্তমম্ ॥ ৩২
স্বেচ্ছয়া পরিতুষ্টশ্চ শীতলং সলিলং পিব।
এবমুক্তা তথা কৃত্বা দেববৎ পূজ্য তং সুত ॥ ৩৩
অঙ্গসংবাহনং কৃত্বা নাশিতঃ শ্রম এব চ।
যোক্তো হি মহাত্মা স ভুক্ত্বা পীত্বা দ্বিজোত্তম

এবং সন্তোষিতঃ সিদ্ধস্তথা তত্ত্বার্থদর্শকঃ।
সন্তুষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাত্মা কিঞ্চিৎ কালং স্থিরোঽভবৎ
স্বেচ্ছয়া স গতো বিপ্রো মহাযোগী যথাগতম্।
গতে তস্মিন্ মহাভাগে সিদ্ধে চৈব মহাত্মনি ॥
সা চিত্রা মরণং প্রাপ্তা স্বকর্ম্মবশমাগতা।
শাসিতা ধর্ম্মরাজেন মহাদণ্ডৈঃ সুদুঃখদৈঃ ॥ ৩৭
সা চিত্রা নরকং প্রাপ্তা বেদনাবাহুদায়কম্।
ভুঙ্ক্তে দুঃখং মহারাজ সা বৈ যুগসহস্রকম্ ॥ ৩৮
ভোগান্তে তু পুনর্জন্ম সংপ্রাপ্তং মানুষস্য চ।
পূর্ব্বং সম্পূজিতঃ সিদ্ধস্তয়া পুণ্যবতাং বরঃ ॥ ৩৯
তস্য কর্ম্মবিপাকোঽয়ং প্রাপ্তা পুণ্যবতাং কুলে
ক্ষত্রিয়াণাং মহারাজ্ঞো দিবোদাসস্য বৈ গৃহে ॥
দিব্যাদেবী চ তন্নাম জাতং তস্যা নরোত্তম।
সা হি দত্তবতী চান্নং পানং পুণ্যং মহাত্মনে ॥
তস্য দানস্য সা ভুঙ্ক্তে মহৎ পুণ্যফলোদয়ম্।
পিবতে শীতলং তোয়ং মিষ্টান্নঞ্চ ভুনক্তি বৈ ॥
দিব্যান্ ভোগান্ প্রভুঞ্জানা বর্ত্ততে পিতৃমন্দিরে

ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রার গৃহদ্বারে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তিনি কুচৈল, বস্ত্রহীন, সন্ন্যাসী, দণ্ডধারী, কৌপীনযুক্ত, পাণিপাত্র, দিগম্বর, মৌনী, সর্ব্বমুণ্ড, জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার, জিতাহার, ও সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শী। দূর পথ-পর্য্যটনে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আতপতাপে তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়াছিল। তিনি তৃষ্ণায় আক্রান্ত ও শ্রমভরে খিন্ন হইয়াছিলেন। তাই চিত্রার দ্বারদেশে ছায়াতলে অবস্থান করিতেছিলেন। চিত্রা সেই মহাত্মাকে শ্রমার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। জল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিল এবং বসিবার নিমিত্ত উত্তম আসন প্রদানপূর্ব্বক বলিল,—হে তাত! আপনি এই সুকোমল আসনে সুখে উপবেশন করুন, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য উত্তম অন্ন ভোজন করুন এবং স্বীয় ইচ্ছাক্রমে সানন্দে যে শীতল সলিল পান করুন। হে সুত! চিত্রা এই কথা বলিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা ও অঙ্গসংবাহন করিয়া তদীয় শ্রমাপনোদন করিল। তত্ত্বার্থদর্শী মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ চিত্রা কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত এবং পানভোজন দানে আপ্যায়িত হইয়া কিয়ৎকাল সসন্তোষে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাযোগী স্বেচ্ছায় যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ চলিয়া গেলে স্বকর্ম্মবশানুগা চিত্রা মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ অতি-দুঃখপ্রদ কঠোর দণ্ডে তাহাকে শাসন করিলেন। চিত্রা অশেষ বেদনাদায়ক নরক প্রাপ্ত হইয়া সহস্রযুগ যাবৎ দুঃখ ভোগ করিল। ভোগান্তে পুনর্ব্বার মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বজন্মে চিত্রা শ্রেষ্ঠ পুণ্যশালী সিদ্ধ পুরুষের অর্চ্চনা করিয়াছিল। সেই কর্ম্মবিপাকে তাহার পুণ্যযুক্ত ক্ষত্রিয়কুলে মহারাজ দিবোদাসের গৃহে জন্ম হয়। এবং তাহার নাম হয় দিব্যাদেবী। দিব্যাদেবী জন্মান্তরে মহাপুরুষকে পবিত্র অন্ন পান প্রদান করিয়াছিল, সেই দানের ফল সে মহাপুণ্যফল ভোগ করে। শীতল জল তাহার পানীয় এবং মিষ্টান্ন তাহার ভোজ্য হইয়াছে। এইরূপে দিব্য ভোগ সকল

সিদ্ধস্যাস্য প্রভাবাচ্চ রাজকন্যা ব্যজায়ত ॥ ৪৩
পাপকর্ম্মপ্রভাবাচ্চ গৃহভঙ্গান্মহীপতে ।
বৈধব্যত্বং ভুঙ্‌ক্তে সা দিব্যাদেবী সুপুত্রক ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দিব্যাদেব্যা বিচেষ্টিতম্ ।
অন্যৎ কিন্তে প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ ॥

উজ্জ্বল উবাচ ।

কথং সা মুচ্যতে শোকান্মহাদুঃখাব্বদস্ব মে ।
সা স্যাচ্চ কীদৃশী বালা মহাদুঃখেন পীড়িতা ॥৪৬
তৎসুখং কীদৃশং তস্যাদ্বিপাকশ্চ ভবিষ্যতি ।
এতন্মে সংশয়ং তাত সাম্প্রতং ছেত্তুমর্হসি ॥৪৭
কথং সা লভতে মোক্ষং তন্মোপায়ং বদস্ব মে ।
একাকিনী মহাভাগা মহারণ্যে প্ররোদিতি ॥৪৮

বিষ্ণুরুবাচ ।

পুত্রবাক্যং মহচ্ছ্রুত্বা ক্ষণমেকং বিচিন্ত্য সঃ ।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ কুঞ্জলঃ পুত্রকং প্রতি ॥ ৪৯
শৃণু বৎস মহাভাগ সত্যমেতদ্বদাম্যহম্ ।
পাপযোনিং তু সম্প্রাপ্য পূর্ব্বকর্ম্মসমুদ্ভবাম্ ॥৫
তির্য্যক্‌ত্বেন চ মে জ্ঞানং নষ্টং সম্প্রতি পুত্রক
অস্য বৃক্ষস্য সঙ্গাচ্চ প্রয়তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫১
রেবায়াশ্চ প্রসাদেন বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ ।
যেন সা লভতে জ্ঞানং মোক্ষস্থানং নিবর্ত্ততে
উপদেশং প্রবক্ষ্যামি মোক্ষমার্গমনুত্তমম্ ।
যাস্যতে কল্মষান্মুক্তা যথা হেম হুতাশনাৎ ॥ ৫
শুদ্ধঞ্চ জায়তে বৎস সঙ্গাদ্বহ্নেঃ স্বরূপবৎ ।
হরের্ধ্যানান্মহাপ্রাজ্ঞ শীঘ্রং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫
জপহোমব্রতাৎ পাপং নাশং যাতি হি পাপি
মদং ত্যজেদ্‌যথা নাগো ভয়াৎ সিংহস্য সর্ব্বদা
নামোচ্চারেণ কৃষ্ণস্য তৎ প্রয়াতি হি কিল্বিষ
তেজসা বৈনতেয়স্য বিষহীনা উরোগাঃ ॥ ৫
ব্রহ্মহত্যাদিকাঃ পাপাঃ প্রলয়ং যান্তি নান্যথা
নামোচ্চারেণ তস্যাপি চক্রপাণেঃ প্রাণি তে
যদা নামশতং পুণ্যমঘরাশিবিনাশনম্ ।
সা জপেত স্থিরা ভূত্বা কামক্রোধবিবর্জ্জিতা ।

উপভোগ করত দিব্যাদেবী পিতৃমন্দিরে বিরাজ করিতেছে। সেই সিদ্ধপুরুষের প্রভাবে চিত্রা এইরূপে রাজকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। হে পুত্রক! গৃহভঙ্গরূপ পাপকর্ম্মের প্রভাবে দিব্যাদেবী বৈধব্যদুঃখ ভোগ করিতেছে। ২৫—৪৪। পুত্র! এই আমি তোমার নিকট দিব্যাদেবীর চরিত্রচেষ্টা সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। তোমার অন্য আর কি প্রশ্ন আছে, তোমার নিকট আর কি আমি বলিব? উজ্জ্বল কহিল,—পিতঃ! দিব্যাদেবী কিরূপে এই মহাদুঃখ-শোক হইতে মুক্ত হইবে? সেই বালা দুঃখপীড়িতা হইয়া কি অবস্থায় থাকিবে? তাহার কিরূপ সুখ হইবে? আমার এই উৎপন্ন সংশয় সম্প্রতি ছেদন করুন। সেই মহাভাগা দিব্যাদেবী একাকিনী মহারণ্যে রোদন করিতেছে, কিরূপে সে মোক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ কুঞ্জল, পুত্রের সেই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত পুত্রকে কহিলেন,—মহাভাগ বৎস! শ্রবণ কর, আমি সত্যই বলিতেছি। পূর্ব্বকর্ম্মস ভূত এই পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া তির্য্যক্‌রূ অবস্থান বশতঃ আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে তথাচ এই বৃক্ষের ও সংযত মহাপুরুষে সংসর্গে এবং রেবা নদীর ও বিষ্ণুর প্রসা আমি সেইরূপ উপদেশ প্রদান করি, যাহাতে সেই দিব্যাদেবী মোক্ষজনক [illegible] লাভ করিতে পারিবেন,—আমার [illegible] দিব্যাদেবী হুতাশনশোধিত হেমের ন্যায় [illegible] কল্মষ হইতে মুক্ত হইয়া অনুত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। বহ্নির সংসর্গে [illegible] শুদ্ধ হইয়া স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, মহাত্মা [illegible] ধ্যানে তেমনি সত্বর শুদ্ধ হওয়া যায়। [illegible] হোম ও ব্রতানুষ্ঠানে পাপীদিগের পাপ [illegible] হইয়া থাকে। সিংহের ভয়ে মাতঙ্গ যেম মদ ক্ষরণ করে, কৃষ্ণের নামোচ্চারণে তেমনি পাপ গলিত হইয়া থাকে। বিনতানন্দনে তেজে সর্পগণ যেমন বিষহীন হয়, ব্রহ্মহত্যা পাপ তেমনি চক্রপাণির নামোচ্চারণে বিন প্রাপ্ত হয়। সেই দিব্যাদেবী যদি কাম ক্রোধ

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য আত্মজ্ঞানেন গোপয়েৎ।
তস্য ধ্যানপ্রবিষ্টা সা একভূতা সমাহিতা ॥ ৫৯
সা জপেৎ পরমং জ্ঞানং তদা মোক্ষং প্রয়াতি চ
তন্মনাস্তৎপদে লীনা যোগযুক্তা যদা ভবেৎ ॥ ৬০

উজ্জ্বল উবাচ।

বদ তাত পরং জ্ঞানং পরমং মম সাম্প্রতম্।
ধ্যানং ব্রতং পুণ্যং নাম্নাং শতমিহৈব চ ॥ ৬১

কুঞ্জল উবাচ।

পরং জ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি যন্ন দৃষ্টন্তু কেনচিৎ।
শৃণুত্বং পুত্র কৈবল্যং কেবলং মলবর্জ্জিতম্ ॥

সূত উবাচ।

যথা দীপো নিবাতস্থো নিশ্চলো বায়ুবর্জ্জিতঃ।
প্রজ্বলন্নাশয়েৎ সর্ব্বমন্ধকারং মহামতে ॥ ৬৩
তদ্বদ্দোষবিহীনাত্মা ভবত্যেব নিরাশ্রয়ঃ।
নিরাশো নির্ম্মলো বৎস ন মিত্রং ন রিপুঃ সদা।
ন শোকো ন চ হর্ষশ্চ ন লোভো ন চ মৎসরঃ
এবো বিষাদহর্ষৈশ্চ সুখদুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৬৫

বিষয়ৈশ্চাপি সর্ব্বৈশ্চ ইন্দ্রিয়াণি স সংহরেৎ।
তদা স কেবলো জাতঃ কেবলত্বং প্রজায়তে ॥
অগ্নিকর্ম্মপ্রসঙ্গেন দীপস্তৈলং প্রশোষয়েৎ।
বর্ত্ত্যাধারেণ রাজেন্দ্র নিঃসঙ্গো বায়ুবর্জ্জিতঃ ॥
কজ্জলং বমতে পশ্চাৎ তৈলস্যাপি মহামতে।
কৃষ্ণাসৌ দৃশ্যতে রেখা দীপস্যাগ্রে মহামতে ॥
স্বয়মাক্রমতে তৈলং তেজসা নির্ম্মলো ভবেৎ।
কায়বর্ত্তিস্থিতস্তদ্বৎ কর্ম্মতৈলং প্রশোষয়েৎ ॥ ৬৯
বিষয়ান্ কজ্জলীকৃত্য প্রত্যক্ষং সম্প্রদর্শয়েৎ।
জনয়েৎ নির্ম্মলো ভূত্বা স্বয়মেব প্রকাশয়েৎ ॥ ৭০
ক্রোধাদিভিঃ ক্লেশসঙ্ঘৈর্বায়ুভিঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥
নিঃস্পৃহো নিশ্চলো ভূত্বা তেজসা স্বয়মুজ্জ্বলেৎ।
ত্রৈলোক্যং পশ্যতে সর্ব্বং স্বস্থানস্থঃ স্বতেজসা।
কেবলজ্ঞানরূপোঽয়ং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭২
ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি দ্বিবিধং তস্য চাক্রিণঃ।
কেবলজ্ঞানরূপেণ দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৭৩
যোগযুক্তা মহাত্মানঃ পরমার্থপরায়ণাঃ।
যং পশ্যন্তি বিশেন্দ্রাস্তু যত্নাৎ সর্ব্বদর্শিনম্ ॥ ৭৪

বর্জ্জিত হইয়া একাগ্রমনে শ্রীকৃষ্ণের পাপ-নাশিনাশক শত নাম জপ করে, সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করত আত্মজ্ঞানে জপ্য মন্ত্র গোপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হয়, সমাহিত হইয়া পরম জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করে, এবং তদ্গতমনে তৎপদে লীন হইয়া যোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পরম জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ হইবে। ৪৫—৬০। উজ্জ্বল কহিল,—হে তাত! সম্প্রতি পরম জ্ঞান উপদেশ করুন। পরে ধ্যান, ব্রত, এবং পুণ্য শতনাম কীর্ত্তন করিবেন। কুঞ্জল কহিল,—হে পুত্র! অন্যের অদৃষ্ট পরম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি। এই মলবর্জ্জিত কেবল কৈবল্য জ্ঞান শ্রবণ কর। সূত কহিলেন,—যেমন নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত প্রদীপ নিশ্চলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত অন্ধকার নাশ করে, তেমনি দোষবিহীন আত্মা ইন্দ্রিয় সমূহ সংহার করিয়া থাকেন। আত্মা নিরাশ ও নির্ম্মল। তিনি কখনও মিত্র নহেন, অমিত্রও নহেন। তাঁহার শোক, হর্ষ, মাৎসর্য্য, লোভ নাই। তিনি এক,—বিষাদ, হর্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নিখিল হইতে নির্ম্মুক্ত। তৎকালে তিনি কেবল রূপেই বিরাজিত হন। বায়ুবর্জ্জিত নিঃসঙ্গ প্রদীপ বর্ত্ত্যাধারে থাকিয়া তৈল শোষণ করে। পশ্চাৎ সেই তৈলেরই কজ্জল বমন করে। সেই কজ্জলেরই কৃষ্ণরেখা দীপাগ্রে দৃশ্য হইয়া থাকে। প্রদীপ নিজে তৈলাকর্ষণ করে এবং স্বীয় তেজে নির্ম্মলভাবে প্রকাশ পায়। কায়বর্ত্তিস্থিত আত্মাও এইরূপে কর্ম্ম-তৈল শোষণ করেন। বিষয়সমূহকে কজ্জলীকৃত করিয়া প্রত্যক্ষে প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং ক্লেশ ক্রোধাদিরূপ বায়ুবর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল-ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি নিস্পৃহ নিশ্চল হইয়া স্বয়ং স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল হন। স্বস্থানস্থ হইয়া স্বীয় প্রভাবে এই সমস্ত ত্রৈলোক্যই অবলোকন করেন। এই আমি তোমার নিকট কেবল জ্ঞানস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সেই চক্রপাণির দ্বিবিধ ধ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি জ্ঞাননেত্রে কেবল জ্ঞানরূপে অবলোকিত হন। ৬১—৭৩। পর-

হস্তপাদবিহীনশ্চ সর্বত্র পরিগচ্ছতি ।
সর্বং গৃহ্লাতি ত্রৈলোক্যং স্থাবরং জঙ্গমং সুত ॥
নাসামুখাব িনস্তু ঘ্রাতি ভক্ষতি পুত্রক ।
অকর্ণঃ শৃণুতে সর্বং সর্বসাক্ষী জগৎপতিঃ ॥৭৬
অরূপো রূপসম্বন্ধঃ পঞ্চবর্গবশং গতঃ ।
সর্বলোকস্য যঃ প্রাণঃ পূজিতঃ সচরাচরৈঃ ॥ ৭৭
অজিহ্বো বদতে সর্বং বেদশাস্ত্রানুগং সুতঃ ।
অত্বচঃ স্পর্শনং চাপি সর্বেষামেব জায়তে ॥৭৮
সদানন্দো বিরক্তাত্মা একরূপো নিরাশ্রয়ঃ ।
নির্জরো নির্মমো ব্যাপী সগুণো নির্মমোহমলঃ
অবশ্যঃ সর্ববশ্যাত্মা সর্বদঃ সর্ববিক্রমঃ ।
তস্য ধাতা ন চৈবাস্তি স বৈ সর্বময়ো বিভুঃ ॥
এবং সর্বময়ং ধ্যানং পশ্যতে যো মহাত্মনঃ ।
স যাতি পরমং স্থানমমূর্তমমু তাপময়ম্ ॥ ৮১
দ্বিতীয়ন্তু প্রবক্ষ্যামি অস্য ধ্যানং মহাত্মনঃ ।
মূর্তাকারন্তু সাকারং নিরাকারং নিরাময়ম্ ॥ ৮২
ব্রহ্মাণ্ডং সর্বমতুলং বাসিতং যস্য বাসনা ।
স তস্মাৎ বাসুদেবেতি উচ্যতে মম নন্দন ॥ ৮৩
বর্ষমাণস্য মেঘস্য যদ্বর্ণঃ তস্য তত্তু বৎ ।
সূর্যতেজঃপ্রতীকাশং চতুর্বাহুং সুরেশ্বরম্ ॥
দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো হেমরত্নৈর্ভূষিতঃ ।
সূর্যবিম্বসমাকারং চক্রং পদ্মপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮৫
কৌমোদকী গদা তস্য মহাসুরবিনাশিনী ।
বামে চ শোভতে বৎস হস্তে তস্য মহাত্মনঃ ॥
মহাপদ্মং সুগন্ধাঢ্যং তস্য দক্ষিণহস্তগম্ ।
শোভমানঃ সদৈবাস্তে সায়ুধঃ কমলাপ্রিয়ঃ ॥৮৭
কম্বুগ্রীবং বৃত্তমাস্যং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ।
রাজমানং হৃষীকেশং দশনৈ রত্নসন্নিভৈঃ ॥ ৮৮
শুভ্রাঃ কেশাঃ সন্তি যস্য অধরো বিদ্রুমাকৃতিঃ ।
শোভতে পুণ্ডরীকাক্ষঃ কিরীটেনাপি পুত্রক ॥৮৯
বিশালেনাপি রূপেণ কেশবস্তু সুবর্চসা ।
কৌস্তুভেন কিরীটেনৈব রাজমানো জনার্দনঃ ॥
সূর্যতেজঃপ্রতীকাশ-কুণ্ডলাভ্যাং প্রভাতি চ ।
শ্রীবৎসাঙ্কেন পুণ্যেন সর্বদা রাজতে হরিঃ ॥
কেয়ূরকঙ্কণৈর্হারৈর্নক্ষত্রৌক্তিকৈশ্চ সন্নিভৈঃ ।

মার্যানিষ্ঠ নিদ্রাবর্জিত মহাত্মা যোগিগণ তাঁহাকে দর্শন করেন। তিনিই তপস্যা, তিনিই সর্বদর্শক। তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি সর্বত্র গতিশীল এবং চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য গ্রহণে সমর্থ। তাঁহার নাসা বা মুখ নাই। তিনি ঘ্রাণ লন এবং ভক্ষণ করেন। তিনি অকর্ণ হইয়াও সমস্ত শ্রবণ করেন। তিনি সর্বসাক্ষী জগৎ-পতি। তাঁহার রূপ নাই অথচ তিনি রূপ-সম্বন্ধ। তিনি পঞ্চবর্গের বশীভূত, সর্বলোকের প্রাণ ও চরাচরের পূজিত। তিনি অজিহ্ব হইয়াও বেদানুগত সর্ববাদী, ত্বক্‌হীন হইয়াও সর্ববস্তু স্পর্শ করেন। তিনি বিরক্ত হইয়াও সদানন্দ। তিনি একরূপ নিরাশ্রয়, নির্জ্জর, নির্মম, ব্যাপী, সগুণ, নির্মল, অবশ্য হইয়াও সর্ববশ্য সর্বদাতা ও সর্ববিক্রম। তাঁহার বিধাতা কেহ নাই। তিনি সর্বময় প্রভু। যে ব্যক্তি এই মহাত্মার সর্বময় ধ্যান অবলোকন করে, তাহার অমৃতোপম অমূর্ত পরম স্থান লাভ হয়। এই মহাত্মার দ্বিতীয় ধ্যান বলিতেছি। তিনি মূর্তাকার, সাকার, নিরাকার, নিরাময়, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বাসনায় বাসিত, তাই তিনি 'বাসুদেব' নামে অভিহিত। বর্ষণোন্মুখ মেঘের যেরূপ বর্ণ, তাঁহার বর্ণ সেইরূপ। তিনি সূর্যতেজঃ-প্রতীকাশ, চতুর্বাহু ও সুরেশ্বর। তাঁহার দক্ষিণে হেমরত্নমণ্ডিত শঙ্খ এবং সূর্যবিম্বসদৃশ চক্র শোভমান। বামহস্তে পদ্ম এবং মহাসুরনাশনী কৌমোদকী গদা বিরাজমান। সুগন্ধাঢ্য মহাপদ্ম তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অবস্থিত। সায়ুধ কমলাপ্রিয় সর্বদাই শোভমান। তিনি কম্বুগ্রীব, বৃত্তাস্য, পদ্মপত্রাভনেত্র, রত্নোপম দশনে বিরাজমান ও ইন্দ্রিয়াধীশ্বর। তাঁহার কেশপাশ কুঞ্চিত, অধর বিদ্রুমসম। তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, কিরীটমণ্ডিত। তিনি কেশব অসীমরূপ ও অনন্ততেজে উদ্ভাসিত। তিনি জনার্দন ও কৌস্তুভাঙ্ক। তিনি সূর্যতেজঃসমুজ্জ্বল কুণ্ডলযুগলে মণ্ডিত। তিনি হরি, পবিত্র শ্রীবৎস চিহ্নে বিরাজিত। কেয়ূর, কঙ্কণ, হার ও নক্ষত্রোপম মৌক্তিক মালায়

বপুষা ভ্রাজমানস্তু বিজয়ো জয়তাং বরঃ ॥ ১২
ভ্রাজতে সোঽপি গোবিন্দো হেমবর্ণেন বাসসা
মুদ্রিকারত্নযুক্তাভিরঙ্গুলীভির্বিরাজতে ॥ ১৩
সর্ব্বায়ুধৈঃ সুসম্পূর্ণৈর্দিব্যৈরাভরণৈর্হরিঃ।
বৈনতেয়সমারূঢ়ো লোককর্ত্তা জগৎপতিঃ ॥১৪
এবং তং ধ্যায়তে নিত্যমনন্যমনসা নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ধ্যানমেব জগৎপতেঃ।
ব্রতঞ্চৈব প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপনিবারণম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীপদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থবর্ণনে চ্যবনচরিত্রে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

ব্রতভেদান্ প্রবক্ষ্যামি যৈর্যৈশ্চারাধিতো হরিঃ
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ১
ত্রিস্পৃশা বঞ্জুলী চান্যা তিলদগ্ধা তথাপরা।
অখণ্ডাচারকান্যা চ মনোরথা সুপুত্রক ॥ ২
একাদশ্যাস্তু ভেদাশ্চ সন্তি পুত্র অনেকধা।
অশূন্যশয়নং চান্যজ্জন্মাষ্টমী-মহাব্রতম্ ॥ ৩
এতৈর্ব্রতৈর্মহাপুণ্যৈঃ পাপং দূরং প্রয়াতি চ।
প্রাণিনাং নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ (১) ॥ ৪
স্তোত্রং তস্য প্রবক্ষ্যামি পাপরাশিবিনাশনম্।
সুপুত্র শতনামাখ্যং নরাণাং গতিদায়কম্ ॥ ৫
তস্য দেবস্য কৃষ্ণস্য শতনামাখ্যমুত্তমম্।
সম্প্রত্যেব প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব সুতোত্তম ॥ ৬
বিষ্ণোর্নামশতস্যাপি ঋষিং ছন্দো বদাম্যহম্।
দেবং চৈব মহাভাগ সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ৭
বিষ্ণোর্নামশতস্যাপি ঋষির্ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।
ওঙ্কারো দেবতা প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথৈব চ
সর্ব্বকামিকসংসিদ্ধ্যৈ মোক্ষে চ বিনিয়োগকঃ ॥

তাঁহার দেহ সমুজ্জ্বল। তিনি বিজয় ও জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি গোবিন্দ, পীতপটে পরিশোভিত। তিনি রত্নাঙ্গুরীয়যুক্ত অঙ্গুলীদলে বিরাজমান। তিনি দিব্য সর্ব্বাভরণে ও সুসম্পূর্ণ সর্ব্বায়ুধে সমুদ্দ্যোতিত। তিনি জগৎকর্ত্তা, জগৎপতি, গরুড়ারূঢ়, হরি। এইরূপে যে নর অনন্যমনে নিত্য তাঁহার ধ্যান করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়, সে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট জগৎকর্ত্তার ধ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সর্ব্বপাপহর ব্রতবিবরণ বলিতেছি। ১৪—১৬।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—যে সকল ব্রতে হরিকে আরাধনা করা যায়, সেই বিবিধ ব্রত আমি বলিতেছি;—হে পুত্র! জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, ত্রিস্পৃশা, বঞ্জুলী, তিলদগ্ধা, অখণ্ডা, মনোরথা প্রভৃতি অনেকবিধ একাদশী আছে। এতদ্ভিন্ন অশূন্যশয়ন ও জন্মাষ্টমী মহাব্রত প্রশস্ত। এই সকল মহাপুণ্যজনক ব্রত দ্বারা প্রাণিগণের পাপরাশি নিঃসন্দেহ দূরীভূত হয়; ইহা আমি সত্যসত্যই বলিতেছি। হে সুপুত্র! অতঃপর নরগণের গতিদায়ক পাপরাশিনাশন তদীয় শতনামাখ্য স্তোত্র আমি কীর্ত্তন করিতেছি। হে সুতশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণদেবের শতনাম স্বরূপ উত্তম স্তোত্র সম্প্রতি আমি বলিব; তুমি শ্রবণ কর। বিষ্ণুর শত নামের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা সকলই আমি বলিতেছি। হে মহাভাগ! এই স্তোত্র নিখিল পাপশোধক। ১—৭। বিষ্ণুর শত নামস্তোত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ওঙ্কার দেবতা অনুষ্টুভ ছন্দঃ, সর্ব্বকাম সিদ্ধি ও মোক্ষে ইহা

---

(১) অতঃপরং 'কুঞ্জল উবাচ' ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

(অস্য বিষ্ণোঃ শতনামস্তোত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ ওঙ্কারাত্মা বিষ্ণুর্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সর্ব্ব-কামসমৃদ্ধিপূর্ব্বক-মোক্ষলাভে বিনিয়োগঃ।)
নমাম্যহং হৃষীকেশং কেশবং মধুসূদনম্।
সূদনং সর্ব্বদৈত্যানাং নারায়ণমনাময়ম্॥ ১০
জয়ন্তং বিজয়ং কৃষ্ণমনন্তং বামনং ততঃ।
বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং পুণ্যং বিশ্বাধারং সুরার্চ্চিতম্
অনঘং ত্বঘহন্তারং নরসিংহং শ্রিয়ঃ প্রিয়ম্।
শ্রীপতিং শ্রীধরং শ্রীদং শ্রীনিবাসং মহোদয়ম্॥
শ্রীরামং মাধবং মোক্ষং ক্ষমারূপং জনার্দ্দনম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বদং সর্ব্বনায়কম্॥ ১৩
হরিং মুরারিং গোবিন্দং পদ্মনাভং প্রজাপতিম্
আনন্দং জ্ঞানসম্পন্নং জ্ঞানদং জ্ঞাননায়কম্॥ ১৪
অচ্যুতং সবলং চন্দ্রং চক্রপাণিং পরাবরম্।
গুণাধারং জগদ্যোনিং ব্রহ্মরূপং মহেশ্বরম্॥১৫
মুকুন্দং তং সুবৈকুণ্ঠমেকরূপং জগৎপতিম্।
বাসুদেবং মহাত্মানং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্॥১৬
গোপ্রিয়ং গোহিতং যজ্ঞং যজ্ঞাঙ্গং যজ্ঞবর্দ্ধনম্।
যজ্ঞস্যাপি সুভোক্তারং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥১৭
বেদজ্ঞং বেদরূপং তং বিদ্যাবাসং সুরেশ্বরম্।
অব্যক্তং তং মহাহংসং শঙ্খপাণিং পুরাতনম্॥
পুরুষং পুষ্করাক্ষঞ্চ বারাহং ধরণীধরম্।
প্রদ্যুম্নং কামপালঞ্চ ব্যাসং ব্যালং মহেশ্বরম্॥
সর্ব্বসৌখ্যং মহাসৌখ্যং মোক্ষঞ্চ পরমেশ্বরম্।
যোগরূপং মহাজ্ঞানং যোগিনাং গতিদং প্রিয়ম্
মুরারিং লোকপালং তং পদ্মহস্তং গদাধরম্।
গুহাবাসং সর্ব্ববাসং পুণ্যবাসং মহাভুজম্॥ ২১
বৃন্দানাথং বৃহৎকায়ং পাবনং পাপনাশনম্।
গোপীনাথং গোপসখং গোপালং গোগণাশ্রয়ম্
পরাত্মানং পরাধীশং কপিলং কার্য্যমানুষম্।
নমামি নিশ্চলং নিত্যং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ

নাম্না শতেনাপি সুপুণ্যকর্ত্তা,
যঃ স্তৌতি কৃষ্ণং মনসা স্থিরেণ।
স যাতি লোকং মধুসূদনস্য,
বিহায় লোকানিহ পুণ্যপূতঃ॥ ২৪

নাম্নাং শতং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকশোধনম্
জপেদনন্যমনসা ধ্যায়েদ্ধ্যানসমন্বিতম্॥ ২৫
নিত্যমেব নরঃ পুণ্যৈর্গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
তস্মাত্তু সুস্থিরো ভূত্বা সমাহিতমনা জপেৎ॥২৬

বিনিয়োগ। হে হরে! তুমি হৃষীকেশ, কেশব মধুসূদন, সর্ব্বদৈত্যসূদন, অনাময়, নারায়ণ, জয়ন্ত, বিজয়, কৃষ্ণ, অনন্ত, বামন, বিষ্ণু, পুণ্য, বিশ্বেশ্বর, সুরার্চ্চিত, বিশ্বাধার, অনঘ, অঘহন্তা নরসিংহ, লক্ষ্মীপ্রিয়, শ্রীপতি, শ্রীধর, শ্রীদ, শ্রীনিবাস, মহোদয়, শ্রীরাম, মাধব, মোক্ষ, ক্ষমারূপ, জনার্দ্দন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বদ, সর্ব্বনায়ক, হরি, মুরারি, গোবিন্দ, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, আনন্দ, জ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানদ, জ্ঞাননায়ক, অচ্যুত, সবল, চন্দ্র, চক্রপাণি, পরাবর, গুণাধার, জগদ্যোনি, ব্রহ্মরূপ, মহেশ্বর, মুকুন্দ, সুবৈকুণ্ঠ, একরূপ, জগৎপতি, বাসুদেব, মহাত্মা, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গোপ্রিয়, গোহিত, যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবর্দ্ধন, যজ্ঞসুভোক্তা, বেদ-বেদাঙ্গপারগ, বেদজ্ঞ, বেদরূপ, বিদ্যাবাস, সুরেশ্বর অব্যক্ত, মহাহংস, শঙ্খপাণি, পুরাতন, পুরুষ, পুষ্করাক্ষ, বারাহ, ধরণীধর, প্রদ্যুম্ন, কামপাল, ব্যাস, ব্যাল, মহেশ্বর সর্ব্বসৌখ্য, মহাসৌখ্য, মোক্ষ, পরমেশ্বর, যোগরূপ, মহা-জ্ঞান, যোগিগণপ্রিয়, গতিদায়ক, মুরারি, লোকপাল, পদ্মহস্ত, গদাধর, গুহাবাস, সর্ব্ববাস, পুণ্যবাস, মহাভুজ, বৃন্দানাথ, বৃহৎকায়, পাবন, পাপনাশন, গোপীনাথ, গোপসখ, গোপাল, গোগণাশ্রয়, পরাত্মা, পরাধীশ, কপিল, কার্য্য-মানুষ ও নিশ্চল। নিত্য মনো-বাক্-কায় কর্ম্ম দ্বারা আমি তোমাকে নমস্কার করি। যে পুণ্যকারী ব্যক্তি এই শতনাম স্তোত্র দ্বারা স্থির মানসে বিষ্ণুর স্তব করে, সে পুণ্যপূত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এই সর্ব্বপাতকশোধন মহা-পুণ্য শতনাম জপ এবং ধ্যানসমন্বিত হইয়া ধ্যান করিবে। এই স্তোত্র নিত্য পাঠ করিলে মানব পুণ্যযুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নানতুল্য ফল লাভ করে অতএব সুস্থির ও সমাহিতচিত্তে

ত্রিকালঞ্চ জপেন্মর্ত্ত্যো নিয়তো নিয়মে স্থিতঃ
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭
একাদশ্যামুপোষ্যৈব পুরতো মাধবস্য যঃ।
জাগরে প্রজপেন্মর্ত্ত্যস্তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥২৮
পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
তুলসীসন্নিধৌ স্থিত্বা মনসা যো জপেন্নরঃ ॥ ২৯
রাজসূয়ফলং ভুঙ্ক্তে বর্ষেণাপি চ মানবঃ।
শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারাবতীশিলা ॥ ৩০
উভয়োঃ সান্নিধৌ জাপ্যং কর্ত্তব্যং সুখমিচ্ছতা
বহুসৌখ্যং প্রভুক্ত্বৈব কুলানাং শতমেব চ ॥৩১
একেন চাধিকং মর্ত্ত্য আত্মনা সহ তারয়েৎ।
কার্ত্তিকে স্নানকর্ত্তা যঃ পূজয়েন্মধুসূদনম্ ॥ ৩২
যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ স্তোত্রং প্রয়াতি পরমাং গতিম্
মাঘস্নায়ী হরিং পূজ্য ভক্ত্যা চ মধুসূদনম্ ॥৩৩
ধ্যায়েচ্চৈব হৃষীকেশং জপেদ্বাথ শৃণোতি বা।
সুরাপানাদিকং পাপং বিহায় পরমং পদম্ ॥ ৩৪
বিনাবিঘ্নং নরঃ পুত্র সম্প্রায়াতি জনার্দ্দনম্।
শ্রাদ্ধকালে হি যো মর্ত্ত্যো বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুর
যো জপেচ্ছ শতং নাম্নাং স্তোত্রং পাতকনাশনম্
পিতরস্তৃপ্তিমায়ান্তি তৃপ্তা যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩৬
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিন্দতে মহীম্।
ধনঋদ্ধিং প্রভুঞ্জীত বৈশ্যো জপতি যঃ সদা ॥৩৭
শূদ্রঃ সুখং প্রভুঙ্ক্তে চ ব্রাহ্মণত্বং চ গচ্ছতি।
প্রাপ্য জন্মান্তরং বৎস বেদবিদ্যাং প্রবিন্দতি
সুখদং মোক্ষদং স্তোত্রং জপ্তব্যঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কেশবস্য প্রসাদেন সর্ব্বসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
গুরুতীর্থবর্ণনে চ্যবনচরিত্রে সপ্তা-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

সকলে এই স্তোত্র পাঠ করিবে। নিত্য নিয়মে থাকিয়া যে নর ত্রিকাল এই শতনাম পাঠ করে, তাহার অশ্বমেধসম ফল লাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। একাদশীতে উপবাস করিয়া মাধবের সম্মুখে যে নর জাগরানুষ্ঠান-পূর্ব্বক এই শতনাম স্তোত্র জপ করে, তাহার পুণ্য বলিতেছি। উক্ত নর পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। তুলসীসন্নিধানে থাকিয়া মনে মনে যে জন শতনাম জপ করে, সে বর্ষকাল যাবৎ রাজসূয় যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া থাকে। শালগ্রামশিলা যেখানে আছেন, এবং দ্বারাবতী শিলা যেখানে আছেন, এই উভয়সন্নিহিত স্থানে সুখৈষী ব্যক্তি শতনাম জপ করিবে; এইরূপ জপ করিয়া মর্ত্ত্য ব্যক্তি বহু সুখ লাভ করত আত্মার সহিত একাধিক শত কুল উদ্ধার করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মধুসূদনের পূজান্তে এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পরম গতিলাভ হয়। মাঘস্নায়ী ব্যক্তি যদি ভক্তিভরে মধুসূদন হরির পূজা-পূর্ব্বক হৃষীকেশকে ধ্যান জপ, অথবা তাঁহার নাম শ্রবণ করে, তাহা হইলে সুরাপানাদি-জনিত সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! নির্ব্বিঘ্নে তাদৃশ নরের জনার্দ্দনপ্রাপ্তি ঘটে। যে মর্ত্ত্য ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভোজনরত ব্রাহ্মণগণে সমক্ষে পাপহর শতনাম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করেন। এই শত নাম জপে ব্রাহ্মণ বেদবিদ্বান্ হন, ক্ষত্রিয় মহীলাভ করেন, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধি ভোগ করে এবং শূদ্র সুখভোগ করিয়া থাকে ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বৎস! ঐ ব্যক্তি জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বেদবিদ্যা লাভ করে। এই স্তোত্র সুখদ এবং মোক্ষপ্রদ, ইহা জপ্তব্য। এই স্তোত্র জপে নর কেশবের প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধ হয়। ২৫—৩৯।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

ব্রতং স্তোত্রং মহাজ্ঞানং ধ্যানঞ্চৈব সুপুত্রক।
ময়াখ্যাতং তবাগ্রে বৈ বিষ্ণোঃ পাপপ্রণাশনম্
এবং চতুষ্টয়ং সা হি যদা পুণ্যং সমাচরেৎ।
প্রয়াতি বৈষ্ণবং লোকং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥
ইতো গত্বা ব্রতং বৎস দিব্যাদেবীং প্রবোধয়।
অশূন্যশয়নং নাম ব্রতরাজং বদস্ব তাম্ ॥ ৩
সমুদ্ধর মহাপাপাৎ রাজকন্যাং যশস্বিনীম্।
ত্বয়া পৃষ্টং ময়াখ্যাতং পুণ্যদং পাপনাশনম্ ॥ ৪
গচ্ছ গচ্ছ মহাভাগ ইত্যুক্ত্বা বিররাম সঃ ॥ ৫

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

উজ্জ্বলোঽপ্যেবমুক্তস্তু স পিত্রা কুঞ্জলেন হি।
প্রণম্য পাদৌ ধর্ম্মাত্মা মাতাপিত্রোর্মহামতিঃ।
জগাম ত্বরিতো রাজন প্লক্ষদ্বীপং স উজ্জ্বলঃ ॥৬
তং গিরিং সর্ব্বতো ভদ্রং নানাধাতুসমাকুলম্
নানারত্নময়ৈস্তুঙ্গৈঃ শিখরৈরুপশোভিতম্ ॥ ৭
নানাপ্রবাহসম্পূর্ণৈরুদকৈরুজ্জ্বলৈর্নৃপ।
নদ্যঃ সন্তি স্বচ্ছনীরাস্তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে ॥৮
কিন্নরাস্তত্র গায়ন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সুস্বরৈর্নৃপ।
অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণং দেববৃন্দৈরুপাবৃতম্ ॥
সিদ্ধচারণসঙ্ঘুষ্টং মুনিবৃন্দৈরলঙ্কৃতম্।
নানাপক্ষিনিনাদৈশ্চ সর্ব্বত্র পরিনাদিতম্ ॥ ১০
এবং গিরিং সমাসাদ্য উজ্জ্বলো লঘুবিক্রমঃ।
সুস্বরেণাপি সা কন্যা গিরৌ তস্মিন্ প্ররোদিতি
রোরুয়মাণাং স প্রাজ্ঞো বচনং চেদমব্রবীৎ।
কা ত্বং ভবসি কল্যাণি কস্মাদ্রোদিষি সাম্প্রতম্
কমাশ্রিতা মহাভাগে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম
সমাচক্ষ্ব মমাদ্যৈব সর্ব্বদুঃখস্য কারণম্ ॥ ১৩

দিব্যাদেব্যুবাচ।

বিপাকো হি মহাভাগ কর্ম্মণাং মম সাম্প্রতম্।
ইহ তিষ্ঠামি দুঃখেন বৈধব্যেন সমন্বিতা ॥ ১৪
ভবান কো হি মহাভাগ কৃপয়া মম পীড়িতঃ।
পঞ্চধা দেবো বৎস সোৎসবং পরিভাষতে ॥১৫

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—হে পুত্র! এই আমি তোমার নিকট বিষ্ণুর পাপহর ব্রত, স্তোত্র, মহাজ্ঞান ও ধ্যান, কীর্ত্তন করিলাম। সেই দিব্যাদেবী যদি এই পুণ্য ব্রতাদিচতুষ্টয় আচরণ করে, তাহা হইলে দেবদুর্ল্লভ বৈষ্ণব-লোকে প্রয়াণ করিতে পারে। বৎস! তুমি এ স্থান হইতে গিয়া দিব্যাদেবীকে ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান কর। অশূন্যশয়ন নামক শ্রেষ্ঠ ব্রতাচরণের কথা তাঁহাকে গিয়া বল। তুমি উহা উপদেশ দিয়া যশস্বিনী রাজকন্যাকে মহাপাপ হইতে উদ্ধার কর। তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তাহার পুণ্যপ্রদ পাপনাশন উত্তর প্রদান করিলাম। অতএব তুমি যাও যাও, এই বলিয়া সেই মহাভাগ শুক বিরত হইল। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—পিতা কুঞ্জল এই কথা কহিলে ধর্ম্মাত্মা পুত্র উজ্জ্বল পিতামাতার পদযুগলে প্রণামপূর্ব্বক সত্বর প্লক্ষ দ্বীপে প্রয়াণ করিল। ঐ দ্বীপে এক সর্ব্বতোভদ্র পর্ব্বত ছিল। ঐ পর্ব্বত নানাধাতু-নানারত্নময় তুঙ্গ শৃঙ্গ ও নানাপ্রবাহপূর্ণ স্বচ্ছসজলরাশি দ্বারা সমাকুলিত ও শোভিত। ঐ উত্তম গিরিবরে স্বচ্ছসলিলা বহু স্রোতস্বতী বিদ্যমান। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বেরা তথায় সুস্বরে গান করে। দেব-বৃন্দ, অপ্সরোবৃন্দ, সিদ্ধ, চারণ ও মুনিসমূহে ঐ পর্ব্বত সমলঙ্কৃত। নানা বিহঙ্গনাদে উহার সর্ব্বস্থান পরিনাদিত। দ্রুতগামী উজ্জ্বল এবম্বিধ পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-কন্যা সেই পর্ব্বতে সুস্বরে রোদন করিতে-ছিলেন। প্রাজ্ঞ উজ্জ্বল সেই রোরুদ্যমানা রাজকন্যাকে গিয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি! কে তুমি, কি জন্য রোদন করিতেছ? হে মহাভাগে! তুমি কাহার আশ্রয় লইয়াছিলে? কে তোমার বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছে? তুমি স্বীয় দুঃখের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর। ১—১৩। দিব্যাদেবী কহিলেন—হে মহা-ভাগ! সম্প্রতি আমার কর্ম্মবিপাক উপস্থিত। আমি এ স্থানে বৈধব্য দুঃখে অন্বিত হইয়া অবস্থান করিতেছি। হে মহাভাগ! তুমি

এবমাকর্ণ্য তৎসর্ব্বং ভাষিতং রাজকন্যয়া।
অহং পক্ষী মহাভাগে কৃপয়া তব পীড়িতঃ ॥১৬
পক্ষিরূপধরো ভদ্রে নাহং সিদ্ধো ন জ্ঞানবান
রুদমানাং মহালাপৈর্ভবতীং দৃষ্টবানিহ ॥ ১৭
ততঃ পৃচ্ছাম্যহং দেবি বদ মে কারণং ত্বিহ।
পিতুর্গেহে যথা বৃত্তমাত্মবৃত্তান্তমেব হি ॥ ১৮
তয়া নিবেদিতং সর্ব্বং যথাসংখ্যেন দুঃখদম্।
সমাসেন সমাকর্ণ্য উজ্জ্বলস্থ মহামনাঃ ॥ ১৯
তামুবাচ মহাপক্ষী দিব্যাদেবীং সুদুঃখিতাম্।
যথা বিবাহকালে তে ভর্ত্তারো মরণং গতাঃ ॥
স্বয়ংবরনিমিত্তন্তে ক্ষয়ং যাতাশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
এতত্তে চেষ্টিতং সর্ব্বং ময়া পিতরি ভাষিতম ॥
অন্যজন্মকৃতং কর্ম্ম তব পাপং সুলোচনে।
মম পিত্রা মমাগ্রে তু কৃপয়া পরিভাষিতম্ ॥ ২২
তেন দোষেণ সম্পৃষ্টা লিপ্তা জাতা বরাননে।
এতাবৎ কারণং সর্ব্বং তাতেন পরিভাষিতম্ ॥
পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকস্তু ভুঙ্ক্ষ ত্বঞ্চ সমাশ্বস।
এবং সা ভাষিতং তস্য শ্রুত্বা কস্তোজ্জ্বলস্য তৎ
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং ব্রুবন্তং পক্ষিণং পুনঃ।
প্রণতা দীনয়া বাচা কুরু পক্ষিন কৃপাং মম ॥২৫
কথয়স্ব প্রসাদেন তস্য পাপস্য নিষ্কৃতিম্।
প্রায়শ্চিত্তং সুপুণ্যঞ্চ মম পাতকশোধনম ॥ ২৬
যেন ব্রজাম্যহং পুণ্যং বিশুদ্ধা ধৌতকল্মষা।
প্রায়শ্চিত্তং মহাভাগ বদ মে ত্বং প্রসাদতঃ ॥ ২৭

উজ্জ্বল উবাচ।

ত্বদর্থং তু মহাভাগে পিতরং পৃষ্টবানহম্
সমাখ্যাতমতঃ পিত্রা প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্ ॥ ২৮
তত্ত্বং কুরু মহাভাগে সর্ব্বপাতকশোধনম্।
ধ্যায়স্ব হি হৃষীকেশং শতনামং জপস্ব চ ॥ ২৯
ভব জ্ঞানপরা নিত্যং কুরু ব্রতমনুত্তমম্।

কে, কৃপাপূর্ব্বক আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছ? এবং পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া সোৎসবে আলাপ করিতেছ? এইরূপে দিব্যাদেবীর সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উজ্জ্বল কহিল,—হে মহাভাগে! আমি পক্ষী; কৃপাপূর্ব্বক তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছি। ভদ্রে! আমি পক্ষিরূপধারী কোনও সিদ্ধ বা জ্ঞানবান নহি। তোমাকে এখানে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে দেখিতেছি, তাই জিজ্ঞাসা করি, হে দেবি! তোমার এ রোদনের কারণ কি? তোমার পিতৃগৃহে তোমার সম্বন্ধে যেরূপ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। দিব্যাদেবী তৎ-শ্রবণে যথাক্রমে স্বীয় দুঃখাবহ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহামনা উজ্জ্বল সংক্ষেপে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুদুঃখিতা দিব্যা-দেবীকে কহিল,—তোমার বিবাহকালে যেরূপে তোমার ভাবী ভর্ত্তা সকল মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং তোমার স্বয়ম্বর নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি পিতার নিকট এই সমস্ত ঘটনাই বলিয়াছিলাম। পিতা কৃপা করিয়া আমার নিকট এই কথা বলিলেন যে, হে সুলোচনে! এই সকল ব্যাপার তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপকর্ম্মেরই ফল। হে বরাননে সেই কর্ম্মদোষেই লিপ্ত হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। পিতা বলিয়াছেন, তোমার দুঃখ-ভোগের ইহাই কারণ। অতএব তুমি পূর্ব্ব কর্ম্মবিপাক ভোগ করিতেছ। সুতরাং সমা-শ্বস্ত হও। দিব্যাদেবী উজ্জ্বলের এই উক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহাত্মা পক্ষীর নিকট প্রণত হইয়া প্রত্যুত্তরে দীনবাক্যে বলিলেন,—হে পক্ষিন! তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। কিরূপে আমার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে? আমার পাপ শোধক কিরূপ পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতে পারে? অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট বলুন। হে মহাভাগ! যাহাতে আমি ক্ষীণ-পাপ ও বিশুদ্ধ হইয়া পুণ্য লাভ করিতে পারি, সানুগ্রহে তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত আমায় বলিয়া দাও। ১৪-২৭। উজ্জ্বল কহিল,—হে মহা-ভাগে! আমি তোমার জন্য পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি এ সম্বন্ধে উত্তম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে মহা-ভাগে! সেই সর্ব্বপাতকশোধক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর; হৃষীকেশকে ধ্যান কর; তাঁহার

অশূন্যশয়নং পুণ্যং ব্রতং পাপপ্রণাশকম্। ৩০
সমাচষ্ট স ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশকম্।
জ্ঞানং স্তোত্রং ব্রতং ধ্যানং বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ॥ ৩১

বিষ্ণুরুবাচ।

তস্মাৎ সা হি প্রজগ্রাহ সংস্থিতা নির্জ্জনে বনে
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তা সঞ্জাতা তপসি স্থিতা॥ ৩২
ব্রতং চক্রে জিতাহারা নিরাধারা সুদুঃখিতা।
কামক্রোধবিহীনা সা বর্গং সংযম্য নিত্যশঃ॥৩৩
ইন্দ্রিয়াণাং মহারাজ মহামোহং নিরস্য সা।
অব্দে চতুর্থকে প্রাপ্তে সুপ্রসন্নো জনার্দ্দনঃ॥ ৩৪
তস্যৈ বরং দাতুকামশ্চায়াতো বরনায়কঃ।
তস্যৈ সন্দর্শয়ামাস স্বরূপং বরদঃ প্রভুঃ॥ ৩৫

সূত উবাচ

ইন্দ্রনীলঘনশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং পদ্মহস্তং মহেশ্বরম্॥ ৩৬
বদ্ধাঞ্জলিপুটা ভূত্বা বেপমানা নিরাশ্রয়া।
উবাচ গদ্গদৈর্বাক্যৈঃ প্রণতা মধুসূদনম্॥ ৩৭

তেজসা তব দিব্যেন স্থাতুং শক্নোমি নৈব হি।
দিব্যরূপো ভবেঃ কস্ত্বং কৃপয়া মম চাগ্রতঃ॥৩৮
কথয়স্ব প্রসাদেন কিমত্র তব কারণম্।
সর্ব্বমেব প্রসাদেন প্রব্রবীহি মহামতে॥ ৩৯
দেবমেবং বিজানামি তেজসা ইঙ্গিতৈস্তব।
জ্ঞানহীনা জগন্নাথ ন জানে রূপনামনী॥ ৪০
কিং ব্রহ্মা বা ভবান্ বিষ্ণুঃ কিংবা শঙ্কর এব হি
এবমুক্ত্বা প্রণম্যৈবং দণ্ডবদ্ধরণীং গতা॥ ৪১
তামুবাচ জগন্নাথঃ প্রণতাং রাজনন্দিনীম্॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রয়াণামপি দেবানামন্তরং নাস্তি শোভনে।
ব্রহ্মা সমর্চ্চিতো যেন শঙ্করো বা বরাননে।
তেনাহমর্চ্চিতো নিত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
এতৌ মমাভিন্নতরৌ নিত্যং চাপি ত্রিরূপবান্
অহং হি পূজিতো যৈশ্চ তাবেতৌ তৈঃ সুপূজিতৌ॥ ৪৪
অহং দেবো হৃষীকেশঃ কৃপয়া তব চাগতঃ।

শতনাম জপ কর, জ্ঞাননিষ্ঠ হও; নিত্য উত্তম ব্রতানুষ্ঠান কর। আমার ধর্ম্মাত্মা পিতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশক, পাপনাশক, অশূন্যশয়ন-নামক পুণ্যব্রতানুষ্ঠানের কথা কহিয়াছেন এবং মহাত্মা বিষ্ণুর জ্ঞান, স্তোত্র, ব্রত, ধ্যান তৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু বলিলেন,—দিব্যাদেবী উজ্জ্বলের মুখে উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং সেই নির্জ্জন বনে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব দ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন। দুঃখিত রাজবালা জিতাহার, নিরাধার ও কামক্রোধহীন হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ নিরোধপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার মহামোহ দূরীভূত হইল। চতুর্থ বৎসরে জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদানার্থ উপস্থিত হইলেন এবং সেই বরপ্রদ প্রভু তাঁহাকে স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। সূত কহিলেন,—মধুসূদন —ইন্দ্রনীলঘনশ্যাম, শঙ্খচক্রগদাধর, সর্ব্বাভরণশোভিত, পদ্মহস্ত ও মহেশ্বর! দিব্যাদেবী বদ্ধাঞ্জলিপুটে কম্পিতকায়ে প্রণত হইয়া গদ্গদবাক্যে সেই মধুসূদনকে বলিলেন,—কে আপনি দিব্যরূপধারী, কৃপাপূর্ব্বক বলুন? আপনার দিব্যতেজে আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। হে মহামতে! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কেন আপনি হেথায় উপস্থিত? আপনার ইঙ্গিতে এবং তেজে আপনাকে দেবতা বলিয়াই জ্ঞান হয়। হে জগন্নাথ! আমি জ্ঞানহীনা, আপনার রূপ বা নাম কিছুই আমি জানি না। আপনি কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা শঙ্কর? এই বলিয়া দিব্যাদেবী ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে জগন্নাথ প্রণতা রাজনন্দিনীকে বলিলেন,—হে শোভনে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবত্রয়ের মধ্যে ভেদভিন্নতা নাই। যিনি ব্রহ্মাকে বা শঙ্করকে অর্চ্চনা করেন, তিনি নিত্য আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমা হইতে অভিন্নতর। নিত্য আমি ত্রিরূপশালী। আমাকে যাহারা পূজা করে, সেই পূজায় ব্রহ্মা ও শঙ্করও তাহাদের নিকট

স্তবেনানেন পুণ্যেন ব্রতেন নিয়মেন চ॥ ৪৫
সঞ্জাতা কল্মষৈর্হীনা বরং বরয় শোভনে॥ ৪৬

দিব্যাদেব্যুবাচ।

জয়স্ব হৃষীকেশ কৃষ্ণ ক্লেশাপহারক।
নমামি চরণদ্বন্দ্বং মামুদ্ধর সুরেশ্বর।
যদি মে দাতুকামোঽসি চক্রপাণে প্রসীদ মে॥
আত্মপাদযুগস্যাপি ভক্তিং দেহি মমানঘ।
দর্শয়স্ব জগন্নাথ মোক্ষমার্গং নিরাময়ম্॥ ৪৮
দাসত্বং দেহি বৈকুণ্ঠ যদি তুষ্টো জনার্দ্দন॥ ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমস্তু মহাভাগে গচ্ছ নির্দ্ধূতকল্মষা।
বৈষ্ণবং পরমং লোকং দুর্লভং যোগিভিঃ সদা
গচ্ছ গচ্ছ পরং লোকং প্রসাদান্মম সাম্প্রতম্॥
এবমুক্তে ততো বাক্যে মাধবেন মহাত্মনা।
দিব্যাদেবী অভূদ্দিব্যা সূর্য্যতেজঃসমপ্রভা॥৫১
পঞ্চতাং সর্ব্বলোকানাং দিব্যাভরণভূষিতা॥
দিব্যমালান্বিতা সা চ দিব্যহারবিলম্বিনী॥ ৫২
গতা সা বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্।
পুনঃ পক্ষী সমায়াতঃ স্বগৃহং হর্ষসংযুতঃ॥ ৫৩
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস পিতরং প্রতি সত্তমঃ॥ ৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রেঽষ্টাশীতি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

কুঞ্জলস্তু সুতং বাক্যং সমুজ্জ্বলমথাব্রবীৎ।
ভবান্ কথয় ভোঃ পুত্র কিমপূর্ব্বস্তু দৃষ্টবান্॥ ১
তন্মে কথয় সুপ্রীতঃ শ্রোতুকামোঽস্মি সাম্প্রতম্
এবমাদিশ্য তং পুত্রং বিররাম স কুঞ্জলঃ।
পিতরং প্রত্যুবাচাথ বিনয়াবনতঃ সুতঃ॥ ২

সমুজ্জ্বল উবাচ।

হিমবন্তং নগশ্রেষ্ঠং দেববৃন্দসমন্বিতম্॥৩

পূজিত হইয়া থাকেন। আমি দেব হৃষীকেশ কৃপা করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি; তোমার কৃত পুণ্য স্তব ব্রত ও নিয়ম দ্বারা—হে শোভনে। তুমি কল্মষহীনা হইয়াছ; অতএব—বর গ্রহণ কর।২৮—৪৬। দিব্যাদেবী বলিলেন—হে ক্লেশাপহারিন্ হৃষীকেশ কৃষ্ণ! আপনার জয় হউক। আপনার পদদ্বন্দ্বে আমি নমস্কার করি। সুরেশ্বর! আমায় উদ্ধার কর। হে চক্রপাণে! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন—আমাকে বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইলে হে অনঘ! আপনার পদযুগলে আমার ভক্তি থাকুক, এই বরই আপনি প্রদান করুন। জগন্নাথ! আমায় নিরাময় মোক্ষমার্গ প্রদর্শন কর! হে বৈকুণ্ঠ! হে জনার্দ্দন! যদি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমার দাসত্ব আমায় প্রদান কর। শ্রীভগবান কহিলেন,—‘এবমস্তু’। হে মহাভাগে! তুমি নির্দ্ধূতপাপ হইয়া যোগিজনদুর্লভ পরম বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ কর। যাও যাও আমার প্রসাদে সম্প্রতি তুমি পরম লোকে গমন কর। মহাত্মা মাধব এই কথা কহিলে, দিব্যাদেবী তৎক্ষণাৎ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রভা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রতিভাত হইল। তিনি দিব্যাভরণে বিভূষিত, দিব্যমালায় মণ্ডিত, ও দিব্যহারবিলম্বিনী হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে দাহপ্রলয়বর্জ্জিত বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর পক্ষী উজ্জ্বল স্বগৃহে আসিয়া সহর্ষে পিতার নিকট সর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিল। ৪৭—৫৪।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—কুঞ্জল স্বীয় পুত্র উজ্জ্বলকে বলিল,—পুত্র! তুমি আর কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? তুমি প্রসন্নমনে তাহা আমার নিকট বল, আমি শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। কুঞ্জল পুত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া বিরত হইলে বিনয়াবনত পুত্র পিতাকে প্রত্যু-

আহারার্থং প্রগচ্ছামি ভবতশ্চাত্মনঃ পিতঃ।
পশ্যামি কৌতুকং তত্র ন দৃষ্টং ন শ্রুতং পুরা॥
প্রদেশমৃষিগণাকীর্ণমপ্সরোভিঃ প্রশোভিতম্।
বহুকৌতুকশোভাঢ্যং মঙ্গল্যং মঙ্গলৈর্যুতম্॥ ৫
বহুপুণ্যফলোপেতৈর্বনৈর্নানাবিধৈস্ততঃ।
অনেককৌতুকভরৈর্মনসঃ পরিমোহনম্॥ ৬
তত্র দৃষ্টং ময়া তাত অপূর্ব্বং মানসান্তিকে।
বহুহংসৈঃ সমাকীর্ণো হংস একঃ সমাগতঃ॥ ৭
একে কৃষ্ণা মহাভাগ অন্যে তত্র সমাগতাঃ।
সিতেতরৈশ্চঞ্চুপাদৈবন্যতঃ শুক্লবিগ্রহাঃ॥ ৮
তাদৃশাস্তে চ নীলা বৈ অন্যে শুভ্রা মহামতে
চতস্রস্তত্র বৈ নার্য্যো রৌদ্রাকারা বিভীষণাঃ॥
দংষ্ট্রা-করাল-সংক্রূরা উর্দ্ধকেশ্যো ভয়ানকাঃ।
পশ্চাত্তাস্তু সমায়াতাস্তস্মিন্ সরসি মানসে॥১০
কৃষ্ণা হংসাস্তু সংস্নাতা মানসে তাত মৎপুরঃ।
বিভ্রান্তাঃ পরিতশ্চান্যে ন স্নাতাস্তত্র মানসে॥
জহসুস্তাঃ স্ত্রিয়স্তাত হাস্যৈরট্টট্টদারুণৈঃ।
তস্মাৎ সরোহর্হি-ক্রান্তো হংস একো মহাতনুঃ
পশ্চাৎ ত্রয়ো বিনিষ্ক্রান্তাস্তৈশ্চাহং সমুপেক্ষিতঃ
যাতা, আকাশমার্গেণ বিবদন্তঃ পরস্পরম্॥ ১৩
তাস্তু স্ত্রিয়ো মহাভীমাঃ সমন্তাৎ পরিবভ্রমুঃ।
বিন্ধ্যাস্য শিখরে পুণ্যে বৃক্ষচ্ছায়াসু পক্ষিণঃ॥১৪
নিষণ্ণাস্তত্র তে সর্ব্বে দগ্ধা দুঃখৈঃ সুদারুণৈঃ॥
তেষাং সুবীক্ষমাণানাং ভিল্ল একঃ সমাগতঃ।
মৃগান্ স পীড়য়িত্বা তু বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ॥ ১৫
শিলাতলং সমাশ্রিত্য নিষসাদ সুখেন বৈ॥ ১৬
পশ্চাদ্ভিল্লী সমায়াতা অন্নম্ দায় সোদকম্।
স্বং প্রিয়ং বীক্ষতে রাজ্ঞামুদিতৈর্লক্ষণৈর্যুতম্॥
অন্যাদৃশং সমাবীক্ষ্য স্বকান্তং তেজসাবৃতম্।
দিব্যতেজঃসমাক্রান্তং যথা সূর্য্যং দিবি স্থিতম্
নরমঙ্গং পরিজ্ঞায় তং পরিত্যজ্য সা যযৌ॥ ১৮

স্বরে বলিলেন,—পিতঃ। আমি নিজের এবং আপনকার আহার সংগ্রহার্থে দেববৃন্দবিরাজিত নগশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া যে কৌতুক দেখিয়াছি, তাহা আর কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। হিমালয়ের একটা প্রদেশ আছে, উহা ঋষিগণাকীর্ণ, অপ্সরঃশোভিত, বহু কৌতুকশোভাঢ্য, মঙ্গল্য, মঙ্গলযুক্ত, এবং বহু পুণ্যফলোপেত অনেক কৌতুকময় নানাবিধ বন দ্বারা মনঃপ্রীতিকর। হে তাত! তথায় মানস সরোবরের সমীপে আমি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়াছি। দেখিলাম,—বহুহংসপরিবৃত হইয়া এক হংস আসিল। সেই হংসগণের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, এবং কতকগুলি শুক্লদেহ। শুক্লবর্ণ হংসগুলির চঞ্চু এবং চরণ কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ সেই হংসসমূহের অপর কতকগুলি নীলবর্ণ এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ। হে মহামতে! তথায় চারিটী রৌদ্রাকার ভীষণ নারী দেখিলাম। তাহারা দংষ্ট্রাকরাল, ক্রূর, উর্দ্ধকেশী ও ভয়ঙ্করী। হংসগণের পশ্চাৎ ঐ নারীগণ ঐ সরোবরে আসিল। হে তাত! কৃষ্ণবর্ণ হংসগণ আমার সমক্ষেই মানস সরোবরে স্নান করিল। অন্য হংসগণ সরোবরের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিল। কিন্তু স্নান করিল না। নারীগণ দারুণ অট্ট হাসে হাসিতে লাগিল। তখন সেই সরোবর হইতে এক বৃহৎকায় হংস নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও তিনটা হংস নিষ্ক্রান্ত হইল। এই শেষোক্ত হংসগণ পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আমায় উপেক্ষা করিয়া আকাশপথে চলিয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত মহাভীমা নারীগণ চারিদিক্ ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হংসগণ দারুণ দুঃখদগ্ধ হইয়া পবিত্র বিন্ধ্যশিখার বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। ১—১৪। পক্ষিগণ উপবিষ্ট হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে, ইত্যবসরে এক ব্যাধ তথায় আসিল। বাণপাণি ধনুর্দ্ধর ব্যাধ বহু মৃগ মর্দ্দিত করিয়া সুখে শিলাতলোপরি উপবেশন করিল। পরে ব্যাধরমণী তাহার জন্য অন্নজল লইয়া আসিল। সে আসিয়া দেখিল,—তাহার প্রিয় অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। ব্যাধের দেহ নানা রাজ-লক্ষণে অন্বিত ও তেজোদীপ্ত হইয়াছে। সে দিব্য তেজে সমাক্রান্ত হইয়া আকাশস্থ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা

ব্যাধ উবাচ।

এহ্যেহি ত্বং প্রিয়ে চাত্র কস্মান্মাং ত্বং ন পশ্যসি ॥ ১৯

ক্ষুধয়া পীড়ামানোঽহং ত্বামহং চাবলোকয়ে।

তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য শীঘ্রং ব্যাধী সমাগতা ॥ ২০

ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাসাদ্য বিস্মিতা সাভবত্তদা।

কোঽয়ং তেজঃসমাচারো দেবোঽয়ং মাং সমাহ্বয়েৎ ॥ ২১

তমুবাচ ততো ব্যাধী ভর্ত্তারং দীপ্ততেজসম্।

অত্র কিং ত্বং করোষি বীর ভবান কো দিব্যলক্ষণঃ

সূত উবাচ।

এবমাভাষিতো ব্যাধ্যা ব্যাধঃ প্রিয়মভাষত।

অহং তে বল্লভঃ কান্তে ভবতী চ মম প্রিয়া ॥ ২৩

কস্মাত্ত্বং মাং ন জানাসি কথং শঙ্কা প্রবর্ত্ততে

ক্ষুধয়া পীড্যমানেন পয়শ্চান্নং প্রতীক্ষ্যতে ॥ ২৪

ব্যাধ্যুবাচ।

বর্ব্বরঃ কৃষ্ণবর্ণশ্চ রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণকঞ্চুকঃ।

ঈদৃশশ্চাস্তি মে ভর্ত্তা সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫

ভবান্ কো দিব্যদেহস্ত প্রিয়েত্যুক্ত্বা সমাহ্বয়েৎ

এষ মে সংশয়ো জাতো বদ সত্যং মমাগ্রতঃ ॥

কুলং নাম স্বকং গ্রামং ক্রীড়াং লিঙ্গং সুতং সুতাম্।

সমাচক্ষ্ব প্রিয়াগ্রে তু তস্যাঃ প্রত্যয়হেতবে ॥

প্রত্যুবাচ স্বভর্ত্তারং সা ব্যাধী হৃষ্টমানসা।

কস্মাত্তে ঈদৃশঃ কায়ঃ শ্বেতকঞ্চুকধারকঃ ॥ ২৮

কথং জাতঃ সমাচক্ষ্ব মমাশ্চর্য্যং প্রবর্ত্ততে ॥ ২৯

সূত উবাচ।

এবং স পৃচ্ছমানস্তু ভার্য্যয়া মৃগঘাতকঃ।

প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রুত্বা তাং প্রিয়াং প্রশ্রয়ান্বিতাম্

নর্ম্মদা উত্তরে কূলে সঙ্গমশ্চাস্তি সুব্রতে ॥ ৩০

আতপেনাকুলো জীবো মম জাতোঽতিসুপ্রিয়ে

অস্মিন্ বৈ সঙ্গমে কান্তে শ্রমশ্রান্তো হি সত্বরঃ

গত্বা স্নাত্বা জলং পীত্বা পশ্চাচ্চাহং সমাগতঃ।

তদা প্রভৃতি মে কায় ঈদৃশস্তেজসান্বিতঃ।

সঞ্জাতো বস্ত্রসংযুক্তঃ কঞ্চুকঃ শুভ্রতাং গতঃ ॥

হইতেছে। ব্যাধপত্নী ইহা দেখিয়া অন্য পুরুষ-জ্ঞানে ব্যাধকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ব্যাধ কহিল,—প্রিয়ে! এস এস, আমায় তুমি দেখিতে পাইতেছ না কেন? আমি ক্ষুধার্ত্ত, তোমায় আমি দেখিতে পাইতেছি। ব্যাধ-পত্নী ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিল এবং ভর্ত্তার পার্শ্বে আসিয়া সবিস্ময়ে ভাবিল—কে এই তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি দেব আমায় আহ্বান করিতেছেন। এই ভাবিয়া ব্যাধপত্নী দীপ্ততেজা ভর্ত্তার উদ্দেশে বলিল,—হে বীর! এখানে তুমি কি করিতেছ? কে তুমি দিব্যলক্ষণে লক্ষিত? সূত কহিলেন, ব্যাধপত্নী এই কথা কহিলে, ব্যাধ প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে কান্তে। আমি তোমার প্রিয়; তুমি আমার প্রিয়া। কেন তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? তোমার শঙ্কা হইতেছে কেন? আমি ক্ষুধাপীড়িত হইয়া অন্নজলের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। ব্যাধ-পত্নী বলিল,—বর্ব্বর, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাক্ষ কৃষ্ণ-কঞ্চুক ও সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর;—আমার ভর্ত্তা ছিল এই প্রকার। কিরূপে আপনি দিব্যদেহ, আমায় প্রিয়া বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন? ইহাই আমার সংশয়। অতএব তুমি আমায় অগ্রে স্বীয় কুল, নাম, গ্রাম, ক্রীড়া, লিঙ্গ ও পুত্র-পুত্রীর পরিচয় যথাযথ প্রদান কর। তখন ব্যাধ, পত্নীর প্রত্যয় হেতু সমস্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিল। ব্যাধপত্নী হৃষ্টমনে ভর্ত্তাকে বলিল,—কেন তোমার এমন শ্বেতকঞ্চুকধর কলেবর হইল? কিরূপে এই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, তাহা আমার নিকট বল। মৃগঘাতী ব্যাধ ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তরে বিনয়ান্বিতা প্রিয়াকে বলিল,—হে সুব্রতে। নর্ম্মদার উত্তরকূলে নর্ম্মদাসঙ্গম বিদ্যমান। আমার প্রাণ আতপাকুল হইয়াছিল। আমি ভ্রমণশ্রান্ত হইয়া সত্বর সেই সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে জলপান করিয়া পশ্চাৎ এখানে আসিয়াছি। হে কান্তে! সেই হইতেই আমার কলেবর এইরূপ তেজঃপরিপূর্ণ হইয়াছে। আমি বস্ত্রসংযুক্ত হইয়াছি। আমার কঞ্চুক শুভ্র

পূর্ব্বোক্তলিঙ্গসংস্থানৈঃ কুলৈঃ স্থানেন বৈ তথা
স্বপ্রিয়ং লক্ষয়িত্বা তু জ্ঞাত্বা পুণ্যস্য সম্ভবম্।
প্রত্যুবাচাথ ভর্ত্তারং সঙ্গমং মম দর্শয় ॥ ৩৪
তব পশ্চাৎ প্রদাস্যামি ভোজনং পানসংযুতম্।
ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়া ব্যাধঃ সত্বরেণ জগাম হ ॥ ৩৫
সঙ্গমো দর্শিতস্তেন ততোহগ্রে পাপনাশনঃ।
সমুড্ডীনা মহাভাগ পক্ষিণো লঘুবিক্রমাঃ ॥৩৬
তয়া সার্দ্ধং যযুঃ সর্ব্বে রেবাসঙ্গমমুত্তমম্।
তেসাং তু বীক্ষমাণানাং পক্ষিণাং মম পশ্যতঃ ॥
তয়া হি স্নাপিতো ভর্ত্তা পুনঃ স্নাতা হি সা স্বয়ম্
দিব্যদেহধরৌ চোভৌ দিব্যকান্তিসমন্বিতৌ।
সঞ্জাতৌ পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠ দিব্যবস্ত্রানুলেপনৌ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৌ দিব্যগন্ধানুলেপনৌ ॥ ৩৯
বৈষ্ণবং যানমাসাদ্য মুনিগন্ধর্ব্বপূজিতৌ।
গতৌ তৌ বৈষ্ণবং লোকং বৈষ্ণবৈঃ পরিপূজিতৌ ॥ ৪০
স্তূয়মানৌ মহাত্মানৌ দম্পতী দৃষ্টবানহম্।
ব্রজন্তৌ স্বর্গমার্গেণ কৃষ্ণাস্তে পক্ষিণস্তথা ॥ ৪১
তীর্থরাজং পরং দৃষ্ট্বা হর্ষব্যাকুলকৈস্তদা।
চত্বারঃ কৃষ্ণহংসাস্তে সঙ্গমে পাপনাশনে ॥ ৪২
স্নাত্বা বৈ ভাবশুদ্ধাস্তে প্রাপ্তা উজ্জ্বলতাং পুনঃ
স্নাত্বা পীত্বা জলং তে তু পুনর্বহির্বিনির্গতাঃ॥৪৩
তাবত্তাস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণা মৃতাস্তৎস্থানমাশ্রিতঃ।
ক্রন্দমানা বিচেষ্টন্ত্যো হাহাকারবিকম্পিতাঃ ॥
যমলোকং গতাস্তাস্তু তাত দৃষ্টা ময়া তদা।
উড্ডীনাস্তু ততো হংসাঃ স্বস্থানং প্রতিজগ্মিরে।
এবং তাত ময়া দৃষ্টং প্রত্যক্ষং কথিতং তব।
কৃষ্ণপক্ষা মহাকায়া ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তু তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬
কথয় স্বপ্রসাদেন কে ভবিষ্যন্তি বৈ পিতঃ।
নির্গতান্ মানসান্মধ্যাদ্ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বদস্ব মে ॥৪৭
কে ভবিষ্যন্তি তে তাত কথয় ত্বং তু সাম্প্রতম্
কস্মাৎ সুকৃষ্ণতাং প্রাপ্তা হংসাঃ শুদ্ধাশ্চ তে পুনঃ ॥ ৪৮
সঞ্জাতাস্তৎক্ষণাত্তাত কস্মান্মৃতাস্তু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।

হইয়াছে। ১৫—৩২। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গসংস্থান কুল ও স্থান দ্বারা স্বীয় কান্তকে লক্ষ্য করিয়া তদীয় পুণ্য সঞ্চয়ের বিষয় অবগত হইয়া ব্যাধ-পত্নী ভর্ত্তাকে বলিল,—অগ্রে আমাকে সে নর্ম্মদাসঙ্গম প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ তোমাকে আমি পান-ভোজন প্রদান করিব। প্রিয়পত্নী এই সকল কহিলে ব্যাধ সত্বর গমন-পূর্ব্বক সেই পাপহর সঙ্গমস্থান প্রদর্শন করিল। হে মহাভাগ। দ্রুতগামী পক্ষিগণও সমুড্ডীন হইয়া সেই ব্যাধপত্নীর সহিত উত্তম রেবাসঙ্গমে গমন করিল। সেই সকল পক্ষী এবং আমার সমক্ষেই ব্যাধপত্নী ভর্ত্তাকে সঙ্গমে স্নান করাইল এবং পরে নিজে স্নান করিল। স্নানান্তে ব্যাধদম্পতি দিব্যদেহধর, দিব্য কান্তিযুক্ত, বস্ত্র-পরিহিত, দিব্য মাল্যাম্বরধর, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত বৈষ্ণব যানারূঢ় এবং মুনি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করিল। তাহারা স্বর্গমার্গে গমন করিলে দেখিলাম, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের পূজা করিতেছেন। সেই পরম পবিত্র তীর্থরাজ দর্শনে পক্ষিগণ হর্ষব্যাকুলকরে কূজন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হংসচতুষ্টয় সেই পাপহর সঙ্গমে স্নান করিয়া শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রেবাসঙ্গমের জলে স্নান ও সেই জল পান করিয়া পুনরায় তথা হইতে বহির্গত হইল। তখনই সেই কৃষ্ণ-বর্ণ রমণী চতুষ্টয় হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যমলোকে প্রয়াণ করিল। হে তাত। তখন আমি দেখিলাম, হংসগণ উড্ডীন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ৩৩—৪৫। হে তাত। আমি প্রত্যক্ষতঃ এই ঘটনা দেখিয়াছি, এক্ষণে ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। হে পিতঃ! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট হংসগণ ও সেই নারীগণ কে? তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। মানস সরোবরের মধ্য হইতে যে সকল হংস নির্গত হইয়াছিল, তাহারাই বা কে? হে তাত! কিরূপে এই হংসগণ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং কিরূপেই বা পুনরায় শুক্লবর্ণ হইল? অপিচ সেই নারীগণ বা হঠাৎ কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইল? আপনি

এবং মে স'শয়স্তাত সঞ্জাতো দারুণো হৃদি ॥
ছেত্তুমর্হসি অত্রৈব ভবান্ জ্ঞানবিচক্ষণঃ।
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা প্রণতস্য সদৈব মে ॥ ৫০
এবং সম্ভাষ্য পিতরং বিররাম সমুজ্জ্বলঃ।
ততঃ প্রবক্তুমারেভে স শুকঃ কুণ্ডলাভিধঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে শুক্রতীর্থে চ্যবনচরিতে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
সমাকর্ণ্য তৎসর্ব্বং সমুজ্জ্বলস্য ভাষিতম্।
কুণ্ডলঃ স হি ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুবাচ সুতং প্রতি ॥ ১
কুণ্ডল উবাচ।
প্রবক্ষ্যামাহং তাত শ্রূয়তাং স্থিরমানসঃ।
সর্ব্বসন্দেহবিধ্বংসং চরিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ২
ইন্দ্রলোকে প্রবরত্তে সংবাদো দেবকৌতুকঃ।
সভায়াং তস্য দেবস্য ইন্দ্রস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ৩

এ সকল বিষয় আমার নিকট বলুন। হে তাত! আমার হৃদয়ে এ সম্বন্ধে দারুণ সংশয় উপস্থিত। আপনি জ্ঞানবিচক্ষণ, আমার এই সংশয় অদ্য ছেদন করুন। প্রণত আমি, আমার প্রতি প্রসাদসুমুখ হউন। উজ্জ্বল পিতাকে এই কথা কহিয়া বিরত হইল। অনন্তর কুণ্ডল বলিতে আরম্ভ করিল। ৪৬—৫১।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন—এইরূপে উজ্জ্বল-ভাষিত বিষয়সমস্ত শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা কুণ্ডল তনয়কে বলিতে আরম্ভ করিল। কুণ্ডল কহিল, হে তাত। আমি সর্ব্বসন্দেহধ্বংসী পাপনাশন চরিত্র সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরমনা হইয়া শ্রবণ কর। দেবগণের কৌতুকপ্রদ এই

দেবং দ্রষ্টুং সংসম্রাক্ষং নারদস্ত্বরিতং যযৌ।
সমাগতং সংসম্রাক্ষঃ সূর্য্যাতেজঃসমপ্রভম্ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা হর্ষমায়াতঃ সমুত্থায় মহামতিঃ।
দদাবর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ ভক্ত্যা প্রণতমানসঃ ॥ ৫
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণামমকরোত্তদা।
আসনে কোমলে পুণ্যে বিনিবেশ্য দ্বিজোত্তমম্।
পপ্রচ্ছ প্রণতো ভূত্বা শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ।
কস্মাচ্চাগমনং তেঽদ্য কারণং বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৭
ইত্যুক্তো দেবরাজেন প্রত্যুবাচ মহামুনিঃ।
ভবন্তং দ্রষ্টুমায়াতঃ পৃথিব্যাস্তু পুরন্দরঃ ॥ ৮
স্নাত্বা পুণ্যপ্রদেশেষু তীর্থেষু চ সুশ্রদ্ধয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য দৃষ্ট্বা তীর্থান্যনেকশঃ
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পৃচ্ছিতং পুরা ॥
দেবেন্দ্র উবাচ।
দৃষ্টানি পুণ্যতীর্থানি সুক্ষেত্রাণি ত্বয়া মুনে।
কিং তীর্থং প্রাপ্য মুচ্যেত ব্রহ্মঘ্নো ব্রহ্মহত্যয়া ॥

সংবাদ ইন্দ্রলোকে—সেই মহাত্মা ইন্দ্রের সভায়ই সংঘটিত হইয়াছিল। একদা নারদ সংসম্রাক্ষ দেবেন্দ্রের দর্শনার্থ ত্বরিতগতিতে ইন্দ্রলোকে গমন করেন, মহামতি সংসম্রলোচন সূর্য্যতেজস্তুল্য প্রভাশালী নারদকে সমাগত দর্শনে আনন্দিত হন, এবং প্রণতমনা হইয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ প্রদান করেন। তখন ইন্দ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কোমল পুণ্য আসনে সেই দ্বিজোত্তমকে উপবেশন করাইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য কোথা হইতে আপনার আগমন হইয়াছে, আর আগমনের কারণ কি? এক্ষণে তাহা বলুন। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত মহামুনি নারদ প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে পুরন্দর! প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত পৃথিবীর সমস্ত পুণ্যদেশে ও পবিত্র তীর্থে স্নান, দেব ও পিতৃগণের সম্যক্ পূজা এবং অনেক তীর্থ দর্শন করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। ১—৯। দেবেন্দ্র বলিলেন,—হে মুনে! আপনি পবিত্র ক্ষেত্র ও পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শন করিয়াছেন।

সুরাপো মুচ্যতে পাপাদ্গোঘ্নো হেমাপহারকঃ
স্বামিদ্রোহান্মহাভাগ নারীহন্তা কথং সুখী ॥ ১১
নারদ উবাচ।
যানি কানি চ তীর্থানি গয়াদীনি সুরেশ্বর ॥ ১২
তেষাং নৈব প্রজানামি বিশেষং পাপনাশনম্।
সুপুণ্যানি সুদিব্যানি পাপঘ্নানি সমানি চ ॥ ১৩
সর্ব্বাণ্যেব সুতীর্থানি জানাম্যহং পুরন্দর।
অবিশেষং বিশেষং বৈ নৈব জানামি সাম্প্রতম্
প্রত্যয়ঃ ক্রিয়তাং দেব তীর্থানাং গতিদায়কম্।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং নারদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪
সমাহূতানি চেন্দ্রেণ তীর্থানি ভূগতানি চ।
মূর্ত্তিমন্তীনি দিব্যানি সমায়াতানি শাসনাৎ ॥ ১৫
বদ্ধাঞ্জলীনি দিব্যানি ভূষিতানি সুভূষণৈঃ।
দিব্যাম্বরাণি স্নিগ্ধানি তেজোবন্তি চ সুব্রত ॥ ১৭
স্ত্রীপুংসোশ্চ স্বরূপাণি কৃতানি চ বিশেষতঃ।
হেমচন্দনকাশানি দিব্যরূপধরাণি চ ॥ ১৮
মুক্তাফলস্য বর্ণেন প্রভাসন্তি নরেশ্বর।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণানি সারুণানি চ তত্র বৈ ॥ ১৯
বর্ত্তি শুক্লসুপীতানি প্রভাবন্তি সভান্তরে।
কানি পদ্মনিভান্যেব মূর্ত্তিমন্তীনি তানি তু ॥ ২০
সূর্য্যতেজঃপ্রকাশানি তড়িত্তেজঃসমানি চ।
পাবকাভানি চান্যানি প্রভাসন্তি সভান্তরে ॥ ২১
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যৈঃ প্রশোভন্তে নরেশ্বর।
হারকঙ্কণকেয়ূরমালাভিশ্চ সুচন্দনৈঃ ॥ ২২
দিব্যচন্দনদিগ্ধানি সুরভীণি শুভানি চ।
কমণ্ডলুকরাণ্যেব আয়াতানি সভান্তরে ॥ ২৩
গঙ্গা চ নর্ম্মদা পুণ্যা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
দেবিকা বিন্দিকা কুব্জা কুণ্ডলা মঞ্জুলা শুভা ॥ ২৪
রম্ভা ভানুমতী পুণ্যা পারা চৈব সুষর্ঘরা।
শোণা চ সিন্ধুসৌবীরা কাবেরী কপিলা তথা ॥
কুমুদা বেদনদী পুণ্যা সুপুণ্যা চ মহেশ্বরী।
চর্ম্মণ্বতী তথাখ্যাতা গোপা চান্যা সুকৌশিকী

কোন্ তীর্থ লাভ করিয়া ব্রহ্মঘাতী ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়? হে মহাভাগ! সুরাপায়ী, গোঘাতী, সুবর্ণস্তেয়ী পাপমুক্ত হয় এবং প্রভুদ্রোহী ও নারীহন্তা পাপমুক্ত হইয়া কোন তীর্থের ফলে সুখী হয়? নারদ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর। গয়াদি যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদের লঘুত্ব বা গুরুত্ব জ্ঞান আমার নাই; তাহারা সকলেই পাপনাশন। হে পুরন্দর! আমি জানি সকল তীর্থই সুদিব্য, সুপুণ্য, পাপঘ্ন ও সুতীর্থ। সকল তীর্থই সমান; আমি এ সম্বন্ধে অশেষ বা বিশেষ কিছু জানি না। হে দেব! তীর্থগণের গতিদায়কতা গুণে তুমি বিশ্বাস কর। মহাত্মা নারদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ভূতলস্থ তীর্থগণের আহ্বান করিলেন। তাঁহার শাসনে তীর্থসমূহ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ ও অঞ্জলি বন্ধন করিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সকল তীর্থ দিব্য সুভূষণে ভূষিত দিব্যবস্ত্রপরিহিত ও স্নিগ্ধতেজোযুক্ত; হে সুব্রত! বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীবেশ ও পুরুষবেশ উভয়ই রহিয়াছে। দিব্যরূপধারী ঐ সকল তীর্থের দেহদীপ্তি সুবর্ণচন্দনের ন্যায়; হে নরেশ্বর! কোনও তীর্থ মুক্তাফলের বর্ণসদৃশ প্রভান্বিত, কোনও তীর্থ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় অরুণ; কত বা শুক্ল আবার কত বা গাঢ় পীত বর্ণে তত্রত্য সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরেশ্বর! সেই মূর্ত্তিমান তীর্থগণের মধ্যে কোনও তীর্থ পদ্মদ্যুতি, কোনও তীর্থ সূর্য্যতেজোবৎ প্রকাশমান, কোনও তীর্থ তড়িত্তুল্য আবার সেই সভামধ্যে অন্য কোনও তীর্থ পাবকনিভ হইয়া শোভিত হইলেন এবং সকলেই সর্ব্ববিধভূষণে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেহে হার, কঙ্কণ, কেয়ূর, মালা ও উত্তম চন্দন ছিল, তাঁহাদের উত্তম দেহ চন্দনলিপ্ত ও সুরভিযুক্ত। তাঁহারা করে কমণ্ডলু লইয়া সভামধ্যে সমাগত হইলেন। ১০—২৩। গঙ্গা নর্ম্মদা, পুণ্যা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, দেবিকা, বিন্দিকা, কুব্জা, প্রসিদ্ধা কুণ্ডলা, মঞ্জুলা, রম্ভা, ভানুমতী, পরমপুণ্যা সুষর্ঘরা, শোণা, সিন্ধুসৌবীরা, কাবেরী, কপিলা, কুমুদা, পুণ্যা বেদনদী, সুপুণ্যা মহেশ্বরী চর্ম্মণ্বতী, বিখ্যাতা

সুহংসী হংসপাদা চ হংসবেগা মনোরথা।
সুরুথা স্বারুণা বেণা ভদ্রবেণা সুপর্দ্মিনী ॥ ২৭
নাহলী সুমরীচাখ্যা পুণ্যা চাখ্যা পুলিন্দিকা।
হেমা মনোরথা দিব্যা চন্দ্রিকা বেদসংক্রমা ॥২৮
জ্বালা হুতাশনী স্বাহা কালা চৈব হি পিঙ্গলা।
স্বধা চ সুকলা লিঙ্গা গম্ভীরা ভীমবাহিনী ॥ ২৯
দেবদ্রীচী বীরবাহা লক্ষহোমা অঘাপহা।
পারাশরী হেমগর্ভা সুভদ্রা বসুপুত্রিকা ॥ ৩০
এতা নদ্যো মহাপুণ্যা মূর্ত্তিমত্যো নরেশ্বর।
সর্বাভরণশোভাঢ্যাঃ কুম্ভহস্তাঃ সুপূজিতাঃ ॥৩১
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব অর্ঘতীর্থো মনোরথঃ।
বারাণসী মহাপুণ্যা ব্রহ্মহত্যাব্যপোহিনী ॥ ৩২
দ্বারাবতী প্রভাসশ্চ অবন্তী নৈমিষস্তথা।
চণ্ডকশ্চ মহারত্নো মহেশ্বরকলেশ্বরৌ ॥ ৩৩
কলিঞ্জরো ব্রহ্মক্ষেত্রং মাথুরো মানবাহকঃ।
মায়াকাঞ্চী তথান্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ ॥
অষ্টষষ্টিঃ সুতীর্থানি নদীনাং শতকোটয়ঃ।
গোদাবরীমুখাঃ সর্ব্বাঃ সমায়াতাস্তদাজ্ঞয়া ॥ ৩৫
দ্বীপানাস্ত সমস্তান সুতীর্থানি মহান্তি চ।
মূর্ত্তিলিঙ্গধরাণ্যেব সহস্রাক্ষং সুরেশ্বরম্ ॥ ৩৬
সমাজগ্মুঃ সমস্তানি তদাদেশকরাণি চ।
প্রণেমুর্দেবদেবেশং নতশীর্ষাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৭

সূত উবাচ।

তৈঃ প্রোক্তং তু মহাতীর্থৈর্দেবরাজং যশস্বিনম্
কস্মাত্ত্বয়া সমাহূতা দেবদেব বদস্ব নঃ ॥ ৩৮
কাৰ্য্যং নঃ কারণং সর্ব্বং নমস্তুভ্যং সুরাধিপ।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং দেবরাজোহভ্যভাষত ॥ ৩৯
কঃ সমর্থো মহাতীর্থো ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহিতুম্
গোবধাখ্যং মহাপাপং স্ত্রীবধাখ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪০
স্বামিদ্রোহাচ্চ সম্ভূতং সুরাপানাচ্চ দারুণম্।
হেমস্তেয়াত্তথা জাতং গুরুনিন্দাসমুদ্ভবম্ ॥ ৪১
ভ্রূণহত্যাং মহাঘোরাং নাশয়েৎ কঃ সমর্থবান্
রাজদ্রোহামহাপাপং বহুপীড়াপ্রদায়কম্ ॥ ৪২
মিত্রদ্রোহাত্তথা চান্যদন্যদ্বিশ্বাসঘাতকম্।
দেবভেদং তথা চান্যং লিঙ্গভেদমতঃ পরম্ ॥৪৩
বৃত্তিচ্ছেদঞ্চ বিপ্রাণাং গোপ্রচারপ্রণাশনম্।
আগারদহনং চান্যদ্‌গৃহদীপনকং তথা ॥ ৪৪
যোড়শৈতে মহাপাপা অগম্যাগমনং তথা।

লোপা, সুকৌশিকী, সুহংসী, হংসপাদা, হংসবেগা, মনোরথা, সুরুথা স্বারুণা, বেণা, ভদ্রবেণা, সুপর্দ্মিনী, নাহলী, সুমরীচা, পুণ্যা পুলিন্দিকা, হেমা, দিব্যা, মনোরথা, চান্দ্রিকা, বেদসংক্রমা, জ্বালা, হুতাশনী, স্বাহা, কালা, কপিলিকা, স্বধা, সুকলা, লিঙ্গা, গম্ভীরা, ভীমবাহিনী, দেবদ্রোচী, বীরবাহা, লক্ষহোমা, অঘাপহা, পারাশরী, হেমগর্ভা, সুভদ্রা, বসুপুত্রিকা—এই সকল সুপূজিতা মহাপুণ্যা নদী সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইয়া কুম্ভহস্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে নরেশ্বর! প্রয়াগ, অর্ঘ্যতীর্থ, মনোরথ, পুষ্কর, ব্রহ্মহত্যানাশিনী মহাপুণ্যা বারাণসী, দ্বারাবতী, প্রভাস, অবন্তী, নৈমিষ, মহারত্ন, চণ্ডক, মহেশ্বর, কালেশ্বর, কলিঞ্জর, ব্রহ্মক্ষেত্র, মাথুর, মানবাহক, মায়া, কাঞ্চী ও অন্যান্য অষ্টষষ্টি দিব্য সুতীর্থ ও গোদাবরীপ্রমুখ শতকোটি বিবিধ নদী তাঁহার আদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রধান দ্বীপতীর্থ সমূহ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক দেবদেবেশ সহস্রলোচন ইন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া রহিলেন। ২৪—৩৭। সূত কহিলেন,—সেই সকল মহাতীর্থ যশস্বী দেবরাজকে বলিলেন,—হে দেবদেব! বলুন, কিজন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। হে সুরাধিপ! আমাদের নিকট ইহার সকল কারণ বলুন; আপনাকে নমস্কার। তীর্থগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বলিলেন,—কোন্ মহাতীর্থ ব্রহ্মহত্যাপাপনাশে সমর্থ? আর কোন্ মহাতীর্থই বা গোবধ, স্ত্রীবধ, স্বামিদ্রোহ, সুরাপান, স্বর্ণস্তেয়, গুরুনিন্দা ও ভ্রূণহত্যাজনিত দারুণ মহাপাপ নাশ করিতে পারেন? আর রাজদ্রোহজনিত বহুপীড়াপ্রদ মহাপাপ এবং মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, দেববিগ্রহভঙ্গ, লিঙ্গভঙ্গ, বিপ্রগণের বৃত্তিচ্ছেদ, গোচর-

স্বামিত্যাগাৎ সমুদ্ভূতং রণস্থানাৎ পলায়নাৎ ॥
এতানি নাশয়েৎ কো বৈ সমর্থস্তীর্থ উত্তমঃ ।
সমর্থো ভবতাং মধ্যে প্রায়শ্চিত্তং বিনা ধ্রুবম্ ॥
পশ্যতাং দেবতানাঞ্চ নারদস্য চ পশ্যতঃ ।
ধ্রুবন্তু সর্ব্বে সঞ্চিন্ত্য বিচার্য্যৈবং সুনিশ্চিতম্ ॥
এবমুক্তে শুভে বাক্যে দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা ।
সম্মন্ত্র্য তীর্থরাজেন প্রোচুঃ শক্রং সভাগতম্ ॥

তীর্থানূচুঃ ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামো দেবরাজ নমোঽস্তু তে ।
সন্তি বৈ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৪৯
ব্রহ্মহত্যাদিকান্ যাংশ্চ ত্বয়া প্রোক্তান্ সুরেশ্বর
মহাঘোরান সুদীপ্তাংশ্চ নাশিতুং নৈব শক্নুমঃ ॥
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব অর্ঘতীর্থমনুত্তমম্ ।
বারাণসী মহাভাগ সমর্থা পাপনাশিনী ॥ ৫১
মহাপাতকনাশার্থে চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ ।
উপপাতকনাশার্থং চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ ॥ ৫২
সৃষ্টা ধাত্রা চ দেবেন্দ্র পুষ্করাদ্যা মহাবলাঃ ।

এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং তীর্থানাং সুররাট্ ততঃ
হর্ষেণ মহতাবিষ্টস্তেষাং স্তোত্রং চকার সঃ ॥ ৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

কুঞ্জল উবাচ ।

ব্রহ্মহত্যাভিভূতস্তু সহস্রাক্ষো যদা পুরা ।
গৌতমস্য প্রিয়াসঙ্গাদগম্যাগমনং মহৎ ॥ ১
সঞ্জাতং পাতকং তস্য ত্যক্তো দেবৈশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ
সহস্রাক্ষস্তপস্তেপে নিরালম্বো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ২
তপোঽন্তে দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ঋষয়ো যক্ষকিন্নরাঃ
দেবরাজস্য পূজার্থমভিষেকং প্রচক্রিরে ॥
দেশং মালবকং নীত্বা দেবরাজং সুরোত্তমাঃ ।
চক্রে স্নানং মহাভাগ কুম্ভৈরুদকপূরিতৈঃ ॥ ৪
স্নাপিতুং প্রথমং নীতো বারাণস্যাং স্বয়ং ততঃ

নাশ, গৃহদাহ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অগম্যাগমন, স্বামিপরিত্যাগ, রণস্থান হইতে পলায়ন প্রভৃতি হইতে সমুদ্ভূত এইষোড়শবিধ মহাপাপ আপনাদের মধ্যে কোন্ তীর্থোত্তম প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত বিনাশ করিতে সমর্থ? আপনারা সকলে বিশেষ চিন্তা দ্বারা বিচার করিয়া দেবগণ ও নারদের সমক্ষে এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলুন। মহাত্মা দেবরাজ এইরূপ শুভ বাক্য বলিলে তীর্থরাজগণ সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া সভাস্থিত শক্রকে কহিতে লাগিলেন। তীর্থগণ বলিলেন,—হে দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বপাপহর অনেক তীর্থই আছেন, হে সুরেশ্বর! ব্রহ্মহত্যা ও আপনি অন্যান্য যে সকল মহাঘোর পাপের কথা কহিয়াছেন, আমরা সকলেই যে তাহা বিনষ্ট করিতে পারি তাহা নহে। হে মহাভাগ! প্রয়াগ, পুষ্কর, অনুত্তম অর্ঘতীর্থ, সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী বারাণসী, উপপাতক ও মহাপাতকনাশ বিষয়ে এই তীর্থচতুষ্টয় অমিত শক্তিশালী। হে দেবেন্দ্র! পুষ্করাদি এই তীর্থচতুষ্টয়কে বিধাতা মহাবলশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর তীর্থগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুররাজ ইন্দ্র অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের স্তব করিলেন। ৩৮—৫৪

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় ।

কুঞ্জল কহিল,—পূর্ব্বে যৎকালে সহস্রলোচন ইন্দ্র অগম্যাগুরুপত্নী গমন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হন, তৎকালে সেই মহাপাতকের জন্য দেব ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় হইয়া তপশ্চরণ করেন। তপস্যান্তে সকল দেবতা, যক্ষ ও কিন্নর, দেবরাজের পূজার জন্য তাঁহার অভিষেক করেন। সুরসত্তমগণ মহাভাগ দেবরাজকে মালবক দেশে লইয়া গিয়া জলপূরিত কুম্ভ দ্বারা

প্রয়াগে তু সহস্রাক্ষ অর্ঘতীর্থে ততঃ পুনঃ ॥ ৫
পুষ্করেণ মহাত্মাসৌ স্নাপিতঃ স্বয়মেব হি।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মুনিবৃন্দৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ৬
নগৈর্বৃক্ষৈর্নাগসর্পৈর্গন্ধর্ব্বৈশ্চ সকিন্নরৈঃ।
স্নাপিতো দেবরাজস্তু বেদমন্ত্রৈঃ সুসংস্কৃতঃ ॥ ৭
মুনিভিঃ সর্ব্বপাপঘ্নৈস্তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম।
শুদ্ধে তস্মিন্মহাভাগে সহস্রাক্ষে মহাত্মনি ॥ ৮
ব্রহ্মহত্যা গতা তস্য অগম্যাগমনং তথা।
ব্রহ্মহত্যা ততো নষ্টা অগম্যাগমনেন চ ॥ ৯
পাপেন তেন ঘোরেণ সার্দ্ধামস্রস্য ভূতলে।
সুপ্রসন্নঃ সহস্রাক্ষস্তীর্থেভ্যো হি বরং দদৌ ॥ ১০
ভবন্তস্তীর্থরাজানো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ।
মৎপ্রসাদাৎ পবিত্রাশ্চ যস্মাদহং বিমোক্ষিতঃ ॥
সুঘোরাৎ কিল্বিষাদত্র যুষ্মাভির্বিমুক্তোঽহম্।
এবং তেভ্যো বরং দত্ত্বা মালবায় বরং দদৌ ॥
যস্মাত্ত্বয়া মলং মেহদ্য বিধৃতং শ্রমদায়কম্।
তস্মাত্ত্বমন্নপানৈশ্চ ধনধান্যৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ১৩
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাৎ ন সংশয়ঃ।
শুদ্ধকালৈর্বিনা ত্বন্তু ভবিষ্যসি সুপুণ্যবান্ ॥ ১৪
এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
ক্ষেত্রাণি সর্ব্বতীর্থানি দেশো মালবকস্তথা ॥ ১৫
আখণ্ডলেন সার্দ্ধন্তে স্বস্থানং প্রতিজগ্মিরে ॥ ১৬

সূত উবাচ।

তদা প্রভৃতি চত্বারঃ প্রয়াগঃ পুষ্করস্তথা।
বারাণসী চার্ঘতীর্থং প্রাপ্তং রাজত্বমুত্তমম্ ॥ ১৭

কুঞ্জল উবাচ।

অস্তি পঞ্চালদেশেষু বিদুরো নাম ক্ষত্রিয়ঃ।
তেন মোহপ্রসঙ্গেন ব্রাহ্মণো নিহতঃ পুরা ॥ ১৮
শিখাসূত্রবিহীনস্তু তিলকেন বিবর্জ্জিতঃ।
ভিক্ষার্থমটতে সোঽপি ব্রহ্মঘ্নোঽহং সমাগতঃ ॥
ব্রহ্মঘ্নায় সুরাপায় ভিক্ষা চান্নং প্রদীয়তাম্।
গৃহেষেবং স সর্ব্বেষু ভ্রমতে যাচতে পুরা ॥ ২০
এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু অটিত্বৈব সমাগতঃ।
ব্রহ্মহত্যা ন তস্যাপি প্রযাতি দ্বিজসত্তম ॥ ২১

তাঁহাকে স্নান করাইলেন, হে দ্বিজোত্তম! দেবরাজ প্রথমে স্নানার্থ বারাণসীতে নীত হইয়াছিলেন, তার পর প্রয়াগ ও তৎপর অর্ঘতীর্থে স্নানার্থ গমন করেন; অতঃপর মহামনা ইন্দ্রকে পুষ্করে স্নান করান হয়। ইন্দ্র, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিবৃন্দ, নগ বৃক্ষ, হস্তী, সর্প গন্ধর্ব ও কিন্নরনিকর কর্তৃক বেদমন্ত্রে স্নাপিত হইয়া সুসংস্কৃত হন। হে দ্বিজোত্তম! তখন মহাভাগ মহাত্মা ইন্দ্র সর্ব্বপাপনাশী মুনিগণ কর্তৃক পবিত্রীকৃত হইলে তাঁহার অগম্যাগমন-জনিত ব্রহ্মহত্যা বিলুপ্ত হয়। ইন্দ্রের অগম্যাগমনজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইলে তিনি তুষ্ট হইয়া তীর্থগণকে বরদান করিলেন। —আপনারা আমাকে ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, আপনাদের অনুগ্রহে আমি পবিত্র হইয়াছি, অতএব আমার প্রসাদে আপনারা তীর্থরাজ হইবেন, সংশয় নাই। প্রয়াগ, পুষ্কর, বারাণসী ও অর্ঘতীর্থ ইহাদিগকে উক্তরূপ বর দিয়া মালবকেও বরদান করিলেন।—তুমি আমার মল ধারণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার শ্রম হইয়াছে; অতএব তুমি আমার প্রসাদে অন্ন পান ও ধনধান্য দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কি শুদ্ধকাল, কি অশুদ্ধ কাল—সর্ব্বদা তুমি সুপুণ্যবান্ থাকিবে। ১—১৪। দেবরাজ পুরন্দর মালব দেশকে এইরূপ বরদান করিলে মালবক ক্ষেত্র ও তীর্থ সকল ইন্দ্রের সহিত স্ব-স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সূত কহিলেন,—তদবধি প্রয়াগ, পুষ্কর, বারাণসী ও অর্ঘতীর্থ এই তীর্থ-চতুষ্টয় তীর্থরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুঞ্জল বলিল,—পূর্ব্বকালে পঞ্চাল দেশে বিদুর নামক এক ক্ষত্রিয় ছিল। ঐ বিদুর মোহবশতঃ এক-জন ব্রাহ্মণকে নিহত করে। বিদুর শিখা, যজ্ঞ-সূত্র ও তিলকবিহীন হইয়া ভিক্ষার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিত, আর বলিত—আমি ব্রহ্ম-ঘাতী ও ভিক্ষার্থ সমাগত। ব্রহ্মঘাতী ও সুরাপায়ীকে ভিক্ষা ও অন্নপ্রদান কর। ঐ বিদুর এইরূপে কালে সমস্ত গৃহ ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিত। বিদুর এইরূপে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু

বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য দহ্যমানেন চেতসা।
সংস্থিতো বিদুরঃ পাপো দুঃখশোকসমন্বিতঃ॥ ২২
চন্দ্রশর্ম্মা ততো বিপ্রো মহামোহেন পীড়িতঃ।
ন্যবসন্মাগধে দেশে গুরুঘাতকরশ্চ সঃ॥ ২৩
স্বজনৈর্বন্ধুবর্গৈশ্চ পরিত্যক্তো দুরাত্মবান্।
স হি তত্র সমায়াতো যত্রাসৌ বিদুরঃ স্থিতঃ॥২৪
শিখাসূত্রবিহীনস্তু বিপ্রলিঙ্গৈর্বিবর্জ্জিতঃ।
তদাসৌ পৃচ্ছিতস্তেন বিদুরেণ দুরাত্মনা॥ ২৫
ভবান্ কো হি সমায়াতো দুর্ভগো দহ্যমানসঃ।
বিপ্রলিঙ্গবিহীনস্তু কস্মাত্ত্বং ভ্রমসে মহীম্॥ ২৬
বিদুরেণোক্তমাত্রস্তু চন্দ্রশর্ম্মা দ্বিজাধমঃ।
আচষ্টে সর্ব্বমেবাপি যথা পূর্ব্বকৃতং স্বকম্॥ ২৭
পাতকঞ্চ মহাঘোরং বসতা চ গুরোর্গৃহে।
মহামোহগতেনাপি ক্রোধেনাকুলিতেন চ॥ ২৮
গুরোর্ঘাতঃ কৃতঃ পূর্ব্বং তেন দগ্ধোঽস্মি সাম্প্রতম্।
চন্দ্রশর্ম্মা চ বৃত্তান্তমুক্ত্বা সর্ব্বমপৃচ্ছত॥ ২৯
ভবান্ কো হি সুদুঃখাত্মা বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ
বিদুরেণ সমাসেন আত্মপাপং নিবেদিতম্॥ ৩০
অথ কশ্চিদ্দ্বিজঃ প্রাপ্তস্তৃতীয়ঃ শ্রমকর্ষিতঃ।
বেদশর্ম্মেতি বৈ নাম বহুপাতকসঞ্চয়ঃ॥ ৩১
তাভ্যামপি সুসম্পৃষ্টঃ কো ভবান্ দুঃখিতাকৃতিঃ
কস্মাদ্ ভ্রমসি বৈ পৃথ্বীং বদ ভাবং স্বমাত্মনঃ॥
বেদশর্ম্মা ততঃ সর্ব্বমাত্মচেষ্টিতমেব চ।
কথয়ামাস তাভ্যাং বৈ হ্যগম্যাগমনং কৃতম্॥৩৩
ধিক্কৃতঃ সর্ব্বলোকৈশ্চ অন্যৈঃ স্বজনবান্ধবৈঃ।
তেন পাপেন সংলিপ্তো ভ্রমাম্যেবং মহীমিমাম্
বঞ্জুলো নাম বৈশ্যোঽথ সুরাপায়ী সমাগতঃ।
স গোঘ্নশ্চ বিশেষেণ তৈশ্চ পৃষ্টো যথা পুরা॥
তেন আবেদিতং সর্ব্বং পাতকং যৎ পুরা কৃতম্
তৈরাকর্ণিতমন্যৈশ্চ সর্ব্বং তস্য প্রভাষিতম্॥৩৬
এবং চত্বারঃ পাপিষ্ঠা একস্থানং সমাগতাঃ।
কঃ কস্যাপি ন সম্পর্কং ভোজনাচ্ছাদনেন চ॥

হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মহত্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। দগ্ধহৃদয় পাপী বিদুর একদা দুঃখ-শোকসমন্বিত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। এই সময় মাগধ দেশে মহামোহপীড়িত চন্দ্রশর্ম্মা নামক জনৈক দ্বিজ বাস করিত। ঐ চন্দ্রশর্ম্মা গুরুঘাতী। ঐ দুরাত্মা আত্মীয় বন্ধুজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যে স্থানে বিদুর অবস্থিত, চন্দ্রশর্ম্মাও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ চন্দ্রশর্ম্মারও শিখা যজ্ঞসূত্রাদি বিপ্রচিহ্ন ছিল না। তখন দুরাত্মা বিদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—সমাগত আপনি কে? আপনাকে যে দগ্ধহৃদয় ও দুর্ভগ দেখিতেছি। আপনি দ্বিজচিহ্নবর্জ্জিত হইয়া কেন মহী ভ্রমণ করিতেছেন? দ্বিজাধম চন্দ্রশর্ম্মা বিদুরের জিজ্ঞাসামাত্রেই, পূর্ব্বে যেরূপে যাহা করিয়াছিল, তৎসমস্ত বর্ণনা করিল। আমি গুরুগৃহে বাস করিয়া মহাঘোর পাতক করিয়াছি, আমি পূর্ব্বে ক্রোধবশতঃ মহামোহে আকুলচিত্ত হইয়া গুরুবধ করিয়াছিলাম। চন্দ্রশর্ম্মা এইরূপে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছেন? তখন সংক্ষেপে বিদুরও আত্মপাপ নিবেদন করিল। ১৫-৩০। অনন্তর পথশ্রান্ত তৃতীয় বিপ্রের সমাগম। ইঁহার নাম বেদশর্ম্মা। এই বেদশর্ম্মাও বহুপাতক সঞ্চয় করিয়াছে। বিদুর ও চন্দ্রশর্ম্মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—দুঃখিতাকৃতি আপনি কে? কেন ভূতল ভ্রমণ করিতেছেন? আত্মভাব ব্যক্ত করুন। অনন্তর বেদশর্ম্মা তাহাদের নিকট নিজের কৃত অগম্যাগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। স্বজনবান্ধব ও অন্যান্য সকল লোকই আমাকে ধিক্কার করে, আমি সেই পাপে সংলিপ্ত হইয়া এইরূপে মহী ভ্রমণ করিতেছি। অনন্তর এক সুরাপায়ী বৈশ্য সমাগত হইল, তাহার নাম বঞ্জুল; বিশেষতঃ বঞ্জুল গোঘাতী। পূর্ব্বোক্ত তিনজন বঞ্জুলকে জিজ্ঞাসা করিল, বঞ্জুলও তাহাদের জিজ্ঞাসায় পূর্ব্বকৃত পাপ নিবেদন করিল। তাহারাও বঞ্জুলকথিত এই সকল শ্রবণ করিল। এইরূপে ঐ পাপিষ্ঠচতুষ্টয় এক স্থানে উপস্থিত হইল

করোতি চ মহাভাগ বার্ত্তাং চক্রুঃ পরস্পরম্।
ন বিশন্ত্যাসনে চৈকে ন স্বপন্ত্যেকসংস্তরে ॥৩৮
এবং দুঃখসমাবিষ্টা নানাতীর্থেষু বৈ গতাঃ।
তেষাস্তু পাপকা ঘোরা ন নশ্যন্তি চ নন্দন ॥ ৩৯
সামর্থ্যং নাস্তি তীর্থানাং মহাপাতকনাশনে।
বিদুরাদ্যাস্ততস্তে তু গতাঃ কালঞ্জরং গিরিম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে একনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

কালঞ্জরং সমাসাদ্য নিবসন্তি সুদুঃখিতাঃ।
মহাপাপৈস্তু সন্দগ্ধা হাহাভূতা বিচেতনাঃ ॥ ১
তত্র কশ্চিৎ সমায়াতঃ সিদ্ধশ্চৈব মহাযশাঃ।
তেন পৃষ্টাঃ সুদুঃখার্ত্তা ভবন্তঃ কেন দুঃখিতাঃ ॥
স তৈঃ প্রোক্তা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞানবিশারদঃ
তেষাং জ্ঞাত্বা মহাপাপং কৃপাংচক্রে সুপুণ্যভাক্

সিদ্ধ উবাচ।

অমাসোমসমাযোগে প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চ যঃ।
অর্ঘতীর্থং তৃতীয়ন্তু বারাণসী চতুর্থিকা ॥ ৪
গচ্ছন্তু তত্র বৈ যূয়ং চত্বারঃ পাতকাবিলাঃ।
গঙ্গাম্ভসি যদা স্নাতাস্তদা মুক্তা ভবিষ্যথ ॥ ৫
পাতকেভ্যো ন সন্দেহো নির্ম্মলত্বং গমিষ্যথ ॥৬
আদিষ্টাস্তেন বৈ সর্ব্বে প্রণেমুস্তং প্রযত্নতঃ।
কালঞ্জরাত্ততো জগ্মুঃ সত্বরং পাপপীড়িতাঃ।
বারাণসীং সমাসাদ্য স্নাত্বা চৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭
প্রয়াগং পুষ্করং চৈব অর্ঘতীর্থন্তু সত্তম।
অমাসোমং সুসম্প্রাপ্য জগ্মুস্তে চ মহাপুরীম্
বিদুরশ্চন্দ্রশর্ম্মা চ বেদশর্ম্মা তৃতীয়কঃ।
বৈশ্যো বঞ্জুলকশ্চৈব সুরাপঃ পাপচেতনঃ ॥ ৯

তাহারা কেহ কাহারও সহিত অশন-বসনের সম্পর্ক রাখিত না। হে মহাভাগ। তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিত, কিন্তু কেহ কাহারও আসনে উপবেশন বা শয্যায় শয়ন করিত না। হে বৎস! এইরূপে ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহারা নানাতীর্থে গমন করিল, কিন্তু তাহাদের সেই ঘোর পাপ বিনিষ্ট হইল না। অতঃপর বিদুরাদি চারিজন পাপী মহাপাতক-নাশনে তীর্থগণের সামর্থ্য নাই বুঝিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। ৩১—৪০।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিলেন,—তাহারা কালঞ্জরে গমনপূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখে বাস করিতে লাগিল, মহাপাপে দগ্ধ হইয়া তাহারা হাহাকার করিত ও বিচেতন হইত। সে স্থানে জনৈক মহাযশা সিদ্ধ সমাগত হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কিজন্য অতীব দুঃখ-পীড়িত হইতেছ? তাহারা সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ প্রাজ্ঞ সিদ্ধসমীপে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পুণ্যভাজন সিদ্ধ তাহাদের মহাপাপ বিদিত হইয়া তাহাদের প্রতি কৃপা করিলেন। সিদ্ধ কহিলেন,—অমাবস্থার সহিত সোমবারের সম্মিলন হইলে তোমরা প্রয়াগ, পুষ্কর, অর্ঘতীর্থ ও বারাণসীতে গমন করিবে; তোমরা চারিজনেই অত্যন্ত কলুষ-মলিন হইয়াছ বটে, পরন্তু গঙ্গাজলে যখনই স্নান করিবে, তখনই মুক্ত হইবে। তোমরা এই তীর্থচতুষ্টয়ে গমন করিয়া নিঃসন্দেহ পাপ-রাশি হইতে মুক্তি ও নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইবে। ১—৬। হে দ্বিজোত্তম! পাপপীড়িত সেই ব্যক্তিচতুষ্টয় সিদ্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাদরে প্রণামপূর্ব্বক কালঞ্জর হইতে প্রস্থিত হইল এবং সত্বর বারাণসীতে আসিয়া গঙ্গায় স্নান করিল। হে সত্তম! তারপর পর পর প্রয়াগ, পুষ্কর ও অর্ঘতীর্থে গমন করিয়া অমাসোমসংযোগে মহাপুরী কাশীতে আসিল। হে দ্বিজ! বিদুর, চন্দ্রশর্ম্মা, তৃতীয় বেদশর্ম্মা, সুরাপায়ী পাপচেতা

তস্মিন্ পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে স্নাতা গঙ্গাম্ভসি দ্বিজ
স্নানমাত্রেণ মুক্তাস্তু গোবধাদ্যৈশ্চ কিল্বিষৈঃ ॥
ব্রহ্মহত্যা-গুরুহত্যা-সুরাপানাদিপাতকৈঃ।
লিপ্তানি তানি তীর্থানি পরিভ্রমন্তি মেদিনীম্ ॥
পুষ্করো হ্যর্ঘতীর্থস্তু প্রয়াগঃ পাপনাশনঃ।
বারাণসী চতুর্থী তু লিপ্তা পাপৈর্দ্বিজোত্তম ॥১২
কৃষ্ণত্বং পেদিরে সর্ব্বে হংসরূপেণ বভ্রমুঃ।
সর্ব্বেষেব সুতীর্থেষু স্নানং চক্রুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
কৃষ্ণত্বং নৈব গচ্ছেত তেষাং পাপেন চাগতম্
সুতীর্থেষু মহারাজ স্নাতাঃ সর্ব্বেষু বৈ পুনঃ ॥১৪
যং যং তীর্থং প্রয়ান্ত্যেতে সর্ব্বে তীর্থা দ্বিজোত্তম
হংসরূপেণ বৈ যান্তি তৈঃ সার্দ্ধন্তু সুদুঃখিতাঃ ॥
ভার্য্যাঃ পাতকরূপাশ্চ ভ্রমন্তি পরিতস্তথা।
অষ্টষষ্টিসুতীর্থানি হংসরূপেণ বভ্রমুঃ ॥ ১৬
তৈঃ সার্দ্ধং সুমহারাজ মহাতীর্থৈঃ সমং পুনঃ।
মানসং চাগতাস্তে চ পাতকাকুলমানসাঃ ॥ ১৭

বৈশ্য বঞ্জুল, সেই অমাসোমসংযোগ-পর্ব্বে গঙ্গাস্নান করিয়া স্নান মাত্রেই গোবধাদি পাপ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হে দ্বিজোত্তম। পাপনাশন প্রয়াগ, পুষ্কর, অর্ঘতীর্থ ও বারাণসী এই তীর্থ চতুষ্টয় ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা ও সুরাপানাদি পাতকে লিপ্ত হইয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া হংসরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা সকল সুতীর্থে স্নান করিলেন, কিন্তু পুণ্যতীর্থে পুনঃপুনঃ স্নান করিয়াও তাঁহাদের পাপজাত কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইল না। হে মহারাজ! তাঁহারা যে যে তীর্থে যাইতে লাগিলেন, তাঁহারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের সহিত হংসরূপে গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! পাপ সকল ভার্য্যার ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অষ্টষষ্টি প্রধান তীর্থ হংসরূপে সেই তীর্থগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সেই পাপাকুলমানস মহাতীর্থগণ মানস

তত্র স্নাতা মহারাজ ন জহাতি চ পাতকম্।
লজ্জয়াবিষ্টমনসা মানসো হংসরূপধৃক্ ॥ ১৮
সঞ্জাতঃ কৃষ্ণকায়স্তু যং ত্বং বৈ দৃষ্টবান্ পুরা ॥১৯
রেবাতীরং ততো জগ্মুরুত্তরং পাপনাশনম্।
কুব্জায়াঃ সঙ্গমে তে তু সুরসিদ্ধনিষেবিতে।
স্নানমাত্রেণ মুক্তাস্তে পাপেভ্যো দ্বিজসত্তম ॥
বিহায় বর্ণমেবৈতং সুকৃতং প্রতিজগ্মিরে।
যং যং তীর্থং প্রয়ান্ত্যেতে হংসাঃ স্নানং
প্রচক্রমুঃ ॥ ২১
জগ্মুস্তাঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা পাতকং নৈব গচ্ছতি।
তোয়ানলেন কুব্জায়াঃ পাতকং বরমেব চ ॥ ২২
ভস্মাবশেষং সঞ্জাতং তদা মৃতাস্তু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ব্রহ্মহত্যা গুরোর্হত্যা সুরাপানাগমাগমাঃ ॥ ২৩
ভস্মীভূতাস্তু সঞ্জাতা রেবায়াঃ কুব্জয়া হতাঃ।
তাস্তু হতা মহাভাগ যা মৃতাস্তু সরিত্তটে ॥ ২৪
অষ্টষষ্টিসুতীর্থানাং হংসরূপেণ তানি তু।

তীর্থে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! তথায় স্নান করিয়াও পাপ গেল না, ইহাতে মানসতীর্থও লজ্জাবিষ্ট মানসে হংসরূপ ধারণ করিলেন এবং সমাগত তীর্থগণকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন। ৭—১৯। অতঃপর মানস এই সকল তীর্থের সহিত রেবার পাপনাশন উত্তম তীরে উপনীত হইলেন এবং ভূত ও সিদ্ধগণ-নিষেবিত কুব্জাসঙ্গমে স্নান করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! স্নানমাত্রেই তাঁহারা পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভ্রতা লাভ করিলেন। হংসরূপী তীর্থগণ যখন [illegible] গমনপূর্ব্বক স্নান করিতেছিলেন, তখন পাপ যাইতেছিল না, তখন [illegible] ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, সুরাপান ও [illegible] এই পাতক চতুষ্টয় [illegible] চতুষ্টয়রূপে সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের অনুসরণ এবং উপহাস করিতেছিল; এক্ষণে রেবাতীরে কুব্জাসঙ্গমানলে তীর্থগণের সেই ঘোর পাপ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল, হে মহাভাগ! তখন তাহারাও মরিয়া যায়।

সার্দ্ধং হংসঃ সমায়াতো বিদ্ধি তং ত্বং তু মানসম্‌
চত্বারঃ কৃষ্ণহংসাশ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু।
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব অর্ঘতীর্থমনুত্তমম্‌ ॥ ২৬
বারাণসী চতুর্থী চ চত্বারঃ পাপনাশনাঃ।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতানি চত্বারি পরিবভ্রমুঃ ॥ ২৭
তীর্থান্যেতানি দুঃখেন তীর্থেষু চ মহামতে।
ন গতং পাতকং ঘোরং তেষান্তু ভ্রমতাং সুত ॥
কুব্জায়াঃ সঙ্গমে শুদ্ধা বিমুক্তাঃ কিল্বিষাৎ কিল
তীর্থানামেব সর্ব্বেষাং পুণ্যানামিহ সম্মতঃ ॥ ২৯
রাজা প্রয়াগঃ সঞ্জাত ইন্দ্রস্য পুরতঃ কিল।
তাবদ্‌গর্জ্জন্ত তীর্থানি যাবদ্রেবা ন দৃশ্যতে ॥ ৩০
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং বিনাশায় প্রতিষ্ঠিতা।
কপিলাসঙ্গমে পুণ্যে রেবায়াঃ সঙ্গমে তথা ॥ ৩১
মেঘনাদসমাযোগে তথা চৈবোরুসঙ্গমে।
মহাপুণ্যা মহাধন্যা রেবা সর্ব্বত্র দুর্লভা ॥ ৩২
সা চোঙ্কারে ভৃগুক্ষেত্রে নর্ম্মদাকুব্জসঙ্গমে।

আর অষ্টষষ্টি সুতীর্থের সহিত পরে যে আর এক বৃহৎ হংস মিলিত হন, তাঁহাকে মানস বলিয়া জানিবে। আর যে চারিজন কৃষ্ণ হংসের কথা বলিয়াছি, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। প্রয়াগ, পুষ্কর, অনুত্তম অর্ঘতীর্থ ও পাপনাশনী বারাণসী ইহারা পূর্ব্বোক্ত চারি হংস। হে মহামতে! এই চারিতীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে তীর্থ সকলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হে পুত্র! তাহাদের পাতক এত অধিক যে, নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়াও তাহা যায় নাই, কিন্তু কুব্জা-সঙ্গমে গিয়া তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত ও নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রের সম্মুখে প্রয়াগ সমস্ত পুণ্যতীর্থের রাজত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতাভাজন বলিয়া সম্মত হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত রেবার দর্শন না হয়, তাবৎ কালই সমস্ত তীর্থ নিজের প্রাধান্য-গর্জ্জন করেন; ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনাশার্থ এ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। পুণ্য কপিলা-সঙ্গমে, রেবা-সঙ্গমে, মেঘনাদ সঙ্গমে ও উরুসঙ্গমে মহাপুণ্যা মহাধন্যা রেবা প্রায় দুর্লভ; সেই রেবা আবার

দুষ্প্রাপ্যা মানবৈ রেবা মাহিষ্মত্যাং সুরোত্তমৈঃ
বিটঙ্কাসঙ্গমে পুণ্যা শ্রীকণ্ঠে মঙ্গলেশ্বরে।
সর্ব্বত্র দুর্লভা রেবা সুরপুণ্যসমাকুলা ॥ ৩৪
তীর্থমাতা মহাদেবী অঘোরাশিবনাশিনী।
উভয়োঃ কূলয়োর্ম্মধ্যে যত্র তত্র সুখী নরঃ ॥৩৫
অশ্বমেধফলং ভুঙ্‌ক্তে স্নানেনৈকেন মানবঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্‌ ॥ ৩৬
সর্ব্বপাপাপহং পুণ্যং গতিদং চাপি শৃণ্বতাম্‌।
এবমুক্তা মহাপ্রাজ্ঞ তৃতীয়ং পুত্রমব্রবীৎ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে
গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে দ্বিনবতি-
তমোঽধ্যায় ॥ ৯২

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।
কিং বিজ্বল ত্বয়া দৃষ্টমপূর্ব্বং ভ্রমতা মহীম্‌।
আশ্চর্য্যেণ সমাযুক্তং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১

ভৃগুক্ষেত্র ওঙ্কারে ও কুব্জাসঙ্গমে মানবগণের একান্ত দুর্লভ; এতদ্ভিন্ন এই রেবার কুব্জা-সঙ্গম মাহিষ্মতীতে দেবগণেরও দুর্লভ। বিটঙ্কাসঙ্গমে, শ্রীকণ্ঠে ও মঙ্গলেশ্বরে সুরপুণ্য-সমাকুলা রেবা মহাপুণ্যা; মহাদেবী রেবা তীর্থমাতা ও কলুষরাশিবিনাশিনী, ইঁহার উভয়কূলের যে কোনও স্থানস্থিত মানব সুখী হয়। রেবাস্নানে মানব অশ্বমেধফলভোগ করে। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তৎসমস্ত তোমার নিকট কথিত হইল; এই পুণ্যাখ্যান শ্রোতার সর্ব্বপাপাপহ ও গতিপ্রদ। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এইরূপ বলিয়া কুঞ্জল তৃতীয় পুত্রকে বলিতে লাগিল।২০-৩৭।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—হে সুব্রত বিজ্বল! তুমি মহীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্চর্য্যযুক্ত কি

ইন্দ্রঃ প্রয়াসি কং দেশমাহারার্থন্ত সোদ্যমী।
যদ্‌যদ্দৃষ্টং ত্বয়া চিত্রং সমাখ্যাহি সুতোত্তম ॥ ২
বিজ্জল উবাচ।
অস্তি মেরুগিরেঃ পৃষ্ঠে আনন্দং নাম কাননম্‌
দিব্যবৃক্ষৈঃ সমাকীর্ণং ফলপুষ্পময়ৈঃ সদা ॥ ৩
দেববৃন্দৈঃ সমাকীর্ণং মুনিসিদ্ধসমন্বিতম্‌।
অপ্সরোভিঃ সুরূপাভির্গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরোরগৈঃ ॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ নদীপ্রস্রবণৈস্তথা।
আনন্দকাননং পুণ্যং দিব্যভাবৈঃ প্রভাসতে।
বিমানৈঃ কোটিসংখ্যাভির্হংসকুন্দেন্দুসন্নিভৈঃ
গীতকোলাহলৈ রম্যৈর্মেঘধ্বনিনিনাদিতম্‌ ॥ ৬
ষট্‌পদানাং নিনাদেন সর্ব্বত্র মধুরায়তে।
চন্দনৈশ্চূতবৃক্ষৈশ্চ চম্পকৈঃ পুষ্পিতৈর্বৃতম্‌ ॥ ৭
নানাবৃক্ষৈঃ প্রভাত্যেবমানন্দবনমুত্তমম্‌।
নানাপক্ষিনিনাদেন বহুকোলাহলান্বিতম্‌ ॥ ৮
এবমানন্দনং দৃষ্টং ময়া তত্র সুশোভনম্‌।
বিমলঞ্চ সরস্তাত শোভতে সাগরোপমম্‌ ॥ ৯
সম্পূর্ণং পুণ্যতোয়েন পদ্মসৌগন্ধিকৈঃ শুভৈঃ।
জলজৈস্তু সমাকীর্ণং হংসকারণ্ডবান্বিতম্‌ ॥ ১০
এবমাসীৎ সরস্তস্য সুমধ্যে কাননস্য হি।
দেবগন্ধর্ব্বসম্বাধৈর্মুনিবৃন্দৈরলঙ্কৃতম্‌।
কিন্নরোরগগন্ধর্ব্বৈশ্চারণৈশ্চ সুশোভতে ॥ ১১
তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং বক্তুং তাত ন শক্যতে ॥
বিমানেনাপি দিব্যেন কলশৈরুপশোভতে।
ছত্রদণ্ডপতাকাভী রাজমানেন সত্তম ॥ ১৩
সর্ব্বভোগাখিলেনাপি গীয়মানোঽথ কিন্নরৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ শোভমানোঽথ সুব্রত ॥ ১৪
স্তূয়মানো মহাসিদ্ধ-ঋষিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
রূপেণাপ্রতিমো লোকে ন দৃষ্টস্তাদৃশঃ ক্বচিৎ ॥
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গো দিব্যমালাবিশোভিতঃ।
মহারত্নকৃতা মালা যস্যোরসি বিরাজতে ॥ ১৬

অপূর্ব্ব বস্তু দর্শন করিয়াছ? তাহা আমাকে বল। তুমি আহারার্থী হইয়া উদ্যমের সহিত এস্থান হইতে কোন্‌ দেশে গমন করিয়াছিলে? হে সুতোত্তম! তুমি যাহা যাহা বিচিত্র বস্তু অবলোকন করিয়াছ, তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর। বিজ্জল কহিল,—হে তাত! মেরুগিরির পার্শ্ব-দেশে আনন্দকানন নামে এক কানন আছে। ঐ কানন ফলপুষ্পময় দিব্যবৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ। দেববৃন্দ, মুনি, সিদ্ধ, সুরূপা অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তথায় নিত্য বিরাজমান। বাপী, কূপ, তড়াগ, নদী ও প্রস্রবণ দ্বারা ঐ পুণ্যময় আনন্দকানন নিত্য দিব্য ভাবে শোভা পাইয়া থাকে। হংস-কুন্দেন্দু-সন্নিভ কোটিসংখ্যক বিমান তথায় বিদ্যমান। রম্য গীত কোলাহল ও মেঘধ্বনিতে ঐ কানন নিনাদিত। মধু-করকুলের মধুর গুঞ্জনে আনন্দকানন মধুরায়-মাণ। পুষ্পিত চন্দন, চূত ও চম্পক ঐ কাননের সর্ব্বস্থান আবৃত করিয়াছে। এই-রূপে নানা বৃক্ষ দ্বারা আনন্দকানন প্রকাশ-মান। বিবিধ পক্ষিনিনাদ ঐ বনকে কোলা-হলময় করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই মেরু-গিরিপার্শ্বে এই প্রকার সুশোভন আনন্দকানন দর্শন করিয়াছিলাম। এই আনন্দকাননের মধ্যে সাগরোপম এক বিমল সরোবর আছে। ঐ সরোবর পুণ্যতোয়পূর্ণ, পদ্ম সৌগন্ধিক শুভ জলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ও হংসকারণ্ডবান্বিত। আনন্দ কাননের মধ্য দেশে এইরূপ এক সরোবর অবস্থিত। উহাতে দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ নিত্য বিচরণ করে। ১—১১। হে তাত! তথায় আমি এক যে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। দেখিলাম, এক দিব্য বিমান কলস সকল দ্বারা উপ-শোভিত; ছত্র দণ্ড ও পতাকা তাহাতে শোভমান; বস্তুতই তাহা সর্ব্ব ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আর দেখিলাম, সেই বিমানমধ্যে এক পুরুষমূর্ত্তি। কিন্নরগণ তাঁহার নিকট গান করিতেছে; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং তত্ত্ববেদী মহাসিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। ঐ পুরুষ অলোকসামান্য রূপবান্‌, তাদৃশ রূপ-বান্‌ পুরুষ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বাভরণ-শোভিতাঙ্গ, মালাবিভূষিত এবং

তৎসমীপে স্থিতা চৈকা নারী দৃষ্টা বরাননা।
হেমহারৈশ্চ মুক্তানাং বলয়ৈঃ কঙ্কণৈর্য্যুতা ॥ ১৭
দিব্যবস্ত্রৈশ্চ গন্ধৈশ্চ চন্দনৈশ্চারুলেপনৈঃ।
স্তূয়মানো গীয়মানঃ পুরুষস্তত্র চাগতঃ ॥ ১৮
রতিরূপা বরারোহা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গী তাদৃশী রূপসম্পদা ॥ ১৯
দ্বাবেতৌ তৌ ময়া দৃষ্টৌ বিমানেনাপি চাগতৌ
রূপলাবণ্যমাধুর্য্যৌ সর্ব্বশোভাসমাবিলৌ ॥ ২০
সমুত্তীর্ণৌ বিমানাত্তাবাগতৌ সরসোঽন্তিকে।
স্নাতৌ তাত মহাত্মানৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলেক্ষণৌ
প্রগৃহ্য তৌ মহাশস্ত্রৌ দম্পতী তু পরস্পরম্।
তাদৃশৌ চ শবৌ তত্র পতিতৌ সরসস্তটে ॥ ২২
প্রভাসে তে তদা তৌ তু স্ত্রীপুংসৌ কমলেক্ষণৌ
রূপেণাপি মহাভাগ তাদৃশাবেব তৌ শবৌ ॥
দেবরূপোপমস্তাত যথা পুংসস্তথা শবঃ।
যথারূপং হি তস্যাপি তাদৃশস্তত্র দৃশ্যতে ॥ ২৪

মহারত্নকৃত মালা তাঁহার বক্ষস্থলে বিরাজিত। আবার তাঁহার সমীপে এক বরাননা নারীকেও দেখিলাম। তিনি হেমহার, মুক্তাবলয়, কঙ্কণ, দিব্যবস্ত্র, গন্ধ, চন্দন ও মনোহর অনুলেপন দ্বারা পরিশোভিত। বিমানস্থ পুরুষ তথায় স্তূয়মান ও গীয়মান হইতেছেন। রতিরূপা সেই বরারোহা পীনশ্রোণিপয়োধরা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা। এই রমণী রূপসম্পদে সেই পুরুষেরই অনুরূপা। এই দম্পতিকে আমি বিমানযোগে আসিতে দেখিলাম। তাঁহার রূপলাবণ্য মাধুর্য্যযুক্ত এবং সর্ব্বশোভাময়। এই দম্পতি বিমান হইতে অবতরণ করিয়া সরোবরসমীপে আগমন করিলেন। সরোবরসমীপে আগমন করিয়া তাঁহারা ঐ সরোবরে স্নান করিলেন. স্নানকরিয়া তাঁহারা উভয়েই শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম,—সেই সরোবরতীরে তাঁহাদেরই অনুরূপ স্ত্রীপুরুষ-মূর্ত্তি দুইটী শব পতিত রহিয়াছে। হে মহাভাগ! শবদ্বয় অবলোকন করিয়া তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিলেন। ঐ শবদ্বয় তাঁহাদেরই সদৃশ। ঐ পুরুষ যেমন দেবরূপধর, শবও তদ্রূপ।

যথারূপং তু ভার্য্যায়াস্তথা শবো দ্বিতীয়কঃ।
স্ত্রীশবস্য তু যন্মাংসং শস্ত্রেণোৎকৃত্য সা ততঃ ॥
ভক্ষতে তস্য মাংসানি রক্তাপ্লুতানি তানি তু।
পুরুষো ভক্ষতে তদ্বচ্ছবমাংসং সমাতুরঃ ॥ ২৬
ক্ষুধয়া পীড্যমানৌ তৌ ভক্ষেতে পিশিতং তয়োঃ।
যাবত্তৃপ্তিং সমায়াতৌ তাবন্মাংসং প্রভক্ষিতম্ ॥
সরস্তথ জলং পীত্বা সঞ্জাতৌ সুখিতৌ পিতঃ।
কিয়ৎকালং স্থিতৌ তত্র বিমানেন গতৌ পুনঃ ॥
অন্যে দ্বে তু স্ত্রিয়ৌ তাত ময়া দৃষ্টে চ তত্র বৈ।
রূপসৌভাগ্যসম্পন্নে তে স্ত্রিয়ৌ চারুলক্ষণে ॥
তাভ্যাং প্রভক্ষিতং মাংসং যদা তাত মহাবনে
প্রহসেতে তদা তে দ্বে হাস্যৈরট্টাট্টকৈঃ পুনঃ ॥
ভক্ষতে চ স্বমাংসানি তাবেতৌ পরিনিত্যশঃ।
কৃত্বা স্নানাদিকং মাংসং পশ্যতো মম তত্র হি ॥
অন্যে স্ত্রিয়ৌ মহাভাগ রৌদ্রাকারসমন্বিতে।
দংষ্ট্রাকরালবদনে তত্রৈবাতিবিভীষণে ॥ ৩২

ফলতঃ সেই পুরুষের যেমন রূপ ঐ শবেরও সেইরূপ রূপ দৃষ্ট হইতেছে। আর ঐ পুরুষের ভার্য্যার যেমন রূপ, স্ত্রীশবটীরও রূপ তেমনি। স্ত্রীলোকটী শস্ত্র দ্বারা ঐ স্ত্রী শবের রক্তাপ্লুত মাংস কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। পুরুষটীও সেইরূপ পুরুষশবের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা যাবৎতৃপ্তি পরস্পর শবদ্বয়ের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকিল। হে পিতঃ। অনন্তর তাহারা সরোবরে জলপান করিয়া সুখে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করত পুনরায় বিমানারোহণে গমন করিল। হে তাত! আমি অন্য দুই রমণী তথায় দেখিয়াছিলাম। এই রমণীদ্বয়ও রূপ-সৌভাগ্যসম্পন্ন ও চারুলোচনা। তাহারাও সেই বনে উক্তপ্রকারে মাংস ভোজন করিত। অট্টাট্ট হাসিত। পূর্ব্বোক্ত দম্পতি নিত্য ঐ সরোবরে স্নানাদি সমাপন করিয়া মাংস ভক্ষণ করিত। আমি তাহা অবলোকন করিতাম। আর অপর রমণীদ্বয় রৌদ্রাকার, দংষ্ট্রাকরালবদন ও অতি

উচতুস্তৌ তদা তে তু দেহি দেহীতি বৈ পুনঃ
এবং দৃষ্টং ময়া তাত বসতা বনসন্নিধৌ ॥ ৩৩
নিত্যমুৎকীর্য্য ভক্ষেতে তৌ দ্বৌ তু মাংসমেব চ
জায়েতে চ সুসম্পূর্ণৌ কায়ৌ চ শবয়োঃ পুনঃ
নিত্যমুত্তীর্য্য তাবেবং তে চাপ্যন্যে চ বৈ পিতঃ
কুর্ব্বন্তি সদৃশীং চেষ্টাং পূর্ব্বোক্তাং মম পশ্যতঃ ॥
এতদাশ্চর্য্যসঞ্জাতং দৃষ্টং তাত ময়া তদা।
ভবতা পৃচ্ছিতং তাত দৃষ্টমাশ্চর্য্যমেব চ ॥ ৩৬
ময়াখ্যাতং তবাগ্রে বৈ সর্ব্বসন্দেহকারণম্‌।
কথয়স্ব প্রসাদাচ্চ প্রীয়মাণেন চেতসা ॥ ৩৭
বিমানেনাগতো যোঽসৌ স্ত্রিয়া সার্দ্ধং দ্বিজোত্তম
দিব্যরূপধরো যস্তু স কস্তু কমলেক্ষণঃ ॥ ৩৮
কা চ নারী মহাভাগ মহামাংসং প্রভক্ষতি।
স কশ্চাপ্যাগতস্তাত সা চৈবাভোজ্য ভক্ষতি ॥
প্রহসেতে তদা তে দ্বে স্ত্রিয়ৌ তাত বদস্ব নঃ।
উচতুস্তৌ তথা চান্যে দেহি দেহীতি বা পুনঃ ॥

তে দ্বে ত্বং মে সমাচক্ষ্ব মহাভীষণকে স্ত্রিয়ৌ।
এতন্মে সংশয়ং তাত চ্ছেত্তুমর্হসি সুব্রত ॥ ৪১
এবমুক্ত্বা মহারাজ বিররাম স চাণ্ডজঃ।
এবং পৃষ্টস্তৃতীয়েন বিজ্জলেনাত্মজেন সঃ ॥ ৪২
প্রোবাচ সর্ব্বং বৃত্তান্তং চ্যবনস্যাপি শৃণ্বতঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

ভয়ানক। উহারা উক্ত দম্পতিকে পুনঃপুনঃ 'দেহি দেহি' বলিত। হে তাত! আমি বনসন্নিধানে বাস করিয়া এইরূপ অবলোকন করিয়াছি। সেই দম্পতি উক্ত প্রকারে নিত্য নিত্য শবচ্ছেদ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিত। আর পুনরায় ঐ শবকায় মাংসপূর্ণ হইয়া থাকিত। ঐ দম্পতি আর অপর রমণীদ্বয় নিত্য ঐ স্থানে অবতরণ করিয়া সকলেই সদৃশ চেষ্টার অনুষ্ঠান করিত, আমি তাহা দেখিতাম। হে তাত! আমি তথায় এইরূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। আপনি যে আশ্চর্য্য দর্শনবিষয়ে আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্ব সন্দেহকারণ আশ্চর্য্যের বিষয় আপনার সমক্ষে কীর্ত্তন করিলাম। হে দ্বিজোত্তম! আপনি প্রসন্নতা হেতু প্রীতমানসে বলুন, স্ত্রীসমভিব্যাহারে বিমানযোগে যে দিব্যরূপধর কমলেক্ষণ পুরুষ আগমন করিয়াছিলেন, তিনি কে? আর সেই রমণীই বা কে? যিনি মহামাংস ভক্ষণ করিলেন। সেই দম্পতি কোথা হইতে আসিয়া তথায় মাংসভোজন করিত? আর সে রমণীদ্বয় কি জন্যই বা হাস্য করিত আর 'দেহি দেহি' এই কথা কেনই বা বলিত? এই ভীষণ স্ত্রীদ্বয় কে? হে তাত। এই সংশয় আমার ছেদন কর। হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া অণ্ডজ বিরত হইল। তৃতীয়াত্মজ বিজ্জল কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সেই অণ্ডজ শ্রোতা চ্যবনের সমক্ষে সর্ব্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিল। ১২—৪৩।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি তৎসর্ব্বং কারণং সুত।
যস্মাত্তৌ তাদৃশৌ জাতৌ স্বমাংসপরিভক্ষকৌ
সর্ব্বত্র কারণং কর্ম্ম শুভাশুভং ন সংশয়ঃ।
পুণ্যেন কর্ম্মণা পুত্র নরঃ সৌখ্যং প্রভুঞ্জতি ॥ ২
দুষ্কৃতং ভুঞ্জতে চাত্র পাপযুক্তেন কর্ম্মণা।
সূক্ষ্মবর্ত্ম বিচার্য্যৈবং শাস্ত্রজ্ঞানেন চক্ষুষা ॥ ৩
স্বজনধর্ম্মং প্রদৃষ্টৈব সুবিচার্য্য পুনঃপুনঃ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—হে সুত! শ্রবণ কর, যে জন্য তাহারা স্বমাংসভক্ষক হইয়া জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ বলিতেছি। সর্ব্বত্রই শুভ বা অশুভ কর্ম্ম কারণ। হে পুত্র! পুণ্য কর্ম্মে লোক সুখভোগ করে। পাপকর্ম্মে দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞাননেত্রে

সমারভেন্নরঃ কর্ম্ম মনসা নিপুণেন চ ॥ ৪
সুমূর্ত্তিকারকঃ শিল্পী রসমাবর্ত্তয়েদ্ যথা।
অগ্নেশ্চ তেজসা পুত্র জ্বালাভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৫
দ্রবীভূতো ভবেদ্ধাতুর্বহ্নিনা তাপিতঃ শনৈঃ।
যাদৃশং বৎস ভক্ষ্যস্তু রসপক্কং নিষেব্যতে ॥
তাদৃশং জায়তে বৎস রূপঞ্চৈব ন সংশয়ঃ।
যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম্ম তাদৃশং পরিভুজ্যতে ॥ ৭
কর্ম্ম এব প্রধানং যদ্বর্ষারূপেণ বর্ত্ততে।
ক্ষেত্রেষু যাদৃশং বীজং বপতে কৃষিকারকঃ ॥ ৮
তাদৃশং ভুঙ্ক্তে তাত ফলমেব ন সংশয়ঃ।
যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম্ম তাদৃশং পরিভুজ্যতে ॥ ৯
বিনাশহেতুঃ কর্ম্মাস্য সর্ব্বে কর্ম্মবশা বয়ম্।
কর্ম্মদায়াদিকা লোকে কর্ম্ম সম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ১০
কর্ম্মাণি চোদয়ন্তীহ পুরুষং সুখদুঃখয়োঃ।
সুবর্ণং রজতং বাপি যথা রূপং নিষিচ্যতে ॥ ১১
তথা নিষিচ্যতে জন্তুঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগঃ।

সূক্ষ্ম পথ বিচার করিয়া এবং পুনঃপুনঃ স্থূল ধর্ম্ম দর্শনে আলোচনা করিয়া নর একাগ্রমনে কর্ম্মারম্ভ করিবে। অগ্নির তেজ ও শিখা দ্বারা ধাতু অল্পে অল্পে দ্রবীভূত হয়। সুমূর্ত্তিকারক শিল্পী সেই ধাতুদ্বারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করত তাহাতে রসের অবতরণা করে। স্থূল ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া নিপুণতার সহিত কর্ম্মারম্ভও এইরূপ। বৎস! যেরূপ রসপক্ক ভক্ষ্য ব্যবহার করা হয়, ফল সেইরূপই হইয়া থাকে। যেমন কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলভোগও তদনুরূপই ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম প্রধানতঃ বর্ষারূপে প্রকাশ পায়। পরে কৃষক ক্ষেত্রমধ্যে যেমন বীজ বপন করে, তাদৃশ ফলই উপভোগ করিতে থাকে। যেরূপ কর্ম্ম, ফলভোগও সেইরূপই। কর্ম্মই বিনাশহেতু; কর্ম্মেরই আমরা বশীভূত; সংসারে কর্ম্মানুরূপ জ্ঞাতি এবং কর্ম্মানুরূপই সম্বন্ধী বান্ধব। কর্ম্মসমূহই পুরুষকে সুখদুঃখে নিয়োজিত করে। সুবর্ণ কিম্বা রজত যেমন আকরগুণে রূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি জীব পূর্ব্ব কর্ম্মবশে সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহীর গর্ভ স্থ অবস্থাতেই আয়ু,

পঞ্চৈতানীহ দৃশ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥ ১২
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
যথা মৃৎপিণ্ডকং কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি ॥ ১৩
তথা কর্ম্ম কৃতঞ্চৈব কর্ত্তারং প্রতিপদ্যতে।
দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা ॥ ১৪
তির্য্যক্ত্বং স্থাবরত্বং বা যাতি জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ
স এব তু তথা ভুঙ্ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনঃ ॥
আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখম্।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঙ্ক্তে পূর্ব্বদৈহিকম্ ॥ ১৬
পূর্ব্বদেহকৃতং কর্ম্ম ন কশ্চিৎ পুরুষোত্তমঃ।
বলেন প্রজ্ঞয়া বাপি সমর্থঃ কর্ত্তুমন্যথা ॥ ১৭
স্বকৃতান্যেব ভুঞ্জন্তি দুঃখানি চ সুখানি চ।
হেতুভূতং কারণৈর্বাপি সোঽহঙ্কারেণ বাধ্যতে ॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তদ্বচ্ছুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১৯
উপভোগাদৃতে যস্য নাশ এব ন বিদ্যতে।
প্রাক্তনং বন্ধনং কর্ম্ম কোঽন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ॥
সুশীঘ্রমনুধাবন্তং বিধানমনুধাবতি।

কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং নিধন এই পাঁচটী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১—১২। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড লইয়া যেরূপ ইচ্ছা প্রস্তুত করে, তেমনি কৃতকর্ম্মই কর্ত্তার অনুসরণ করিয়া থাকে। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, তির্য্যক্ত্ব বা স্থাবরত্ব, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব আত্মকৃত কর্ম্মফলই নিত্য ভোগ করে। গর্ভশয্যা আশ্রয় করিয়াই জীব পৌর্ব্বদেহিক আত্মবিহিত সুখ বা দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে। এমন কোনও উত্তম পুরুষ নাই, যিনি বল বা প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্ম অন্যথা করিতে সমর্থ। প্রাণিগণ আত্মকৃত সুখদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। কোনও হেতু বা কারণে জীব অহঙ্কারবদ্ধ হয়। যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্য হইতে বৎস স্বীয় মাতাকে চিনিয়া লয়, তেমনি শুভাশুভ কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করে। উপভোগ ব্যতীত কৃত কর্ম্মের নাশ নাই। প্রাক্তন কর্ম্মবন্ধন কে অন্যথা করিতে পারে? অতিশীঘ্র

শোভতে সন্নিপাতেন যথা কর্ম্ম পুরা কৃতম্ ॥২১
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
করোতি কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম চ্ছায়েবানুবিধীয়তে ॥২২
যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ পরস্পরম্।
উপসর্গা হি বিষয়া উপসর্গা জরাদয়ঃ ॥ ২৩
পীড়য়ন্তি নরং পশ্চাৎ পীড়িতং পূর্ব্বকর্ম্মণা।
যেন যত্রোপভোক্তব্যং দুঃখং বা সুখমেব চ ॥
স তত্র বদ্ধা রজ্জ্বেব বলাদ্দৈবেন নীয়তে।
দৈবং প্রাহুশ্চ ভূতানাং সুখদুঃখোপপাদনম্ ॥
অন্যথা কর্ম্ম তচ্চিন্ত্যং জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা
অন্যথা হ্যদ্যতে দৈবং বধ্যতে চ জিঘাংসতি
শস্ত্রাগ্নিবিষদুর্গেভ্যো রক্ষিতব্যং সুরক্ষতি।
যথা পৃথিব্যাং বীজানি বৃক্ষগুল্মতৃণান্যপি ॥ ২৭
তথৈবাত্মনি কর্ম্মাণি তিষ্ঠন্তি প্রভবন্তি চ।
তৈলক্ষয়াদ্‌যথা দীপো নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥ ২৮
কর্ম্মক্ষয়াত্তথা জন্তোঃ শরীরং নাশমৃচ্ছতি।
কর্ম্মক্ষয়াত্তথা মৃত্যুস্তত্ত্ববিদ্ভিরুদাহৃতম্ ॥ ২৯
বিবিধাঃ প্রাণিনাং রোগাঃ স্মৃতাস্তেষাঞ্চ হেতবঃ
তস্মাত্তত্ত্বপ্রধানস্তু কর্ম্ম এব হি প্রাণিনাম্ ॥৩০
যৎপুরা ক্রিয়তে কর্ম্ম তদিহৈব প্রভুজ্যতে।
যত্ত্বয়া দৃষ্টমেবাপি পৃচ্ছিতং তাত সাম্প্রতম্ ॥৩১
তস্যার্থং তু ময়া প্রোক্তং ভুঞ্জাতে তৌ হি সাম্প্রতম্।
আনন্দে কাননে দৃষ্টং তয়োঃ কর্ম্ম সুদারুণম্
তয়োশ্চেষ্টাং প্রবক্ষ্যামি শৃণ বৎস প্রভাষতঃ।
কর্ম্মভূমিরিয়ং তাত অন্যা ভোগার্থভূময়ঃ ॥ ৩৩
স্বর্গাদীনাং মহাপ্রাজ্ঞ তাসু গত্বা সুভুঞ্জতি ॥
সূত উবাচ।
চৌলদেশে মহাপ্রাজ্ঞঃ সুবাহুর্নাম ভূমিপঃ।
রূপবান্ গুণবান্ ধীরঃ পৃথিব্যাং নাস্তি তাদৃশঃ
বিষ্ণুভক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বৈষ্ণবানাঞ্চ সুপ্রিয়ঃ
কর্ম্মণা ত্রিবিধেনাপি প্রধ্যায়ন মধুসূদনম্।
অশ্বমেধাদিকান্ যজ্ঞান্ যজেত সকলান্ নৃপ ॥

অনুধাবনকারীকেও বিধি অনুধাবন করিয়া থাকে। যেমন পুরাকৃত কর্ম্ম, তেমনি তাহার ফলও উপস্থিত হয়। জীব অবস্থিত হইলে কর্ম্ম অবস্থিত হয়; গমন করিলে অনুসরণ করে; এবং কোনও কিছু কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম করে। এইরূপে কর্ম্ম জীবের ছায়ার ন্যায়ই অনুবিহিত। যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, তেমনি জীব ও কর্ম্ম পরস্পর অনুস্যূত। বিষয় সকল উপসর্গ; জরা প্রভৃতিও উপসর্গ। এই সকল উপসর্গ পূর্ব্বকর্ম্মপীড়িত নরকে পশ্চাৎ পীড়িত করিয়া থাকে। যেখানে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে, দৈব তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়াই সবলে তথায় টানিয়া লয়। দৈবই প্রাণিগণের সুখ-দুঃখের উপপাদক। জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় একপ্রকার কর্ম্ম চিন্তা করা হয়। দৈব তাহার অন্যথা করিয়া বধ বা বন্ধন বিধান করে। শস্ত্র, অগ্নি, বিষ বা দুর্গ হইতে রক্ষিতব্য ব্যক্তিকে দৈবই রক্ষা করে। পৃথিবীতে যেমন বীজরাশি বৃক্ষ, গুল্ম, তৃণ, অবস্থিত, আত্মাকে কর্ম্ম সকলও তেমনিভাবে বিরাজিত। তৈলক্ষয়ে দীপ যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মক্ষয়ে জীবেরও সেইরূপ শরীর নাশ হয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—কর্ম্মক্ষয়েই মৃত্যু হইয়া থাকে। বিবিধ রোগ প্রাণিগণের মৃত্যুর হেতুভূত হয়।১৩—২৯। অতএব প্রাণিগণের কর্ম্ম তত্ত্বপ্রধান। পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করা হয়, ইহকালে সেই কর্ম্মফলভোগই হইয়া থাকে। হে তাত! তুমি ইহা দেখিয়াছ, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই নিমিত্তই আমি বলিলাম, তাহারা অর্থাৎ সেই দম্পতি স্বীয় কর্ম্মফলই ভোগ করিতেছে। আনন্দকাননে তাহাদের সুদারুণ কর্ম্ম দেখিয়াছ, তাহাদের চেষ্টা আমি বলিতেছি, বৎস! শ্রবণ কর। হে তাত! এই কর্ম্মভূমি, অন্য সকল ভোগভূমি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! স্বর্গাদি ভূমিতে গমন করিয়া সুখভোগ করিতে হয়। সূত কহিলেন,—চোল দেশে সুবাহু নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি রূপবান্, গুণবান্ ও ধীরপ্রকৃতি। ভূতলে তাঁহার ন্যায় বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবপ্রিয় মহাপ্রাজ্ঞ রাজা কেহই ছিলেন না। তিনি ত্রিবিধ কর্ম্মে

পুরোধাস্তস্য চৈবাস্তি জৈমিনির্নাম ব্রাহ্মণঃ।
স চাহূয় সুবাহুং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭
রাজন্ দেহি সুদানানি যৈঃ সুখং তু প্রভুঞ্জতে
দানৈস্তু তরতে লোকান্ দুর্গান্ প্রেত্য গতো নরঃ ॥৩৮
দানেন সুখমাপ্নোতি যশঃ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্
দানেন চাতুলা কীর্ত্তির্জায়তে মৃত্যুমণ্ডলে ॥ ৩৯
যাবৎ কীর্ত্তিং স্থিতা চাত্র তাবৎ কর্ত্তা দিবং বসেৎ।
তদ্দানং দুষ্করং প্রাহুর্দাতুং নৈব প্রশক্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দাতব্যং মানবৈঃ সদা ॥ ৪০

সুবাহুরুবাচ।

দানাচ্চ তপসো বাপি দ্বয়োর্মধ্যে সুদুষ্করম্।
কিং বা মহৎফলং প্রেত্য তন্মে ব্রূহি দ্বিজোত্তম

জৈমিনিরুবাচ।

দানান্ন দুষ্করতরং পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন ॥ ৪১
রাজন্ প্রত্যক্ষমেবৈকং দৃশ্যতে লোকসাক্ষিকম
পরিত্যজ্য প্রিয়ান প্রাণান্ ধনার্থং লোভমোহিতাঃ ॥ ৪৩
প্রবিশন্তি নরা লোকে সমুদ্রমটবীং তথা।
সেবামন্যে প্রপদ্যন্তে শ্ববৃত্তিরিতি যা স্মৃতা ॥৪৪
হিংসাপ্রায়াং বহুক্লেশাং কৃষিঞ্চৈব তথা পুরা।
তস্য দুঃখার্জ্জিতস্যাপি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ
অর্থস্য পুরুষব্যাঘ্র পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ।
বিশেষতো মহারাজ তস্য ন্যায়ার্জ্জিতস্য চ ॥ ৪৬
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে দত্তস্যান্তো ন বিদ্যতে
শ্রদ্ধা ধর্ম্মসুতা দেবী পাবনী বিশ্বতারিণী ॥ ৪৭
সাবিত্রী প্রসবিত্রী চ সংসারার্ণবতারিণী।
শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্মো মহদ্ভির্নার্থরাশিভিঃ ॥ ৪৮
নিষ্কিঞ্চনাস্তু মুনয়ঃ শ্রদ্ধাধর্ম্মা দিবং গতাঃ।
সন্তি দানান্যনেকানি নানাভেদৈর্নৃপোত্তম ॥৪৯
অন্নদানাৎ পরং নাস্তি প্রাণিনাং গতিদায়কম্
তস্মাদন্নং প্রদাতব্যং পয়সা চ সমন্বিতম্ ॥ ৫০
মধুরেণাপি পুণ্যেন বচসা চ সমন্বিতম্।

মধুসূদনকে ধ্যান করিতেন অশ্বমেধাদি যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম জৈমিনি। জৈমিনি, রাজা সুবাহুকে একদা আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে রাজন! যাহা দ্বারা সুখভোগ হয়, আপনি সেই উত্তম দান প্রদান করুন। পরলোকগত নর দান দ্বারাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। দানেই সুখ এবং দানেই শাশ্বত যশোলাভ। এ মর্ত্ত্যমণ্ডলে দানদ্বারাই অতুল কীর্ত্তি হয়। যতকাল কীর্ত্তি থাকে, দানকর্ত্তা ততকাল স্বর্গে বাস করে। অতএব দান বড়ই দুষ্কর। দান সকলে করিতে পারে না। অতএব মানবেরা সদা সর্ব্বপ্রযত্নে দান করিবে। ৩৭—৪০। সুবাহু বলিলেন,—দান এবং তপস্যা, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী সুদুষ্কর এবং পরকালে কাহারই বা অধিক ফল? হে দ্বিজোত্তম! ইহা আমার নিকট বলুন। জৈমিনি বলিলেন,—রাজন! পৃথিবীতে দান হইতে দুষ্করতর কিছুই নাই, ইহা প্রত্যক্ষই পরিদৃশ্যমান। নরগণ লোভমোহিত হইয়া ধনার্থ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখনও সমুদ্র, কখনও বা অরণ্যে প্রবেশ করে, কেহ কেহ ধনার্থ শ্ববৃত্তি সেবা অবলম্বন করে এবং অনেকে বহু ক্লেশময় হিংসাবহুল কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে। এ হেন দুঃখার্জ্জিত প্রাণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থের পরিত্যাগ বাস্তবিকই সুদুষ্কর। বিশেষতঃ হে মহারাজ! ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের যে শ্রদ্ধা সহকারে সৎপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দান, তাহার ফল অনন্ত। শ্রদ্ধাদেবী ধর্ম্মসুতা; তিনি পাবনী, বিশ্বতারিণী, সাবিত্রী, প্রসবিত্রী ও সংসারার্ণবতারিণী। মহাত্মগণ শ্রদ্ধা দ্বারা যাদৃশ ধর্ম্ম সাধন করেন, রাশি রাশি অর্থব্যয়ে তাদৃশ ধর্ম্মসঞ্চয় হয় না। নিষ্কিঞ্চন মুনিগণ একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ধর্ম্মবলেই স্বর্গগমন করিয়াছেন। হে নৃপোত্তম! দান অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে প্রাণিগণের গতিদায়ক একমাত্র অন্নদান। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান নাই। অতএব মধুর পবিত্র বাক্যের সহিত সজল অন্ন প্রদান করিবে। নিজের

নাস্ত্যন্নাত্তু পরং দানমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৫১
তারণায় হিতায়ৈব সুখসম্পত্তিহেতবে।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে নির্ম্মলেনাপি চেতসা ॥৫২
অন্নৈকস্য প্রদানস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে ভবে নরঃ।
গ্রাসাদ্‌গ্রাসং প্রদাতব্যং মুষ্টিপ্রস্থং ন সংশয়ঃ ॥
অক্ষয়ং জায়তে তস্য দানস্যাপি মহাফলম্।
ন চ প্রস্থং ন বা মুষ্টিং নরস্য হি ন সম্ভবেৎ ॥
অনাস্তিক্যপ্রভাবেন পর্ব্বণি প্রাপ্য মানবঃ।
শ্রদ্ধয়া ব্রাহ্মণঞ্চৈকং ভক্ত্যা চৈবন্নপ্রভোজয়েৎ
একস্যাপি প্রধানস্য অন্নস্যাপি প্রজেশ্বর।
জন্মান্তরং সুসম্প্রাপ্য নিত্যং চান্নং প্রভুঞ্জতি ॥
পূর্ব্বজন্মনি যদ্দত্তং ভক্ত্যা পাত্রে সকৃন্নরৈঃ।
জন্মান্তরং সুসম্প্রাপ্য নিত্যমেব ভুনক্তি চ ॥৫৭
অন্নদানং প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যো হি নিত্যশঃ।
মিষ্টান্নপানং ভুঞ্জন্তি তে নরা অন্নদায়িনঃ ॥ ৫৮
অন্নমেব বদন্ত্যেত ঋষয়ো বেদপারগাঃ।
প্রাণভূতং ন সন্দেহমমৃতাদ্ধি সমুদ্ভবম্ ॥
প্রাণাস্তেন প্রদত্তা হি যেন চান্নং সমর্পিতম্।
অন্নদানং মহারাজ দেহি ত্বন্তু প্রযত্নতঃ ॥ ৬০
এবমাকর্ণ্য বৈ রাজা জৈমিনিস্ত মহাত্মনঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তং বিপ্রং জৈমিনিং জ্ঞানপণ্ডিতম্

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুবাহুরুবাচ।

স্বর্গস্য যে গুণান্ ব্রূহি সাম্প্রতং দ্বিজসত্তম।
এতৎ সর্ব্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি স্বভাবিকম্ ॥১

জৈমিনিরুবাচ।

নন্দনাদীনি রম্যাণি দিব্যানি বিবিধানি চ।
তত্রোদ্যানানি পুণ্যানি সর্ব্বকামযুতানি চ ॥ ২
সর্ব্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ শোভনানি সমন্ততঃ।
বিমানানি সুদিব্যানি সেবিতান্যপ্সরোগণৈঃ ॥৩

উদ্ধার, হিত ও সুখ-সম্পত্তি নিমিত্ত কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই। শ্রদ্ধা সহকারে নির্ম্মল চিত্তে যথাবিধি সুপাত্রে একমাত্র অন্নদান করিলেই তাহার ফল মানব জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করিতে পারে। একগ্রাস একমুষ্টি বা একপ্রস্থ অন্ন দান করিবে। এরূপ দানে অক্ষয় মহাফল হইয়া থাকে। যদি প্রস্থ বা মুষ্টিমিত অন্ন দানের সম্ভাবনা না হয়, তাহা হইলে নর আস্তিক্যবুদ্ধিবলে পর্ব্বদিনে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। হে প্রজেশ্বর! একমাত্র প্রধান অন্নদানপ্রভাবে নর জন্মান্তরেও নিত্য অন্ন ভোজন করিতে পারে। পূর্ব্ব জন্মে ভক্তিপূর্ব্বক সৎপাত্রে একবার মাত্রও নরগণ কর্তৃক যে অন্ন প্রদত্ত হয়, জন্মান্তরে নর তাহা নিত্য নিত্য ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, সেই সকল অন্নদাতা নর নিত্য নিত্য মিষ্টান্নপান ভোগ করিয়া থাকে। বেদপারগ ঋষিগণ অন্নকেই প্রাণস্বরূপ বলেন। যেহেতু অমৃত হইতেই অন্নের উদ্ভব। যিনি অন্নদান করেন, তৎকর্তৃক প্রাণসমূহই প্রদত্ত হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি যত্নে অন্নদান করুন। রাজা সুবাহু মহাত্মা জৈমিনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানী জৈমিনিকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। ৫১—৬১।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

সুবাহু কহিলেন,—হে দ্বিজবর! স্বর্গের কি কি গুণ, তাহা আপনি বলুন। আমি আপনার কথিত সমস্তই স্বেচ্ছায় সম্পাদন করিব। জৈমিনি কহিলেন,—স্বর্গে নন্দনাদি নানাবিধ দিব্য দিব্য রম্য, পুণ্য ও সর্ব্বকামযুত উদ্যান আছে। ঐ সকল উদ্যানের চতুর্দ্দিক্ সর্ব্বকামফলশালী বৃক্ষসমূহে সুশোভিত। এতদ্ভিন্ন স্বর্গে দিব্য দিব্য বিমান বিদ্যমান।

সর্ব্বত্রৈব বিচিত্রাণি কামগানি বশানি চ।
তরুণাদিত্যবর্ণানি মুক্তাজালান্তরাণি চ ॥ ৪
চন্দ্রমণ্ডলশুভ্রাণি হেমশয্যাসনানি চ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫
নরাঃ সুকৃতিনস্তেষু বিচরন্তি যথা ভুবি।
ন তত্র নাস্তিকা যান্তি নস্তেনা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ
ন নৃশংসা ন পিশুনা ন কৃতঘ্না ন মানিনঃ।
সত্যাস্তপঃস্থিতাঃ শূরা দয়াবন্তঃ ক্ষমাপরাঃ ॥ ৭
যজ্ঞানো দানশীলাশ্চ তত্র গচ্ছন্তি তে নরাঃ।
ন রোগো ন জরা মৃত্যুর্ন শোকো ন হিমাতপৌ
ন তত্র ক্ষুৎ পিপাসা চ কস্য গ্লানির্ন বিদ্যতে।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ স্বর্গস্য ভূপতে ॥ ৯
দোষাস্তত্রৈব যে সন্তি তান শৃণুষ চ সাম্প্রতম্
শুভস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নং ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে ॥
ন চাত্র ক্রিয়তে ভূয়ঃ সোহত্র দোষো মহানস্মৃতঃ।
অসন্তোষশ্চ ভবতি দৃষ্ট্বা দীপ্তাং পরাং শ্রিয়ম্ ॥
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং সহসা পতনং তথা।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে ॥
কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্ ফলভূমিরসৌ স্মৃতা ॥ ১৩

সুবাহুরুবাচ।

মহান্তস্য ইমে দোষাস্ত্বয়া স্বর্গস্য কীর্ত্তিতাঃ।
নির্দ্দোষাঃ শাশ্বতা যেহন্যে তাংস্ত্বং
লোকান্ বদ দ্বিজ।

জৈমিনিরুবাচ।

আ ব্রহ্মসদনাদেব দোষাঃ সন্তি চ বৈ নৃপ ॥ ১৪
অতএব হি নেচ্ছন্তি স্বর্গপ্রাপ্তিং মনীষিণঃ।
আ ব্রহ্মসদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৫
শুভং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ
ন তত্র মূঢ়া গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ ॥ ১৬
দম্ভমোহভয়দ্রোহক্রোধলোভৈরভিদ্রুতাঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৭
ধ্যানযোগরতাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ।

সেই সকল বিমানে অপ্সরোগণ বিরাজমান। বিমানগুলি সর্ব্বত্রই বিচিত্র, কামগ ও বশীভূত। উহাদের অভ্যন্তরে বালার্কবর্ণ মুক্তাজালমালা বিলম্বিত। উহারা চন্দ্রমণ্ডলবৎ শুভ্র এবং উহাদের অভ্যন্তরে হেমশয্যা ও হেমাসন সুসজ্জিত। স্বর্গস্থ নরগণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ, সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত ও সুকৃতিসম্পন্ন। তাঁহারা ভূতলবৎ সেই স্থানেই বিচরণ করেন। সেখানে নাস্তিক, চোর বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাইতে পারে না। নৃশংস, পিশুন ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিরও সেখানে স্থান নাই। যাহারা সত্যনিষ্ঠ, তপোযুক্ত, শূর, দয়াবান, ক্ষমাশীল, যজ্ঞ বা দানশীল তাঁহারাই সেখানে গমন করিয়া থাকেন। স্বর্গে রোগ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই ও হিমাতপ নাই। সেখানে কাহারও ক্ষুৎপিপাসা বা অন্য কোনও গ্লানি নাই। হে ভূপতে। স্বর্গে এই সকল এবং অন্য বহুবিধ গুণ বিদ্যমান। সম্প্রতি স্বর্গে যে সকল দোষ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শুভ কর্ম্মের সমুদয় ফল সেইখানে ভোগ করা হয়। কিন্তু এখানে পুনরায় কোনও শুভ কর্ম্ম করা হয় না; ইহাই স্বর্গের মহাদোষ। পরের দীপ্ত সমৃদ্ধি অবলোকনে সুখব্যাপ্তচিত্ত স্বর্গবাসীদিগের অসন্তোষ জন্মে। তাহাতে সহসা তাহাদের পতন হইয়া থাকে। এখানে যে কর্ম্ম করা হয়, স্বর্গে তাহারই ফলভোগ হইয়া থাকে। হে রাজন! ইহা কর্ম্মভূমি, আর সেই স্বর্গ ফলভূমি। ১—১৩। সুবাহু বলিলেন—আপনি স্বর্গের এই সকল মহাদোষ কীর্ত্তন করিলেন, যে সকল লোক নির্দ্দোষ এবং নিত্য, হে দ্বিজ! আপনি সেই সমুদয়ের কথা বলুন। জৈমিনি বলিলেন,—ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বলোকেই দোষ বিদ্যমান। এই জন্যই মনীষিগণ স্বর্গপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে বিষ্ণুর পরমপদ বিদ্যমান। উহা শুভ, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় এবং উহাই পরব্রহ্ম। বিষয়াসক্ত মূঢ় পুরুষেরা তথায় যাইতে পারে না। দম্ভ, মোহ, ভয়, দ্রোহ, ক্রোধ ও লোভাভিভূত ব্যক্তিগণেরও তথায় যাইবার অধিকার নাই। যাঁহারা নির্ম্মম, নিরহঙ্কৃতি, নির্দ্বন্দ্ব, সংযতেন্দ্রিয় ধ্যানযোগনিষ্ঠ সাধুপুরুষ, তাঁহারাই তথায় গমন

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি॥
এবং স্বর্গগুণং শ্রুত্বা সুবাহুঃ পৃথিবীপতিঃ।
তমুবাচ মহাত্মানং জৈমিনিং বদতাং বরম্॥ ১৯
সুবাহুরুবাচ।
নাহং স্বর্গং গমিষ্যামি ন চৈবেচ্ছাম্যহং মুনে।
যস্মাচ্চ প নং প্রোক্তং তৎকর্ম্ম ন করোম্যহম্
দানমেকং মহাভাগ নাহং দাস্যে কদা ধ্রুবম্।
দানাচ্চ ফললোভাচ্চ তস্মাৎ পততি বৈ নরঃ
ইত্যেবমুক্তা ধর্ম্মাত্মা সুবাহুঃ পৃথিবীপতিঃ।
ধ্যানযোগেন দেবেশং যজিষ্যে কমলাপ্রিয়ম্
দাহপ্রলয়সংবর্জ্জং বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যহম্॥ ২২
জৈমিনিরুবাচ।
সত্যমুক্তং ত্বয়া ভূপ সর্ব্বশ্রেয়ঃসমাকুলম্॥ ২৩
রাজানো ধর্ম্মশীলাশ্চ মহাযজ্ঞৈর্যজন্তি তে।
সর্ব্বদানানি দীয়ন্তে যজ্ঞেষু নৃপনন্দন॥ ২৪
আদাবন্নং তু যজ্ঞেষু বস্ত্রং তাম্বূলমেব চ।
কাঞ্চনং ভূমিদানঞ্চ গোদানং প্রদদন্তি চ॥ ২৫
সুযজ্ঞৈর্বৈষ্ণবং লোকং তে প্রয়ান্তি নরোত্তমাঃ
দানেন তৃপ্তিমায়ান্তি সন্তুষ্টাঃ সন্তি ভূমিপাঃ॥
তপস্বিনো মহাত্মানো নিত্যমেবং যজন্তি তে।
সুভিক্ষাং যাচয়িত্বা তু স্বস্থানং তু সমাগতাঃ॥
ভিক্ষার্থং তস্য ভাগানি প্রকুর্ব্বন্তি চ ভূপতে।
ব্রাহ্মণায় বিভাগৈকং গোগ্রাসং তু মহামতে॥
স্বপার্শ্ববর্ত্তিনাং চৈকং প্রয়চ্ছন্তি তপোধনাঃ।
তস্যান্নস্য প্রদানেন ফলং ভুঞ্জন্তি মানবাঃ॥ ২৯
ক্ষুধাতৃষাবিহীনাস্তে বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি বৈ।
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র দেহি ন্যায়ার্জ্জিতং ধনম্॥
দানাজ্জ্ঞানং ততঃ প্রাপ্য জ্ঞানাৎ সিদ্ধিং প্রয়াস্যতি॥
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্॥ ৩১
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ পাপং সর্ব্বং বিলীয়তে
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে শুক্রতীর্থে চ্যবনচরিত্রে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

করিয়া থাকেন। এই আমি আপনার প্রশ্নানুসারে সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। পৃথ্বীপতি সুবাহু এইরূপ স্বর্গগুণ শ্রবণ করিয়া বদতাংবর মহাত্মা জৈমিনিকে বলিলেন,—হে মুনে। আমি স্বর্গে যাইব না। সেখানে যাইবার আমার ইচ্ছাও নাই। যাহা হইতে পতন আছে, এমন কর্ম্ম আমি করিব না। হে মহাভাগ! আমি কখনই দান করিব না। দান করিয়া দানের ফললোভে নর স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা পৃথ্বীপতি সুবাহু এই কথা কহিয়া শেষে বলিলেন,—আমি ধ্যানযোগে দেবদেব কমলাপতির অর্চ্চনা করিব এবং তাহার ফলে দাহপ্রলয়বর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিব। ১৪—২২। জৈমিনি কহিলেন—হে ভূপ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য এবং সর্ব্বমঙ্গলময়, হে নৃপনন্দন! ধর্ম্মপাল রাজগণ মহাযজ্ঞে যজন করেন এবং সেই সকল যজ্ঞে সর্ব্ববিধ দান করিয়া থাকেন। যজ্ঞ কার্য্যে অগ্রে অন্নদান, পরে বস্ত্র, তাম্বূল কাঞ্চন, ভূমি এবং গোদানের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। নরশ্রেষ্ঠগণ উত্তম যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করেন। দানপ্রভাবেই ভূপতিগণ আত্মপ্রসাদ বা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। মহাত্মা তপস্বিগণও অন্যত্র উত্তম ভিক্ষা করিয়া স্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। হে ভূপতে! তপোধনগণ ভিক্ষার্থ যজ্ঞে ভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে একভাগ দেন, গোগ্রাস প্রদান করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী সজ্জনদিগকেও এক ভাগ অর্পণ করিয়া থাকেন। অন্ন প্রদানে মানবগণ ফল ভোগ করে। তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাবিরহিত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনিও ন্যায়ার্জ্জিত ধন দান করুন। দান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া পরে জ্ঞান হইতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। যে মর্ত্ত্য এই উত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে, সর্ব্বপাপ বিলীন হইবে। সে, সর্ব্ব

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুবাহুরুবাচ।

কীদৃশৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রেত্য গচ্ছন্তি নরকং নরাঃ
স্বর্গং তু কীদৃশৈঃ প্রেত্য তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥

জৈমিনিরুবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং পুণ্যমুৎসৃজ্য যে দ্বিজা লোভ-
মোহিতাঃ।
কুকর্ম্মাণ্যুপজীবন্তি তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ২
নাস্তিকা ভিন্নমর্য্যাদাঃ কন্দর্পবিষয়োন্মুখাঃ।
দাম্ভিকাশ্চ কৃতঘ্না চ তে বৈ নিরয়গামিণঃ॥ ৩
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিশ্রুত্য ন প্রযচ্ছন্তি যে ধনম্
ব্রহ্মস্বানাঞ্চ হর্ত্তারো নরা নিরয়গামিণঃ ॥ ৪
পুরুষাঃ পিশুনাশ্চৈব মানিনোঽনৃতবাদিনঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপাশ্চ তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ৫
যে পরস্বাপহর্ত্তারঃ পরদূষণসূচকাঃ।
পরস্ত্রীগামিণো যে চ তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ৬
প্রাণিনাং প্রাণহিংসায়াং যে নরা নিরতাঃ সদা
পরনিন্দারতা যে বৈ তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ৭
সুকূপানাং তড়াগানাং প্রপাণাঞ্চ পরন্তপ।
সরসাং চৈব ভেত্তারো নরা নিরয়গামিণঃ ॥ ৮
বিপর্য্যস্যন্তি যে দারাঞ্ছিশূন্ ভৃত্যাতিথীংস্তথা।
উৎসন্নপিতৃদেবেজ্যা নরা নিরয়গামিণঃ ॥ ৯
প্রব্রজ্যাদূষকা রাজন্ যে চৈবাশ্রমদূষকাঃ।
সখীনাং দূষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ১০
আদ্যং পুরুষমীশানং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
ন চিন্তয়ন্তি যে বিষ্ণুং তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥১১
প্রযাজানাং মখানাঞ্চ কন্যানাং সুহৃদাং তথা।
সাধূনাঞ্চ গুরূণাঞ্চ দূষকা নিরয়গামিণঃ ॥ ১২
কাষ্ঠৈর্বা শঙ্কুভির্বাপি শূলৈরশ্মভিরেব বা।
যে মার্গানুপরুন্ধন্তি তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ১৩
সর্ব্বভূতেষবিশ্বস্তাঃ কামেনার্ত্তাস্তথৈব চ।
সর্ব্বভূতেষু জিহ্মাশ্চ তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ১৪
আগতান ভোজনার্থন্তু ব্রাহ্মণান্ বৃত্তিকর্শিতান্
প্রতিষেধঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ১৫
ক্ষেত্রবৃত্তিগৃহচ্ছেদং প্রীতিচ্ছেদঞ্চ যে নরাঃ।
আশাচ্ছেদং প্রকুর্ব্বন্তি তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিবে। ২৩—৩২।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সুবাহু বলিলেন,—নরগণ কিরূপ কর্ম্মে পরত্র নরক প্রাপ্ত হয় এবং কীদৃশ কর্ম্মেই বা পরত্র তাহার স্বর্গ লাভ ঘটে? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। জৈমিনি বলিলেন,—যে সকল দ্বিজ পুণ্য ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ করিয়া লোভমোহিত চিত্তে কুকর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন যাপন করে, তাহারা নরকগামী হয়। যাহারা নাস্তিক, ভিন্নমর্য্যাদ, কামবিষয়োন্মুখ, দাম্ভিক এবং কৃতঘ্ন, তাহারাই নিরয়গামী। যাহারা ব্রাহ্মণকে ধনদানে প্রতিশ্রুত হইয়া না দেয় এবং যাহারা ব্রহ্মস্ব হরণ করে, তাহারাও নরয়গামী হয়। যাহারা পিশুন, মিথ্যাবাদী, অন্যের অবমাননাকারী ও অসম্বদ্ধ-প্রলাপী, তাহারাও নিরয়গামী। যাহারা পরস্বাপহর্ত্তা, পরচ্ছিদ্রবক্তা, পরদূষণসূচক ও পরস্ত্রীগামী তাহারাও নিরয়গামী হয়। যাহারা প্রাণিগণের প্রাণহিংসায় নিরত, পরনিন্দায় তৎপর, উত্তম কূপ তড়াগ প্রপা ও সরোবরসমূহের ভেদকর্ত্তা, স্ত্রী পুত্র-ভৃত্য ও অতিথিবর্গের উৎপীড়ক, পিতৃ ও দেবার্চ্চনাপরিত্যাগী, প্রব্রজ্যাদূষক, আশ্রমদূষক ও সখীদূষক, তাহারা নিরয়গামী হয়। যাহারা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর আদ্য পুরুষ ঈশান বিষ্ণুকে চিন্তা করে না, যাহারা যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞ, কন্যা, সুহৃৎ, সাধু ও গুরুকুলের দূষক, যাহারা কাষ্ঠ, শঙ্কু, বা প্রস্তর দ্বারা মার্গ উপরোধ করে, যাহারা সর্ব্বভূতে অবিশ্বস্ত, যাহারা কামার্ত্ত, যাহারা সর্ব্বভূতে খলস্বভাব, যাহারা ভোজনার্থ সমাগত বৃত্তি-কর্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দেয়, যাহারা ক্ষেত্রোচ্ছেদ, বৃত্তিচ্ছেদ গৃহচ্ছেদ, প্রীতিচ্ছেদ

শস্ত্রাণাঞ্চৈব কর্ত্তারঃ শল্যানাং ধনুষাং তথা।
বিক্রেতারশ্চ রাজেন্দ্র নরা নিরয়গামিণঃ ॥ ১৭
অনাথং বিক্লবং দীনং রোগার্ত্তং বৃদ্ধমেব চ।
নানুকম্পন্তি যে মূঢ়া স্তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥১৮
নিয়মান্ পূর্ব্বমাস্থায় যে পশ্চাদজিতেন্দ্রিয়াঃ।
অতিক্রামন্তি চাঞ্চল্যাত্তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥
ইত্যেতে কথিতা রাজন্ নরা নিরয়গামিণঃ।
স্বর্গলোকস্য গন্তারো যে জনাস্তান্ নিবোধ মে
সত্যেন তপসা ক্ষান্ত্যা দানেনাধ্যয়নেন চ।
যে ধর্ম্মমনুবর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২১
যে চ হোমপরা ধ্যানদেবতার্চ্চনতৎপরাঃ।
আদদানা মহাত্মানস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২২
শুচয়শ্চ শুচৌ দেশে বাসুদেবপরায়ণাঃ।
পঠন্তি বিষ্ণুং গায়ন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥২৩
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং যে কুর্ব্বন্তি সদাদৃতাঃ।
বর্জ্জয়ন্তি দিবা স্বপ্নং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২৪
সর্ব্বহিংসানিবৃত্তাশ্চ সাধুসঙ্গাশ্চ যে নরাঃ।
সর্ব্বস্যাপি হিতে যুক্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২৫
সর্ব্বলোভনিবৃত্তাশ্চ সর্ব্বংসহাশ্চ যে নরাঃ।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২৬
শুশ্রূষাভিস্তপোভিশ্চ গুরূণাং মানদা নরাঃ।
প্রতিগ্রহনিবৃত্তা যে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২
সহস্রপরিবেষ্টারস্তথৈব চ সহস্রদাঃ।
ত্রাতারশ্চ সহস্রাণাং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ২
ভয়াৎ পাপাত্তপাচ্ছোকাদ্দারিদ্র্যাদ্ব্যাধিকর্শিতা
বিমুঞ্চন্তি চ যে জন্তূংস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
আত্মস্বরূপবন্তশ্চ যৌবনস্থাশ্চ ভারত।
যে বৈ জিতেন্দ্রিয়া ধীরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
সুবর্ণস্য চ দাতারো গবাং ভূমেশ্চ ভারত।
অন্নানাং বাসসাং চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ
যে যাচিতাঃ প্রহৃষ্যন্তি প্রিয়ং দত্ত্বা বদন্তি চ।
ত্যক্তদানফলেচ্ছাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
নিবেশনানাং ধান্যানাং নরাণাঞ্চ পরন্তপ।
স্বয়মুৎপাদ্য দাতারঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩০
দ্বিষতামপি যে দোষান ন বদন্তি কদাচন।
কীর্ত্তয়ন্তি গুণান যে চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
যে পরেষাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা ন বিতপ্যন্তি মৎসরাৎ

ও আশাচ্ছেদ ঘটায় যাহারা শল্য ও ধনু প্রভৃতি শস্ত্রসমূহের নির্ম্মাতা এবং বিক্রেতা, এবং যাহারা অনাথ, বিক্লব, দীন, রোগার্ত্ত ও বৃদ্ধলোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করে না, যাহারা প্রথমে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক পশ্চাৎ অজিতেন্দ্রিয় হয়, এবং যাহারা চাপল্যবশতঃ নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারাই নিরয়গামী হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই আমি নিরয়গামী-দিগের কথা কহিলাম, এক্ষণে যে সকল লোক স্বর্গগামী হন, তাঁহাদের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—২০। যাহারা সত্য, তপস্যা, ক্ষমা, দান ও অধ্যয়ন দ্বারা ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে, তাহারাই স্বর্গগামী হয়। যাহারা হোম-পরায়ণ, ধ্যাননিষ্ঠ, দেবার্চ্চনে রত এবং সংপ্রীতিপ্রদকর্ত্তা, যাহারা শুচি এবং শুচিদেশে থাকিয়া বাসুদেবপরায়ণ, যাহারা বিষ্ণুস্তোত্র-পাঠক ও বিষ্ণুনামগায়ক, যাহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার শুশ্রূষাকারী, যাহারা দিবা-স্বপ্নপরিত্যাগী, যাহারা সর্ব্বহিংসানিবৃত্ত, যাহারা সাধুসঙ্গী এবং যাহারা সকলের হিতে নিযুক্ত, তাহারা স্বর্গগামী। যাহারা সর্ব্বলোভনিবৃত্ত, যাহারা সর্ব্বংসহ, যাহারা সকলের আশ্রয়ভূত, যাহারা শুশ্রূষা এবং তপ দ্বারা গুরুজনগণের মানদাতা, যাহারা প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, যাহারা সহস্র পরিবেষ্টা, যাহারা সহস্রদায়ী, যাহারা সহস্র লোকের ত্রাতা, যাহারা ভয় পাপ ও শোক হইতে দারিদ্র্য-ব্যাধিপীড়িত জনগণের মোচন-কারী, যাহারা [illegible] ভক্ত, যৌবনস্থ হইয়াও জিতেন্দ্রিয়, [illegible], এবং যাহারা [illegible] ভূমি [illegible] তাহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। [illegible] দাতা [illegible] পরাঙ্মুখ থাকেন, তাঁহারাও স্বর্গগামী হন। যাহারা লোকদিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া এবং ধান্য উৎপাদন করিয়া দান করেন, যাহারা কদাচ শত্রুবর্গেরও দোষ কীর্ত্তন করেন না, পরন্তু তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করেন;

প্রহৃষ্টাশ্চাভিনন্দন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৫
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ শ্রুতিশাস্ত্রোক্তমেব চ।
আচরন্তি মহাত্মানস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৬
যে নরাণাং বচো বক্তুং ন জানন্তি চ বিপ্রিয়ম্
প্রিয়বাক্যৈকবিজ্ঞাতাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
যে নাম ভাগান্ কুর্ব্বন্তি ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমপীড়িতাঃ।
হস্তকারস্য কর্ত্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৮
বাপীকূপতড়াগাণাং প্রপাণাঞ্চৈব বেশ্মনাম্।
আরামাণাঞ্চ কর্ত্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৩৯
অসত্যেষ্বপি যে সত্যা ঋজবোঽনাজ্জবেষ্বপি।
রিপুষ্বপি হিতা যে চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৪০
যস্মিন্ কস্মিন্ কুলে জাতা বহুপুত্রাঃ শতায়ুষঃ।
সানুক্রোশাঃ সদাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥৪১
কুর্ব্বন্ত্যবন্ধ্যং দিবসং ধর্ম্মেণৈকেন সর্ব্বদা।
ব্রতং গৃহ্ণন্তি যে নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
আক্রোশন্তং স্তুবন্তঞ্চ তুল্যং পশ্যন্তি যে নরাঃ।
শান্তাত্মানো জিতাত্মানস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
যে চাপি ভয়সন্ত্রস্তান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তথা স্ত্রিয়ঃ।
সার্থান্ বা পরিরক্ষন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
গঙ্গায়াং পুষ্করে তীর্থে গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
পিতৃপিণ্ডপ্রদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৪৫
ন বশে চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ যে নরাঃ সংযমস্থিতাঃ।
ত্যক্তলোভভয়ক্রোধাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
যূকামৎকুণদংশাদীন্ যে জন্তুস্তুদতস্তনুম্।
পুত্রবৎ পরিরক্ষন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৪৭
অজ্ঞানাচ্চ যথোক্তেন বিধিনা সঞ্চয়ন্তি চ।
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহা লোকে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৪৮
যে পূতাঃ পরদারাংশ্চ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
রময়ন্তি ন সত্ত্বস্থাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৪৯
নিন্দিতানি ন কুর্ব্বন্তি কুর্ব্বন্তি বিহিতানি চ।
আত্মশক্তিং বিজানন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
এবন্তে কথিতং সর্ব্বং ময়া তত্ত্বেন পার্থিব।
দুর্গতিঃ সদ্গতিশ্চৈব প্রাপ্যতে কর্ম্মভির্যথা ॥ ৫১

যাহারা পরশ্রী দেখিয়া মাৎসর্য্যবশে পরিতপ্ত হন না, বরং প্রহৃষ্ট হইয়া পরশ্রীর অভিনন্দন করেন, তাঁহারাই স্বর্গগামী হন। প্রবৃত্তিমূলক বা নিবৃত্তিমূলক হউক, যাহারা শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত [illegible] বিধি পালন করেন, সেই সকল মহাত্মাই স্বর্গগামী হন। যে প্রিয়বাদী ব্যক্তিগণ কদাপি নরগণকে অপ্রিয় বাক্য বলেন না, তাঁহারা স্বর্গগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ক্ষুৎ-তৃষ্ণা, শ্রমপীড়িত হইয়া পরস্পর আহার্য্য-পানাদির ভাগ করেন এবং আর্ত্তকে সান্ত্বনা দেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন। যাঁহারা বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রপা, গৃহ ও আরাম, করিয়া দেন, এবং অসত্যে [illegible] সত্য, অসরলের [illegible] সরল ও শত্রুর প্রতি মিত্র [illegible] [illegible], তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। [illegible] কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা [illegible] ও বহুপুত্র হন, যাঁহারা সানুক্রোশ, [illegible]চার, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণে দিবসকে বন্ধ্য [illegible]েন না এবং যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করেন, [illegible]হারা স্বর্গগামী হন। ২১—৪২। আক্রোশ-কারী ও স্তাবক জনকে যাঁহারা তুল্য দর্শন করেন, যাঁহারা শান্তাত্মা ও জিতাত্মা, এবং যাঁহারা ভয়সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও স্বার্থ পরিরক্ষা করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা গঙ্গায়, পুষ্করতীর্থে, বিশেষতঃ ভাগীরথীতে পিতৃপিণ্ড প্রদান করেন, তাঁহারা স্বর্গ-গামী হন। যাহারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না, যাহারা সংযমী, যাহারা লোভ-ভয়-ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। যূকা, মৎকুণ, দংশ প্রভৃতি শরীর পীড়ক জীবগণকে যাহারা পুত্রবৎ প্রতিপালন করে, তাহারা স্বর্গগামী হয়। যাহারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যথাবিধি সঞ্চয় করে, এবং সর্ব্ব দ্বন্দ্ব সহ্য করিয়া থাকে, যাহারা পূত, যাহারা কর্ম্মে মনে বাক্যেও পরদার গমন করে না, যাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম করে না, সর্ব্বদা বৈধ কর্ম্ম সম্পাদন করে, এবং যাহারা আত্মশক্তিবিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই সকল নরই স্বর্গগামী হয়। হে পার্থিব! নরগণ কর্ম্মানুসারে যেরূপ সুগতি দুর্গতি লাভ করে,

নরঃ পরেষাং প্রতিকূলমাচরন
প্রয়াতি ঘোরং নরকং সুদারুণম্ ।
সদানুকূলস্ত নরস্ত জীবিনঃ
সুখাবহা মুক্তিরদূরসংস্থিতা ॥ ৫২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

কুঞ্জল উবাচ ।

এবমাকর্ণ্য তাং রাজা মুনিনা ভাষিতাং তদা ।
ধর্ম্মাধর্ম্মগতিং সর্ব্বাং তং মুনিং সমভাষত ॥ ১

সুবাহুরুবাচ ।

সোঽহং ধর্ম্মং করিষ্যামি সোঽহং পুণ্যং দ্বিজোত্তম ।
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং যজিষ্যে নিতরাং মুনে
হোমেন তু জপেনৈব পুজয়েন্মধুসূদনম্ ।
যষ্ট্বা যজ্ঞং তপস্তপ্ত্বা বিষ্ণুলোকং স ভূপতিঃ ॥৩
পূজিতঃ সর্ব্বকামৈশ্চ প্রাপ্তবান্ সত্বরং মুদা ।
গতে তস্মিন্ মহালোকে দেবদেবং ন পশ্যতি ॥
ক্ষুধা জাতা মহা তীব্রা তৃষ্ণা চাতি প্রবর্ত্ততে ।
তয়োশ্চাপি মহাপ্রাজ্ঞ জীবপীড়াকরা বহু ॥ ৫
রাজাপি প্রিয়য়া সার্দ্ধং ক্ষুধাতৃষ্ণাপ্রপীড়িতঃ ।
ন পশ্যতি হৃষীকেশং দুঃখেন মহতাম্বিতঃ ॥ ৬

সূত উবাচ ।

এবং স দুঃখিতো রাজা প্রিয়য়া সহ সত্তম ।
আকুলব্যাকুলো জাতঃ পীড়িতঃ ক্ষুধয়া ভৃশম্ ॥
ইতশ্চেতশ্চ বেগৈশ্চ ধাবতে বসুধাধিপঃ ।
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গো বস্ত্রচন্দনভূষিতঃ ॥ ৮
পুষ্পমালাপ্রশোভাঙ্গো হারকুণ্ডলকঙ্কণৈঃ ।
রত্নদীপ্তিপ্রশোভাঙ্গঃ প্রযযৌ স মহীপতিঃ ॥ ৯
এবং দুঃখসমাচারঃ স্তূয়মানশ্চ পাঠকৈঃ ।
দুঃখশোকসমাবিষ্টঃ স্বপ্রিয়াং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০
বিষ্ণুলোকমহং প্রাপ্তস্ত্বয়া সহ সুশোভনে ।

এই আমি তাহা আপনার নিকট যথাযথ বলিলাম । নর পরের প্রতিকূল আচরণ করিয়া ঘোর সুদারুণ নরকে প্রয়াণ করে, কিন্তু যে নর সদা পরের অনুকূল, তাহার সুখাবহা মুক্তি অদূরবর্ত্তিনী হয় । ৪৩—৫২ ।

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৬ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

কুঞ্জল ক'হল,—রাজা সুবাহু মুনিভাষিত এইরূপ সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মগতি শ্রবণ করিয়া তৎকালে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনে ! হে দ্বিজবর ! আমি ধর্ম্মাচরণ করিব ; পুণ্যানুষ্ঠান করিব ; জগদ্‌যোনি বাসুদেবকে একান্ত অর্চ্চনা করিব ; এই বলিয়া সেই রাজা মধুসূদনের হোম, নামজপ ও পূজা করিলেন । এবং যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়া সত্বর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন ; রাজা সেই মহালোকে উপনীত হইলেন বটে ; কিন্তু দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন না । তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইল, তীব্র তৃষ্ণা জন্মিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তাহারা রাজার পীড়া জন্মাইতে লাগিল । রাজা সস্ত্রীক ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন । ইষ্টদেব হৃষীকেশকেও দেখিতে পাইলেন না । ১—৬ । সূত কহিলেন,—এইরূপে সপত্নীক রাজা ক্ষুধার্ত্ত দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিলেন এবং বেগে ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিলেন । রাজার অঙ্গ সর্ব্বাভরণে শোভিত, বস্ত্র ও চন্দনালঙ্কৃত, পুষ্পমালায় শোভিত, হার-কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি রত্ননিচয়ে প্রদীপ্ত । রাজা এই বেশে এইরূপ দুঃখাবিষ্ট ও স্তুতিপাঠকগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া যাইতে লাগিলেন । তিনি যাইতে যাইতে দুঃখে শোকে অভিভূত হইয়া স্বীয় প্রিয়াকে বলিলেন,—হে শোভনে ! তোমার সহিত আমি বিমানারোহণে বিষ্ণু-

ঋষিভিঃ স্তূয়মানোঽপি বিমানেনাপি ভামিনি ॥
কর্ম্মণা কেন মে চেয়ং ক্ষুধাতীব প্রবর্দ্ধতে।
বিষ্ণুলোকঞ্চ সম্প্রাপ্য ন দৃষ্টো মধুসূদনঃ ॥ ১২
তৎ কিং হি কারণং ভদ্রে ন ভুঞ্জামি মহৎফলম্
কর্ম্মণাথ নিজেনাপি এতদ্দুঃখং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩
সৈবং শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৪

ভার্য্যোবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন নাস্তি ধর্ম্মস্য বৈ ফলম্।
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যে পঠন্তি চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৫
দুঃখশোকৌ বিধূয়েহ সর্ব্বদোষৈঃ প্রমুচ্যতে।
নামোচ্চারেণ দেবস্য বিষ্ণোশ্চৈব সুচক্রিণঃ ॥
পুণ্যাত্মানো মহাভাগা ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্।
ত্বয়ৈবারাধিতো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৭
অন্নাদিদানং বিপ্রেভ্যো ন প্রদত্তং দ্বিজোদিতম্
ফলং তস্য প্রজানামি ন দৃষ্টো মধুসূদনঃ।
ক্ষুধা তে বাধতে রাজংস্তৃষ্ণা চৈব প্রশোষয়েৎ

কুঞ্জল উবাচ।

এবমুক্তস্তু প্রিয়য়া রাজা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯
ততো দৃষ্টা মহাপুণ্যমাশ্রমং শ্রমনাশনম্।
দিব্যবৃক্ষসমাকীর্ণং তড়াগৈরুপশোভিতম্ ॥ ২০
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ পুণ্যতোয়প্রপূরিতৈঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং কহ্লারৈরুপশোভিতম্ ॥ ২১
আশ্রমঃ শোভতে পুত্র মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
দিব্যবৃক্ষসমাকীর্ণং মৃগব্রাতৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ২২
নানাপুষ্পসমাকীর্ণং সদ্যোগন্ধসমাকুলম্।
দ্বিজসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণমৃষিশিষ্যৈঃ সমাকুলম্ ॥ ২৩
যোগিযোগেন্দ্রসংঘুষ্টং দেববৃন্দৈরলঙ্কৃতম্।
কদলীবনসঙ্ঘৈশ্চ সুফলৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ২৪
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্ব্বকামসমন্বিতম্।
শ্রীখণ্ডৈশ্চারুগন্ধৈশ্চ সুফলৈঃ শোভিতং সদা ॥
এবং পুণ্যসমাকীর্ণং ব্রহ্মলক্ষসমাযুতম্।
স সুবাহুস্ততো রাজা তয়া সুপ্রিয়য়া সহ ॥ ২৬
প্রবিবেশ মহাপুণ্যং তদ্বনং সর্ব্বকামদম্।

লোকে আসিয়াছি; কত ঋষি আমাদের স্তব করিতেছেন, কিন্তু জানি না, কেন কোন্ কর্ম্মের ফলে দারুণ ক্ষুধা আমায় বাধিত করিতেছে? এবং বিষ্ণুলোকে আসিয়াও মধুসূদনকে দেখিতে পাইলেছি না। অতএব হে ভদ্রে! ইহার কারণ কি? কিসের জন্য আমি মহৎ ফল ভোগ করিতে পারিতেছি না? আমার কৃত কোনও কর্ম্মের ফলেই কি আমার এই দুঃখ উপস্থিত? রাজপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিলেন,— রাজন! আপনি সত্য বলিয়াছেন, ধর্ম্মের বৈফল্য কখনও ঘটে না। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ পাঠ করিয়া থাকেন চক্রপাণি বিষ্ণুর নামোচ্চারণে মানব দুঃখ শোক দূরীভূত করিয়া সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত হয়। পুণ্যাত্মা মহাভাগগণই জনার্দ্দনধ্যানে নিবিষ্ট হন; আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধরকে আরাধনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করেন নাই। আমি বুঝিতেছি, তাহারই ফলে আপনি মধুসূদনকে দেখিতে পাইতেছেন না এবং ক্ষুধা বাধা জন্মাইতেছে ও তৃষ্ণা শোষণ করিতেছে। ৭—১৮। কুঞ্জল কহিল,—প্রিয়া পত্নী এই কথা কহিলে রাজা চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর রাজা এক মহাপুণ্য শ্রম-হর আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রম দিব্য পাদপে পরিবৃত; পূত জলপূরিত বাপী কূপ তড়াগ দ্বারা উহা পরিশোভিত। তত্রত্য সমস্ত জলাশয়ই হংস কারণ্ডব ও কহ্লারদলে বিভূষিত। তত্ত্ববেদী বহু মুনি তথায় বিরাজমান। ঐ আশ্রমে নানা দিব্য বৃক্ষ আছে; নানা মৃগ বিচরণ করিতেছে। উহা নানা পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সদা গন্ধে পরিব্যাপ্ত। দ্বিজ, সিদ্ধ ও ঋষিশিষ্যবর্গে ঐ আশ্রম পরিবৃত। কত যোগী, কত যোগীন্দ্র, কত দেববৃন্দ, তথায় বিরাজ করিতেছেন। সুফলান্বিত কদলীবন ও অন্যান্য বহু বৃক্ষ তথায় বিদ্যমান। চারু গন্ধযুক্ত বহু শ্রীখণ্ড ও সুফলসমূহে সদা সে আশ্রম শোভিত। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐ আশ্রম অতীব পুণ্যময় হইয়াছে। রাজা সুবাহু সপত্নীক সেই সর্ব্বকামপ্রদ

ভাসমানো দিশঃ সর্ব্বা যত্রাস্তে সূর্য্যসন্নিভঃ ॥
রাজমানো মহাদীপ্ত্যা পরয়া সূর্য্যসন্নিভঃ।
যোগাসনসমারূঢ়ো যোগপট্টেন সংবৃতঃ ॥ ২৮
বামদেব ঋষিশ্রেষ্ঠো বৈষ্ণবানাং বরস্তথা।
ধ্যায়মানো হৃষীকেশং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ২৯
বামদেবং মহাত্মানং তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমম্।
ত্বরং গত্বা প্রণম্যৈব স রাজা প্রিয়য়া সহ ॥৩০
বামদেবস্ততো দৃষ্ট্বা প্রণতং রাজসত্তমম্।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈব রাজানং প্রিয়যান্বিতম্ ॥৩১
উপবেশ্যাসনে পুণ্যে সুবাহুং রাজসত্তমম্।
আসনাদ্যৈস্ততঃ পাদ্যার্ঘ্যপূজাদিভিস্তথা ॥
মুনিনা পূজিতো ভূপঃ প্রিয়য়া সহ চাগতঃ।
অথ পপ্রচ্ছ রাজানং মহাভাগবতোত্তমম্ ॥ ৩৩

বামদেব উবাচ।

ত্বামহং বিষ্ণুধর্ম্মজ্ঞং বিষ্ণুভক্তং নবোত্তমম্।
জানে জ্ঞানেন রাজেন্দ্র দিব্যেন চোলভূমিপম্
নিরাময়শ্চাগতোঽসি তাক্ষ্যায়া ভার্য্যয়া সহ ॥৩৪

রাজোবাচ।

নিরাময়শ্চাগতোঽস্মি প্রাপ্তো বিষ্ণোঃ পদং পরম্
ময়া হি পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
আরাধিতো জগন্নাথো ভক্তিপ্রীতঃ সুরেশ্বরঃ
কস্মাৎ পশ্যাম্যহং তাত ন দেবং কমলাপতিম্
ক্ষুধা মে বাধতে তাত তৃষ্ণাতীব সুদারুণা ॥৩৭
তাভ্যাং শান্তিং ন গচ্ছাব সুখং বিন্দাব নৈব চ
এতন্মে কারণং দুঃখং সঞ্জাতং মুনিসত্তম ॥ ৩৮
তন্মে ত্বং কারণং ব্রূহি প্রসাদাৎ সুমুখো ভব

বামদেব উবাচ।

ত্বং তু ভক্তোঽসি রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণস্য সদৈব হি
আরাধিতস্ত্বয়া ভক্ত্যা পরয়া মধুসূদনঃ ॥৪০
ভক্ত্যোপচারৈঃ স্নানাদ্যৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন পূজিতোঽথ নৈবেদ্যৈঃ ফলৈশ্চ জগতাং পতিঃ
দশম্যাং প্রাপ্য রাজেন্দ্র ত্বয়ৈব চ সদা কৃতম্।
একভক্তং ন দত্তং তু ব্রাহ্মণায় সুভোজনম্ ॥
একাদশীং তু সং প্রাপ্য ন কৃতং ভোজনং ত্বয়া

মহাপুণ্য বনাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বামদেব ঋষি সমাসীন; সূর্য্যসন্নিভ ঋষিপুঙ্গবের মহতী দেহদীপ্তি-চ্ছটায় সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে। ঋষি যোগপট্টে সমাবৃত হইয়া যোগাসনে অবস্থান পূর্ব্বক ভুক্তিমুক্তিদাতা হৃষীকেশকে ধ্যান করিতেছেন। সপত্নীক সুবাহু রাজা সেই মহাত্মা মুনিসত্তম বামদেবকে দেখিয়া দ্রুত-গতি গিয়া প্রণাম করিলেন। বামদেব প্রিয়ান্বিত প্রণত রাজসত্তমকে দেখিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন এবং রাজা সুবাহুকে পুণ্যাসনে উপবেশন করাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আসনাদি দ্বারা পূজা করিলেন। মুনি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সপত্নীক রাজা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহা-ভাগবত-শ্রেষ্ঠ রাজাকে বামদেব ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনাকে আমি বিষ্ণুধর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত নরোত্তম চোল-ভূপতি বলিয়াই দিব্যজ্ঞানে অবগত আছি। আপনি নিরাময় ভাবে ভার্য্যা তাক্ষ্যার সহিত আসিয়াছেন ত? রাজা কহিলেন,—আমি নিরাময়-ভাবেই আসিয়াছি; বিষ্ণুর পরমপদও প্রাপ্ত হইয়াছি, ভক্তিপ্রীত দেবদেব জগন্নাথ জনার্দ্দনকে আমি পরম ভক্তিযোগে আরাধনা করিয়াছি; কিন্তু হে তাত! আমি দেব কমলাপতিকে কেন দেখিতে পাইতেছি না? অধিকন্তু দারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার অত্যন্ত ক্লেশ জন্মাইতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হেতু আমি শান্তি পাইতেছি না, সুখলাভ করিতেছি না,হে মুনিবর! ইহাই আমার দুঃখকারণ উপস্থিত; আপনি প্রসাদসুমুখ হউন, কেন আমার এ কষ্ট তাহা আমায় বলুন।২৯ ৩৯। বামদেব বলিলেন হে রাজেন্দ্র! তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ভক্ত; পরম ভক্তিযোগে মধুসূদনকে তুমি আরাধনা করিয়াছ। ভক্তিভাবে, গন্ধ পুষ্প স্নানাদি উপচার দ্বারা শ্রীজগৎপতির তুমি অর্চ্চনা করিয়াছ। পরন্তু নৈবেদ্য বা ফল দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর নাই। হে রাজেন্দ্র! দশমী তিথিতে তুমি একাহার করিয়াছ; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে সুভোজ্য কিছুই দাও নাই। তুমি একা-

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য বিপ্রায় ন দত্তং ভোজনং ত্বয়া।
অন্নং চামৃতরূপেণ পৃথিব্যাং সংস্থিতং সদা ॥ ৪৩
অন্নদানং বিশেষেণ কদা দত্তং নহি ত্বয়া।
ওষধ্যশ্চ মহারাজ নানাভেদাস্তু তাঃ শৃণ ॥ ৪৪
কটুতিক্তকষায়াশ্চ মধুরাম্লাশ্চ ক্ষারকাঃ।
হিঙ্গাদ্যোপস্করাঃ সর্বে নানারূপাশ্চ ভূপতে॥৪৫
অমৃতাজ্জজ্ঞিরে সর্বা ওষধ্যঃ পুষ্টিহেতবঃ।
অন্নমেব সুসংস্কৃত্য ঔষধব্যঞ্জনান্বিতম্॥ ৪৬
দেবেভ্যো বিষ্ণুরূপেভ্য ইতি সঙ্কল্প্য দীয়তে।
পিতৃভ্যো বিষ্ণুরূপেভ্যো হস্তে চ ব্রাহ্মণস্য হি ॥
অতিথিভ্যস্ততো দত্ত্বা পরিজনং প্রভোজয়েৎ।
স্বয়ন্তু ভুঙ্‌ক্তে পশ্চাৎ তদন্নমমৃতোপমম্ ॥ ৪৮
প্রেত্য দুঃখং ন চৈবাস্তি তস্য সৌখ্যন্তু ভূপতে।
ব্রাহ্মণাঃ পিতরো দেবাঃ ক্ষেত্ররূপাশ্চ ভূপতে ॥
যথাহি কর্ষকঃ কশ্চিৎ সুকৃষিং কুরুতে সদা।
তদ্বন্মর্ত্যাঃ কৃষিং কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রে বিপ্রাস্যকে নৃপ
স্বভাবলাঙ্গলেনাপি শ্রদ্ধা-শস্যেন ভেদয়েৎ।
বৃষভৌ তু মতৌ নিত্যং বুদ্ধিশ্চৈব তপস্তথা ॥
সত্যজ্ঞানাবুভাবাশঃ শুদ্ধাত্মা তু প্রতোদকঃ।
বিপ্রনাম্নি মহাক্ষেত্রে নমস্কারে বিসর্জ্জয়েৎ ॥৫২
স্ফোটয়েৎ কুলবং নিত্য কৃষিকোটিং যথা নৃপ
ক্ষেত্রস্য উদ্যমে যুক্তো বৃষ্টিকামং প্রসাদয়েৎ ॥
তদ্বদ্বাক্যৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈর্বিপ্রাংশ্চাপি প্রসাদয়েৎ
পর্ব্বতীর্থাপ্রকালশ্চ ঘনরূপোঽভিবর্ষণে ॥ ৫৪
বপ্তুকামো ভবেৎ ক্ষেত্রী ততঃ ক্ষেত্রে
প্রবাপয়েৎ।
তদ্বদ্ধ্রূপ প্রসন্নায় বিপ্রায় পরিদীয়তে ॥ ৫৫
ক্ষেত্রস্য উপ্তবীজস্য যথা ক্ষেত্রী প্রভুঙ্‌ক্তি।
ফলমেব মহারাজ তথা দাতা ভুনক্তি চ ॥ ৫৬
প্রেত্য চাত্রৈব নিত্যং চ তৃপ্তো ভবতি নান্যথা
ব্রাহ্মণাঃ পিতরো দেবাঃ ক্ষেত্ররূপা ন সংশয়ঃ
মানবানাং মহারাজ বাঞ্ছিতাঃ প্রদদন্তি চ।

দশীতে উপবাস করিয়াছ; কিন্তু বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে কিছুই ভোজন দান কর নাই। পৃথিবীতে অন্নই অমৃতরূপে অবস্থিত; তুমি কখনও বিশেষভাবে অন্নদান কর নাই। মহারাজ! শ্রবণ কর, পৃথিবীতে কটু তিক্ত কষায় মধুর অম্ল ও ক্ষারভেদে নানা-বিধ ওষধি ও হিঙ্গাদি ব্যঞ্জন সকল বিদ্যমান। পুষ্টিজনক ওষধি সকল অমৃত হইতে উৎপন্ন। অন্ন সুসংস্কৃত করিয়া ওষধিজাত ব্যঞ্জন সহ বিষ্ণুরূপী দেবগণকে সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রদান করা হয়। বিষ্ণু-রূপী পিতৃগণকে, ব্রাহ্মণের হস্তে ও অতিথি-গণকে উহা প্রদান করিয়া পরে পরিজন-বর্গকে উহা ভোজন করাইতে হয়। পরে স্বয়ং সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করিতে হয়। এইরূপ করিলে পরকালে দুঃখভোগ হয় না। অধিকন্তু তাহার সুখভোগই হইয়া থাকে। হে ভূপতে! ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ ক্ষেত্রস্বরূপ। যেমন কৃষক, সুকৃষি উৎপাদন করে, তেমনি মর্ত্ত্যব্যক্তিও বিপ্র-বদনরূপ ক্ষেত্রে কৃষি সম্পাদন করিবেন। এই কার্য্যে স্বভাবরূপ লাঙ্গল, শ্রদ্ধারূপ শস্য, বুদ্ধি ও তপস্যারূপ বৃষভদ্বয়, এবং সত্য ও জ্ঞানরূপ প্রভু আবশ্যক। ইহাতে শুদ্ধাত্মাকে প্রতোদ করিবে। হে নৃপ! কৃষক যেমন দেবাদিকে নমস্কারপূর্ব্বক বীজাদি শস্যের সংস্কার করিয়া মহাক্ষেত্রে বপন করে সেই-রূপ মানব ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া রোগাদি দূরীভূত করিবে। এবং সুবৃষ্টিকামনায় যেমন নিঃখুব প্রসন্নতা বিধান করে, তেমনি মানব শুভ পুণ্য বাক্যে বিপ্রগণকে প্রসাদিত করিবে। ৪৯—৫৩। ক্ষেত্রে বীজ-বপনেচ্ছু কৃষকের যেমন বৃষ্টি নিমিত্ত মেঘোদয়ের প্রয়োজন হয়, তেমনি বিপ্র-ক্ষেত্র বীজবপনেও মানবের পর্ব্ব এবং তীর্থযাত্রাদি কালই আবশ্যক হইয়া থাকে। কৃষক যেমন উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ ভূস্বামী রাজাকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং ভোগ করে, মানবও তেমনি কিয়দংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান-পূর্ব্বক অবশিষ্ট ভাগ ইহ পরকালে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে মহা-রাজ! ব্রাহ্মণ পিতৃ ও দেবগণ ইহারা নিশ্চয়ই

ফলমেবং ন সন্দেহো যাদৃশং তাদৃশং ধ্রুবম্ ॥
কটুকাচ্চ ন জায়েত রাজন্মধুর এব চ।
তদ্বচ্চ মধুরাখ্যাচ্চ ন জায়েৎ কটুকঃ পুনঃ ॥ ৫৯
যাদৃশং বপতে বীজং তাদৃশং ফলমশ্নুতে।
যো পর্য্যতি যঃ ক্ষেত্রং ন স ভুঙ্‌ক্তি তৎফলম্ ॥
তদ্বদ্বিপ্রাশ্চ দেবাশ্চ পিতরঃ ক্ষেত্ররূপিণঃ।
দর্শয়ন্তি ফলং রাজন্ দত্তস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৬১
যাদৃশং হি কৃতং কর্ম্ম ত্বয়ৈব চ শুভাশুভম্।
তাদৃশং ভুঙ্‌ক্ষ্ব বৈ রাজংস্তথা তত্র জায়তে ॥
ন পুরা দেববিপ্রেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ কদাচন।
মিষ্টান্নপানমেবাপি দত্তং সুমনসা ত্বয়া ॥ ৬৩
সুভোজ্যৈর্ভোজনৈর্ম্মৃষ্টৈর্মধুরৈশ্চোষ্যপেয়কৈঃ
সুভক্ষ্যৈরাত্মনা ভুক্তং কস্মৈ দত্তং ন চ ত্বয়া ॥
স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টমন্নৈরমৃতসন্নিভৈঃ।
যস্মাৎ কৃতং মহারাজ তস্মাৎ ক্ষুধা প্রবর্ত্ততে ॥

কর্ম্মৈব কারণং রাজন্নরাণাং সুখদুঃখয়োঃ।
জন্মমৃত্যোর্মহাভাগ ভুঙ্‌ক্ষ্ব তৎকর্ম্মণঃ ফলম্ ॥
পূর্ব্বেঽপি চ মহাত্মানো দিবং প্রাপ্তাঃ স্বকর্ম্মণা
পুনঃ প্রযাতা ভূর্লোকং কর্ম্মণঃ ক্ষয়কালতঃ ॥৬৮
নলো ভগীরথশ্চৈব বিশ্বামিত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কর্ম্মণৈব হি সম্প্রাপ্তাঃ স্বর্গং রাজন্ স্বকালতঃ ॥
দিষ্টং হি প্রাক্তনং কর্ম্ম তেন দুঃখং সুখং লভেৎ
তদুল্লঙ্ঘয়িতুং রাজন কঃ সমর্থোঽপি ঈশ্বরঃ ॥ ৬৯
অথ তস্মান্নৃপশ্রেষ্ঠ স্বর্গস্থস্যাপি তেঽভবৎ।
ক্ষুত্‌তৃষ্ণাসম্ভবো বেগস্ততো দুষ্টং হি কর্ম্ম তে ॥ ৭০
যদি তে ক্ষুৎপ্রতীকারো হ্যভীষ্টো নৃপসত্তম।
তদ্গত্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব কায়ং স্বমানন্দারণ্যসংস্থিতম্ ॥৭১
তথা চেয়ং মহারাজ্ঞী ক্ষুৎক্ষামাতীব দৃশ্যতে ॥

সুবাহুরুবাচ।

কিয়ৎকালমিদং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং প্রিয়য়া সহ।

মানবের ক্ষেত্রস্বরূপ। কেননা এই সব ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ বহু ফলপ্রদ হয়। বীজ যেমন উপ্ত হইবে, ফল সেইরূপই ফলিবে। কটু হইতে কখনও মধুরের উৎপত্তি ঘটিবে না এবং মধুর হইতেও কখনও কটুফলোৎপত্তি হইবে না। লোকে যেমন বীজ বপন করে, তাহার ফল সেইরূপই সে ভোগ করিয়া থাকে। যে জন ক্ষেত্রে বীজ বপন করে না, সে তাহার ফলভোগ করিতেও পারে না। এইরূপ বিপ্র পিতৃ ও দেবগণ ক্ষেত্রস্বরূপ, ইহাঁরা দত্ত বীজেরই ফল প্রকটন করিয়া থাকেন। হে রাজন! আপনি শুভ বা অশুভ যদ্রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেইরূপ ফলই ভোগ করুন। ইহার আর অন্যথা হইবার নহে। আপনি দেব, বিপ্র ও পিতৃগণকে প্রসন্ন মনে কদাচ মিষ্টান্ন-পানাদি প্রদান করেন নাই। সুভোজ্য ভোজ্য মধুমধুর চোষ্যপেয় ও সুভক্ষ্যাদি দ্বারা নিজে পান ভোজন করিয়াছেন; অন্য কাহাকে কিছুই প্রদান করেন নাই। আপনি অমৃতোপম অন্ন দ্বারা কেবল নিজ কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন, যেহেতু এই কর্মই আপনার আচরণ ছিল, সেইজন্যই হে মহারাজ! ক্ষুধা আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে। হে রাজন্! নরগণের সুখদুঃখ এবং জননমরণের কর্ম্মই একমাত্র কারণ। সুতরাং হে মহাভাগ! আপনি সেই কর্ম্মফলই ভোগ করুন। ৫৩—৬৬। পূর্ব্বতন বহু মহাত্মা স্ব স্ব কর্ম্মফলেই স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। হে রাজন! নল, ভগীরথ, বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির ইহাঁরা কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছেন। প্রাক্তন কর্ম্মই মানুষের অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টবশেই মানুষ সুখদুঃখ লাভ করে। হে রাজন! অদৃষ্ট লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহার আছে? কে তাহা করিতে সমর্থ হয়? হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই জন্য আপনি স্বর্গগত হইয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগ অনুভব করিতেছেন। সুতরাং ইহা আপনার কর্ম্মদোষই বলিতে হইবে। হে নৃপবর! যদি ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতিকার আপনার অভীষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে গমন করুন। গিয়া আনন্দকাননস্থ স্বীয় দেহ পুনরায় ভোগ করুন। আপনার এই মহারাজ্ঞীকেও ত অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখা

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবমুক্তে শুভে বাক্যে বিজ্জলেন মহাত্মনা ।
কুঞ্জলো বদতাং শ্রেষ্ঠঃ স্তোত্রং পুণ্যমুদৈরয়ৎ ॥ ১
ধ্যাত্বা নত্বা হৃষীকেশং সর্ব্বক্লেশবিনাশনম্ ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রদাতারং হরেঃ স্তোত্রমুদীরিতম্ ॥ ২
বাসুদেবাভিধানং তৎ সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রদায়কম্ ।
মোক্ষদ্বারং সুখোপেতং শান্তিদং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩
সর্ব্বকামপ্রদাতারং জ্ঞানদং জ্ঞানবর্দ্ধনম্ ।
বাসুদেবস্য যৎ স্তোত্রং বিজ্জলায় প্রকাশিতম্ ॥
বাসুদেবাভিধানঞ্চাপ্রমেয়ং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৫
সোঽবগম্য পিতুঃ সর্ব্বং বিজ্জলঃ পক্ষিণাং বরঃ
তত্র গন্তুং প্রচক্রাম পিতুঃ পৃষ্টং তদা নৃপ ॥ ৬
এবং গন্তুং কৃতমতিং বিজ্জলং জ্ঞানপারগম্ ।
উবাচ পুত্রং ধর্ম্মাত্মা উপকারসমুদ্যতম্ ॥ ৭

কুঞ্জল উবাচ ।

পুত্র তস্য মহজ্জ্ঞানং পাতকং ভূপতেঃ শৃণু ।
যতো গত্বা পঠস্ব ত্বং সুবাহোশ্চোপশৃণ্বতঃ ॥ ৮
যথা যথা শ্রোষ্যতি স্তোত্রমুত্তমং
তথা তথা জ্ঞানময়ো ভবিষ্যতি ।
শ্রীবাসুদেবস্য ন সংশয়ো বৈ
তস্য প্রসাদাৎ সুশিবং ময়োক্তম্ ॥ ৯
আমন্ত্র্য স গুরুং পশ্চাদুড্ডীয় লঘুবিক্রমঃ ।
আনন্দকাননং পুণ্যং সম্প্রাপ্তো বিজ্জলস্তদা ।
বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য উপবিষ্টো মুদান্বিতঃ ।
সমালোক্য স রাজানং বিমানেনাগতং পুনঃ ॥
এষ্যত্যসৌ কদা রাজা সুবাহুঃ প্রিয়য়া সহ ।
পাতকান্ মোচয়িষ্যামি স্তোত্রেণানেন বৈ বদ ।
তাবদ্বিমানং সম্প্রাপ্তঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতঃ ।
ঘণ্টানিবসমাকীর্ণো বীণাবেণুসমন্বিতঃ ॥ ১৩
গন্ধর্ব্বস্বরসংঘুষ্টশ্চাপ্সরোভিঃ সমাবৃতঃ ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধশ্চ অন্নোদক-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪
তস্মিন যানে স্থিতো রাজা সুবাহুঃ প্রিয়য়া সহ
সমুত্তীর্ণো বিমানাৎ স সুতার্ক্ষ্যাপ্রিয়য়া সহ ।
শস্ত্রমাদায় তীক্ষ্ণন্তু যাবৎ কৃন্ততি তচ্ছবম্ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—মহাত্মা বিজ্জল এই কথা কহিলে বদতাংবর কুঞ্জল সর্ব্বক্লেশনাশন হৃষীকেশকে ধ্যান ও প্রণাম করিয়া তদীয় সর্ব্বমঙ্গলদায়ক পুণ্যস্তোত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুঞ্জল পুত্র বিজ্জলের নিকট যে বাসুদেবস্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন, উহা সর্ব্বমঙ্গলদায়ক সুখশান্তিপুষ্টিবর্দ্ধন, সর্ব্বকামপ্রদ, জ্ঞানপ্রদ, জ্ঞানবর্দ্ধন, পুণ্যবর্দ্ধন, অপ্রমেয় মোক্ষদ্বার স্বরূপ। পক্ষিবর বিজ্জল সেই স্তোত্র অবগত হইয়া রাজা সুবাহুর নিকট গমনে উদ্যত হইল এবং সে পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল। জ্ঞানপারগ বিজ্জল তথায় যাইবার অভিপ্রায় করিলে ধর্ম্মাত্মা কুঞ্জল উপচিকীর্ষু পুত্রকে বলিলেন,—হে পুত্র! শ্রবণ কর, আমি জানি, সেই ভূপতির বহু পাপ আছে, এজন্য তুমি গিয়া রাজা সুবাহুকে শুনাইয়া এই স্তোত্র পাঠ কর। তিনি যেমন এই স্তোত্র শ্রবণ করিবেন, অমনি তাঁহার জ্ঞানোদয় হইবে। শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে এই সুমঙ্গল স্তোত্র তোমায় আমি বলিলাম। ১—৯। লঘুবিক্রম বিজ্জল পিতার এই কথার পর তৎকালে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া আনন্দ-কাননে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক সহর্ষে রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং মনে মনে ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, কবে রাজা সুবাহু সপত্নীক এ স্থানে আসিবেন? কখন আমি তাঁহাকে এই স্তোত্র শুনাইয়া পাতকমুক্ত করিব? বিজ্জল এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কিঙ্কিণী-জালমণ্ডিত, বেণু-বীণা ও ঘণ্টারবান্বিত, গন্ধর্ব্বগণসঙ্গীত, অপ্সরোগণ-পরিবৃত বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বিমান সর্ব্বকামসমৃদ্ধ; কিন্তু অন্নোদকবর্জ্জিত। সেই বিমানস্থ রাজা সুবাহু স্বীয় প্রিয়পত্নী সুতার্ক্ষ্যার সহিত বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং যেই মাত্র তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা স্বীয়

যথোক্তং কুণ্ডলেনাপি পিত্রা পূর্ব্বং শ্রুতং তথা
কথয়স্বাদ্য [illegible] ভবান্ কো মাং প্রভাষতে ॥
সুবাহুং প্রত্যুবাচেদং বাক্যং পক্ষি[illegible] ॥৩২

বিজ্বল উবাচ।

শুকজাতৌ সমুৎপন্নঃ কুঞ্জলো নাম মে পিতা
[illegible] বিজ্বলো নাম তৃতীয়স্তস্য [illegible]
[illegible] গন্ধর্ব্বো ন চ সিদ্ধো মহাপ্রভো
নিত্যমেব প্রপশ্যামি [illegible]
কিমর্থং [illegible]
কাদৃশং [illegible] ॥৩৪

সুবাহুরুবাচ।

বাসুদেবা[illegible] স্তবং পুণ্যং [illegible]
শ্রোষ্যামি যদা তদ্ গতিং যাস্যাম্যহং [illegible] -
ভদ্র ॥৩৬
পুণ্যাত্মা [illegible] বামদেবো মুনিনা [illegible] ।
তদাহং [illegible] ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩৭

বিজ্বল উবাচ।

তদর্থে [illegible] মে কথিতং চ যৎ।
তদেবেদ্যাহং প্রবক্ষ্যামি শাশ্বতং শৃণু সত্তম ॥৩৮
ওঁ অস্য শ্রীবাসুদেবাভিধানস্য স্তোত্রস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওঙ্কারো দেবতা সর্ব্ব-[illegible] চতুর্ব্বর্গসাধনার্থে চ জপে বিনিয়োগঃ ॥৩৯
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৪২
[illegible] মহোৎসাহং মহামোহবিনাশনম্।
[illegible] জগৎ সর্ব্বং গুণাতীতং নমাম্যহম্ ॥
[illegible] ভূতানাং ভূতিবর্দ্ধনঃ।
[illegible] প্রণবং শিবম্ ॥ ৪৩
[illegible] গীত প্রিয়ং শুভম্।
[illegible] প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪৫
[illegible] যজ্ঞস্থং [illegible]

বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বিজ্বল বলিলেন—পিতা কুঞ্জল, মাতা যেরূপ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তদনুরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়া পক্ষীকে বলিলেন,—কে আপনি আমার সম্ভাষণ করিতেছেন? আপনার বৃত্তান্ত বলুন। বিজ্বল তখন সুবাহুকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,— আমি শুকযোনিতে সমুৎপন্ন; আমার পিতার নাম কুঞ্জল। আমার নাম বিজ্বল। আমার পিতার আমি তৃতীয় পুত্র। হে মহাভুজ! আমি দেব, গন্ধর্ব্ব বা সিদ্ধ নহি। আমি নিত্য নিত্য আপনার কৃত এই দারুণ কর্ম্ম অবলোকন করি। কিন্তু হে রাজন্! এই সাহসিক কর্ম্ম আপনি আর কতকাল করিবেন? তাহা আমার নিকট বলুন। সুবাহু বলিলেন,—হে ভদ্র! ব্রাহ্মণগণ বাসুদেবস্তোত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি যখন সেই স্তোত্র শ্রবণ করিব, তখনই স্বীয় গতি প্রাপ্ত হইব। পুণ্যাত্মা সংযতাত্মা বামদেব মুনি আমায় এই কথা কহিয়াছেন; সুতরাং নিশ্চয়ই তখন আমি

[illegible]। ৩৬—৩৭। বিজ্বল বলিলেন— যাহা আপনার সম্বন্ধে পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি যাহা বলিয়াছেন, হে সত্তম! আমি তাহা আপনার নিকট বলিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। এই বাসুদেবাভিধান স্তোত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ দেবতা ওঙ্কার, সর্ব্বপাতক-নাশার্থ ও চতুর্ব্বর্গ সাধনার্থ জপে বিনিয়োগ। যিনি পাবন, পরম, পুণ্য, বেদজ্ঞ, বেদমন্দির, বিদ্যাধর, ভবাধার, প্রণব, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি নিরাকার, নিরাবাস, সুপ্রকাশ, মহোদয়, নির্গুণ গুণসম্পদ, পরম প্রণব, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি মহাকান্ত, মহোৎসাহ, মহামোহনাশন, সর্ব্বজগৎরক্ষক, গুণাতীত, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ভূতগণের ভূতিবর্দ্ধন হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিভাত সেই অভয়, ভিক্ষুসম্বন্ধ, প্রণব শিবকে আমি নমস্কার করি। যিনি গায়ত্রী, সামগীতি-গায়ক, গীতপ্রিয়, শুভ গন্ধর্ব্বগীতভোক্তা, সেই

যোনিং সর্ব্বস্য লোকস্য ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥
তারকং সর্ব্বভূতানাং নৌরূপেণ বিরাজিতম্।
সংসারার্ণবমগ্নানাং নমামি প্রণবং হরিম্ ॥ ৪৬
সর্ব্বলোকেষু বসতে একরূপেণ নৈকধা।
ধাম কৈবল্যরূপেণ নমামি প্রণবং শিবম্ ॥ ৪৭
সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং শুদ্ধং নির্গুণং গুণনায়কম্।
বর্জ্জিতং প্রাকৃতৈর্ভাবৈর্বেদস্থানং নমাম্যহম্ ॥ ৪৮
দেবদৈত্যবিয়োগৈশ্চ বর্জ্জিতং তুষ্টিবর্জ্জিতম্।
দেবৈশ্চ যোগিভির্ধ্যেয়ং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্
ব্যাপকং বিশ্ববেত্তারং বিজ্ঞানং পরমং শুভম্।
শিবং শিবগুণং শান্তং বন্দে প্রণবমীশ্বরম্ ॥ ৫০
যস্য মায়াং প্রবিষ্টাস্তু ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরাসুরাঃ।
ন বিন্দন্তি পরং শুদ্ধং মোক্ষদ্বারং নমাম্যহম্ ॥
আনন্দকন্দায় বিশুদ্ধবুদ্ধয়ে
শুদ্ধায় হংসায় পরাপরায়।
নমোঽস্তু তস্মৈ গুণনায়কায়
শ্রীবাসুদেবায় মহাপ্রভায় ॥ ৫২

শ্রীপাঞ্চজন্যেন বিরাজমানং
রবিপ্রভেণাপি সুদর্শনেন।
গদাজকেনাপি বিরাজমানং
প্রভুং সদৈনং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৩
যং বেদগুহ্যং সগুণং গুণানা-
মাধারভূতং সচরাচরস্য।
যং সূর্য্যবৈশ্বানরতুল্যতেজসং
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৪
সুধানিধানং বিমলং স্বরূপ-
মানন্দমানেন বিরাজমানম্।
যং প্রাপ্য জীবন্তি সুরাদিলোকা-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৫
তমোঘনানাং সবকৈবিনাশং
করোতি নিত্যং পরিকর্ম্মহেতুঃ।
উদ্যাতমানং রবিদীপ্ততেজসং
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৬
যো ভাতি সর্ব্বত্র রবিপ্রভাবৈঃ
করোতি শোষঞ্চ রসং দদাতি।
যঃ প্রাণিনামন্তরগঃ স বায়ু-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৭

প্রণবকে আমি নমস্কার করি। যিনি বিচার, বেদরূপ যজ্ঞস্থ, ভক্তবৎসল, সর্ব্বলোকযোনি, সেই ওঙ্কারকে আমি নমস্কার করি। যিনি নৌকার ন্যায় সংসারার্ণবমগ্ন সর্ব্বভূতের তারকরূপে বিরাজমান, আমি সেই প্রণবরূপী হরিকে নমস্কার করি। যিনি একরূপে অনেক রূপে কৈবল্যধামরূপে সর্ব্বলোকে বাস করেন, আমি সেই শিবময় প্রণবকে নমস্কার করি। হে মহা-প্রাজ্ঞ! যিনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, শুদ্ধ, নির্গুণ গুণনায়ক এবং প্রাকৃতভাববর্জ্জিত, আমি সেই বেদস্থানকে নমস্কার করি। যিনি দেব-দৈত্যবিয়োগবর্জ্জিত, তুষ্টিবর্জ্জিত এবং দেব ও যোগিগণের ধ্যেয়, আমি সেই ওঙ্কারকে নমস্কার করি। যিনি ব্যাপক, বিশ্ববেত্তা, পরম শুভ বিজ্ঞান, শিব, শিবগুণ, শান্ত, আমি সেই প্রণবরূপী ঈশ্বরকে বন্দনা করি। যাঁহার মায়াপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি সুরাসুরগণ পরম শুদ্ধ মোক্ষদ্বার লাভ করিতে পারেন না, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি আনন্দকন্দ, বিশুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধ, হংস, পরাপর, সেই মহাপ্রভ গুণনায়ক শ্রীবাসুদেবকে আমার নমস্কার। যিনি শ্রীপাঞ্চজন্য, রবিপ্রভ সুদর্শন, গদা এবং পদ্ম দ্বারা বিরাজমান, আমি সেই প্রভুকে শরণরূপে প্রাপ্ত হই। ৪৮—৫৩। যিনি বেদ-গুহ্য, সগুণ, চরাচর ও গুণগণের আধার এবং সূর্য্যবৈশ্বানরতুল্যতেজা, আমি সেই বাসু-দেবের শরণ লইতেছি। যিনি ক্ষুধানিধান, বিমল, স্বরূপ ও আনন্দময় এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সুরাদি লোক সকল জীবন ধারণ করিতেছে, সেই বাসুদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। যিনি নিত্য পরিত্রাণকর্ত্তা; উদীয়মান রবির ন্যায় দীপ্ততেজা, যাঁহার করে গাঢ়ান্ধতমোব্যাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বিনাশসাধন হয় আমি সেই বাসুদেবের শরণ লইতেছি। যিনি রবিপ্রভাবে উপলক্ষিত হইয়া সর্ব্বত্র কিরণদান, শোষ উৎপাদন ও রস-দান করেন এবং যিনি প্রাণিগণের অন্তশ্চর বায়ু, সেই

স্বেচ্ছাস্বরূপেণ স দেবদেবো
বিভর্ত্তি লোকান্ সকলান্ মহীপান্ ।
সন্তারণে নৌরিব বর্ত্ততে য-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৮
অন্তর্গতো লোকময়ঃ সদৈব
পচত্যসৌ স্থাবরজঙ্গমানাম্ ।
স্বাহা মুখো দেবগণস্য হেতু-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৯
রসৈঃ সুপুণ্যৈঃ সকলৈঃ সহৈব
পুষ্ণাতি সৌম্যো গুণদশ্চ লোকে ।
অন্নানি যো নির্ম্মলতেজসৈব
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬০
অস্ত্যেব সর্ব্বত্র বিনাশহেতুঃ
সর্ব্বাশ্রয়ঃ সর্ব্বময়ঃ স সর্ব্বঃ ।
বিনা হৃষীকৈর্বিষয়ান্ প্রভুঙ্‌ক্তে
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬১
জীবস্বরূপেণ বিভর্ত্তি লোকাং-
স্ততঃ স্বমূর্ত্ত্যান স চরাচরাংশ্চ ।
নিষ্কেবলো জ্ঞানময়ঃ সুশুদ্ধ-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬২

দৈত্যান্তকং দুঃখবিনাশমূলং
শান্তং পরং শক্তিময়ং বিশালম্ ।
যং প্রাপ্য দেবা বিনয়ং প্রয়ান্তি
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৩
সুহৃং সুধাংশুং সুখদং সুরেশং
জ্ঞানার্ণবং তং মুনিপং সুরেশম্ ।
সত্যাশ্রয়ং সত্যগুণোপবিষ্টং
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৪
যজ্ঞাঙ্গরূপং পরমার্থরূপং
মায়ান্বিতং মাপতিমুগ্রপুণ্যাম্ ।
বিজ্ঞানমেকং জগতাং নিবাসং
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৫
ক্ষীরোদমধ্যে শয়নং হি তস্য
নাগেন্দ্রভোগে শয়নং বিশালে ।
শ্রীপাদপদ্মদ্বয়মেব তস্য
বাসুদেবস্য নমামি নিত্যম্ ॥ ৬৬
যং [illegible] শঙ্করমেব নিত্যং
[illegible] পরিসেবামানম্ ।
তৎপাদপদ্মদ্বয়মেব তস্য
শ্রীবাসুদেবস্য নমাম্যহং তৎ ॥ ৬৭
পাদাম্বুজং রক্তমহোৎপলাভ-
মাদৌ [illegible]জোপযুক্তম্ ।

বাসুদেবের আমি শরণ গ্রহণ করি। স্বেচ্ছায় যিনি লোক সকল ও মহীপালদিগকে পালন করেন এবং যিনি সংসার-সাগর উত্তরণের নিমিত্ত নৌকারূপে বিরাজমান, সেই বাসুদেবের আমি শরণ লইতেছি। অন্তর্গত হইয়াও যিনি লোকময়, যিনি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় চরাচর উৎপাদন করিতেছেন এবং যিনি দেবগণের জন্য স্বাহা বদন হইয়াছেন, সেই বাসুদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি। যে সৌম্য গুণদ স্বীয় নির্ম্মল তেজোদ্বারা সুপুণ্য সমুদয় রসের সহিত অন্ন সকল পোষণ করেন, সেই বাসুদেবের আমি শরণ গ্রহণ করি। যিনি সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বিনাশহেতু, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বময় ও সর্ব্ব এবং যিনি ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরেকে বিষয় ভোগ করেন, সেই বাসুদেবকে আমি শরণরূপে প্রাপ্ত হই। যিনি জীবস্বরূপে স্বীয় মূর্ত্তি সচরাচর লোক পালন করিতেছেন এবং যিনি নিষ্কেবল, জ্ঞানময় ও সুশুদ্ধ, সেই বাসুদেবকে আমি শরণ লইতেছি। যিনি দৈত্যান্তক, দুঃখবিনাশমূল, শান্ত, পর, শক্তিময় ও বিশাল এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া দেবগণ বিনয় প্রাপ্ত হন, সেই বাসুদেবের আমি শরণ লইতেছি। যিনি সুহৃৎ, সুধাংশু, সুখদ, সুরেশ, জ্ঞানার্ণব, মুনিপালক, সুরেশ, সত্যাশ্রয় ও সত্যগুণে অধিষ্ঠিত, সেই বাসুদেবের আমি শরণ লইতেছি। যিনি যজ্ঞাঙ্গরূপ, পরমার্থরূপ, মায়াবিত, শ্রীপতি, উগ্রপুণ্য, একমাত্র বিজ্ঞান এবং জগন্নিবাস, সেই বাসুদেবকে আমি শরণরূপে প্রাপ্ত হই। ক্ষীরোদমধ্যে বিশাল নাগভোগে যাঁহার শয়ন, সেই বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মদ্বন্দ্বে আমি নিত্য প্রণাম করি। যাঁহার পাদপদ্ম—

অলঙ্কৃতং নূপুরমুদ্রিকাভিঃ
শ্রীবাসুদেবস্য নমামি নিত্যম্ ॥ ৬৮
দৈবৈঃ সুসিদ্ধৈর্মুনিভিঃ সদৈব
নুতঃ সুভক্ত্যা উরগাধিপৈশ্চ।
তৎপাদপঙ্কেরুহমেব পুণ্যং
শ্রীবাসুদেবস্য নমামি নিত্যম্ ॥ ৬৯
যস্যাপি পাদাম্ভসি মজ্জমানাঃ
পূতা দিবং যান্তি বিকল্মষাস্তে।
মোক্ষং লভন্তে মুনয়ঃ সুতুষ্টা-
স্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭০
পাদোদকং তিষ্ঠতি যত্র বিষ্ণো-
র্গঙ্গাদিতীর্থানি সদৈব তত্র।
পিবন্তি যেঽদ্যাপি সপাপদেহা-
স্তে যান্তি শুদ্ধাঃ সুগৃহং মুরারেঃ ॥ ৭১
পাদোদকেনাপ্যভিষিচ্যমানা
উগ্রৈশ্চ পাপৈঃ পরিলিপ্তদেহাঃ।
তে যান্তি মুক্তিং পরমেশ্বরস্য
তস্যৈব পাদৌ সততং নমামি ॥ ৭২

নৈবেদ্যমাত্রেণ সুভক্ষিতেন
সুচক্রিণস্তস্য মহাত্মনস্তু।
শ্রীবাজপেয়স্য ফলং লভন্তে
সর্ব্বার্থযুক্তাশ্চ নরা ভবন্তি ॥ ৭৩
নারায়ণং তং নরকাধিনাশনং
মায়াবিহীনং সকলং গুণজ্ঞম্।
যং ধ্যায়মানাঃ সুগতিং প্রয়ান্তি
তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭৪
যো বন্দ্যস্ত্বৃষিসিদ্ধচারণগণৈর্দ্দেবৈঃ সদা
পূজ্যতে
যো বিশ্বস্য বিসৃষ্টিহেতুকরণে ব্রহ্মাদি-
দেবপ্রভুঃ।
যঃ সংসারমহার্ণবে নিপতিতস্যোদ্ধারকো
বৎসল-
স্তস্যৈবাপি নমাম্যহং চরণৌ ভক্ত্যা
বরৌ পাবনৌ ॥ ৭৫
যো দৃষ্টো মখমণ্ডপে সুরগণৈঃ শ্রীবামনঃ
সামগঃ
সামোদ্গীতকুতূহলঃ সুরগণৈস্ত্রৈলোক্য
একঃ প্রভুঃ।

পুণ্যান্বিত, নিত্য মঙ্গলদায়ক, অনেক তীর্থ-পরিসেবিত, পাপাপহারী, বক্তৃমানোৎপলাভ, অম্ভোজরাজের সর্ব্বসৌষ্ঠবজয়ে উপযুক্ত এবং নূপুর মুদ্রিকা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, আমি সেই শ্রীবাসুদেবের সর্ব্বপাপধ্বংসী পাদপদ্মদ্বন্দ্বে নিত্য প্রণাম করি। দেব, সিদ্ধ, মুনি ও নাগেন্দ্রগণ একান্ত ভক্তিযোগে নিত্য যাঁহার পাদ-পঙ্কজ বন্দনা করেন, শ্রীবাসু-দেবের সেই পবিত্র পাদপঙ্কজে নিত্য আমার নমস্কার। মুনিগণ যাঁহার পাদচ্যুত জলে মগ্ন হইয়া পূত ও অকল্মষভাবে স্বর্গে প্রয়াণ করেন, অনন্তর প্রসন্নমনে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই বাসুদেবের শরণাপন্ন হইতেছি। যেখানে বিষ্ণুর পাদোদক অব-স্থিত, গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ সর্ব্বদা তথায় বিদ্য-মান। অদ্যাপি যে সকল পাপাত্মা তাহা পান করে, তাহারা শুদ্ধ হইয়া মুরারিনিলয়ে গমন করিয়া থাকে। তীব্র পাপপরিলিপ্তদেহ ব্যক্তিবর্গও যাঁহার পাদোদকে অভিষিক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সেই পরমেশ্বরের পদদ্বন্দ্বে সতত আমার নমস্কার। ৫৪—৭২। মহাত্মা চক্রপাণির নৈবেদ্যমাত্র ভক্ষণ করি-লেও নরগণ সর্ব্বার্থযুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাপসগণ সুগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি নারায়ণ নরকাধিনাশন, মায়াবিহীন, সকল এবং গুণজ্ঞ, আমি সেই বাসুদেবের শরণ লইতেছি। যিনি ঋষি, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণের সদা বন্দিত, যিনি বিশ্বের বিধানহেতু পূজিত, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও প্রভু এবং যিনি স্নেহযুক্ত হইয়া সংসার-মহার্ণবে পতিত জনের উদ্ধারক, আমি ভক্তিপূর্ব্বক সেই বাসুদেবের পবিত্র চরণদ্বন্দ্বে নমস্কার করি। যিনি মখমণ্ডপে সামগান-কুতূহলী শ্রীবামনরূপে দেবগণের দৃষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যের একমাত্র প্রভু হইয়াছিলেন এবং

কুর্ব্বন্তং নয়নেক্ষণৈঃ শুভকরৈর্নিষ্পাপতাং তদ্বলে-
স্তস্যাহং চরণারবিন্দযুগলং বন্দে পরং পাবনম্ ॥ ৭৬
রাজন্তং দ্বিজমণ্ডলে মখমুখে ব্রহ্মশ্রিয়া শোভিতং
দিব্যেনাপি সুতেজসা করময়ং যং চেন্দ্রনীলোপমম্।
দেবানাং হিতকাম্যয়া সুতনুজং বৈরোচনস্যাপি তং
যাচন্তং মম দীয়তাং ত্রিপদকং বন্দে প্রভুং বামনম্ ॥ ৭৭
যং দ্রষ্টুং রবিমণ্ডলে মুনিগণৈঃ সম্প্রাপ্তবন্তং দিবং
চন্দ্রার্কান্তমমান্তরে কিল পদা সঞ্ছাদয়ন্তং তদা।
তস্যৈবাপি সুচক্রিণঃ সুরগণাঃ প্রাপুর্লয়ং সাম্প্রতং
কায়ে বিশ্ববিকোশকে তমতুলং নৌমি প্রভোর্বিক্রমম্ ॥৭৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ বনচরিত্রেঽষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

যিনি শুভদৃষ্টিপাতে বলিকে নিষ্পাপ করিয়াছিলেন, আমি সেই বাসুদেবের পরম পাবন চরণারবিন্দদ্বন্দ্ব বন্দনা করি। যিনি দ্বিজমণ্ডলে বিরাজিত, মখমুখে ব্রহ্মশোভায় শোভিত ও দিব্য তেজে উদ্ভাসিত এবং যিনি দেবগণের হিত-কামনায় বিরোচননন্দন বলির নিকট 'দেহি' রবে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যিনি ইন্দ্রনীলপ্রতিমচ্ছবি, যাঁহাকে দেখিবার জন্য মুনিগণ রবিমণ্ডলে অবস্থিত ছিলেন, যিনি পদক্রমে চন্দ্রার্কান্তময়ান্তরে স্বর্গপথ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, যাঁহার বিশ্ববিকাশক কলেবরে সুরগণ লয় পাইয়াছিলেন, আমি সেই প্রভু চক্রপাণির অতুল বিক্রমে নমস্কার করি। ৭৩—৭৮।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

স্তোত্রং পবিত্রং পরমং পুরাণং
পাপাপহং পুণ্যময়ং শিবঞ্চ।
ধন্যং সুসূক্তং পরমং সুজাপ্যং
নিশম্য রাজা স সুখী বভূব ॥ ১
গতা সুতৃষ্ণা ক্ষুধয়া সমেতা
দেবোপমো ভূমিপতির্বভূব।
ভার্য্যা চ তস্যাপি বিভাতি রূপৈ-
র্যুক্তাবুভৌ পাপবিবন্ধমাপ্তৌ ॥ ২
দেবৈঃ সুদেবৈঃ পরিবারিতোঽসৌ
বিপ্রৈঃ সুসিদ্ধৈর্হরিভক্তিযুক্তৈঃ।
আগত্য ভূপং গতকল্মষং তং
শ্রীশঙ্খচক্রাব্জগদাসিধর্ত্তা ॥ ৩
শ্রীনারদো ভার্গবব্যাসপুণ্যাঃ
সমাগতস্তত্র মৃকণ্ডুসূনুঃ।
বাল্মীকিনামা মুনিবিষ্ণুভক্তঃ
সমাগতো ব্রহ্মসুতো বসিষ্ঠঃ ॥ ৪

নবনবতিতম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—রাজা এই পরম পুরাতন, পাপহর, মঙ্গলময়, পুণ্যময়, ধন্য, সূক্তিপূর্ণ, পরম সুজাপ্য, পবিত্র স্তোত্র শ্রবণ করিয়া সুখী হইলেন। তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হইল। ভূমিপতি তখন দেবোপম হইলেন। তাঁহার ভার্য্যাও তখন সুরূপশালিনী হইলেন। পতি-পত্নী উভয়েই পাপ হইতে মুক্তি পাইলেন। তৎকালে ভূপতি সুবাহু দেবগণ, বিপ্রগণ ও হরিভক্তিযুক্ত সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারদ, ভার্গব, ব্যাস, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণুভক্ত

গর্গো মহাত্মা হরিভক্তিযুক্তো
জাবালিরৈভ্যাবথ কশ্যপশ্চ
আজগ্মুরেতে হরিণা সমেতা
বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগবতা বরিষ্ঠাঃ ॥ ৫
পুণ্যাঃ সুধন্যা গতকল্মষাস্তে
হরেঃ সুপাদাম্বুজভক্তিযুক্তাঃ।
শ্রীবাসুদেবং পরিবার্য্য ভক্তাঃ
স্তুবন্তি ভূপং বিবিধপ্রকারৈঃ ॥ ৬
দেবাশ্চ সর্ব্বে হুতভুঙ্মুখাশ্চ
ব্রহ্মা হরশ্চাপি সুদিব্যদেবাঃ।
গায়ন্তি দিব্যং মধুরং মনোহরং
গন্ধর্ব্বরাজাদি-সুগায়নাশ্চ ॥ ৭
সুবেদযুক্তৈঃ পরমার্থসাম্মতৈঃ
স্তবৈঃ সুপুণ্যৈর্মুনয়ঃ স্তুবন্তি।
দৃষ্ট্বা পতিং ভূপতিমেব দেবো
হরির্ব্বভাষে বচনং মনোহরম্ ॥ ৮
বরং যথেষ্টং বরয়স্ব ভূপতে
দদাম্যহং তে পরিতোষিতো যতঃ।
হরেস্তু বাক্যং স নিশম্য রাজা
দৃষ্ট্বা মুরারিং বদমানমগ্রে ॥ ৯
নীলোৎপলাভং মুরঘাতিনং প্রভুং
তং শঙ্খচক্রাসিগদাপ্রধারিণম্।
শ্রিয়া সমেতং পরমেশ্বরং তং
রত্নোজ্জ্বলং কঙ্কণহারভূষিতম্ ॥ ১০
রবিপ্রভং দেবগণৈঃ সুসেবিতং
মহার্ঘহারাভরণৈঃ সুভূষিতম্।
সুদিব্যগন্ধৈর্ব্বরলেপনৈর্হরিং
সুভক্তিভাবৈরবনীং গতো নৃপঃ ॥ ১১
দণ্ডপ্রণামৈঃ সততং নমাম
জয়েতি বাচাথ মহানৃপস্তদা।
দাসোঽহমস্মি ভৃত্যোঽহমস্মি পুনঃ স তে সদা ॥
ভক্তিং ন জানে ন চ ভাবমুত্তমম্ ॥ ১২
জায়ান্বিতং মামিহ চাগতং হরে
প্রপাহি বৈ ত্বাং শরণং প্রপন্নম্।
ধন্যাস্তু তে মাধব মানবা দ্বিজাঃ
সদৈব তে ধ্যানমনোবিলীনাঃ ॥ ১৩
সমুচ্চরন্তো ভব মাধবেতি
প্রয়ান্তি বৈকুণ্ঠমিতঃ সুনির্ম্মলাঃ।

বাল্মীকি, ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ, হরিভক্তিযুক্ত মহাত্মা গর্গ, জাবালি, রৈভ্য ও কশ্যপ, ইঁহারা সকলেই তখন সেই নিষ্পাপ রাজার নিকট আগমন করিলেন। যাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ, পুণ্য, ধন্য, নিষ্কল্মষ ও হরিপাদাম্বুজভক্ত, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির সহিত উপস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকারে ভূপতির স্তব করিতে লাগিলেন। ১—৬। ব্রহ্মা, হর ও হুতভুক্প্রমুখ সমুদয় দেব ও সব সুদিব্যা দেবী আগমন করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজাদি সুগায়কগণ দিব্য মধুর মনোহর গান করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বেদবাদযুক্ত পরমার্থসম্মত সুপুণ্য স্তবসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেব হরি ভূপতিকে দেখিয়া মনোহর বাক্যে বলিলেন,—হে ভূপতে! তুমি আমার পরিতোষ জন্মাইয়াছ। অতএব যথেষ্ট বর আমার নিকট প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি। রাজা হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—মুরারি তাঁহার পুরোভাগে থাকিয়া এই কথা কহিতেছেন। মুরারি নীলোৎপলাভ, প্রভু, শঙ্খ চক্রগদাদিধারী, শ্রীসমন্বিত, পরমেশ্বর, রত্নোজ্জ্বল, হারকঙ্কণমণ্ডিত, রবিপ্রভ, দেবগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত, মহামূল্য, হারাভরণভূষিত এবং দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। নরপতি এ হেন জগৎপতি হরিকে দেখিয়া ভক্তিভাবে অবনীতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দণ্ডবৎ প্রণামে মুহুর্মুহু নমস্কার করিলেন এবং জয়োচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার দাস আমি, ভৃত্য আমি, আপনার ভক্তি জানি না; ভাব জানি না; হে হরে! আমি পত্নী সহ আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। হে মাধব! সেই সকল দ্বিজ মানবগণই ধন্য; যাঁহারা ভবদীয় ধ্যানে মন বিলীন করিয়া 'ভব, মাধব' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিয়া নির্ম্মল কলেবরে মর্ত্ত্যধাম হইতে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিয়া

তবৈব পাদাম্বুজনির্গতং পয়ঃ
পুণ্যং তথা যে শিরসা বহন্তি। ১৪
সমস্ততীর্থোদ্ভবতোয় আপ্লুতা-
স্তে মানবা যান্তি হরেঃ সুধাম। ১৫
নাস্তি যোগো মে ভক্তির্জ্ঞানং নাস্তি ন মে ক্রিয়া।
কস্য পুণ্যস্য সঙ্গেন বরং মহ্যং প্রযচ্ছসি। ১৬

হরিরুবাচ।

বাসুদেবাভিধানং যন্মহাপাতকনাশনম্
ভবতা বিজ্জলাৎ পুণ্যাচ্ছ্রুতং রাজন্ বিকল্মষঃ।
তেন ত্বং মুক্তিভাগী চ সঞ্জাতো নাত্র সংশয়ঃ।
মম লোকে প্রভুঙ্ক্ষ ত্বং দিব্যান্ ভোগান্ মনোঽনুগান্। ১৮

রাজোবাচ।

যদি দেব বরো দেয়ো মম দীনস্য বৈ ত্বয়া।
বিজ্জলায় প্রযচ্ছ ত্বং প্রথমং বরমুত্তমম। ১৯

হরিরুবাচ।

বিজ্জলস্য পিতা পুণ্যঃ কুঞ্জলো জ্ঞানমণ্ডিতঃ।
বাসুদেবমহাস্তোত্রং নিত্যং পঠতি ভূপতে।
পুত্রৈঃ প্রিয়াসমেতোঽসৌ মম গেহং প্রযাস্যতি
এতত্তু জপতে স্তোত্রং সদা দাস্যাম্যহং ফলম্।
এবমুক্তে শুভে বাক্যে রাজা কেশবমব্রবীৎ।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সফলং কুরু কেশব। ২২

হরিরুবাচ।

কৃতে যুগে মহারাজ যদা স্তোষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা মোক্ষং প্রযাস্যন্তি তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ
ত্রেতায়াং মাসমাত্রেণ ষড়্ভির্মাসৈস্তু দ্বাপরে।
বর্ষেণৈকেন চ কলৌ যে জপন্তি চ মানবাঃ। ২৪
স্বর্গং প্রযান্তি রাজেন্দ্র বৈষ্ণবং গতিদায়কম্।
ত্রিকালমেককালং বা স্নাতো জপতি ব্রাহ্মণঃ।
যং যং তু বাঞ্ছতে কামং স স তস্য ভবিষ্যতি
ক্ষত্রিয়ো জয়মাপ্নোতি ধনধান্যৈরলঙ্কৃতঃ। ২৬
বৈশ্যো ভবিষ্যতি শ্রীমান্ সুখী শূদ্রো ভবিষ্যতি
অন্ত্যজং শ্রাবয়েদ্ যস্তং পাপান্মুক্তো ভবিষ্যতি
শ্রাবকো নরকং ঘোরং কদাচিন্নৈব পশ্যতি।

থাকেন। যাঁহারা ভবদীয়পদাম্বুজনির্গত পুণ্য-জল মস্তকে বহন করেন, তাঁহারা সমস্ত তীর্থোদ্ভূত জলে আপ্লুত হইয়া সুরধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। আমার যোগসাধনা নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, ক্রিয়া নাই, কোন্ পুণ্য-প্রসঙ্গে আপনি আমাকে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন? হরি কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি পুণ্যাত্মা, বিজ্জল হইতে যে বাসুদেবাভিধান মহাপাতকনাশন স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়াছে এবং সেই জন্যই আপনি নিশ্চয়ই মুক্তিভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে আমার লোকে আসিয়া আপনি মনোরম দিব্য ভোগ সকল উপভোগ করুন। ৭—১৮। রাজা কহিলেন,—হে দেব! দীন আমি, আমায় যদি আপনি বরদান করেন, তবে অগ্রে বিজ্জলকে আপনি উত্তম বর প্রদান করুন। হরি কহিলেন,—বিজ্জলের পিতা পুণ্যাত্মা কুঞ্জল জ্ঞান-পণ্ডিত; হে ভূপতে! তিনি নিত্য নিত্য বাসুদেব-মহাস্তোত্র পাঠ করেন, সুতরাং সমস্ত স্ত্রী-পুত্রসহ তিনি আমার পুরে প্রয়াণ করিবেন। এই স্তোত্র নিত্য যে ব্যক্তি জপ করে, তাহাকেই আমি মহৎ ফল প্রদান করিয়া থাকি। কেশব এই শুভ বাক্য উচ্চারণ করিলে রাজা তাঁহাকে কহিলেন,—হে কেশব! এই মহাপুণ্য স্তোত্র সফল করুন। হরি কহিলেন,—মহারাজ! সত্যযুগে মানবগণ এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! ত্রেতাযুগে মাস মাত্র, দ্বাপরে ছয় মাস এবং কলিকালে এক-বর্ষকাল মানবগণ এই স্তব পাঠ করিলে বৈষ্ণব-লোকে গতিপ্রদ স্বর্গে প্রয়াণ করিবে। ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার অথবা একবার মাত্র যদি এই স্তব পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই স্তব পাঠক ক্ষত্রিয় জয় প্রাপ্ত ও ধনধান্যাল-ঙ্কৃত, বৈশ্য শ্রীসম্পন্ন এবং শূদ্র সুখী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্ত্যজাতিকে ইহা শ্রবণ করায়, সে পাপমুক্ত হয়। এই স্তবশ্রাবয়িতা

মম স্তোত্রপ্রসাদাচ্চ সর্ব্বসিদ্ধো ভবিষ্যতি॥ ২৮
ব্রাহ্মণৈর্ভোজ্যমানৈশ্চ শ্রাদ্ধকালে পঠিষ্যতি।
পিতরো বৈষ্ণবং লোকং ভুক্তা যাস্যন্তি ভূপতে
তর্পণান্তে জপং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বাথ ক্ষত্রিয়ঃ।
পিবন্তি চামৃতং তস্য পিতরো হৃষ্টমানসাঃ॥ ৩০
হোমেষু যজ্ঞমধ্যে চ ভাব জপতি মানবঃ।
তত্র বিঘ্না ন জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৩১
বিষমে দুর্গমে স্থানে হিংস্রব্যাঘ্রস্য সঙ্কটে।
চৌরাণাং সঙ্কটে প্রাপ্তে তত্র স্তোত্রমুদীরয়েৎ
তত্র শান্তির্মহারাজ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
অন্যেষেব শুভব্যেষু রাজদ্বারে গতে নরে॥ ৩৩
বাসুদেবাভিধানস্য অযুতং জপতে নরঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ সংস্নাতঃ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥৩৪
তিলতণ্ডুলকৈর্হোমং দশাংশমাজ্যমিশ্রিতম্।
বাসুদেবং প্রপূজ্যৈব দদ্যাৎ প্রয়তমানসঃ॥ ৩৫
শ্লোকং প্রতি ততো দেয়ং হোমং ধ্যানেন মানবৈঃ।
তেষাং সুভৃত্যবন্নিত্যং পার্শ্বং নৈব ত্যজাম্যহম্
কলৌ যুগে সুসম্প্রাপ্তে স্তোত্রে দাস্যং প্রযাস্যতি।
বেদভঙ্গপ্রসঙ্গেন যস্য কস্য ন দীয়তে॥ ৩৭
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থঃ স চৈব হি ভবিষ্যতি।
এবং হি সকলং স্তোত্রং ময়া ভূপ কৃতং শৃণু॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং তেন জপ্তং রুদ্রেণ বৈ পুরা।
ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রো মুক্তশ্চ কিল্বিষাৎ॥
দেবাশ্চ ঋষয়ো গুহ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরামরাঃ।
নাগৈস্তু পূজিতং স্তোত্রমাপুঃ সিদ্ধিমনীপ্সিতাম্
পুণ্যো ধন্যঃ স বৈ দাতা পুত্রবান্ হি ভবিষ্যতি
জপিষ্যতি মম স্তোত্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
আগচ্ছ ত্বং স্ত্রিয়া সার্দ্ধং মম স্থানং নৃপোত্তম।
হস্তাবলম্বনং দত্তং হরিণা তস্য ভূপতেঃ॥ ৪২
নেদুর্দ্দুন্দুভয়স্তত্র গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃশ্রেষ্ঠাঃ পুষ্পবৃষ্টিং প্রচক্রিরে॥ ৪৩

ব্যক্তি কদাচ ঘোর নরক দর্শন করে না। আমার স্তোত্রপ্রসাদে সে সর্ব্বসিদ্ধ হয়। হে ভূপতে! শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন কালে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহার পিতৃ-হইয়া বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করিবেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্যক্তি তর্পণান্তে এই স্তোত্র পাঠ করিলে তাঁহাদের পিতৃগণ হৃষ্ট চিত্তে অমৃত পান করেন। হোমে যজ্ঞমধ্যে ভাবনিষ্ঠ হইয়া মানব ইহা জপ করিলে তথায় কোনও বিঘ্ন হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু-সঙ্কটে বিষমে দুর্গম স্থানে অথবা চোর-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, নর এই স্তোত্র পাঠ করিবে। ১৯—৩২। হে মহারাজ! ইহাতে নিশ্চয়ই শান্তি হইবে। অন্যান্য মঙ্গল ব্যাপারে বা রাজদ্বারে অভিযোগ ঘটিলে নর এই বাসুদেবস্তোত্র অযুতবার জপ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ক্রোধ-লোভ-বর্জ্জিত সুস্নাত ব্যক্তি বাসুদেবের পূজা করিয়া প্রযত মনে তিলতণ্ডুল দ্বারা সাজ্য আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বাসুদেবস্তোত্রের প্রতি-শ্লোকে আমার ধ্যান করিয়া মানবগণ হোম করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠাতৃগণের অনুগত ভৃত্যবৎ থাকিয়া কদাচ আমি তাহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করি না। কলিযুগে বেদভঙ্গ-প্রসঙ্গে যে কোনও ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে না। এইরূপ করিলে, তাহার সর্ব্বকামসমৃদ্ধি হইবে, হে ভূপ! এই আমি স্তোত্রের সকলতা বিধান করিলাম। শ্রবণ কর, পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইহা প্রণয়ন করেন। রুদ্র ইহা পাঠ করেন, এই স্তোত্রপাঠে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। দেব, ঋষি, গুহ্যক, সিদ্ধ, বিদ্যা-ধর ও অমরগণ ইহার প্রভাবে মনোভাষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। নাগগণ কর্ত্তৃকও এই স্তোত্র পূজিত হইয়াছিল। যে নর আমার এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে ইহকালে ধন্য, পুণ্য, দাতা ও পুত্রবান্ হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। হে নৃপোত্তম! তুমি পত্নী সহ আমার আগারে আগমন কর। এই বলিয়া হরি ভূপতিকে হস্তাবলম্বন দান করিলেন। তখন দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ ললিত গীত গাহিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে

দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে বেদস্তোত্রৈঃ স্তবন্তি তে ।
ততো দয়িতয়া সার্দ্ধং জগাম নৃপতির্হরিম্ ॥ ৪৪
তং স্তূয়মানং সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ
স বিজ্জ্বলঃ পশ্যতি হৃষ্টমানসঃ ।
সমাগতস্তিষ্ঠতি যত্র বৈ পিতা
মাতা চ বেগেন মহাপ্রভাবঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে নবনবতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

—

শততমোঽধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুরুবাচ ।

নর্ম্মদায়াস্তটে রম্যে বটে তিষ্ঠতি বৈ পিতা ।
বিজ্জ্বলোঽপি সমায়াতঃ পিতরং প্রণিপত্য সঃ ॥
বাসুদেবাভিধানস্য স্তোত্রস্যাপি মহামতিঃ ।
সমাচষ্টে স ধর্ম্মাত্মা মহিমানং পিতুঃ পুরঃ ॥ ২
যথা বিষ্ণুঃ সমাগত্য দদৌ তস্মৈ বরং শুভম্ ।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস সুপ্রসন্নেন চেতসা ॥ ৩
কুঞ্জলোঽপি চ বৃত্তান্তং সমাকর্ণ্য স ভূপতেঃ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ পুত্রমালিঙ্গ্য বিজ্জ্বলম্ ॥ ৪
আহ পুণ্যং কৃতং বৎস ত্বয়া রাজ্ঞে মহাত্মনে ।
উপকারং মহাপুণ্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ৮
এবমাভাষ্য তং পুত্রং আশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ।
পুত্রং দেবসমোপেতং স্তুত্বা চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৬
স্থিতঃ সরিত্তটে রম্যে চ্যবনস্তোপপশ্যতঃ ।
এতত্তে সর্ব্বম খ্যাতং তেষাং বৃত্তং মহাত্মনাম্ ॥
বৈষ্ণবানাং মহারাজ অন্যৎ কিং তে বদাম্যহম্

বেণ উবাচ ।

অমৃতং শঙ্খপাত্রেণ পানার্থং মম চার্পিতম্ ।
তস্মাৎ কস্য ন চ শ্রদ্ধা পাতুং মর্ত্ত্যস্য ভূতলে ।
উত্তমং বৈষ্ণবং জ্ঞানং পানানামিহ সর্ব্বদা ॥ ৯
ত্বয়ৈবং কথ্যমানস্য পানে তৃপ্তির্ন জায়তে ।
শ্রোতুং হি দেবদেবেশ মম শ্রদ্ধা বিবর্দ্ধতে ॥১০

করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। দেব ও ঋষিগণ সকলেই সেই বেদস্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৃপতি প্রিয়ার সহিত হরিপুরে প্রয়াণ করিলেন। সুরসিদ্ধগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিজ্জ্বল হৃষ্টমনে এই ব্যাপার অবলোকন করিলেন এবং যেখানে তাঁহার মহাপ্রভাব পিতা ও মাতা অব-স্থিত ছিল বেগে সেই স্থানে আগমন করিলেন। ৩৩—৪৬।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

—

শততম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—বিজ্জ্বলের পিতা কুঞ্জল নর্ম্মদার রম্যতটে অবস্থিত ছিল। মহামতি বিজ্জ্বল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক বাসুদেবাভিধান স্তোত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিল এবং বিষ্ণু তাঁহার নিকট আসিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে যেরূপে শুভ বর প্রদান করিয়াছেন, তৎসমস্ত কহিল। কুঞ্জল ভূপতির বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক মহাহর্ষাবেগে পুত্র বিজ্জ্বলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—বৎস! তুমি মহাপুণ্য কার্য্য করিয়াছ। বাসুদেব স্তোত্র কীর্ত্তন করিয়া মহাত্মা রাজার তুমি বিশেষ উপকার করিয়াছ। কুঞ্জল এই কথা কহিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা পুত্রকে অভিনন্দিত করত দেবপ্রতিম পুত্রকে পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিয়া সেই রম্য সরিত্তটে অবস্থান করিতে লাগিল। চ্যবন এই সমস্ত ব্যাপারই দেখি-লেন। হে মহারাজ! এই আমি সেই বৈষ্ণব-দিগের সমগ্রবৃত্তান্ত বলিলাম, এ সম্বন্ধে আর কি আপনাকে বলিব? বেণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি শঙ্খপাত্রে করিয়া পানার্থ অমৃত অর্পণ করিতেছেন, সুতরাং তাহা পান করিতে কোন মর্ত্ত্য-ব্যক্তির অশ্রদ্ধা হইবে? এ সংসারে বৈষ্ণবজ্ঞানই সমস্ত পানমধ্যে উত্তম। আপনি সেই জ্ঞানের বিষয়ই কহিতেছেন। সুতরাং তৎপানে আমার এখনও পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই। হে দেবদেব! উহা শুনিবার

কথয়স্ব প্রসাদান্মে কুণ্ডলস্যাপি চেষ্টিতম্।
মহাত্মনা কিমুক্তঞ্চ চতুর্থং তনয়ং প্রতি। ১১
তত্ত্বং সুবিস্তরাদেব কৃপয়া কথয়স্ব মে।

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি চরিত্রং কুণ্ডলস্য চ।
বহুশ্রেয়ঃসমাযুক্তং চরিত্রং চ্যবনস্য চ। ১৩
ইদং পুণ্যং নরশ্রেষ্ঠ আখ্যানং পাপনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দেবদেবো হৃষীকেশস্ত্বঙ্গপুত্রং নৃপোত্তমম্।
সমাচষ্ট মহাশ্রেয় আখ্যানং পাপনাশনম্। ১
শ্রূয়তামভিধাস্যামি চরিত্রং শ্রেয়োদায়কম্।
দ্বিজস্যাপি চ বৃত্তান্তং কুণ্ডলস্য মহাত্মনঃ। ২

বিষ্ণুরুবাচ।

কুণ্ডলশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা চতুর্থং পুত্রমেব চ।
সমাহূয় মুদা যুক্ত উবাচৈনং কপিঞ্জলম্। ৩
কিমু পুত্র ত্বয়া দৃষ্টমপূর্ব্বং কথয়স্ব মে।
ভোজনার্থং তু যাসি ত্বং মঃ কস্মিন্ সুতোত্তম
তদাচক্ষ্ব মহাভাগ যদি দৃষ্টং সুপুণ্যদম্। ৪

কপিঞ্জল উবাচ।

যচ্চ তাত ত্বয়া পৃষ্টমপূর্ব্বং প্রবদাম্যহম্। ৫
যন্ন দৃষ্টং শ্রুতং কেন কস্মান্নৈব শ্রুতং ময়া।
তদিহৈব প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তামধুনা পিতঃ। ৬
শৃণ্বন্তু ভ্রাতরঃ সর্ব্বে মাতস্ত্বং শৃণু সাম্প্রতম্।
কৈলাসঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো ধবলশ্চন্দ্রসন্নিভঃ। ৭
নানাধাতুসমাকীর্ণো নানাবৃক্ষোপশোভিতঃ।
গঙ্গাজলৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈঃ ক্ষালিতঃ সর্ব্বতঃ পিতঃ। ৮

জন্য আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট কুণ্ডলের কার্য্য প্রকাশ করুন। সেই মহাত্মা চতুর্থ তনয়ের প্রতি কি বলিয়াছিলেন? কৃপা করিয়া তাহা সবিস্তরে বলুন। ভগবান বলিলেন,—শ্রবণ কর, আমি কুণ্ডলের এবং চ্যবনের বহু মঙ্গলময় চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। হে নরবর! এই আখ্যান পবিত্র, পাপহর। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার গোসহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে। ১—১৪।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

একাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—দেবদেব হৃষীকেশ অঙ্গনন্দন নৃপবর বেণের নিকট মহামঙ্গলময় পাপহর আখ্যান কীর্ত্তন করেন। আপনারা শুনুন। আমি মহাত্মা দ্বিজ ও কুণ্ডলের শ্রেয়স্কর চরিত্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। বিষ্ণু বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মা কুণ্ডল তাঁহার চতুর্থ পুত্র কপিঞ্জলকে সম্বোধন করিয়া সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিল,—হে পুত্র! তুমি কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? তাহা আমার নিকট বল। হে সুতবর! তুমি ভোজনার্থ এ স্থান হইতে কোথায় যাইয়া থাক? যদি সেখানে কিছু পবিত্র ঘটনা পরিদর্শন করিয়া থাক, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। কপিঞ্জল কহিল—হে তাত! আপনি আমাকে যে অপূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি। হে পিতঃ! আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই এবং আমিও কাহারও নিকট এযাবৎ শুনি নাই। হে পিতঃ! অধুনা তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরাও শ্রবণ কর। হে মাতঃ! আপনিও শ্রবণ করুন। চন্দ্রপ্রতিম ধবল কৈলাস পর্ব্বত, পর্ব্বতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উহা নানা ধাতুসমাকীর্ণ, নানা তরুবিরাজিত, শুভ পুণ্য গঙ্গোদকে উহার

নদীনান্তু সহস্রাণি দিব্যানি বিবিধানি চ।
যস্মাত্তাত প্রসূতানি জলানি বিবিধানি চ ॥ ৯
তড়াগানি সহস্রাণি সোদকানি মহাগিরৌ।
নদ্যঃ সন্তি বিশালিন্যো হংসসারসসেবিতাঃ ॥
তস্মিন্ শিখরিণাং শ্রেষ্ঠে পুণ্যদাঃ পাপনাশনাঃ
বনানি বিবিধান্যেব পুষ্পিতানি ফলানি চ ॥ ১১
নানাবৃক্ষোপযুক্তানি হরিতানি শুভানি চ।
কিন্নরাণাং গণৈর্যুক্তশ্চাপ্সরোভিঃ সমাকুলঃ ॥ ১২
গন্ধর্ব্বচারণৈঃ সিদ্ধৈর্দেববৃন্দৈঃ সুশোভিতঃ।
দিব্যবৃক্ষবনোপেতো দিব্যভাবৈঃ সমাকুলঃ ॥
দিব্যগন্ধৈঃ সুশোভাঢ্যৈর্নানারত্নসমন্বিতঃ।
শিলাভিঃ স্ফটিকস্যাপি শুক্লাভিস্তু সুশোভনঃ
সূর্য্যতেজোময়ে রাজংস্তেজোভিস্তু সমাকুলঃ।
চন্দনৈশ্চারুগন্ধৈশ্চ বকুলৈর্নীলপুষ্পকৈঃ ॥ ১৫
নানাপুষ্পময়ৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতঃ।
পক্ষিণাং সুনিনাদৈশ্চ দিব্যানাং মধুরায়তে ॥
ষট্‌পদানাং নিনাদৈশ্চ বৃক্ষৌঘৈর্মধুরায়তে।
রুতৈশ্চ কোকিলানান্তু শোভতে স-বনো গিরিঃ

গণকোটিসমাকীর্ণং তত্রাস্তি শিবমন্দিরম্।
অংশুভির্ধবলং পুণ্যং পুণ্যরাশিশিলোচ্চয়ম্ ॥
সিংহৈশ্চ গর্জমানৈশ্চ সৈরিভৈঃ কুঞ্জরৈস্তথা।
দিগ্‌গজানাং সুঘোষৈশ্চ শব্দিতঞ্চ সমন্ততঃ ॥
নানামৃগৈঃ সমাকীর্ণং শাখামৃগগণাকুলম্।
ময়ূরকেকাঘোষৈশ্চ গুহাসু চ বিনাদিতম্ ॥ ২০
কন্দরৈর্লেপনৈঃ কূটৈঃ সানুভিশ্চ বিরাজিতম্।
নানাপ্রস্রবণোপেতমোষধীভির্বিরাজিতম্ ॥ ২১
দিব্যং দিব্যগুণং পুণ্যং পুণ্যধামসমাকুলম্।
সেবিতং পুণ্যলোকৈশ্চ পুণ্যরাশিং মহাগিরিম্ ॥
পুলিন্দভিল্লকোলৈশ্চ সেবিতং পর্ব্বতোত্তমম্।
বিকটৈঃ শিখরৈঃ কোটৈরদ্রিরাজঃ প্রকাশতে ॥
অন্যৈর্নানাবিধৈঃ পুণ্যৈঃ কৌতুকৈর্মঙ্গলৈঃ শুভৈঃ
গঙ্গোদকপ্রবাহৈশ্চ মহাশব্দং প্রসুস্রুবে ॥ ২৪
শঙ্করস্য গৃহং তত্র কৈলাসং গতবানহম্।
তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং যন্ন দৃষ্টং কদা শ্রুতম্।

সর্ব্ব স্থান কলিত। কত সহস্র সহস্র দিব্য নদী কৈলাস হইতে প্রসূত। সহস্র সহস্র জলপূর্ণ তড়াগ ঐ মহাপর্ব্বতে বিরাজমান। হংস-সারস-সেবিত সুবিশাল সরিৎ সকল ঐ শৈলবরে অবস্থিত। ঐ সকল সরিৎ পুণ্যপ্রদ এবং পাপহর। শুভ হরিত নানা তরুযুত বিবিধ পুষ্পিত বন এবং নানাবিধ ফল তথায় সুশোভিত। গিরিবর কৈলাস, কিন্নরগণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, সিদ্ধ ও দেবসমূহে সমলঙ্কৃত; দিব্য বৃক্ষবনে অন্বিত; দিব্যভাবে পরিবৃত; দিব্য গন্ধে আমোদিত; নানা রত্নে পরিব্যাপ্ত; এবং শুক্লবর্ণ বহু স্ফটিকশিলায় সুশোভিত। ১—১৪। ঐ গিরি সূর্য্যতেজে পরিব্যাপ্ত হইয়া তেজঃপুঞ্জে বিরাজিত; চারুগন্ধ, চন্দন, বকুল, নীলপুষ্প, নানা পুষ্পময় বৃক্ষে উহা সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃত; দিব্য বিহঙ্গগণের মধুর নিনাদে ঐ গিরি মুখরিত; মধুকরকুলের ঝঙ্কারে ও কোকিলকুলের কলালাপে কৈলাস গিরি সর্ব্বদাই মধুরায়মাণ। ঐ গিরিবরে গণকোটিসমাকীর্ণ শিবমন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের শুভ্র অংশুপুঞ্জে পুণ্য কৈলাসশিলোচ্চয় ধবলিত। উহার নানা স্থানে সিংহ, সৈরিভ, কুঞ্জর ও দিগ্‌গজগণ গর্জ্জন করিতেছে। উহার নানাস্থান নানা মৃগ ও শাখামৃগসমূহে সমাকীর্ণ। ময়ূরের কেকারবে উহার গুহা সকল নিনাদিত। কন্দর, লেপন, কূট ও সানুসমূহে উহা বিরাজিত এবং নানা প্রস্রবণ ও ওষধিসমূহে সুশোভিত। ঐ দিব্য পুণ্যপুঞ্জময় মহাগিরি দিব্য গুণসম্পন্ন, পুণ্যময়, পুণ্যধামাকুলিত এবং পুণ্যাত্মা জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত। পুলিন্দ, ভিল্ল ও কোলগণ কর্ত্তৃক ঐ পর্ব্বতোত্তম সেবিত। অদ্রিরাজ কৈলাস বিকটশিখর ও কোটরনিচয়ে প্রকাশমান। এই সকল এবং অন্যান্য নানাবিধ পুণ্য কৌতুকমঙ্গলসমূহে এবং শুভ গঙ্গোদক-প্রবাহে কৈলাসগিরি পরিব্যাপ্ত। ঐ গিরিবর শঙ্করের আবাসগৃহ। আমি ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। যাহা কখনও দেখি নাই এবং শুনি নাই, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি তথায় দেখিয়াছি। হে তাত।

শ্রূয়তাম্‌ভিধাস্যামি শ্রুত সর্ব্বং ময়োদিতম্‌।
শিখরাদ্‌গিরিরাজস্য মেরোঃ পুণ্যাদ্মহোদয়াৎ॥
হিমক্ষীরসুবর্ণস্য প্রবাহঃ পততে ভুবি।
গঙ্গায়াশ্চ মহাভাগ রংহসা ব্যোমভূষিতঃ॥ ২৭
কৈলাসস্য শিরঃ প্রাপ্য তত্র বিস্তরতাং গতঃ।
দশযোজনমাত্রেন তত্র গঙ্গাহ্রদো মহান্‌॥ ২৮
মহাতোয়েন পুণ্যেন বিমলেন বিরাজতে।
সর্ব্বতো ভদ্রতাং প্রাপ্তো মহাহংসৈঃ প্রশোভতে
সামোচ্চারেণ পুণ্যেন দিব্যেন মধুরেণ চ।
হংসাস্তত্র প্রকূজন্তি সবন্তেন বিরাজতে॥ ৩০
তস্য তীরে শিলায়াং বৈ হিমকন্যা মহামতে।
আসীনা মুক্তকেশান্তা রূপদ্রবিণশালিনী? ৩১
দিব্যরূপগুণসম্পন্না সগুণা দিব্যলক্ষণা।
দিব্যালঙ্কারভূষা চ তস্যাস্তীরে বিরাজতে॥ ৩২
ন জানে গিরিরাজস্য তনয়া বা মহোদধেঃ।
যো বাস্তি ব্রহ্মণঃ পত্নী সা বা স্বাহা ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রাণী বা মহাভাগা রোহিণী বা ভবিষ্যতি।
ঈদৃশী রূপসম্পত্তির্যুবতীনাং ন দৃশ্যতে॥ ৩৪
অন্যাসাঞ্চ সুদিব্যানাং নরাণাং তাত সর্ব্বথা।
যাদৃশং রূপসম্ভারং গুণশীলং প্রদৃশ্যতে॥ ৩৫
অপ্সরসাং কদা নাস্তি তাদৃশং রূপলক্ষণম্‌।
যাদৃশং তু ময়া দৃষ্টং তদঙ্গং বিশ্বমোহনম্‌॥ ৩৬
শিলাপদে সমাসীনা দুঃখেনাপি সমাকুলা।
রুদতে সুস্বরৈর্বালা অনেকৈঃ স্বকনৈর্বিনা॥ ৩৭
অশ্রূণি মুঞ্চমানা সা মুক্তাভানি বহূনি চ।
নির্ম্মলানি সংস্থত্র পতন্ত্যেব মহামতে॥ ৩৮
বিন্দবো মৌক্তিকাভাস্তে নিপতন্তি মহোদকে।
তেভ্যো ভবন্তি পদ্মানি হৃদ্যানি সুরভীণি তু
পদ্মা ন জাজ্ঞরে তেভ্যো নেত্রাশ্রুভ্যো মহামতে
গঙ্গাম্ভসি তরন্ত্যেব অসংখ্যাতা ন তানি তু॥
পরিত্যানি সুহৃদ্যানি রংহসা যানি তানি তু।
গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে তু হংসবৃন্দৈঃ সুসেবিতে॥ ৪১
ভাগীরথ্যাঃ প্রবাহস্য তস্মাৎ স্থানাদ্বিনির্গতঃ।
কৈলাসশিখরং প্রাপ্য রত্নাঢ্যং চারুকন্দরম্‌॥ ৪২
বর্ত্ততে তোয়পূর্ণস্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতঃ।

শ্রবণ করুন, আমি সমস্তই বলিতেছি। হে মহাভাগ! গিরিরাজ মেরুর পুণ্য শিখর হইতে হিমক্ষীর-সুবর্ণ গঙ্গাপ্রবাহ সশব্দে সবেগে ভূপতিত হইতেছে। ঐ প্রবাহ কৈলাসশৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বিস্তীর্ণ হয় এবং দশযোজন পরিমাণ এক বিশাল গঙ্গাহ্রদ তথায় প্রকাশ পায়। ঐ হ্রদ পবিত্র বিমল মহাজলে বিরাজিত, সর্ব্বমঙ্গল প্রাপ্ত এবং মহা হংসসমূহে সুশোভিত। হংসগণ তথায় দিব্য পুণ্য মধুর সামগান উচ্চারণ করিয়া কূজন করিতেছে। সেই সরোবরের তাহাতে বড়ই শোভা হইয়াছে। ১৫—৩০। উহার তীরে একখণ্ড শিলার উপর হিমকন্যা সমাসীনা। ঐ কন্যা মুক্তকেশা, রূপরত্নশালিনী, দিব্যরূপ-সুসম্পন্না, সগুণা, সুলক্ষণা ও দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা। ইনি গিরিরাজের বা মহোদধির কন্যা, কিংবা ব্রহ্মার পত্নী স্বাহা, অথবা মহাভাগা ইন্দ্রাণী বা রোহিণী? কে ইনি জানি না। পরন্তু ঈদৃশ রূপসম্পত্তি যুবতিগণের প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। হে তাত! আমি যেরূপ রূপসম্ভার ও গুণশীল তাহাতে দেখিয়াছি, যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অন্যান্য দিব্য নারীগণের কি অপ্সরোগণেরও তাদৃশ রূপসম্পৎ কখনও হইতে পারে না। ঐ শিলাসমাসীনা কন্যা দুঃখান্বিতা হইয়া একাকিনী সুস্বরে রোদন করিতেছে এবং মুক্তাফলনিভ বহু অশ্রু মোচন করিতেছে। হে মহামতে! ঐ সকল নির্ম্মল অশ্রু তত্রত্য সরোবরে পতিত হইতেছে। মৌক্তিকনিভ অশ্রুবিন্দু সকল মহাজলে পতিত হওয়ায় তৎসমস্ত হইতে হৃদ্য নিরবদ্য সুগন্ধি পদ্ম সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হে মহামতে! নেত্রাশ্রু হইতে সমুদ্ভূত এইরূপ অসংখ্য পদ্মরাজি সেই গঙ্গাজলে ভাসিতেছে। হংসবৃন্দ-সুসেবিত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে সেই অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া পদ্মাকারে শোভা পাইতেছে। সেই স্থান হইতেই গঙ্গাপ্রবাহ নির্গত হইয়া কৈলাসশিখরে রত্নকন্দরে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথায় যোজনদ্বয়বিস্তৃত, স্থান জলপূর্ণ

হংসবৃন্দসমাকীর্ণো জলপক্ষিসমাকুলঃ ॥ ৪৩
নানাবর্ণবিশেষাণি সন্তি পদ্মানি তত্র চ।
প্রবাহে নির্ম্মলে তাত মুনিবৃন্দনিষেবিতে ॥ ৪৪
অশ্রুভ্যো যানি জাতানি প্রভাতে কমলানি তু
গঙ্গোপদকপ্লুতান্যেব সৌরভাণি মহান্তি চ ॥৪৫
প্রতরন্তি প্রবাহে তু নির্ম্মলে জলপূরিতে।
মধ্যে মধ্যে শুভহংসৈশ্চ জলপক্ষিনিনাদিতে (১)॥
রত্নাখ্যে তু গিরৌ তস্মিন্ রত্নেশ্বরমহেশ্বরঃ।
দেবদৈত্যসুপূজ্যোঽপি তিষ্ঠতে তাত সর্ব্বদা ॥
তত্র দৃষ্টো ময়া তাত কশ্চিৎ পুণ্যময়ো মুনিঃ।
জটাভারসমাক্রান্তো নির্ব্বাসা দণ্ডধারকঃ ॥ ৪৮
নিরাধারো নিরাহারস্তপসাতীব দুর্ব্বলঃ।
কৃশাঙ্গোঽপ্যস্থিসঙ্ঘাতস্ত্বচা মাত্রেণ বেষ্টিতঃ ॥ ৪৯
ভস্মোদ্ধূলিতমাত্রাণি সর্ব্বাঙ্গানি মহাত্মনঃ।
শুষ্কপর্ণানি ভক্ষেত শীর্ণানি পতিতানি চ ॥ ৫০
শিবভক্তিসমাসীনো দুরাধারো মহাতপাঃ।
অশ্রুভ্যো যানি জাতানি পদ্মানি সুরভীণি চ ॥
গঙ্গাতোয়াৎ সমানীয় দেবদেবং প্রপূজয়েৎ।
রত্নেশ্বরং মহাভাগা গীতনৃত্যবিশারদঃ ॥ ৫২
গায়তে নৃত্যতে তস্য দ্বারস্থস্ত্রিপুরদ্বিষঃ।
মঠমাগত্য ধর্ম্মাত্মা রোদতে সুস্বরৈরপি ॥ ৫৩
এতদ্দৃষ্টং ময়া তাত অপূর্ব্বং বদতাং বর।
কথয়স্ব প্রসাদান্মে যদি ত্বং বেৎসি কারণম্ ॥৫৪
সা কা নারী মহাভাগা কস্মাত্তাত প্ররোদিতি।
কস্মাৎ স দেবপুরুষো দেবমর্চ্চেন্মহেশ্বরম্ ॥ ৫৫
তন্মে ত্বং বিস্তরাদ্ ব্রূহি সর্ব্বসন্দেহকারণম্।
এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ কুণ্ডলোঽপি সুতেন হি।
কপিঞ্জলেন প্রোবাচ বিস্তরাচ্ছ্রুতো মুনেঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
শুক্রতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

হইয়া রহিয়াছে। উহা হংসকুলে সমাকীর্ণ এবং নানা জলপক্ষিকুলে আকুলিত। সেই মুনিবৃন্দসেবিত নির্ম্মল প্রবাহে নানা বর্ণবিশিষ্ট পদ্মসমূহ বিরাজিত। অশ্রুবিন্দুরাশি হইতে যে সকল কমল উৎপন্ন, তাহারা প্রভাতে গঙ্গোদকে আপ্লুত হইয়া নির্ম্মল জলপূরিত হংস ও অন্যান্য জলপক্ষিনাদিত সেই প্রবাহে মহাসৌরভ বিতরণ করে। ৩১—৪৬। সেই রত্নাখ্য পর্ব্বতে দেবদৈত্যপূজ্য রত্নেশ্বর মহেশ্বর সর্ব্বদা অবস্থান করেন। হে তাত! আমি সে স্থানে এক মুনি সন্দর্শন করিয়াছি, ঐ মুনি জটাভারাক্রান্ত, দণ্ড ও কৌপীনসম্পন্ন, নিরাধার, নিরাহার, অত্যন্ত তপঃক্ষীণদেহ, এবং মাত্র ত্বক্‌বেষ্টিত অস্থিপুঞ্জময়। ঐ মহাত্মার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত। তিনি পতিত শীর্ণ শুষ্ক পত্র সকল ভক্ষণ করেন। তিনি শিবভক্তিনিষ্ঠ, মহাতপস্বী! ঐ মুনি পূর্ব্বোক্ত অশ্রুবিন্দুজাত সুরভি পদ্ম সকল গঙ্গাজল হইতে আনয়ন করিয়া দেবদেব রত্নেশ্বরের পূজা করেন। মহাভাগ মুনি গীতনৃত্যবিশারদ। তিনি ত্রিপুরহরের দ্বারস্থ হইয়া পূজান্তে নৃত্য-গীত করেন। পরে মঠে আসিয়া ঐ ধর্ম্মাত্মা সুস্বরে রোদন করিতে থাকেন। হে বক্তৃবর তাত! আমি এই অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়াছি। আপনি যদি ইহার কারণ অবগত থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। হে তাত! সেই মহাভাগা নারীমূর্ত্তি কে? কি জন্য রোদন করিতেছে? এবং সেই দেবপুরুষই বা কি জন্য সেই মহেশ্বরদেবের অর্চ্চনা করিতেছে? আমার এই সন্দেহকারণ আপনি বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিয়া অপনোদন করুন। মহাপ্রাজ্ঞ কুণ্ডল পুত্র কপিঞ্জল কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া চ্যবনের শ্রুতিগোচরে বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন। ৪৭—৫৭।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

---

(১) অতঃপরং "সূত উবাচ" ইতি পুস্তকান্তরেঽধিকঃ পাঠঃ।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।
সর্ব্বং বৎস প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়োক্তং মমাধুনা।
উভয়োর্দেবনং যত্তু যস্মাজ্জাতং দ্বিজোত্তম॥ ১
একদা তু মহাদেবী পার্ব্বতী প্রমদোত্তমা।
ক্রীড়মানা মহাত্মানমীশ্বরং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২
মমোরসি মহাদেব জাতং মহৎ সুদোহদম্‌।
দর্শয়স্ব মমাগ্রে ত্বং কাননং কাননোত্তমম্‌॥ ৩
শ্রীমহাদেব উবাচ।
এবমস্তু মহাদেবি নন্দনং দেবসঙ্কুলম্‌।
দর্শয়িষ্যামি তে পুণ্যং দ্বিজসিদ্ধনিষেবিতম্‌॥ ৪
এবমাভাষ্য তাং দেবীং তয়া সহ গণৈস্ততঃ।
স গন্তুমুৎসুকো দেবো নন্দনং বনমেব তু॥ ৫
সর্ব্বগং সুন্দরং দিব্যপৃষ্ঠমাভরণৈর্যুতম্‌।
ঘণ্টামালাভিসংযুক্তং কিঙ্কিণীজালমালিনম্‌॥ ৬
চামরৈঃ পট্টসূত্রৈশ্চ মুক্তামালাসুশোভিতম্‌।
হংসচন্দ্রপ্রতীকাশং বৃষভং চারুলক্ষণম্‌॥ ৭
সমারূঢ়ো মহাদেবো গণকোটিসমাবৃতঃ।
নন্দিভৃঙ্গি-মহাকাল-স্কন্দচণ্ড-মনোহরাঃ॥ ৮
বীরভদ্রো গণেশশ্চ পুষ্পদন্তো মণীশ্বরঃ।
অতিবলঃ সুবলো নাম মেঘনাদো ঘটাবহঃ॥ ৯
ঘণ্টাকর্ণশ্চ কালিন্দঃ পুলিন্দো বীরবাহুকঃ।
কেশরী কিঙ্করো নাম চণ্ডহাসঃ প্রজাপতিঃ॥ ১০
এতে চান্যে চ বহবঃ সনকাদ্যাস্তপোবলাঃ।
গণৈশ্চ কোটিসংখ্যাতৈঃ স শিবঃ পরিবারিতঃ॥
নন্দনং বনমেবাপি সেবিতং দেবকিন্নরৈঃ।
প্রবিবেশ মহাদেবো গণৈর্দেব্যা সমন্বিতঃ॥ ১২
দর্শয়ামাস দেবেশো গিরিজায়ৈ সুশোভনম্‌।
নানাপাদপসম্পন্নং বহুপুণ্যসমাকুলম্‌॥ ১৩
দিব্যারম্ভাবনাকীর্ণং পুষ্পবদ্ভিস্তু চম্পকৈঃ।
মল্লিকাভিঃ সুপুষ্পাভির্মালতীজালসঙ্কুলম্‌॥ ১৪
নিত্যং পুষ্পিতশাখাভিঃ পাটলানাং বনোত্তমৈঃ
রাজমানং মহাবৃক্ষৈশ্চন্দনৈশ্চারুগন্ধিভিঃ॥ ১৫
দেবদারুবনৈর্জুষ্টং তুঙ্গবৃক্ষৈঃ সমাকুলম্‌!
সরলৈর্নারিকেলৈশ্চ তদ্বৎ পূগীফলদ্রুমৈঃ॥ ১৬

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—বৎস! পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা অধুনা আমাকে বলিলে,আমি সেই হরপার্ব্বতীর ক্রীড়া ও তাহার কারণ, সমস্তই তোমাকে বলিতেছি। একদা প্রমদোত্তমা মহাদেবী পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতে করিতে মহাত্মা ঈশ্বরকে বলিলেন,—হে মহাদেব। আমার হৃদয়ে এই মহৎ সুদোহদ (সাধ) উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনি সত্বর আমায় সেই কাননোত্তম নন্দন বন প্রদর্শন করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে মহাদেবি! তাহাই হউক, আমি শীঘ্রই তোমাকে সেই দ্বিজসিদ্ধ-নিসেবিত দেবসঙ্কুল পুণ্য নন্দনবন দর্শন করাইতেছি। মহাদেব দেবীকে এই কথা কহিয়া তাঁহার সহিত নন্দনবনগমনে সমুৎসুক হইলেন। তাঁহার সহিত কোটি কোটী প্রমথ প্রয়াণ করিল। ১—৫। মহাদেব হংসচন্দ্র-প্রতিম শুভ্র সুন্দর সুলক্ষণ বৃষভে আরোহণ করিলেন। বৃষভটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, আভরণযুক্ত, দিব্যপৃষ্ঠ, ঘণ্টামালালঙ্কৃত, কিঙ্কিণীজালমালিত এবং চামর, পট্টসূত্র ও মুক্তামালায় শোভিত। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, স্কন্দ, চণ্ড, বীরভদ্র, গণেশ, পুষ্পদন্ত, মণীশ্বর, অতিবল, সুবল, মেঘনাদ, ঘটাবহ; ঘণ্টাকর্ণ, কালিন্দ, পুলিন্দ, বীরবাহু, কেশরী, কিঙ্কর, চণ্ডহাস ও প্রজাপতি, ইত্যাদি এবং অন্যান্য বহুকোটী গণে পরিবারিত হইয়া মহাদেবী সহ মহাদেব দেব-কিন্নরসেবিত নন্দনবনে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব সহ সনকাদি তপোধনগণও সে স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দেব গিরিশ গিরিনন্দিনীকে সুশোভন নন্দনবন দেখা-ইলেন। ঐ বন নানা পাদপযুক্ত, বহু পুষ্প-পূর্ণ, দিব্য রম্ভাবনাকীর্ণ, সুপুষ্পিত চম্পক মল্লিকা ও মালতীজালে সমাকুলিত; নিত্য পুষ্পিত সুন্দর পাটলবন চারুগন্ধি চন্দন অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে পরিশোভিত; দেব-দারুবন, তুঙ্গ বৃক্ষ সরল, নারিকেল, পূগীফল,

খর্জ্জূরপনসৈর্দ্দিব্যৈঃ ফলভারাবনামিতৈঃ।
পরিমলোদ্গারসংযুক্তৈর্শুকরুকসমাকুলম্॥ ১৭
অগ্নিতেজঃসমাভাসৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুশোভিতম্।
রাজবৃক্ষৈঃ কদম্বৈশ্চ পুষ্পশোভাম্বিতং সদা॥ ১৮
জম্বুনিম্বফলাবৃক্ষৈর্মাতুলিঙ্গৈঃ সমাকুলম্।
নারঙ্গৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ প্রিয়ালৈঃ শালতিন্দুকৈঃ॥
উড়ুম্বরৈঃ কপিত্থৈশ্চ জম্বুপাদপশোভিতম্।
লকুচৈঃ পুষ্পসৌগন্ধৈঃ স্ফুটনালৈঃ সমাকুলম্॥
চূতৈশ্চ ফলরাজাদ্যৈর্নীলৈশ্চৈব ঘনোপমৈঃ।
নীলৈঃ শালবনৈর্দ্দিব্যৈর্জ্জনানাস্তু বনৈস্ততঃ॥
তমালৈস্তু বিশালৈশ্চ সেবিতং তপনোপমৈঃ।
শোভিতং নন্দনং পুণ্যং শিবেন পরিদর্শিতম্॥
শোভিতঞ্চ দ্রুমৈশ্চান্যৈঃ সর্বৈর্নীলবনোপমৈঃ।
সর্ব্বকামফলোপেতৈঃ কল্যাণফলদায়কৈঃ॥ ২৩
কল্পদ্রুমৈর্মহাপুণ্যৈঃ শোভিতং নন্দনং বনম্।
নানাপক্ষিনিনাদৈশ্চ সঙ্কুলং মধুরস্বরৈঃ॥ ২৪
কোকিলানাং রুতৈঃ পুণ্যৈরুদ্ঘুষ্টংমধুকারিভিঃ
মকরন্দবিলুব্ধানাং পক্ষিণাং রুতনাদিতম্॥ ২৫
নানাবৃক্ষৈঃ সমাকীর্ণং নানামৃগগণাযুতম্।
বৃক্ষেভ্যো বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ সৌগন্ধৈঃ
পতিতৈর্ভুবি॥ ২৬

ফলভারাবনত দিব্য খর্জ্জূর ও পনসপাদপে পরিবৃত; পরিমলোদ্গারী অগ্নিসমানপ্রভ সপ্তপর্ণ, রাজবৃক্ষ, কদম্ব, জম্বু, নিম্ব, মাতুলিঙ্গ, নারঙ্গ, সিন্ধুবার, পিয়াল, শাল, তিন্দুক, উড়ুম্বর, কপিত্থ লকুচ, পুষ্পসৌগন্ধশালী স্ফুটনাল চূত, ঘনোপম নীল রাজাদন, শালবন, দিব্য তালবন এবং বিশাল তমালবনে পরিশোভিত। এ হেন পুণ্য সুন্দর নন্দনবন শিব, শিবাকে প্রদর্শন করাইলেন। ঐ বন অন্যান্য আরও নানা দ্রুমে এবং সর্ব্বকামফলান্বিত কল্যাণফলপ্রদ মহাপুণ্যজনক কল্পদ্রুমসমূহে শোভিত। তথায় নানা পক্ষী মধুরস্বরে গান করিতেছে। ৬—২৪। কোকিলকুলের স্নিগ্ধরবে উহা মুখরিত এবং মকরন্দলুব্ধ বিহঙ্গকুলের রবে নিনাদিত। সেথায় নানা তরু বিরাজিত এবং নানা মৃগ বিচরণশীল।

সা চ ভূ রাজতে পুত্র পূজিতেব সুগন্ধিভিঃ।
তত্র বাপ্যো মহাপুণ্যাঃ পদ্মসৌগন্ধনির্ম্মলাঃ॥
তোয়ৈস্তাঃ পূরিতাঃ পুত্র হংসকারণ্ডসেবিতাঃ।
তড়াগৈঃ সাগরপ্রখ্যৈস্তোয়সৌগন্ধপূজিতৈঃ॥
নন্দনং ভাতি সর্ব্বত্র গণৈরপ্সরসাং মহৎ।
বিমানৈঃ কলশৈঃ শুভ্রৈর্হেমদণ্ডৈঃ সুশোভনৈঃ॥
নন্দনো বনরাজস্তু প্রাসাদৈস্তু সুধান্বিতৈঃ।
যত্র তত্র প্রভাত্যেব কিন্নরাণাং মহাগণৈঃ॥ ৩০
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সুরূপাভির্দ্বিজোত্তম।
দেবকানাং বিনোদৈশ্চ মুনিবৃন্দৈঃ সুযোগিভিঃ
সর্ব্বত্র শুশুভে পুণ্যং সংস্থানং নন্দনস্য চ॥ ৩২
এবং সমালোক্য মহানুভাবো
ভবঃ সুদেব্যা সহিতো মহাত্মা।
শ্রীনন্দনং পুণ্যবতাং নিবাসং
সুখাকরং শান্তিগুণোপপন্নম্॥ ৩৩
আদিত্যতেজঃসমতেজসাং গণৈঃ
প্রভাতি বৈ রশ্মিভির্জাতরূপঃ।
পুষ্পৈঃ ফলৈঃ কামগুণোপপন্নঃ
কল্পদ্রুমো নন্দনকাননেঽপি॥ ৩৪

বৃক্ষসমূহ হইতে বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প পতিত হওয়ায় নন্দনভূমি যেন পূজিত হইয়াই অবস্থিত। তথায় পদ্মসৌগন্ধ নির্ম্মল মহাপুণ্য তোয়পূর্ণ হংস কারণ্ডবাকীর্ণ বাপী সকল বিরাজমান। সেখানে সাগরপ্রতিম বহু তড়াগ বিদ্যমান। উহারা স্বীয় জলসৌগন্ধে উপাদেয়। সুবিস্তৃত নন্দনবনের সর্ব্বত্র অপ্সরোগণ প্রতিভাত। শুভ্র বিমান, কলস ও সুশোভন হেমদণ্ডযুত, সুধাধবলিত, প্রাসাদসমূহে বনরাজ নন্দন সমুদ্ভাসিত। ইহার যত্র তত্র কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সুন্দরী অপ্সরা, দেবলীলা, মুনিবৃন্দ ও প্রধান প্রধান যোগিগণ বিরাজমান। এই সমুদয় দ্বারা নন্দনবনের সমস্ত পুণ্য স্থান সুশোভিত। দেবীর সহিত মহাত্মা মহানুভব ভব এ হেন পুণ্যাত্মাদিগের নিবাসভূমি, সুখাবহ, শান্তিগুণোপপন্ন শ্রীনন্দনবন এবং তত্রস্থিত আদিত্য-তুল্য তেজঃপুঞ্জে প্রতিভাতমূর্ত্তি পুষ্পফলযুক্ত কাম-

এবংবিধং পাদপরাজমেব
সংবীক্ষ্য দেবী চ শিবং বভাষে।
অস্যাভিধানং কথযস্ব নাথ
সর্ব্বস্য পুণ্যস্য নগস্য পুণ্যম্ ॥ ৩৫
তেজস্বিনাং স্বর্য্যসমঃ সমস্তাৎ
স দেবদেবীঞ্চ শিবো বভাষে ॥৩৬
শিব উবাচ।
অস্য প্রতিষ্ঠা মহতী শুভাখ্যা।
দেবেষু মুখ্যো মধুসূদনশ্চ।
নদীষু মুখ্যা সুরনিম্নগাপি
বিসৃষ্টিকর্ত্তাপি যথৈব ধাতা।
সুধাবহানাং চ যথা সুচন্দ্রো
ভূতেষু মুখ্যা চ যথৈব পৃথ্বী ॥ ৩৭
নগেন্দ্ররাজোঽপি যথা নগানাং
জলাশযেষেব যথা সমুদ্রঃ।
মহৌষধীনামিব দেবি চান্নং
মহীধরাণাং হিমবান্ যথৈব ॥ ৩৮
বিদ্যাসু মধ্যে চ যথাত্মবিদ্যা
লোকেষু সর্ব্বেষু যথা নরেন্দ্রঃ।
তথৈব মুখ্যস্তরুরাজ এষ
সর্ব্বাতিথির্দ্দেবপতেঃ প্রিযোঽহযম্ ॥ ৩৯
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
শৃণান্নু শম্ভো মম কীর্ত্তযস্ব
বৃক্ষাধিপস্যাস্য গুণান্ সুপুণ্যান্।
আকর্ণ্য দেবো বচনং বভাষে
দেব্যাস্তু সর্ব্বং সুতরোঽতি তস্য। ৪০
যং যং কাময়ন্তি সুপুণ্যদেবা
দেবোপমা দেববরাশ্চ কান্তে।
তং তং হি তেভ্যঃ প্রদদাতি বৃক্ষঃ
কল্পদ্রুমো নাম বরিষ্ঠ এষঃ ॥ ৪১
অস্মাচ্চ সর্ব্বে প্রভবন্তি পুণ্যা
সুদুষ্প্রাপ্যমত্রৈব তপোঽধিকাস্তে।
জীবাধিকং রত্নময়ং সুদিব্যং
দেবাস্তু ভুঞ্জন্তি মহাপ্রধানাঃ ॥ ৪২
শুশ্রাব দেবী বচনং শিবস্য
আশ্চর্য্যভূতং মনসা বিচিন্ত্য।
তস্যানুমত্যা পরিকল্পিতঞ্চ
স্ত্রীরত্নমেকং সুগুণং সুরূপম্ ॥ ৪৩
সর্ব্বাঙ্গরূপাং সগুণাং স্বরূপাং
তস্মাৎ সুবৃক্ষাদ্ গিরিজা প্রলেভে ॥
বিশ্বস্য মোহায় যথে পবিষ্টা
সাহায্যরূপা মকরধ্বজস্য ॥ ৪৪

গুণোপপন্ন কল্পদ্রুম অবলোকন করিলেন। দেবী ঈদৃশ পাদপরাজ দর্শন করিয়া শিবকে বলিলেন,—হে নাথ! এই পুণ্য বৃক্ষের পুণ্য নাম কীর্ত্তন করুন। তেজস্বিবর শিব তখন মহাদেবীকে বলিলেন,—এই বৃক্ষের শুভাখ্যা মহতী প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান। যেমন দেবগণ মধ্যে মধুসূদন, নদীসমূহ মধ্যে গঙ্গা, সৃষ্টিকর্ত্তৃমধ্যে বিধাতা, সুধাবহদিগের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র, ভূতসমূহ মধ্যে পৃথ্বী, নগগণ মধ্যে নগেন্দ্ররাজ, জলাশয়সমূহ মধ্যে সমুদ্র, মহৌষধিদিগের মধ্যে অন্ন, মহীধরসমূহে হিমবান্, বিদ্যাসমূহে আত্মবিদ্যা এবং লোকসমূহ মধ্যে যেমন নরেন্দ্র সর্ব্বপ্রধান, তেমনি সর্ব্বতরু মধ্যে এই সর্ব্বাতিথি দেবাধিপপ্রিয় তরুরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে শম্ভো! এই বৃক্ষাধিপতির শুভ সুপুণ্য গুণসমূহ কীর্ত্তন করুন। দেবদেব দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সুরতরু সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে কান্তে! পুণ্যাত্মা দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং দেবতুল্য ব্যক্তিগণ এই তরুর নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, এই তরু তাঁহাদিগকে সেই সেই প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। ইহার নাম কল্পদ্রুম; এ দ্রুম সর্ব্ববরিষ্ঠ। ইহা হইতেই পুণ্য সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং শ্রেষ্ঠ তপস্বিগণ ইহারই নিকট দুর্লভ বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। দেবপ্রধানগণ এই সুদিব্য রত্নময় বৃক্ষকে জীবন অপেক্ষাও অধিক প্রিয়জ্ঞানে ভোগ করিয়া থাকেন। দেবী শম্ভুর মুখে আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করত পরে শম্ভুরই অনুমতিক্রমে এক রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রীরত্ন কল্পনা করিলেন। কল্পনামাত্র গিরিপুত্রী, সেই শ্রেষ্ঠ

ক্রীড়ানিধানং সুখসিদ্ধিরূপং
সর্ব্বোপপন্না কমলায়তাক্ষী ।
পদ্মাননা পদ্মকরা সুপদ্মা
চামীকরস্যাপি যথা সুমূর্ত্তিঃ ॥ ৪৫
প্রভাসু তদ্বদ্ বিমলা সুতেজা
লীলা সুতেজাশ্চ সুকুঞ্চিতান্তে ।
প্রলম্বকেশাঃ পরিসূক্ষ্মবদ্ধাঃ
পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈঃ পরিলেপিতাশ্চ ॥ ৪৬
প্রবদ্ধকুন্তা দৃঢ়কেশবন্ধৈ-
র্ব্বিভাতি সা রূপবরেণ বালা ।
সীমন্তমার্গে চ মুক্তাফলানাং
মালা বিভাত্যেব যথা তরুণাম্ ॥ ৪৭
সীমন্তমূলে তিলকং সুদেব্যা
যথোদিতো দৈত্যগুরুঃ সতেজাঃ ।
ভালেষু পদ্মে মৃগনাভিপদ্ম-
সমুত্থতেজঃপ্রকরৈর্ব্বিভাতি ॥ ৪৮
সীমন্তমূলে তিলকস্য তেজঃ
প্রকাশয়েদ্রূপশ্রিয়ং সুলোকে ।
কেশেষু মুক্তাফলকে চ ভালে
তস্যাঃ সুশোভাং বিকরোতি নিত্যম্ ॥

যথা সুচন্দ্রঃ পরিভাতি ভাসা
সা রম্যচেষ্টেব বিভাতি তদ্বৎ ।
সম্পূর্ণচন্দ্রোঽপি যথা বিভাতি
জ্যোৎস্নাবিতানেন হিমাংশুজালৈঃ ॥ ৫০
তস্যাস্তু বক্ত্রং পরিভাতি তদ্ব-
চ্ছোভাকরং বিশ্ববিশারদঞ্চ ।
হিমাংশুরেবাপি কলঙ্কযুক্তঃ
সংক্ষীয়তে নিত্যকলাবিহীনঃ ॥ ৫১
সম্পূর্ণমস্ত্যেব সদৈব হৃষ্টং
তস্যাস্তু বক্ত্রং পরিনিষ্কলঙ্কম্ ।
গন্ধং বিকাশং কমলে স্বকীয়ং
ততঃ সমালোক্য সুখং ন লেভে ॥ ৫২
পদ্মাননা সর্ব্বগুণোপপন্না
মদীয়ভাবৈঃ পরিনির্ম্মিতেয়ম্ ।
গন্ধং স্বকীয়ন্তু বিপশ্য পদ্মং
তস্যা মুখাদ্বাতি জগৎ সমীরঃ ॥ ৫৩
লজ্জাভিযুক্তং সহসা বভূব
জলং সমাশ্রিত্য সদৈব তিষ্ঠতি ।
কান্তিমতিনিয়তবুদ্ধ্যা সুধিয়ো বদন্তি
সুমদননৃপতেঃ কোশং সমুদ্রকলাভিঃ ॥ ৫৪

বৃক্ষ হইতে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপগুণশালিনী কন্যা লাভ করিলেন! ঐ কন্যা যেন বিশ্ব-বিমোহনার্থ কামের সাহায্যকারিণীরূপেই অবস্থিত হইল। সে কন্যা ক্রীড়ানিলয় ; সর্ব্বসুখ-সিদ্ধিস্বরূপ, সর্ব্বগুণোপপন্ন, কমলায়তাক্ষী, পদ্মাননা,পদ্মহস্তা,পদ্মা,সুবর্ণ অপেক্ষাও সুমূর্ত্তি, প্রভাময়ী, বিমলা, সুতেজা ও লীলাবিলাসিনী। সেই কন্যার কুঞ্চিতমূর্ত্তি বিলম্বিত কেশকলাপ অতি নিপুণতার সহিত নিবদ্ধ। তাহাতে সুগন্ধ পুষ্পপুঞ্জ সুবিন্যস্ত। ২৫—৪৭। প্রবদ্ধকুন্তা বালা দৃঢ় কেশবন্ধনে পরম শোভায় সুশোভিত। তাহার সীমন্তপথে মুক্তাফলের মালা যেন তরুশীর্ষোপরিস্থিত পুষ্পমালা, সে দেবীর সীমন্তমূলের তিলক সমুদিত শুক্র-তারার ন্যায় বিভাত, তদীয় ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থ মৃগনাভি তিলকের সমুত্থিত তেজঃপুঞ্জ সীমন্ত মূলস্থ তিলকের তেজ আরও প্রকাশিত করিতেছে। কেশপাশের মুক্তাফলজাল তাহার ললাট-ফলকে নিত্য শোভা বিস্তার করিতেছে। চন্দ্র যেমন স্বীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল, সেই বালা তেমনি রম্য ভূষায় বিদ্যোতিতা। পূর্ণচন্দ্র যেমন জ্যোৎস্না-বিতানে বিভাত, বিশ্ববিসর্পিণী শোভাচ্ছটায় তদীয় বদনও তেমনি প্রতিভাত। হিমাংশু কলঙ্কযুক্ত এবং কলাহীন হইয়া নিত্য সংক্ষীয়মাণ; কিন্তু সেই বালার বদন সদা সম্পূর্ণ হৃষ্ট এবং নিত্য নিষ্কলঙ্ক। কমল দেখিল—স্বীয় গন্ধ, স্বীয় বিকাশ সমস্তই তাহার মুখে বিদ্যমান ; সে পদ্মাননা, সর্ব্বগুণোপপন্না এবং আমারই ভাবে পরিনির্ম্মিতা, তাহার মুখে আমার গন্ধ অবস্থিত এবং তাহার মুখ হইতেই সুগন্ধ সমীর প্রবাহিত, ইহা দেখিয়াই বুঝি পদ্ম লজ্জান্বিত হইয়া জলাশ্রয়ে অবস্থিত। সুধীগণ তদীয় আকার দর্শনে তাহাকে মদন নৃপতির কোশা-

সুবরদশনরত্নৈর্হাস্যলীলাভিযুক্তা
অরুণ অধরবিম্বং শোভমানস্ত আস্যঃ ॥৫৫
সুভ্রুঃ সুনাসিকা তস্যাঃ সুকর্ণৌ রত্নভূষিতৌ
হেমকান্তিসমোপেতৌ কপোলৌ দীপ্তিসংযুতৌ
রেখাত্রয়ং প্রশোভেত গ্রীবায়াং পরিসংস্থিতম্
সৌভাগ্যশীলশৃঙ্গারৈস্তিস্রো রেখা ইহৈব হি ॥
সুস্তনৌ কঠিনৌ পীনৌ বর্ত্তুলাকারসন্নিভৌ ॥
তস্যাঃ কন্দর্পকলশাবভিষেকায় কল্পিতৌ ॥ ৫৮
অংসাবতীব শোভেতে সুসমৌ মানসান্বিতৌ।
সুভুজৌ বর্ত্তুলৌ শ্লক্ষ্ণৌ সুবর্ণৌ লক্ষণান্বিতৌ
সুসমৌ করপদ্মৌ তু পদ্মবর্ণৌ সুশীতলৌ।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নৌ পদ্মস্বস্তিকসংযুতৌ ॥ ৬০
সরলাঃ পদ্মসংযুক্তা অঙ্গুল্যস্ত নখান্বিতাঃ।
নখানি চ সুতীক্ষ্ণানি জলবিন্দুনিভানি চ ॥ ৬১
পদ্মগর্ভপ্রতীকাশো বর্ণস্তদঙ্গসম্ভবঃ।
পদ্মগন্ধা চ সর্ব্বাঙ্গে পদ্মেব ভাতি ভামিনী ॥ ৬২
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নগকন্যা সুশোভনা।
রক্তোৎপলনিভৌ পাদৌ সুশ্লক্ষ্ণৌ চাতি-
শোভনৌ ॥ ৬৩
রত্নজ্যোতিঃসমাকারা নখাঃ পাদাগ্রসম্ভবাঃ।
যথোদ্দিষ্টঞ্চ শাস্ত্রেষু তথা চাঙ্গেষু দৃশ্যতে ॥ ৬৪
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যা হারকঙ্কণনূপুরা।
মেখলাকটিসূত্রেণ কাঞ্চীনাদেন রাজতে ॥ ৬৫
নীলেন পট্টবস্ত্রেণ পরাং শোভাং গতা শুভা।
কঞ্চুকেনাপি দিব্যেন সুরক্তেন গুণান্বিতা ॥ ৬৬
পার্ব্বতীকল্পিতাদ্ভাবাদ্ গুণং প্রাপ্তা মহোদয়ম্।
কল্পদ্রুমান্মুদং লেভে শঙ্করং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৭
যথোক্তং তু ত্বয়া দেব তথা দৃষ্টো ময়া ক্রমঃ।
যাদৃশং কল্প্যতে ভাবস্তাদৃশং পরিদৃশ্যতে ॥ ৬৮
সূত উবাচ।
অথ সা চারুসর্ব্বাঙ্গী তয়োঃ পার্শ্বং সমেত্য চ।
পাদাম্বুজং ননামাথ সা ভক্ত্যা ভবয়োস্তদা ॥
উবাচ বচনং স্নিগ্ধং হৃদ্যং হারি চ সা তদা।
কস্মাৎ সৃষ্টা ত্বয়া নাথ মাতর্বদস্ব কারণম্ ॥ ৭০

গার বলিয়াই বর্ণন করেন। সে বালা সুন্দর দশনরত্ন ও হাস্যলীলায় অন্বিত, তাহার বদন অরুণ অধরবিম্বে শোভমান। সে বালা সুভ্রূ ও সুনাসিকা; তদীয় সুন্দর কর্ণযুগল রত্ন-মণ্ডিত; কপোলদ্বয় হেমকান্তি ও দীপ্তিযুত; তাহার গ্রীবার রেখাত্রয় পরিস্ফুট; উহা যেন সাক্ষাৎ সৌভাগ্যশীল ও শৃঙ্গার বিরাজমান। ৪৮—৫৭। তাহার স্তনযুগল কঠিন, পীন, বর্ত্তুলাকার। তদ্দর্শনে মনে হয় যেন কন্দর্পের কলশযুগলই অভিষেকার্থ কল্পিত। অংসদ্বয় সুসমান ও মাংসলরূপে একান্তই সুশোভিত! তদীয় সুন্দর ভুজদ্বয় বর্ত্তুল, শ্লক্ষ্ণ, সুবর্ণ, সুলক্ষণান্বিত, করপদ্মযুগ্ম সুসম, পদ্মবর্ণ, সুশী-তল, দিব্যলক্ষণ এবং পদ্মস্বস্তিকযুত; নখান্বিত সরল অঙ্গুলীদল পদ্মকোরকনিভ; সুতীক্ষ্ণ নখরনিকর জলবিন্দুনিভ; তদীয় দেহবর্ণ পদ্মগর্ভপ্রতীকাশ; সে বালা সর্ব্বাঙ্গে পদ্ম-গন্ধা, পদ্মার ন্যায় সুশোভিতা, সর্ব্বলক্ষণযুত', সুশোভনা; তাঁহার পাদযুগ্ম রক্তোৎপলনিভ, সুশ্লক্ষ্ণ ও অতিশোভন; পাদাগ্রজাত নখর-নিকর রত্নপ্রভাকার; শাস্ত্রে যেরূপ সুলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নগকন্যার অঙ্গে সেইরূপই পরিদৃশ্যমান। নগকন্যা সর্ব্বাভরণশোভিতা, হারকঙ্কণ-নূপুরযুতা এবং মেখলা কটিসূত্র ও কাঞ্চীদামে বিরাজিতা। তাঁহার পরিধানের নীল পট্টবস্ত্র সুরক্ত, দিব্য কুঙ্কুম দ্বারা সে বালা অতীব শোভান্বিতা। পার্ব্বতীর কল্পিত ভাব হইতে এবং কল্পদ্রুম হইতে তাঁহার গুণ ও মহোদয় প্রাপ্তি হইয়াছে। এজন্য পার্ব্বতী প্রীত হইলেন এবং শঙ্করকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি কল্পদ্রুমের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি ইহাকে সেইরূপই দেখি-তেছি। যেরূপ ভাব কল্পিত হইয়াছিল, ইহাতে সেই ভাবই দৃশ্যমান হইতেছে। সূত বলিলেন,—অনন্তর সেই চারুগাত্রী হরপার্ব্বতীর সমীপে আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদা-ম্বুজদ্বন্দ্বে প্রণাম করিল এবং স্নিগ্ধহৃদ্য বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিল,—হে মাতঃ, হে নাথ! কি জন্য আমাকে সৃষ্টি করিলেন? ইহার

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বৃক্ষস্য কৌতুকাত্তাবাস্ময়া বৈ প্রত্যয়ঃ কৃতঃ ।
সদ্যঃ প্রাপ্তং ফলং ভদ্রে ভবতী রূপসম্পদা ।
অশোকসুন্দরী নাম্না লোকে খ্যাতিং প্রযাস্যসি
সর্বসৌভাগ্যসম্পন্না মম পুত্রী ন সংশয়ঃ ॥ ১২
সোমবংশেষু বিখ্যাতো যথা দেবঃ পুরন্দরঃ ।
নহুষো নাম রাজেন্দ্রস্তব নাথো ভবিষ্যতি ॥ ১৩
এবং দত্ত্বা বরং তস্যৈ জগাম গিরিজা গিরিম্ ।
কৈলাসং শঙ্করেণাপি মুদা পরময়া যুতা ॥ ১৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে দ্ব্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

কুঞ্জল উবাচ ।

অশোকসুন্দরী জাতা সর্বযোষিদ্বরা তদা ।
রেমে সুনন্দনে পুণ্যে সর্বকামগুণান্বিতে ॥ ১
সুরূপাভিঃ সুকন্যাভির্দেবানাং চারুহাসিনী ।
সর্বান্ ভোগান্ প্রভুঞ্জানা গীতনৃত্যবিচক্ষণা ॥ ২
বিপ্রচিত্তেঃ সুতো হুণ্ডো রৌদ্রস্তীব্রশ্চ সর্বদা ।
স্বেচ্ছাচারো মহাকামী নন্দনং প্রবিবেশ হ ॥ ৩
অশোকসুন্দরীং দৃষ্ট্বা সর্বালঙ্কারসংযুতাম্ ।
তস্যাস্তু দর্শনাদ্দৈত্যো বিদ্ধঃ কামস্য মার্গণৈঃ ॥ ৪
তামুবাচ মহাকায়ঃ কা ত্বং কস্যাসি বা শুভে ।
কস্মাত্ত্বং কারণাচ্চাত্র আগতাসি বনোত্তমম্ ॥ ৫

অশোকসুন্দর্য্যুবাচ ।

শিবস্যাপি সুপুণ্যস্য সুতাহং শৃণু সাম্প্রতম্ ।
স্বসাহং কার্ত্তিকেয়স্য জননী গোত্রজাপি মে ॥ ৬
বালভাবেন সম্প্রাপ্তা লীলয়া নন্দনং বনম্ ।
ভবান্ কো হি কিমর্থন্তু মামেবং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৭

হুণ্ড উবাচ ।

বিপ্রচিত্তেঃ সুতশ্চাহং গুণলক্ষণসংযুতঃ ।
হুণ্ডেতি নাম্না বিখ্যাতো বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ॥ ৮
দৈত্যানামপ্যহং শ্রেষ্ঠো মৎসমো নাস্তি রাক্ষসঃ
দেবেষু মর্ত্ত্যলোকেষু তপসা যশসা কুলে ॥ ৯

কারণ কি বলুন? দেবী বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি কৌতূহলবশতঃ কল্পবৃক্ষের প্রভাবে কৃতপ্রত্যয় হইয়াছি। তোমার রূপসম্পদে সদ্যই ফললাভ করিয়াছি। তুমি এই জগতে অশোক সুন্দরী নামে খ্যাতি লাভ করিবে। তুমি আমার সর্বসৌভাগ্যশালিনী পুত্রী সন্দেহ নাই। সোমবংশে পুরন্দরবৎ নহুষ নামে এক রাজেন্দ্র বিখ্যাত হইবেন। তিনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন। গিরিজা সেই কন্যাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া শঙ্করের সহিত পরম হর্ষে কৈলাসশৈলে প্রস্থান করিলেন। ৫৮—১৪।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল বলিল,—নৃত্যগীতবিচক্ষণা সর্ব-রমণী-শিরোমণি চারুহাসিনী অশোকসুন্দরী জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বকামগুণান্বিত পুণ্য নন্দন-বনে বিবিধ ভোগ্য উপভোগকরত সুরূপা দেবকন্যাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। একদা বিপ্রচিত্তিসুত তীব্রস্বভাব প্রচণ্ড হুণ্ড স্বেচ্ছাচার ও মহাকামী হইয়া নন্দনবনে প্রবেশ করিল এবং তথায় অশোক সুন্দরীকে সর্বালঙ্কারভূষিতাঙ্গী দেখিয়া কামশরে বিদ্ধ হইল;—বলিল—হে শুভে! কে তুমি, কাহার কন্যা? কি হেতু এখানে আগমন করিয়াছ? অশোকসুন্দরী বলিলেন,—শ্রবণ কর, আমি সুপুণ্যময় শিবের সুতা; কার্ত্তিকেয়ের স্বসা এবং জননী আমার গিরিজা। আমি লীলা-বশে বালভাবে নন্দনবনে উপস্থিত হইয়াছি। কে তুমি? কি জন্য আমায় ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? হুণ্ড কহিল—আমি বিপ্রচিত্তির পুত্র গুণবান্ এবং সুলক্ষণসম্পন্ন, আমার নাম হুণ্ড; আমি বলবীর্য্যমদগর্বিত এবং দৈত্য-সমূহের শ্রেষ্ঠ; কি দেবলোকে, কি মর্ত্ত্যলোকে, কি অন্য নাগাদিলোকে, তপস্যা, যশ বা ধন-

অন্যেষু নাগলোকেষু ধনভোগৈর্বরাননে।
দর্শনাত্তে বিশালাক্ষি হতঃ কন্দর্পমার্গণৈঃ॥ ১০
শরণং তে হ্যহং প্রাপ্তঃ প্রসাদসুমুখী ভব।
ভবস্ব বল্লভা ভার্য্যা মম প্রাণসমা প্রিয়া॥ ১১

অশোকসুন্দর্য্যুবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি সর্ব্বসম্বন্ধকারণম্।
ভবিতব্যা সুজাতস্য লোকে স্ত্রী পুরুষস্য হি॥১২
ভবিতব্যস্তথা ভর্ত্তা স্ত্রিয়া যঃ সদৃশো গুণৈঃ।
সংসারো লোকমার্গোঽয়ং শৃণু হুণ্ড যথাবিধি॥
অস্ত্যেব কারণং চাত্র যথা তে ন ভবাম্যহম্।
সুভার্য্যা দৈত্যরাজেন্দ্র শৃণুষ যত্নমানসঃ॥ ১৪
বৃক্ষরাজাদহং জাতা যদা কালে মহামতে।
শম্ভোর্ভাবং সুসংগৃহ্য পার্ব্বত্যা কল্পিতা হ্যহম্॥
দেবস্যানুমতে দেব্যা সৃষ্টো ভর্ত্তা মমৈব হি।
সোমবংশে মহাপ্রাজ্ঞঃ স ধর্ম্মাত্মা ভবিষ্যতি॥১৬
জিষ্ণুর্জিষ্ণুসমো বীর্য্যে তেজসা পাবকোপমঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ ত্যাগে বৈশ্রবণোপমঃ॥ ১৭
যজ্বা দানপতিঃ সোঽপি রূপেণ মন্মথোপমঃ।
নহুষো নাম ধর্ম্মাত্মা গুণশীলমহানিধিঃ॥ ১৮
দেব্যা দেবেন মে দত্তঃ খ্যাতো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি
তস্মাৎ সর্ব্বগুণোপেতং পুত্রমাপ্স্যামি সুন্দরম্॥
ইন্দ্রোপেন্দ্রসমং লোকে যযাতিং জনবল্লভম্।
লপ্স্যাম্যহং রণে ধীরং তস্মাচ্ছম্ভোঃ প্রসাদতঃ॥
অহং পতিব্রতা বীর পরভার্য্যা বিশেষতঃ।
অতস্ত্বং সর্ব্বথা হুণ্ড ত্যজ ভ্রান্তিমিতো ব্রজ॥
প্রহস্যৈব বচো ব্রূতে অশোকসুন্দরীং প্রতি॥

হুণ্ড উবাচ।

নৈব যুক্তং ত্বয়া প্রোক্তং দেব্যা দেবেন চৈব হি
নহুষো নাম ধর্ম্মাত্মা সোমবংশে ভবিষ্যতি॥২২
ভবতী বয়সা শ্রেষ্ঠা কনিষ্ঠো ন স যুজ্যতে॥ ২৩
কনিষ্ঠা স্ত্রী প্রশস্তা তু পুরুষো ন প্রশস্যতে।
কদা স পুরুষো ভদ্রে তব ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥২৪
তারুণ্যং যৌবনং চাপি নাশমেবং প্রয়াস্যতি।
যৌবনস্য বলেনাপি রূপবত্যঃ সদা স্ত্রিয়ঃ॥ ২৫

ভোগে কোনও রাক্ষসও আমার তুল্য নাই। হে বিশালনেত্রে! তোমার দর্শনমাত্রে আমি কামবাণে বিদ্ধ হইয়াছি। অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমার প্রতি প্রসাদ-সুমুখী হইয়া আমার প্রাণসমা প্রিয়া ভার্য্যা হও। ১—১১। অশোকসুন্দরী কহিল,—শ্রবণ কর, আমি সমস্ত কার্য্যাকারণ সম্বন্ধ বলিতেছি। সংসারে সৎকুলোৎপন্ন পুরুষের এবং স্ত্রীলোকেরও গুণানুরূপ ভর্ত্তা হওয়াই উচিত। ইহাই সংসারে যথাবিধি লোক-ব্যবহার। হে হুণ্ড! শ্রবণ কর, এ বিষয়ের কারণ বলিতেছি এবং যে কারণে আমি তোমার সুভার্য্যা হইতে পারিতেছি না, তাহাও বলি, হে দৈত্যরাজেন্দ্র! যত্নমনে শ্রবণ কর। হে মহামতে! আমি যৎকালে শম্ভুর ভাবগ্রহণান্তে পার্ব্বতী কর্ত্তৃক কল্পিতা হইয়া বৃক্ষরাজ হইতে জন্মগ্রহণ করি, তখনই দেবদেবের অনুমোদনক্রমে দেবী পার্ব্বতী আমার ভর্ত্তা নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন,—সোমবংশে নহুষ নামে এক ধর্ম্মাত্মা গুণশীলমহানিধি রাজা হইবেন। তিনি মহাপ্রাজ্ঞ, জিষ্ণু, বীর্য্যে বিষ্ণু-সম, তেজে পাবকপ্রতিম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসন্ধ, ত্যাগে বৈশ্রবণ তুল্য, যজ্বা, দানপতি, এবং রূপে মন্মথসদৃশ। হর পার্ব্বতী তাঁহাকেই আমার ভর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমার বিখ্যাত ভর্ত্তা হইবেন। আমি তাঁহা হইতে সর্ব্বগুণাঢ্য সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হইব। সেই পুত্র ইন্দ্রোপেন্দ্র-তুল্য, জনবল্লভ রণদক্ষ যযাতি, শম্ভুর প্রসাদে আমি তাঁহাকে পুত্র লাভ করিব। হে বীর হুণ্ড! আমি পতিব্রতা, পরভার্য্যা; সুতরাং সর্ব্বথা তুমি ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর, এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। হুণ্ড তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক অশোকসুন্দরীকে বলিল,—তুমি সঙ্গত বাক্য বল নাই এবং দেব ও দেবীও উপযুক্ত উক্তি করেন নাই। সোমবংশে নহুষ নামে ধর্ম্মাত্মা রাজা উৎপন্ন হইবেন। তুমি বয়োজ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠ ভর্ত্তা তোমার যোগ্য হইবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ ভার্য্যাই প্রশস্ত, ভর্ত্তা প্রশস্ত নহে। হে ভদ্রে! কবে কোন্ ভবিষ্যতে তোমার

পুরুষাণাং বলবত্বং প্রয়াস্তি বরবর্ণিনি ।
তারুণ্যং হি মহামূল্যং যুবতীনাং বরাননে ॥ ২৬
তস্যাধারেণ ভুঞ্জন্তি ভোগান্ কামান্মনোনুগান্
কদা সোঽভ্যেষ্যতে ভদ্রে আয়োঃ পুত্রঃ
শৃণুষ মে ॥ ২৭
যৌবনং বর্ত্ততেঽদ্যৈব বৃথা চৈব ভবিষ্যতি ।
গর্ভত্বঞ্চ শিশুত্বঞ্চ কৌমারঞ্চ নিশাময় ॥ ২৮
কদাসৌ যৌবনোপেতস্তব যোগ্যো ভবিষ্যতি
যৌবনস্য প্রভাবেন পিবস্ব মধুমাধবীম্ ।
ময়া সহ বিশালাক্ষি রমস্ব ত্বং সুখেন বৈ ॥ ২৯
হুণ্ডস্য বচনং শ্রুত্বা শিবস্য তনয়া পুনঃ ।
উবাচ দানবেন্দ্রং তং সাধ্বসেন সমাম্বিতা ॥৩০
অষ্টাবিংশতিকে প্রাপ্তে দ্বাপরাখ্যে যুগে তদা
শেষাবতারো ধর্ম্মাত্মা বসুদেবসুতো বলঃ ।
রেবতস্য সুতাং দিব্যাং ভার্য্যাং স চ করিষ্যতি
সাপি জাতা মহাভাগ কৃতাখ্যে হি যুগোত্তমে ।
যুগত্রয়প্রমাণেন সা হি জ্যেষ্ঠা বলাদপি ॥ ৩৩
বলস্য সা প্রিয়া জাতা রেবতী প্রাণসম্মিতা ।
ভবিষ্যদ্বাপরে প্রাপ্ত ইহ সা তু ভবিষ্যতি ॥৩৪
মায়াবতী পুরা জাতা গন্ধর্ব্বতনয়া বরা ।
অপহৃত্য নিয়মৈব শম্বরো দানবোত্তমঃ ॥ ৩৫
তস্যা ভর্ত্তা সমাখ্যাতো মাধবস্য সুতো বলী ।
প্রদ্যুম্নো নাম বীরেশো যাদবেশ্বরনন্দনঃ ॥ ৩৬
তস্মিন্ যুগে ভবিষ্যে তু ভাবাং দৃষ্টং পুরাতনৈঃ
ব্যাসাদিভির্মহাভাগৈর্জ্ঞানবদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৭
এবং হি দৃশ্যতে দৈত্য বাক্যং দেব্যা
তদোদিতম্ ।
মাং প্রতি হি জগদ্ধাত্র্যা পুত্র্যা হিমবতস্তদা ॥৩৮
ত্বং তু লোভেন কামেন লুব্ধো বদসি দুষ্কৃতম্ ।
কিল্বিষেণ সমাজুষ্টং বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৯
যদ্যস্য দিষ্টমেবাস্তি শুভং বাপ্যশুভং দৃঢ়ম্ ।
পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ তত্তস্য পরিজায়তে ॥ ৪০
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদনে যৎ সুভাষিতম্ ।
নিঃসন্দেহং যদি সত্যং তদন্যথা নৈব জায়তে ॥৪১
মত্তাগ্যাদেবমাজ্ঞাতং নহুষস্যাপি তস্য চ ।

ভর্ত্তা হইবে, আর এদিকে তোমার যৌবন নষ্ট হইয়া যাইবে। স্ত্রীগণ যৌবনবলেই সর্ব্বদা রূপবতী এবং যৌবন-গুণেই পুরুষের প্রেয়সী। হে বরাননে! যুবতীগণের তারুণ্যই মহামূল্য; তারুণ্যাধারেই তাহারা মনোনুকূল কামভোগ সকল উপভোগ করে। হে ভদ্রে! শ্রবণ কর, কবে কোন্ ভবিষ্যতে সেই নহুষ রাজা আসিবেন, আর এ যৌবন তোমার এখন উপস্থিত! ইহা বৃথা হইবে। কবে নহুষের গর্ভত্ব, শিশুত্ব এবং কৌমার যাইবে, পরে কবে তিনি যৌবনশালী হইয়া তোমার যোগ্য ভর্ত্তা হইবেন। তুমি এক্ষণে যৌবনপ্রভাবে মধুমাধবী পান কর। হে বিশালাক্ষি! আমার সহিত তুমি সুখে রমণ করিতে থাক।২২—২৯। হুণ্ডের বাক্য শুনিয়া শিবনন্দিনী সভয়ে সেই দানবেন্দ্রকে বলিলেন,—দ্বাপরাখ্য অষ্টাবিংশতি যুগে শেষাবতার বসুদেবনন্দন ধর্ম্মাত্মা বলরাম সুশোভনা রেবতকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। হে মহাভাগ! কিন্তু সেই কন্যা উত্তম কৃতযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলদেব অপেক্ষা তিন যুগ পরিমাণ জ্যেষ্ঠ; তথাচ ভাবী দ্বাপরে সেই রেবতীই বলরামের প্রাণসমা প্রিয়া ভার্য্যা হইবেন। গন্ধর্ব্বতনয়া পরম সুন্দরী মায়াবতীকে পূর্ব্বে দানবশ্রেষ্ঠ শম্বর হরণ করিয়া লইয়াছে। যদুপতি মাধবনন্দন বীরবর প্রদ্যুম্ন দ্বাপরে তাঁহার বিখ্যাত ভাবী ভর্ত্তা হইবেন। ব্যাসাদি জ্ঞানবান্ প্রাচীন মহাত্মগণ ভাব্য ঘটনা এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং হে দৈত্য! দেবী জগদ্ধাত্রী হিমবৎপুত্রী তৎকালে আমার প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধই আছে। পরন্তু তুমিই কামে লোভে মুগ্ধ হইয়া পাপবাক্য বলিতেছ। তোমার উক্তি পাপযুক্ত ও বেদশাস্ত্রবর্জ্জিত। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ শুভ বা অশুভ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার তাহা হইবেই। দেব এবং ব্রাহ্মণগণের বদন হইতে যে সত্য সূক্তি নির্গত হয়, তাহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। শিব-শিবা বিচার করিয়া আমার

সমাযোগং বিচার্য্যৈবং সেবা প্রোক্তং শিবেন চ ॥ ৪২
এবং জ্ঞাত্বা শমং গচ্ছ ত্যজ ভ্রান্তিং মনঃস্থিতাম্
নৈব শক্তো ভবান্ দৈত্য মে মনশ্চালিতুং ধ্রুবম্
পতিব্রতা দৃঢ়া চিত্তে স কো মে চালিতুং ক্ষমঃ
মহাশাপেন ধক্ষ্যামি ইতো গচ্ছ মহাসুর ॥ ৪৪
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং হুণ্ডো বৈ দানবো বলী।
মনসা চিন্তয়ামাস কথং ভার্য্যা ভবেদিয়ম্ ॥ ৪৫
বিচিন্ত্য হুণ্ডো মায়াবী অন্তর্দ্ধানং সমাগতঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য বেগেন তস্মাৎ স্থানাদ্বিহায় তাম্
অন্যস্মিন্ দিবসে প্রাপ্তে মায়াং কৃত্বা তমোময়ীম্
দিব্যং মায়াময়ং রূপং চক্রে নার্য্যাস্তু দানবঃ।
মায়য়া কন্যকারূপো বভূব মম নন্দন ॥ ৪৭
সা কন্যাপি বরারোহা মায়ারূপাগমত্ততঃ।
হাস্যলীলাসমাযুক্তা যত্রাস্তে ভবনন্দিনী ॥ ৪৮
উবাচ বাক্যং স্নিগ্ধেব অশোকসুন্দরীং প্রতি।
কাসি কস্যাসি সুভগে তিষ্ঠসি ত্বং তপোবনে ॥
কিমর্থং ক্রিয়তে বালে কামশোষণকং তপঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব সুভগে কিং নিমিত্তং সুদুষ্করম্ ॥৫০
তন্নিশম্য শুভং বাক্যং দানবেনাপি ভাষিতম্।
মায়ারূপেণ ছন্নেন সাভিলাষেণ সত্বরম্ ॥ ৫১
আত্মসৃষ্টিস্তু বৃত্তান্তং প্রবৃত্তস্তু যথা পুরা।
তপসঃ কারণং সর্ব্বং সমাচষ্ট সুদুঃখিতা ॥ ৫২
উপপ্লবন্তু তস্যাপি দানবস্য দুরাত্মনঃ।
মায়ারূপং ন জানাতি সৌহৃদাৎ কথিতং তয়া ॥

হুণ্ড উবাচ।

পতিব্রতাসি হে দেবি সাধুব্রতপরায়ণা।
সাধুশীলসমাচারা সাধুচারা মহাসতী ॥ ৫৪
অহং পতিব্রতা ভদ্রে পতিব্রতপরায়ণা।
তপশ্চরামি সুভগে ভর্ত্তুরর্থে মহাসতী ॥ ৫৫
মম ভর্ত্তা হতস্তেন হুণ্ডেনাপি দুরাত্মনা।
তস্য নাশায় বৈ ঘোরং তপস্যামি মহত্তপঃ ॥৫৬
এহি মে স্বাশ্রমে পুণ্যে গঙ্গাতীরে বসাম্যহম্।
অন্যৈর্ম্মনোহরৈর্বাক্যৈরুক্তা প্রত্যয়কারকৈঃ ॥৫৭

ভাগ্যানুসারেই সেই নহুষের সহিত মদীয় সংযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তুমি শান্ত হও এবং মনের ভ্রান্তি পরিহার কর। হে দৈত্য! তুমি কিছুতেই আমার মন বিচালিত করিতে পারিবে না। আমি পতিব্রতা, দৃঢ়চিত্তা; কে আমায় বিচালিত করিতে পারে? হে মহাসুর! এ স্থান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা আমি তোমায় দারুণ শাপে দগ্ধ করিব। ৩০—৪৪। বলবান্ হুণ্ড দানব এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিল— এ বালা কিরূপে আমার ভার্য্যা হইবে? এইরূপ চিন্তার পর মায়াবী হুণ্ড তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে বেগে নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিল। হে পুত্র! ঐ দানব অন্য দিবস তমোময়ী মায়া বিস্তার করত মায়াময়ী নারীরূপ ধারণ করিল। সেই দানব, মায়ায় এক কন্যামূর্ত্তি হইল। অনন্তর মায়ারূপিণী বরারোহা কন্যা হাস্যলীলায় অন্বিত হইয়া ভবনন্দিনী অশোকসুন্দরীর নিকট গমন করিল এবং বয়স্যার ন্যায় তাঁহাকে বলিল - হে সুভগে? কে তুমি, কাহার তুমি? কি জন্য এ তপোবনে অবস্থান করিতেছ? হে বালে! কেনই বা তুমি কামশোষণকর তপস্যা করিতেছ? হে সুভগে? তোমার এ কঠোরতাচরণ কেন? তাহা আমার নিকট বল। মায়াপ্রচ্ছন্ন সকাম দানবের উচ্চারিত তাদৃশ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া সুদুঃখিতা শিবকন্যা নিজের জন্মাবধি সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং তপস্যার কারণ তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি মায়ারূপ জানিতে না পারিয়া সৌহার্দ্দবশে তাহার নিকট সমস্তই ঐ দানবের অত্যাচারের কথা বলিলেন। হুণ্ড কহিল—দেবি! তুমি সাধুব্রতপরায়ণা সাধুশীলা মহাসতী পতিব্রতা। আমিও পতিব্রতপরায়ণা পতিব্রতা; ভর্ত্তার নিমিত্তই আমিও তপস্যাচরণ করিতেছি, হে সুভগে! দুরাত্মা হুণ্ড আমার ভর্ত্তাকে নিহত করিয়াছে, আমি তাহার নাশের জন্য ঘোর তপস্যা করিতেছি। পবিত্র গঙ্গাতীরে আমার বাস। তুমি আমারই আশ্রমে আগমন কর। হুণ্ড সখীভাবে এই-

হুণ্ডেন সখিভাবেন মোহিতা শিবনন্দিনী ।
সমাকৃষ্টা স্ববেগেন মহামোহেন মোহিতা ॥ ৫৮
আনীতাত্মগৃহং দিব্যমনৌপম্যং সুশোভনম্ ।
মেরোস্তু শিখরে পুত্র বৈদূর্য্যাখ্যং পুরোত্তমম্ ॥
অস্তি সর্ব্বগুণোপেতং কাঞ্চনাখ্যং মহাশিবম্ ।
তুঙ্গপ্রাসাদসম্বাধৈঃ কলশৈর্দণ্ডচামরৈঃ ॥ ৬০
নানাবৃক্ষসমোপেতৈর্বনৈর্নীলৈর্ঘনোপমৈঃ ।
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ নদীভিস্তু জলাশয়ৈঃ ॥ ৬১
শোভমানং মহারত্নৈঃ প্রাকারৈর্হেমসংযুতৈঃ ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থং সম্পূর্ণং দানবস্য হি ॥ ৬২
দদৃশে সা পুরং রম্যমশোকসুন্দরী তদা ।
কস্য দেবস্য সংস্থানং কথয়স্ব সখে মম ॥ ৬৩
সোবাচ দানবেন্দ্রস্য দৃষ্টপূর্ব্বস্য বৈ ত্বয়া ।
তস্য স্থানং মহাভাগে সোঽহং দানবপুঙ্গবঃ ॥ ৬৪
ময়া ত্বং তু সমানীতা মায়য়া বরবর্ণিনি ।
তামাভাষ্য গৃহং নীত্বা শাতকৌম্ভং সুশোভনম্
নানাবেশ্মসমাজুষ্টং কৈলাসশিখরোপমম্ ।
নিবেশ্য সুন্দরীং তত্র দোলায়াং কামপীড়িতঃ ॥
পুনঃ স্বরূপী দৈত্যেন্দ্রঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ।
করসম্পুটমাবধ্য উবাচ বচনং তদা ॥ ৬৭
যং যং ত্বং বাঞ্ছসে ভদ্রে তং তং দদ্মি ন সংশয়
ভজ মাং ত্বং বিশালাক্ষি ভক্তস্তং কামপীড়িতম্
অশোকসুন্দর্য্যুবাচ ।
নৈব চালয়িতুং শক্তো ভবান্মাং দানবেশ্বর ।
মনসাপি ন বৈ ধার্য্যং মম মোহং সমাগতম্ ॥৬৯
ত্বাদৃশৈর্মহাপাপৈর্দেবৈর্বা দানবাধমৈঃ ।
দুষ্প্রাপ্যাহং ন সন্দেহো মা বদস্ব পুনঃপুনঃ ॥৭০

স্কন্দানুজা সা তপসাভিযুক্তা
জাজ্জ্বল্যমানা মহতা রুষা চ ।
সংহর্ত্তুকামা পরি দানবং তং
কালস্য জিহ্বেব যথা স্ফুরন্তী ॥ ৭১

পুনরুবাচ সা দেবী তমেবং দানবাধমম্ ।
উগ্রং কর্ম্ম কৃতং পাপ চাত্মনাশনহেতবে ॥ ৭২

রূপ এবং অন্য আরও প্রত্যয়কারক মনোহর বাক্যে শিবনন্দিনীকে মোহিত করিল। শিব-সুতা মহামোহাবেগে আকৃষ্ট ও একান্তই মোহিত হইয়া পড়িলেন। ৪৫—৫৮। হুণ্ড তাঁহাকে স্বীয় দিব্য অনুপম সুশোভন গৃহে আনয়ন করিল। হে পুত্র! মেরুর শিখরে দানবের বৈদূর্য্য নামক উত্তম পুরী বিদ্যমান। ঐ পুরী সর্ব্বগুণোপেত; তথায় কাঞ্চনাখ্য মহাশিব বিরাজমান। অশোকসুন্দরী দেখিলেন,—অত্যুন্নত প্রাসাদ, কলশ, দণ্ড, চামর, নানাবৃক্ষ, ঘনোপম নীল বনরাজী, বাপী কূপ তড়াগ নদী জলাশয়, নানা মহারত্নময় হেম-প্রাকার দ্বারা সে পুরী অন্বিত; এবং সর্ব্ব-কামসমৃদ্ধ। তিনি সেই রম্য পুরী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন—সখি! ইহা কোন্ দেবের আবাসস্থান,—তাহা আমার নিকট বল। হুণ্ড বলিল,—হে মহাভাগে! তুমি পূর্ব্বে যে দানবেন্দ্রকে দেখিয়াছ, তাহারই ইহা আবাস-স্থান। আর, আমিই সেই দানবপুঙ্গব। হে বরবর্ণিনি! আমি মায়াবলে তোমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছি। ; দানব তাঁহাকে এই কথা কহিয়া কৈলাসশিখরোপম বহু গৃহ-সমন্বিত সুশোভন হৈম গৃহে লইয়া গেল। অনন্তর সে অশোকসুন্দরীকে এক দোলা-ভ্যন্তরে উপবেশন করাইয়া পুনরায় স্বীয় রূপ ধারণ করিল। দৈত্যেন্দ্র হুণ্ড কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া তখন অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে কহিল,—হে ভদ্রে! তুমি যাহা যাহা কামনা করিবে, আমি তোমায় তৎসমস্তই নিশ্চয় প্রদান করিব। আমি তোমার কামার্ত্ত সেবক, আমায় তুমি ভজনা কর। অশোক-সুন্দরী কহিলেন—দানবেশ্বর! তুমি কিছুতেই আমায় বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি মনোমধ্যে কদাচ মোহের প্রশ্রয় প্রদান করি না। তোর ন্যায় পাপিষ্ঠ দেব বা দানবাধমের আমি নিশ্চয়ই দুষ্প্রাপ্য; অতএব পুনঃপুনঃ আর ঐরূপ উক্তি করিস্ না। এই বলিয়া মহারোষে জাজ্জ্বল্যমানা তপস্বিনী স্কন্দানুজা দানবসংহারোদ্যতা কালজিহ্বার ন্যায় পরি-স্ফুরিত হইয়া পুনরায় সেই দানবাধমকে বলি-লেন,—রে পাপ! তুই নিজের নাশের জন্য

আত্মবংশস্য নাশায় স্বজনস্যাস্য বৈ ত্বয়া।
দীপ্তা স্বগৃহমানীতা সুশিখা কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥ ৭৩
যথাশুভঃ কূটপক্ষী সর্ব্বশোকসমুদ্গকঃ।
গৃহং তু বিশতে যস্য তস্য নাশং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৪
স্বজনস্য চ সর্ব্বস্য সধনস্য কুলস্য চ।
স দ্বিজো নাশমিচ্ছেত বিশত্যেব যদা গৃহম্ ॥ ৭৫
তথা তেঽহং গৃহং প্রাপ্তা তব নাশং সমীহতী।
পুত্রাণাং ধনধান্যস্য তব বংশস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৭৬
জীবং কুলং ধনং ধান্যং পুত্রপৌত্রাদিকং তব।
সর্ব্বং তে নাশয়িষ্যামি যাস্যামি চ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
যথা ত্বয়াঽহমানীতা চরন্তী পরমং তপঃ।
পতিকামা প্রবাঞ্ছন্তী নহুষং চায়ুনন্দনম্ ॥ ৭৮
তথা ত্বাং মম ভর্ত্তা চ নাশয়িষ্যতি দানব।
নির্ম্মিতস্তু উপায়োঽয়ং দৃষ্টো দেবেন বৈ পুরা ॥
সত্যেয়ং লৌকিকী গাথা যাং গায়ন্তি বিদো জনাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে ন বিন্দন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮০

যেন যত্র প্রভোক্তব্যং যস্মাদ্দুঃখসুখাদিকম্।
স এব ভুঙ্‌ক্তে তত্র তস্মাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
কর্ম্মণোঽস্য ফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব স্বকীয়স্য মহীতলে।
যাস্যসে নিরয়স্থানং পরদারাভিমর্শনাৎ ॥ ৮২
সুতীক্ষ্ণং হি সুধারন্তু সুখড়্গাঞ্চ বিঘট্টতি।
অঙ্গুল্যগ্রেণ কোপায় যথা মাং বিদ্ধি সাম্প্রতম্ ॥
সিংহস্য সম্মুখং গত্বা ক্রুদ্ধস্য গর্জ্জিতস্য চ।
কো লুনাতি মুখাৎ কেশান্ সাহসাকারসংযুতঃ ॥
সত্যাচারাং দমোপেতাং নিয়তাং তপসি স্থিতাম্
নিধনং চেচ্ছতে যো বৈ স বৈ মাং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥ ৮৫
স মণিং কৃষ্ণসর্পস্য জীবমানস্য সাম্প্রতম্।
গ্রহীতুমিচ্ছতে সো হি যথা কালেন প্রেষিতঃ ॥
ভবাংস্তু প্রেষিতো মূঢ়ঃ কালেন কালমোহিতঃ।
তদা তে ঈদৃশী জাতা কুমতিঃ কিং ন পশ্যসি ॥
ঋতে তু আয়ুপুত্রেণ সমালোকয়তে হি কঃ।
অন্যো হি নিধনং যাতি মম রূপাবলোকনাৎ ॥

কঠোর কর্ম্ম করিয়াছিস্। তুই আত্মবংশ এবং স্বজনবর্গের নাশের জন্যই প্রদীপ্ত পাবকশিখা গৃহে জ্বালিয়াছিস্। সর্ব্বশোকের আধার অশুভ কূটপক্ষী যেমন যাহার গৃহে প্রবেশ করে, তাহারই নাশ বিধান করিয়া থাকে এবং যখন প্রবিষ্ট হয়, তদ্দণ্ডেই তাহার স্বজনের কুলের ও ধনের উচ্ছেদ কামনা করে, তেমনি আমিও তোরই বিনাশার্থ তোর গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। আমি তোর ধন, ধান্য, পুত্র পৌত্র, জীবন, কুল ও বংশ সমস্তই নাশ করিয়া যাইব, সন্দেহ নাই।৬৯—৭৭। রে দানব! আমি পতিকামনায় আয়ুনন্দন নহুষকে পাইবার জন্য পরম তপস্যা করিতেছিলাম; তুই যেই অবস্থায় আমায় যে হেতু আনয়ন করিলি, এই জন্য আমার ভর্ত্তা নহুষই তোকে বিনাশ করিবেন নিশ্চতই। পুরাকালে দেবদেব আমার নিমিত্ত এই উপায়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে লৌকিকী গাথা গান করেন, তাহা সত্য; সংসারে তাহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু কুবুদ্ধিগণ তাহা বুঝে না। যে ব্যক্তি যাহা হইতে সুখদুঃখাদি ভোগ করিবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভোগ হইবে। তুই এই কর্ম্মের ফল ভোগ কর্, পরদারাভিমর্শনের ফলে নিশ্চয়ই তোকে নরকে যাইতে হইবে। যেমন কেহ সুতীক্ষ্ণ সুধার সুখড়্গা কোপনিমিত্ত অঙ্গুল্যগ্রে ঘটিত করে; সম্প্রতি আমাকেও তুই সেইরূপই জানিবি। কোন্ সাহসিক পুরুষ ক্রুদ্ধ গর্জ্জিত সিংহের সম্মুখে গিয়া তাহার মুখ হইতে কেশ চ্ছেদন করিতে পারে? আমি সত্যাচারদমোপেতা, নিয়মনিষ্ঠা, তপস্বিনী নিজের নিধনেচ্ছু ব্যক্তিই আমায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, তাদৃশ ভোগেচ্ছু ব্যক্তি কালপ্রেরিত হইয়াই, জীবিত কৃষ্ণ সর্পের শিরোমণি গ্রহণে সমুৎসুক হইয়া থাকে। তুই মূঢ় কালপ্রেরিত, কালমোহিত; তাই তোর এরূপ কুমতি উপস্থিত; ইহা কি তুই দেখিতেছিস্ না? একমাত্র আয়ুপুত্র নহুষ ব্যতীত কে আমায় অবলোকন করিতে সমর্থ? অন্যে আমায় অবলোকন করিলেই নিধন

এবমাভাষয়িত্বা তং গঙ্গাতীরং গতা সতী ।
সশোকা দুঃখসংবিগ্না নিয়তা নিয়মান্বিতা ॥ ৮৯
পূর্ব্বমাচরিতং ঘোরং পতিকামনয়া তপঃ ।
তব নাশার্থমিচ্ছন্তী চরিষ্যে দারুণং পুনঃ ॥ ৯০
যদা ত্বাং নিহতং দুষ্টং নহুষেণ মহাত্মনা ।
নিশিতৈর্বজ্রসঙ্কাশৈর্বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৯১
রণে নিপতিতং পাপং মুক্তকেশং সলোহিতম্ ।
গতাসুঞ্চ প্রপশ্যামি তদা যাস্যামাহং পতিম্ ॥৯২
এবং সুনিয়মং কৃত্বা গঙ্গাতীরমনুত্তমম্ ।
সংস্থিতা হুণ্ডনাশায় নিশ্চলা শিবনন্দিনী ॥ ৯৩
বহ্নের্যথা দীপ্তিমতী শিখোজ্জ্বলা
তেজোহভিযুক্তা প্রদহেৎ সুলোকান্ ।
ক্রোধেন দীপ্তা বিবুধেশপুত্রী
গঙ্গাতটে দুশ্চরমাচরত্তপঃ ॥ ৯৪

কুঞ্জল উবাচ ।

এবমুক্তা মহাভাগ শিবস্য তনয়া গতা ।
গঙ্গাম্ভসি ততঃ স্নাত্বা স্বপুরে কাঞ্চনাহ্বয়ে ॥ ৯৫
তপশ্চচার তন্বঙ্গী হুণ্ডস্য বধহেতবে ।
অশোকসুন্দরী বালা সত্যেন চ সমন্বিতা ॥ ৯৬
হুণ্ডোহপি দুঃখিতো ভূত্বা শাপদগ্ধেন চেতসা ।
চিন্তয়ামাস সন্তপ্ত অতীব বচনানলৈঃ ॥ ৯৭
সমাহূয় অমাত্যং তং কম্পনাখ্যমথাব্রবীৎ ।
সমাচষ্ট স বৃত্তান্তং তস্যাঃ শাপোদ্ভবং মহৎ ॥৯৮
শপ্তোহস্ম্যশোকসুন্দর্য্যা শিবস্যাপি সুকন্যয়া ।
নহুষস্যাপি মে ভর্ত্তুস্তস্য হস্তান্মরিষ্যসি ॥ ৯৯
নৈব জাতস্তসৌ গর্ভ আয়োর্ভার্য্যা চ গুর্ব্বিণী ।
যথা স স্যাদ্বালীকস্ত তস্যাঃ শাপস্তথা কুরু ॥১০০

কম্পন উবাচ ।

অপহৃত্য প্রিয়াং তস্য আয়োশ্চাপি সমানয় ।
অনেনাপি প্রকারেণ তব শত্রুর্ন জায়তে ॥ ১০১
নো বা প্রপাতয়স্ব ত্বং গর্ভং তস্যাঃ প্রভীষণৈঃ ।
অনেনাপি প্রকারেণ তব শত্রুর্ন জায়তে ॥১০২
জন্মকালং প্রতীক্ষস্ব নহুষস্য দুরাত্মনঃ ।
অপহৃত্য সমানীয় জহি ত্বং পাপচেতনম্ ॥১০৩

প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই সতী শোকে-দুঃখে সমাক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং নিয়মান্বিত হইয়া পতিকামনায় পূর্ব্বাচরিত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, আর দৈত্য-উদ্দেশে বলিলেন,—তোর নাশের জন্য আমি দারুণ তপস্যা করিব। যখন বজ্র-কল্প, আশীবিষোপম, নিশিত বাণে মহাত্মা নহুষ তোকে নিহত করিবেন, যখন দেখিব তুই গতাসু হইয়া রণক্ষেত্রে মুক্তকেশে রক্তাক্ত দেহে নিপতিত হইয়াছিস্, তখনই আমি পতি-প্রাপ্ত হইব। ৭৮—৯২। শিবনন্দিনী এই-রূপে পতিকামনায় সুনিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক হুণ্ডনাশার্থ গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিশ্চল ভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যেমন বহ্নির দীপ্তিমতী উজ্জ্বল শিখা তেজোযুক্ত হইয়া সমস্ত লোক দগ্ধ করে, তেমনি দেবদেবপুত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কুঞ্জল কহিল,—হে মহাভাগ! শিবসুতা এই কথা কহিয়া গঙ্গা জলে স্নান-পূর্ব্বক স্বীয় কাঞ্চনাখ্য পুরে প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর সত্যনিষ্ঠা অশোকসুন্দরী হুণ্ডবধার্থে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে হুণ্ড শাপদগ্ধ মনে তাহার বচনানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়া স্বীয় অমাত্য কম্পনকে আহ্বান করিল এবং শিবসুতাপ্রদত্ত সমস্ত শাপ-বৃত্তান্ত তাহার নিকটে বলিল। হুণ্ড কহিল,—অমাত্য! আমি শিবসুতা অশোক-সুন্দরী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছি যে, তাহার ভর্ত্তা নহুষের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু আয়ুর পত্নী গর্ভিণী; সুতরাং নহুষ এখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অতএব যাহাতে আয়ুপত্নীর গর্ভ বৃথা হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা কর। কম্পন কহিল, আপনি আয়ুর প্রিয়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসুন। এইরূপ উপায়েই আপনার শত্রু জন্মিতে পারিবে না। অথবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া আপনি তাহার গর্ভপাতন করুন। এ উপায়েও আপনার শত্রুর উৎপত্তি না হইতে পারে। কিংবা, দুরাত্মা নহুষের জন্মকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করুন। পরে সেই পাপা-

এবং সম্মন্ত্র্য তেনাপি কম্পনেন স দানবঃ।
অভূৎ স উদ্যমোপেতো নহুষস্য প্রণাশনে॥
বিষ্ণুরুবাচ।
ঐলপুত্রো মহাভাগ আয়ুর্নাম ক্ষিতীশ্বরঃ।
সার্ব্বভৌমঃ স ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রতপরায়ণঃ॥ ১০৫
ইন্দ্রোপেন্দ্রসমো রাজা তপসা যশসা বলৈঃ।
দানযজ্ঞৈঃ সুপুণ্যৈশ্চ সত্যেন নিয়মেন চ॥১০৬
একচ্ছত্রেণ বৈ রাজ্যং চক্রে ভূপতিসত্তমঃ।
পৃথিব্যাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সোমবংশস্য ভূষণম্‌॥১০৭
পুত্রং ন বিন্দতে রাজা তেন দুঃখী ব জায়ত।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মাত্মা কথং মে জায়তে সুতঃ॥১০৮
ইতি চিন্তাং সমাপেদে আয়ুশ্চ পৃথিবীপতিঃ।
পুত্রার্থং পরমং যত্নমকরোৎ সুসমাহিতঃ॥ ১০৯
অত্রিপুত্রো মহাত্মা বৈ দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।
ক্রীড়মানঃ স্ত্রিয়া সার্দ্ধং মদিরারুণলোচনঃ॥ ১১০
বারুণ্যা মত্তধর্ম্মাত্মা স্ত্রীবৃন্দৈশ্চ সমাবৃতঃ।
অঙ্কে যুবতিমাধায় সর্ব্বযোষিদ্বরাং শুভাম্‌॥১১১
গায়তে নৃত্যতে বিপ্রঃ সুরাঞ্চ পিবতে ভৃশম্‌।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন মহাযোগীশ্বরোত্তমঃ॥১১২
পুষ্পমালাভির্দিব্যাভির্মুক্তাহারপরিচ্ছদৈঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো রাজমানো মুনীশ্বরঃ॥ ১১৩
তস্যাশ্রমং নৃপো গত্বা তং দৃষ্ট্বা দ্বিজসত্তমম্‌।
প্রণামমকরোন্মূর্দ্ধ্না দণ্ডবৎ সুসমাহিতঃ॥ ১১৪
অত্রিপুত্রঃ স ধর্ম্মাত্মা সমালোক্য নৃপোত্তমম্‌।
আগতং পুরতো ভক্ত্যা অথ ধ্যানং সমাস্থিতঃ
এবং বর্ষশতং প্রাপ্তং তস্য ভূপস্য সত্তম।
নিশ্চলং শান্তিমাপন্নং মানসং ভক্তিতৎপরম্‌॥
সমাহূয় উবাচেদং কিমর্থং ক্লিশ্যসে নৃপ।
ব্রহ্মাচারেণ হীনোঽস্মি ব্রহ্মত্বং নাস্তি মে কদা॥
সুরামাংসপ্রলুব্ধোঽস্মি স্ত্রিয়াং সক্তঃ সদৈব হি।
বরদানে ন মে শক্তিরন্যং শুশ্রূষ ব্রাহ্মণম্‌॥
আয়ুরুবাচ।
ভবাদৃশো মহাভাগ নাস্তি ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
সর্ব্বকামপ্রদাতা বৈ ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ॥

স্বাকে অপহরণপূর্ব্বক আনিয়া নিধন করিবেন। দানব হুণ্ড, অমাত্য কম্পনের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া নহুষনাশার্থ উদ্যত রহিল। ৯৩—১০৪। বিষ্ণু বলিলেন, ঐলপুত্র মহাভাগ ক্ষিতিপতি আয়ু, সার্ব্বভৌম ধর্ম্মাত্মা ও সত্যব্রতপরায়ণ, তিনি তপস্যায় এবং যশস্বিতায় ইন্দ্রোপেন্দ্রসদৃশ। সেই ভূপতি দান, যজ্ঞ, পুণ্যসঞ্চয়, সত্য ও নিয়ম-নিষ্ঠায় পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং সোমবংশের ভূষণ। পরন্তু পুত্র লাভ না হওয়ায়, সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে আমার পুত্রলাভ হইবে? চিন্তা করিতে করিতে পৃথ্বীপতি আয়ু পুত্রার্থ পরম যত্ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মহামুনি অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয় মদিরারুণ নয়নে রমণীসহ ক্রীড়াপরায়ণ; তিনি ধর্ম্মাত্মা হইয়াও বারুণী-মত্ত ও স্ত্রীবৃন্দপরিবৃত; তাঁহার অঙ্কে সর্ব্বনারী-শিরোমণি, সুন্দরী যুবতী; তিনি নাচিতেছেন, গাহিতেছেন এবং অতিমাত্র সুরাপান করিতেছেন। তাঁহার যজ্ঞোপবীত নাই। তিনি মহাযোগীশ্বর; দিব্য পুষ্পমালা ও মুক্তাহার পরিচ্ছদে সমলঙ্কৃত; তাঁহার অঙ্গ চন্দনা-গুরুদিগ্ধ। মুনীশ্বর দত্তাত্রেয় এমনই ভাবে বিরাজমান। রাজা আয়ু তাঁহার আশ্রমে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সুসমাহিতভাবে মস্তক দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অত্রিপুত্র নৃপবরকে নিজ সমীপে ভক্তিভাবে সমাগত দেখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। হে সত্তম! এইভাবে ভূপতির শতবর্ষ অতীত হইল। তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠ চিত্ত নিশ্চল হইয়া শান্তিলাভ করিল। অনন্তর দত্তাত্রেয় মুনি ধ্যানাবসানে তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—নৃপ! আপনি কি জন্য ক্লেশভোগ করিতেছেন? আমি ব্রহ্মাচারহীন; আমার ব্রহ্মত্ব কোনও কালেই নাই। আমি সর্ব্বদাই সুরামাংস-প্রলুব্ধ, রমণীসক্ত। বরদানে আমার শক্তি নাই। আপনি অন্য কোনও ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করুন। আয়ু বলিলেন,—হে মহাভাগ! ভবাদৃশ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আর নাই। আপনি সর্ব্ব-

অত্রিবংশে মহাভাগ গোবিন্দঃ পরমেশ্বরঃ।
ব্রাহ্মণস্য স্বরূপেণ ভবান্‌ বৈ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১২০
নমোঽস্তু দেবদেবেশ নমোঽস্তু পরমেশ্বর।
ত্বামহং শরণং প্রাপ্তঃ শরণাগতবৎসল ॥ ১২১
উদ্ধরস্ব হৃষীকেশ মায়াং কৃত্বা প্রতিষ্ঠসি।
বিশ্বস্থানাং প্রজানাঞ্চ বিদ্বাংসং বিশ্বনায়কম্‌ ॥
জানাম্যহং জগন্নাথং ভবন্তং মধুসূদনম্‌।
মামেব রক্ষ গোবিন্দ বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥

কুঞ্জল উবাচ।

গতে বহুতিথে কালে দত্তাত্রেয়ো নৃপোত্তমম্‌।
উবাচ মত্তরূপেণ কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ১২৪
কপালে মে সুরাং দেহি পাচিতং মাংসভোজনম্‌
এবমাকর্ণ্য তস্মাৎ স চায়ুঃ পৃথিবীপতিঃ ॥
উৎসুকস্তু কপালেন সুরামাহৃত্য বেগবান্‌।
পলং সুপাচিতং চৈব ছিত্ত্বা হস্তেন সত্বরম্‌ ॥
নৃপেন্দ্রঃ প্রদদৌ চাপি দত্তাত্রেয়ায় সত্তমঃ।
অথ প্রসন্নচেতাঃ স সঞ্জাতো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১২৭

দৃষ্ট্বা ভক্তিং প্রভাবঞ্চ গুরুশুশ্রূষণং পরম্‌।
সমুবাচ নৃপেন্দ্রং তমায়ুং প্রণতমানসম্‌ ॥ ১২৮
বরং বরয় ভদ্রন্তে দুর্লভং ভুবি ভূপতে।
সর্ব্বমেব প্রদাস্যামি যং যমিচ্ছসি সাম্প্রতম্‌ ॥

রাজোবাচ।

ভবান্‌ দাতা বরং সত্যং কৃপয়া মুনিসত্তম।
পুত্রং দেহি গুণোপেতং সর্ব্বজ্ঞং গুণসংযুতম্‌ ॥
দেববীর্য্যং সুতেজঞ্চ অজেয়ং দেবদানবৈঃ।
ক্ষত্রিয়ৈ রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্দানবৈঃ কিন্নরৈস্তথা ॥
দেবব্রাহ্মণসম্ভক্তঃ প্রজাপালো বিশেষতঃ।
যজ্বা দানপতিঃ শূরঃ শরণাগতবৎসলঃ ॥ ১৩২
দাতা ভোক্তা মহাত্মা চ বেদশাস্ত্রেষু পণ্ডিতঃ ॥
ধনুর্ব্বেদেষু নিপুণঃ শাস্ত্রেষু চ পরায়ণঃ ॥ ১৩৩
অনাহতমতির্ধীরঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
এবংগুণঃ সুরূপশ্চ যস্মাদ্বংশঃ প্রসূয়তে ॥ ১৩৪
দেহি পুত্রং মহাভাগ মম বংশপ্রধারকম্‌।
যদি চাপি বরো দেয়স্ত্বয়া মে কৃপয়া বিভো ॥

কামদাতা, ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বর। হে মহাভাগ। আপনিই অত্রিবংশে আবির্ভূত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর গোবিন্দ। ব্রাহ্মণরূপে আপনিই সাক্ষাৎ গরুড়ধ্বজ। হে দেবদেবেশ পরমেশ্বর! আপনাকে আমার নমস্কার, নমস্কার। হে শরণাগতবৎসল! আমি আপনারই শরণাপন্ন। হে হৃষীকেশ! আমায় উদ্ধার করুন। আপনি মায়াবলম্বনে অবস্থিত; এই বিশ্ববাসী প্রজাগণের মধ্যে আপনাকেই আমি বিদ্বান্‌ বিশ্বনিয়ন্তা জগন্নাথ মধুসূদন বলিয়া জানি হে গোবিন্দ। হে বিশ্বরূপ! আমায় রক্ষা করুন। আপনাকে আমার নমস্কার। ১০৫—১২৩। কুঞ্জল কহিল—বহুকাল অতীত হইলে, দত্তাত্রেয় মত্তভাবে নৃপোত্তমকে বলিলেন,—রাজন্‌! আমার বচন পালন কর। এই কপালপাত্রে সুরা ও পাচিত মাংসভোজ্য প্রদান কর। পৃথ্বীপতি আয়ু তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত দত্তাত্রেয়কে কপালপাত্রে সত্বর সুরা ও স্বহস্তছিন্ন সুপাচিত মাংস আনিয়া দিলেন। অনন্তর মুনিবর প্রসন্নচিত্ত হইলেন। রাজার ভক্তি, মহত্ত্ব ও একান্ত গুরুশুশ্রূষা দর্শনে তিনি প্রণত নৃপেন্দ্র আয়ুকে বলিলেন,—হে ভূপতে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি দুর্লভ বর প্রার্থনা কর, তোমার মনের যাহা যাহা অভীষ্ট সমস্তই আমি প্রদান করিব। রাজা কহিলেন,—হে মুনিবর! আপনি কৃপা করিয়া সত্যই যদি আমায় বরদানোদ্যত, তবে আমায় একটী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন। আমার সেই পুত্রটী যেন দেববীর্য্য, সুতেজা ও দেব দানব ক্ষত্রিয় রাক্ষস কিন্নরের অজেয় হয়। অপিচ ঐ পুত্র যেন দেবব্রাহ্মণভক্ত, বিশেষরূপে প্রজাপালক, যজ্বা, দানপতি, শূর, শরণাগতবৎসল, দাতা, ভোক্তা, মহাত্মা, বেদশাস্ত্রজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদনিপুণ, শাস্ত্রনিষ্ঠ, নির্ম্মলমতি, ধীর, সংগ্রামে অপরাজিত ও সুরূপ হয় এবং সেই পুত্র হইতেই যেন বংশ এইরূপ গুণগৌরবসম্পন্ন হইতে থাকে। হে মহাভাগ

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবমস্তু মহাভাগ তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
গৃহে বংশকরঃ পুণ্যঃ সর্ব্বজীবদয়াকরঃ॥ ১৩৬
এভির্গুণৈস্তু সংযুক্তো বৈষ্ণবাংশেন সংযুতঃ।
রাজা চ সার্ব্বভৌমশ্চ ইন্দ্রতুল্যো নরেশ্বরঃ॥
এবং খলু বরং দত্ত্বা দদৌ ফলমনুত্তমম্।
ভূপমাহ মহাযোগী সুভার্য্যায়ৈ প্রদীয়তাম্॥
এবমুক্ত্বা বিসৃজ্যৈব তমায়ুং প্রণতং পুরঃ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈব অন্তর্দ্ধানমধীয়ত॥ ১৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রবর্ণনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১০৩॥

যদি কৃপা করিয়া আপনি আমায় বর দান করেন, তবে হে বিভো! আমায় বংশধর পুত্র প্রদান করুন। দত্তাত্রেয় কহিলেন,—হে মহাভাগ! 'এবমস্তু' তোমার পুত্র হইবে। ঐ পুত্র বংশধর, পুণ্যাত্মা, ও সর্ব্বজীবে দয়াবান, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিষ্ণ্বংশ, ইন্দ্র তুল্য সার্ব্বভৌম রাজা হইবে। মহাযোগী দত্তাত্রেয় রাজাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া একটী উত্তম ফল প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজন! এই ফলটী তোমার প্রিয়া ভার্য্যাকে প্রদান করিবে। এই কথা কহিয়া মুনিবর রাজাকে বিদায় দিলেন। পরে রাজা তদগ্রে প্রণত হইলে তিনি আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ১২৪—১৩৯।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৩।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

গতে তস্মিন্ মহাভাগে দত্তাত্রেয়ে মহামুনৌ।
আজগাম মহারাজ আয়ুশ্চ স্বপুরং প্রতি॥ ১
ইন্দুমত্যা গৃহং হৃষ্টঃ প্রবিবেশ শ্রিয়ান্বিতম্।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থমিন্দ্রস্য সদনোপমম্॥ ২
রাজ্যঞ্চক্রে স মেধাবী যথা স্বর্গে পুরন্দরঃ।
স্বর্ভানুসুতয়া সার্দ্ধমিন্দুমত্যা দ্বিজোত্তম॥ ৩
সা চ ইন্দুমতী রাজ্ঞী গর্ভমাপ ফলাশনাৎ।
দত্তাত্রেয়স্য বচনাদ্দিব্যতেজঃসমন্বিতম্॥ ৪
ইন্দুমত্যা মহাভাগা স্বপ্নং দৃষ্টমনুত্তমম্।
রাত্রৌ দিবান্বিতং তাত বহুমঙ্গলদায়কম্॥ ৫
গৃহান্তরে বিশন্তঞ্চ পুরুষং সূর্য্যসন্নিভম্।
মুক্তামালান্বিতং বিপ্রং শ্বেতবস্ত্রেণ শোভিতম্॥
শ্বেতপুষ্পকৃতা মালা তস্য কণ্ঠে বিরাজতে।
সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ॥ ৭
চতুর্ভুজঃ শঙ্খপাণির্গদাচক্রাসিধারকঃ।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিলেন,—মহামুনি মহাভাগ দত্তাত্রেয় অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ আয়ু স্বীয়-পুরে আগমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ইন্দুমতীর ইন্দ্র-ভবনবৎ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ, শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গে যেমন দেবরাজ, তেমনি ভূতলে সেই মেধাবী রাজা স্বর্ভানুসুতা ইন্দু-মতীর সহিত রাজ্য করিতেছিলেন। দত্তাত্রেয় মুনির বাক্যানুসারে রাজ্ঞী ইন্দুমতী ফল ভক্ষণ করিয়া দিব্য তেজঃসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। হে মহাভাগ! অতঃপর ইন্দুমতী রাত্রিযোগে এক শুভস্বপ্ন দেখিলেন। হে তাত! তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন বহু মঙ্গলপ্রদ দিবা-ভাগে সূর্য্যসন্নিভ মুক্তামালামণ্ডিত শ্বেত বস্ত্র-শোভিত, ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ তাঁহার গৃহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে শ্বেতপুষ্পের মালা; তিনি সর্ব্বাভরণশোভায় শোভিতাঙ্গ, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত, চতুর্ভুজ ও

ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন চন্দ্রবিম্বানুকারিণা ॥ ৮
শোভমানো মহাতেজা দিব্যাভরণভূষিতঃ ।
হারকঙ্কণকেয়ূরনূপুরাভ্যাং বিরাজিতঃ ॥ ৯
চন্দ্রবিম্বানুকারাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ ।
এবংবিধো মহাপ্রাজ্ঞো নরঃ কশ্চিৎ সমাগতঃ ॥১০
ইন্দুমতীং সমাহূয় স্নাপিতা পয়সা তদা ।
শঙ্খেন ক্ষীরপূর্ণেন শশিবর্ণেন ভামিনীম্ ॥ ১১
রত্নকাঞ্চনবদ্ধেন সম্পূর্ণেন পুনঃপুনঃ ।
শ্বেতং নাগং সুরূপঞ্চ সহস্রশিরসং বরম্ ॥ ১২
মহামণিযুতং দীপ্তং ধামজ্বালাসমাকুলম্ ।
ক্ষিপ্তং তেন মুখপ্রান্তে দত্তং মুক্তাফলং পুনঃ ॥
কণ্ঠে তস্যাঃ স দেবেশ ইন্দুমত্যা মহাযশাঃ ।
পদ্মং হস্তে ততো দত্ত্বা স্বস্থানং প্রতিজগ্মিবান
এবংবিধং মহাস্বপ্নং তয়া দৃষ্টং সুতোত্তম ।
সমাচষ্ট মহাভাগা আয়ুং ভূমিপতীশ্বরম্ ।
সমাকর্ণ্য মহারাজশ্চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ ॥ ১৫
সমাহূয় গুরুং পশ্চাৎ কথিতং স্বপ্নমুত্তমম্ ।
শৌনকং সুমহাভাগং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিনাং বরম্

রাজোবাচ ।

অদ্য রাত্রৌ মহাভাগ মম পত্ন্যা দ্বিজোত্তম ।
বিপ্রো গেহং বিশন্ দৃষ্টঃ কিমিদং স্বপ্নকারণম্

শৌনক উবাচ ।

বরো দত্তস্তু তে পূর্ব্বং দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১
আদিষ্টঞ্চ ফলং রাজ্ঞ্যাং সুগুণং সুতহেতবে ।
তৎফলং কিংকৃতং রাজন্ কস্মৈ ত্বয়া নিবেদিতম্
স্বভার্য্যায়ৈ ময়া দত্তমিতি রাজ্ঞোদিতং বচঃ ।
শ্রুত্বোবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ শৌনকো দ্বিজসত্তমঃ ॥
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন তব গেহে সুতোত্তমঃ ।
বৈষ্ণবাংশেন সংযুক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
স্বপ্নস্য কারণং রাজন্নেতত্তে কথিতং ময়া ।
ইন্দ্রোপেন্দ্রসমঃ পুত্রো দিব্যবীর্য্যো ভবিষ্যতি ॥
পুত্রস্তে সর্ব্বধর্ম্মাত্মা সোমবংশস্য বর্দ্ধনঃ ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ সগুণোঽহসৌ ভবিষ্যতি ॥
এবমুক্ত্বা স রাজানং শৌনকো গতবান্ গৃহম্ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো রাজাভূৎ প্রিয়য়া সহ ॥ ২৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রবর্ণনে
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদাসিধারী ; তাঁহার মস্তকে শীতাংশুধবল ছত্র ; তিনি সুন্দর, দিব্যাভরণ-ভূষিত, হার-কঙ্কণ-কেয়ূর-নূপুরবিরাজিত এবং চন্দ্রবিম্বানুকারী কুণ্ডলযুগলে সমলঙ্কৃত । এবম্বিধ কোনও প্রাজ্ঞ পুরুষ আসিলেন । ১—১০ । তিনি আসিয়া ইন্দুমতীকে আহ্বানপূর্ব্বক রত্নকাঞ্চনজড়িত সুসম্পন্ন ক্ষীরপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা ক্ষীরধারায় পুনঃপুনঃ তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং এক সুরূপ, শ্রেষ্ঠ সহস্রশিরা মহামণিযুত, দীপ্ত, তেজোজ্বালা পরিবৃত শ্বেতনাগ তাঁহার মুখপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন, কণ্ঠে মুক্তাফল দিলেন, সর্ব্বশেষে মহাযশা দেবেশ ইন্দুমতীর হস্তে একটী পদ্ম প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । হে সুপুত্র ! মহাভাগা ইন্দুমতী এবম্বিধ শুভ স্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় পতি ভূপতি আয়ুর নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন । মহারাজ আয়ু স্বপ্ন-ঘটনা শুনিয়া কিছুকাল চিন্তা করিলেন, পরে স্বীয় গুরু সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানিপ্রবীণ মহাভাগ শৌনককে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবিবরণ বলিলেন । রাজা কহিলেন,—হে মহাভাগ দ্বিজবর ! অদ্য রাত্রিযোগে আমার পত্নী এক বিপ্রকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন । এরূপ স্বপ্নের ফলাফল কিরূপ ? শৌনক কহিলেন,—ধীমান্ দত্তাত্রেয় পূর্ব্বে তোমায় বর প্রদান করিয়াছেন এবং সুতহেতু রাজ্ঞীকে এক উত্তম ফল খাইতে দিয়াছেন । হে রাজন ! সে ফল আপনি কি করিয়াছেন ? কাহাকে দিয়াছেন ? রাজা বলিলেন,—তাহা আমার স্বভার্য্যাকে আমি দিয়াছি । তৎশ্রবণে দ্বিজবর শৌনক কহিলেন,—দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে তোমার গৃহে বৈষ্ণবাংশযুক্ত এক উত্তম পুত্র উৎপন্ন হইবে । ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । হে রাজন্ ! এই আমি স্বপ্নফল বলিলাম । সত্যই তোমার ইন্দ্রোপেন্দ্রতুল্য

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

গতা সা নন্দনবনং সখীভিঃ সহ ক্রীড়িতুম্।
তত্রাকর্ণ্য মহদ্বাক্যমপ্রিয়ং তু তদা পিতুঃ॥ ১
চারণানাং সুসিদ্ধানাং ভাষতাং হর্ষণেন তু।
আয়োর্গেহে মহাবীর্য্যো বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ॥ ২
ভবিষ্যতি সুতশ্রেষ্ঠো হুণ্ডস্যান্তং করিষ্যতি।
এবংবিধং মহদ্বাক্যমপ্রিয়ং দুঃখদায়কম্॥ ৩
সমাকর্ণ্য সমায়াতা পিতুরগ্রে নিবেদিতুম্।
সমাসেন তয়া তস্য পুরতো দুঃখদায়কম্॥ ৪
পিতুরগ্রে জগাদাথ পিতা শ্রুত্বা স বিস্মিতঃ।
শাপমশোকসুন্দর্য্যাঃ সস্মার চ পুরা কৃতম্॥ ৫
এতস্যার্থে তপস্তেপে সেয়ং চাশোকসুন্দরী।
গর্ভস্য নাশনায়ৈব ইন্দুমত্যাঃ স দানবঃ॥ ৬
বিচক্রে উদ্যমং দুষ্টঃ কালকূটো দুরাত্মবান্।
ছিদ্রান্বেষী ততো ভূত্বা ইন্দুমত্যাস্তু নিত্যশঃ॥
যদা পশ্যতি তাং রাজ্ঞীং রূপৌদার্য্য-
গুণান্বিতাম্।
দিব্যতেজঃসমাযুক্তাং রক্ষিতাং বিষ্ণুতেজসা।
দিব্যেন তেজসা যুক্তাং সূর্য্যবিম্বোপমান্তু তাম্
তস্যাঃ পার্শ্বে মহাভাগ রক্ষণার্থং স্থিতঃ সদা॥৯
দুরাত্মা দানবো দুষ্টস্তস্যাশ্চ বহু দর্শনে।
নানাবিদ্যাং মহোগ্রাঞ্চ ভীষিকাং সু-
বিভীষিকাম্॥ ১০
গর্ভস্য তেজসা যুক্তা রক্ষিতা বিষ্ণুতেজসা।
ভয়ং ন জায়তে তস্যা মনস্যেব কদা পুনঃ॥ ১১
বিফলো দানবো জাত উদ্যমশ্চ নিরর্থকঃ।
মনীপ্সিতং নৈব জাতং হুণ্ডস্যাপি দুরাত্মনঃ॥ ১২
এবং বর্ষশতং পূর্ণং পশ্যমানস্য তস্য চ।
প্রসূতা সা হি পুত্রঞ্চ স্বর্ভানোস্তনয়া তদা॥ ১৩
রাত্রাবেব সুতশ্রেষ্ঠ তস্যাঃ পুত্রো ব্যজায়ত।

দিব্যবীর্য্য পুত্র হইবে। ঐ পুত্র ধর্ম্মাত্মা, সোমবংশবর্দ্ধন এবং ধনুর্ব্বেদে ও বেদে পারদর্শী হইবে। শৌনক রাজাকে এই কথা কহিয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজা প্রিয়াসহ মহাহর্ষাবিষ্ট হইলেন। ১১—২৪।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—একদা হুণ্ড-নন্দিনী সখীগণসহ ক্রীড়া নিমিত্ত নন্দনবনে গিয়া হর্ষাবিষ্ট সুসিদ্ধ চারণগণের মুখে পিতৃবিষয়ক এইরূপ এক কঠোর অপ্রিয় বাক্য শুনিল যে, আয়ু রাজার গৃহে মহাবীর্য্য বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমশালী এক শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং সেই পুত্র হুণ্ডদানবকে বিনাশ করিবে। এবম্বিধ দুঃখদায়ক মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হুণ্ডপুত্রী পিতার নিকট আসিয়া সংক্ষেপে তাহা নিবেদন করিল। পিতা হুণ্ড সেই দুঃখদায়ক বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং পূর্ব্বে অশোকসুন্দরী তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে পড়িল। দানব ভাবিল, অশোক সুন্দরী ইহার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছে। এই ভাবিয়া সেই কালাকূট দুষ্ট দুরাত্মা ইন্দুমতীর গর্ভনাশার্থ উদ্যত হইল। হুণ্ড দানব সেই দিন হইতেই নিত্য ইন্দুমতীর ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল, রূপ ও ঔদার্য্যগুণে অন্বিতা বিষ্ণু-তেজোরক্ষিতা রাজ্ঞী দিব্যতেজে উদ্ভাসিত হইয়া সূর্য্যবিম্ববৎ প্রতিভাত হইতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে সদা রক্ষা পুরুষ অবস্থিত আছে, তখন সেই দুষ্ট দানব দূর হইতে তাঁহাকে নানা ভীষণ বিদ্যা ও নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু গর্ভতেজোযুক্তা বিষ্ণুতেজে রক্ষিতা রাজ্ঞীর অন্তঃকরণে কদাচ ভয়ের উদ্রেক হইল না। দানব হুণ্ড বিফল-প্রয়াস হইল। তাহার সর্ব্ব উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। দুরাত্মা হুণ্ডের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। এইরূপে দেখিতে দেখিতে তাহার শত বর্ষ পূর্ণ হইল। তখন স্বর্ভানুনন্দিনী ইন্দুমতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে সুতবর! ঐ

তেজসাতীব ভাত্যেষ যথা সূর্য্যো নভস্তলে।
সূত উবাচ।
অথ দাসী মহাদুষ্টা কাচিৎ সূতিগৃহাগতা।
অশৌচাচারসংযুক্তা মহামঙ্গলবাদিনী॥ ১৫
তস্যাঃ সর্ব্বং সমাজ্ঞায় স হুণ্ডো দানবাধমঃ।
দাস্যা অঙ্গং প্রবিশ্যৈব প্রবিষ্টশ্চায়ুর্মন্দিরে॥ ১৬
মহাজনে প্রসুপ্তে চ নিদ্রয়াতীব মোহিতে।
তং পুত্রং দেবগর্ভাভমপহৃত্য বহির্গতঃ॥ ১৭
কাঞ্চনাখ্যপুরে প্রাপ্তঃ স্বকীয়ে দানবাধমঃ।
সমাহূয় প্রিয়াং ভার্য্যাং বিপুলাং বাক্যমব্রবীৎ
বধস্বৈনং মহাপাপং বালরূপং রিপুং মম।
পশ্চাৎ সূদস্য বৈ হস্তে ভোজনার্থং প্রদীয়তাম্
নানাভেদৈর্বিভেদৈশ্চ পাচয়স্ব হি নির্ঘৃণম্।
সূদহস্তান্মহাভাগে পশ্চাদ্ভোক্ষ্যে ন সংশয়ঃ॥২০
বাক্যমাকর্ণ্য তদ্ভর্ত্তুর্বিপুলা বিস্মিতাভবৎ।
কস্মান্নির্ঘৃণতাং যাতি ভর্ত্তা মম সুনিষ্ঠুরঃ॥ ২১
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং দেবগর্ভোপমং সুতম্।
বস্তু কস্মাৎ প্রভক্ষ্যেত ক্ষমাহীনঃ সুনির্ঘৃণঃ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস কারুণ্যেন সমন্বিতা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ ভর্ত্তারং কস্মাত্ত্বং ভক্ষসি বালকম্॥২৩
কস্মাত্ত্বমসি সংক্রুদ্ধো হ্যতীব নিষ্পত্রপঃ।
সর্ব্বং মে কারণং ব্রূহি তত্ত্বেন দনুজেশ্বর॥ ২৪
আত্মদোষঞ্চ বৃত্তান্তং সমাসেন নিবেদিতম্।
শাপমশোকসুন্দর্য্যা হুণ্ডেনাপি দুরাত্মনা॥ ২৫
তয়া জ্ঞাতং তু তৎ সর্ব্বং কারণং দানবস্য বৈ।
বধ্যোহয়ং বালকঃ সত্যং নো বা ভর্ত্তা
মরিষ্যতি॥ ২৬
ইত্যেবং প্রবিচার্য্যৈব বিপুলা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
মেকলাং তু সমাহূয় সৈরিন্ধ্রীং বাক্যমব্রবীৎ॥২৭
অহেনং বালকং দুষ্টং মেকলেহদ্য মহানসে।
সূদহস্তে প্রদেহি ত্বং হুণ্ডভোজনহেতবে॥ ২৮
মেকলা বালকং গৃহ্য সূদমাহূয় চাব্রবীৎ।
রাজাদেশং কুরুষ্বাদ্য পচস্বৈনং হি বালকম্॥২৯

পুত্র রাত্রিকালে উৎপন্ন হইল এবং নভস্তলো-দিত দিবাকরবৎ নিজ তেজে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ১—১৪। সূত কহিলেন, অনন্তর অশৌচাচারযুক্তা মহামঙ্গলবাদিনী কোন এক মহাদুষ্টা দাসী সূতিগৃহে আগমন করিল। দানবাধম হুণ্ড তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহারই অঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক আয়ুর ভবনে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাত্রি-কালে যখন সর্ব্বজন প্রসুপ্ত—নিদ্রায় একান্ত মোহিত, তখন দানবাধম সেই দেবগর্ভাভ পুত্র হরণ করিয়া বহির্গত হইল এবং স্বীয় কাঞ্চনাখ্য পুরে আসিয়া বিপুলানাম্নী প্রিয়া ভার্য্যাকে ডাকিয়া বলিল,—হে মহাভাগে! এই বালকরূপী মহাপাপ মদীয় শত্রুকে বধ কর, পরে ভোজনার্থ পাচকের হস্তে অর্পণ কর। ইহাকে নিষ্ঠুরভাবে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পাক করিতে দাও। পরে আমি ইহাকে ভক্ষণ করিব। বিপুলা ভর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইল; ভাবিল, ভর্ত্তা আমার কেন এরূপ নিষ্ঠুর নির্ঘৃণ হইলেন? তিনি ক্ষমাহীন ও নির্দ্দয় হইয়া কাহার এই সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন দেবগর্ভপ্রতিম পুত্রকে কি কারণে ভক্ষণ করিবেন? বিপুলা কারুণ্যপূর্ণ মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভর্ত্তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—হে দনুজেশ্বর! আপনি কেন এই বালককে ভক্ষণ করিবেন? কি কারণে এরূপ ক্রুদ্ধ ও নির্লজ্জ হইলেন? আমার নিকট যথাযথ সমস্ত কারণ ব্যক্ত করুন। দুরাত্মা হুণ্ড তখন নিজের দোষ সংক্ষেপে বলিয়া অশোকসুন্দরীর প্রদত্ত শাপ-বৃত্তান্ত সবিস্তরে বলিল। বিপুলা দানবের মুখে সর্ব্বকারণ অবগত হইয়া স্থির করিল, এ বালক নিশ্চয়ই বধ্য, নতুবা ইহার হস্তে আমার স্বামীর মৃত্যু অনিবার্য্য। এইরূপ স্থির করিয়া বিপুলা ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইল এবং মেকলানাম্নী স্বীয় সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিল, —মেকলে! এই দুষ্ট বালককে অদ্য মহানসে চাপাইবে। হুণ্ডের ভোজনের জন্য তুই ইহাকে পাচকের হস্তে প্রদান কর্। মেকলা বালককে লইয়া গিয়া পাচককে ডাকিয়া বলিল,—রাজাদেশ পালন কর, এই বালকের

এবমাকর্ণিতং তেন সূদেনাপি মহাত্মনা।
আদায় বালকং হস্তাচ্ছস্ত্রমুগ্যম্য চোদ্যতঃ॥ ৩০
এষ বৈ দেববেদস্য দত্তাত্রেয়স্য তেজসা।
রক্ষিতস্ত্বায়ুপুত্রশ্চ স জহাস পুনঃপুনঃ॥ ৩১
হসন্তং তং সমালোক্য স সূদঃ কৃপয়ান্বিতঃ।
সৈরিন্ধ্রী চ কৃপাযুক্তা সূদন্তং প্রত্যভাষত॥ ৩২
নৈষ বধ্যস্ত্বয়া সূদ শিশুরেব মহামতে।
দিব্যলক্ষণসম্পন্নঃ কস্য জাতঃ শুভকুলে॥ ৩৩
সূদ উবাচ।
সত্যমুক্তং ত্বয়া ভদ্রে বাক্যং বৈ কৃপয়ান্বিতম্।
রাজলক্ষণসম্পন্নো রূপবান্ কস্য বালকঃ॥ ৩৪
কস্মাত্তোক্ষ্যতি দুষ্টাত্মা হুণ্ডোহয়ং দানবাধমঃ।
যেন বৈ রক্ষিতো বংশঃ পূর্ব্বমেব স্বকর্ম্মণা॥ ৩৫
আপৎস্বপি স জীবেত দুর্গেষু নান্যথা ভবেৎ।
সিন্ধুবেগেন নীতস্তু বহ্নিমধ্যে গতোহথবা॥ ৩৬
জীবতে নাত্র সন্দেহো যশ্চ কর্ম্মসহায়বান্।
তস্মাদ্ধি ক্রিয়তে কর্ম্ম ধর্ম্মপুণ্যসমন্বিতম্॥ ৩৭
আয়ুষ্মন্তো নরাস্তেন প্রবদন্তি সুখং ততঃ।
তারকং পালকং কর্ম্ম রক্ষতে জাগ্রতে হি তৎ॥
মুক্তিদং জায়তে নিত্যং মৈত্রস্থানপ্রদায়কম্।
দানপুণ্যান্বিতং কর্ম্ম প্রিয়বাক্যসমন্বিতম্॥ ৩৯
উপকারযুতং যশ্চ করোতি শুভকৃত্তদা।
তমেব রক্ষতে কর্ম্ম সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ॥ ৪০
অন্যযোনিং প্রযাতি স্ম প্রেরিতঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কিং করোতি পিতা মাতা অন্যে স্বজনবান্ধবাঃ॥
কর্ম্মণা নিহতো যস্তু ন শক্তাস্তস্য চ রক্ষণে॥ ৪২
সূত উবাচ।
যেনৈব কর্ম্মণা চৈব রক্ষিতশ্চায়ুনন্দনঃ।
তস্মাৎ কৃপান্বিতো জাতঃ সূদঃ কর্ম্মবশানুগঃ
সৈরিন্ধ্রী চ তথা জাতা প্রেরিতা তস্য কর্ম্মণা॥
দ্বাভ্যামেব সুতশ্চায়ো রক্ষিতশ্চারুলক্ষণঃ।
রাত্রাবেব প্রণীতোহসৌ তস্মাদ্ গেহান্মহাশ্রমে॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে পুণ্যে সৈরিন্ধ্র্যা পুণ্যকর্ম্মণা।

মাংস তোমাকে পাক করিতে হইবে। পাচক এই কথা শুনিয়া মেকলার হস্ত হইতে বালককে লইয়া শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, এই আয়ুপুত্র বালক দেবদেব দত্তাত্রেয়ের প্রভাবে রক্ষিত, এই বলিয়াই যেন বালক তখন পুনঃপুনঃ হাস্য করিতে লাগিল। ১৫—৩২। পাচক তাহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া কৃপান্বিত হইল এবং সৈরিন্ধ্রীও কৃপাপরবশ হইয়া পাচককে বলিল, —হে মহামতে, পাচক। তুমি এই বালককে বধ করিও না। এই দিব্যলক্ষণসম্পন্ন বালক কাহার শুভকুলে উৎপন্ন? পাচক কহিল,—হে ভদ্রে! তুমি সত্যই সদয় বাক্য বলিয়াছ। এই রাজলক্ষণসংযুক্ত রূপবান বালক কাহার? কেন দুরাত্মা দানবাধম হুণ্ড ইহাকে ভক্ষণ করিবে? যে সুকর্ম্মশালী জাতকের স্বীয় বংশরক্ষা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত আছে; শত আপদেও তাহার জীবনহানি হয় না। সে, সিন্ধুবেগেই নীত হউক, কিংবা বহ্নিমধ্যেই পতিত হউক, তাহার জীবন থাকিবেই। কেননা তৎকৃত সৎকর্ম্মই তাহার সহায়, এই জন্যই লোকে ধর্ম্মপুণ্যময় কর্ম্মানুষ্ঠান করে। নরগণ সেই কর্ম্মগুণেই আয়ুষ্মান হয় এবং তাহা হইতেই সুখোদয়, ইহাই জনসমাজের প্রবাদ। কর্ম্মই তারক, কর্ম্মই পালক, কর্ম্মই রক্ষক এবং কর্ম্মই জাগ্রৎ, কর্ম্ম মুক্তিদায়ক এবং কর্ম্মই নিত্য মৈত্রস্থানপ্রদ। যে শুভকৃৎ ব্যক্তি দান পুণ্য, প্রিয়বাক্য ও পরোপকারযুত কর্ম্ম করে, সর্ব্বদা কর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। স্বীয় কর্ম্মে প্রেরিত হইয়াই লোক অন্য যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নিজ কর্ম্ম দ্বারা নিহত, তাহার রক্ষা ব্যাপারে পিতামাতা কি করিবে? অন্য স্বজন বান্ধবেরাও তাহার রক্ষায় সক্ষম নহে। সূত কহিলেন,—আয়ুনন্দন যে কর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত, সেই কর্ম্ম প্রভাবেই পাচক তৎপ্রতি কৃপান্বিত এবং সৈরিন্ধ্রীও তাহার কর্ম্মপ্রেরিতা হইয়াই কৃপাবতী হইল। তখন পাচক এবং সৈরিন্ধ্রী উভয়ে মিলিয়াই আয়ুর চারুলক্ষণ পুত্র রক্ষা করিল। অনন্তর বালক সেই রাত্রিতেই পুণ্যবতী সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে নীত

শুভে পর্ণকুটীদ্বারে তস্মিন্নেব মহাশ্রমে ॥ ৪৫
গত্বা সা স্বগৃহং পশ্চান্নিঃক্ষিপ্য বালকোত্তমম্।
এবং নিপাত্য সূদেন পাচিতং মাংসমেব হি ॥
ভোজয়িত্বা সূদৈত্যেন্দ্রা হুণ্ডো হৃষ্টোঽভবত্তদা
শাপমশোকসুন্দর্য্যা মোঘং মেনে তদাসুরঃ ॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ স হুণ্ডো দানবেশ্বরঃ ॥ ৪৮

কুঞ্জল উবাচ।

প্রভাতে বিমলে জাতে বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
বহির্গতো হি ধর্ম্মাত্মা কুটীদ্বারাৎ প্রপশ্যতি।
সম্পূর্ণং বালকং দৃষ্ট্বা দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪৯
সম্পূর্ণেন্দুপ্রতীকাশং সুন্দরং চারুলোচনম্। ৫০

বশিষ্ঠ উবাচ।

পশ্যন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যূয়মাগত্য বালকম্।
কস্য কেন সমানীতং রাত্রৌ দ্বারাঙ্গনে মম।
দেবগন্ধর্ব্বগর্ভাভং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৫১
কন্দর্পকোটিসঙ্কাশং পশ্যন্তু মুনয়োঽমলম্।
মহাকৌতুকসংযুক্তা দৃষ্ট্বা দ্বিজবরাস্ততঃ ॥ ৫২
সমপশ্যন সুতং তে তু আয়োশ্চৈব মহাত্মনঃ।

বশিষ্ঠঃ স তু ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানেনালোক্য বালকম্ ॥
অ য়ুপুত্রং সমাজ্ঞাতং চরিত্রেণ সমন্বিতম্।
বৃত্তান্তং তস্য দুষ্টস্য হুণ্ডস্যাপি দুরাত্মনঃ ॥ ৫৪
কৃপয়া ব্রহ্মপুত্রস্তু সমুত্থায় সুবালকম্।
করাভ্যামথ গৃহ্লাতি যাবদ্দ্বিজবরোত্তমঃ ॥ ৫৫
তাবৎ পুষ্পসুবৃষ্টিঞ্চ চক্রুর্দেবাঃ সুতোপরি।
ললিতং সুস্বরং গীতং জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৫৬
ঋষয়ো বেদমন্ত্রৈস্তু স্তুবন্তি নৃপনন্দনম্।
বশিষ্ঠস্তং সমালোক্য বরং বৈ দত্তবাংস্তদা ॥ ৫৭
নহুষেত্যেব তে নাম খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি
হুষিতো নৈব কেনাপি বালভাবৈর্নরাধিপ ॥ ৫৮
তস্মান্নহুষ কে নাম দেবপূজ্যো ভবিষ্যসি।
জাতকর্ম্মাদিকং কর্ম্ম তস্য চক্রে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৯
ব্রতদানং বিসর্গঞ্চ গুরুশিষ্যাদিলক্ষণম্।
বেদঞ্চাধীত্য সম্পূর্ণং ষড়ঙ্গং সপদক্রমম্ ॥ ৬০
সর্ব্বাণ্যেব চ শাস্ত্রাণি অধীত্য দ্বিজসত্তমাৎ।
বশিষ্ঠাচ্চ ধনুর্ব্বেদং সরহস্যং মহামতিঃ ॥ ৬১

হইল। সৈরিন্ধ্রী সেই পুণ্যাশ্রমের শুভ পর্ণকুটীরদ্বারে বালককে রাখিয়া পশ্চাৎ স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। এদিকে পাচক এক হরিণ মারিয়া তাহার মাংস পাক করত দৈত্যেন্দ্র হুণ্ডকে ভোজন করাইল। হুণ্ড তাহা খাইয়াই হৃষ্ট হইল এবং অশোকসুন্দরীর শাপ ব্যর্থ হইল বলিয়া মনে করিল। দানবেশ্বর হুণ্ড এইরূপে মহা হর্ষাবিষ্ট হইল। ৩২—৪৮। কুঞ্জল কহিল,—বিমল প্রভাতকালে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কুটীরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াই সম্মুখে পূর্ণেন্দুপ্রতিম দিব্য লক্ষণাক্রান্ত চারুনয়ন সুন্দর বালক অবলোকন করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, —মুনিগণ! আপনারা সকলে আসিয়া দেখুন, —রাত্রিকালে কে যেন কাহার একটী বালক আমার কুটীরদ্বারে ফেলিয়া গিয়াছে। মুনিগণ অবলোকন করুন, এ বালক দেবগন্ধর্ব্বগর্ভতুল্য, রাজলক্ষণযুক্ত, কোটিকন্দর্পকান্তি ও নির্ম্মল। অনন্তর দ্বিজবরগণ মহা কৌতুকযুক্ত ও হৃষ্ট হইয়া মহাত্মা আয়ুর পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ জ্ঞাননেত্রে দেখিয়া বালককে চরিত্রযুক্ত আয়ুর পুত্র বলিয়া বুঝিলেন এবং দুষ্ট দুরাত্মা হুণ্ডের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ করযুগ দ্বারা যেমন সেই বালককে তুলিয়া লইলেন, অমনি দেবগণ বালকোপরি পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সুস্বরে ললিতগীত গাহিল। ঋষিগণ বেদমন্ত্রে নৃপনন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বশিষ্ঠ বালককে দেখিয়া বর প্রদান করিলেন; বলিলেন,—জগতে তোমার নহুষ নাম বিখ্যাত হইবে। বাল্যাবস্থাতেও তোমাকে কেহই হুষিত অর্থাৎ পরাভব করিতে পারিল না, এই জন্য 'নহুষ' নামে তুমি দেবপূজ্য হইবে। অতঃপর দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাহার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। ক্রমে আয়ুপুত্র মহামতি নহুষ শিষ্যরূপে ভক্তিমান্ হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট ব্রত, দান, বিসর্গ, গুরুশিষ্যাদিলক্ষণ, সম্পূর্ণ ষড়ঙ্গবেদ, সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং সরহস্য যাবতীয় ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশ-

শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি দিব্যানি প্রাপ্তবাংশ্চ সুতানি চ।
জ্ঞানশাস্ত্রাদিকং ন্যায়রাজনীতিগুণাদিকান ॥৬২
বশিষ্ঠাদায়ুপুত্রশ্চ শিষ্যরূপেণ ভক্তিমান।
এবং স সর্ব্বং নিষ্পন্নো নহুষশ্চাতিসুন্দরঃ॥ ৬৩
বশিষ্ঠস্য প্রসাদাচ্চ চাপবাণধরোঽভবৎ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

আয়ুর্ভার্য্যা মহাভাগা স্বর্ভানোস্তনয়া সুতম্।
অপশ্যন্তী সুবালং তং দেবোপমমনোপমম্ ॥ ১
হাহাকারং মহৎ কৃত্বা রুরোদ বরবর্ণিনী।
কেন মে লক্ষণোপেতো হৃতো বালঃ সুলক্ষণঃ
তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ নিয়মৈর্দুষ্করৈঃ সুতঃ।
সম্প্রাপ্তো হি ময়া বৎস কষ্টৈশ্চ দারুণৈঃ পুনঃ ॥
দত্তাত্রেয়েণ পুণ্যেন সন্তুষ্টেন মহাত্মনা।
রুদতঃ পুত্রো হৃতঃ কেন রুরোদ করুণান্বিতা ॥ ৪
হা পুত্র বৎস মে তাত হা বাল গুণমন্দির।
ক্বাসি কেনাপনীতোঽসি মম শব্দঃ প্রদীয়তাম্ ॥৫
সোমবংশস্য সর্ব্বস্য ভূষণোঽসি ন সংশয়ঃ।
কেন ত্বমপনীতোঽসি মম প্রাণৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৬
রাজলক্ষণৈর্দিব্যৈঃ সম্পূর্ণঃ কমলেক্ষণঃ।
কেনাপ্যপহৃতো বৎসঃ কিং করোমি ক্ব যামহম্
স্ফুটং জানামাহং কর্ম্ম হ্যন্যজন্মনি যৎ কৃতম্।
ন্যাসনাশঃ কৃতঃ কস্য তস্মাৎ পুত্রো হৃতো মম।
কিং বা ছলং কৃতং কস্য পূর্ব্বজন্মনি পাপয়া।
কর্ম্মণস্তস্য বৈ দুঃখমনুভুঞ্জামি নান্যথা ॥ ৯
রত্নাপহারিণী জাতা পুত্ররত্নং হৃতং মম।
তস্মাদ্দৈবেন মে দিব্যা অনৌপম্যগুণাকরঃ ॥১০
কিং বা বিতর্কিতো বিপ্রঃ কর্ম্মণস্তস্য বৈ ফলম্
প্রাপ্তং ময়া ন সন্দেহঃ পুত্রশোকান্বিতং ভৃশম্।
কিং বা শিশুবিরোধশ্চ কৃতো জন্মান্তরে ময়া।
তস্য পাপস্য ভুঞ্জামি কর্ম্মণঃ ফলমীদৃশম্ ॥ ১২

সংহারযুক্ত দিব্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, এবং ন্যায় ও রাজনীতি গুণাদি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অতি সুন্দর নহুষ বশিষ্ঠের প্রসাদে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া ধনুর্ব্বাণধর হইলেন। ৪৯—৬৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—আয়ুভার্য্যা মহাভাগা স্বর্ভানুনন্দিনী বরবর্ণিনী ইন্দুমতী দেবোপম স্বীয় বালককে না দেখিয়া মহা হাহাকারে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি করুণান্বিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—কে আমার সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্রকে হরণ করিল? বৎস! আমি তপস্যা, দান, যজ্ঞ, দুষ্কর নিয়ম ও দারুণ কষ্টে তোমায় পাইয়াছিলাম। পুণ্যমূর্ত্তি মহাত্মা দত্তাত্রেয় সন্তুষ্ট হইয়া আমায় পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, কে তোমাকে হরণ করিল? হা পুত্র, হা বৎস, হা তাত, হা বালগুণনিলয়! কে তোমায় কোথায় লইয়া গেল? আমার বৎসকে কে হরণ করিল? আমি কোথায় যাইব? কি করিব? আমি জন্মান্তরে যাহা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। নিশ্চয়ই কাহারও ন্যাসাপহরণ করিয়াছিলাম, তাই আমার পুত্র অপহৃত হইয়াছে। অথবা পাপিনী আমি পূর্ব্বজন্মে কাহারও সহিত কোন ছল কপট করিয়াছিলাম সেই কর্ম্মফলেই নিশ্চয় দুঃখভোগ করিতেছি। কিংবা কাহারও রত্নাপহরণ করিয়াছিলাম, তাই কি দেব আমার দিব্য অনুপম পুত্ররত্ন হরণ করিল? কিংবা বিপ্রসহ বিতর্ক করিয়াছিলাম, সেই কর্ম্মেরই এই দারুণ পুত্রশোকান্বিত ফল প্রাপ্ত হইলাম। অথবা জন্মান্তরে আমি শিশুবিরোধ করিয়াছিলাম, সেই পাপকর্ম্মের এই ফল ইহজন্মে ভোগ করিতেছি। কিংবা,

যাচমানস্য চৈবাগ্রে বৈশ্বদেবস্য কর্ম্মণঃ ।
কিং বাপি নার্পিতং চান্নং ব্যাহৃতীভির্হুতং
দ্বিজৈঃ ॥ ১৩

এবং সুদেবমানা চ স্বর্ভানোস্তনয়া তদা ।
ইন্দুমতী মহাভাগ শোকেন করুণাকুলা ॥ ১৪
পতিতা মূর্চ্ছিতা শোকাদ্বিহ্বলত্বং গতা সতী ।
নিশ্বাসান্ মুঞ্চমানা সা বৎসহীনা যথা হি গৌঃ
আয়ুরাজা স শোকেন দুঃখেন মহতান্বিতঃ ।
বালং শ্রুত্বা হৃতং তস্য ধৈর্য্যং তত্যাজ পার্থিবঃ
তপসশ্চ ফলং নাস্তি নাস্তি দানস্য বৈ ফলম্ ।
যস্মাদেবং হৃতঃ পুত্রস্তস্মান্নাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭
দত্তাত্রেয়ঃ প্রসাদেন বরং মে দত্তবান্ পুরা ।
অজেয়ঞ্চ জয়োপেতং পুত্রং সর্ব্বগুণান্বিতম্ ॥১৮
তস্য বরপ্রদানস্য কথং বিঘ্নো হ্যজায়ত ।
ইতি চিন্তাপরো রাজা দুঃখিতঃ প্রারুদদ্ভৃশম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
চ্যবনচরিত্রে নাহুষাখ্যানে ষড়ধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বৈশ্বদেব কর্ম্মের ব্যাহৃতিহুত অন্ন আমি যাচকের অগ্রে অর্পণ করি নাই, তাহারই ফল এইরূপ হইল। স্বর্ভানু-নন্দিনী ইন্দুমতী শোকাকুল হইয়া এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে পতিত, মূর্চ্ছিত ও শোক-বিহ্বলা হইলেন, এবং বৎসহীনা গাবীর ন্যায় নিশ্বাস মোচন করিতে লাগিলেন। আয়ু রাজা, বালক হৃত হইয়াছে শুনিয়া অতিমাত্র শোকে দুঃখে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, বলি-লেন,—তপস্যার ফল নাই, দানেরও ফল নাই, যেহেতু এরূপ পুত্র হৃত হইল, অতএব নিশ্চ-য়ই উহার ফল নাই। পূর্ব্বে দত্তাত্রেয় প্রসন্ন হইয়া আমায় বর প্রদান করিয়াছিলেন,—তোমার পুত্র বিজয়ী অজেয় ও সর্ব্বগুণোপেত হইবে। সে বরদানের বিঘ্ন কিরূপে ঘটিল? রাজা দুঃখিত হইয়া এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগি-লেন। ১—১৯।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৬।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

কুঞ্জল উবাচ।
অথাসৌ নারদঃ স্বর্গাদায়ুরাজানমাগতঃ।
আগত্য কথয়ামাস কস্মাদ্রাজন্ প্রশোচসে ॥ ১
পুত্রাপহরণং তেঽদ্য ক্ষেমং জাতং মহামতে।
দেবাদীনাং মহারাজ এবং জ্ঞাত্বা তু মা শুচঃ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সগুণো ভূত্বা সর্ব্ববিজ্ঞানসংযুতঃ।
সর্ব্বকলাভিসম্পূর্ণ আগমিষ্যতি তে সুতঃ ॥ ৩
যেনাপাপহৃতস্তেঽদ্য বালো দেবগুণোপমঃ।
আত্মগেহে মহারাজ কালো নীতো ন সংশয়ঃ ॥৪
তস্যাপান্তং স বৈ কর্ত্তা মহাবীর্য্যো মহাবলঃ।
স ত্বমভ্যেষ্যতে ভূপ শিবস্য সুতয়া সহ ॥ ৫
ইন্দ্রোপেন্দ্রসমঃ পুত্রো ভবিষ্যতি স্বতেজসা।
ইন্দ্রত্বং ভোক্ষ্যতে সোঽপি নিজেশ্চ পুণ্যকর্ম্মভিঃ
এবমাভাষ্য রাজানমায়ুং দেবর্ষিসত্তমঃ।
জগাম সহসা তস্মৈ পশ্যতঃ সানুগস্য হ ॥ ৭

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—অনন্তর নারদ স্বর্গ হইতে আয়ু রাজার নিকট আসিলেন, আসিয়া বলি-লেন,—রাজন্! কেন আপনি রোদন করিতে-ছেন? হে মহামতে! আপনার পুত্রাপহরণ দেবাদির মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। ইহা জানিয়া আপনি শোক করিবেন না, আপনার পুত্র সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজ্ঞানযুত, সর্ব্বগুণোপেত ও সর্ব্বকলাপরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন। আপনার দেবগুণোপপন্ন বালককে যে আত্ম-গৃহে অপহরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার কাল নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে। আপনার মহাবল মহাবীর্য্য পুত্র তাহারই প্রাণান্ত করিয়া শিব-সুতার সহিত আপনার নিকট আসিবেন। আপনার সেই পুত্র স্বীয়তেজে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-তুল্য হইবেন। নিজের পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা তিনিও ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবেন। দেবর্ষিবর নারদ, আয়ু রাজাকে এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। সানুচর রাজা তাঁহার দিকে

গতে তস্মিন্ মহাভাগে নারদে দেবসম্মিতে।
আয়ুরাগত্য তাং রাজ্ঞীং তৎসর্ব্বং বিন্যবেদয়ৎ
দত্তাত্রেয়েণ যো দত্তঃ পুত্রো দেববরোত্তমঃ।
স বৈ রাজ্ঞি কুশল্যাস্তে বিষ্ণোশ্চৈব প্রসাদতঃ
যেনাপাসৌ হৃতঃ পুত্রঃ সগুণো মে বরাননে।
শিরস্তস্য গৃহীত্বা তু পুনরেবাগমিষ্যতি ॥ ১০
ইত্যাহ নারদো ভদ্রে মা কৃথাঃ শোকমেব চ।
ত্যজ চৈনং মহামোহং কার্য্যধর্ম্মবিনাশনম্ ॥ ১১
ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং নিশম্যৈবং রাজ্ঞী ইন্দুমতী ততঃ।
হর্ষেণাপি সমাবিষ্টা পুত্রস্যাগমনং প্রতি ॥ ১২
যথোক্তং দেবঋষিণা তত্তথৈব ভবিষ্যতি।
দত্তাত্রেয়েণ মে দত্তস্তনয়ো হ্যজরামরঃ ॥ ১৩
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ প্রতিভাতে মমৈব হি।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু ননাম দ্বিজপুঙ্গবম্ ॥ ১৪

নমোঽস্তু তস্মৈ পরিসিদ্ধিদায়
অত্রেঃ সুপুত্রায় মহাত্মনে চ।
যস্য প্রসাদেন ময়া সুপুত্রঃ
প্রাপ্তঃ সুধীরঃ সুগুণঃ সুপুণ্যঃ ॥ ১৫

এবমুক্ত্বা তু সা দেবী বিররাম সুদুঃখিতা।
আগমিষ্যন্তমাজ্ঞায় নহুষং তনয়ং পুনঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
চ্যবনচরিত্রে নাহুষাখ্যানে সপ্তাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।
ব্রহ্মপুত্রো মহাতেজা বশিষ্ঠস্তপতাং বরঃ।
নহুষং তং সমাহূয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
বনং গচ্ছস্ব শীঘ্রেণ বন্যমানয় পুষ্কলম্।
সমাকর্ণ্য মুনের্ব্বাক্যং নহুষো বনমাযযৌ ॥ ২
তত্র কিঞ্চিৎ সুবৃত্তান্তং শুশ্রাব নহুষো বলঃ।
অয়মেষ স ধর্ম্মাত্মা নহুষো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৩
আয়োঃ পুত্রো মহাপ্রাজ্ঞো বাল্যান্মাত্রা
বিয়োজিতঃ।
অস্যৈবাতিবিয়োগেন আয়ুভার্য্যা প্ররোদিতি ॥
অশোকসুন্দরী চেপে তপঃ পরমদুষ্করম্।

তাকাইয়া রহিলেন। ১—৭। দেবোপম মহাভাগ নারদ প্রস্থান করিলে, আয়ু রাজা আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞীর নিকট প্রকাশ করিলেন; বলিলেন,—রাজ্ঞি! মহাত্মা দত্তাত্রেয় তোমায় যে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, বিষ্ণুর প্রসাদে সে পুত্র কুশলী আছে। হে বরাননে! যে আমার পুত্র হরণ করিয়াছে, পুত্র তাহারই মস্তক লইয়া পুনরায় আগমন করিবে। হে ভদ্রে! নারদ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমি শোক করিও না; কর্ম্মধর্ম্মনাশন এই মহামোহ পরিত্যাগ কর। রাজ্ঞী ইন্দুমতী ভর্ত্তার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রাগমন-আশায় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন,—দেবর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই হইবে। দত্তাত্রেয়দত্ত মদীয় পুত্র নিশ্চয়ই অজরামর হইবে। রাজ্ঞী এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিজপুঙ্গব দত্তাত্রেয়কে নমস্কার করিলেন; বলিলেন,—সেই অত্রির সৎপুত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাত্মা দত্তাত্রেয়কে আমার নমস্কার; যাঁহার প্রসাদে আমি সুধীর, সুগুণ, সুপুণ্য, সুপুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সুদুঃখিতা দেবী ইন্দুমতী এই বলিয়া পুত্রের ভাবী আগমন অবগত হইয়া শোকবিরত হইলেন। ৮—১৬।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—মহাতেজা ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ একদা নহুষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস! শীঘ্র বনে যাও, বন হইতে প্রচুর ফল মূল লইয়া আইস। নহুষ মুনির বাক্য শুনিয়া বনে গেলেন; সেখানে গিয়া এই সুবৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন যে, এই ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ নহুষ, আয়ু রাজার মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র; ইনি বাল্য হইতে মাতৃবিয়োজিত, আয়ুর ভার্য্যা ইহাঁর বিচ্ছেদে অত্যন্ত রোদন করিতেছেন।

কদা পশ্যতি সা দেবী পুত্রমিন্দুমতী শুভা। ৫
নহুষং নাম ধর্মজ্ঞং হৃতং পূর্ব্বং তু দানবৈঃ।
তপস্তেপে নিরালম্বা শিবস্য তনয়া বরা। ৬
অশোকসুন্দরী বালা আয়ুপুত্রস্য কারণাৎ।
অনেনাপি কদা সা হি সঙ্গতা তু ভবিষ্যতি॥ ৭
এবং সাংসারিকং বাক্যং দিবি চারণভাষিতম্।
শুশ্রাব স হি ধর্ম্মাত্মা নহুষো বিস্ময়ান্বিতঃ। ৮
স গত্বা বন্যমাদায় বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি।
বন্যং নিবেদ্য ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠায় মহাত্মনে। ৯
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
উবাচ মহাপ্রাজ্ঞং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্। ১০
ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যমপূর্ব্বং চরণেরিতম্।
এষ বৈ নহুষো নাম্না আয়ুপুত্রো বিয়োজিতঃ॥
মাত্রা সহ সুদুঃখৈস্তু ইন্দুমত্যা হি দানবৈঃ।
শিবস্য তনয়া বালা তপস্তেপে সুদুশ্চরম্। ১২
নিমিত্তমস্য ধীরস্য নহুষস্যেতি বৈ গুরো।
এবমাভাষিতং তৈস্তু তৎ সর্ব্বং হি ময়া শ্রুতম্
কোহসাবায়ুঃ স ধর্ম্মাত্মা কা সা হি ইন্দুমতী শুভা
অশোকসুন্দরী কা সা নহুষেতি ক উচ্যতে। ১৪
এতন্মে সংশয়ং জাতং তত্ত্বতাংশ্ছেত্তুমর্হতি।
অন্যঃ কোহপি মহাপ্রাজ্ঞঃ কুত্রাসৌ নহুষেতি চ
তৎসর্ব্বং তাত মে ব্রূহি কারণান্তরমেব হি। ১৫

বশিষ্ঠ উবাচ।

আয়ুরাজা স ধর্ম্মাত্মা সপ্তদ্বীপাধিপো বলী।
ভার্য্যা ইন্দুমতী তস্য সত্যরূপা যশস্বিনী॥ ১৬
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ভবান্ বৈ গুণমন্দিরম্।
আয়ুনা রাজরাজেন সোমবংশস্য ভূষণম্।
হরস্য কন্যা সুশ্রোণী গুণরূপৈরলঙ্কৃতা॥ ১৮
অশোকসুন্দরী নাম্না সুভগা চারুহাসিনী।
তস্য হেতোস্তপস্তেপে নিরালম্বা তপোবনে। ১৯
তস্যা ভর্ত্তা ভবান্ সৃষ্টো ধাত্রা যোগেন নিশ্চিতঃ
গঙ্গায়াস্তীরমাশ্রিত্য ধ্যানযোগসমাশ্রিতা। ২০
হুণ্ডশ্চ দানবেন্দ্রো যো দৃষ্ট্বা চৈকাকিনীং সতীম্
তপসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ সুভগাং কমলেক্ষণাম্। ২১
রূপৌদার্য্যগুণোপেতাং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ
তাং বভাষেহন্তিকং গত্বা মম ভার্য্যা ভবেতি চ

অশোকসুন্দরী ইহারই জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্না। দেবী ইন্দুমতী কবে এই দানব-হৃত পুত্র নহুষকে নয়নগোচর করিবেন? শিবনন্দিনী যুবতী অশোকসুন্দরী ইহারই জন্য নিরালম্ব ভাবে ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনিই বা কবে ইহাঁর সহিত সংযুক্ত হইবেন? ১—৭। ধর্ম্মাত্মা নহুষ স্বর্গে চারণোচ্চারিত এই সাংসারিক বাক্য শুনিলেন শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া রম্য ফলমূল গ্রহণান্তে বশিষ্ঠাশ্রমে গমনপূর্ব্বক মহাত্মা বশিষ্ঠের সম্মুখে সেই সকল নিবেদনান্তে বদ্ধাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে নমিতকন্ধরে তপস্বিবিজ্ঞ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ভগবন্! চারণোচ্চারিত অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করুন, চারণেরা কহিল, এই নহুষ নামক আয়ুপুত্র দানব কর্ত্তৃক মাতা ইন্দুমতী হইতে অতিকষ্টে বিযোজিত হইয়াছে। এই ধীর নহুষের নিমিত্তই যুবতী শিবনন্দিনী কঠোর তপস্যা করিতেছেন আমি চারণগণোচ্চারিত এই সকল কথাই শুনিয়াছি। কিন্তু সেই ধর্ম্মাত্মা আয়ু কে? শুভা ইন্দুমতী, অশোকসুন্দরী এবং নহুষই বা কে? হে গুরো! আমার এই সংশয় নিরাস করুন। নহুষ নামক অন্য কোনও মহাপ্রাজ্ঞ কোথায় আছেন? হে তাত! এই সমুদায় আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মা আয়ু রাজা সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর; তাঁহার সত্যমূর্ত্তি যশস্বিনী ভার্য্যার নাম ইন্দুমতী। রাজরাজ আয়ু-কর্ত্তৃক ইন্দুমতীর গর্ভে তুমিই সকলগুণনিলয় সোমবংশভূষণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছ। রূপগুণালঙ্কৃতা সুশ্রোণী শিবনন্দিনী চারুহাসিনী, সুভগা, অশোকসুন্দরী তোমারই জন্য নিরাধারে তপোবনে তপস্যা করিতেছেন। বিধাতা যোগবলে তোমাকেই তাঁহার ভর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি গঙ্গাতীরে ধ্যানযোগাবলম্বনে অবস্থিতা। দানবেন্দ্র হুণ্ড একদা সেই তপঃপ্রজ্বলিতা, সুভগা কমলাননা, রূপৌদার্য্যগুণোপেতা সতী অশোকসুন্দরীকে একাকিনী দেখিয়া কামশরে

এবং সা তদ্বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ তপস্বিনী।
মা হুণ্ড সাহসং কার্ষীর্ম্মা জল্পস্ব পুনঃপুনঃ॥ ২৩
অপ্রাপ্যাহং ত্বয়া বীর পরভার্য্যা বিশেষতঃ।
দৈবেন মে পুরা সৃষ্ট আয়ুপুত্রো মহাবলঃ॥ ২৪
নহুষো নাম মেধাবী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
দেবদত্তো মহাতেজা অন্যথা ত্বং করিষ্যসি॥ ২৫
ততঃ শাপং প্রদাস্যামি যেন ভস্মীভবিষ্যসি।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ॥২৬
ব্যাজেনাপি হৃতা তেন প্রণীতা নিজমন্দিরে।
জ্ঞাত্বা তয়া মহাভাগ শপ্তোঽহসৌ দানবাধমঃ॥
নহুষস্যৈব হস্তেন তব মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
অজাতে ত্বয়ি সঞ্জাতা বদসে ত্বং যথৈব তৎ॥
স ত্বমায়ুসুতো বীর হৃতো হুণ্ডেন পাপিনা।
সূদেন রক্ষিতো দাস্যা প্রেষিতো মম চাশ্রমম্॥
ভবন্তং বনমধ্যে চ দৃষ্ট্বা চারণকিন্নরৈঃ।
যত্তু বৈ শ্রাবিতং বৎস ময়া তে কথিতং পুনঃ॥
জহি তং পাপকর্ত্তারং হুণ্ডাখ্যং দানবাধমম্।
নেত্রোভ্যাং হি প্রমুক্তাশ্রুমশ্রূণি পরিমার্জ্জয়॥ ৩১
ইতো গত্বা প্রপশ্য ত্বং গঙ্গাতীরং মহাবলম্।
নিপাত্য দানবেন্দ্রং তং কারাগৃহাৎ সমানয়॥৩২
অশোকসুন্দরীং যা হি তস্যা ভর্ত্তা ভবস্ব হি।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রশ্নস্যাস্য হি কারণম্॥৩৩
আভাষ্য নহুষং বিপ্রো বিররাম মহামতিঃ॥৩৪
আকর্ণ্য সর্ব্বং মুনিনা প্রযুক্ত-
মাশ্চর্য্যভূতং স হি চিন্তমানঃ।
তস্যান্তমেকঃ পরিকর্ত্তুকাম
আয়োঃ সুতঃ কোপমথো চকার॥ ৩৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে
চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে অষ্টাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৮॥

জর্জ্জরিত হয় এবং তাঁহার নিকটে গিয়া বলে —তুমি আমার ভার্য্যা হও। ৮—২২। তপস্বিনী অশোকসুন্দরী তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলেন,—হুণ্ড! এরূপ সাহস করিও না, বারবার এমন বলিও না। হে বীর! আমি পরভার্য্যা, তোর বিশেষরূপেই অপ্রাপ্যা। নহুষনামধেয় মহাবল আয়ুপুত্র উৎপন্ন হইবেন। সেই দেবদত্ত মহাতেজা রাজাই আমার ভর্ত্তা। ইহাই দৈবের পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ। তুই যদি ইহার অন্যথা করিবি, তবে তোকে শাপ প্রদান করিব, তুই তাহাতে ভস্ম হইয়া যাইবি। কামশরে পীড়িত হুণ্ডদানব এই কথা শুনিয়া ছলক্রমে তাহাকে নিজমন্দিরে লইয়া গেল। অশোকসুন্দরী তাহা জানিতে পারিয়া সেই দানবাধমকে অভিশাপ প্রদান করেন। তিনি বলিলেন,—নহুষের হস্তে তোর মৃত্যু হইবে। হে ধীর! তুমি জন্মিবার পূর্ব্বেই অশোকসুন্দরী জন্মিয়াছেন। সেই তুমি আয়ুপুত্র, পাপী হুণ্ড কর্ত্তৃক হৃত, পাচককর্ত্তৃক রক্ষিত এবং দাসীপ্রেরিত হইয়া আমার আশ্রমে আগত। চারণকিন্নরেরা তোমাকে বনমধ্যে দেখিয়া যাহা শুনাইয়াছে, হে বৎস! এই আমি তাহা পুনরায় তোমায় বলিলাম। তুমি দানবাধম পাপাত্মা হুণ্ডকে বিনাশ কর, আর নেত্রাশ্রুবর্ষিণী শিবনন্দিনীকে সান্ত্বনা দাও। এ স্থান হইতে গঙ্গাতীরে গিয়া তুমি সেই মহাবল দানবেন্দ্রকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে বিনাশ করিয়া কারাগৃহ হইতে অশোকসুন্দরীকে আনয়ন কর। যাও গিয়া তাহার ভর্ত্তা হও। এই আমি তোমার কৃত সমস্ত প্রশ্নোত্তরই প্রদান করিলাম। মহামতি বশিষ্ঠ এই বলিয়া নহুষকে সম্ভাষণান্তে বিরত হইলেন। আয়ুপুত্র নহুষ, মুনিকথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্তই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন এবং একাকীই হুণ্ডের বিনাশ বিধানার্থ কুপিত হইলেন। ২৩—৩৫।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুণ্ডল উবাচ।

প্রণিপত্য প্রসাদ্যৈব বশিষ্ঠং তপসাং বরম্।
আমন্ত্র্য নির্জগামাথ বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ॥ ১
এনস্য মাংসং সুবিপাচ্য ভোজিতং
বালস্তয়া রক্ষিত এব বুদ্ধ্যা।
আয়োঃ সুপুত্রঃ সগুণঃ সুরূপো
দেবোপমো দেবগুণৈশ্চ যুক্তঃ॥ ২
তেনৈব মাংসেন সুসংস্কৃতেন
মৃষ্টেন পক্বেন রসানুগেন।
তমেব দৈত্যং পরিভাষ্য সূদো
হৃষ্টং সুহর্ষেণ বাভোজয়ত্তদা॥ ৩
বুভুজে দানবো মাংসং রসস্বাদসমন্বিতম্।
হর্ষেণাপি সমাবিষ্টো জগামাশোকসুন্দরীম্।
তামুবাচ ততস্তূর্ণং কামোপহতচেতনঃ।
আয়ুপুত্রো ময়া ভদ্রে ভক্ষিতঃ পতিরেব তে॥৫
মামেব ভজ চার্ব্বঙ্গি ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্মনোঽনুগান্
কিং করিষ্যসি তেন ত্বং মানুষেণ গতায়ুষা॥ ৬
প্রত্যুবাচ সমাকর্ণ্য শিবকন্যা তপস্বিনী।
ভর্ত্তা মে দৈবতৈর্দ্দত্তো হ্যজরো দোষবর্জ্জিতঃ
তস্য মৃত্যুর্ন বৈ দৃষ্টো দেবৈরপি মহাত্মভিঃ।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং দানবো হৃষ্টচেষ্টিতঃ॥ ৮
তামুবাচ বিশালাক্ষীং প্রহস্যৈব পুনঃপুনঃ।
অদ্যৈব ভক্ষিতং মাংসমায়ুপুত্রস্য সুন্দরি॥ ৯
জাতমাত্রস্য বালস্য নহুষস্য দুরাত্মনঃ।
এতমাকর্ণ্য সা বাক্যং কোপং চক্রে সুদারুণম্।
প্রোবাচ সত্যসংস্থা সা তপসা ভাবিতা পুনঃ।
তপ এব ময়া তপ্তং মনসা নিয়মেন বৈ।
আয়ুসুতশ্চিরায়ুশ্চ সত্যেনৈব ভবিষ্যতি॥ ১১
ইতো গচ্ছ দুরাচার যদি জীবিতুমিচ্ছসি।
অন্যথা ত্বামহং শপ্স্যে পুনরেব ন সংশয়ঃ॥ ১২
এবমাকর্ণিতং তস্যাঃ সূদেন নৃপতিং প্রতি।
পরিত্যজ্য মহারাজ এতামন্যাং সমাশ্রয়॥ ১৩
সূদেন প্রেষিতো দৈত্যঃ স হুণ্ডঃ পাপচেতনঃ

নবাধিক শততম অধ্যায়।

কুণ্ডল কহিল,—অনন্তর আয়ুপুত্র তপস্বিবর বশিষ্ঠকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদিত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। আয়ুরাজার পুত্র, গুণবান্ রূপবান্ দেবোপম এবং দেবগুণে অন্বিত। তিনি বালক অবস্থায় পাচকের বুদ্ধিবলে রক্ষিত হন। পাচক সহর্ষে হরিণমাংস পাক করিয়া হুণ্ড দৈত্যকে ভোজন করায়। দানব স্বাদুরসান্বিত সেই মাংস তৎকালে ভোজন করিয়া হর্ষাবেশে অশোকসুন্দরীর নিকট গমন করে, কামোপহত-চিত্ত দৈত্য তথায় গিয়া বলিল,—হে ভদ্রে! তোমার পতি আয়ুপুত্রকে আমি ভক্ষণ করিয়াছি। হে চার্ব্বঙ্গি! এক্ষণে আমাকেই ভজনা কর, এবং মনোনুকূল ভোগ সকল উপভোগ কর। সেই গতজীবিত মানুষ দ্বারা তুমি কি করিবে? তপস্বিনী শিবকন্যা তৎশ্রবণে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার ভর্ত্তা দেবদত্ত; তিনি অজর অদোষ। তাঁহার মৃত্যু মহাত্মা দেবগণেরও অচিন্ত্য। ইহা শুনিয়া হৃষ্টচেষ্ট দানব পুনঃপুনঃ হাস্য করত সেই বিশালাক্ষী অশোকসুন্দরীকে বলিল,—হে সুন্দরি! আজই আমি সেই আয়ুপুত্র দুরাত্মা নহুষ জন্মিবামাত্র তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়াছি। অশোকসুন্দরী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং সেই সত্যনিষ্ঠা তপস্বিনী পুনরায় দানবকে বলিলেন,—আমি নিয়মনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছি, আমার সত্যবলে নিশ্চয়ই সেই আয়ুপুত্র দীর্ঘায়ু হইবেন। রে দুরাচার! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, অন্যথা আমি পুনরায় তোকে অভিশাপ প্রদান করিব। ১—১২। এই সময়ে হুণ্ডের সমভিব্যাহারী পাচক, শিব কন্যার কথা শুনিয়া দানবরাজকে বলিল,—মহারাজ! ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারীর আশ্রয় লউন। পাপচেতা হুণ্ড পাচকের প্রেরণায় সত্বর নির্গত

নির্জগাম ত্বরাযুক্তঃ স স্বাং ভার্য্যাং প্রিয়াং প্রতি
চেষ্টিতং নৈব জানাতি দাস্যা সূদেন যৎ কৃতম্
তস্মৈ নিবেদিতং সর্ব্বং প্রিয়ায়ৈ বৃত্তমেব চ ॥১৫
সূত উবাচ।
অশোকসুন্দরী সা চ মহতা তপসা কিল।
দুঃখশোকেন সন্তপ্তা কৃশীভূতা তপস্বিনী ॥ ১৬
চিন্তয়ন্তী প্রিয়ং কান্তং তং ধ্যায়তি পুনঃপুনঃ।
কিং ন কুর্ব্বন্তি বৈ দৈত্যা উপায়ৈর্বিবিধৈরপি ॥
উপায়জ্ঞাঃ সদা বুদ্ধ্যা উদ্যমেনাপি সর্ব্বদা।
বর্ত্তন্তে দনুজশ্রেষ্ঠা নানাভাবৈশ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৮
মায়োপায়েন যোগেন হৃতাহং পাপিনা পুরা।
তথা স ঘাতিতঃ পুত্র আয়োশ্চৈব ভবিষ্যতি ॥
যং দৃষ্টং দৈবযোগেন ভবিতব্যমনাময়ম্।
উদ্যমেনাপি পশ্যেত কিংবা নশ্যতি বা ন বা ॥
বা স উদ্যমঃ শ্রেষ্ঠঃ কিং বা তৎকর্ম্মজং
ফলম্।
ভাবিভাবঃ কথং নশ্যেদ্ভূতো বেদঃ প্রতিষ্ঠিতি ॥
বিশেষো ভাবিতো দেবৈঃ স কথং চান্যথা
ভবেৎ।
এবমেবং মহাভাগা চিন্তয়ন্তী পুনঃপুনঃ ॥ ২২
কিন্নরো বিজ্বরো নাম বৃহদ্বংশো মহাতনুঃ।
স নাভ্যোঽর্দ্ধনরঃ কায়ঃ পক্ষাভ্যাং চ
বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৩
দ্বিভুজো বংশহস্তস্তু হারকঙ্কণশোভিতঃ।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গো ভার্য্যয়া সহ চাগতঃ ॥ ২৪
তামুবাচ নিরানন্দাং স সুতাং শঙ্করস্য হি।
কিমর্থং চিন্তসে দেবি বিজ্বরং বিদ্ধি চাগতম্ ॥২৫
কিন্নরং বিষ্ণুভক্তং মাং প্রেষিতং দেবসত্তমৈঃ।
দুঃখমেবং ন কর্ত্তব্যং ভবত্যা নহুষং প্রতি ॥ ২৬
হুণ্ডেন পাপচারেণ বধার্থং তস্য ধীমতঃ।
কৃতমেবাখিলং কর্ম্ম হুতশ্চায়ুসুতঃ শুভে ॥ ২৭
স তু বৈ রক্ষিতো দেবৈরুপায়ৈর্বিবিধৈরপি।
হুণ্ড এবং বিজানাতি আয়ুপুত্রো হৃতো ময়া ॥

হইল এবং স্বীয় প্রিয়া ভার্য্যার নিকট গমন করিল। হুণ্ডের দাসী এবং পাচক যে কার্য্য করিয়াছিল, হুণ্ড তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। হুণ্ড গিয়া তাহার প্রিয়ার নিকট সমস্তই নিবেদন করিল। সূত বলিলেন,—তপস্বিনী অশোকসুন্দরী মহা তপস্যায় দুঃখ-শোকে সন্তপ্ত হইয়া কৃশীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রিয় কান্তকেই নিরন্তর চিন্তা করেন, এবং তাঁহাকেই পুনঃপুনঃ ধ্যান করেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বুদ্ধি ও উদ্যমযুক্ত উপায়জ্ঞ দৈত্যগণ বিবিধ উপায়ে কি না করিতে পারে? দানবশ্রেষ্ঠগণ নানাভাবে সংসারে বিচরণশীল। পাপিষ্ঠ দানব পূর্ব্বে আমায় মায়াময় উপায়যোগে হরণ করিয়াছিল। সেইরূপ কোনও উপায়েই বা আয়ু-পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে! যাহা দৈবযোগে দৃষ্ট হয় বা হইবে, উদ্যমগুণেও তাহা দেখা যায় এবং তাহার বিনাশ কখনও হয় বা নাও হয়! কিন্তু সেই উদ্যম ও কর্ম্মফল, ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? ভাবী ভাব কিরূপে নষ্ট হইবে? কিরূপে বেদপ্রতিষ্ঠা রহিবে? দেবগণ যাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই বা অন্যথা হইবে কিরূপে? মহাভাগা অশোকসুন্দরী এইরূপ অনেক বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিজ্বর নামক এক কিন্নর সস্ত্রীক সেই স্থানে আগমন করিল। কিন্নর মহাতনু, তাহার নাসা অতি দীর্ঘ, নাভির ঊর্দ্ধ নরাকার; দেহ পক্ষদ্বয়বর্জ্জিত। সে দ্বিভুজ, বংশ-দণ্ডহস্ত, হারকঙ্কণ-শোভিত ও দিব্য গন্ধানুলিপ্তাঙ্গ। ঐ কিন্নর শঙ্করসুতা নিরানন্দা অশোকসুন্দরীকে বলিল—হে দেবি! তুমি কি জন্য চিন্তা করিতেছ? জানিবে—আমার নাম বিজ্বর; আমি বিষ্ণুভক্ত কিন্নর। দেব সত্তমগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি বলিতে আসিয়াছি, তুমি নহুষের জন্য দুঃখ করিও না। হে শুভে! পাপাচার হুণ্ড সেই ধীমান্ আয়ু-পুত্রের বধের জন্য না করিয়াছে এমন কর্ম্ম নাই। সে তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল; কিন্তু দেবগণ বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। হুণ্ড

ভক্ষিতস্ত বিশালাক্ষি ইতি জানাতি বৈ শুভে
ভবতীং শ্রাবয়িত্বা হি গতোহসৌ দানবোহধমঃ
স্বেন কর্ম্মবিপাকেণ পুণ্যস্যাপি মহাযশাঃ ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতেনৈব তব ভর্ত্তা স জীবতি ॥ ৩০
পুণ্যস্যাপি বলেনৈব যেষামায়ুর্বিনির্ম্মিতম্ ।
স্বার্জ্জিতস্য মহাভাগে নাশমিচ্ছন্তি ঘাতকাঃ ॥৩১
দুষ্টাত্মানো মহাপাপাঃ পরতেজোবিদূষকাঃ ।
তেষাং যশোবিনাশার্থং প্রপচন্তি দিনে দিনে ॥
নানাবিধৈরুপায়ৈস্তে বিষশস্ত্রাদিভিস্ততঃ ।
হন্তুমিচ্ছন্তি তং পুণ্যং পুণ্যকর্ম্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ৩৩
পাপিনশ্চৈব হুণ্ডাদ্যা মোহনস্তম্ভনাদিভিঃ ।
পীড়য়ন্তি মহাপাপা নানাভেদৈর্বলাবিলৈঃ ॥ ৩৪
সুকৃতস্য প্রয়োগেণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতেন হি ।
পুণ্যস্যাপি মহাভাগে পুণ্যবন্তং সুরক্ষিতম্ ॥৩৫
বৈকল্যং যান্তি তেষাং বৈ উপায়াঃ পাপিনাং শুভে ।
যন্ত্রতন্ত্রাণি মন্ত্রাংশ্চ শস্ত্রাগ্নিবিষবন্ধনাঃ ॥ ৩৬
রক্ষয়ন্তি মহাত্মানং দেবপুণ্যৈঃ সুরক্ষিতম্ ।

জানে যে, সে আয়ু-পুত্রকে হরণ করিয়াছে এবং তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দানবাধম হুণ্ড তোমাকে এই কথাই শুনাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্বীয় পুণ্য কর্ম্মের বিপাকে তোমার মহাযশা ভর্ত্তা জীবিত আছেন। ১৩—৩০। হে মহাভাগে! স্বোপার্জ্জিত পুণ্যবলে যাহাদের আয়ু নির্ম্মিত, ঘাতক, পরতেজোদূষক, মহাপাপ দুষ্টাত্মগণই তাহাদের নাশ ইচ্ছা করে, এবং তাঁহাদের যশোনাশার্থ তাহারাই প্রত্যহ চেষ্টা করিয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মরক্ষিত পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে বিষ শস্ত্রাদি নানা উপায়ে এবং মোহন ও স্তম্ভনাদি দ্বারা হুণ্ডাদি মহাপাপগণ পীড়িত করে। কিন্তু হে মহাভাগে! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত পুণ্যপ্রয়োগেই পুণ্যবান্ জন সুরক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল পাপীর উপায় বিফল হইয়া যায়। দেবপুণ্য-সুরক্ষিত মহাত্মাকে যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র শস্ত্র অগ্নি বন্ধন সকল আপনা হইতে রক্ষা করে। পরন্তু ঐ যন্ত্র

কর্ত্তারো ভস্মতাং যান্তি স বৈ তিষ্ঠতি পুণ্যভাক্
আয়ুপুত্রস্য বীরস্য রক্ষকা দেবতাঃ শুভে ।
পুণ্যস্য সঞ্চয়ং সর্ব্বে তপসাং নিধিমেব তু ॥ ৩৮
তস্মাচ্চ রক্ষিতো বীরো নহুষো বলিনাং বরঃ।
সত্যেন তপসা তেন পুণ্যৈশ্চ সংযমৈর্দমৈঃ ॥৩৯
মা কুরু দারুণং দুঃখং মুঞ্চ শোকমকারণম্ ।
স হি জীবতি ধর্ম্মাত্মা মাত্রা পিত্রা বিনা বনে ॥
তপোবনে বসত্যেকস্তপস্বিপরিপালিতঃ ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্ব্বেদস্য পারগঃ ॥ ৪১
যথা শশী বিরাজেত স্বকলাভিঃ স্বতেজসা ।
তথা বিরাজতে সোঽপি স্বকলাভিঃ সুমধ্যমে ॥
বিদ্যাভিস্ত মহাপুণ্যৈস্তপোভির্যশসা তথা ।
রাজতে পরবীরঘ্নো বিপুলা সুরবল্লভঃ ॥ ৪৩
হুণ্ডং নিহত্য দৈত্যেন্দ্রং ত্বামেবং হি প্রলপ্স্যতে
ত্বয়া সার্দ্ধং স্ত্রিয়া চৈব পৃথিব্যামেকভূপতিঃ ॥৪৪
ভবিষ্যতি মহাযোগী যথা স্বর্গে তু বাসবঃ ।

তন্ত্রাদির কর্ত্তারাই ভস্মসাৎ হইয়া যায়; পুণ্যভাজন ব্যক্তি স্থিরই থাকে, তাহার কোনই অপকার হয় না। হে শুভে! দেবগণই বীর আয়ুপুত্রের রক্ষক; তিনি পুণ্যরাশি এবং তপোনিধি, তাই বলিপ্রবর বীর নহুষ সত্য তপ পুণ্য সংযম ও দম দ্বারা রক্ষিত হইয়াছেন। অতএব তুমি আর দারুণ দুঃখ করিও না অকারণ শোক পরিত্যাগ কর। সেই ধর্ম্মাত্মা মাতাপিতা ব্যতিরেকেও বন মধ্যে জীবিত আছেন। তিনি তপস্বিপরিপালিত হইয়া একাকী তপোবনে বাস করিতেছেন। আয়ুপুত্র বেদ বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বেদের পারগ; শশী যেমন স্বীয় তেজে স্বীয় কলায় বিরাজমান, হে সুমধ্যমে। তিনিও তেমনি স্বীয় কলায় বিরাজিত। পরবীরহা সুরপ্রিয় নহুষ, বিদ্যায় বিপুল পুণ্যে তপস্যায় এবং যশোবিস্তারে উৎকর্ষশালী। তিনি হুণ্ড দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তোমাকেই লাভ করিবেন। তুমি তাঁহার ভার্য্যা হইবে; তোমার সহিত পৃথিবীতে তিনি একচ্ছত্র রাজা হইবেন। ৩১—৪৪। যেমন স্বর্গে বাসব,

ত্বং তস্মাৎ প্রাপ্স্যসে ভদ্রে সুপুত্রং বাসবোপমম্॥ ৪৫
যযাতিং নাম ধর্ম্মজ্ঞং প্রজাপালনতৎপরম্।
তথা কন্যাশতং চাপি রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্॥ ৪৬
যাসাং পুণ্যৈর্মহারাজ ইন্দ্রলোকং প্রয়াস্যতি।
ইন্দ্রত্বং ভোক্ষ্যতে দেবি নহুষঃ পুণ্যবিক্রমঃ॥৪৭
যযাতির্নাম ধর্ম্মাত্মা আত্মজস্তে ভবিষ্যতি।
প্রজাপালো মহারাজঃ সর্ব্বজীবদয়াপরঃ॥ ৪৮
তস্য পুত্রাস্তু চত্বারো ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
বলবীর্য্যসমোপেতা ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ॥ ৪৯
প্রথমশ্চ তুরুর্নাম পূরুর্নাম দ্বিতীয়কঃ।
কুরুর্নাম তৃতীয়শ্চ চতুর্থো বীর্য্যবান্ যদুঃ॥ ৫০
এবং পুত্রা মহাবীর্য্যাস্তেজস্বিনো মহাবলাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ সর্ব্বতেজঃসমন্বিতাঃ॥ ৫১
যদোশ্চৈব সুতা বীরাঃ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ।
তেষাং নামানি ভদ্রন্তে গদতঃ শৃণু সাম্প্রতম্॥
ভোজশ্চ ভীমকশ্চাপি অন্ধকঃ কুঞ্জরস্তথা।
বৃষ্ণির্নাম সুধর্ম্মাত্মা সত্যাধারো ভবিষ্যতি॥৫৩
ষষ্ঠস্তু শ্রুতসেনশ্চ শ্রুতাধারস্তু সপ্তমঃ।
কালদংষ্ট্রো মহাবীর্য্যঃ সমরে কালজিদ্বলী॥ ৫৪
যদোঃ পুত্রা মহাবীর্য্যা যাদবাখ্যা বরাননে।
তেষাং তু পুত্রাঃ পৌত্রাস্তে ভবিষ্যন্তি সহস্রশঃ
এবং নহুষবংশো বৈ তব দেবি ভবিষ্যতি।
দুঃখমেবং পরিত্যজ্য সুখেনানুপ্রবর্ত্তয়॥ ৫৬
সমেষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞস্তব ভর্ত্তা শুভাননে।
নিহত্য দানবং হুণ্ডং ত্বামেবং পরিণেষ্যতি॥৫৭
দুঃখজাতানি সোষ্ণানি নেত্রাভ্যাং হি পতন্তি চ
অশ্রূণি চেন্দুমত্যাশ্চ সম্মার্জ্জয়তি মানদঃ॥ ৫৮
আয়োশ্চ দুঃখমুদ্ধৃত্য স্বকুলং তারয়িষ্যতি।
সুখিনং পিতরং কৃত্বা প্রজাপালো ভবিষ্যতি॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দেবানাং কথনং শুভে।
দুঃখং শোকং পরিত্যজ্য সুখেন পরিবর্ত্তয়॥৬০

অশোকসুন্দর্য্যুবাচ।

কদা হেষ্যতি মে ভর্ত্তা বিহিতো দৈবতৈর্যদি।
সত্যং বদস্ব ধর্ম্মজ্ঞ মম সৌখ্যং বিবর্দ্ধয়॥ ৬১

তেমনি সেই মহাযোগী ভূতলে বিরাজ করিবেন। হে ভদ্রে! তুমি তাঁহা হইতে ইন্দ্রতুল্য পুত্র পাইবে। সেই পুত্রের নাম হইবে যযাতি। যযাতি; ধর্ম্মজ্ঞ ও প্রজাপালনতৎপর হইবেন। ইহা ভিন্ন রূপৌদার্য্যগুণান্বিত শত কন্যা উৎপন্ন হইবে। সেই সকল কন্যার পুণ্যে মহারাজ নহুষ ইন্দ্রলোকে যাইবেন। হে দেবি! পুণ্যবিক্রম নহুষ ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবেন। ধর্ম্মাত্মা যযাতি তোমার আত্মজ হইবেন। সেই মহারাজ প্রজাপালক ও সর্ব্বজীবে দয়াবান্ হইবেন। তাঁহার চারিজন মহাতেজা পুত্র, সকলেই বলবীর্য্যে সম্পন্ন ও ধনুর্ব্বেদের পারগ হইবেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম হইবে তুরু, দ্বিতীয় পূরু, তৃতীয় কুরু এবং চতুর্থ পুত্রের নাম হইবে যদু। এইরূপে সেই পুত্রগণ মহাবীর্য্য, মহাবল, সর্ব্বতেজোযুক্ত ও মহাত্মা হইবে। যদুর পুত্রগণ সকলেই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী হইবে। তাঁহাদের নামনিচয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভোজ, ভীমক, অন্ধক, কুঞ্জর, বৃষ্ণি, সুধর্ম্ম, সত্যাধার, শ্রুতসেন, শ্রুতাধার, কালদংষ্ট্র ও কালজিৎ ইহারা যদুর পুত্র। এই পুত্রগণ মহাবীর্য্য এবং যাদবাখ্যায় অভিহিত। হে বরাননে! তাঁহাদের সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্র হইবে। হে দেবি! এইরূপে তোমার নহুষবংশ প্রতিষ্ঠা পাইবে। অতএব দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখের অনুসরণ কর। তোমার মহাপ্রাজ্ঞ ভর্ত্তা আসিবেন। তিনি হুণ্ড দানবকে বধ করিয়া তোমারই পাণি গ্রহণ করিবেন। ইন্দুমতীর দুঃখ জন্য অশ্রু সকল নেত্রদ্বয় হইতে নিপতিত হইতেছে। তদীয় মানদ পুত্র তাহা মার্জ্জন করিবেন, আয়ুর দুঃখ দূর করিয়া স্বীয় কুল উদ্ধার করিবেন এবং পিতাকে সুখী করিয়া প্রজাপালক হইবেন। হে শুভে! আমি এই তোমার নিকট দেবগণের আশ্বাস-বাক্য বলিলাম। তুমি দুঃখ-শোক পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান কর। অশোকসুন্দরী কহিলেন,—দেবগণের যদি এইরূপই নির্দ্দেশ, তাহা হইলে হে ধর্ম্মজ্ঞ!

বিদুর উবাচ।

চিরাদ্ দ্রক্ষ্যসি ভর্ত্তারং ত্বমেবং শৃণু সুন্দরি।
এবমুক্ত্বা জগামাথ গন্ধর্ব্বো বিবুধালয়ম্ ॥ ৬২
অশোকসুন্দরী সা চ তপস্তেপে হি তত্র বৈ।
কামং ক্রোধং পরিত্যজ্য লোভং চাপি শিবাত্মজা ॥ ৬৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৯॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

আমন্ত্র্য স মুনীন সর্ব্বান্ বশিষ্ঠং তপতাং বরম্
সমুৎসুকো গন্তকামো নহুষো দানবং প্রতি ॥ ১
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে বশিষ্ঠাদ্যাস্তপোধনাঃ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যোনমায়ুপুত্রং মহাবলম্ ॥ ২
আকাশে দেবতাঃ সর্ব্বা জঘ্নুর্ব্বৈ দুন্দুভীন্মুদা।
পুষ্পবৃষ্টিঃ প্রচক্রুস্তে নহুষস্য চ মূর্দ্ধনি ॥ ৩
অথ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং সমাগতঃ।
দদৌ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি সূর্য্যতেজোপমানি চ ॥ ৪
দেবেভ্যো নৃপশার্দ্দূলো জগৃহে দ্বিজসত্তম।
তানি দিব্যানি চাস্ত্রাণি দিব্যরূপোপমোঽভবৎ
অথ তা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষমথাব্রুবন্।
স্যন্দনো দীয়তামস্মৈ নহুষায় সুরেশ্বর ॥ ৬
দেবানাং মতমাজ্ঞায় বজ্রপাণিঃ স্বসারথিম্।
আহূয় মাতলিং তং তু আদিদেশ ততো দ্বিজ।
এনং গচ্ছ মহাত্মানমুহ্যতাং স্যন্দনেন বৈ।
সধ্বজেন মহাপ্রাজ্ঞমায়ুজং সমরোদ্যতম্ ॥ ৮
স চোবাচ সহস্রাক্ষং করিষ্যে তব শাসনম্।
এবমুক্ত্বা জগামাশু হ্যায়ুপুত্রং রণোদ্যতম্ ॥ ৯
রাজানং প্রত্যুবাচৈব দেবরাজস্য ভাষিতম্।
বিজয়ী ভব ধর্ম্মজ্ঞ রথেনানেন সঙ্গরে ॥ ১০
ইত্যুবাচ সহস্রাক্ষস্ত্বামেব নৃপতীশ্বর।
জহি ত্বং দানবং সংখ্যে তং হুণ্ডং পাপচেতনম্
সমাকর্ণ্য স রাজেন্দ্রঃ সানন্দপুলকোদ্গমঃ।

সত্য করিয়া বল, কবে আমার ভর্ত্তা আসিবেন? এই নির্দ্দেশ সংবাদ বলিয়া আমার সৌখ্য বর্দ্ধন কর। বিদুর কহিল,—শুন হে সুন্দরি! অচিরেই তুমি ভর্ত্তৃদর্শন প্রাপ্ত হইবে। গন্ধর্ব্ব এই কথা কহিয়া বিবুধালয়ে প্রয়াণ করিল। শিবাত্মজা অশোকসুন্দরী কামক্রোধলোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।৪৫—৬৩।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০৯।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—নহুষ তপস্বিবর বশিষ্ঠকে এবং অন্যান্য সমস্ত মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া দানব হুণ্ডের উদ্দেশে গমনে সমুৎসুক হইলেন। তখন বশিষ্ঠাদি তপোধনগণ ও অন্যান্য মুনিগণ মহাবল আয়ুপুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন, আকাশে দেবতারা সহর্ষে দুন্দুভিনাদ করিয়া নহুষের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেব সহস্রাক্ষ সুরগণসহ সমাগত হইয়া নহুষকে সূর্য্যতেজোপম অস্ত্রশস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। নৃপবর নহুষ দেবগণের নিকট হইতে দিব্য দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়া দিব্যরূপময় হইলেন। অনন্তর দেবগণ সহস্রাক্ষকে বলিলেন—হে সুরেশ্বর! এই নহুষকে এক রথ প্রদান করুন। ইন্দ্র দেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বীয় সারথি মাতলিকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন,—যাও, এই সমরোদ্যত মহাত্মা আয়ুপুত্রকে ধ্বজান্বিত স্যন্দনে লইয়া বহন কর। মাতলি সহস্রাক্ষকে বলিলেন,—আপনার আদেশ আমি পালন করিব। এই বলিয়া রণোদ্যত আয়ুপুত্রের নিকট গমন করিলেন এবং রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ! এই রথ দ্বারা আপনি বিজয়ী হউন, দেবরাজ এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। হে নৃপতীশ্বর! যুদ্ধে আপনি পাপাত্মা

প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
দানবং সূদয়িষ্যামি সমরে পাপচেতনম্ ।
দেবানাঞ্চ বিশেষেণ মম মায়াপচারিতম্ ॥ ১৩
এবমুক্তে মহাবাক্যে নহুষেণ মহাত্মনা ।
অথায়াতঃ স্বয়ং দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৪
চক্রাচ্চক্রং সমুৎপাট্য সূর্য্যবিম্বোপমং মহৎ ।
জলতা তেজসা দীপ্তং সুবৃত্তাবং শুভাবহম্ ॥১৫
নহুষায় দদৌ দেবো হর্ষেণ মহতা কিল ।
তস্মৈ শূলং দদৌ শম্ভুঃ সুতীক্ষ্ণং তেজসান্বিতম্
তেন শূলবরেণাসৌ শোভতে সমরোদ্যতঃ ।
দ্বিতীয়ঃ শঙ্করশ্চাসৌ ত্রিপুরঘ্নো যথা প্রভুঃ ॥১৭
ব্রহ্মাস্ত্রং দত্তবান ব্রহ্মা বরুণঃ পাশমুত্তমম্ ।
চন্দ্রতেজঃপ্রতীকাশং শঙ্খঞ্চ নাদমঙ্গলম্ ॥ ১৮
বজ্রমিন্দ্রস্তথা শক্তিং বায়শ্চাপং সমার্গণম্ ।
আগ্নেয়াস্ত্রং তথা বহ্নির্দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ১৯
শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি দিব্যানি বহূনি বিবিধানি চ ।
দদুর্দ্দেবা মহাত্মানস্তস্মৈ রাজ্ঞে মহৌজসে ॥ ২০

কুঞ্জল উবাচ ।
অথ আয়ুসুতো বীরো দৈবতৈঃ পরিমাণিতঃ ।
আশীর্ভির্নন্দিত চাপি মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ২১
আরুরোহ রথং দিব্যং ভাস্বরং রত্নমালিনম্ ।
ঘণ্টারবৈঃ প্রণদন্তং ক্ষুদ্রঘণ্টাসমাকুলম্ ॥ ২২
রথেন তেন দিব্যেন শুশুভে নৃপনন্দনঃ ।
দিবি মার্গে যথা সূর্য্যস্তেজসা স্বেন বৈ কিল ॥
প্রতপংস্তেজসা তদ্দৈত্যানাং মস্তকেষু সঃ ।
জগাম শীঘ্রং বেগেন যথা বায়ুঃ সদাগতিঃ ॥২৪
যত্রাসৌ দানবঃ পাপস্তিষ্ঠতে স্ববলৈর্যুতঃ ।
তেন মাতলিনা সার্দ্ধং বাহকেন মহাত্মনা ॥ ২৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-তীর্থে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

হুণ্ড দানবকে বিনাশ করুন। রাজেন্দ্র নহুষ তৎশ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইলেন। বলি-লেন,—আমি মহাত্মা বশিষ্ঠের এবং দেবগণের প্রসাদে পাপচেতা মায়াবী হুণ্ড দানবকে বিনাশ করিব। ১—১৩। মহাত্মা নহুষ এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিলে, দেব শঙ্খচক্র-গদাধর স্বয়ং আগমন করিলেন। তিনি স্বীয় চক্র হইতে সূর্য্যবিম্বোপম তেজোদীপ্ত শুভ চক্র উৎপাদন করিয়া মহাহর্ষে নহুষকে অর্পণ করিলেন। শম্ভু তাঁহাকে তেজোময় সুতীক্ষ্ণ শূল প্রদান করিলেন। সমরোদ্যত নহুষ সেই শূল দ্বারা ত্রিপুরহর দ্বিতীয় শঙ্করবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন সেই মহাত্মা আয়ুপুত্রকে ব্রহ্মা ব্রহ্মাস্ত্র, বরুণ পাশাস্ত্র ও চন্দ্রতেজঃপ্রতীকাশ নাদমঙ্গল শঙ্খ, ইন্দ্র বজ্র এবং শক্তি, বায়ু সবাণ ধনু এবং বহ্নি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিলেন। মহাত্মা দেবগণ এইরূপে বহু বিবিধ দিব্য দিব্য শস্ত্র সকল সেই মহাতেজা রাজাকে অর্পণ করিলেন।

কুঞ্জল কহিল—অনন্তর দেব-সম্মানিত বীর আয়ুপুত্র, তত্ত্ববেদী মুনিগণ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া রত্নমণ্ডিত, ঘণ্টারব-নাদী, ক্ষুদ্রঘণ্টাযুক্ত দিব্য ভাস্বর রথে আরো-হণ করিলেন। স্বর্গপথে সূর্য্য যেমন স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হন, তেমনি নৃপনন্দন দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক সুশোভিত হইতে লাগিলেন এবং দৈত্যগণের মস্তকে স্বীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই দানব হুণ্ড যে স্থানে স্ববল-পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, বাহকবর মহাত্মা মাতলির সহিত নহুষ সদাগতি বায়ুর ন্যায় সবেগে সেই স্থানে গমন করিলেন। ১৪—২৫।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুণ্ডল উবাচ।

নির্গচ্ছমানে সমরায় বীরে
নহুষে হি তস্মিন সুররাজতুল্যে।
সকৌতুকা মঙ্গলগীতযুক্তাঃ
স্ত্রিয়স্তু সর্ব্বাঃ পরিজগ্মুরত্র ॥ ১
দেবতানাং বরা নার্য্যো রম্ভাদ্যাপ্সরস্তথা।
কিন্নর্য্যঃ কৌতুকোৎসুক্যো জগুঃ স্বরেণ সত্তম ॥
গন্ধর্ব্বাণাং তথা নার্য্যো রূপালঙ্কারসংযুতাঃ।
কৌতুকায় গতাস্তত্র যত্র রাজা স তিষ্ঠতি ॥ ৩
পুরং মহোদয়ং নাম হুণ্ডস্যাপি দুরাত্মনঃ।
নন্দনোপবনৈর্দিব্যৈঃ সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৪
সপ্তকক্ষান্বিতৈর্গেহৈঃ কলশৈরুপশোভিতম্।
সপতাকৈর্মহাদণ্ডৈঃ শোভমানং পুরোত্তমম্ ॥ ৫
কৈলাসশিখরাকারৈঃ সৌধৈর্দিবমাশ্রিতৈঃ।
সর্ব্বশ্রিয়ান্বিতৈর্দিব্যৈর্ভ্রাজমানং পুরোত্তমম্ ॥ ৬
বনৈশ্চোপবনৈর্দিব্যৈস্তড়াগৈঃ সাগরোপমৈঃ।
জলপূর্ণৈঃ সুশোভৈস্তু পদ্মৈ রক্তোৎপলান্বিতৈঃ
প্রাকারৈশ্চ মহারত্নৈরট্টালকশতৈরপি।
পরিখাভিঃ সুপূর্ণাভির্জ্জলৈঃ স্বচ্ছৈঃ প্রশোভিতম্
অশ্বৈশ্চৈব মহারত্নৈর্গজাশ্বৈশ্চ বিরাজিতম্।
সুনারীভিঃ সমাকীর্ণং পুরুষৈশ্চ মহাপ্রভৈঃ ॥ ৯
নানাপ্রভাবৈর্দিব্যৈশ্চ শোভমানং মহোদয়ম্।
রাজশ্রেষ্ঠো মহাবীরো নহুষো দদৃশে পুরম্ ॥১০
পুরপ্রান্তে বনং দিব্যং দিব্যবৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্।
তদ্বিবেশ মহাবীরো নন্দনং হি যথামরঃ ॥ ১১
রথেন সহ ধর্ম্মাত্মা তেন মাতলিনা সহ ॥
প্রবিষ্টঃ স তু রাজেন্দ্রো বনমধ্যে সরিত্তটে ॥১২
তত্র তা রূপসংযুক্তা দিব্যা নার্য্যঃ সমাগতাঃ।
গন্ধর্ব্বা গীততত্ত্বজ্ঞা জগুর্গীতৈর্নৃপোত্তমম্ ॥ ১৩
সূতাশ্চ মাগধাঃ সর্ব্বে তং স্তুবন্তি নৃপোত্তমম্।
রাজানমায়ুপুত্রং তং ভ্রাজমানং যথা রবিম্ ॥১৪
শুশ্রাব গীতং মধুরং নহুষঃ কিন্নরেরিতম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-
তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১১॥

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

কুণ্ডল কহিল,—সুররাজতুল্য বীর নহুষ সমরার্থ নির্গত হইলে, কৌতুক ও মঙ্গলগীত-যুক্ত দেবনারীগণ ও রম্ভাদি অপ্সরোগণ মিলিত হইলেন। কৌতুকোৎসুকী কিন্নরীরা ও রূপালঙ্কারযুতা গন্ধর্ববনিতারা সুস্বরে গান করিতে লাগিল। যে স্থানে রাজা নহুষ অবস্থিত ছিলেন; তাহারা সকলে সেই স্থানে গমন করিল। দুরাত্মা হুণ্ডের মহোদয়পুরী দিব্য নন্দনোপবনে সমলঙ্কৃত; উহা কলশোপ-শোভিত সপ্তকক্ষান্বিত গৃহসমূহ ও পতাকান্বিত দণ্ডরাজি দ্বারা সুশোভিত। সে পুরীর গৃহ-শ্রেণী কৈলাসশিখরাকার গগনস্পর্শী উন্নত ও সর্ব্ব সৌন্দর্য্যযুত। বন, উপবন, সাগর-সন্নিভ জলপূর্ণ উৎপল ও রক্তপদ্মপরিব্যাপ্ত তড়াগ, মহারত্নযুত প্রাকার, শত শত অট্টাল, স্বচ্ছ জলপূর্ণ পরিখা, অশ্বান্য, মহারত্ন, গজ, অশ্ব, সুন্দরী নারী, মহাপ্রভ পুরুষ এবং অপরাপর নানা শোভায় সে পুরী শোভমানা। মহাবীর রাজবর নহুষ এ হেন উত্তম পুরী অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—পুরীর প্রান্তে দিব্য বৃক্ষালঙ্কৃত দিব্য বন বিরাজমান। দেবরাজ যেমন নন্দনে প্রবেশ করেন, তেমনি সেই ধর্ম্মাত্মা নহুষ সেই রথ ও মাতলি সহ দানবপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই রাজেন্দ্র বনমধ্যে সরিত্তটে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় রূপা-ন্বিতা দিব্য নারীগণ সমাগত হইলেন। গীত-তত্ত্বজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। সূত ও মাগধগণ নৃপবরের স্তব করিতে লাগিল। আয়ুপুত্র রাজা নহুষ সেই কিন্নরগীত মধুর গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১—১৪।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুণ্ডল উবাচ।

তদেব গানঞ্চ সুরাঙ্গনাভি-
গীতং সমাকর্ণ্য চ গীতকৈশ্চ বৈঃ।
সমাকুলা চাপি বভূব তত্র
সা শম্ভুপুত্রী পরিচিন্তয়ানা॥ ১

আসনাত্তূর্ণমুত্থায় মহোৎসাহেন সংযুতা।
তূর্ণং গত্বা বরারোহা তপোভাবসমন্বিতা॥ ২
তং দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং দিব্যরূপসমপ্রভম্।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গং দিব্যমালাভিশোভিতম্॥
দিব্যৈরাভরণৈর্বস্ত্রৈঃ শোভিতং নৃপনন্দনম্।
দীপ্তিমন্তং যথা সূর্য্যং দিব্যলক্ষণসংযুতম্॥ ৪
কিং ব দেবো মহাপ্রাজ্ঞো গন্ধর্ব্বো বা ভবিষ্যতি।
কিং বা নাগসুতঃ সোঽয়ং কিং বা বিদ্যাধরো ভবেৎ॥ ৫
দেবেষু নৈব পশ্যামি কুতো যক্ষেষু জায়তে।
অনয়া লীলয়া বীরঃ সহস্রাক্ষোঽপি জায়তে॥ ৬
শম্ভুরেষ ভবেৎ কিং বা কিং বা চায়ং মনোভবঃ
কিং বা পিতুঃ সখা মে স্যাৎ পৌলস্ত্যোঽয়ং ধনাধিপঃ॥ ৭

এবং সমাচিন্তয়তী চ যাব-
ত্তাবত্ত্বরং রূপগুণাধিপা সা।
সমেত্য রম্ভা সুমহাসখীতি-
রুবাচ তাং শম্ভুসুতাং প্রহস্য॥ ৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-
তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নাহুষাখ্যানে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

রম্ভোবাচ।

তপ এতৎ পরিত্যজ্য কিংবালোকয়সে শুভে।
তপসঃ ক্ষরণং স্যাদ্বৈ পুরুষস্যাপি চিন্তনাৎ॥ ১

অশোকসুন্দর্য্যুবাচ।

তপসি মে মনো লীনং নহুষস্যাপি কাম্যয়া।
ন মাং চালয়িতুং শক্তা দেবাসুরমহোরগাঃ॥ ২
এনং দৃষ্ট্বা মহাভাগে মে মনশ্চলতে ভৃশম্।
রম্ভেমিচ্ছামাহং গত্বা এবমুৎসুকতাং গতম্॥ ৩

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

কুণ্ডল কহিল,—তৎকালে সেই সুরাঙ্গনা-গীত গান শ্রবণে তপস্বিনী বরারোহা শম্ভু-পুত্রী ব্যাকুলা ও চিন্তিতা হইয়া সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং মহোৎসাহে অন্বিত হইয়া সত্বর গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, দিব্যাভরণ ও দিব্যবস্ত্র-শোভিত রাজপুত্র—দেবোপম, দিব্যরূপসমপ্রভ, দিব্য গন্ধানুলিপ্তাঙ্গ, দিব্যমালা-বিমণ্ডিত, এবং দীপ্ত ও দিব্যলক্ষণযুত। দেখিয়া ভাবিলেন—ইনি কি মহাপ্রজ্ঞ গন্ধর্ব? কিংবা নাগনন্দন অথবা বিদ্যাধর? দেবগণ-মধ্যে এমন পুরুষ তো দেখি না; যক্ষ-গণের কথা আর কি বলিব? এই বীরের লীলা-গতি দ্বারা বুঝা যায়, ইনি সহস্রাক্ষ ইন্দ্রই বা হইবেন? ইনি কি শম্ভু, মনোভব কিংবা মম পিতৃসখা ধনাধিপ পৌলস্ত্য? শম্ভু-সুতা যাবৎ এরূপ চিন্তা করিতেছেন, অমনি রূপগুণবতী সখী রম্ভা আসিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ১—৮।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

রম্ভা কহিল,-হে শুভে। তপস্যা পরি-ত্যাগ করিয়া কি দেখিতেছ? পুরুষ-চিন্তায় তপস্যার ক্ষরণ হইয়া থাকে। অশোকসুন্দরী কহিলেন;—নহুষ-কামনায় আমার মন তপ-স্যায় বিলীন আছে। দেব, অসুর ও মহো-রগগণ আমায় বিচলিত করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু হে মহাভাগে! ইঁহাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইতেছে। ইঁহার

এবং বিপর্য্যয়শ্চাসীন্মনসো মে বরাননে।
তস্মে ত্বং কারণং ব্রূহি যদ্যস্তি জ্ঞানমুত্তমম্‌ ॥ ৪
আয়ুপুত্রস্য ভার্য্যাহং দেবৈঃ সৃষ্টা মহাত্মভিঃ।
কস্মান্মে ধাবতে চেত উৎসুকং রন্তুমেব চ ॥ ৫

রম্ভোবাচ।

সর্ব্বেষেব মহাভাগে দেহরূপেষু ভামিনি।
বসত্যাত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানরূপঃ সনাতনঃ ॥ ৬
যদ্যপি প্রক্রিয়াবদ্ধৈরিন্দ্রিয়ৈরুপকারিভিঃ।
মোহপাশময়ৈর্বদ্ধস্তথা সিদ্ধস্তু সর্ব্বদা ॥ ৭
প্রকৃতিং নৈব জানাতি জ্ঞানবিজ্ঞানচিৎকলাম্‌
অয়ং শুদ্ধশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ আত্মা বেত্তি চ সুন্দরি ॥ ৮
গচ্ছত্যপি মনস্তাপমেনং দৃষ্ট্বা মহামতিম্‌ ॥
পাপমেবং পরিত্যজ্য সত্যমেবং প্রধাবতি ॥ ৯
ভর্ত্তায়মায়ুপুত্রস্তে এতৎ সত্যং ন সংশয়ঃ।
অন্যং দৃষ্ট্বা বিশঙ্কেত পুরুষং পাপলক্ষণম্‌ ॥ ১০
এবং বিধিঃ কৃতো দেবৈঃ সত্যপাশেন বন্ধিতঃ
যদস্যা আয়ুপুত্রোহপি ভর্ত্তৃত্বমুপযাস্যতি ॥ ১১
এবমাকর্ণিতং ভদ্রে আত্মনা তস্য সুন্দরি।
তদ্‌ভাবসত্যসম্বন্ধং পরিগৃহ্য স্থিতঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১২
অন্যং ভাবং ন জানাতি অ য়ুপুত্রঞ্চ বিন্দতি।
প্রকৃতির্নৈব তে দেবি পতিং জানাতি চাগতম্‌
এবং জ্ঞাত্বা প্রধানাত্মা তব চৈব প্রধাবতি।
আত্মা সর্ব্বং প্রজানাতি আত্মা দেবঃ সনাতনঃ
অয়মেব স বীরেন্দ্রো নহুষো নাম বীর্য্যবান্‌।
তস্মাদ্‌ গচ্ছতি চেতস্তে সত্যং সম্বন্ধমিচ্ছতে ॥
জ্ঞাত্বা চায়োঃ সুতং ভদ্রে অন্যঞ্চৈব ন গচ্ছতি
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শাশ্বতং ত্বং মনোগতম্‌ ॥
হুণ্ডং হত্বা মহাঘোরং সমরে দানবাধমম্‌।
ত্বাং নয়িষ্যতি স্বস্থানমায়োশ্চ গৃহমুত্তমম্‌ ॥ ১৭
হৃতো দৈত্যেন বীরেন্দ্র নিজপুণ্যেন রক্ষিতঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি বীরেন্দ্রো বিযুক্তঃ স্বজনেন বৈ
পিতৃমাতৃবিহীনস্তু গতো বৃদ্ধিং মহাবনে।
যাস্যত্যেব পিতুর্গেহং ত্বয়ৈব সহ সাম্প্রতম্‌ ॥১৯

নিকটে গিয়া রমণ করিতে আমার মন উৎসুক হইয়াছে। হে বরাননে! মদীয় মনের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যদি তোমার বিশেষ জানা থাকে, তাহা হইলে ইহার কারণ আমায় বল। মহাত্মা দেবগণ আমাকে আয়ুপুত্রের ভার্য্যারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমার মন কেন এই পুরুষের প্রতি ধাবিত ও সমুৎসুক হইয়াছে। ১—৫। রম্ভা কহিল,—হে ভামিনি, মহাভাগে! সকল দেহেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সনাতন আত্মা স্বয়ং বাস করেন। যদিও তিনি প্রক্রিয়াবদ্ধ উপকারী ইন্দ্রিয়রূপ মোহপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই সিদ্ধ। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানচিৎকলারূপিণী প্রকৃতিকে জানেন না। হে সুন্দরি! আত্মা শুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ; তাই এই মহামতিকে দেখিয়া মনস্তাপ চলিয়া যাইতেছে। পাপ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের দিকেই ধাবিত হইতেছে! এই আয়ুপুত্রই তোমার ভর্ত্তা সন্দেহ নাই। পাপ লক্ষণ পুরুষান্তর দর্শনেই মন শঙ্কিত হয়। সত্যপাশবদ্ধ দেবগণ এইরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই আয়ুপুত্রই ইহার ভর্ত্তা হইবে। তোমার আত্মা ইহাই শুনিয়া রাখিয়াছেন; তাই আত্মা তদ্‌ভাবসত্যসম্বন্ধ পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ং অবস্থিত। ইনি অন্যভাব জানেন না, আয়ুপুত্রকেই জানেন। হে দেবি! প্রকৃতি আগত পতিকে জানিতেছেন না, তোমার প্রধান আত্মাই এইরূপ জানিয়া অদ্য ইঁহারই দিকে ধাবিত। আত্মাই সমস্ত জানেন, আত্মাই সনাতন দেব। এই বীর্য্যবান পুরুষ নহুষ নামক বীরেন্দ্র, তাই ইঁহারই দিকে তোমার চিত্ত সত্যসম্বন্ধ ইচ্ছায় ধাবিত হইতেছে। ইঁহাকেই আয়ুপুত্র জানিয়া পুরুষান্তরে আর প্রধাবিত হইতেছে না। এই আমি তোমার নিকট তোমার নিত্য মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম। এই পুরুষ মহা ভয়ঙ্কর দানবাধম হুণ্ডকে নিহত করিয়া তোমাকে স্বস্থানে—আয়ুর ভবনে লইয়া যাইবেন। এই বীরেন্দ্র দৈত্য কর্ত্তৃক হৃত হইয়া নিজ পুণ্যবলে রক্ষিত হইয়াছেন। ইনি বাল্য হইতে স্বজন-বিযুক্ত, পিতৃমাতৃহীন এই মহাবনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। তোমার সহিতই ইনি সম্প্রতি পিতৃ-

এবমাভাষিতং শ্রুত্বা রম্ভায়াঃ শিবনন্দিনী।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা তামুবাচ সমুদ্রজাম্ ॥ ২০
অয়মেব স সত্যাত্মা মম ভর্ত্তা সুবীর্য্যবান্।
মনো মে ধাবতেহত্যর্থং শোকাকুলিতবিহ্বলম্
নাস্তি চিত্তসমো দেবো জানাতি সুবিনিশ্চিতম্
সত্যমেতন্ময়া দৃষ্টং সুমন্ত্রং চারুহাসিনি ॥ ২২
মনোভবসমানস্তু পুরুষং দিব্যলক্ষণম্।
ন ধাবতি মহাচেত এনং দৃষ্ট্বা যথা সখি ॥ ২৩
তথা ন ধাবতে ভদ্রে পুংসমন্যং ন মন্যতে।
এনং গন্তব্যমাবাভ্যাং সখীভির্গৃহমেব হি ॥ ২৪
এবমাভাষ্য সা রম্ভাং গমনায়োপচক্রমে।
গমনায়োৎসুকাং জ্ঞাত্বা নহুষস্যান্তিকং প্রতি।
তামুবাচ ততো রম্ভা কস্মাদ্দেবি ন গম্যতে ॥ ২৫
সূত উবাচ।
সখ্যা চ রম্ভয়া সার্দ্ধং নহুষং বীরলক্ষণম্ ॥ ২৬
তস্যান্তিকং সুসম্প্রাপ্য প্রেষয়ামাস তাং সখীম্
এনং গচ্ছ মহাভাগে নহুষং দেবরূপিণম্ ॥ ২৭
কথয়স্ব কথামেতাং তবার্থে আগতা যতঃ ॥২৮
রম্ভোবাচ।
এবং সখি করিষ্যামি সুপ্রিয়ং তব সুব্রতে।
এবমুক্ত্বা গতা রম্ভা নহুষং রাজনন্দনম্।
চাপবাণধরং বীরং দ্বিতীয়মিব বাসবম্ ॥ ২৯
প্রত্যুবাচ গতা রম্ভা সখ্যা বচনমুত্তমম্।
আয়ুপুত্র মহাভাগ রম্ভাহং সমুপাগতা ॥ ৩০
শিবস্য কন্যয়া বীর ত্বয়াহং পরিপ্রেষিতা।
তবার্থং দেবদেবেন দেব্যা দেবেন বৈ পুরা ॥৩১
ভার্য্যারূপং বরং শ্রেষ্ঠং সৃষ্টং লোকেষু দুর্লভম্।
দুষ্প্রাপ্যাস্তু নরশ্রেষ্ঠ দেবৈঃ সেন্দ্রৈস্তপোধনৈঃ ॥৩২
গন্ধর্ব্বৈঃ পন্নগৈঃ সিদ্ধৈশ্চারণৈঃ পুণ্যলক্ষণৈঃ।
স্বয়মেব সমায়াতং তবার্থে শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৩৩
স্ত্রীরত্নং তন্মহাপ্রাজ্ঞ সম্পূর্ণং পুণ্যনির্ম্মিতম্।
অশোকসুন্দরী নাম তবার্থং তপসি স্থিতা ॥৩৪
অতার্থং তু তপস্তপ্তং ভবন্তমিচ্ছতে সদা।
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ ভজমানাং ভজস্ব হি ॥ ৩৫

গৃহে গমন করিবেন। ৬—১৯। শিবনন্দিনী রম্ভার এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষাবেশে তাহাকে বলিলেন—ইনিই সেই সত্যাত্মা সুবীর্য্যশালী মম ভর্ত্তা। আমার শোকাকুল বিহ্বল মন ইহার প্রতিই একান্ত ধাবিত। চিত্তসমান দেবতা নাই সুবিনিশ্চিত বিষয় চিত্তদেবই জানেন। অয়ি চারুহাসিনি! আমি এই সুচিত্র সত্য প্রত্যক্ষ করিলাম। হে সখি! ইহাকে দেখিয়া চিত্ত যেমন ধাবিত হয়, মনোভব তুল্য অন্য কোনও পুরুষ দর্শনেই সেরূপ ধাবিত হয় না। অতএব অন্য সখীসহ আমরা ইহার নিকটই গমন করিব। অশোকসুন্দরী রম্ভাকে এই কথা কহিয়া গমনোদ্যতা হইলেন। নহুষান্তিকে অশোকসুন্দরীকে গমনোৎসুকা দেখিয়া রম্ভা তাঁহাকে কহিল,—হে দেবি! কি জন্য তুমি যাইতেছ না? সূত কহিলেন—সখী রম্ভার সহিত এইরূপ পরম আলাপ করিয়া শিবসুতা বীরলক্ষণ নহুষের নিকট সখী রম্ভাকেই প্রেরণ করিলেন; বলিলেন,—হে মহাভাগে! দেবরূপী নহুষের নিকট তুমি গমন কর; গিয়া তাঁহাকে সেই সকল কথা বল। রম্ভা কহিল,—সখি! হে সুব্রতে! তোমার এই সুপ্রিয় আচরণ আমি করিব। রম্ভা এই বলিয়া চাপবাণধর দ্বিতীয় বাসব তুল্য রাজনন্দন নহুষের নিকট উপস্থিত হইয়া সখীর কথিত বিষয় তাঁহাকে বলিতে লাগিল; বলিল,—হে মহাভাগ, আয়ুপুত্র! আমি রম্ভা আসিয়াছি। শিবকন্যা আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে দেবদেব আপনার জন্য লোকদুর্লভ পরম শ্রেষ্ঠ ভার্য্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, তপোধনগণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, সিদ্ধ ও পুণ্য চারণগণ এবং অন্য নরশ্রেষ্ঠগণেরও যিনি দুষ্প্রাপ্য, আপনার জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সম্প্রতি শ্রবণ করুন, সেই স্ত্রীরত্ন পুণ্যপুঞ্জ-নির্ম্মিত, তাঁহার নাম অশোকসুন্দরী; তিনি আপনারই নিমিত্ত তপস্বিনী, আপনাকে কামনা করিয়া তিনি অতিমাত্র তপস্যা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! ইহা জানিয়া আপনি সেই ভজমানাকে ভজনা

ত্বামৃতে সা বরারোহা পুরুষং নৈব যাচতে ।
নহুষেণ তয়োক্তং তু শ্রুত্বাবধারিতং বচঃ ॥ ৩৬
প্রত্যুত্তরং দদৌ চাথ রম্ভে মে শ্রূয়তাং বচঃ ।
তত্তু সর্ব্বং বিজানামি যত্ত্বয়োক্তং মমাগ্রতঃ ॥ ৩৭
মমাগ্রে কথিতং পূর্ব্বং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।
সর্ব্বমেব বিজানামি অস্যাস্তু তপ উত্তমম ॥ ৩৮
শ্রূয়তাং কারণং ভদ্রে যথা সৌখ্যং ভবিষ্যতি ।
অহত্বা দানবং হুণ্ডং ন গচ্ছামি বরাঙ্গনাম্‌ ॥৩৯
সর্ব্বমেতৎ সুরশ্রেষ্ঠমহং জানে তথৈব হি ।
মমার্থে তব সম্ভূতিস্তপশ্চ চরিতং ত্বয়া ॥ ৪০
মম ভার্য্যা ন সন্দেহো ভবতী বিধিনা কৃতা ।
মমার্থে নিশ্চয়ং কৃত্বা তপ আচরিতং ত্বয়া ॥ ৪১
হৃতা তস্মাৎ সুপাপেন ভবতী নিয়মান্বিতা ।
সূতিগৃহাদহং তেন দানবেনাধমেন বৈ ॥ ৪২
বালভাবস্থিতো দেবি পিতৃমাতৃবিনাকৃতঃ ।
তস্মাত্তং তু হনিষ্যামি হুণ্ডং বৈ দানবাধমম্‌ ॥
পশ্চান্বামুপনেষ্যেঽহং বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি ।
এবং কথয় ভদ্রস্তে রম্ভে মৎপ্রিয়কারিণীম্‌ ॥ ৪৪
এবং বিসর্জ্জিতা তেন সত্বরং সা গতা পুনঃ ।
অশোকসুন্দরীং দেবীং কথয়ামাস তস্য চ ॥৪৫
সমাসেন তথা সর্ব্বং রম্ভা সা দ্বিজসত্তম ।
অশোকসুন্দরী সা তু অবধার্য্য সুভাষিতম্‌ ॥৪৬
নহুষস্য সুবীরস্য হর্ষেণ চ সমন্বিতা ।
তস্থৌ তত্র তয়া সার্দ্ধং সুসখ্যা রম্ভয়া তদা ॥৪৭
ভর্ত্তুশ্চ কীদৃশং বীর্য্যমিতি পশ্যামি বৈ সদা ॥৪৮

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

কুঞ্জল উবাচ ।

অথ তে দানবাঃ সর্ব্বে হুণ্ডস্য পরিচারকাঃ ।
নহুষস্যাপি সংবাদং রম্ভয়া তু যথা শ্রুতম ॥ ১

করুন । ২০—৩৫ । আপনাকে ভিন্ন সেই বরারোহা অন্য পুরুষ কামনা করেন না! নহুষ এই কথা শুনিয়া সমস্তই অবধারণ করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে রম্ভাকে বলিলেন,—হে রম্ভে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার অগ্রে যাহা যাহা বলিলে, তৎসমস্তই আমি অবগত আছি । মহাত্মা বশিষ্ঠ আমার নিকট এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। ইহাঁর উত্তম তপস্যার বিষয় সমস্তই আমার জানা আছে। হে ভদ্রে! যেরূপে সৌখ্য স্থাপন হইবে, তাহার কারণ বলিতেছি । আমি হুণ্ড দানবকে বধ না করিয়া বরাঙ্গনাসঙ্গ করিব না তুমি তাঁহাকে বলিবে আমি সর্ব্ববৃত্তান্তই জানি। আমারই জন্য তোমার উৎপত্তি এবং আমারই জন্য তোমার তপস্যা। তুমিই আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট ভার্য্যা। মদর্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াই তুমি তপস্যা আচরণ করিতেছ, তুমি নিয়মনিষ্ঠা ছিলে, পাপাত্মা দানব তোমাকে হরণ করিয়াছিল। সেই দানবাধম কর্ত্তৃক আমিও বাল্যাবস্থায় সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত ও পিতৃমাতৃবর্জ্জিত হইয়াছিলাম, অতএব দানবাধম হুণ্ডকে বিনাশ করিব, পশ্চাৎ তোমাকে বশিষ্ঠাশ্রমে লইয়া যাইব। হে রম্ভে! সেই মৎপ্রিয়কারিণী শিবসুতাকে তুমি গিয়া এই কথা বল। নহুষ এই কথা কহিয়া বিদায় দিলে, রম্ভা শিবনন্দিনীর নিকট গিয়া পুনরায় তাঁহাকে সংক্ষেপে নহুষোক্ত সমস্ত বার্ত্তা বলিল। অশোকসুন্দরী বীরবর নহুষের সেই সুভাষিত অবধারণ করিয়া হর্ষান্বিতা হইলেন এবং প্রিয়সখী রম্ভার সহিত সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; শিবসুতা ভাবিলেন; ভর্ত্তার বীর্য্য কিরূপ, তাহা আমি অবলোকন করিব। ৩৬—৪৮।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—অনন্তর হুণ্ডের পরিচারক দানবগণ রম্ভা-নহুষ-সংবাদ যেমন শুনিয়াছিল,

আচচক্ষুশ্চ দৈত্যেন্দ্রং হুণ্ডং সর্ব্বং সুভাষিতম্।
তমাকর্ণ্য স চুক্রোধ দূতং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ২
গচ্ছ বীর মমাদেশাজ্জানীহি পুরুষং হি তম্।
সম্ভাষতে তয়া সার্দ্ধং পুরুষঃ শিবকন্যয়া ॥ ৩
স্বামিনির্দ্দেশমাকর্ণ্য জগাম লঘু দানবঃ।
বিবিক্তে নহুষং বীরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪
রথেন সাশ্বসূতেন দিব্যেন পরিতিষ্ঠসি।
ধনুষা দিব্যবাণৈস্ত সভায়াং হি ভয়ঙ্করঃ ॥ ৫
কস্য কেন তু কার্য্যেণ প্রেষিতঃ কেন বৈ ভবান
অনয়া রম্ভয়া তেহদ্য অনয়া শিবকন্যয়া ॥ ৬
কিমুক্তং তৎস্ফুটং সর্ব্বং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
হুণ্ডস্য দেবমর্দ্দস্য ন বিভেতি ভবান্ কথম্ ॥ ৭
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ যদি জীবিতুমিচ্ছসি।
সত্বরং গচ্ছ মা তিষ্ঠ দুঃসহো দানবাধিপঃ ॥ ৮
নহুষ উবাচ।
যোহসাবায়ুর্বলী রাজা সপ্তদ্বীপাধিপঃ প্রভুঃ।
তস্য মাং তনয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদৈত্যবিনাশনম্ ॥৯
নহুষং নাম বিখ্যাতং দেবব্রাহ্মণপূজকম্।
হুণ্ডেনাপহৃতং বাল্যে স্বামিনা তব দানব ॥ ১০
সেয়ং কন্যা শিবস্যাপি দৈত্যেনাপহৃতা পুরা
ঘোরং তপশ্চরত্যেষা হুণ্ডস্যাপি বধায় চ ॥ ১১
যোহমমাদৌ হৃতো বালস্ত্বয়া যঃ সূতিকাগৃহাৎ।
দাস্যা অপি করে দত্তঃ সূদস্যাপি দুরাত্মনা ॥১২
যথার্থং শ্রূয়তাং পাপ সোহহমদ্য সমাগতঃ।
অস্যাপি হুণ্ডদৈত্যস্য দুষ্টস্য পাপকর্ম্মণঃ ॥ ১৩
অন্যাংশ্চ দানবান্ ঘোরাম্নয়িষ্যে যমসাদনম্।
মামেবং বিদ্ধি পাপিষ্ঠ এবং কথয় দানবম্ ॥ ১৪
এবমাকর্ণ্য তৎ সর্ব্বং নহুষস্য মহাত্মনঃ।
গত্বা হুণ্ডং স দুষ্টাত্মা আচচক্ষেহস্য ভাষিতম্ ॥
নিশম্য তন্মুখাত্তূর্ণং চুক্রোধ দিতিজেশ্বরঃ।
কস্মাৎ সূদেন পাপেন তয়া দাস্যা ন ঘাতিতঃ
সোহয়ং বৃদ্ধিং সমায়াতো মম ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ

দৈত্যেন্দ্র হুণ্ডের নিকট তাহা যথাযথ নিবেদন করিল। হুণ্ড তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে বলিল,—হে বীর! আমার আদেশে তুমি সেই পুরুষের নিকট যাও এবং জানিয়া আইস, ঐ পুরুষ কে? শিবকন্যার সহিত কেন আলাপ করিতেছে? দানব প্রভুর আদেশ পাইয়া সত্বর নির্জ্জনে নহুষ বীরের নিকট গিয়া বলিল,—দিব্য রথ, অশ্ব, সারথি, ধনু ও দিব্য দিব্য শরসহ কে আপনি লোকভয়ঙ্কর ভীষণমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন? কাহার কোন কার্য্যে কে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে? আপনি এই রম্ভা এবং শিবকন্যার সহিত অদ্য কি আলাপ করিলেন? তাহা আমার স্পষ্ট করিয়া বলুন। দেবমর্দ্দন হুণ্ডের আপনি ভয় করিতেছেন না কেন? যদি বাঁচিতে চাহেন, তবে এতৎ সমস্ত আমার নিকট বলুন। আপনি সত্বর এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন, এখানে বিলম্ব করিবেন না; কেননা, দানবরাজ হুণ্ড অতীব দুর্দ্ধর্ষ। নহুষ কহিলেন—বিখ্যাত বলশালী আয়ু রাজা সপ্তদ্বীপের অধিপতি জানিবে—আমি তাঁহারই সর্ব্বদৈত্যনাশক পুত্র। আমার নাম নহুষ; আমি দেবব্রাহ্মণের পূজক। হে দানব! তোমার প্রভু হুণ্ড বাল্যে আমায় অপহরণ করিয়াছিল, এই শিবকন্যাও ঐ দৈত্য কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। হুণ্ডের বধের জন্য ইনি ঘোর তপস্যা করিয়াছেন। যে—আমাকে বাল্যাবস্থায় সূতিকাগৃহ হইতে তুই হরণ করিয়াছিলি, এবং আমার বধের জন্য ক্রমে দাসী ও পাচকের করে আমায় অর্পণ করিয়াছিলি, রে পাপ! সেই আমি অদ্য আসিয়াছি। এই কথা তুমি হুণ্ডকে বলিবে। শ্রবণ কর্, এই দুষ্ট পাপিষ্ঠ হুণ্ড দৈত্য ও অন্যান্য সমস্ত দানবকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে পাপিষ্ঠ! এই আমার পরিচয় অবগত হ' এবং তোর রাজা দানবকে গিয়া এই কথা বল। মহাত্মা নহুষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুষ্টাত্মা দূত হুণ্ডের নিকট গমনপূর্ব্বক সকল কথা কহিল। ১—১৫। দিতি-পুত্রপতি দূতমুখে সেই সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং ভাবিল—পাপিষ্ঠ পাচক এবং দাসী কি জন্য তাহাকে হত্যা করে নাই?

অথৈনং ঘাতয়িষ্যামি অনয়া শিবকন্যয়া। ১৭
আয়োঃ পুত্রং খলং যুদ্ধে বাণৈরেভিঃ
শিলাশিতৈঃ।
এবং স চিন্তয়িত্বা তু সারথিং বাক্যমব্রবীৎ। ১৮
স্যন্দনং যোজয়স্ব ত্বং তুরগৈঃ সাধুভিঃ শিবৈঃ।
সেনাধ্যক্ষং সমাহূয় ইত্যুবাচ সমাতুরঃ। ১৯
সজ্জতাং মম সৈন্যং ত্বং শূরান্নাগান্ প্রকল্পয়।
সারোহৈস্তুরগান্ যোধান্ পতাকাচ্ছত্রচামরৈঃ॥
চতুরঙ্গবলং মেঽদ্য যোজয়স্ব হি সত্বরম্।
এবমাকর্ণ্য তত্তস্য হুণ্ডস্যাপি ততো লঘুঃ। ২১
সেনাধ্যক্ষো মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বং চক্রে যথাবিধি।
চতুরঙ্গেন তেনাসৌ বলেন মহতাবৃতঃ॥ ২২
জগাম নহুষং বীরং চাপবাণধরং রণে।
ইন্দ্রস্য স্যন্দনে যুক্তং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্॥২৩
উদ্যতং সমরে বীরং দুরাপং দেবদানবৈঃ।
পশ্যন্তি গগনে দেবা বিমানস্থা মহৌজসঃ॥ ২৪
তেজোজ্বালাসমাকীর্ণং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্।
সূত উবাচ।
অথ তে দানবাঃ সর্ব্বে বরযুস্তং শরোত্তমৈঃ।
খড়্গৈঃ পাশৈর্মহাশূলৈঃ শক্তিভিশ্চ পরশ্বধৈঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে তেন নহুষেণ মহাত্মনা॥ ২৬
সংরব্ধা গর্জ্জমানাস্তে যথা মেঘা গিরৌ তথা।
তদ্বিক্রমং সমালোক্য আয়ুপুত্রঃ প্রতাপবান্॥২৭
ইন্দ্রায়ুধসমং চাপং বিস্ফার্য্য সগুণস্বরম্।
বজ্রস্ফোটসমঃ শব্দশ্চাপস্যাপি মহাত্মনঃ॥ ২৮
নহুষেণ কৃতো বিপ্রা দানবানাং ভয়প্রদঃ।
মহতা তেন ঘোষেণ দানবাঃ প্রচকম্পিরে॥ ২৯
কশ্মলাবিষ্টহৃদয়া ভগ্নসত্ত্বা মহাহবে॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-
তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৪॥

সেইজন্য আমার এই ব্যাধি এত দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর আমি তাহা উপেক্ষা করিয়াছি। যাহা হউক, আমি এই শিবসুতার সহিত ঐ খল আয়ুপুত্রকে শিলাশিত বাণসমূহ দ্বারা বিনাশ করিব। হুণ্ড এইরূপ চিন্তা করিয়া সারথিকে কহিল—উত্তম তুরঙ্গগণ দ্বারা আমার রথ সজ্জিত কর, পরে সেনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া বলিল,—আমার সেনাসজ্জা কর, শূরহস্তীদিগকে হস্তিচালকসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত কর। ছত্র চামরসহ অশ্ব, যোদ্ধা ও চতুরঙ্গবল সত্বর যোজিত কর। মহাপ্রাজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ হুণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযথ সমস্তই সুসম্পাদিত করিল। তখন হুণ্ড মহান্ চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া সমরে চাপবাণধারী বীর নহুষের অভিমুখে চলিল। নহুষ ইন্দ্রের স্যন্দনে অবস্থিত, সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ সমরোদ্যত ও দেবদানবের দুরধিগম্য! বিমানস্থ মহাতেজা দেবগণ তাঁহাকে তেজোজ্বালাপরিব্যাপ্ত দ্বিতীয় ভাস্করবৎ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন,—অনন্তর দানবগণ তাঁহাকে উত্তম উত্তম শর দ্বারা পরিবৃত করিল এবং খড়্গ, পাশ, মহাশূল, শক্তি ও পরশ্বধ লইয়া মহাত্মা নহুষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংরব্ধ দানবগণ গিরিস্থিত মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতাপবান্ আয়ুপুত্র তাহাদের বিক্রম দেখিয়া স্বীয় ইন্দ্রায়ুধ তুল্য চাপ বিস্ফারিত করত দানবগণের ভীতিপ্রদ বজ্রস্ফোটসম শব্দ করিলেন। সেই মহাশব্দে দানবগণ কম্পিত, মোহাবিষ্ট এবং মহাযুদ্ধে ভগ্নবল হইয়া পড়িল। ১৬—৩০।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুণ্ডল উবাচ।
ততস্তসৌ সংযতি রাজমানঃ
সমুদ্যতশ্চাপধরো মহাত্মা।
যথৈব কালঃ কুপিতঃ স লোকান্
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত্তু তথা স্তদানবান্ ॥ ১
মহাস্ত্রজালৈ রবিতেজতুল্যৈঃ
সুদীপ্তিমদ্ভির্নিজঘান দানবান্।
বায়ুর্যথোন্মূলয়তীহ পাদপাং-
স্তথৈব রাজা নিজঘান দানবান্ ॥ ২
বায়ুর্যথা মেঘচয়ঞ্চ দিব্যং
সঞ্চালয়েৎ স্বেন বলেন তেজসা।
তথা স রাজা অসুরান মহোৎকট-
ননাশয়দ্বাণবরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৩
ন শেকুর্দানবাঃ সর্ব্বে বাণবর্ষং মহাত্মনঃ।
মৃতাঃ কেচিদ্ দ্রুতাঃ কেচিৎ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ
সূত উবাচ।
মহাতেজং মহাপ্রাজ্ঞং মহাদানবনাশনম্।
চুক্রোধ হুণ্ডো দুষ্টাত্মা দৃষ্ট্বা তং নৃপনন্দনম্ ॥ ৫
স্থিতো গত্বেদমাভাষ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাহবে।
ত্বামদ্য চ নয়িষ্যামি আয়ুপুত্র যমান্তিকম্ ॥ ৬
নহুষ উবাচ।
স্থিতোঽস্মি সমরে পশ্য ত্বামহং হন্তুমাগতঃ।
অহং ত্বাস্তু হনিষ্যামি দানবং পাপচেতনম্ ॥ ৭
ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় বাণানগ্নিশিখোপমান্।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন শুশুভে সোঽপি সংযুগে ॥ ৮
ইন্দ্রস্য সারথিং দিব্যং মাতলিং বাক্যমব্রবীৎ।
বাহয়তু রথং মেঽদ্য হুণ্ডস্য সম্মুখং ভবান্ ॥ ৯
ইত্যুক্তস্তেন বীরেণ মাতলির্লঘুবিক্রমঃ।
তুরগাংশ্চোদয়ামাস মহাবাতজবোপমান্ ॥ ১০
উৎপেতুশ্চ ততো বাহা হংসা ইব যথাম্বরে।
ছত্রেণ ইন্দুবর্ণেন রথেনাপি পতাকিনা ॥ ১১
নভস্তলস্তু সম্প্রাপ্য যথা সূর্য্যো বিরাজতে।
আয়ুপুত্রস্তথা সঙ্খ্যে তেজসা বিক্রমেণ তু ॥১২
অথ হুণ্ডো রথস্থোঽপি রাজমানঃ স্বতেজসা।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

কুণ্ডল কহিল,—অনন্তর মহাত্মা নহুষ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল—কুপিত কাল যেমন সর্ব্বলোক-সংহারে সমুদ্যত হয়, তেমনি তিনি দানবদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। সূর্য্য তেজঃপ্রভ, সুদীপ্তিযুক্ত মহাস্ত্রসমূহে তিনি দানবদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন পাদপ-নিচয় উন্মূলিত করে, তেমনি নহুষ রাজা দানবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন স্বীয় বলে মেঘব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তেমনি সেই রাজা মহোৎকট দানবদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে বিদারিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ সেই মহাত্মার বাণবর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহাদের কতকগুলি মৃত, কতকগুলি ধাবিত, এবং কতকগুলি মহাসমর হইতে পলায়িত হইল। সূত কহিলেন,—দুষ্টাত্মা হুণ্ড সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাতেজা, মহাদানবনাশন নৃপনন্দনকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিল। বলিল,—আয়ুপুত্র! অদ্য তোমায় আমি বিনাশ করিব। নহুষ কহিলেন,—এই দেখ আমি সমরে অবস্থিত, তোরই বিনাশার্থ আগত। তুই পাপচেতা দানব, তোকে আমি বিনাশ করিব। এই বলিয়া ধনু ও অগ্নিশিখোপম বাণসমূহ ধারণপূর্ব্বক সমরে সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধৃত হইল। তিনি ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সারথি মাতলিকে বলিলেন,—আমার রথ হুণ্ডের সম্মুখে পরিচালন করুন। বীর নহুষ এই কথা কহিলে, লঘুবিক্রম মাতলি মহাবায়ুবেগোপম তুরঙ্গসমূহ পরিচালন করিলেন। অম্বরোৎপতিত হংসসমূহবৎ সেই সকল অশ্ব উৎপতিত হইল। চন্দ্রবর্ণ ছত্র এবং পতাকাযুক্ত রথসহ আয়ুপুত্র তেজ ও বিক্রম দ্বারা সমরে সূর্য্যবৎ বিরাজ-

সর্ব্বায়ুধৈশ্চ সংযুক্তস্তস্থাবীরব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৩
উভয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধং দেববিস্ময়কারকম্ ।
তদা আসীন্ মহাপ্রাজ্ঞ দারুণং ভীতিদায়কম্ ।
সুবাণৈর্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলীমুখৈঃ ।
হুণ্ডেন তাড়িতো রাজা সুবাহ্বোরন্তরে তদা ॥
সুভালে পঞ্চভির্বাণৈর্বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধোঽভবত্তদা ।
স বিদ্ধস্তু তদা বাণৈরধিকং শুশুভে নৃপঃ ॥ ১৬
সারুণঃ করমালাভিরুদয়ংশ্চ দিবাকরঃ ।
রুধিরেণ তু দিগ্ধাঙ্গো হেমবাণৈস্তনুস্থিতৈঃ ॥ ১৭
সূর্য্যবচ্ছোভতে রাজা পূর্ব্বকালস্থ চাম্বরে ।
দৃষ্ট্বা তু পৌরুষং তস্য দানবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং দৈত্য পশ্য মে লাঘবং পুনঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তু রণে দৈত্যং জঘান দশভিঃ শরৈঃ ॥
মুখে ভালে হৃতস্তেন মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ।
পশ্যমানৈঃ সুরৈর্দিব্যৈ রথোপরি মহাবলঃ ॥ ২০
দেবৈশ্চ চারণৈঃ সিদ্ধৈঃ কৃতঃ শব্দঃ সুহর্ষজঃ ।
জয় জয়েতি রাজেন্দ্র শঙ্খান্ দধ্মুঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২১
স কোলাহলশব্দস্তু তুমলো দেবতেরিতঃ ।
কর্ণরন্ধ্রমাবিবেশ হুণ্ডস্য মূর্চ্ছিতস্য চ ॥ ২২
শ্রুত্বা স ধনুরাদায় বাণমাশীবিষোপমম্ ।
স্থীয়তাং স্থীয়তাং যুদ্ধে ন মৃতোঽস্মি ত্বয়া হতঃ
ইত্যুক্ত্বা পুনরুত্থায় লাঘবেন সমন্বিতঃ ।
একবিংশতিভির্বাণৈর্নহুষং চাহনৎ পুনঃ ॥ ২৪
একেন মুষ্টিমধ্যে তু চতুর্ভির্বাহুমধ্যতঃ ।
চতুর্ভিশ্চ মহাশ্বাংশ্চ ছত্রমেকেন তেন বৈ ॥ ২৫
পঞ্চভির্মাতলিং বিদ্ধ্বা রথনীড়ং তু সপ্তভিঃ ।
ধ্বজদণ্ডং ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈর্দানবঃ শিখিপত্রিভিঃ ॥ ২৬
আদানন্তু নিদানন্তু লক্ষ্যমোক্ষং দুরাত্মনঃ ।
লাঘবং তস্য সংদৃষ্ট্বা দেবতা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ২৭
তস্য পৌরুষমাপশ্য স রাজা দানবোত্তমম্ ।
শূরোঽসি কৃতবিদ্যোঽসি ধীরোঽসি রণপণ্ডিতঃ
ইত্যুক্ত্বা দানবং তস্য ধনুর্বিস্ফার্য্য ভূপতিঃ ।
মার্গণৈর্দশভিস্তং তু বিব্যাধ লঘুবিক্রমঃ ॥ ২৯

করিতে লাগিলেন। এদিকে হুণ্ডও স্বীয় তেজে রথোপরি ও সর্ব্বায়ুধে পরিবৃত হইয়া নহুষবৎ বীরব্রতে অবস্থিত রহিল। ১—১৩। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তৎকালে সেই বীরদ্বয়ের লোকভয়ঙ্কর দেববিস্ময়কর দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হুণ্ড দানব নিশিত বাণ ও কঙ্কপত্র শিলীমুখ দ্বারা রাজা নহুষকে বাহুযুগল মধ্যে তাড়ন করিল। তাঁহার ললাটে পঞ্চ বাণ বিদ্ধ হইল। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা বাণবিদ্ধ হইয়া করনিকর পরিব্যাপ্ত অরুণযুক্ত উদয়োন্মুখ দিবাকরবৎ অত্যধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি হেমবাণ-বিদ্ধ ও রুধিরদিগ্ধাঙ্গ হইয়া প্রাতরুদিত সূর্য্যবৎ বিভাত হইলেন। রাজা দানবের পুরুষকার দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—দৈত্য! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমার ক্ষিপ্রকারিতা অবলোকন কর। নহুষ এই বলিয়া দশবাণে দানবকে মুখে, ভালে, হস্তে আহত করিলেন। দানব সেই বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া দেবগণসমক্ষে রথোপরি পতিত হইল। তখন দেব, চারণ ও সিদ্ধগণ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। 'জয় জয় রাজেন্দ্র' বলিয়া পুনঃপুনঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন দেবোচ্চারিত মহা কোলাহল উত্থিত হইল এবং মূর্চ্ছিত হুণ্ডের কর্ণরন্ধ্রে তাহা প্রবেশ করিল। তৎ শ্রবণে দানব আশীবিষোপম ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক বলিল,—থাক্ থাক্ আমি যুদ্ধে মরি নাই, আহত হইয়াছি মাত্র। এই বলিয়া সত্বর উত্থানপূর্ব্বক নহুষকে একবিংশতি বাণে পুনরায় বিদ্ধ করিলে, দানবের একবাণে রাজার মুষ্টিমধ্য, চারি বাণে বাহুমধ্য, চারি বাণে মহাশ্ব সকল এক বাণে ছত্র, পঞ্চ বাণে মাতলি, সপ্ত বাণে রথনীড়, এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তিন তিন বাণে ধ্বজ ও ধ্বজদণ্ড বিদীর্ণ হইল। সেই দুরাত্মার আদাননিদান, লক্ষ্য-মোক্ষ সন্দর্শনে দেবগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহার পৌরুষ দেখিয়া রাজা সেই দানবকে বলিলেন—তুমি বাস্তবিকই শূর, কৃতবিদ্য, ধীর ও রণপণ্ডিত। ভূপতি দানবকে এই কথা কহিয়া ধনুবিস্ফারণপূর্ব্বক তিন বাণে তাহার ধ্বজচ্ছেদন

ত্রিভির্ধ্বজং প্রচিচ্ছেদ স পপাত ধরাতলে।
তুরগান্ পাতয়ামাস চতুর্ভিস্তস্য সায়কৈঃ॥ ৩০
একেন ছত্রং তস্যাপি চকর্ত্ত লঘুবিক্রমঃ।
দশভিঃ সারথিস্তস্য প্রেষিতো যমমন্দিরম্॥ ৩১
দংশনং দশভিশ্ছিত্বা শরৈশ্চ বিদলীকৃতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেষু চ ত্রিংশদ্ভির্বিব্যাধ দনুজেশ্বরম্॥ ৩২
হতাশ্বো বিরথো জাতো বাণপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
অভ্যধাবৎ স বেগেন বর্ষন্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৩
খড়্গচর্ম্মধরো দৈত্যো রাজানং তমধাবত।
ধাবমানস্য হুণ্ডস্য খড়্গং চিচ্ছেদ ভূপতিঃ॥ ৩৪
ক্ষুরপ্রৈর্নিশিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চিচ্ছেদ ভূপতিঃ।
অথ হুণ্ডঃ স দুষ্টাত্মা সমালোক্য সমন্ততঃ॥ ৩৫
জগ্রাহ মুদ্গরং তূর্ণং মুমোচ লঘুবিক্রমঃ।
বজ্রবেগং সমায়ান্তং দদৃশে নৃপতিস্তদা॥ ৩৬
মুদ্গরং স্বনবন্তঞ্চাপাতয়দম্বরাত্ততঃ।
দশভির্নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ স্ববিক্রমাৎ॥ ৩৭
মুদ্গরং পতিতং দৃষ্ট্বা দশখণ্ডময়ং ভুবি।
গদামুদ্যম্য বেগেন রাজানমভ্যধাবত॥ ৩৮
খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ তস্য বাহুং বিচিচ্ছিদে।
সগদং পতিতং ভূমৌ সাঙ্গদং কটকান্বিতম্॥ ৩৯
মহারাবং ততঃ কৃত্বা বজ্রস্ফোটসমং তদা।
রুধিরেণাপি দিগ্ধাঙ্গো ধাবমানো মহাহবে॥ ৪০
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো গ্রস্তুমিচ্ছতি ভূপতিম্।
দুর্নিবার্য্যঃ সমায়াতঃ পার্শ্বং তস্য চ ভূপতেঃ॥ ৪১
নহুষেণ মহাশক্ত্যা তাড়িতো হৃদি দানবঃ।
পতিতঃ সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ॥ ৪২
তস্মিন্ দৈত্যে গতে ভূমাবিতরে দানবা গতাঃ
বিবিশুঃ কতি দুর্গেষু কতি পাতালমাশ্রিতাঃ॥ ৪৩
দেবাঃ প্রহর্ষমাজগ্মুর্গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
হতে তস্মিন্মহাপাপে নহুষেণ মহাত্মনা॥ ৪৪

তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে মহাহবে
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রমুদং প্রলেভিরে।
তাং দেবরূপাং তপসা প্রবর্দ্ধিতাং
স আয়ুপুত্রঃ প্রতিলভ্য হর্ষিতঃ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-
তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৫॥

করিলেন। ধ্বজ ছিন্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। রাজা চারি বাণে তাহার তুরগসমূহ পাতিত, একবাণে ছত্র কর্ত্তিত, দশবাণে সারথিকে যমসদনে প্রেরিত, দশবাণে দানবের বর্ম্ম ছিন্ন ও বিদলিত এবং সমস্ত অঙ্গ ত্রিংশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৪—৩১। বাণপাণি ধনুর্দ্ধর দৈত্য হতাশ্ব হইয়া নিশিত-শর বর্ষণ করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইল। দৈত্য মাত্র খড়্গ-চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রাজার প্রতি ধাবিত হইল। রাজা ধাবমান হুণ্ডের খড়্গ ছেদন করিলেন এবং নিশিত ক্ষুরপ্র-বাণে তদীয় চর্ম্মও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দুষ্টাত্মা হুণ্ড চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সত্বর মুদ্গর গ্রহণ করিল। নৃপতি দেখিলেন,—তীব্রবিক্রম হুণ্ড বজ্রবেগে আগমন করিতেছে। তখন রাজা দশ নিশিত ক্ষুরপ্র বাণে সশব্দে সমাগত সেই মুদ্গর অম্বর হইতে পাতিত করিলে। দানব স্বীয় মুদ্গর দশখণ্ডে ভূপাতিত হইল দেখিয়া বেগে গদা উত্তোলনপূর্ব্বক রাজার প্রতি ধাবিত হইল। রাজা তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা তাহার বাহু ছেদন করিলেন। তখন গদার সহিত হুণ্ডের কটকান্বিত বাহু বজ্রস্ফোটসম মহাশব্দে ভূপতিত হইল। রুধিরদিগ্ধাঙ্গ দানব মহাযুদ্ধে তখন মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভূপতিকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়েই তৎপ্রতি ধাবিত হইল। দুর্নিবার দৈত্য সহসা ভূপতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নহুষ তখন মহাশক্তি দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। দৈত্য বজ্রাহত অচলবৎ সহসা ভূপতিত হইল। দৈত্য হুণ্ড ভূতলশায়ী হইলে কতকগুলি দানব দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কতকগুলি পাতালে প্রবিষ্ট হইল। মহাত্মা নহুষ কর্ত্তৃক পাপী দানব নিহত হইলে দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও চারণগণ প্রহৃষ্ট হইলেন। দেবগণ দৈত্যবরের নিধনে প্রীতিলাভ করিলেন। আয়ু-

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

অশোকসুন্দরী পুণ্যা রম্ভয়া সহ হর্ষিতা।
নহুষং প্রাপ্য বিক্রান্তং তমুবাচ তপস্বিনী॥ ১
অহং তে ধর্ম্মতঃ পত্নী দেবৈর্দ্দিষ্টা তপস্বিনী।
উদ্বাহয়স্ব মাং বীর যদি ধর্ম্মমহেচ্ছসি॥ ২
সদৈব চিন্তয়ানা চ ত্বামহং তপসি স্থিতা।
ভবান ধর্ম্মপ্রসাদেন ময়া প্রাপ্তো নৃপোত্তম॥ ৩

নহুষ উবাচ।

মদর্থে নিয়তা ভদ্রে যদি ত্বং তপসি স্থিতা।
গুরোর্ব্বাক্যান্মুহূর্ত্তেন তব ভর্ত্তা ভবাম্যহম্॥ ৪
অনয়া রম্ভয়া সার্দ্ধমাবাং গচ্ছাব ভামিনি।
সমারোপ্য রথে ত্বাং তু তাং রম্ভাঞ্চ মনোরমাম্॥ ৫
তেনৈব রথবর্য্যেণ বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি।
জগাম লঘুবেগেন তাভ্যাং সহ মহাযশাঃ॥ ৬
তমাশ্রমগতং বিপ্রং সমালোক্য প্রণম্য চ।
তয়া সার্দ্ধং মহাতেজা হর্ষেণ মহতান্বিতঃ॥ ৭
যথা যুদ্ধং রণে জাতং নিহতে দানবাধমঃ।
নিবেদয়ামাস সর্ব্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে॥ ৮
বশিষ্ঠোঽপি সমাকর্ণ্য নহুষস্য বিচেষ্টিতম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্ট আশীর্ভিরভিনন্দ্য তম্॥ ৯
তিথৌ লগ্নে শুভে প্রাপ্তে তয়োস্তু মুনিপুঙ্গবঃ।
বিবাহং কারয়ামাস অগ্নিব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥ ১০
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ মিথুনং প্রেষিতং পুনঃ।
মাতরং পিতরং পশ্য ক্রান্তং গত্বা মহামতে॥ ১১
ত্বাং চ দৃষ্ট্বা হি তে মাতা পিতাসৌ তব সুব্রত।
হর্ষেণ বৃদ্ধিমাপ্নোতু পর্ব্বণীব তু সাগরঃ॥ ১২
এবং সম্প্রেষিতো বীরো মুনিনা ব্রহ্মসূনুনা।
তেনৈব রথবর্য্যেণ জগাম লঘুবিক্রমঃ॥ ১৩
নমস্কৃত্য দ্বিজেন্দ্রং তং গতো মাতালনা তদা।
স্বপুরং পিতরং দ্রষ্টুং তথৈব চ স্বমাতরম্॥ ১৪

পুত্র নহুষও সেই দেবরূপিণী তপস্বিনী শিব-নন্দিনীকে পাইয়া হৃষ্ট হইলেন। ৩৩—৪৫।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—পুণ্যাত্মা তপস্বিনী অশোকসুন্দরী রম্ভাসহ হৃষ্টা হইলেন এবং বিজয়ী নহুষকে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—আমি তপস্বিনী, আপনার ধর্ম্মপত্নী, দেবগণ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে বীর! যদি ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তবে আমায় বিবাহ করুন, আমি আপনাকে কামনা করিয়াই সর্ব্বদা তপস্যা করিয়াছি। হে নৃপোত্তম! ধর্ম্মের প্রসাদেই আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। নহুষ কহিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি যদি আমারই জন্য নিয়ত তপস্বিনী ছিলে, তবে আমি গুরুর আদেশে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার ভর্ত্তা হইব। হে ভামিনি! এই রম্ভার সহিত আগমন কর। তখন মহাযশা রাজা রম্ভাকে এবং মনোহারিণী অশোকসুন্দরীকে রথে আরোপণ করিয়া সেই রথে তীব্রবেগে তাঁহাদের সহিত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন। রাজা আশ্রমস্থ বিপ্রবরকে দেখিয়া শিবসুতার সহিত প্রণামপূর্ব্বক অতীব প্রীতি প্রকাশ করিলেন। যেরূপে দানবের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপে তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন, মহাতেজা নহুষ তৎসমস্তই মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন করিলেন। মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ নহুষ-চেষ্টিত শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন এবং শুভ তিথি শুভ লগ্নে অগ্নিব্রাহ্মণসন্নিধানে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সমাধা করাইলেন। অতঃপর আশীর্ব্বাদ দ্বারা রাজদম্পতির অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন; বলিলেন—হে মহামতে! সত্বর গিয়া পিতামাতাকে অবলোকন কর। হে সুব্রত! তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার পিতমাতা পর্ব্বকালীন সাগরবৎ হর্ষপ্রাপ্ত হউন। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রেরিত হইয়া নহুষ সেই উত্তম রথেই সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক তখন পিতা-

সূত উবাচ।
অপ্সরা মেনকা নাম প্রেষিতা দৈবতৈস্ততঃ।
আয়োর্ভার্য্যা সুদুঃখেন পতিতা শোকসাগরে॥
তাম্‌বাচ মহাভাগাং দেবীমিন্দুমতীং প্রতি।
মুঞ্চ শোকং মহাভাগে তনয়ং পশ্য সস্নুষম্॥ ১৬
নিহত্য দানবং পাপং তব পুত্রাপহারকম্।
সমায়াস্তং সভ স্নাঞ্চ বীরশ্রিয়া সমন্বিতম্॥ ১৭
সুরক্তং সঙ্গরে তস্য নহুষেণ যথা কৃতম্।
তস্যৈ নিবেদয়ামাস ইন্দুমত্যৈ চ মেনকা॥ ১৮
মেনকায়া বচঃ শ্রুত্বা হর্ষেণ মহতান্বিতা।
সখি সত্যং ব্রবীষি ত্বমিত্যুবাচ সগদ্গদম্॥ ১৯
সামৃতং সুপ্রিয়ং প্রোক্তং মনঃপ্রোৎসাহকারকম্
জীবাদিকং ময়া দেয়ং ত্বয়ি সর্ব্বস্বমেব হি॥ ২০
এবমাভাষ্য তাং দেবী রাজানমিদমব্রবীৎ।
তব পুত্রো মহাবাহুঃ সমায়াতো হি সাম্প্রতম্॥
আখ্যাতি চ মহারাজ এষা মে বৈ বরাপ্সরাঃ।
ভর্ত্তারমেবমাভাষ্য বিররাম সুহর্ষিতা॥ ২২
সমাকর্ণ্য নৃপেন্দ্রস্ত তামুবাচ প্রিয়াং প্রতি।
পুরা প্রোক্তং মহাভাগে মুনিনা নারদেন হি॥
পুত্রং প্রতি ন কর্ত্তব্যং দুঃখং রাজংস্ত্বয়া কদা।
তং নিহত্য সুবীর্য্যেণ দানবং চৈষ্যতে সুতঃ।
সঞ্জাতং সত্যমেবং বৈ মুনিনা ভাষিতং পুরা।
অন্যথা বচনং তস্য কথং দেবি ভবিষ্যতি॥ ২৫
দত্তাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদ্দেবো ভবিষ্যতি
শুশ্রূষিতস্ত্বয়া দেবি ময়া চ তপসা পুরা॥ ২৬
পুত্ররত্নং তেন দত্তং বৈষ্ণবাংশপ্রধারকম্।
সদা হনিষ্যতি পরং দানবং পাপচেতনম্॥ ২৭
সর্ব্বদৈত্যপ্রহর্ত্তা চ প্রজাপালো মহাবলঃ।
দত্তাত্রেয়েণ মে দত্তো বৈষ্ণবাংশঃ সুতোত্তমঃ
এবং সম্ভাষ্য তাং দেবীং রাজা চেন্দুমতীং তদা
মহোৎসবং ততশ্চক্রে পুত্রস্যাগমনং প্রতি॥ ২৯
হর্ষেণ মহতা বিষ্টো বিষ্ণুং সস্মার বৈ পুনঃ॥ ৩০

মাতাকে দেখিবার জন্য মাতলিসহ স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিলেন। ১—১৪। সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ মেনকানাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। আয়ু রাজার ভার্য্যা অতি দুঃখে শোকসাগরে নিপতিতা; মেনকা সেই মহাভাগা ইন্দুমতীকে আসিয়া বলিল,—হে মহাভাগে! শোক পরিত্যাগ কর, পুত্রবধূ সহ পুত্রকে অবলোকন কর। তোমার পুত্রাপহারক পাপিষ্ঠ দানবকে নিহত করিয়া তোমার পুত্র বনিতা ও বীর-শ্রীযুক্ত হইয়া আগমন করিতেছেন। এই বলিয়া মেনকা সংগ্রামে নহুষ কর্ত্তৃক দানবের যে দশা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ ইন্দুমতীর নিকট নিবেদন করিল। মেনকার বাক্য শুনিয়া ইন্দুমতী মহাহর্ষাবেশে গদ্‌গদবাক্যে বলিলেন,—সখি! ইহা কি সত্যই বলিতেছ? তোমার এ বাক্য অমৃতসম্মিত, সুপ্রিয় এবং মনের উৎসাহজনক। তোমাকে আমার জীবনাদি সর্ব্বস্বই প্রদেয়। ইন্দুমতী মেনকাকে এই বলিয়া রাজাকে বলিলেন—সম্প্রতি তোমার মহাবাহু পুত্র উপস্থিত হইয়েছেন। এই বরাপ্সরা মেনকা আমায় এই সংবাদ প্রদান করিল। সুহর্ষিতা ইন্দুমতী ভর্ত্তাকে এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। নৃপেন্দ্র আয়ু সে কথা শুনিয়া প্রিয়ার প্রতি বলিলেন—হে মহাভাগে! নারদ মুনি পূর্ব্বে আমায় এই সংবাদই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! তুমি কদাচ পুত্র-নিমিত্ত দুঃখ করিও না, তোমার পুত্র স্বীয় প্রবল বীর্য্যে সেই দানবকে নিহত করিয়া আসিবেন। মুনির পূর্ব্বকথিত এই বিষয় সত্যই হইয়াছে। হে দেবি! মুনির বচন কিরূপেই বা অসত্য হইবে? মুনিশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় সাক্ষাৎ দেবতা। হে দেবি! তুমি এবং আমি আমরা উভয়েই তাঁহাকে তপস্যায় শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনিই আমাদিগকে বৈষ্ণবাংশধর পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের শত্রু পাপাত্মা দানব সেই পুত্র কর্ত্তৃক বিনাশিত হইবে। দত্তাত্রেয়-দত্ত বৈষ্ণবাংশ উত্তম পুত্র মহাবল, প্রজাপাল ও সর্ব্বদৈত্যপ্রহর্ত্তা হইবে। রাজা দেবী ইন্দুমতীকে এই কথা কহিয়া পুত্রের আগমন উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন এবং মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া

সর্ব্বোপপন্নং স্বরবর্গযুক্ত-
মানন্দরূপং পরমার্থমেকম্‌।
ক্লেশাপহং সৌখ্যপ্রদং নরাণাং
সদ্বৈষ্ণবানামিহ মোক্ষদং পরম্‌॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-
তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬॥

—

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুঞ্জল উবাচ।

নহুষঃ প্রিয়য়া সার্দ্ধং তথা চৈব স-রম্ভয়া।
ঐন্দ্রেণাপি স দিব্যেন স্যন্দনেন বরেণ চ॥ ১
নাগাহ্বয়ং পুরং প্রাপ্তঃ সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্‌।
দিব্যৈর্ম্মঙ্গলকৈর্যুক্তং ভবনৈরুপশোভিতম্‌॥ ২
হেমতোরণসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্‌।
নানাবাদিত্রনাদৈশ্চ বন্দিচারণশোভিতম্‌॥ ৩
দেবরূপোপমৈঃ পুণ্যৈঃ পুরুষৈঃ সমলঙ্কৃতম্‌।
নারীভির্দ্দিব্যরূপাভির্গজাশ্বৈঃ স্যন্দনৈস্তথা॥ ৪
নানামঙ্গলশব্দৈশ্চ বেদধ্বনিসমাকুলম্‌।
গীতবাদিত্রশব্দৈশ্চ বীণাবেণুস্বনৈস্তথা॥ ৫
সর্ব্বশোভাসমাকীর্ণং বিবেশ স পুরোত্তমম্‌।
বেদমঙ্গলঘোষৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব পূজিতঃ॥ ৬
দদৃশে পিতরং বীরো মাতরং চ সুপুণ্যকাম্‌।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ পিত্রোঃ পাদৌ ননাম সঃ॥ ৭
অশোকসুন্দরী সা তু তয়োঃ পাদৌ পুনঃপুনঃ।
ননাম ভক্ত্যা ভাবেন উভয়োঃ সা বরাননা।
রম্ভা চ সা ননামাথ প্রীতিং চৈবাপ্যদর্শয়ৎ।
নমস্কৃত্বা সমাভাষ্য শ্বশুরং নৃপনন্দনঃ॥ ৯
অনাময়ং চ পপ্রচ্ছ মাতরং পিতরং প্রতি।
এবমুক্তো মহাভাগঃ সানন্দপুলকোদ্গমঃ॥ ১০

আয়ুরুবাচ।

অদ্যৈব ব্যাধয়ো নষ্টা দুঃখশোকাবুভৌ গতৌ।
ভবতো দর্শনাৎ পুত্র সুতুষ্ট্যা হৃষ্যতে জগৎ॥১১
কৃতকৃত্যোঽস্মি সঞ্জাতস্ত্বয়ি জাতে মহৌজসি।
স্ববংশোদ্ধরণং কৃত্বা অহমেব সমুদ্ধৃতঃ॥ ১২

বারংবার বিষ্ণু স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু স্বরবর্গযুক্ত, আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, পরমার্থ, ক্লেশাপহ, নরগণের সৌখ্যপ্রদ এবং সাধু বৈষ্ণবগণের পরম মোক্ষপ্রদ। ১৫—৩১।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

—

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জল কহিল,—নহুষ প্রিয়া শিবসুতা ও রম্ভার সহিত সেই ইন্দ্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব-শোভান্বিত হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। ঐ পুরী দিব্য মঙ্গলময় ভবনসমূহে সমলঙ্কৃত, হেমতোরণযুক্ত, পতাকারাজিত, নানা বাদিত্রনাদ ও বন্দিচারণপরিপূরিত, দেবরূপ পুণ্য পুরুষ, দিব্যরূপা নারী, গজ, অশ্ব, স্যন্দন, ও নানা মঙ্গল ধ্বনি, বেদধ্বনি, গীতবাদিত্ররব ও বীণাবেণুস্বনে সমাকুলিত; এবং সর্ব্বশোভায় সমাকীর্ণ। নহুষ এ হেন উত্তম পুরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদমঙ্গলঘোষে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নহুষ পুরপ্রবেশ করিয়া পুণ্যবান্‌ পিতা ও পুণ্যবতী মাতাকে দেখিলেন। তখন মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া পিতৃ মাতৃপদে নমস্কার করিলেন। অশোকসুন্দরীও পুনঃপুনঃ তাঁহাদের পাদযুগলে প্রণতা হইলেন। বরাননা শিবসুতা এবং রম্ভা ভক্তিভাবে রাজ-দম্পতিকে প্রণাম করিয়া প্রীতি-প্রদর্শন করিলেন। নৃপনন্দন নহুষ স্বীয় পিতাকে নমস্কার ও সম্ভাষণ করিয়া মাতাপিতার নিকট অনাময় প্রশ্ন করিলেন। পুত্রের কথায় মহাভাগ আয়ু রাজা আনন্দপুলকোদ্গমে অন্বিত হইলেন। আয়ু বলিলেন,—পুত্র! তোমার দর্শনে অদ্য সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হইল। দুঃখশোক চলিয়া গেল। পরম সন্তোষ লাভে সর্ব্ব জগৎ প্রহৃষ্ট হইল। তোমা হেন মহাতেজা পুত্রের জন্মগ্রহণে আমি কৃতকৃত্য হইলাম। আমিই স্বীয় বংশের সহিত আত্মো-

ইন্দুমত্যুবাচ।

পর্ব্বণি প্রাপ্য ইন্দোস্ত তেজো দৃষ্ট্বা মহোদধিঃ
বৃদ্ধিং যাতি মহাভাগ তথাহং তব দর্শনাৎ॥ ১৩
বর্দ্ধিতাস্মি সুহৃষ্টাস্মি আনন্দেন সমাকুলা।
দর্শনাত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ধন্যা জাতাস্মি মানদ॥ ১৪
এবং সম্ভাষ্য তং পুত্রমালিঙ্গ্য তনয়োত্তমম্।
শিরশ্চাঘ্রায় তস্যাপি বৎসং ধেনুর্যথা স্বকম্॥ ১৫
অভিনন্দ্য সুতং প্রাপ্তং নহুষং দেবরূপিণম্॥
আশীর্ভিশ্চার্চ্চয়দ্দেবী পুণ্যা ইন্দুমতী তদা॥ ১৬

সূত উবাচ।

অথাসৌ মাতরং পুণ্যাং দেবীমিন্দুমতীং সুতঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং যথা হরণমাত্মনঃ॥ ১৭
স্বভার্য্যায়াস্তথোৎপত্তিং প্রাপ্তিঞ্চৈব মহাযশাঃ।
হুণ্ডেনাপি যথা যুদ্ধং হুণ্ডস্যাপি নিপাতনম্॥১৮
সমাসেন সমস্তং তদাখ্যাতং স্বয়মেব হি।
মাতাপিত্রোর্যথাবৃত্তং তয়োরানন্দদায়কম্॥ ১৯
মাতাপিতরাবাকর্ণ্য পুত্রস্য বিক্রমোদ্যমম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টৌ সঞ্জাতৌ পূর্ণমানসৌ॥ ২০

নহুষো ধনুরাদায় ইন্দ্রস্য স্যন্দনং বৈ।
জিগায় পৃথিবীং সর্ব্বাং সপ্তদ্বীপাং সপত্তনাম্॥
পিত্রে সমর্পয়ামাস বসুপূর্ণাং বসুন্ধরাম্।
পিতরং হর্ষয়ন্নিত্যং দানধর্ম্মৈঃ সুকর্ম্মভিঃ॥ ২২
পিতরং যাজয়ামাস রাজসূয়াদিভিস্তদা।
মহাযজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ ব্রতৈর্নিয়মসংযমৈঃ॥ ২৩
সুদানৈর্যশসা পুণ্যৈর্যজ্ঞৈঃ পুণ্যমহোদয়ৈঃ।
সুসম্পূর্ণৌ কৃতৌ তৌ তু পিতরৌ চায়ুসূনুনা॥
অথ দেবাঃ সমাগত্য নাগাহ্বয়ং পুরোত্তমম্।
অভ্যষিঞ্চন্ মহাত্মানং নহুষং বীরমর্দ্দনম্॥ ২৫
মুনিভিশ্চ সুসিদ্ধৈশ্চ আয়ুনা তেন ভূভুজা।
অভিষিক্ত্য স্বরাজ্যে তং সমেতং শিবকন্যয়া॥
ভার্য্যাযুক্তঃ স্বকায়েন আয়ু রাজা মহাযশাঃ।
দিবং জগাম ধর্ম্মাত্মা দেবৈঃ সিদ্ধৈঃ সুপূজিতঃ
ঐন্দ্রং পদং পরিত্যজ্য ব্রহ্মলোকং গতঃ পুনঃ।
হরলোকং জগামাথ মুনিভির্দেবপূজিতঃ॥ ২৮
স্বকর্ম্মভির্ম্মহারাজঃ পুত্রস্যাপি সুতেজসা।

দ্ধার সাধন করিলাম। ১—১২। ইন্দুমতী কহিলেন,—পর্ব্বকালে ইন্দুর প্রভা দেখিয়া মহোদধি যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হে মহাভাগ। আমিও তেমনি তোমাকে দেখিয়া বর্দ্ধিতা, হৃষ্টা ও আনন্দাকুলা হইয়াছি। হে মানদ! তোমার দর্শনে অদ্য আমি ধন্য হইলাম। ইন্দুমতী পুত্রকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া পরে ধেনু যেমন স্বীয় বৎসের মস্তকাঘ্রাণ করে, তেমনি তিনিও পুত্রকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তৎ-কালে পুণ্যবতী ইন্দুমতী সমাগত দেবরূপী পুত্র নহুষকে অভিনন্দিত করিয়া আশীর্ব্বচনে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। সূত কহিলেন,—অনন্তর নহুষ পুণ্যবতী নিজ মাতা দেবী ইন্দু-মতীকে আত্মহরণ বৃত্তান্ত যথাবৎ কহিলেন। পরে স্বীয় ভার্য্যার উৎপত্তি, প্রাপ্তি, হুণ্ডের সহিত যুদ্ধ এবং হুণ্ডের সংহার সমস্তই সংক্ষেপে বলিলেন। মাতাপিতা তাঁহাদের আনন্দ-দায়ক আত্মবৃত্তান্ত এবং পুত্রের বিক্রমোদ্যম কথা শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষে আবিষ্ট ও পূর্ণমনস্ক হইলেন। অনন্তর নহুষ ধনু গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রদত্ত রথে আরোহণ করিয়া সপত্তনা সপ্ত-দ্বীপা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা জয় করিয়া পিতাকে অর্পণ করিলেন। দান ধর্ম্মাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা নিত্য পিতাকে হর্ষিত করত তাঁহার দ্বারা রাজসূয়াদি যজ্ঞ করাইলেন। পিতামাতা পুত্রের সাহায্যে মহাযজ্ঞ, দান, ব্রত, নিয়ম, সংযম, যশ ও মহোদয় সম্পন্ন পুণ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য হইলেন। ১৩—২৪। অনন্তর দেবগণ পুরশ্রেষ্ঠ হস্তিনাপুরে আসিয়া পরবীরহা মহাত্মা নহুষকে অভিষিক্ত করি-লেন। মুনিগণ, সিদ্ধগণ এবং স্বয়ং ভূপতি আয়ু কর্ত্তৃক নহুষ শিব সুতার সহিত অভি-ষিক্ত হইলে, সপত্নীক ধর্ম্মাত্মা মহাযশা আয়ু রাজা দেবসিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ আয়ু পুত্রের প্রভাবে এবং স্বীয় সৎকর্ম্মগুণে ইন্দ্রপদ ভোগ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; সেস্থান হইতে

হরের্লোকং গতঃ পুণ্যৈর্নিবসত্যেষ ভূপতিঃ। ২৯
পুরুষৈঃ পুণ্যকর্ম্মাখ্যৈরীদৃশং পুণ্যমুত্তমম্।
জনিতব্যং মহাভাগ কিমন্যৈঃ শোককারকৈঃ॥
যথা জাতঃ স ধর্ম্মাত্মা নহুষঃ পিতৃতারকঃ।
কুলস্য ধর্ত্তা সর্ব্বস্য নহুষো জ্ঞানপণ্ডিতঃ॥ ৩১
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং চরিত্রং তস্য ভূপতেঃ।
অন্যৎ কিং তে প্রবক্ষ্যামি বদ পুত্র কপিঞ্জল॥

এবংবিধং পুণ্যময়ং পবিত্রং
চরিত্রমেতদ্ যশসা সমেতম্।
আয়োঃ সুতস্যাপি শৃণোতি মর্ত্ত্যো
ভোগান্ স ভুক্ত্বা তে পদং মুরারেঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-তীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে নহুষাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৭॥

পুনরায় দেব-মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া হর-লোকে প্রয়াণ করিলেন। পরে হরিলোকে যাইয়া স্বীয় পুণ্যবলে বাস করিতে লাগিলেন। হে মহাভাগ! যেমন পিতামাতার উদ্ধারকর্ত্তা, কুলের ধর্ত্তা,ধর্ম্মাত্মা, জ্ঞানপণ্ডিত নহুষ জন্মিয়াছিলেন, পুণ্যকর্ম্মা পুরুষগণ এইরূপই পুণ্যবান উত্তম পুত্র উৎপাদন করিবেন। অন্যথা, কতকগুলি শোকাবহ সন্তান জন্মিয়া ফল কি আছে? এই আমি তোমার নিকট সেই ভূপতির চরিত কীর্ত্তন করিলাম। হে পুত্র কপিঞ্জল! আর কি আমার বক্তব্য আছে? বল। আয়ুপুত্র নহুষের এবম্বিধ কীর্ত্তিযুত পবিত্র চরিত্র যে মর্ত্ত্য শ্রবণ করে, সে ইহকালে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে মুরারির পদপ্রাপ্ত হয়। ২৫—৩৩।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কপিঞ্জল উবাচ।

গঙ্গামুখে পুরা তাত রোদমানা বরাঙ্গনা।
নেত্রাভ্যামশ্রুবিন্দূনি পতন্তি চ মহাজলে॥ ১
গঙ্গামধ্যে নিমজ্জন্তি ভবন্তি কমলানি চ।
পুষ্পাণি দিব্যরূপাণি সৌগন্ধ্যানি মহান্তি চ॥ ২
তস্যাস্তাত সুনেত্রাভ্যাং কিমর্থং প্রপতন্তি চ।
গঙ্গোদকে মহাভাগ নির্ম্মলা অশ্রুবিন্দবঃ॥ ৩
অস্থিচর্ম্মাবশেষস্তু জটাচীরধরঃ পুনঃ।
তানি সৌগন্ধযুক্তানি পদ্মানি বিচিনোতি সঃ॥
হেমবর্ণানি দিব্যানি নীত্বা শিবং সমর্চ্চয়েৎ।
সা কা নারী সমাচক্ষ স বা কো হি মহামতে॥৫
অর্চ্চয়িত্বা শিবং সোঽথ কস্মাৎ পশ্চাৎ প্রদেবতি
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব যদ্যহং বল্লভস্তব॥ ৬

কুঞ্জল উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি বৃত্তান্তং দেবনির্ম্মিতম্।
চরিত্রং সর্ব্বপাপঘ্নং বিষ্ণোশ্চৈব মহাত্মনঃ॥ ৭

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

কপিঞ্জল বলিল,—হে তাত! একদা গঙ্গাতীরে এক রমণী রোদন করিতেছিল। আর তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু জলে পতিত হইতেছিল এবং ঐ জল-পতিত অশ্রু-বিন্দু মহাসুগন্ধযুক্ত দিব্য কমলরূপে পরিণত হইতেছিল। হে তাত! কি জন্য তাহার নয়নযুগল হইতে নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু সকল গঙ্গা-জলে পতিত হইতেছিল? আর কি জন্যই বা অস্থিচর্ম্মশেষ জটাচীরধর পুরুষ সেই সৌগন্ধযুক্ত পদ্ম সকল চয়ন করিতেছিল? সেই পুরুষ আবার হেমবর্ণ সেই সকল পদ্ম লইয়া শিবপূজা করিতেছিলেন। হে মহামতে! অশ্রুমোচনকারিণী সেই নারীই বা কে আর সেই পুরুষই বা কে? সেই পুরুষ শিবার্চ্চ-নান্তে কি জন্যই বা খেদ করিতেছিলেন। যদি আমি আপনার প্রিয়পাত্র হই, তবে এই সমস্ত আপনি আমায় বলুন। ১—৬। কুঞ্জল বলিল, বৎস! শ্রবণ কর, আমি দৈবকৃত

যোঽসৌ হুণ্ডো মহাবীর্য্যো নহুষেণ হতো রণে।
তস্য পুত্রস্তু বিখ্যাতো বিহুণ্ডস্তপ আশ্রিতঃ ॥ ৮
নিহতং পিতরং শ্রুত্বা সামাত্যং সপরিচ্ছদম্।
আয়ুপুত্রেণ বীরেণ নহুষেণ বলীয়সা ॥ ৯
তপস্তপতি স ক্রোধাদ্দেবান হন্তুং সমুদ্যতঃ।
পৌরুষং তস্য দুষ্টস্য তপসা বর্দ্ধিতস্য চ ॥ ১০
জানন্তি দেবতাঃ সর্ব্বা দুঃসহং সমরাঙ্গণে।
হুণ্ডাত্মজো বিহুণ্ডস্তু ত্রৈলোক্যং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১১
পিতুর্বৈরং করিষ্যামি হনিষ্যে মানবান্ সুরান্।
এবং সমুদ্যতঃ পাপী দেবব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥ ১২
উপদ্রবং সমারেভে প্রজাঃ পীড়য়তে চ সঃ।
তস্যৈব তেজসা দগ্ধা দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩
শরণং দেবদেবস্য জগ্মুর্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
দেবদেবং জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৪
ঊচুশ্চ পাহি নো নিত্যং বিহুণ্ডস্য মহাভয়াৎ ॥১৫

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

বর্দ্ধন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সুসুখেন মহেশ্বরাঃ।
বিহুণ্ডং নাশয়িষ্যামি পাপিষ্ঠং দেবকণ্টকম্ ॥১৬
এবমাভাষ্য তান্ দেবান্ মায়াং কৃত্বা জনার্দ্দনঃ
স্বয়মেব স্থিতস্তত্র নন্দনে সুমহাযশাঃ ॥
মায়াময়ং চকারাথ স্ত্রীরূপঞ্চ গুণান্বিতম্ ॥ ১৭
বিষ্ণুমায়া মহাভাগা সর্ব্ববিশ্বপ্রমোহিনী।
চকার রূপমতুলং বিষ্ণোর্মায়া প্রমোহিনী।
বিহুণ্ডস্য বধার্থায় রূপলাবণ্যশালিনী ॥ ১৯

কুঞ্জল উবাচ।

স দেবানাং বধার্থায় দিব্যমার্গং জগাম হ।
নন্দনান্তে ততো মায়ামপশ্যদ্দিতিজেশ্বরঃ ॥ ২০
তয়া বিমোহিতো দৈত্যঃ কামবাণক্ষতান্তরঃ।
আত্মনাশং ন জানাতি কালরূপাং বরস্ত্রিয়ম্ ॥২১
তাং দৃষ্ট্বা নবহেমাভাং রূপদ্রবিণশালিনীম্।
লুব্ধো বিহুণ্ডঃ পাপাত্মা তামুবাচ বরাঙ্গনাম্ ॥২২
কাসি কস্য বরারোহে মম চিত্তপ্রমাথিনি।
সঙ্গমং দেহি মে ভদ্রে রক্ষ রক্ষ বরাননে ॥২৩

বৃত্তান্ত সর্ব্বপাপঘ্ন বিষ্ণুচরিত কীর্ত্তন করিতেছি। হুণ্ড নামে যে এক মহাবীর্য্য দৈত্য ছিল। নহুষ তাহাকে রণে নিহত করেন। তাহার বিখ্যাত পুত্রের নাম বিহুণ্ড। বিহুণ্ড তপশ্চরণ করিয়াছিল। সে সামাত্য সপরিচ্ছদ পিতাকে আয়ুপুত্র নহুষ কর্ত্তৃক নিহত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে দেবগণকে নিহত করিবার জন্য তপস্যা করিতে থাকে। দেবগণ তপোবর্দ্ধিত সেই দুষ্টের সমর-দুঃসহ পৌরুষ জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হুণ্ডাত্মজ বিহুণ্ড ত্রিলোক নাশ করিতে উদ্যত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল য, আমি পিতৃবৈরি-নির্য্যাতন করিব এবং দেব, মানব, সকলকেই বিনাশ করিব। সেই দেবব্রাহ্মণকণ্টক পাপী এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে এবং প্রজা সকলকে নিপীড়িত করিতে থাকে। তখন বিহুণ্ডের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ মিলিত হইয়া দেবদেব বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেব জগন্নাথ কে বলিলেন,—হে দেব! আমাদিগকে বহুণ্ডদৈত্যের মহা ভয় হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমরা সকলে সুখে বর্দ্ধিত হও; আমি সেই দেবকণ্টক বিহুণ্ডকে নাশ করিব। দেবতাগণকে এইরূপে সম্বর্দ্ধিত করিয়া জনার্দ্দন মায়া অবলম্বন করত নন্দন বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি এক সর্ব্বগুণান্বিত মায়াময় স্ত্রীরূপ রচনা করিলেন। তখন সেই বিশ্ববিমোহিনী মহাভাগা বিষ্ণুমায়া রূপলাবণ্যশালিনী হইয়া বিহুণ্ড দৈত্যের বধের নিমিত্ত তাঁহার অতুল রূপ প্রকাশ করিলেন। কুঞ্জল বলিল,—অনন্তর দৈত্য বিহুণ্ড দেবতাগণের বধের নিমিত্ত স্বর্গপথে যাত্রা করিয়া নন্দনবন-মধ্যে মায়াকে দর্শন করিল। দর্শনান্তে মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অন্তরে কামশরে বিদ্ধ হইল। সেই মূঢ় সেই কালরূপা বরবর্ণিনীকে সাক্ষাৎ আত্মবিনাশস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিল না। তাঁহাকে নবহেমাভা রূপদ্রবিণশালিনী দেখিয়া লুব্ধ হইয়া বলিল,—হে বরারোহে! হে মদীয় চিত্তপ্রমাথিনি! তুমি

সঙ্গমাত্তব দেবেশি যদ্যদিচ্ছসি সাম্প্রতম্।
তত্তদদ্মি মহাভাগে দুর্লভং দেবদানবৈঃ ॥ ২৪
মায়োবাচ।
মামেব ভোক্তুমিচ্ছা চেদ্দায়ং মে দেহি দানব ॥
সপ্তকোটিমিতৈশ্চৈব পুষ্পৈঃ পূজয় শঙ্করম্।
কামোদসম্ভবৈর্দিব্যৈঃ সৌগন্ধৈর্দেবদুর্লভৈঃ ॥ ২৫
তেষাং পুষ্পকৃতাং মালাং মম কণ্ঠে তু দানব।
আরোপয় মহাভাগ এতদ্দায়ং প্রদেহি মে ॥২৬
তদাহং সুপ্রিয়া ভার্য্যা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
বিহুণ্ড উবাচ।
এবং দেবি করিষ্যামি বরং দদ্মি প্রযাচিতম্।
বনানি যানি পুণ্যানি দিব্যানি দিতিজেশ্বরঃ।
বভ্রাম মন্মথাবিষ্টো ন চ পশ্যতি তং দ্রুমম্ ॥২৮
কামোদকাখ্যং পপ্রচ্ছ যত্র তত্র গতঃ স্বয়ম্।
কামোদাখ্যদ্রুমো নাস্তি বদন্ত্যেবং মহাজনাঃ ॥
পৃচ্ছমানঃ স দুষ্টাত্মা কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ।
পপ্রচ্ছ ভার্গবং গত্বা ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ ॥ ৩০
কামোদকং দ্রুমং ব্রূহি কান্তং পুষ্পসমন্বিতম্।
শুক্র উবাচ।
কামোদঃ পাদপো নাস্তি যোষিদেবাস্তি দানব
যদা সা হসতে চৈব প্রসঙ্গেন প্রহর্ষিতা।
তদ্ধাসাজ্জায়ন্তে দৈত্য সুগন্ধীনি বরাণ্যপি ॥ ৩২
সুমান্যেতানি দিব্যানি কামোদায়া ন সংশয়ঃ।
হৃদ্যানি পীতপুষ্পাণি সৌরভেণ যুতানি চ ॥ ৩৩
তেনাপ্যেকেন পুষ্পেণ যঃ সমর্চ্চতি শঙ্করম্।
তস্যেপ্সিতং মহাকামং সম্পূরয়তি শঙ্করঃ ॥ ৩৪
অস্যাশ্চ রোদনাদ্দৈত্য প্রভবন্তি ন সংশয়ঃ।
তাদৃশান্যেব পুষ্পাণি লোহিতানি মহান্তি চ ॥৩৫
সৌরভেণ বিনা দৈত্য তেষাং স্পর্শং ন কারয়েৎ
এবমাকর্ণিতং তেন বাক্যং শুক্রেণ ভাষিতম্।
উবাচ সা তু কুত্রাস্তি কামোদা ভৃগুনন্দন ॥ ৩৭
শুক্র উবাচ।
গঙ্গাদ্বারে মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে।
কামোদাখ্যং পুরং তত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥৩৮

কে? কাহার পত্নী? আমায় সঙ্গম দান করিয়া রক্ষা কর। সঙ্গমের পরে আমি, তুমি যাহা যাহা ইচ্ছা কর, দেবদানবদুর্ল্লভ হইলেও তাহা তোমায় প্রদান করিব। ৭—২৪। মায়া বলিলেন,—হে দানব! যদি তোমার আমাকে ভোগ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ধন দান কর। সপ্তকোটি সংখ্যক কামোদসম্ভব দিব্য সৌগন্ধযুক্ত দেবদুর্ল্লভ পুষ্প দ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনা কর। অর্চ্চনান্তে সেই পুষ্পকৃত মালা আমার কণ্ঠে প্রদান কর; এই ধনই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। এরূপ করিলে আমি তোমার সুপ্রিয়া ভার্য্যা হইব সংশয় নাই। বিহুণ্ড বলিল,—হে দেবি। ইহা আমি অবশ্য করিব, এই তোমার প্রার্থিত বর প্রদান করিলাম। এই বলিয়া মন্মথাবিষ্ট দৈত্য বিহুণ্ড, পুণ্য দিব্য বন সকলে ভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু 'কামোদ' বৃক্ষ কুত্রাপি দেখিতে পাইল না। সে যেখানে সেখানে গমন করিয়া কামোদতরুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কিন্তু মহাজনগণ বলিতে লাগিলেন যে, কামোদ-কাখ্য দ্রুম নাই। এইরূপে সেই দুষ্ট কামবাণপ্রপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গিয়া ভক্তিনমিতকন্ধরে ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দেব! আপনি আমাকে পুষ্পসমন্বিত 'কামোদ'তরু দেখাইয়া দেন। শুক্র বলিলেন,—হে দানব! কামোদ তরু নাই, কামোদা রমণী আছে। সেই রমণী যখন প্রসঙ্গ বশতঃ হৃষ্ট হইয়া হাস্য করে, তখন হাস্য হইতে দিব্য মনোহর সুগন্ধি পীতবর্ণ পুষ্প সকল উৎপন্ন হয়। সেই একটী পুষ্প দ্বারা যে জন শঙ্করের অর্চ্চনা করে, শঙ্কর তাহার ঈপ্সিত পূরণ করিয়া থাকেন। আর এই রমণীর রোদনে গন্ধহীন লোহিতবর্ণ পুষ্পনিচয় উৎপন্ন হয়। ইহা স্পর্শ করিতে নাই। দৈত্য শুক্রের এই কথা শুনিয়া বলিল,—হে ভৃগুনন্দন! সেই 'কামোদা' রমণী কোথায় আছে? শুক্র বলিলেন,—মহাপাতকনাশন পুণ্যময় গঙ্গাদ্বারে কামোদাখ্য পুর বিশ্বকর্ম্মা

কামোদপত্তনে নারী দিব্যভোগৈরলঙ্কৃতা।
তথা চাভরণৈর্ভাতি সর্ব্বদেবৈঃ সুপূজিতা॥ ৩৯
ত্বয়া তত্রৈব গন্তব্যং পূজিতব্যা বরাপ্সরাঃ।
উপায়েনাপি পুণ্যেন তাং প্রহাসয় দানব॥ ৪০
এবমুক্ত্বা তু যোগীন্দ্রঃ স শুক্রো দানবং প্রতি।
বিররাম মহাতেজাঃ স্বকার্য্যায়োদ্যতোঽভবৎ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেনোপাখ্যানে গুরুতীর্থে চ্যবনচরিত্রে কামোদাখ্যানেঽষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৮॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কপিঞ্জল উবাচ।

যস্যাঃ প্রহসনাজ্জাত সুহৃদ্যানি ভবন্তি বৈ।
পুষ্পাণি দিব্যগন্ধীণি তুলভানি সুরাসুরৈঃ॥ ১
কস্মাত্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবাঞ্ছন্তি মহামতে।
শঙ্করঃ সুখমায়াতি হাস্যপুষ্পৈঃ সুপূজিতঃ॥২
কো গুণস্তস্য পুষ্পস্য তন্মে কথয় বিস্তরাৎ।
কামোদা সা ভবেৎ কা তু কস্য পুত্রী বরাঙ্গনা।
হাস্যাত্তস্যা মহাভাগ সুপুষ্পাণি ভবন্তি চ।
কো গুণস্তৎকথাং ব্রূহি সকলাং বিস্তরেণ চ॥৪

কুঞ্জল উবাচ।

পুরা দেবৈর্মহাদৈত্যৈঃ কৃত্বা সৌহার্দ্দমুত্তমম্‌।
মমন্থুঃ সাগরং ক্ষীরমমৃতার্থং সমুদ্যতাঃ॥ ৫
মথনাদ্দেবদৈত্যানাং কন্যারত্নচতুষ্টয়ম্‌।
বরুণেন দর্শিতং পূর্ব্বং সোমেনৈব তথা পুনঃ॥ ৬
পশ্চাৎ সন্দর্শিতং পুণ্যমমৃতং কলসে স্থিতম্‌।
কন্যাচতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবানাং হিতমিচ্ছতি॥ ৭
সুলক্ষ্মীর্নাম সা চৈকা দ্বিতীয়া বারুণী তথা।
জ্যেষ্ঠা নাম তথা খ্যাতা কামোদাখ্যা প্রচক্ষতে॥
তাসাং মধ্যে বরা শ্রেষ্ঠা পূর্ব্বং জাতা মহামতে।
তস্মাৎ জ্যেষ্ঠেতি বিখ্যাতা লোকে পূজ্যা সদৈব হি॥ ৯
বারুণী পানরূপা চ পয়ঃফেনসমুদ্ভবা।
অমৃতস্য তরঙ্গাচ্চ কামোদাখ্যা বভূব হ॥ ১০
সোমো রাজা তথা লক্ষ্মীর্জজ্ঞাতে অমৃতাদপি।

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ কামোদাখ্যপুরে দিব্য ভোগসমন্বিতা নানাভরণভূষিতা এক রমণী সর্ব্বদেবসুপূজিতা হইয়া শোভা পাইতেছে; তুমি তথায় গমন কর। সেই বরপ্সরার পূজা করত কোনও পবিত্র উপায়ে তাহাকে হাস্য করাও। এই বলিয়া মহাতেজা যোগীন্দ্র শুক্র বিরত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে সমুদ্যত হইলেন।২১—৪১।

অষ্টদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কপিঞ্জল বলিলেন,—হে তাত! যে রমণীর হাস্য হইতে মনোরম সুগন্ধি সুরাসুরদুর্ল্লভ পুষ্প সকল উৎপন্ন হয়, সেই রমণী কে? কিহেতুই বা সেই সকল পুষ্প দেবগণ বাঞ্ছা করেন? শঙ্করই বা কেন সেই হাস্যোদ্ভব পুষ্পে পূজিত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন? এবং সেই পুষ্পেরই বা গুণ কি? এই সকল আমায় বিস্তৃতরূপে বলুন। সেই কামোদা কে? সে কাহার পুত্রী? তাহার হাস্য হইতে যে পুষ্প জন্মে সেই পুষ্পের গুণ কি প্রকার? এই সকল বিস্তৃতভাবে আমায় বলুন। কুঞ্জল বলিল,—পূর্ব্বে দেবগণ দৈত্যদিগের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্ষীরসাগর মন্থন করেন। সেই মন্থনে চারিটী কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে বরুণ ও সোম কর্ত্তৃক এই কন্যা-রত্ন-চতুষ্টয় এবং পরে কলসস্থ পবিত্র অমৃত দৃষ্ট হইয়াছিল। কন্যাচতুষ্টয় দেবতাগণের হিত কামনা করেন। ঐ কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে এক জনের নাম সুলক্ষ্মী; দ্বিতীয়ার নাম বারুণী; জ্যেষ্ঠার নাম জ্যেষ্ঠা; এবং অপরার নাম কামোদা। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং অগ্রজাতা বলিয়া জ্যেষ্ঠা 'জ্যেষ্ঠা' নামে খ্যাত হইয়া সর্ব্বদা লোকপূজ্যা হইয়াছে। পয়ঃফেন-সমুদ্ভবা বারুণী পানরূপা। অমৃততরঙ্গ হইতে কামোদা উৎপন্ন হইয়াছে, আর সোম ও লক্ষ্মী

ত্রৈলোক্যভূষণঃ সোমঃ সঞ্জাতঃ শঙ্করপ্রিয়ঃ ॥ ১১
মৃত্যুরোগহরা জাতা সুরাণাং বারুণী তথা।
জ্যেষ্ঠা সুপুণ্যদা জাতা লোকানাং হিত-
মিচ্ছতাম্ ॥ ১২
অমৃতাদুত্থিতা দেবী কামোদা নাম পুণ্যদা।
বিষ্ণোঃ প্রীত্যৈ ত বয়ো তু বৃক্ষরূপং প্রযাস্যতি
বিষ্ণুপ্রীতিকরী সা তু ভবিষ্যতি সদৈব হি।
তুলসী নাম সা পুণ্যা ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥১৪
তয়া সহ জগন্নাথো রমিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তুলস্যাঃ পত্রমেকং যো নীত্বা কৃষ্ণায় দাস্যতি ॥১৫
মেনে তস্যোপকারাণাং কিমস্মৈ চ দদাম্যহম্।
ইত্যেবং চিন্তয়েন্নিত্যং তস্য প্রীতিকরো ভবেৎ
এবং কামোদনামাসৌ পূর্ব্বং জাতা সমুদ্রজা।
যদা সা হসতে দেবী হর্ষগদ্গদভাষিণী ॥ ১৭
সৌহৃদ্যানি সুগন্ধীনি মুখাত্তস্যাঃ পতন্তি বৈ।
অম্লানানি সুপুষ্পাণি যো গৃহ্নাতি সমুদ্যতঃ ॥১৮
পূজয়েচ্ছঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণং মাধবং তথা।
তস্য দেবাঃ প্রতুষ্যন্তি যদিচ্ছতি দদন্তি তৎ ॥
রোদিত্যেষা যদা সা চ কেন দুঃখেন দুঃখিতা।
নেত্রাশ্রুভ্যো হি তস্যাস্তু প্রভবন্তি পতন্তি চ ॥
তানি চৈব মহাভাগ হৃদ্যানি সুমহান্তি চ।
সৌরভেন বিনা তৈস্তু যঃ পূজয়তি শঙ্করম্ ॥২১
তস্য দুঃখঞ্চ সন্তাপো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
পুষ্পৈস্তু তাদৃশৈর্দেবান্ সমর্চ্চতি পাপধীঃ ॥
তস্য দুঃখং প্রকুর্ব্বন্তি দেবাস্তত্র ন সংশয়ঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কামোদাখ্যানমুত্তমম্ ॥২৩
অথ কৃষ্ণো বিচিন্ত্যৈব দৃষ্ট্বা বিক্রমসাহসম্।
বিহুণ্ডস্যাপি পাপস্য উদ্যমং সাহসং তদা ॥ ২৪
নারদং প্রেষয়ামাস মোহয়েনং দুরাসদম্।
নারদস্তস্য সংশ্রুত্য বাক্যং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ২৫
গচ্ছমানং দুরাত্মানং কামোদাং প্রতি দানবম্
গত্বা তমাহ দৈত্যেন্দ্রং নারদঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৬
ক যাসি ত্বং চ দৈত্যেন্দ্র সত্বরশ্চ সমাতুরঃ।
সাম্প্রতং কেন কার্য্যেণ কস্যার্থে কেন নোদিতঃ

অমৃত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য-ভূষণ সোম শঙ্করপ্রিয় হইয়াছেন। ১—১১। আর বারুণী সুরগণের মৃত্যুরোগহারিণী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠা, হিতাকাঙ্ক্ষী জনগণের পুণ্যদায়িনী। অমৃতোত্থিতা দেবী কামোদা বিষ্ণুপ্রীতিহেতু বৃক্ষরূপতা প্রাপ্ত হইবেন। এই কামোদা সদা বিষ্ণুপ্রীতিকরী হইয়া তুলসী নামে খ্যাত হইবেন। এই তুলসীর সহিত জগন্নাথ সর্ব্বদা রমণ করিবেন। তুলসীর একটীমাত্র পত্র লইয়া যে জন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই উপকারের প্রতিশোধের জন্য মনে করেন যে ইহাকে কি দিব? তিনি নিত্য এইরূপ চিন্তা করেন এবং তাহার প্রীতিকর হন। এইরূপে কামোদা পূর্ব্বে সমুদ্র হইতে জাত হইয়াছেন। যখন তিনি হর্ষগদ্গদভাষিণী হইয়া হাস্য করেন, তখন তাঁহার বদন হইতে মনোহর সুগন্ধ অম্লান পুষ্প সকল পতিত হয়। এই পুষ্প যে লইতে ইচ্ছা করে এবং এই পুষ্পে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরের পূজা করে, তাহার প্রতি দেবগণ তুষ্ট হন এবং সে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাঁহারা দেন। আর যখন এই কামোদা দেবী কোনও দুঃখে রোদন করেন, তখন তাঁহার নয়নাশ্রু হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার হৃদ্য সুমহৎ সৌরভহীন পুষ্প সকল উৎপন্ন হয়। এই সকল পুষ্প দ্বারা যে জন হরের অর্চ্চনা করে, তাহার দুঃখ ও সন্তাপ জন্মে, সন্দেহ নাই। যে পাপমতি ব্যক্তি এইরূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করে, দেবগণ তাহার নিশ্চিতই দুঃখবিধান করিয়া থাকেন। হে তাত! এই আমি তোমার নিকট উত্তম কামোদাখ্যান সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। ১২—২৩। অনন্তর বিষ্ণু পাপ বিহুণ্ডের বিক্রমের ও সাহসের বিষয় চিন্তা করিয়া সেই দুরাসদকে মোহিত করিবার জন্য দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি তাঁহার বাক্যানুসারে কামোদার প্রতি প্রস্থিত দুরাত্মা দানবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাসি হাসি ভাবে তাহাকে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি সম্প্রতি কাহার প্রেরিত হইয়া কাহার জন্য কোন্ কার্য্যসিদ্ধ হেতু আতুর-

ব্রহ্মাত্মজং নমস্কৃত্য প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
কামোদপুষ্পার্থমহং প্রস্থিতো দ্বিজসত্তম॥ ২৮
তমুবাচ স ধর্ম্মাত্মা পুষ্পৈঃ কিং তে প্রয়োজনম্
দৈত্যবর্য্যঃ পুনঃ প্রাহ কার্য্যকারণমাত্মনঃ॥ ২৯
নন্দনস্য বনোদ্দেশে কাচিন্নারী বরাননা।
তস্যা দর্শনমাত্রেণ গতোহহং কামবশ্যতাম্॥৩০
তয়া প্রোক্তোহস্মি বিপ্রেন্দ্র পুষ্পৈঃ কামোদ-সম্ভবৈঃ।
পূজয়স্ব মহাদেবং পুষ্পৈস্ত সপ্তকোটিভিঃ॥ ৩১
ততস্তে সুপ্রিয়া ভার্য্যা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তদর্থে প্রস্থিতোহস্ম্যদ্য কামোদাখ্যং পুরং প্রতি
তামহং কাময়িষ্যামি সিদ্ধজাং শৃণু সাম্প্রতম্।
মনোল্লাসৈর্মহাহাসৈর্হাসয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥ ৩৩
প্রীতা সতী মহাভাগা হসিষ্যতি পুনঃপুনঃ।
হস্যাস্যাং গদ্গদং বিপ্র মম কার্য্যপ্রবর্দ্ধনম্॥ ৩৪
হাস্যাদ্ধাস্যাৎ পতিষ্যন্তি দিব্যানি কুসুমানি চ।
তৈস্তু দেবমুমাকান্তং পূজয়িষ্যামি সাম্প্রতম্॥ ৩৫
তেন পূজাপ্রদানেন তুষ্টো দাস্যতি মে ফলম্।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতেশঃ শঙ্করো লোকভাবনঃ॥ ৩৬

নারদ উবাচ।

তত্র দৈত্য ন গন্তব্যং কামোদাখ্যে পুরোত্তমে
বিষ্ণুরস্তি সুমেধাবী সর্ব্বদৈত্যক্ষয়াবহঃ॥ ৩৭
যেনোপায়েন পুষ্পাণি কামোদাখ্যানি দানব।
তব হস্তে প্রয়াস্যন্তি তমুপায়ং বদাম্যহম্॥ ৩৮
গঙ্গাতোয়েষু দিব্যানি পতিষ্যন্তি সংশয়ঃ।
বাহিতানি জলৌঘৈর্ব্বৈ আগমিষ্যন্তি সাম্প্রতম্॥
তানি ত্বং প্রতিগৃহ্নাণ সুহৃদ্যানি মহান্তি চ।
গৃহীত্বা তানি পুষ্পাণি সাধয় স্ব-মনীপ্সিতম্॥৪০
নারদো দানবশ্রেষ্ঠং মোহয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
ততশ্চ স তু ধর্ম্মাত্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ॥ ৪১
কথমশ্রূণি সা মুঞ্চেৎ কেনোপায়েন দুঃখিতা।
চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং ক্ষণং বৈ নারদস্য চ॥৪২
ততো বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না কামোদাখ্যং পুরং গতঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরু-তীর্থে চ্যবনচরিত্রে কামোদাখ্যানে একোনবিংশত্যধিকশততমো-হধ্যায়ঃ॥ ১১৯॥

ভাবে এত সত্বর কোথায় গমন করিতেছ? দৈত্য নমস্কারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে দ্বিজসত্তম! আমি কামোদ-পুষ্পার্থ গমন করিতেছি। দেবর্ষি বলিলেন,—পুষ্পে তোমার প্রয়োজন কি? দৈত্য পুনরায় স্বীয় কার্য্যকারণ বিবৃত করিতে লাগিল; বলিল,—আমি নন্দন-বনোদ্দেশে এক বরাননা রমণী দেখিয়াছিলাম। তাহার দর্শনমাত্রেই আমি কামবশ্যতা প্রাপ্ত হই। সেই রমণী আমায় বলে যে, তুমি সপ্তকোটিসংখ্যক কামোদ-সম্ভব পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা কর। তাহা হইলে আমি তোমার সুপ্রিয়া ভার্য্যা হইব, সন্দেহ নাই। হে মহামুনে! শ্রবণ করুন, সেই জন্যই আমি কামোদাখ্যপুরে গমন করিতেছি। কামোদাকে কামনা করিয়া মনের উল্লাসে মহাহাস্যে তাহাকে হাসাইব। আর সেই মহাভাগা প্রীত হইয়া পুনঃপুনঃ হাসিবে, সেই হাসি ও গদ্গদভাষণ আমার কার্য্যবর্দ্ধন হইবে। তাহার হাস্য হইতে দিব্য কুসুম সকল পতিত হইবে। সেই কুসুমে আমি দেব উমাকান্তের পূজা করিব। সেই পূজায় প্রসন্ন হইয়া লোকভাবন সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর আমায় বর দান করিবেন। নারদ বলিলেন,—হে দৈত্য! কামোদাখ্য পুরে তুমি গমন করিও না। সর্ব্বদৈত্যক্ষয়কৃৎ সুমেধাবী বিষ্ণু সেখানে আছেন। যে উপায়ে কামোদাখ্য পুষ্প তোমার হস্তগত হয়, আমি সেই উপায় তোমায় বলিয়া দিতেছি। ঐ পুষ্প গঙ্গা-তোয়ে পতিত হইবে এবং তাহা জলবেগে ভাসিয়া আসিবে। তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া ঈপ্সিত সাধন করিবে। দেবর্ষি নারদ এই-রূপে দৈত্যকে মোহিত করিয়া চিন্তা করিলেন যে, সেই কামোদা দুঃখিতা হইয়া কিরূপে অশ্রু মোচন করে। ক্ষণকাল মুনি এইরূপ চিন্তা করিতেই তাঁহার বুদ্ধি যোগাইল; তিনি কামোদাখ্যপুরে প্রস্থান করিলেন। ২৪—৪৩।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৯।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুণ্ডল উবাচ।

কামোদাখ্যং পুরং দিব্যং সর্ব্বদেবসমাকুলম্।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থমপশ্যন্নারদস্ততঃ॥ ১
কামোদায়া গৃহং প্রাপ্য প্রবিবেশ দ্বিজোত্তমঃ।
কামোদাস্তু ততো দৃষ্ট্বা সর্ব্বকামসমাকুলাম্॥ ২
তয়া সম্পূজিতো বিপ্রঃ সুবাক্যৈঃ স্বাগতাদিভিঃ
দিব্যাসনে সমারূঢ়স্তাং পপ্রচ্ছ দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩
সুখেন স্থীয়তে ভদ্রে বিষ্ণুতেজঃসমুদ্ভবে।
অনাময়ঞ্চ পপ্রচ্ছ আশীর্ভিরভিনন্দ্য তাম্॥ ৪

কামোদোবাচ।

প্রসাদাদ্ভবতাং বিষ্ণোঃ সুখেন বর্ত্তয়াম্যহম্।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং প্রশ্নোত্তরকরণম্॥ ৫
মহামোহঃ সমুৎপন্নো মমাঙ্গে মুনিপুঙ্গব।
ব্যাপকঃ সর্ব্বলোকানাং মমাঙ্গে মতিনাশকঃ॥৬
তস্মান্নিদ্রা সমুৎপন্না যথা মর্ত্ত্যেষু বর্ত্ততে।
সুপ্তয়া তু ময়া দৃষ্টঃ স্বপ্নো বৈ দারুণো মুনে॥৭
কেনাপ্যুক্তং সমেত্যৈব পুরতো দ্বিজসত্তম।
অব্যক্তোঽসৌ হৃষীকেশঃ সংসারং স গমিষ্যতি
তদা প্রভৃতি দুঃখেন ব্যাপিতাহং মহামতে।
তন্মে ত্বং কারণং ব্রূহি ভবান্ জ্ঞানবতাং বরঃ॥

নারদ উবাচ।

বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ।
স্বপ্নঃ প্রবর্ত্ততে ভদ্রে মানবেষু ন সংশয়ঃ॥ ১০
ন জায়তে চ দেবেষু স্বপ্নো নিদ্রা চ সুন্দরি।
আদিত্যোদয়বেলায়াং দৃশ্যতে স্বপ্ন উত্তমঃ॥১১
সৎস্বপ্নো মানবানাং হি পুণ্যস্য ফলদায়কঃ।
অন্যদেবং প্রবক্ষ্যামি স্বপ্নস্য কারণং শুভে॥১২
মহাবাতান্দোলনৈশ্চ চলন্ত্যাপো বরাননে।
স্ফুটন্ত্যম্বুকণাঃ সূক্ষ্মাস্তস্মাদুদকসঞ্চয়াৎ॥ ১৩
বহিরেবং পতন্ত্যেতে নির্ম্মলাম্বুকণাঃ শুভে।
পুনর্লয়ং প্রয়ান্ত্যেতে দৃশ্যাদৃশ্যা ভবন্তি বৈ॥ ১৪
তদ্বৎ স্বপ্নস্য বৈ ভাবঃ কথ্যতে শৃণু ভামিনি।
আত্মা শুদ্ধো বিরক্তশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ॥১৫

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কুণ্ডল কহিল,—অনন্তর দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদেবসমাকুল কামসমৃদ্ধ কামোদাখ্যপুর দর্শন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কামোদার গৃহ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বকামসমাকুলা কামোদাকে দর্শন করিলেন। কামোদা সুললিত বাক্য ও স্বাগতাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি দিব্যাসনে সমারূঢ় হইয়া কামোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভদ্রে, বিষ্ণুতেজঃসমুদ্ভবে! তুমি সুখে আছ ত? মুনি এইরূপে আশীর্ব্বাদ দ্বারা কামোদাকে অভিনন্দিত করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। কামোদা বলিল,—দেব বিষ্ণু এবং আপনার প্রসাদে আমি সুখে আছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমায় প্রশ্নোত্তর কারণ বলুন। আমার অঙ্গে সর্ব্বলোকব্যাপক জ্ঞাননাশক মহামোহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই হেতু মর্ত্ত্যগণের ন্যায় আমার নিদ্রা হইতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় আমি দারুণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; কে যেন আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "অব্যক্ত হৃষীকেশ সংসারে গমন করিবেন।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনি ইহার কারণ আমায় বলুন, যে হেতু আপনি জ্ঞানবান্দিগের বরেণ্য। ১—৯। নারদ বলিলেন,—ভদ্রে! বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ও সান্নিপাতিক, এই চারি প্রকার স্বপ্ন মানবগণের হয়। স্বপ্ন ও নিদ্রা দেবগণের নাই। সূর্য্যোদয়কালে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা উত্তম স্বপ্ন। সৎস্বপ্ন-দর্শন মানবদিগের পুণ্যফলদায়ক। হে শুভে! আমি এইরূপ অপর স্বপ্নকারণ বলিতেছি। যেমন মহাবাতান্দোলনে জল চালিত হইলে তাহা হইতে সূক্ষ্ম অম্বুকণা সকল স্ফুটিত হইয়া নির্ম্মলাকারে বাহিরে পতিত হয় এবং পতিত হইয়া পুনরায় দৃশ্যাদৃশ্য ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, স্বপ্নেরও স্বরূপ তদ্রূপ, ইহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। আত্মা, শুদ্ধ, বিরক্ত এবং রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত

পঞ্চভূতাত্মকানাঞ্চ মুষিত্বৈব সুনিশ্চয়ঃ।
ষড়্‌বিংশতি সুতত্ত্বানাং মধ্যে চৈষ বিরাজতে
শুদ্ধাত্মা কেবলো নিত্যঃ প্রকৃতেঃ সঙ্গতিং গতঃ
তদ্ভাবৈর্বায়ুরূপৈশ্চ চলতে স্থানতো যদা॥ ১৭
আত্মনস্তেজসশ্চৈব প্রভিতেজঃ প্রজায়তে।
অন্তরাত্মা শুভং নাম তস্য এব প্রকথ্যতে॥ ১৮
পয়সশ্চ যথা ভিন্না ভবন্ত্যম্বুকণাঃ শুভে।
আত্মনস্তু তথা তেজ অন্তরাত্মা প্রকথ্যতে॥১৯
স হি পৃথ্বী স বৈ বায়ুঃ স চাপ্যাকাশ এব হি।
স বৈ তোয়ং স দীপ্যেত এতে পঞ্চ পুরাকৃতাঃ
আত্মনস্তেজসো ভূতা মলরূপা মহাত্মনঃ।
তস্যাপি সঙ্গতিং প্রাপ্য একত্বং হি প্রয়ান্তি তে
স্বাত্মভাবপ্রদোষেণ নাশয়ন্তি বরাননে।
তৎপিণ্ডমন্যমিচ্ছন্তি বারংবারং বরাননে॥ ২২
তেষাং ক্রীড়াবিহারোহয়ং সৃষ্টিসম্বন্ধকারণম্।
উদকস্য তরঙ্গস্তু জায়তে চ বিলীয়তে॥ ২৩
পুনর্ভূতিঃ পুনর্হানিস্তাদৃশস্য পুনঃপুনঃ।
অপাং রূপস্য দৃষ্টান্তঃ তত্ত্বদেষাং ন সংশয়ঃ॥২৪
আত্মা ন নশ্যতে দেবি তেজো বায়ুর্ন নশ্যতি।
ন নশ্যতো ধরাকাশৌ ন নশ্যন্ত্যাপ এব চ॥ ২৫
পঞ্চৈব আত্মনা সার্দ্ধং প্রভবন্তি প্রয়ান্তি চ।
আত্মাদয়ো হ্যমী ভদ্রে নিত্যরূপা ন সংশয়ঃ॥ ২৬
পিণ্ড এব প্রণশ্যেত তেষাং সঙ্ঘাত এব চ।
বিষয়াণাং সুদোষৈশ্চ রাগদ্বেষাদিভির্হতাঃ॥২৭
প্রণাশং যান্তি বৈ পিণ্ডা ন চ পঞ্চাত্মকা।

দ্বিজ (১)।

পিণ্ডান্তে বসতে আত্মা প্রতিরূপস্তু তস্য চ॥২৮
অন্তরাত্মা যথা চাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গস্তু প্রকাশতে।
তথা প্রকাশমায়াতি দৃশ্যাদৃশ্যঃ প্রজায়তে॥ ২৯

এই আত্মা পঞ্চ-ভূতাত্মার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সুনিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। ইনি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে বিরাজিত। সেই শুদ্ধাত্মা নিঃসঙ্গ ও নিত্য। পরন্তু তিনি প্রকৃতির সঙ্গবশে বায়ুরূপ প্রাকৃতভাবে পরিচালিত হইয়া যখন স্থানভ্রষ্ট হন, তখন সেই তেজঃস্বরূপ আত্মা হইতে অন্য একটী তেজ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন তেজই জীবাত্মা এবং ইহার উৎপাদক মূল তেজোভাগ অন্তরাত্মা নামে কথিত। জল হইতে অম্বুকণার স্থায় অন্তরাত্মা হইতে জীবাত্মা অভিন্ন। এই আত্মাই পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশরূপে অভিব্যক্ত। এই পঞ্চভূত আত্মার মলভাগস্বরূপ। ইহার সারভাগ আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরন্তু এই মলভাগরূপ পঞ্চভূত যখন আত্মার সংযোগ প্রাপ্ত হয়, তখনই আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। হে বরাননে! আত্মনিষ্ঠা প্রকৃতি এইরূপ পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের সৃষ্টিসংহার করিয়া থাকেন। একটী পিণ্ডের উৎপাদন, অপরটী বা নাশ-সাধন, পুনরায় পিণ্ডান্তরের উৎপাদন—ইত্যাদিক্রমে সেই প্রকৃতিপুরুষের লীলাবিলাসেই এই সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। জলের তরঙ্গ যেমন জলভিন্নরূপে উৎপন্ন এবং জলাকারে মুহুর্ম্মুহুঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডও তদ্রূপই প্রকৃতিতে উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। জলতরঙ্গের দৃষ্টান্তেই এই সৃষ্টিসংহারতত্ত্ব বুঝিতে হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। হে দেবি! আত্মার কখনও নাশ নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ইহাদের কাহারও প্রকৃতপক্ষে নাশ নাই। ১০—২৫। এই পঞ্চভূত আত্মারই সহিত আবির্ভূত ও তিরোভূত হয় মাত্র। ভদ্রে! আত্মা বা পঞ্চভূত, ইহারা নিত্যস্বরূপ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কেবলমাত্র ইহাদের সঙ্ঘাত ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডেরই বিনাশ হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! বিষয়সমূহের স্বাভাবিক দোষে এবং রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিহিত হইয়া সেই সকল পিণ্ডই বিনষ্ট হয়। পঞ্চভূতের কদাপি বিনাশ হয় না। পিণ্ডসমূহের অন্তর্ভাগে পিণ্ডানুরূপ আত্মা নিয়ত বিদ্যমান থাকেন। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের স্থায় অন্ত-

---

(১) "প্রাণাঃ প্রয়ান্তি বৈ পিণ্ডাৎ পঞ্চ-পঞ্চাত্মকাদ্ দ্বিজ" ক্বচিদেবঞ্চ পাঠঃ।

শুদ্ধাত্মা চ পরং ব্রহ্ম সদা জাগর্ত্তি নিত্যশঃ।
অন্তরাত্মা প্রবদ্ধস্তু প্রকৃতেশ্চ মহাগুণৈঃ॥ ৩০
অন্নাহারেণ সম্পুষ্টৈরন্তরাত্মা সুখং ব্রজেৎ।
সুমুখাজ্জায়তে মোহস্তস্মাত্মনঃ প্রমহ্যতি॥ ৩১
পশ্চৎ সঞ্জায়তে নিদ্রা তামসী লয়বর্দ্ধিনী।
নাড়ীমার্গেণ যঃ সূর্য্যো মেরুমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি॥৩২
তদা রাত্রিঃ প্রজায়তে যাবন্নোদয়তে রবিঃ।
বিষয়ান্ধকারৈর্মুক্তস্তু অন্তরাত্মা প্রকাশতে॥ ৩৩
ভাবৈস্তত্ত্বাত্মকানান্তু পঞ্চতত্ত্বৈঃ প্রপোষিতৈঃ।
পূর্ব্বজন্মস্থিতৈঃ পিণ্ডৈরন্তরাত্মা প্রগৃহ্যতে॥ ৩৪
স যাস্যতি চ বৈ স্থানমুচ্চাবচং মহামতে।
সংসারে অন্তরাত্মা বৈ দোষৈর্বদ্ধঃ প্রণীয়তে॥৩৫
কায়ং রক্ষতি জীবাত্মা পশ্চাত্তিষ্ঠতি মধ্যগঃ।
উদানঃ স্ফুরতে তীব্রস্তস্মাচ্ছব্দঃ প্রজায়তে॥ ৩৬
শুষ্কা ভস্ত্রা যথা শ্বাসং কুরুতে বায়ুপূরিতা।
তন্বচ্ছব্দবশাচ্ছ্বাসমুদানঃ কুরুতে বলাৎ॥ ৩৭
আত্মনস্তু প্রভাবেণ উদানো বলবান্ ভবেৎ।
এবং কায়ঃ প্রমুগ্ধস্তু মৃতকল্পঃ প্রজায়তে॥ ৩৮
ততো নিদ্রা মহামায়া তস্যাঙ্গেষু প্রয়াতি সা।
হৃদি কণ্ঠে তথা চাস্যে নাসিকাগ্রে প্রতিষ্ঠতি॥
বাহু সঙ্কুচ্য সন্তিষ্ঠেদ্ধৃদাত্তো নাভিমণ্ডলে।
আত্ম স্ব প্রভাবাচ্চ উদানো নাম মারুতঃ॥৪০
প্রজায়তে মহাতীব্রো বলরোধং করোতি সঃ।
যথা রজ্জ্বা প্রবদ্ধস্তু দারুকীলধরঃ স্থিতঃ॥ ৪১
তথা চাত্মা সুসংলগ্নঃ প্রাণবায়ুর্ন সংশয়ঃ।
অন্তরাত্মপ্রসক্তস্তু প্রাণবায়ুঃ শুভাননে॥ ৪২
বুদ্ধিবদ্রোহিণ্যো ভদ্রে অন্তরাত্মা প্রধাবতি।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতান্ বাসান্ স্মৃত্বা তত্র প্রধাবতি॥
তত্র সংস্থো মহাপ্রাজ্ঞঃ স্বেচ্ছয়া রমতে পুনঃ।
এবং নানাবিধান্ স্বপ্নানন্তরাত্মা প্রপশ্যতি॥ ৪৪

রাত্মা হইতেই জীবাত্মা ও পঞ্চভূতের প্রকাশ ও নাশ হয়। বিশুদ্ধ আত্মাই পরব্রহ্ম; তিনি নিয়ত চেতনরূপে বিদ্যমান। এই আত্মাই প্রকৃতির মহাগুণত্রয়ে আবৃত হইয়া অন্নাহারাদি দ্বারা পুষ্টি ও সুখানুভব করেন। ঐরূপ সুখানুভব হইতেই তাঁহার মোহ উপস্থিত হয়। আত্মা মুগ্ধ হইলেই মনও মুগ্ধ হয়। পরে লয়কারিণী তামসী নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই নিদ্রাই রাত্রিরূপা। সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা প্রকৃতি-প্রেরণায় নাড়ীপথে যখন মেরুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করেন, তদবধি তাঁহার পুনরুদয় পর্য্যন্তই রাত্রি নামে বিখ্যাত। আত্মা যখন প্রাকৃত অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, তখনই সেই রাত্রির অবসান ও দিবসের প্রবৃত্তি বলা যায়। পিণ্ডগত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা জন্মান্তরীণ ভাবসমূহ পুষ্টিলাভ করে। অন্তরাত্মা সেই সকল ভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এ নিমিত্ত পিণ্ডসম্বন্ধ-ত্যাগের পর উচ্চনীচভাবময় সংসারে নীত হইয়া তত্তৎ ভাবগত দোষে বদ্ধ হন। জীবাত্মাই প্রাণরূপে দেহের রক্ষা করেন এবং উদানরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়া তীব্রভাবে স্ফুরিত হন, তাহাতেই শব্দোৎপত্তি হয়। ২৬—৩৬। শুষ্ক ভস্ত্রা যেমন বায়ুপূরিত হইয়া শ্বাসের সহিত শব্দ করে, বেগবান্ উদান বায়ুও সেই ভাবেই শব্দোৎপাদন করিয়া থাকে। আত্মপ্রভাবেই উদান বায়ু বলবান্ হয়। এই উদানবায়ুপ্রভাবেই দেহ মোহাচ্ছন্ন ও মৃতকল্প হইয়া পড়ে। নিদ্রারূপিণী মহামায়া তখন সেই দেহকে ব্যাপ্ত করেন। হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ, নাসিকা, বাহুদ্বয়, নাভিমণ্ডল, এই সকল স্থানেই উদান বায়ু প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। আত্মপ্রভাবে ইহার বল বৃদ্ধি পাইলে অতি তীব্রভাবে দেহকে আক্রমণ করিয়া বলের সংরোধ করিয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ পদার্থ যেমন রজ্জুমূলস্থ কীলের সহিত সম্বদ্ধ, আত্মার সহিত প্রাণবায়ুও তদ্রূপ নিবদ্ধ রহিয়াছে। অয়ি শুভাননে! অন্তরাত্মার সহিত প্রাণবায়ু এই ভাবেই সংযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ভদ্রে! রাজসী বুদ্ধির প্রেরণায় অন্তরাত্মা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনানুসারে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হন। এবং সেই মহাপ্রাজ্ঞ আত্মা সেই

উত্তমাংশ্চ বিরুদ্ধাংশ্চ কর্ম্মযুক্তান্ প্রপশ্যতি।
গিরীংস্তথা সুদুর্গাংশ্চ উচ্চাবচান্ প্রপশ্যতি॥৪৫
তদেব বাতিকং বিদ্ধি কফবত্তদ্বদাম্যহম্।
জলং নদীং তড়াগঞ্চ পয়ঃস্থানানি পশ্যতি। ৪৬
অগ্নিঞ্চ পশ্যতে দেবি বহুকাঞ্চনমুত্তমম্।
তদেব পৈত্তিকং বিদ্ধি ভাব্যঞ্চৈব বদাম্যহম্॥
প্রভাতে দৃশ্যতে স্বপ্নো ভব্যো বাভব্য এব চ।
কর্ম্মযুক্তো বরারোহে লাভালাভপ্রকাশকঃ॥৪৮
স্বপ্নস্যাপি অবস্থা মে কথিতা বরবর্ণিনি!
তদ্ভাবাঞ্চ বরারোহে বিষ্ণোশ্চৈব ভবিষ্যতি॥৪৯
তন্নিমিত্তং ত্বয়া দৃষ্টো দুঃস্বপ্নঃ স তু প্রেক্ষিতঃ।

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে কামোদাখ্যানে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১২০॥

সেই বিষয়ে স্বেচ্ছানুসারেই আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ বিষয়ানুভবই স্বপ্ন; কর্ম্মভেদ অনুসারে উত্তমাধম-মধ্যম নানাবিধ স্বপ্নই তিনি এই ভাবেই দেখিয়া থাকেন। গিরি দুর্গ ও গভীর গর্ত্তাদি উচ্চ নীচ স্বপ্ন দর্শন, বাতিক বলিয়া অবগত হও! জল-নদী তড়াগ ও জলময় প্রদেশ-দর্শন, কফজ বলিয়া জানিবে। হে দেবি! অগ্নি ও কাঞ্চনাদি তৈজস স্বপ্নদর্শনই পৈত্তিক স্বপ্ন। যে সকল স্বপ্নের ফল অবশ্যম্ভাবী, এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। হে বরারোহে! প্রত্যুষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, কর্ম্মভেদানুসারে উহা লাভালাভ বা ভব্যাভব্য সূচনা করে। হে বরবর্ণিনি! তুমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহা সেইরূপই ফলিবে। বিষ্ণুর সংসারে গমন হইবে। সেই নিমিত্তই তুমি এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ। ৩৭—৫০।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কামোদোবাচ।

ন বিদুর্দেবতাঃ সর্ব্বা যস্যান্তং রূপমেব চ।
যস্মিল্লীনন্তু সর্ব্বোঽহয়ং স চৈকাত্মা প্রকথ্যতে॥
যস্য মায়া প্রপঞ্চন্তু সংসারঃ শৃণু নারদ।
কস্মাৎ প্রযাতি সংসারং মম স্বামী জগৎপতিঃ
পাপৈশ্চ পি সুপুণ্যৈশ্চ নরো বদ্ধস্তু কর্ম্মভিঃ।
সংসারং সংতে বিপ্র হরিঃ কস্মাদ্‌ব্রজেদ্বদ॥৩

নারদ উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং তেন চক্রিণা।
ভৃগোরগ্রে প্রতিজ্ঞাতং যজ্ঞরক্ষাং করোম্যহম্॥
ইন্দ্রস্য বচনাৎ সদ্যো গতোঽহসৌ দানবৈঃ সহ।
যোদ্ধুং বিহায় গোবিন্দো ভৃগোশ্চৈব মখোত্তমম্
মখং ত্যক্ত্বা গতে দেবে পশ্চাদ্দৈর্দানবোত্তমৈঃ
আগত্য ধ্বংসিতঃ সর্ব্বঃ স যজ্ঞঃ পাপচেতসৈঃ॥
হরিং ক্রুদ্ধঃ স যোগীন্দ্রঃ শশাপ ভৃগুরেব তম্।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কামোদা বলিলেন,—দেবতাগণ যাঁহার অন্ত ও রূপ অবগত নহেন, যাঁহাতে এই সমুদয় লোক লীন হয়, তিনি একমাত্র আত্মা বলিয়া অভিহিত। হে নারদ! শ্রবণ করুন, এই সংসার যাঁহার মায়াপ্রপঞ্চ, কি হেতু সেই জগৎপতি স্বামী আমার সংসারে গমন করিবেন? পাপ, সুপুণ্য ও কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া নরগণই সংসারে গমন করিয়া থাকে. হরি কি হেতু গমন করিবেন? নারদ বলিলেন,—হে দেবি! চক্রী যাহা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর, বলিতেছি। তিনি ভৃগুর অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি তোমার যজ্ঞ রক্ষা করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অধুনা তিনি ইন্দ্রবাক্যে ভৃগুর যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। তিনি ভৃগুযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে পর পাপচেতা দানবশ্রেষ্ঠগণ আসিয়া যজ্ঞের সহিত সমস্ত ধ্বংস করে। ১—৬। মুনীন্দ্র ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া হরিকে শাপ দেন যে,

দশ জন্মানি ভুঙ্‌ক্ষ ত্বং মচ্ছাপকলুষীকৃতঃ ॥ ৭
কর্ম্মণঃ স্বস্য সম্ভোগং সম্ভোক্ষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
তন্নিমিত্তং ত্বয়া দেবি দুঃস্বপ্নঃ পরিবীক্ষিতঃ ॥৮
ইত্যুক্ত্বা তাং গতো বিপ্রো ব্রহ্মলোকং স নারদঃ
কৃষ্ণস্যাপি সুদুঃখেন দুঃখিতা সাভবত্তদা ॥ ৯
রুরোদ করুণং বালা হাহেতি বদতী মুহুঃ।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টা সা জলান্তে শৃণু নন্দনাঃ ॥১০
সুনেত্রাভ্যাং তথাশ্রূণি দুঃখেনাপি প্রমুঞ্চতি।
তাম্যশ্রূণি প্রমুক্তানি গঙ্গাতোয়ে পতন্ত্যপি ॥১১
জলে চৈব নিমজ্জন্তি তস্যাশ্চাপ্যশ্রুবিন্দবঃ।
সম্ভবন্তি পুনস্তাত পদ্মরূপাণি তানি চ ॥ ১২
গঙ্গাতোয়ে প্রফুল্লানি বাহিতানি প্রয়ান্তি বৈ।
দদৃশে দানবশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুমায়াপ্রমোহিতঃ ॥ ১৩
দুঃখজানি ন জানাতি মুনিনা কথিতান্যপি।
হর্ষেন মহতাবিষ্টঃ পরিজগ্রাহ সোঽসুরঃ ॥ ১৪
পদ্মৈস্তু পুষ্পিতৈঃ সেঽপি পূজয়েদ্‌গিরিজাপ্রিয়ম্‌
সপ্তকোটিভির্দৈত্যেন্দ্রো বিষ্ণুমায়াপ্রমোহিতঃ।

অথ ক্রুদ্ধা জগদ্ধাত্রী শঙ্করং বাক্যমব্রবীৎ।
পশ্যেতস্য বিকর্ম্মত্বং দানবস্য মহামতে ॥ ১৬
শোকোৎপন্নানি পদ্মানি গঙ্গাতোয়গতানি বৈ
অয়মেষ প্রগৃহ্ণাতি কামাকুলিতচেতনঃ ॥ ১৭
পূজয়েচ্চাপি দুষ্টাত্মা শোকসন্তাপকারকৈঃ।
দুঃখজৈঃ শোকজৈঃ পুষ্পৈস্তৈঃ সুশ্রেয়ঃ কথং ভবেৎ ॥১৮

শঙ্কর উবাচ।

যাদৃশেনাপি ভাবেন মামেব পরিপূজয়েৎ।
তাদৃশেনাপি ভাবেন অস্য সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ১৯
সত্যধ্যানবিহীনোঽয়ং কামোদাসক্তমানসঃ।
সঞ্জাতঃ পাপচারিত্রো জহি দেবি স্বতেজসা ॥ ২০
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং শম্ভোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
অস্যৈব সঙ্ক্ষয়ং শম্ভো করিষ্যে তব শাসনাৎ
এবমুক্ত্বা ততো দেবী তস্যাপি বধকাঙ্ক্ষয়া।
বর্ত্ততে হি বিহুণ্ডস্য বধোপায়ং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২২

তুমি আমার শাপে কলুষীকৃত হইয়া দশ বার জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া জনার্দ্দন স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। হে দেবি! এই জন্যই তুমি পূর্ব্বোক্তপ্রকার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছ। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এদিকে কামোদা কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখিতা হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে জলসমীপে বসিয়া বারংবার হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। অতি দুঃখে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ঐ সকল অশ্রুবিন্দু গঙ্গাতোয়ে পতিত হইতে থাকিল এবং ঐ জলপতিত অশ্রুবিন্দু-সকল মজ্জিত হইয়া তাহা প্রস্ফুটিত পদ্মরূপে পরিণত হইল। ক্রমে ঐ পদ্ম সকল গঙ্গাপ্রবাহে বাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে বিষ্ণুমায়াবিমোহিত দানব বিহুণ্ড তাহা দেখিতে পাইল। মুনি বলিয়া দিলেও সে ঐ সকল পদ্ম দুঃখজনিত বলিয়া জানিতে পারিল না; মহাহর্ষে তাহা গ্রহণ করিল। সে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সপ্তকোটিসংখ্যক ঐ প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা গিরিজাপতির পূজা করিল। অনন্তর দেবী জগদ্ধাত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করকে বলিলেন,—হে মহামতে! আপনি দুষ্ট দানবের দুষ্কর্ম্ম অবলোকন করুন। শোকোৎপন্ন যে সকল পদ্ম গঙ্গাতোয়ে ভাসিয়া যাইতেছিল, এই দুষ্ট দানব কামাকুলিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ সকল শোক-দুঃখজ সন্তাপকারক পুষ্প দ্বারা পূজা করিতেছে; ইহাতে তাহার শ্রেয়ঃ হইবে কিরূপে? ৭—১৮। শঙ্কর বলিলেন,—যে যাদৃশ ভাবে আমার পূজা করিয়া থাকে, তাদৃশ ভাবেই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই পাপিষ্ঠ সত্যধ্যানবিহীন হইয়া কামোদায় মন সমর্পণ করিয়াছে। অতএব হে দেবি! তুমি ইহাকে স্বীয় তেজ দ্বারা বধ কর। শম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বলিলেন,—হে শম্ভো! আমি আপনার আদেশে এই দুষ্ট দৈত্যের ক্ষয়সাধন করিব। এই বলিয়া দেবী দৈত্যের বধাকাঙ্ক্ষায় তাহার বধোপায় চিন্তা করিতে

কৃত্বা মায়াময়ং রূপং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
পূজয়েৎ শঙ্করং নাথং সুপুষ্পৈঃ পারিজাতকৈঃ
সমেত্য দানবঃ পাপো দিব্যাং পূজাং বিনাশয়েৎ
কামাকুলঃ সুদুঃখার্ত্তস্তদ্গতো ভাবতৎপরঃ। ২৪
বিষ্ণোশ্চৈব মহামায়াং পূর্ব্বদৃষ্টাং স দানবঃ।
সস্মার দানবঃ পাপঃ কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ। ২৫
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ কন্দর্পেণ বলীয়সা।
বিরহাকুলদুঃখার্ত্তো রোদতে হি মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২৬
কালাকৃষ্টঃ স দুষ্টাত্মা শোকজাতানি তানি সঃ।
পরিগৃহ্য সমায়াতঃ পূজনার্থী মহেশ্বরম্। ২৭
দেব্যা কৃতাং হি পূজাঞ্চ সুপুষ্পৈঃ পারিজাতকৈঃ
তাং নির্ম্মাল্য সুলোভেন শোককৈঃ পরিপূজয়েৎ
নেত্রাভ্যাং তস্য দুষ্টস্য বিন্দবস্তেঽশ্রুসম্ভবাঃ।
অবিরলাস্ততো বৎস পতন্তি লিঙ্গমস্তকে। ২৯
দেবী ব্রাহ্মণরূপেণ তমুবাচ মহামতে।
কো ভবান্ পূজয়েদ্দেবং শোকাকুলমনাঃ সদা।
পতন্ত্যশ্রূণি দেবস্য মস্তকে শোকজানি তে।
অপবিত্রাণি মে ব্রূহি এতমর্থং মমাগ্রতঃ। ৩১

বিহুণ্ড উবাচ।

পূর্ব্বং দৃষ্টা ময়া নারী সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পদা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কামস্যায়তনং মহৎ। ৩২
তস্যা মোহেন সন্দগ্ধঃ কামেনাকুলতাং গতঃ।
তয়া প্রোক্তং হি সম্ভোগে দেহি মে দায়মুত্তমম্
কামোদসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়স্ব মহেশ্বরম্।
তেষাং পুষ্পকৃতাং মালাং মম কণ্ঠে পরিক্ষিপ।
কোটিভিঃ সপ্তসংখ্যাকৈঃ পূজয়স্ব মহেশ্বরম্।
তদর্থং পূজয়াম্যেব ঈশ্বরং ফলদায়কম্। ৩৫
কামোদসম্ভবৈঃ পুষ্পৈর্দুর্লভৈর্দেবদানবৈঃ। ৩৬

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক তে ভাবঃ ক তে ধ্যানং ক তে জ্ঞানং দুরাত্মনঃ।
ঈশ্বরস্যাপি সম্বন্ধো নাস্তি কিঞ্চিন্মযৈব হি।
কামোদায়া বরং রূপং কীদৃশং বদ সাম্প্রতম্। ৩৭
ক লব্ধানি সুপুষ্পাণি তস্যা হাস্যোদ্ভবানি চ।

লাগিলেন। তিনি মায়াময় ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া উত্তম পুষ্প পারিজাত দ্বারা স্বীয় নাথ শঙ্করে পূজা করিতে লাগিলেন। এমন সময় পাপ দানব আসিয়া তাঁহার ঐ পূজা বিনাশ করিল। সে কামাকুল, দুঃখার্ত্ত, তদ্ভাবভাবিত ও কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বৈষ্ণবী মায়াকে স্মরণ করিল। তাঁহার স্মরণমাত্রে বলবান্ কন্দর্প কর্ত্তৃক দুঃখার্ত্ত ও মোহিত হইয়া সে মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিল। ঐ দুষ্টাত্মা কালাকৃষ্ট হইয়া শোকজাত সেই সকল কমল গ্রহণ করত মহাদেবের পূজার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছে। সুপুষ্প পারিজাত দ্বারা দেবীকৃত পূজা সে নাশ করিয়া লোভে শোকজাত পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে লাগিল। এই সময় তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল বিগলিত হইয়া অবিরল লিঙ্গমস্তকে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী ব্রাহ্মণবেশে তাহাকে বলিলেন,—কে আপনি শোকাকুলমানসে সর্ব্বদা দেবদেবের পূজা করিতেছেন? কি জন্য আপনি আপনার অপবিত্র শোকজাত অশ্রুবিন্দু সকল তাঁহার মস্তকে পাতিত করিতেছেন বলুন? বিহুণ্ড বলিল,—আমি পূর্ব্বে এক নারী দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না এবং কামের মহৎ আয়তনস্বরূপা। আমি কামাকুলিত হইয়া তাঁহার মোহে দগ্ধ হইতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—সম্ভোগ নিমিত্ত আমায় ধন দান কর। কামোদসম্ভব পুষ্প দ্বারা মহেশ্বরের পূজা কর। সেই কামোদ-সম্ভব পুষ্প দ্বারা মালা গাঁথিয়া আমার কণ্ঠে প্রদান কর। সপ্তকোটিসংখ্যক পুষ্পে মহেশ্বরের অর্চ্চনা কর। আমি তাহার জন্যই কামোদসম্ভব দেবদানবদুর্লভ পুষ্প দ্বারা ফলদায়ক শঙ্করের পূজা করিতেছি। ১৯—৩৬। দেবী বলিলেন,—রে দুরাত্মন্! তোর ভক্তিই বা কোথায় ধ্যানই বা কোথায়? জ্ঞানই বা কোথায়? তোর সহিত ঈশ্বরের কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধও নাই। কামোদার বর রূপ কি প্রকার এবং

বিহুণ্ড উবাচ।

ভাবং ধ্যানং ন জানামি ন দৃষ্টা সা ময়া কদা।
গঙ্গাতোয়গতান্যেব পরিগৃহ্লামি নিত্যশঃ।
তৈরহং পূজয়াম্যেকং শঙ্করং প্রবদাম্যহম্ ॥ ৩৯
মমাগ্রে কথিতং বিপ্র শুক্রেণাপি মহাত্মনা।
বচনাত্তস্য দেবেশমর্চ্চয়ামি দিনেদিনে ॥ ৪০
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যচ্চ পৃষ্টোঽস্মি সাম্প্রতম্

শ্রীদেব্যুবাচ।

কামোদারোদনাজ্জাতৈঃ পুষ্পৈস্তৈর্দুঃখসম্ভবৈঃ
লিঙ্গমর্চ্চয়সে দুষ্ট প্রভাতে নিত্যমেব চ।
যাদৃশেনাপি ভাবেন পুষ্পেশ্চ যাদৃশৈস্ত্বয়া ॥৪২
অর্চ্চিতো দেবদেবেশস্তাদৃশং ফলমাপ্নুহি।
দিব্যপূজাং বিনাশ্যৈবং শোকপুষ্পেঃ প্রপূজসি
অসৌ দোষস্তবৈবাদ্য সমুৎপন্নঃ সুদারুণঃ।
তস্মাদ্দণ্ডং প্রদাস্যামি ভুঙ্‌ক্ষ্ব স্বকর্ম্মজং ফলম্॥
তস্যা বাক্যং সমাকর্ণ্য কালাকৃষ্টো বভাষ তাম্

রে রে দুষ্ট দুরাচার মম কর্ম্মপ্রদূষক ॥ ৪৫
হন্মি ত্বামিহ খড়্গেন অনেনাপি ন সংশয়ঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং তং স নিশিতং খড়্গমাদদে ॥
হন্তুকামঃ স দুষ্টাত্মা অভ্যধাবত দানবঃ।
সা দেবী বিপ্ররূপেণ সংক্রুদ্ধা পরমেশ্বরী ॥ ৪৭
স্বস্থানমাগতং দৃষ্ট্বা হুঙ্কারং বিসসর্জ্জ হ।
তেন হুঙ্কারনাদেন পতিতো দানবাধমঃ ॥ ৪৮
নিশ্চেষ্টঃ কামরূপেণ বজ্রহত ইবাচলঃ।
পতিতে দানবে তস্মিন্ সর্ব্বলোকবিনাশকে
লোকাঃ স্বাস্থ্যং গতাঃ সর্ব্বে দুঃখতাপ-
বিবর্জ্জিতাঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্বৎস সা স্ত্রী বৈ পরিদেবতি ॥
গঙ্গাতীরে বরারোহা দুঃখব্যাকুলমানসা।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্ ॥ ৫১

বিষ্ণুরুবাচ।

এবমুক্ত্বা সুপুত্রং তং কুঞ্জলো দ্বিজসত্তমঃ।
বিররাম মহাপ্রাজ্ঞঃ কিঞ্চিন্নোবাচ ভূপতে ॥ ৫২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে কামোদাখ্যানে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

তাহার হাস্যোদ্ভব পুষ্প সকল কোথায় লাভ করিলি? তাহা তুই বল। বিহুণ্ড বলিল,—আমি ভাব বা ধ্যান জানি না এবং কামোদাকেও আমি কখনও দেখি নাই। গঙ্গাতোয়-বাহিত পুষ্প সকল আমি নিত্য গ্রহণ করি এবং তাহা দ্বারাই শম্ভুর পূজা করিয়া থাকি। মহাত্মা শুক্র আমায় এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারই কথায় আমি প্রতিদিন শঙ্করের পূজা করিতেছি। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম? দেবী বলিলেন,—রে দুষ্ট! তুই প্রতিদিন প্রভাতে কামোদার রোদনজনিত পুষ্পে লিঙ্গ পূজা করিতেছিস্, যাদৃশভাবে যাদৃশ পুষ্প দ্বারা তুই দেবদেবের অর্চ্চনা করিতেছিস্, তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবি। তুই দিব্য পূজা বিনাশ করিয়া শোকজাত পুষ্পে পূজা করিতেছিস্, এই সুদারুণ দোষ তোর অদ্য সমুৎপন্ন হইল। এই দোষহেতু তোকে দণ্ড প্রদান করিব; তুই স্বকর্ম্মজনিত ফল উপভোগ কর। ব্রাহ্মণবেশা দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য কালাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিল,—রে মদীয় কর্ম্মদূষক দুষ্ট দুরাচার! এই নিশিত খড়্গ দ্বারা এখনি আমি তোকে বিনাশ করিব, সংশয় নাই। এই বলিয়া নিশিত খড়্গ গ্রহণ করত সেই ব্রাহ্মণকে হনন করিবার জন্য দৈত্য ধাবিত হইল। বিপ্ররূপিণী দেবী পরমেশ্বরী দৈত্যকে স্বস্থানাগত দেখিয়া ক্রোধে এক হুঙ্কার বিসর্জ্জন করিলেন। সেই হুঙ্কার-নিনাদে দানবাধম পতিত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল। লোকহিংসক সেই দানব পতিত হইলে লোক সকল সর্ব্বদুঃখতাপ-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বাস্থ্য-অনুভব করিল। হে বৎস! এই কারণে সেই রমণী গঙ্গাতীরে দুঃখব্যাকুলিতমানসে রোদন করিতেছে। তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই সব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বিষ্ণু বলিলেন,—

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুরুবাচ।

কুঞ্জলো ধর্ম্মপক্ষী স ইত্যুক্ত্বা তান্‌ সুতান প্রতি
বিররাম মহাপ্রাজ্ঞঃ কিঞ্চিন্নোবাচ তান প্রতি ॥
বটাধঃস্থো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তমুবাচ মহাশুকম্‌।
কো ভবান্‌ ধর্ম্মবক্তা তি পক্ষিরূপেণ বর্ত্ততে ॥ ২
কিং বা দেবোঽথ গন্ধর্ব্বঃ কিং বা বিদ্যাধরো ভবান।
কস্য শাপাদিমাং প্রাপ্তো যোনিং কীরস্য পাতকীম্‌ ॥ ৩
কস্মাত্তে ঈদৃশং জ্ঞানং বর্ত্ততেঽতীন্দ্রিয়ং শুক।
সুপুণ্যস্য তু কস্যাপি কস্য বৈ তপসঃ ফলম্‌ ॥৪
কিং বা চ্ছন্নেন রূপেণ অনেনাপি মহামতে।
কস্ত্বং সিদ্ধোঽসি দেবো বা তন্মে কথয় কারণম্‌

কুঞ্জল উবাচ।

ভোঃ সিদ্ধ ত্বামহং জানে কুলং তে গোত্রমুত্তমম্‌
বিদ্যাং তপঃ প্রভাবঞ্চ যস্মাদ্‌ ভ্রমসি মেদিনীম্‌
সর্ব্বং বিপ্র প্রবক্ষ্যামি স্বাগতং তব সুব্রত।
উপবিশ্যাসনে পুণ্যেঽস্মিন্ ছায়াশ্রয় শীতলাম্‌ ॥ ৭
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা তস্য জজ্ঞে প্রজাপতিঃ।
ব্রাহ্মণস্য গুণৈর্যুক্তো ভৃগুর্ব্রহ্মসমো দ্বিজঃ ॥ ৮
ভার্গবো নাম তস্যাসীৎ সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ।
তস্যান্বয়ে ভবান্‌ বিপ্র চ্যবনঃ খ্যাতিমান্‌ ভুবি
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো নাহং বিদ্যাধরঃ পুনঃ।
যে হ্যহং বিপ্র প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
কশ্যপস্য কুলে জাতঃ কশ্চিদ্‌ ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রকাশকঃ ॥ ১১
বিদ্যাধরেতি বিখ্যাতঃ কুলশীলগুণৈর্যুতঃ।
রাজমানঃ শ্রিয়া বিপ্র আচারৈস্তপসা তদা ॥ ১২
সম্ভূতাঃ সুতাস্তস্য বিদ্যাধরস্য তে ত্রয়ঃ।
বসুশর্ম্মা নামশর্ম্মা ধর্ম্মশর্ম্মা চ তে ত্রয়ঃ ॥ ১৩
তেষামহং ধর্ম্মশর্ম্মা কনিষ্ঠো গুণবর্জ্জিতঃ।

হে ভূপতে! অণ্ডজেশ্বর কুঞ্জল, পুত্রকে এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইল; আর কিছু বলিল না। ৩৭—৭২।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২১।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বিষ্ণু বলিলেন,—সেই ধর্ম্মপক্ষী কুঞ্জল স্বীয় সুতগণের প্রতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার উক্তি করিয়া বিরাম করিলেন, আর কিছুই বলিল না। তখন বটাধঃস্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই মহাশুককে বলিলেন,—পক্ষিরূপী ধর্ম্মবক্তা আপনি কে? আপনি কি দেব, গন্ধর্ব্ব অথবা বিদ্যাধর? কাহার শাপে আপনি এই পাতকময়ী পক্ষি-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন? হে শুক! কিরূপে তোমার ঈদৃশ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সমুৎপন্ন হইল? ইহা তোমার কোন সুপুণ্য বা কোন্‌ তপস্যার ফল? কিংবা তুমি এইরূপ প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমি সিদ্ধ বা দেবতা? ইহা আমায় বল? কুঞ্জল বলিল,—ভো সিদ্ধ! আমি তোমাকে জানি; তোমার কুল, গোত্র, বিদ্যা, তপঃপ্রভাব এবং যে জন্য তুমি মেদিনী ভ্রমণ করিতেছ, তাহাও জানি। আমি সমস্তই বলিতেছি, তোমার আগমন শুভ হউক, এই শীতল ছায়ায় পুণ্যাসনে উপবেশন কর; শ্রবণ কর, অব্যক্তপ্রভব ব্রহ্মা; আর ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মনন্দন ভৃগু গুণযুক্ত ব্রহ্মসম দ্বিজ। তাঁহার পুত্রের ভার্গব এই নাম ছিল। তিনি সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁহার বংশে আপনি চ্যবন নামে খ্যাতিমান হইয়াছেন। আমি দেব গন্ধর্ব্ব, বা বিদ্যাধর নই, আমি যাহা, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—১০। কশ্যপের কুলে কোনও ব্রাহ্মণসত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মপ্রকাশক, বিদ্যাধর নামে বিখ্যাত, কুলশীলগুণযুক্ত, শ্রীমান, আচারবান্‌ ও তপস্বী। সেই বিদ্যাধর ব্রাহ্মণের তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—বসুশর্ম্মা, নামশর্ম্মা ও ধর্ম্মশর্ম্মা। তাহাদের মধ্যে আমি গুণবর্জ্জিত

বসুশর্ম্মা মম ভ্রাতা বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। ১৪
আচারেণ সুসম্পন্নো বিদ্যাদিসুগুণৈঃ পুনঃ।
নামশর্ম্মা মহাপ্রাজ্ঞস্তদ্বচ্চ সৌদ্গুণাধিকঃ। ১৫
অহমেকো মহামূর্খঃ সঞ্জাতঃ শৃণু সত্তম।
বিদ্যানামুত্তমং বিপ্র ভাবমর্থং শুভং কদা। ১৬
ন শৃণোমি ন বৈ যামি গুরুগেহমনুত্তমম্।
ততস্তু জনকো মে তু মামেবং পরিচিন্তয়েৎ। ১৭
ধর্ম্মশর্ম্মেতি পুত্রস্য নামাস্য তু নিরর্থকম্।
সঞ্জাতঃ ক্ষিতিমধ্যে তু ন বিদ্বান্ন গুণাকরঃ। ১৮
ইতি সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা মামুবাচ সুদুঃখিতঃ।
ব্রজ পুত্র গুরোর্গেহং বিদ্যার্থং পরিসাধয়। ১৯
এবমাকর্ণ্য তত্তস্য পিতুর্বাক্যং ময়া শুভম্।
নাহং তাত গমিষ্যামি গুরোর্গেহং সুদুঃখদম্। ২০
যত্র বৈ তাড়নং নিত্যং ভ্রূভঙ্গাদি চ ক্রোশনম্
অন্নং ন দৃশ্যতে তত্র কর্ম্মণা শৃণু সত্তম। ২১
দিবারাত্রৌ ন নিদ্রাস্তি নাস্তি সুখস্য সাধনম্।
তস্মাদ্দুঃখময়ং তাত ন যাস্যে গুরুমন্দিরম্। ২২
বিদ্যাকার্য্যং করিষ্যে ন ক্রীড়ার্থমহমুৎসুকঃ।
ভোক্ষ্যে স্বপ্স্যে প্রসাদাত্তে করিষ্যে ক্রীড়নং পিতঃ। ২৩
ডিম্ভৈঃ সার্দ্ধং সুখেনাপি দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ।
মামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা মূঢ়ং জ্ঞাত্বা সুদুঃখিতঃ। ২৪

বিদ্যাধর উবাচ।

মা পুত্র সাহসং কার্ষীর্বিদ্যার্থমুদ্যমং কুরু।
বিদ্যয়া প্রাপ্যতে সৌখ্যং যশঃ কীর্ত্তিস্তথাতুলা
জ্ঞানং স্বর্গঞ্চ মোক্ষঞ্চ তস্মাদ্ বিদ্যাং প্রসাধয়
পূর্ব্বং সুদুঃখমূলং তু পশ্চাদ্ বিদ্যা সুখপ্রদা। ২৬
তস্মাৎ সাধয় পুত্র ত্বং বিদ্যাং গুরুগৃহং ব্রজ।
পিতুর্বাক্যমকুর্ব্বাণো হ্যহমেবং দিনে দিনে। ২৭
যত্র যত্র স্থিতো নিত্যমর্থহানিং করোম্যহম্।
উপহাসঃ কৃতো লোকৈর্ম্মম বিপ্র প্রকুৎসনম্। ২৮
মম লজ্জা সমুৎপন্না জীবনাশকরী তদা।
বিদ্যার্থমুদ্যতো বিপ্র কং গুরুং প্রার্থয়াম্যহম্। ২৯
ইতি চিন্তাপরো জাতো দুঃখশোকসমাকুলঃ।

ধর্ম্মশর্ম্মা কনিষ্ঠ। বসুশর্ম্মা আমার ভ্রাতা; তিনি বেদশাস্ত্রার্থকোবিদ, আচার ও বিদ্যাদি সুগুণভূষিত। নামশর্ম্মাও তদ্রূপ মহাপ্রাজ্ঞ ও গুণাধিক ছিলেন। কেবল আমিই একমাত্র মহামূর্খ হইয়াছিলাম। আমি কখনও বিদ্যার ভাব বা অর্থ শ্রবণ করি নাই এবং গুরুগৃহেও যাই নাই। অনন্তর পিতা আমার বিষয় এইরূপ চিন্তা করেন যে, 'ইহার ধর্ম্মশর্ম্মা' নাম নিরর্থক হইল; এ ক্ষিতিতলে বিদ্বান্ গুণাকর হইল না। এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইয়া তিনি আমায় বলিলেন, —হে পুত্র! তুমি বিদ্যার্থ গুরুগৃহে গমন কর। আমি পিতার এইরূপ শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম,—হে তাত! আমি গুরুগৃহে যাইব না। সেখানে অতি দুঃখ পাইতে হয়। তাড়ন, ভ্রূভঙ্গ ও ভর্ৎসনা সেখানে নিত্য বিরাজিত। কর্ম্ম করিলেও সেখানে অন্ন পাওয়া যায় না, দিবারাত্র মধ্যে নিদ্রা বা অন্য কোনও সুখসাধন তথায় নাই। হে তাত! অতএব আমি সেই দুঃখময় গুরুমন্দিরে গমন করিব না। বিদ্যা উপার্জ্জন আমি করিব না। ক্রীড়াতেই আমার মহৎ ঔৎসুক্য। হে তাত! আমি আপনার প্রসাদে কেবল খাইব, নিদ্রা যাইব আর বালকগণের সহিত দিবারাত্র অনলস ভাবে ক্রীড়া করিব। এই কথা শুনিয়া পিতা আমায় মূঢ় জানিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—পুত্র! তুমি এরূপ সাহস করিও না, বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত উদ্যম কর। দেখ,বিদ্যা হইতেই সুখ যশ অতুল কীর্ত্তি, জ্ঞান, স্বর্গ ও মোক্ষ লব্ধ হইয়া থাকে, অতএব বিদ্যা অভ্যাস কর। বিদ্যা পূর্ব্বে, দুঃখপ্রদা কিন্তু পশ্চাৎ সুখপ্রদা হয়। ১১-২৬। অতএব পুত্র! তুমি বিদ্যাভ্যাস কর, গুরুগৃহে যাও। আমি কিন্তু পিতার বাক্য না শুনিয়া এইরূপ দিন দিন যেখানে থাকি, সেইখানেই অর্থহানি করিতে লাগিলাম। লোকে আমায় উপহাস ও আমার কুৎসা করিতে লাগিল। আমার তখন প্রাণনাশকরী লজ্জা উপস্থিত হইল। আমি বিদ্যালাভার্থ উদ্যত হইয়া কাহাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হই, এই চিন্তায়

কথং বিদ্যামহং জ্ঞানে কথং বিদ্যাম্যহং গুণান্
কথং মে জায়তে স্বর্গঃ কথং মোক্ষং ব্রজাম্যহম্
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ বিপ্র বার্দ্ধক্যমগমং পুনঃ ॥ ৩১
দেবতায়তনে দুঃখী উপবিষ্টস্ত্বহং কদা।
মদ্ভাগ্যৈঃ প্রেরিতঃ কশ্চিৎ সিদ্ধ একঃ সমাগতঃ
নিরাশ্রয়ো জিতাহারঃ সদানন্দস্তু নিঃস্পৃহঃ।
একান্তমাস্থিতো বিপ্র যোগযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
পরব্রহ্মণি সংলীনো জ্ঞানধ্যানসমাধিমান্।
তমহং সংশ্রিতো বিপ্র জ্ঞানরূপং মহামতিম্ ॥৩৪
অহং শুদ্ধেন ভাবেন ভক্ত্যা নমিতকন্ধরঃ।
নমস্কৃত্য মহাত্মানং পুরতস্তস্য সংস্থিতঃ ॥ ৩৫
দীনরূপো হ্যহং জাতো মন্দভাগ্যস্তথা পুনঃ।
তেনাহং পৃচ্ছিতো বিপ্র কস্মাদ্ভবান্ প্রশোচসি
কেনাভিপ্রায়ভাবেন দুঃখমেব ভুনক্তি বৈ।
তমেবোক্তোঽস্মি বিপেন্দ্র জ্ঞানিনা যোগিনা
তদা ॥ ৩৭
স্বনুচেন ময়া তস্য পূর্ববৃত্তান্তমেব হি।

আকুল হইয়া দুঃখিত ও শোকসমাকুল হইলাম, অনন্তর "কিরূপে আমি বিদ্যালাভ করিব, কিরূপে গুণবান্ হইব, কিরূপে আমার স্বর্গ হইবে, কিরূপেই বা মুক্তি পাইব" এই চিন্তায় আমি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলাম। একদা আমি কোনও দেবতায়তনে দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় আমার ভাগ্য-প্রেরিত হইয়াই যেন এক সিদ্ধ পুরুষ তথায় আগমন করিলেন। হে বিপ্র! তিনি নিরাশ্রয় জিতাহার, সদানন্দ নিস্পৃহ, একান্তস্থিত, যোগযুক্ত, জিতেন্দ্রিয় পরব্রহ্ম সংলীন ও জ্ঞানধ্যান-সমাধিমান। আমি সেই জ্ঞানরূপী মহামতির আশ্রয় লইলাম। আমি বিশুদ্ধভাবে, নমিতকন্ধরে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম। আমি অতি দীন মন্দভাগ্যের ন্যায় হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলাম বলিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্য তুমি শোক করিতেছ? এবং কি অভিপ্রায়েই বা এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ? আমি সেই

তমেবং শ্রাবিতং সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং কথং ব্রজেৎ ॥
এতদর্থং মহাদুঃখী ভবান্ মম গতিঃ সদা।
স চোবাচ মহাত্মা মে সর্ব্বং জ্ঞানস্য কারণম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সিদ্ধ উবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি জ্ঞানরূপং দ্বিজাগ্রজঃ।
জ্ঞানস্য নাস্তি বৈ দেহো হস্তৌ পাদৌ চ চক্ষুষী
নাসাকর্ণৌ ন জ্ঞানস্য নাস্তি চৈবাস্থিসংগ্রহঃ।
কেন দৃষ্টন্তু বৈ জ্ঞানং কানি লিঙ্গানি তস্য বৈ ॥
আকারৈর্ব্বর্জ্জিতং নিত্যং সর্ব্বং বেত্তি স
সর্ব্ববিৎ।
দিবাপ্রকাশকঃ সূর্য্যো রাত্রৌ প্রকাশয়েচ্ছশী ॥৩

জ্ঞানী যোগী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মূঢ়ভাবে মদীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায়। এই সর্ব্বজ্ঞত্বের জন্যই আমি অতি দুঃখী; আপনি আমার একমাত্র গতি। অতঃপর সেই মহাত্মা আমায় সমস্ত জ্ঞানকারণ বিজ্ঞাপন করিলেন। ২৭—৩৯।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সিদ্ধ বলিলেন,—আমি তোমার অগ্রে জ্ঞানস্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানের দেহ, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ বা অস্থিসঙ্ঘাত এ সকল কিছুই নাই। কে জ্ঞানকে দেখিয়াছে? এবং তাহার চিহ্নই বা কি? জ্ঞান নিত্য আকারবর্জ্জিত; সে সমস্তই সকলই

গৃহং প্রকাশয়েদ্দীপো লোকমধ্যস্থিতা অমী ।
তৎপদং কেন বৈ ধাম্না দৃশ্যতে শৃণু সত্তম ॥ ৪
ন বিন্দন্তি হি মূঢ়াস্তে মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ।
কায়মধ্যে স্থিতং জ্ঞানং ধ্যানদীপ্তমনোপমম্ ॥ ৫
তৎপদং যেন দৃশ্যেত চন্দ্রসূর্য্যাদিভির্ন চ ।
হস্তপাদৌ বিনা জ্ঞানমচক্ষুঃ কর্ণবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
তস্য সর্ব্বত্র গতিরস্তি সর্ব্বং গৃহ্লাতি পশ্যতি ।
সর্ব্বমাঘ্রাতি বিপ্রেন্দ্র শৃণোত্যেবং ন সংশয়ঃ ॥ ৭
নাস্তি জ্ঞানসমো দীপঃ সর্ব্বান্ধকারনাশনে ।
স্বর্গে ভূমৌ চ পাতালে স্থানে স্থানে চ দৃশ্যতে
কায়মধ্যে স্থিতং জ্ঞানং ন বিন্দন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ।
জ্ঞানস্থানং প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্ জ্ঞানং প্রজায়তে
প্রাণিনাং হৃদয়ে নিত্যং নিহিতং সর্ব্বদা দ্বিজ ।
কামাদীন্ সুমহাভোগান্ মহামোহাদিকাংস্তথা
বিবেকবহ্নিনা সর্ব্বান্ দিধক্ষতি সদৈব যঃ ।
সর্ব্বশান্তিময়ো ভূত্বা ইন্দ্রিয়ার্থং প্রমর্দ্দয়েৎ ॥ ১১
তত্তস্য জায়তে জ্ঞানং সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
তত্ত্বমূলমিদং জ্ঞানং নির্ম্মলং সর্ব্বদর্শকম্ ॥ ১২
তস্মাচ্ছান্তিং কুরুষ্ব ত্বং সর্ব্বসৌখ্যপ্রবর্দ্ধিনীম্ ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ যথাত্মনি তথাপরে ॥ ১৩
ভবস্ব নিয়তো নিত্যং জিতাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
মৈত্রং নৈব প্রকর্ত্তব্যং বৈরং দূরে পরিত্যজেৎ ।
নিঃসঙ্গো নিঃস্পৃহো ভূত্বা একান্তস্থানমাশ্রিতঃ ॥
সর্ব্বপ্রকাশকো জ্ঞানী সর্ব্বদর্শী ভবিষ্যসি ॥ ১৫
একস্থানস্থিতো বৎস ত্রৈলোক্যে যদ্ ভবিষ্যতি
বৃত্তান্তং বেৎস্যসি ত্বন্তু মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ১

কুণ্ডল উবাচ ।

সিদ্ধেন তেন মে বিপ্র জ্ঞানরূপং প্রকাশিতম্ ।
তস্য বাক্যে স্থিতো নিত্যং তদ্ভাবেনাপি ভাবিতঃ ॥ ১৭
ত্রৈলোক্যে বর্ত্ততে যদ্ যদেকস্থানে স্থিতো হ্যহং
তত্তদেব প্রজানামি প্রসাদাত্তস্য সদ্গুরোঃ ॥

জানে । ১—৩ । দিবাপ্রকাশক সূর্য্য, রাত্রি-প্রকাশক শশী এবং গৃহপ্রকাশক দীপ, ইহারা লোকমধ্যে অবস্থিত । জ্ঞানপদ কোন তেজ দ্বারা দেখা যায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া মূঢ়গণ তাহা জানিতে পারে না । জ্ঞান কায়মধ্যে অবস্থিত ও ধ্যানদীপ্ত ; তাহার উপমা নাই । ধ্যান দ্বারাই জ্ঞানপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সূর্য্যাদি দ্বারা হয় না । জ্ঞান হস্তপদবর্জ্জিত, অচক্ষু ও কর্ণরহিত হইলেও তাহার সর্ব্বত্র গতি আছে ; সে সমস্তই গ্রহণ করে, দেখিতে পায়, আঘ্রাণ করে এবং শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই । সর্ব্বান্ধকারনাশের জন্য জ্ঞানসম দীপ আর নাই । স্বর্গ, ভূমি, পাতাল, স্থান, অস্থান, সর্ব্বত্রই জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে । জ্ঞান কায়মধ্যে অবস্থিত, তথাপি কুবুদ্ধিগণ তাহা লাভ করিতে পারে না । যাহা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই জ্ঞানস্থান কহিতেছি । জ্ঞান সর্ব্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে নিহিত থাকে । কামাদি সুমহাভোগ সকলকে এবং মহা-মোহাদিকে বিবেকবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করত সর্ব্ব-শান্তিময় হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলে পরে সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । জ্ঞান তত্ত্বমূল এবং নির্ম্মল ও সর্ব্ব-দর্শক ; অতএব তুমি সর্ব্বসৌখ্যপ্রবর্দ্ধিনী শান্তি অবলম্বন কর । শত্রু-মিত্রে এবং আত্মপরে সমদর্শী হইয়া নিত্য নিয়ত জিতা-হার এবং জিতেন্দ্রিয় হও । কাহারও সহিত মৈত্রীও করিও না, বৈরকেও দূরে পরিহার কর এবং নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ হইয়া একান্তে অব-স্থিত থাক । ইহাতেই তুমি সর্ব্বপ্রকাশক, জ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী হইবে । হে বৎস ! এরূপ করিলে তুমি এক স্থানে থাকিয়া ত্রৈলোক্যে যেখানে যাহা হইবে, আমার প্রসাদে নিঃসং-শয়ে তাহা জানিতে পারিবে । ৪—১৬ । কুণ্ডল বলিল,—হে বিপ্র ! সেই সিদ্ধ আমায় জ্ঞানরূপ প্রকাশ করিয়াছেন । আমি তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া নিত্য তাঁহার বাক্য পালন করিতেছি । তাঁহাকে এক স্থানে থাকিয়াও আমি তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যে যেখানে যাহা ঘটিতেছে, সমস্ত জানিতে পারি-

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমাত্মবৃত্তান্তমেব হি।
অন্যৎ কিং তে প্রবক্ষ্যামি তদ্ ব্রূহি দ্বিজসত্তম
চ্যবন উবাচ।
কীরযোনিং কথং প্রাপ্তো ভবান জ্ঞানবতাং বর
তন্মে ত্বং কারণং ব্রূহি সর্ব্বসন্দেহ নাশনম্ ॥২০
কুঞ্জল উবাচ।
সংসর্গাদ্ জায়তে পাপং সংসর্গাৎ পুণ্যমেব হি।
তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েচ্ছুদ্ধো ভব্যং বিরুদ্ধমেব চ ॥ ২১
লুব্ধকেনাপি পাপেন কেনাপ্যেকঃ শুকঃ শিশুঃ।
বন্ধয়িত্বা সমানীতো বিক্রয়ার্থং সমুদ্যতঃ ॥ ২২
চাটুকারং সুরূপং তং পটুবাক্যং সমীক্ষ্য চ
গৃহীতো ব্রাহ্মণেনৈকেন মম প্রীত্যা সমর্পিতঃ ॥২৩
জ্ঞানধ্যানস্থিতো নিত্যমহমেব দ্বিজোত্তম।
স মে বালস্বভাবেন কৌতুকাৎ করসংস্থিতঃ ॥২৪
তস্য কৌতুকবাক্যৈর্বা মুগ্ধো হ্যহং দ্বিজসত্তম।
শুকস্য পুত্ত্ররূপস্য নিত্যং তৎপরমানসঃ ॥ ২৫
মামেবং বদতে সোঽপ তাত তাতেতি
ভাষ্যতাং।
স্নাতুং গচ্ছ মহাভাগ দেবমর্চ্চয় সাম্প্রতম্ ॥২৬
ইত্যাদিচাটুকৈর্বাক্যৈর্মামেবং পরিভাষয়েৎ।
তস্য বাক্যবিনোদেন বিস্মৃতং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ২৭
পুষ্পার্থং ফলভোগার্থং গতোঽহং বনমেব চ।
নীতঃ শুকো বিড়ালেন মম দুঃখস্য হেতবে ॥২৮
মম সংসর্গিভিঃ সর্ব্বৈর্বয়স্যৈঃ সাধুচারিভিঃ।
বিড়ালেন হতঃ পক্ষী তেনৈব ভক্ষিতো হি সঃ
শ্রুত্বা মৃত্যুং গতং বিপ্র শুকং তং চাটুকারকম্।
মহতা দুঃখভাবেন অসুখেনাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩০
তস্য দুঃখেন মুগ্ধোঽস্মি তীব্রেণাপি সুপীড়িতঃ।
মহতা মোহজালেন বদ্ধোঽহং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৩১
প্রলপং রামচন্দ্রেতি শুকরাজেতি পণ্ডিত।
শ্লোকরাজেতি তং বিপ্র মোহাচ্চলিতমানসং ॥
ততোঽহং দুঃখসন্তপ্তঃ সঞ্জাতঃ স্বেন কর্ম্মণা।
বিয়োগেনাপি বিপ্রেন্দ্র শুকস্য শৃণু সাম্প্রতম্ ॥
বিস্মৃতং তন্ময়া জ্ঞানং সিদ্ধেনাপি প্রকাশিতম্।
সংস্মরন শোকসন্তপ্তস্তং শুকং চাটুকারকম ॥৩৪

তেছি। হে দ্বিজসত্তম। এই আমি আপনার নিকট সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম,—অন্য আর কি বলিব? তাহা বলুন। চ্যবন বলিলেন,—হে জ্ঞানবানগণের বরেণ্য। আপনি কিরূপে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইলেন, এই সন্দেহনাশন পক্ষিযোনি লাভের কারণ কীর্ত্তন করুন। কুঞ্জল বলিল,—সংসর্গ হইতেই পাপ-পুণ্য জন্মিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধ ব্যক্তি অভব্য ও বিরুদ্ধ-সংসর্গ ত্যাগ করিবে। একদা কোনও এক পাপ লুব্ধক এক শুকশিশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। শুকশিশুকে চাটুকার পটুবাক্ ও সুরূপ দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করেন এবং প্রীতিবশতঃ শুকশিশুটী আমায় দেন। হে দ্বিজোত্তম! আমি তখন নিত্য জ্ঞান-ধ্যানপরায়ণ থাকিলেও বালস্বভাব বশতঃ শুকশিশু আমার হস্তে আসিল। আমি তাহার কৌতুকময় বাক্যে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। পুত্রের ন্যায় শুকশিশুর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইল। সেও আমাকে "পিতা পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া "অবস্থান করুন, স্নান করিতে যান, দেবার্চ্চনা করুন" ইত্যাদি চাটুবাক্য দ্বারা সম্ভাষণ করিতে লাগিল। তাহার বাক্যবিনোদে আমি আমার উত্তম জ্ঞান বিস্মৃত হইলাম। অনন্তর একদা আমি ফলপুষ্পাহরণার্থ বনে গমন করিলে এক বিড়াল ঐ শুকশিশুকে লইয়া যায়। ইহাতে আমি দুঃখিত হই। আমার সাধুশীল সঙ্গিগণ বলেন যে, বিড়ালেই শুকশিশুকে নিহত করিয়াছে। আমি শুকশিশুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত তীব্র দুঃখে পীড়িত হই এবং মুগ্ধ হইয়া পড়ি। এমন কি আমি বিচলিত মানসে শুকশিশুকে উদ্দেশ করিয়া, "হা রামচন্দ্র—হা শুকরাজ—হা শ্লোকরাজ—বলিয়া বিলাপ করিতে থাকি। ১৭—৩২। আমি স্বীয় কর্ম্মদোষে এইরূপ দুঃখসন্তপ্ত হই। অনন্তর আমার শুকবিয়োগে যাহা ঘটিল, তাহা শ্রবণ করুন। আমি আমার সিদ্ধপ্রকাশিত জ্ঞান বিস্মৃত হইলাম। সেই চাটুকার শুক-

বৎস বৎসেতি নিত্যং বৈ প্রলপং শৃণু ভার্গব।
গদ্যপদ্যময়ৈর্ব্বাক্যৈঃ সংস্কৃতাক্ষরসংযুতৈঃ ॥ ৩৫
ত্বাং বিনা কশ্চ মাং বৎস বোধয়িষ্যতি সাম্প্রতম্।
কথাভিশ্চ বিচিত্রাভিঃ পক্ষিরাজ প্রসীদ মাম্ ॥
অস্মিন্ সুনির্জ্জনোদ্যানে বিহায় ক গতো ভবান্
কেন দোষেণ লিপ্তোঽস্মি তন্মে কথয় সাম্প্রতম্
এবংবিধৈরহং বাক্যৈঃ করুণৈস্তেন মোহিতঃ।
এবমাদি প্রলপ্যাহং শোকেনাপি সুপীড়িতঃ ॥৩৮
মৃতোঽহং তেন মোহেন তদ্ভাবেনাপি মোহিতঃ
মরণে যাদৃশো ভাবো মতিশ্চাসীচ্চ যাদৃশী ॥৩৯
তাদৃশেনাপি ভাবেন জাতোঽহং দ্বিজসত্তম।
গর্ভবাসো ময়া প্রাপ্তো জ্ঞানস্মৃতিবিধায়কঃ ॥৪০
স্মৃতং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম স্বয়মেব বিচেষ্টিতম্।
ময়া পাপেন মূঢেন কিং কৃতং হ্যকৃতাত্মনা ॥ ৪১
গর্ভযোগসমারূঢ়ঃ পুনস্তং চিন্তয়াম্যহম্।
তেন মে নির্ম্মলং জ্ঞানং জাতং বৈ সর্ব্বদর্শকম্ ॥

শিশুকে স্মরণ করিয়া আমি "বৎস বৎস" বলিয়া সংস্কৃতাক্ষরসংযুক্ত গদ্য পদ্যময় বাক্যে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলাম যে, হে বৎস। তুমি ব্যতিরেকে কে আমায় বিচিত্র কথায় জাগরিত করিবে? পক্ষিরাজ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নির্জ্জন বনে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি বল? মোহিত হইয়া আমি এই প্রকার করুণ বাক্যে বিলাপ করিয়া শোকে অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং তদ্ভাব-ভাবিত হওয়ায় মোহে আমার মৃত্যু হইল। হে দ্বিজসত্তম! মরণকালে যাদৃশভাব এবং যাদৃশী মতি আমার ছিল, আমি তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিলাম। জন্মস্মৃতিবিধায়ক গর্ভবাস আমি প্রাপ্ত হইলাম। গর্ভবাসে থাকিয়া আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং বিচেষ্টিত স্মরণ হইল। আমার মনে হইল, পাপ অকৃতাত্মা আমি কি করিয়াছি। গর্ভবাসে থাকিয়া আমি আমার গুরুকে চিন্তা করিলাম। তাহাতে আমার সর্ব্বদর্শনক্ষম জ্ঞান জন্মিল। আমি

গুরোস্তস্য প্রসাদাচ্চ প্রাপ্তং বৈ জ্ঞানমুত্তমম্।
তস্য বাক্যোদকৈঃ স্বচ্ছৈঃ কায়স্য মলমেব চ ॥৪৩
সবাহ্যাভ্যন্তরং বিপ্র ক্ষালিতং নির্ম্মলং কৃতম্।
তির্য্যক্‌ত্বং চ ময়া প্রাপ্তং শুকজাতিসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৪
শুকস্য ধ্যানভাবেন মরণে সমুপস্থিতে।
তস্মিন্ কালে মৃতো বিপ্র তদ্ভাবেনাপি ভাবিতঃ
তাদৃশোঽস্মি পুনর্জ্জাতঃ শুকরূপো মহীতলে।
মরণে যাদৃশো ভাবঃ প্রাণিনাং পরিজায়তে ॥৪৬
তাদৃশাঃ স্যুশ্চ সত্ত্বাস্তে তদ্রূপাস্তৎপরায়ণাঃ।
তদ্‌গুণাস্তৎস্বরূপাস্তে ভাবভূতা ভবন্তি হি ॥৪৭
মৃত্যুকালস্য বিপ্রেন্দ্র ভাবেনাপি ন সংশয়ঃ।
অতুলং প্রাপ্তবান জ্ঞানমহমত্র মহামতে ॥ ৪৮
তেন সর্ব্বং বিপশ্যামি যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
বর্ত্তমানং মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানেনাপি মহামতে ॥ ৪৯
সর্ব্বং বিদাম্যহং হ্যত্র সংস্থিতোঽপি ন সংশয়ঃ।
তারণায় মনুষ্যাণাং সংসারে পরিবর্ত্ততাম্ ॥ ৫০
নাস্তি তীর্থং গুরুসমং বন্ধচ্ছেদকরং দ্বিজ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শৃণু ভার্গবনন্দন ॥ ৫১
যত্ত্বয়া পৃচ্ছিতং বিপ্র তত্তে সর্ব্বং প্রকাশিতম্।

গুরুর প্রসাদে পুনরায় উত্তম জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহার স্বচ্ছ বাক্যোদকে আমার দেহের মল সবাহ্যাভ্যন্তর ক্ষালিত ও নির্ম্মল হইল, আমি শুকজাতিসমুদ্ভব তির্য্যক্ যোনি লাভ করিলাম। হে বিপ্র। আমি মরণকালে শুকবিষয়ক চিন্তা করিয়া তদ্ভাবভাবিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলাম বলিয়া তাদৃশ শুকযোনি লাভ করিয়াছি। মরণকালে প্রাণিগণের যাদৃশভাব উপস্থিত হয়, তাদৃশ ভাব, তাদৃশ রূপ, তৎপরায়ণতা, তদ্রূপতা, তৎস্বরূপ্য ও তাদৃশ সত্তা তাহারা লাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র। মৃত্যুকালের ভাবানুসারে আমি অতুল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই জন্য আমি এই স্থানে থাকিয়াই নিঃসংশয়ে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত জানিতে পারিতেছি। সংসারপরিবর্ত্তী মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত গুরু সদৃশ বন্ধচ্ছেদকর তীর্থ আর নাই। হে ভার্গবনন্দন! তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই

স্থলজাচ্চোদকাৎ সর্ব্বং বাহ্যং মলং প্রণশ্যতি ॥৫
জন্মান্তরকৃতান পাপান্ শুকতীর্থং প্রণাশয়েৎ।
সংসারতারণায়ৈব জঙ্গমং তীর্থমুত্তমম ॥ ৫৩
বিষ্ণুরুবাচ।
শুক এবং মহাপ্রাজ্ঞশ্চ্যবনায় মহাত্মনে।
তত্ত্বং প্রকাশয়িত্বা তু বিররাম নৃপোত্তম ॥ ৫৪
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং জঙ্গমং তীর্থমুত্তমম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫৫
বেণ উবাচ।
নাহং রাজ্যস্য কামাথী নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রকাময়ে
সদেহো গন্তুমিচ্ছামি তব কায়ং জনার্দ্দন।
এবং বরমহং মন্যে যদি দাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৫৬
বিষ্ণুরুবাচ।
যজ ত্বমশ্বমেধেন রাজসূয়েন ভূপতে ॥ ৫৭
গোভূস্বর্ণাম্বধান্যানাং কুরু দানং মহামতে।
দানান্নশ্যতি বৈ পাপং ব্রহ্মবধ্যাদিঘোরকম্ ॥৫৮
চতুর্ব্বর্গস্তু দানেন সিধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
তস্মাদ্দানং প্রকর্ত্তব্যং মামুদ্দিশ্য চ ভূপতে ॥৫৯
যাদৃশেনাপি ভাবেন মামুদ্দিশ্য দদাতি যঃ।
তাদৃশং তস্য বৈ ভাবং সত্যমেবং করোম্যহম্ ॥
ঋষীণাং দর্শনাৎ স্পর্শাদ্ ভ্রষ্টস্তে পাপসঞ্চয়ঃ।
আগমিষ্যসি যজ্ঞান্তে মম দেহং ন সংশয়ঃ ॥ ৬১
এবমাভাষ্য তং বেণমন্তর্দ্ধানং গতো হরিঃ ॥৬২

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে শুকতীর্থমাহাত্ম্যে চ্যবনচরিত্রে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

আমি তোমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম। স্থলস্থ উদক বাহ্যমল মাত্র বিনষ্ট করে, কিন্তু শুকতীর্থ জন্মান্তরকৃত পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। সংসার-সাগর-উত্তরণের জন্য শুকতীর্থই উত্তম জঙ্গম তীর্থ। বিষ্ণু বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ শুক মহাত্মা চ্যবনের নিকট এইরূপ তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়া বিরত হইল। এই আমি তোমার নিকট জঙ্গমতীর্থ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর। বেণ বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি স্বর্গ বা অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল সদেহে আপনার শরীরে লীন হইতে চাই। আপনি যদি বর দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি এই বরই প্রার্থনা করি। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ভূপতে! আপনি রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, এবং গো, ভূ, হিরণ্য, ধান্য প্রভৃতি দান করুন। দানে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাতক সকল নষ্ট হয়। অধিকন্তু দান দ্বারা চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। অতএব আপনি আমার উদ্দেশে দান করুন। যে যে ভাবে আমার উদ্দেশে দান করে, আমি তাহার সেই ভাবই পূরণ করিয়া থাকি, ইহা সত্য জানিবেন। ঋষিগণের দর্শন এবং স্পর্শে আপনার পাপ-রাশি ভ্রষ্ট হইয়াছে, আপনি যজ্ঞান্তে নিশ্চয়ই আমার দেহে লীন হইবেন, সংশয় নাই। নৃপতিকে এইরূপে সম্বর্দ্ধিত করিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। ৫৩—৬২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অন্তর্দ্ধানং গতে বিষ্ণৌ বেণো রাজা মহামতিঃ
ক গতো দেবদেবেশ ইতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টশ্চিন্তয়িত্বা নৃপোত্তমঃ।
সমাহূয় নৃপশ্রেষ্ঠং তং পৃথুং মধুরাক্ষরৈঃ ॥ ২
তমুবাচ মহাত্মানং হর্ষেণ মহতা তদা।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে মহামতি রাজা বেণ, দেবদেবেশ বিষ্ণু কোথায় গেলেন, এই চিন্তাতে আকুল হইলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাহর্ষে আবিষ্ট হইয়া মধুরাক্ষরে নৃপশ্রেষ্ঠ পৃথুকে আহ্বান করত তাঁহাকে বলিলেন, পুত্র! তুমি

ত্বয়া পুত্রেণ ভূর্লোকে তারিতে২স্মি সুপাতকাৎ
নীত উজ্জ্বলতাং বৎস বংশো মে সাম্প্রতং পৃথো।
ময়া বিনাশিতো দোষৈস্ত্বয়া গুণৈঃ প্রকাশিতঃ ॥
যজেহমশ্বমেধেন দাস্যে দানান্যনেকশঃ।
বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যদ্য সকায়স্তে প্রসাদতঃ ॥ ৫
সম্ভারস্ব মহাভাগ সম্ভারাস্ত্বং নৃপোত্তম।
আমন্ত্রয় মহাভাগ ব্রাহ্মণান বেদপারগান ॥ ৬
এবং পৃথুঃ সমাদিষ্টো বেণেনাপি মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মা স বেণং পিতরমাদরাৎ ॥ ৭
কুরু রাজ্যং মহারাজ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানমনোহনুগান
দিব্যান্ বা মানুষান্ পুণ্যান্ যজ্ঞৈর্যজ জনার্দ্দনম্
এবমুক্ত্বা প্রণম্যৈব পিতরং জ্ঞানতৎপরম্।
ধনুর্বাদায় পৃথ্বীশঃ সবাণং যত্নপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
আদিদেশ ভটান সর্ব্বান ঘোষধ্বং ভূতলে মম
পাপমেব ন কর্ত্তব্যং কর্ম্মণা ত্রিবিধেন বৈ ॥ ১০
করিষ্যন্তি চ যঃ পাপমাজ্ঞা বেণস্য ভূপতেঃ।
উল্লঙ্ঘ্য বধ্যতাং সোহপি যাস্যতে নাত্র সংশয়ঃ
দানমেব প্রদাতব্যং যজ্ঞৈৈব জনার্দ্দনম্।
যজধ্বং মানবাঃ সর্ব্বে তন্মনস্কা বিমৎসরাঃ ॥ ১২
এবং শিক্ষাং প্রদত্ত্বাসৌ রাজ্যং ভৃত্যেষু বেণজঃ
নিঃক্ষিপ্য চ গতো বিপ্রাস্তপসে হর্থে তপোবনম্
সর্ব্বান্ দোষান্ পরিত্যজ্য সংযম্য বিষয়েন্দ্রিয়ান্
শতবর্ষপ্রমাণং বৈ নিরাহারো বভূব হ ॥ ১৪
তপসা তস্য বৈ তুষ্টো ব্রহ্মা পৃথুমুবাচ হ।
তপস্তপসি কস্মাত্ত্বং তন্মে ত্বং কারণং বদ ॥ ১৫
পৃথুরুবাচ।
বেণ এষ মহাপ্রাজ্ঞঃ পিতা মে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
সমাচরতি যঃ পাপমস্য রাজ্যে নরাধমঃ। ১৬
শিরশ্ছেত্তা ভবত্বেষ তস্য দেবো জনার্দ্দনঃ।
অদৃষ্টৈশ্চ মহাচক্রৈর্হরিঃ শাস্তা ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ১৭
মনসা কর্ম্মণা বাচা কর্ত্তুং বাঞ্ছতি পাতকম্।
তেষাং শিরাংসি ত্রুটিতানি ফলং পক্বং যথা দ্রুমাৎ
এতদেব বরং মন্যে ত্বত্তঃ শৃণু সুরেশ্বর।
প্রজানাং দোষভাবেন ন লিপ্যতি পিতা মম ॥

আমায় মহাপাতক হইতে উদ্ধার করিয়াছ; তুমি বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ। যে বংশকে আমি দোষ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি, সেই বংশকে তুমি গুণ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছ। অধুনা আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব, এবং তদুপলক্ষে বহু দান দিব। আমি তোমার প্রসাদে সকায়ে বিষ্ণুলোকে গমন করিব। তুমি যজ্ঞসম্ভারসমূহ আহরণ কর, এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। মহাত্মা বেণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পৃথু বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি রাজ্য করুন; স্বর্গীয় মনোরম ভোগ সকল উপভোগ করুন; যজ্ঞে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করুন। এই কথা বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক পৃথু সশর শরাসন গ্রহণ করত যত্নপূর্ব্বক ভটগণকে আদেশ করিলেন যে, হে ভটগণ! তোমরা ভূতলে ঘোষণা কর যে, কেহ যেন কায়মনোবাক্যে ভূতলে পাপাচরণ না করে। যে ব্যক্তি বেণ রাজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপাচরণ করিবে, সে বধ্য হইবে, সংশয় নাই। সকলে দান কর, এবং বিমৎসর ও তদ্গত মনে যজ্ঞে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা কর। বেণনন্দন রাজ্যে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া এবং উপযুক্ত ভৃত্যে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। বনগমন করিয়া তিনি সর্ব্বদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়েন্দ্রিয়গণকে সংযত করত শতবর্ষ পর্য্যন্ত নিরাহারে অতিবাহিত করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে ভূপতে! কিজন্য আপনি তপস্যা করিতেছেন, ইহার কারণ বলুন। ১—১৫। পৃথু বলিলেন,—কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহারাজ বেণ আমার পিতা। যে নরাধম তাঁহার রাজ্যে পাপাচরণ করিবে, দেব জনার্দ্দন স্বয়ং অদৃষ্টভাবে চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন ও শাস্তা হইবেন। কায়মনোবাক্যে যে জন রাজ্যে পাপাচরণ করিবে, বৃক্ষ হইতে পক্ব ফলের ন্যায় তাহার মস্তক ত্রুটিত হইয়া পতিত হইবে! হে সুরেশ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা

তথা কুরুষ দেবেশ বরং দাতুং যদীচ্ছসি।
দদস্ব উত্তমং কামং চতুর্ম্মুখ নমোঽস্তু তে॥২০

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্তু মহাভাগ পিতা তে পূততাং গতঃ।
বিষ্ণুনা শাসিতো বৎস পুত্রেণাপি ত্বয়া পৃথো॥
এবং পৃথুং সমুদ্দিশ্য বরং দত্ত্বা গতো বিভুঃ।
পৃথুরেব সমায়াতো রাজ্যকর্ম্মণি সংস্থিতঃ॥ ২২
বৈণ্যস্য রাজ্যে বিপ্রেন্দ্রাঃ পাপং কশ্চিন্নচাচরেৎ
যস্তু চিন্তয়তে পাপং ত্রিবিধেনাপি কর্ম্মণা॥ ২৩
শিরশ্ছেদো ভবেত্তস্য যথা চক্রৈর্নিকৃন্তিতঃ।
তদা প্রভৃতি বৈ পাপং নৈব কোঽপি সমাচরেৎ
ইত্যাজ্ঞা বর্ত্ততে তস্য বৈণ্যস্যাপি মহাত্মনঃ।
সর্ব্বলোকাঃ সমাচারৈঃ পরিবর্ত্তন্তি নিত্যশঃ॥ ২৫
দানভোগৈঃ প্রবর্ত্তন্তে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ।
সর্ব্বসৌখ্যৈঃ প্রবর্দ্ধন্তে প্রসাদাত্তস্য ভূপতেঃ॥ ২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে-
গুরুতীর্থমাহাত্ম্যে চতুর্বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৪॥

করি। হে দেবেশ! যাহাতে আমার পিতা প্রজাগণের পাপে লিপ্ত না হন, আপনি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন। হে চতুর্ম্মুখ! আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পৃথো! তাহাই হইবে, তোমার পিতা ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক শাসিত হওয়ায় এবং তুমি পুত্র হওয়ায় পূত হইলেন। ভগবান বিভু পৃথুকে এইরূপ বরদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। পৃথুও প্রত্যাগত হইয়া রাজকার্য্যে অবস্থিত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ। পৃথুর রাজ্যে কেহই পাপাচরণ করিত না, যে জন কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিত। চক্র যেমন শিরশ্ছেদ করে, তদ্রূপ তাহার শিরশ্ছেদ হইত। তদবধি আর কেহ পাপ করিত না। মহাত্মা পৃথুর এইরূপই আদেশ ছিল। তাঁহার রাজ্যে সকলেই নিত্য সদাচারে থাকিত; সকলেই সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, দানভোগে বর্ত্তমান ছিল; এবং সকলেই রাজপ্রসাদে সর্ব্বসুখে বর্দ্ধিত হইত। ১৬-২৬।

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বেণস্যাজ্ঞাং সুসম্প্রাপ্য পৃথুঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
সম্ভ্রে সর্ব্বসম্ভারান্নানাপুণ্যান নৃপাত্মজঃ॥ ১
নিমন্ত্র্য ব্রাহ্মণান সর্ব্বান নানাদেশোদ্ভবানপি।
অথ বেণ ইয়াজাসাবশ্বমেধেন ভূপ তঃ॥ ২
দানান্যদাদ্‌ ব্রাহ্মণেভ্যো নানারূপাণ্যনেকশঃ।
জগাম বৈষ্ণবং লোকং সকায়ো জগতীপতিঃ॥
বিষ্ণুনা সহ ধর্ম্মাত্মা নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং চরিত্রং তস্য ভূপতেঃ॥ ৪
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্‌।
পৃথুরেব স ধর্ম্মাত্মা রাজা পৃথ্বীং প্রশাসতি॥ ৫
ত্রৈলোক্যেন সমং পৃথ্বীং দুদোহ নৃপসত্তমঃ।
প্রজাস্তু রঞ্জিতাস্তেন পুণ্যধর্ম্মানুবর্ত্তিভিঃ॥ ৬

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,— পরম ধার্ম্মিক পৃথু বেণরাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ পবিত্র যজ্ঞীয় সম্ভার সকল আহরণ করিলে এবং নানা দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে মহারাজ বেণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকারের অসীম দানীয় বস্তু সকল প্রদান করিলেন এবং তিনি সকায়ে বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া বিষ্ণুর সহিত নিত্য বিহার করিতে লাগিলেন। এই আমি তোমার নিকট মহারাজ বেণের সর্ব্বপাপপ্রশমন ও সর্ব্বদুঃখবিনাশন চরিত—সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। পিতার স্বর্গগমনের পর ধর্ম্মাত্মা রাজা পৃথু পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের সহিত পৃথিবী দোহন করিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রভাবে

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ভূমিখণ্ডমনুত্তমম্ ।
প্রথমং সৃষ্টিখণ্ডং তু দ্বিতীয়ং ভূমিখণ্ডকম্ ॥ ৭
ভূমিখণ্ডস্য মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ।
অস্য খণ্ডস্য বৈ শ্লোকং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ
দিনৈস্ত্যৈকস্য বৈ পাপং তস্য চৈব প্রণশ্যতি ।
যো নরো ভাবসংযুক্তো'ধ্যায়ং সংশৃণুতে
সুধীঃ ॥ ৯
তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
দত্তস্য গোসহস্রস্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুপর্ব্বণি ॥ ১০
যৎফলং তৎ প্রজায়েত বিষ্ণুস্তস্য প্রসীদতি ।
অস্য পদ্মপুরাণস্য পঠমানস্য নিত্যশঃ ॥ ১১
কলৌ যুগে তু বিঘ্নাশ্চ ন জায়ন্তে নরস্য বৈ ।

ব্যাস উবাচ ।

কস্মাৎ কলৌ ন জায়ন্তে শৃণ্বানস্য চ পদ্মজ ;
নরস্য পুণ্যযুক্তস্য নানাবিঘ্নাঃ সুদারুণাঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

যথস্যাপ্যশ্বমেধস্য যৎ ফলং পরিকথ্যতে ।
তৎফলং দৃশ্যতে তাত পুরাণে পদ্মসংজ্ঞকে ।
অশ্বমেধমখঃ পুণ্যঃ কলৌ নৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪
পুরাণং চাপি যত্তদ্বদশ্বমেধসমং কিল ।
অশ্বমেধস্য যৎ পুণ্যং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ১৫
ন ভুঞ্জন্তি নরাঃ পাপাঃ পাপমার্গেষু সংস্থিতাঃ ।
পুরাণস্যাস্য পুণ্যস্য পদ্মসংজ্ঞস্য সত্তমঃ ॥ ১৬
অশ্বমেধসমং পুণ্যং ন ভুঞ্জন্তি কলৌ নরাঃ ।
কলৌ যুগে নরৈঃ পাপৈর্গন্তব্যং নরকার্ণবম্ ॥১৭
কস্মাচ্ছ্রোষ্যন্তি তৎপুণ্যং চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনম্ ।
যেন শ্রুতমিদং পুণ্যং পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকম্ ॥ ১৮
সর্ব্বং হি সাধিতং তেন চতুর্ব্বর্গস্য সাধনম্ ।
অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাস্তস্মান্নষ্টা মহামতে ॥ ১৯
কলৌ যুগে গতাঃ স্বর্গে সবেদাঃ সাঙ্গসম্বরাঃ ।
যঃ কোহপি সত্ত্বসম্পন্নঃ শ্রদ্ধাবান ভগবৎপরঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছতি ধর্ম্মাত্মা সপুত্রো ভার্য্যয়া সহ ।
শ্রবণার্থং মহাশ্রদ্ধা পূর্ব্বং তস্য প্রজায়তে ॥ ২১
শৃণ্বানস্য নরস্যাপি মহাবিঘ্নো ন সঞ্চরেৎ ;
অশ্রদ্ধা জায়তে পূর্ব্বং পাঠকস্য নরস্য চ ॥ ২২

প্রজাগণ রক্ষিত হইল। ১—৬। এই আমি তোমায় ভূমিখণ্ডের উত্তম মাহাত্ম্য বলিলাম। প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড। ভূমিখণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। যে নরশ্রেষ্ঠ এই খণ্ডের একটী মাত্র শ্লোক শ্রবণ করে, তাহার একদিনের পাপ বিনষ্ট হয়। যে নর ভাবশুদ্ধ হইয়া এক অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি, দ্বিজসত্তমগণ। শ্রবণ করুন। উত্তম পর্ব্বদিনে ব্রাহ্মণকে গোসহস্র দান করিলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফল হইয়া থাকে ; অধিকন্তু বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। কলিযুগে এই পদ্মপুরাণ নিত্য পাঠ করিলে কাহারও কথ-ও বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। ব্যাস বলিলেন,—কিহেতু কলিযুগে পদ্মপুরাণ শ্রবণকারীদিগের নানা সুদারুণ বিঘ্ন সকল উৎপন্ন হয় না ? ব্রহ্মা বলিলেন,—অশ্বমেধ যজ্ঞের যে সকল ফল কথিত হয়, পদ্মপুরাণ শ্রবণেও সেই সকল ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিতে প্রবর্ত্তিত হয় না, সেই জন্যই এই পুরাণ অশ্বমেধ তুল্য ফলদায়ক। অশ্বমেধ যজ্ঞের স্বর্গ-মোক্ষ ফলপ্রদ যে সকল পুণ্য, পাপপথবর্ত্তী জনগণ তাহা ভোগ করিতে পারে না। কলির নরগণ পদ্মসংজ্ঞক এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ-পাঠাদির অশ্বমেধসম পুণ্য ভোগ করিবে না, তাহারা নরকার্ণবে নিমগ্ন হইবে। কেননা, এই চতুর্ব্বর্গসাধন পুণ্য পুরাণ তাহারা কাহার মুখে শুনিতে পাইবে ? যে ব্যক্তি এই পদ্মাখ্য পুরাণ শ্রবণ করে, চতুর্ব্বর্গের সমস্ত সাধনই তাহার সাধিত হয়। হে মহামতে এই জন্যই কলিযুগে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নাই এবং সাঙ্গবেদগণ স্বর্গগত। যে কোনও শ্রদ্ধাবান্ সত্ত্বসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ভার্য্যাপুত্রসহ এ পুরাণ শ্রবণে অভিলাষী হয়, তাহার পুরাণ-শ্রবণার্থ প্রথমে প্রবল শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। ৭—২১। শ্রবণ-কালীন তাদৃশ নরের কোনও বিঘ্নই ঘটে না। যে পাঠক এবং শ্রোতার পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা হয়,

লোভস্তু জায়তে তস্য শ্রবণস্য দ্বিজোত্তমঃ।
প্রেষিতো বিষ্ণুদেবেন মহামোহঃ সুদারুণঃ।
অকরোৎ স বিনাশন্তু শ্রবণস্যাস্য নিত্যশঃ।
দূষকাঃ কুৎসকাঃ পাপাঃ সম্ভবন্তি দিনে দিনে॥
জ্ঞাতব্যং তু সুবুদ্ধেন বিঘ্নরূপং ময়াধুনা।
সঞ্জাতং দৃশ্যতে ব্যাস তথা হোমং সমাচরেৎ॥
বৈষ্ণবৈশ্চ মহামন্ত্রৈর্বিষ্ণুসূক্তৈঃ সুপাবনৈঃ।
বিষ্ণোররাটমন্ত্রেণ সহস্রশীর্ষকেণ চ॥ ২৬
ইদং বিষ্ণুসুমন্ত্রেণ আব্রহ্মেণ পুনঃপুনঃ।
ত্র্যম্বকেন চ মন্ত্রেণ হোমমেবং সমাচরেৎ॥ ২৭
বৃহৎসাম্না সুমন্ত্রেণ দ্বাদশাক্ষরকেণ চ।
যস্য দেবস্য যো হোমস্তস্য মন্ত্রেণ হোময়েৎ॥২৮
অষ্টোত্তরতিলাজ্যৈশ্চ পালাশৈঃ সমিধৈর্বরৈঃ।
গ্রহাণামপি কর্তব্যং স্থাপনং পূজনং দ্বিজ॥ ২৯
বিঘ্নেশং পূজয়েত্তত্র শারদাং সুরেশ্বরীম্।
জাতবেদাং মহামায়াং চণ্ডিকাং ক্ষেত্রনায়কম্॥
তিলৈশ্চ তণ্ডুলৈরাজ্যৈস্তেষাং মন্ত্রসমুদায়ৈঃ।
এবং হোমঃ প্রকর্তব্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দদেদ্ধনম্

যথাসম্ভাবিতং তাত দক্ষিণাং ধেনুসংযুতাম্।
ততো বিঘ্নাঃ প্রণশ্যন্তি পুরাণং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥৩২
এবং ন কুরুতে যো হি তস্য বিঘ্নং বদাম্যহম্।
তস্যাঙ্গে জায়তে রোগো বহুপীড়াপ্রদায়কঃ॥৩৩
ভার্য্যাশোকঃ পুত্রশোকো ধনহানিঃ প্রজায়তে
নানাবিধান্মহারোগান্ ভুঙ্‌ক্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৩৪
যস্য গেহে নাস্তি বিত্তমুপবাসং সমাচরেৎ।
একাদশীং সুসম্প্রাপ্য পূজয়েন্মধুসূদনম্॥ ৩৫
ষোড়শৈশ্চোপচারৈশ্চ ভাবযুক্তেন চেতসা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ যথা বিত্তানুসারতঃ
কেশবায় ততো দত্ত্বা সকলং হবিরাদিকম্।
স্বয়ং কর্মাত্তঃ প্রাজ্ঞো ভোজনং সহ বান্ধবৈঃ
পুত্রৈশ্চ ভার্য্যয়া যুক্তস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
পুরাণসংহিতা পূর্ণা শ্রোতব্যা ধর্মতৎপরৈঃ ৩৮
চতুর্বর্গস্য বৈ সিদ্ধির্জায়তে নান্যথা।
সপাদং লক্ষমেকং তু ব্রহ্মাখ্যং পুস্তকং শৃণুতে

শ্রবণকালে তাহার লোভ জন্মিয়া থাকে। বিষ্ণুদেব তাহার জন্য দারুণ মহামোহ প্রেরণ করেন। সেই মোহ তাদৃশ শ্রোতার নিত্য বিনাশ সাধন করে। দূষক, কুৎসক, পাপিগণের সম্ভাবনা প্রত্যহই আছে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি তত্তত বিঘ্নরূপ বুঝিতে পারেন। হে ব্যাস! যদি বিঘ্ন ঘটে, তবে হোমাচরণ করিবে। বৈষ্ণব মহামন্ত্র সকল অতি পবিত্র বিষ্ণুসূক্তসমূহ, বিষ্ণুর অরাট মন্ত্র, সহস্রশীর্ষ মন্ত্র, 'ইদং বিষ্ণু' মন্ত্র, 'আব্রহ্মেণ' মন্ত্র, ত্র্যম্বক মন্ত্র, বৃহৎ সাম এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোমানুষ্ঠান করিতে হয়। যে দেবতার হোম হইবে, তাহার মন্ত্রদ্বারা অষ্টোত্তরশত তিলাজ্য পালাশ সমিধ দ্বারা হোম করিবে। হে দ্বিজ! এ কার্য্যে গ্রহগণেরও স্থাপন ও পূজন কর্তব্য। ইহাতে বিঘ্নেশ, সুরেশ্বরী, শারদা অগ্নি, মহামায়া চণ্ডিকা এবং ক্ষেত্রনায়কেরও অর্চনা করিতে হয়। ইহাদের স্ব স্ব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিল, তণ্ডুল ও ঘৃত দ্বারা প্রত্যেকের হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিবে। হে তাত! এই ব্যাপারে যথাসম্ভব ধেনু সহ দক্ষিণা দান করিবে এইরূপ করিলে, বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে এবং পুরাণ পাঠের সাফল্য ঘটিবে। যে ব্যক্তি ইহা না করে, তাহার বিঘ্নপাতের কথা কহিতেছি, তাহার অঙ্গে বহু পীড়াদায়ক রোগ উৎপন্ন হয়। তাহার ভার্য্যাশোক, পুত্রশোক এবং ধনহানি হইয়া থাকে। সে নানাবিধ মহারোগ ভোগ করে। ২২—৩৪। যাহার গৃহে বিত্ত নাই, সে মাত্র উপবাস করিবে এবং একাদশী তিথিতে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ষোড়শ উপচারে মধুসূদনের পূজা করিবে, পরে স্বীয় বিত্তানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অনন্তর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কেশবকে সমস্ত অন্ন নিবেদন করিয়া বান্ধবগণ ও ভার্য্যা-পুত্রগণসহ স্বয়ং ভোজন করিবে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ পুরাণসংহিতা শ্রবণ করিবেন। পুরাণ শ্রবণফলে তাহার চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না। কৃতযুগে নিষ্পাপ মানবগণ সপাদ লক্ষশ্লোকাত্মক পদ্মপুরাণ

কৃতে যুগে তু নিষ্পাপাঃ শৃণ্বন্তি মনুজা দ্বিজ।
লক্ষস্যার্দ্ধং ততঃ কৃৎস্নং পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকম্‌॥
শ্লোকানাং তু সহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যামেব তথাধিকম্‌।
ত্রেতাযুগে তথা প্রাপ্তে যদা শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ
চতুর্ব্বর্গফলং ভুক্ত্বা তে যাস্যন্তি হরিং পুনঃ।
দ্বাবিংশতিসহস্রাণি সংহিতা পদ্মসংজ্ঞিতা॥ ৪২
দ্বাপরে কথিতা বিপ্র ব্রহ্মণা পরমাত্মনা।
দ্বাদশৈব সহস্রাণাং পদ্মাখ্যা সা তু সংহিতা॥ ৪৩
কলৌ যুগে পঠিষ্যন্তি মানবা বিষ্ণুতৎপরাঃ।
একোহর্থশ্চৈকভাবশ্চ চতুর্ষ্বপি প্রবর্ত্তিতঃ॥৪৪
সংহিতাস্বেব বিপ্রেন্দ্র শেষাখ্যানপ্রবিস্তরঃ।
দ্বাদশৈব সহস্রাণি নাশং যাস্যন্তি সত্তম॥ ৪৫
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে প্রথমং হি ভবিষ্যতি
ভূমিখণ্ডং নরং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৬
মুচ্যতে সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে।
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য জপং দানং তথা শ্রুতম্‌
শ্রোতব্যং হি প্রযত্নেন পদ্মা॰ . পাপনাশনম্‌।
প্রথমং সৃষ্টিখণ্ডং তু দ্বিতীয়ং ভূমিখণ্ডকম্‌॥ ৪৮
তৃতীয়ং স্বর্গখণ্ডস্য পাতালং তু চতুর্থকম্‌।
পঞ্চমং চোত্তরং খণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌॥ ৪৯
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পঞ্চখণ্ডান্যনুক্রমাৎ
গোপ্রদানসহস্রস্য মানবো লভতে ফলম্‌॥ ৫০
মহাভাগ্যেন লভ্যন্তে পঞ্চখণ্ডানি ভূসুরাঃ।
শ্রুতানি মোক্ষদানি স্যুঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র সংহিতায়াং ভূমিখণ্ডে বেণোপাখ্যানে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৫॥

শ্রবণ করেন। ত্রেতাযুগে মানবগণ অর্দ্ধ লক্ষ দ্বিসহস্র শ্লোক সম্বলিত সমগ্র পদ্মপুরাণ শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই পুরাণশ্রোতৃগণ চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগ করিয়া হরিকে লাভ করেন। পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বাপরে দ্বাবিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক পদ্মাখ্য পুরাণসংহিতা কীর্ত্তন করেন। কলিযুগে সেই পুরাণ-সংহিতাই দ্বাদশসহস্র শ্লোকময়রূপে বিষ্ণুতৎপর মানবগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে। চারিযুগেই পদ্ম পুরাণের সমস্ত সংহিতায় এক অর্থ এক ভাব প্রবর্ত্তিত আছে। হে সত্তম! এই দ্বাদশসহস্র শ্লোকময়-পুরাণও নাশ প্রাপ্ত হইবে। পরে কলিযুগে পুনরায় ইহার ভূমিখণ্ড আবির্ভূত হইবে। এই ভূমিখণ্ড শ্রবণ করিয়া নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কোনও দুঃখ বা কোনও রোগ তাহার থাকে না। তপস্যাদানাদি অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও নরগণ সযত্নে এই পাপহর পুরাণ শ্রবণ করিবে। ইহার প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড, তৃতীয় স্বর্গখণ্ড, চতুর্থ পাতালখণ্ড এবং পঞ্চম উত্তরখণ্ড সর্ব্ব পাপহর; যে নর ভক্তিপূর্ব্বক যথাক্রমে এই পঞ্চখণ্ড শ্রবণ করে, তাহার গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। হে ভূসুরগণ! মহাভাগ্য বলেই এই পঞ্চখণ্ড লব্ধ হইয়া থাকে, এই সকল খণ্ড শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৮—৫১।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৫।

গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ।